শ্রীবৈষ্ণব-দর্শন ও ধর্ম

প্রথম খণ্ড

স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য

॥ শ্রীবলরাম ধর্ম্ম সোপান ॥

পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান খড়দহ, ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)

প্রকাশক :—

শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান

খড়দহ, ২৪ পরগণা।

SHRI VAISHNAB DARSHAN O DHARMA—Vol-1
BY SWAMI YATINDRA RAMANUJACHARYYA.

"Fourth Five Year Plan — Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of West Bengal."

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আধুনিক ভারতীয় ভাষাসাহিত্যের উন্নয়নকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মূল্য—আট টাকা মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা

২। "যতিরাজ ভবন" (কলিকাতা শাখা)
১০১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

৩। "যতিরাজ মঠ" (পুরী শাখা)
চটকপর্বত স্বর্গদ্বার, পুরী (উড়িষ্যা)

প্রথম মুদ্রণ—১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, শ্রীরাসপূর্ণিমা

শ্রীধর্মসোপান প্রেস, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ

যিনি অব্যর্থ এবং সুস্পষ্ট কৃপানির্দেশ দানে দাসকে এই দুরূহ দিব্য গ্রন্থখানি লিখনে প্রবৃত্ত করিয়া প্রথম খণ্ডখানি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত করিলেন, সেই পরমারাধ্য অস্মদ্ গুরুদেব শ্রী১০০৮ বলরামস্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণারবিন্দে এই গ্রন্থখানি পরম ভক্তিভরে সমর্পিত হইল।

শ্রীগুরুকরুণা স্মরি তর্জনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ধরি
লেখনী লিখনে চলে ধীরে।
ভাব ভাষা পূর্ব পরে কোথা হ'তে আসি স্ফুরে
গুরুকৃপা কত শক্তি ধরে॥

শ্রীচরণকমলচঞ্চরীক
সেবক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস।

ভূমিকা

'সম্প্রদায়' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ। ইহা একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর বোধক নহে। যে সংঘ কোন বস্তুকে বা কোন জ্ঞানকে সম্যক্‌রূপে প্রদান করে তাহাই 'সম্প্রদায়'। অতএব এই সম্প্রদায় একটি উদার সংঘবোধক শব্দ।

ইউরোপীয় দেশে একটি শব্দ দেখা যায় 'School'। ইংরাজ, ফরাসী, জার্মাণ, আমেরিকান, ভারতীয় বা অন্যান্য কোন জাতির একটি বিশিষ্ট ভাবধারাকে বলা হয়— ইংরাজী School-এর ভাবধারা, ফরাসী School-এর ভাবধারা ইত্যাদি। এই অর্থে ব্যবহৃত School শব্দটি একটি জাতীয় গর্বের বোধক শব্দ। সেইরূপ 'সম্প্রদায়' শব্দটি গর্বের বোধক শব্দ। সাধারণ বিষয়ে যেমন School বা সম্প্রদায় আছে, ধর্মবিষয়েও সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। যিনি যে ধর্মশাখার প্রবর্ত্তক সেই ধর্মশাখাটি প্রায়শঃই তাঁহারই সম্প্রদায় নামে নামাংকিত হইয়া থাকে। যথা—বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায়, শংকর সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়, চৈতন্য সম্প্রদায় ইত্যাদি।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের আদি কর্ত্রী হইতেছেন—'শ্রীদেবী' বা লক্ষ্মীজী। এইজন্য এই সম্প্রদায় 'শ্রীসম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের ভাবধারা ও অনুষ্ঠানধারা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে আড়বারগণের দিব্য প্রবন্ধাবলীগত দিব্যসূক্তি হইতে। এই হেতু ইহা 'আড়বার-সম্প্রদায়' নামেও আখ্যাত। আড়বারগণ দ্বাদশ সংখ্যক। তন্মধ্যে শঠকোপ আড়বার শীর্ষস্থানীয়। তিনি অন্যান্য আড়বারগণের প্রাণরূপে পরিগণিত। প্রত্যেক আড়বারের ভগবদ্বিষয়ক অনুভব ছিল গভীর ও প্রাণবন্ত। সৌভাগ্যের বিষয় এই সকল দিব্য অনুভব প্রবন্ধ আকারে লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত হইয়া আছে। এই সকল দিব্য প্রবন্ধকে সমবেতভাবে 'দ্রাবিড় বেদ' বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শঠকোপ আড়বারের প্রবন্ধাবলীকে 'সামবেদ'স্থানীয় শীর্ষ মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁহার দিব্যপ্রবন্ধাবলী চতুঃসংখ্যক — (১) তিরুবিরুত্তম্ (২) তিরুবাসিরিয়ম্ (৩) পেরিয়তিরুবন্দাদি (৪) তিরুবায়্‌মোড়ি। এই তিরুবায়্‌মোড়ির সংস্কৃত নাম হইতেছে — 'সহস্রগীতি'। ইহাতে একাদশ-শত দুইটি (১১০২) গাথা বা গীতি আছে। এই তিরুবায়্‌মোড়ি বা সহস্রগীতি শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এক অমূল্য নিধি। এই অমূল্য দিব্যপ্রবন্ধই শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভাবধারা ও অনুষ্ঠানধারার প্রধানতম উৎস। এই দিব্য প্রবন্ধগত ভাবধারা ও অনুষ্ঠানধারার উপরেই শ্রীবৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অপর একটি নাম 'আড়বার-সম্প্রদায়'। এই তিরুবায়্‌মোড়ি দিব্যপ্রবন্ধখানি অন্তোপান্ত বিশ্লেষণ করিলে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম ও তাহার দর্শন সম্যক্ প্রতিভাত হইয়া পড়ে। সুদূরদর্শী রামানুজ এই দিব্যপ্রবন্ধে এই তত্ত্ব ও তথ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি সংস্কৃত-বেদান্ত (শ্রুতিঃ), তাহার উপবৃংহণরূপ স্মৃতি ইতিহাস (মহাভারত ও রামায়ণ) এবং পুরাণাদির বচনসমূহের সহিত এই দ্রাবিড় দিব্যপ্রবন্ধের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিধানকরতঃ উভয় গোষ্ঠীকে (তামিল দিব্যপ্রবন্ধাবলী বা তামিল বেদান্তকে এবং সংস্কৃত বেদান্তকে) একত্রে গ্রথিত করিয়া সম্বন্ধভাবে উভয়কে "উভয়বেদান্ত" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই উভয়বেদান্ত সম্যক্ আলোচনা করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের দর্শন (রামানুজদর্শন) ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। রামানুজের এই কীর্ত্তি এক অমূল্য অক্ষয় কীর্ত্তি। এই

পরম উপকার সাধনের জন্য শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়টি 'রামানুজ সম্প্রদায়' নামে প্রখ্যাত। রামানুজের পূর্ববর্ত্তীকালেও নাথমুনি যামুনমুনি প্রমুখ পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক এই 'তিরুবায়্মোড়ি' দিব্যপ্রবন্ধের কালক্ষেপ, অর্থাৎ ব্যাখ্যাপূর্বক উপদেশ তাঁহাদের ভক্ত ও শিষ্যগোষ্ঠীর মাঝে প্রচলিত ছিল। রামানুজই সর্বপ্রথম সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন যে, এই দিব্যপ্রবন্ধের আলোচনা, ব্যাখ্যা ও ভাষণ নিয়মিতভাবে মানবসমাজে বিশেষ করিয়া শ্রীবৈষ্ণব ভক্ত ও শিষ্যগোষ্ঠী মধ্যে প্রচলিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইহার দ্বারা তাহাদের বৈরাগ্য জ্ঞান ও ভক্তি সমৃদ্ধ হইবে এবং তাহাদের উজ্জীবন সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইবে। এই সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই দিব্যপ্রবন্ধের লিখিত ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারই মৌখিক ব্যাখ্যার অনুগুণই এই ব্যাখ্যা লিখিত হইল। প্রথম ব্যাখ্যা রচয়িতা ছিলেন শ্রীরামানুজের প্রবীণ ও জ্ঞানী শিষ্য কুরুকাধিনাথস্বামী, তামিল নাম 'পিল্লান্'। তৎপরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-কারের রচনায় এই ব্যাখ্যা বিশদতর রূপ ও বৃহত্তর আকার ধারণ করিল। রামানুজের শিষ্য গোবিন্দাচার্যের শিষ্য পরাশরভট্টরস্বামীর শিষ্য বেদান্তীস্বামী (নন্জীয়র) হইতেছেন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা-লেখক। তৎপরে, পরে পরে তাঁহার শিষ্য কলিবৈরীদাস স্বামী, তাঁহার শিষ্যদ্বয়—কৃষ্ণসমাহ্বয়স্বামী, পরিশেষে কৃষ্ণপাদস্বামী ব্যাখ্যা রচনা করিলেন। বলা বাহুল্য নিজ নিজ গুরুমুখে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনুসারে তাঁহারা এই সকল ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণপাদস্বামীর লিখিত ব্যাখ্যাই বিশদতম এবং সর্বশিষ্টগণ কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত। এই ব্যাখ্যাটি 'ঈডু' ব্যাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ। 'ঈডু' একটি তামিল শব্দ, ইহার অর্থ হইতেছে—'সদৃশ বা সমপর্যায়ভুক্ত'। অর্থাৎ এই ব্যাখ্যাটি সংস্কৃত-বেদান্তের ভাষ্যের শ্রীভাষ্যের শ্রুতপ্রকাশিকা টীকার সমপর্যায়ভুক্ত। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে বহু শ্রুতিবাক্য, রামায়ণবাক্য, মহাভারতবাক্য, পুরাণবাক্য, মনু আদি স্মৃতিবাক্য এবং অন্যান্য আড়বার-গণের বচন সন্নিবেশিত আছে। এই ব্যাখ্যার আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য — ইহাতে সন্নিবিষ্ট দেখা যায় বহুস্থলে বহু গাথার ব্যাখ্যায় শ্রীনাথমুনি হইতে কৃষ্ণপাদস্বামী অবধি বিশিষ্ট আচার্যগণের অর্থ-নির্বাহ। নিম্নলিখিত আচার্যগণের নির্বাহ এই 'ঈডু' ব্যাখ্যানে পরিলক্ষিত হয় — নাথমুনি, পুণ্ডরীকাক্ষ (নাথমুনির শিষ্য); যামুনমুনি, মহাপূর্ণ, শৈলপূর্ণ, মালাকার (যামুনমুনির শিষ্যত্রয়); রামানুজ; কূরেশ, গোবিন্দ, দাশরথি, কুরুকাধিনাথ, ধনুর্দাস (রামানুজের শিষ্যপঞ্চক); পরাশর ভট্টর (গোবিন্দাচার্যের শিষ্য); বেদান্তীস্বামী (ভট্টরস্বামীর শিষ্য); কলিবৈরীদাস (বেদান্তীস্বামীর শিষ্য); কৃষ্ণসমাহ্বয় ও কৃষ্ণপাদ (কলিবৈরীদাসস্বামীর শিষ্যদ্বয়) ইত্যাদি। শঠকোপ আড়বারের এই দিব্য প্রবন্ধ 'তিরুবায়্মোড়ি' মূল গ্রন্থখানি এবং ইহার অপূর্ব 'ঈডু' ব্যাখ্যান এক মণিকাঞ্চন সংযোগ। এই ব্যাখ্যান না থাকিলে মূল গ্রন্থের গম্ভীর আশয়ের অবধারণা সাধারণের নিকট বহুলাংশে অবিদিত রহিয়া যাইত। এই তিরুবায়্মোড়ি দিব্যপ্রবন্ধ এবং ইহার ঈডু ব্যাখ্যান অনতিবিলম্বে এতই সমাদৃত হইয়া পড়িল যে কৃষ্ণপাদস্বামীর শিষ্য শ্রীশৈলেশস্বামী 'তিরুবায়্মোড়ী-স্বামী' নামে প্রখ্যাত হইলেন। শ্রীশৈলেশস্বামীর শিষ্য বরবরমুনি এই 'ঈডু ব্যাখ্যান' বহু বিস্তৃতভাবে প্রচার করিলেন। রামানুজের সময় হইতেই এই তিরুবায়্মোড়ি দিব্যপ্রবন্ধের ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্লেষণ ও দিব্যব্যাখ্যা দ্রুত শ্রীবৈষ্ণব-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ও সমাদৃত হইতে লাগিল। বরবরমুনির সময়ে ইহার সমাদর ও কালক্ষেপ উচ্চশিখরে উপনীত হয়। এইজন্যই বলা হয় — দ্রাবিড়বেদের জন্মে শঠকোপ, রক্ষায় রামানুজ এবং পুষ্টিতে বরবরমুনি। বরবরমুনির পরবর্ত্তীকালে দেখা যায়, যে সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যগণই যেমন সংস্কৃত বেদান্তে পারদর্শী ছিলেন, সেইরূপ দ্রাবিড় বেদান্তেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা এই উভয়বেদান্তেরই অধ্যাপক,

উপদেশক, প্রচারক ও প্রবর্ত্তক ছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের বলা হয় "বেদান্তযুগ্মবিশদীকারপ্রবীণঃ", "উভয়বেদান্ত-প্রবর্ত্তকাচার্যঃ।" এই দ্রাবিড়বেদান্তের কালক্ষেপের মাধ্যমে তাঁহারা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীবৈষ্ণবদর্শনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাধন করিয়া আসিতেছেন। এই বাস্তব রূপটি বিশদভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে নিম্নলিখিত শ্লোকে—

"লক্ষ্মীনাথাখ্যসিন্ধোঃ শঠরিপুজলদঃ প্রাপ্য কারুণ্যনীরং
নাথার্দ্রাবভ্যসিঞ্চ্য তদনু রঘুবরাম্ভোজচক্ষুর্ঝরাভ্যাম্।
প্রাপ্য শ্রীযামুনাখ্যসরিতমথো রামানুজস্য পদ্মাকরে
সম্পূর্য প্রাণিশস্যে প্রবহতি নিতরাং দেশিকেন্দ্রব্রমৌঘৈঃ॥"

—লক্ষ্মীনাথ শ্রীমন্নারায়ণরূপ সমুদ্র হইতে শঠকোপরূপ মেঘ উত্থিত হইয়া নাথমুনিকে সম্পূর্ণরূপে অভিসিঞ্চিত করিল। সেই অভিসিঞ্চিত বারি তৎপরে পুণ্ডরীকাক্ষের দু'টী নয়নকমল বহিয়া শ্রীযামুনরূপ স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইল, অতঃপর সেই করুণাবারির স্রোত যতীন্দ্র-রামানুজরূপ কমল নিবিড় হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়া উৎকূল হইয়া যাবৎ প্রাণিরূপ শস্যে নিরন্তর বহিয়া যাইতেছে।

ঈডু ব্যাখ্যান এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাখ্যানই তামিল ভাষায় রচিত। ইহাদের কালক্ষেপও হইত তামিল ভাষায়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদেয় এবং মঙ্গলজনক বোধে শ্রীবৃন্দাবনস্থ সুবিশাল শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমগুরুদেব মহান্ দ্রাবিড়াচার্য শ্রীরঙ্গদেশিকস্বামী প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই 'তিরুবায়্মোড়ি' দিব্যপ্রবন্ধের তামিল মূল এবং সমগ্র 'ঈডু' ব্যাখ্যান সংস্কৃত ভাষায় আনুপূর্বিক যথাযথ অনুবাদ করিয়া ভারতের পরম উপকারসাধন করিয়াছেন। এই সংস্কৃত-অনুবাদ গ্রন্থটি 'ভগবদ্বিষয়' নামে প্রসিদ্ধ। দীন লেখক শ্রীগুরুগোবিন্দের অশেষ করুণায় এই সংস্কৃত গ্রন্থখানি অবলম্বনে শ্রীরঙ্গম দিব্যদেশে আট-নয় মাসকাল অবস্থান করিয়া তামিল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতপ্রবর বিদ্বান শ্রীরামস্বামী আয়েংগারের অনুগ্রহে এবং নিজ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অল্পকালের মধ্যে এই 'ঈডু' ব্যাখ্যানের আশয় অনেকটা বোধগম্য হয়। বর্ত্তমানকালেও সমস্ত দক্ষিণ-ভারতীয় শ্রীবৈষ্ণব-মঠে ও মন্দিরে এই ঈডু ব্যাখ্যানের এবং উত্তর-ভারতীয় মঠ-মন্দিরে ভগবদ্বিষয়ের আলোচনা এবং কালক্ষেপ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম ও দর্শনের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থের কালক্ষেপ এবং আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। ইহার সংস্কৃত অনুবাদ-গ্রন্থ 'ভগবদ্বিষয়' প্রণয়ণের পর হইতে এই সমাদর উত্তরভারতেও দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

ব্যাসপুত্র শুকদেব যেমন জন্মসিদ্ধরূপে জ্ঞান ভক্তি এবং বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীশঠকোপ আড়বারও তদ্রূপ অবতীর্ণ হইবার সময় হইতেই নিমীলিত নয়নে তাঁহার দিব্যজীবনের প্রথমার্দ্ধে (ষোড়শ বৎসর) ভগবৎ-অনুভবে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষার্দ্ধে এই মানস অনুভব তিনি তাঁহার উক্তিতে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য 'মধুরকবি' আড়বার তাঁহার পাশে থাকিয়া এই দিব্যসূক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীশঠকোপস্বামীর সমস্ত অনুভবই মানস অনুভব। শ্রীভগবানের প্রসাদে তিনি মানসনয়নে এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য যথাযথ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বমুখে বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীভগবান তাহাকে কৃপা করিয়া এই সকল তত্ত্ব ও তথ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। একস্থানে বসিয়াই বিভিন্ন দিব্যদেশ, বিভিন্ন অর্চাবতারের গুণ, তাঁহাদের দিব্যরূপ, ভাগবতগণের গুণগণ প্রভৃতি যাবৎ তত্ত্ব বিশদভাবে তাঁহার মানসপটে সম্যক্ উদিত হইতে লাগিল। এই প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুরাগময় ভগবৎপ্রেম,

এই প্রেমপুষ্ট বিবিধ বিচিত্র বিভিন্ন অনুভাব, ভগবৎমিলনে ভাবসমূহ এবং তাঁহার বিরহে ভাবসমূহও বিকশিত হইতে লাগিল। তিনি নিজমুখে গাহিতেছেন—

"ঈশ্বরের গুণ কথা তাঁর বিভূতিও তাই
তদীয়ত্ব আকারেতে কোন তারতম্য নাই।
স্বস্বরূপ রূপ আদি সম্যক্ প্রদর্শন
আমারে দানিলা প্রভু, পাই আমি দিব্যজ্ঞান।
ভাসিল আমার মনে আদি-অন্ত তত্ত্ব কথা
বিভূতি বিভূতিমান এই তত্ত্ব যথা যথা।
বিভূতি কারণ পঞ্চভূত ভৌতিক তথা
দর্শনীয় মাণিক্যাদি আস্বাদনীয় রস যথা।
শ্রবণীয় সঙ্গীতাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্য যত
মোক্ষ আদি পুরুষার্থ সবই মোর অধিগত।" (শ্রীবৈষ্ণব-দর্শন ও ধর্ম—৩।৪)

এই জন্যই পরেও তিনি গাহিয়াছেন—

'সর্ব দিব্যচেষ্টা তাঁর মোর কাব্য মাঝে
প্রকাশে সমর্থ আমি যেখানে যা সাজে।
বাচিক কৈঙ্কর্য মোরে করে যোগ্য দাস
মোর কাব্য গাহি সব বৈষ্ণবে উল্লাস।' (শ্রীবৈঃ—৪।৫।১০)

এই সুবিশদ অনুভব অভিব্যক্ত হইয়া দিব্যসূক্তি আকারে স্বতঃস্ফূর্ত গীতিরূপে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার অনুচর ও শিষ্য মধুরকবি আড়্বার কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া এই দিব্যসূক্তিগুলি (তিরুবায়্মোড়ি) এক অমূল্য মহানিধিরূপে নিবদ্ধ হইয়া সুরক্ষিত হইয়া রহিল। এই দিব্যপ্রবন্ধখানি সমগ্রজগতের 'উজ্জীবন-স্বরূপ'। সমগ্র জগৎ যে ইহার কাছে কত ঋণী তাহা বর্ণনার অতীত। ঋষিগণ যেমন দ্রষ্টা পুরুষ ছিলেন আড়্বারগণও সেইরূপই দ্রষ্টা পুরুষ। ঋষিগণ চিরকাল কঠোর পরিশ্রম সংযম ও বহু আয়াসলব্ধ সাধনার দ্বারা তত্ত্বাবলীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এই শ্রীশঠকোপ আড়বার কিন্তু বিনা আয়াসে কেবল ভগবৎকৃপাপ্রদত্ত জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মানস দর্শন স্পর্শন ও আলাপনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। আড়বার স্বমুখে গাহিতেছেন, 'মত্যানন্দং দত্তবান্ সঃ।' আড়বারের এই মানস দর্শন যেমন সর্বতোমুখী তাঁহার দিব্য-সূক্তিসমূহও তদ্রূপই সর্বতোমুখী। ইহা সাধকমাত্রেরই অমূল্য নিধি, সমগ্র ধর্মজগতেরই কণ্ঠহার।

সমগ্র শাস্ত্রে, সমস্ত বেদ বেদান্তে, ইতিহাসে (রামায়ণ, মহাভারত) সমস্ত পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল অবশ্য জ্ঞেয়বস্তু লিপিবদ্ধ আছে, সমস্ত জ্ঞানী গুণী সাধুমুখে যে সকল জ্ঞানের বিষয় উপদিষ্ট আছে সেই সমস্ত বিষয়াবলী বিশেষভাবে এই দিব্যপ্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। সেইগুলি হইতেছে 'অর্থপঞ্চক' বিষয়ে জ্ঞান। এই অর্থপঞ্চক হইতেছে—(১) প্রাপ্য বস্তু পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, (২) প্রাপ্তা জীব বিষয়ক জ্ঞান, (৩) প্রাপ্যবস্তুকে পাইবার উপায় বিষয়ক জ্ঞান, (৪) প্রাপ্যবস্তু প্রাপ্তির পরে লভ্য ফল বিষয়ক জ্ঞান, (৫) প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে বিরোধীবর্গ বিষয়ক জ্ঞান। এই পঞ্চ তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের চরম পরিণতি বা 'তত্ত্ব-যাথাত্ম্য' যে কী তাহাও তিনি পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন তাঁহার দিব্যসূক্তিতে।

এতদ্ব্যতীত এই দিব্যপ্রবন্ধগত যে সকল অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে মুলতঃ অতঃপর তাহাদেরও উল্লেখ করা হইতেছে—

১। মানসনয়নে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে পরতত্ত্বরূপে দর্শন করিয়া শাস্ত্রমুখে ও যুক্তিমুখে নারায়ণের পরত্ব নিরূপণ।

২। পরবস্তু সর্ব-অবতারকন্দ এই নারায়ণ হইতে বিহ্ব-অবতার (ক্ষীরার্ণবশায়ী নারায়ণ প্রভৃতি), বিভব-অবতার (রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, বরাহ, মৎস্য, কূর্মাদি অবতারগণ), তাঁহাদের প্রত্যেকের রূপ ও গুণের মানসপটে দর্শন ও স্বমুখে বর্ণন, তাঁহাদের সাধারণ অবয়ব-শোভা, বিভিন্ন বসন ভূষণের শোভা যথাদৃষ্ট বর্ণন, গুণগণের বর্ণন, আশ্রিত-বাৎসল্য গুণের এবং আশ্রিতরক্ষণ গুণের বিশেষত্ব বর্ণন।

৩। এক স্থানে বসিয়াই মানস নয়নে বিভিন্ন দিব্যদেশে বিভিন্ন অর্চাবতারের প্রত্যক্ষ সজীব দর্শন, তাঁহাদের রূপ ও গুণের দর্শন ও বর্ণন, অর্চাবতারের সৌলভ্যের পরাকাষ্ঠা দর্শন, অর্চাবতারের সর্বগুণের পূর্তি এবং অর্চাবতারে শরণাগতির প্রকর্ষ বর্ণন।

৪। নারায়ণ হইতেছেন সর্বচেতন ও অচেতন বস্তুরই অন্তরাত্মা, তিনি এতদুভয়েরই শরীরী এবং এই চেতন ও অচেতন উভয়ে তাঁহার শরীর, অতএব তিনি সর্বনিয়ামক সমগ্র চিদচিৎ তাঁহার নিয়াম্য বস্তু, তিনি বস্তুমান, সর্বচেতনাচেতনই তাঁহার বস্তু। এই ঈশ্বরই সর্বরক্ষক, সর্বেশ্বর এবং সর্বস্বামী—এই তত্ত্বাবলীর সম্যক্ দর্শন ও বর্ণন।

৫। বিভিন্ন দিব্যদেশের মহিমা বর্ণন।

৬। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—শরণাগতির শ্রেষ্ঠত্ব, লক্ষ্মীজীর পুরুষকারে নারায়ণে সমাশ্রণ বিধি, ভজনে অনন্যত্ব, জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি স্বযত্নকৃত সাধনের দুষ্করত্ব বর্ণন।

৭। ভগবৎপ্রাপ্তির ফল—কৈঙ্কর্য, মঙ্গলাশাসন।

৮। চেতন ও অচেতনবস্তু ঈশ্বরের বিভূতিদ্বয়। জীব হইতেছে ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি বা পরা-বিভূতি এবং অচিৎবস্তু হইতেছে ঈশ্বরের অপরাপ্রকৃতি বা বিভূতি। অতএব উভয়েই ঈশ্বরের একান্ত পরতন্ত্র যথেচ্ছ ব্যবহারের উপযুক্ত 'শেষ' বস্তু ও লীলাপরিকর; সর্বেশ্বরই 'সর্বশেষী'।

৯। ভগবৎ-প্রাপ্তি বিরোধী—সংসারাসক্তি, অহংকার ও মমকার।

১০। জীব ও অচিৎবস্তুর সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ—শরীর-শরীরী প্রকার-প্রকারী সম্বন্ধ। অতএব ঈশ্বর হইতেছেন যাবৎ চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট বস্তু।

১১। এই সকল তত্ত্বাবলী মানসনয়নে প্রত্যক্ষকরতঃ 'বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শন' স্থাপন।

প্রত্যক্ষীকৃত উপরি-উক্ত বিষয়াবলীর বিশদ বর্ণনায় শ্রীশঠকোপস্বামী শ্রীবৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি সুস্থিরভাবে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

'ফলসাধনভূতঃ ধর্মঃ'। কোন ফললাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা হয় তাহাই 'ধর্ম' পদবাচ্য। সাংসারিক কোন ফললাভের জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করি তাহা সাংসারিক ধর্ম। সাধারণ ভাবে পারমার্থিক জ্ঞান ও অনুষ্ঠানকেই আমরা 'ধর্ম' বলিয়া বুঝিয়া থাকি। আস্তিক ব্যক্তি মাত্রেরই এই পারমার্থিক ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের নিষ্ঠা তাহাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত এই অধিকার বা রুচি আবার নির্ভর করে তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মানুগুণ। তথাপি উপযুক্ত সঙ্গলাভে উপযুক্ত যুক্তি বা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা এই বিশ্বাস বা রুচির পরিবর্তন অসম্ভব নহে। এইজন্য প্রত্যেক

ধর্ম-সম্প্রদায়ে অত্যাবশ্যক হয় একটি নির্দিষ্ট ভাবধারা ও অনুষ্ঠানধারা, যাহা যুক্তি তর্ক এবং শাস্ত্রবাক্য দ্বারা অনুমোদিত এবং যাহা শিষ্ট-পরিগৃহীত।

প্রথম অবস্থায় কোন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠিত হয় রুচি, বিশ্বাস, জ্ঞান ও অনুভবের ভিত্তিতে। তাহাদের ভাবধারা ও অনুষ্ঠানধারাও এই প্রকারেই রূপ ধারণ করে। পরে তাহা কিছু কিছু পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে সিদ্ধ মহাত্মাগণের অনুকরণে ও শাস্ত্রবাক্যের অনুমোদনে। আড়বারগণের আবির্ভাবের পূর্বেও নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্যবংশীয় নরপতিগণ অযোধ্যায় শ্রীরঙ্গনাথ নারায়ণ অর্চাবতারের অর্চনা করিতেন। বাল্মীকি গাহিয়াছেন—শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত শ্রীনারায়ণ মন্দিরে আরাধনা করিতে গিয়াছিলেন 'সহপত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ।' বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়াদি ঋষিগণ রচিত বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তও বর্ত্তমান ছিল। নানাকারণে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল (বহুমতিব্যাঘাতদুরস্থিতাম্)। শঠকোপ আড়বার তাঁহার দিব্যদর্শনের মাধ্যমে এই শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারা ও অনুষ্ঠানধারা সুনির্দ্দিষ্ট মার্গে প্রবাহিত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ জাতরতি পুরুষ। শ্রীভগবদ্-দত্ত জ্ঞানে এবং ভক্তিতে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। শ্রীভগবানের নির্দেশ তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার বার্ত্তালাপও হইত। শ্রীভগবান তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ ও পূরণ করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভাবধারা এবং অনুষ্ঠানধারা যে মার্গে প্রবাহিত হইত তাহারই পরিণতি হইয়াছে শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারায় এবং অনুষ্ঠানধারায়। কেবল তাহাই নহে, এই অনুভবসিদ্ধ অপ্রাকৃত দ্রষ্টা দিব্যসূরী তাঁহার তত্ত্ব বা দর্শনের দ্বারা এই শ্রীবৈষ্ণব ধর্মকে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। পরে রামানুজ এই দর্শন ও ধর্মকে সংস্কৃত শাস্ত্রের সম্মিলনে এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দর্শন বা তত্ত্ব নীরস বস্তু, ধর্ম কিন্তু সরস বস্তু। দর্শনের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট এই ধর্ম-রস সুমধুর আস্বাদে পরিপূর্ণ। শঠকোপ স্বামীর 'তিরুবায়মোড়ি' দিব্যপ্রবন্ধের অন্তর্গত এই ধর্মের ভাবধারায় ও অনুষ্ঠানধারায় আছে বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রার্থনা, স্তুতি, নমস্কৃতি, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনাবিধি প্রভৃতির অঙ্গনিচয়। এগুলি সমস্ত ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে করণীয় নহে, ইহারা শ্রীবৈষ্ণবের স্বরূপগত কৃত্য। কর্ম তাহাদের কৈঙ্কর্যে অন্বিত হয়, জ্ঞানার্জন তাহাদের স্বরূপের কৃত্যে অন্বিত হয় এবং ভক্তি অন্বিত হয় শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসায়। ভগবানই প্রাপ্য বস্তু, তাঁহাকে প্রাপ্তির তিনি স্বয়ংই উপায়রূপী, তিনিই একাধারে প্রাপ্য বস্তু ও প্রাপক বস্তু উভয়ই। আরাধনা বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে পরবস্তু অবতারকন্দ শ্রীনারায়ণের পূজা রাম কৃষ্ণাদি অবতারের পূজা অপেক্ষা তাঁহাদের অর্চাবিগ্রহের পূজাতেই সমধিক মনোনিবেশ দেখা যায় এই দিব্যপ্রবন্ধে। ভগবানের পূজা ও সেবা হইতে ভাগবতের পূজাকে শ্রীবৈষ্ণব অধিক বলিয়া মনে করেন। ভাগবত-মহিমা ও দিব্যদেশের মহিমা শ্রীবৈষ্ণবধর্মের একটি বিশেষত্ব, নাম-মাহাত্ম্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। দাস্যভাবটি মুখ্যতম ভাব, নায়িকাভাব বা মধুররসের ভাব একটি অসাধারণ প্রধান ভাব। পিতৃভাবও প্রধান ভাবের অন্যতম। মাতৃভাব ও সখ্যভাবও ইহাদের ভাবধারার অন্যতম। এই নায়িকাভাবে সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ উভয়দশাই পরিলক্ষিত হয়। মিলনদশায় মহানন্দ এবং বিরহদশায় মহা আর্ত্তি। চিন্তা জাগরণ দেহের ক্ষীণতা আদি দশা হইতে মূর্চ্ছা দশা (মৃত্যুর পূর্বদশা) অবধি সমস্ত আড়বারের নায়িকাভাবে পরিলক্ষিত হয়।—

"চিন্তাত্রজাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহমৃত্যুর্দশা দশঃ॥"

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে গীত, নৃত্য বাদ্যসহ এই গীতির পরিপুষ্টি সাধন এই ভাবধারার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। সংসারিগণ যাহাতে এই জ্ঞানে এবং অনুষ্ঠানে লাভবান হয় এবং এইদিকে আকৃষ্ট হয় সেই অভিলাষে আড়বার কর্তৃক সংসারীকে উপদেশ বহুধা বহুভাবে এই দিব্যপ্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবৈষ্ণবধর্মের সাধনক্ষেত্রে তত্ত্বের সহিত রস ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। ঐশ্বর্যভাব আছে বটে কিন্তু মাধুর্যভাবই সমধিক। একদিকে তিনি বলিয়াছেন—নারায়ণ রাম কৃষ্ণাদি হইতেছেন সর্বেশ্বর, তিনি আমার প্রভু, আমার স্বামী, আবার অন্যদিকে গাহিয়াছেন—তিনি আমার মধু, ক্ষীর, ইক্ষুরস মধুর পক্ব ফল, আমার অমৃত, আমার অতৃপ্ত-অমৃত। নারায়ণ রাম কৃষ্ণাদি অবতারে এবং অর্চাবতারে প্রত্যেক স্থানেই *এই একই কথা। তিরুবায়মোড়ি দিব্যপ্রবন্ধটি শ্রীবৈষ্ণবতার শ্রীবৈষ্ণব তত্ত্বের ও রসের, ভাবধারার ও অনুষ্ঠানধারার, শ্রীবৈষ্ণব দর্শনের ও ধর্মের একটি প্রতীক বিশেষ।*

বহুদিন হইতে দীন লেখকের মনের বাসনা ছিল যে এই তিরুবায়মোড়িগত তত্ত্বধারা ভাবধারা এবং অনুষ্ঠানধারা বঙ্গদেশে সম্যক্ পরিচিত ও প্রসারিত হয়, এই রসাস্বাদনে বঙ্গদেশ পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু এই বিরাট উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে হইলে যে জ্ঞান ও শক্তি প্রয়োজন তাহা অতীব দুর্লভ। এ বিষয়ে আমি শ্রীগুরুদেবের চরণে কেবল প্রার্থনা জানাইয়া যাইতাম, এই অবধি ছিল আমার কৃত্য। একদিন অনুভব করিলাম আমার কাছে একটি নির্দেশের আভাস আসিল—'তিরুবায়মোড়ি' দিব্য-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও। এই নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমি এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় রহিলাম। কিছুদিন পরে এ বিষয়ে পুনরায় স্পষ্টতর নির্দেশ আসিল। আমি কিন্তু তবুও অসহায়, এত বিরাট ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়া কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—'প্রভু উপায় বলিয়া দাও'। পরদিন পুনরায় স্পষ্টতর নির্দেশ—'এই কার্যে ব্রতী হও সফল হইবে'। তখন আর পূর্বপশ্চাৎ চিন্তার কোন অবকাশ নাই, শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া এই বিরাট কৈঙ্কর্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ভাব নাই, ভাষা নাই, প্রকাশভঙ্গী নাই এতাদৃশ গম্ভীর বিরাট গ্রন্থ রচনায় কোনই সামর্থ্য নাই, কেবল শ্রীগুরুকৃপা স্মরণ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। গ্রন্থলিখন আরম্ভ হইল পুরীধামে ১৯৬৭ সালের ১৬।২ তারিখে। বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ, কাশীরামদাস রচিত মহাভারত, কবিরাজ গোস্বামী রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদির ন্যায় সরলপাঠ্য ও সুখবোধ্য গ্রন্থই অধিকতর উপাদেয় হইবে ভাবনায় *পদ্যাকারে* গ্রন্থের লিখন আরম্ভ করিলাম। শ্রীগুরুকৃপায় অবিরত পরিশ্রম চলিতে থাকিল। তাঁহার নির্হেতুক করুণার ফলে পুরীধামেই (১০।৩।১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে,) ২৫শে ফাল্গুন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপিখানি সমাপ্ত হইল।

জয় শ্রীগুরুদেবের জয়। জয় শ্রীগুরুকৃপার জয়।

খড়দহ, ২৪ পরগণা
শ্রীশারদ পূর্ণিমা, ১৩৭৬

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস

উদ্ধৃতিসমূহের সাংকেতিক চিহ্নের পরিচয়

শ্রুতিঃ

শুঃ যঃ ··· শুক্ল যজুর্বেদসংহিতা
আপঃ ··· আপস্তম্ব
ছাঃ উঃ ··· ছান্দোগ্য উপনিষৎ
বৃহঃ উঃ ··· বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
মুঃ উঃ ··· মুণ্ডক উপনিষৎ
তৈঃ নাঃ উঃ ··· তৈত্তিরীয় নারায়ণ উপনিষৎ
শ্বেঃ উঃ ··· শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
সুঃ উঃ ··· সুবাল উপনিষৎ
নৃঃ তাঃ উঃ ··· নৃসিংহতাপনি উপনিষৎ

আড়্বার-দিব্যপ্রবন্ধাবলী

তিঃ পঃ—তিরুপ্পল্লাণ্ডু (পেরিয়াড়বার — বিষ্ণুচিত্ত আড়বার)
পেঃ আঃ তিঃ মোঃ ··· পেরিয়াড়বার তিরুমোড়ি (ঐ)
সহঃ —সহস্রগীতি (শঠকোপ আড়বার)
তিঃ বাঃ মোঃ —তিরুবায়্মোড়ি (শঠকোপ আড়বার)
তিঃ বিঃ ··· তিরুবিরুত্তম্ „
পেঃ তিঃ বিঃ ··· পেরিয় তিরুবন্দাদি „
পেঃ তিঃ মোঃ ··· পেরিয় তিরুমোড়ি (পরকাল আড়বার)
তিঃ নেঃ দঃ ··· তিরুনেড়ুদণ্ডকম্ „
সিঃ তিঃ মঃ ··· সিরিয় তিরুমড়ল „
তিঃ চঃ বিঃ ··· তিরুচ্চন্দ বিরুত্তম্ — ভক্তিসার আড়বার
তিঃ বঃ ··· তিরুবন্দাদি { পোয়্গৈ আড়বার, পূদত্ত আড়বার, পেয়্ আড়বার }
তিঃ পাঃ ··· তিরুপ্পাবৈ—অণ্ডাল আড়বার
নাঃ তিঃ মোঃ ··· নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি „

বাল্মীকি রামায়ণ

রাঃ সং ··· রামায়ণ সংক্ষিপ্ত
রাঃ বাঃ ··· „ বালকাণ্ড
রাঃ অঃ ··· „ অযোধ্যাকাণ্ড
রাঃ আঃ ··· „ আরণ্যকাণ্ড
রাঃ কিঃ ··· „ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড
রাঃ সুঃ ··· „ সুন্দরকাণ্ড
রাঃ যুঃ ··· „ যুদ্ধকাণ্ড
রাঃ উঃ ··· „ উত্তরকাণ্ড

মহাভারত

ভাঃ আঃ ··· মহাভারত আদিপর্ব
ভাঃ সঃ ··· „ সভাপর্ব
ভাঃ উঃ ··· „ উদ্যোগপর্ব
ভাঃ ভীঃ ··· „ ভীষ্মপর্ব
ভাঃ দ্রোঃ ··· „ দ্রোণপর্ব
ভাঃ মোঃ ধঃ — মহাভারত শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম
ভাঃ রাজঃ ··· „ রাজসূয়পর্ব
ভাঃ অনুঃ ··· „ অনুশাসনপর্ব
বিঃ সঃ ··· বিষ্ণুসহস্রনাম
গীঃ ··· গীতা

পুরাণ

বিঃ পুঃ ··· বিষ্ণুপুরাণ
বিঃ ধঃ ··· বিষ্ণুধর্মোত্তর
শ্রীমদ্ভাঃ ··· শ্রীমদ্ভাগবত
বিঃ তত্ত্ব ··· বিষ্ণুতত্ত্ব
হরিবং ··· হরিবংশ
বঃ পুঃ ··· বরাহপুরাণ
ম-পুঃ ··· মৎস্যপুরাণ

সংহিতা

মনু সং ··· মনুসংহিতা
নাঃ পঃ ··· নারদ পঞ্চরাত্র
পৌঃ সং ··· পৌষ্করসংহিতা
ঈঃ সং ··· ঈশ্বরসংহিতা
বার্হঃ সং ··· বার্হস্পত্যসংহিতা
অহিঃ সং ··· অহির্বুধ্নসংহিতা

স্তব

আল্ স্তোঃ ··· আলবন্দারস্তোত্র (যামুনাচার্য)
রঙ্গ স্তঃ ··· রঙ্গরাজস্তব (পরাশরভট্টর স্বামী)
বৈঃ স্তঃ ··· বৈকুণ্ঠস্তব (কুরেশস্বামী)
অতিমাঃ স্তঃ ··· অতিমানুষস্তব (কুরেশস্বামী)
সুঃ স্তঃ ··· সুন্দরবাহুস্তব „

— —

শ্রীশঠকোপ আড়বারের সংক্ষিপ্ত দিব্যজীবনী

বৃষভে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরিকারিজম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে ॥

—পাণ্ড্যদেশে কলির আদিতে বৈশাখ মাসে বিশাখা নক্ষত্রে কুরুকাপুরী নিবাসী কারির পুত্ররূপে জাত বিষ্বক্‌সেনের অবতার শ্রীশঠকোপ আড়বারকে আমি ভজনা করি।

শ্রীবিজ্ঞানদিনোত্তরো(১)হ্যহনি কলৌ বর্ষে প্রমাথ্যাহ্বয়ে
মাসে মাধবনাম্নি(২) ভার্গবদিনে চক্ষেবিশাখাভিধে।
লগ্নে শুদ্ধচতুর্দশীতিথিযুতে শ্রীমৎকুলীরে(৩)হপি চ
ক্ষিত্যাং প্রাদুরভূৎ পরাংকুশকবির্ভাগ্যোদয়ে মাদৃশম্ ॥

—কলিকাল আরম্ভের ৪১ দিন পরে প্রমাথি নামক বর্ষে বৈশাখ মাসে বিশাখা নক্ষত্রে, শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে, কর্কট লগ্নে, আমাদের সৌভাগ্যোদয়ে পরাংকুশ মুনি (শঠকোপ আড়্‌বার) পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

পাণ্ড্যদেশে তিনেভেলি জেলায় তিরুনগরী নামক দিব্যদেশে বহুকাল যাবৎ এক মহাবৈষ্ণব-পরিবার নিবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা ছিলেন চতুর্থ বর্ণীয় (শূদ্রবর্ণীয়)। কয়েক পর্যায় পরে 'কারি' নামক তাঁহাদের এক পরম বৈষ্ণব বংশধর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল 'নাথনায়িকা'। 'কারি' এবং 'নাথনায়িকা' ছিলেন শঠকোপের(৪) পিতামাতা। কারি এবং নাথনায়িকা বহুদিন যাবৎ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা পুত্রসন্তানের জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রায়ই কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন শ্রীভগবান প্রধান পুরোহিতের মাধ্যমে তাঁহাদের জানাইয়া দিলেন যে, শীঘ্রই অংশ-বিশেষে তিনি স্বয়ং তাহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন।

উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভগবান শ্রীবিষ্বক্‌সেনজীকে(৫) পৃথিবীতে 'কারি'র বংশে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ দিলেন। এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া শ্রীবিষ্বক্‌সেনজী কলিযুগ আরম্ভের ৪১ দিন পরে কারির পুত্ররূপে তাম্রপর্ণীতটে তিরুনগরী দিব্যদেশে অবতীর্ণ হইলেন(৬)। তাহার কিছুদিন পূর্বে শ্রীঅনন্তসূরী এক তিন্তিড়ী (তেঁতুল গাছ) বৃক্ষরূপে শ্রীআদিনাথ ভগবানের শ্রীমন্দিরের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। এই নবজাত শিশুর পিতামাতা প্রভৃতি শত চেষ্টাতেও তাহাকে

১ (শ্রী—১, বিজ্ঞান—৪) অঙ্কস্য বামা গতিঃ—৪১ দিন পরে; ২ মাধব মাস—বৈশাখ মাস; ৩ কুলীর—কর্কট।

৪ শ্রীশঠকোপের পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ—
বিভূতিনাথ — ধর্মধর — চক্রপাণি—অচ্যুত —পাটললোচন—পোরকারি—কারি — মারণ বা শঠকোপ।

৫ বিষ্বক্‌সেন—শ্রীবৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিত্যপার্ষদ। একজন অবতারপুরুষ এক কিংবা ততোধিক দিব্যপুরুষের অংশে আবির্ভূত হইতে পারেন। যথা—লক্ষ্মণ এবং বলরাম উভয়েই নারায়ণ এবং নিত্যসূরী অনন্তদেবের উভয়ের অংশে আবির্ভূত। হনুমানজী বায়ু এবং রুদ্রের অংশে উৎপন্ন।

৬ এই অবতার বিষয়ের উল্লেখ আমরা বিভিন্ন পুরাণে দেখিতে পাই—
ক) ভবিষ্যপুরাণ:—কলিযুগের প্রারম্ভে পৃথিবীতে ধর্ম ও ভক্তিমার্গ প্রদর্শনের জন্য শ্রীবিষ্বক্‌সেনজী অবতীর্ণ হইবেন।

মাতৃদুগ্ধ আদি কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। এই সম্যক্ অনশন সত্ত্বেও শিশুর স্বাস্থ্য ও সজীবতা অটুট দেখিয়া আত্মীয়গণ সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীভগবানেরই এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার কৃপা অনুভবে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। জন্মের দ্বাদশ দিবসে পিতামাতা এই অদ্ভুত শিশুকে তিরুনগরী দিব্যদেশস্থ অর্চাবতার শ্রীআদিনাথ ভগবানের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং 'মারণ' বা 'শঠকোপ' নামে তাহার নামকরণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা এই শিশু শঠকোপকে পূর্বোক্ত তেঁতুল বৃক্ষের নিকট একটি দোল্‌নার উপরে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, এক মহৎ কার্য সাধনের জন্য এই বিরাট দিব্যপুরুষকে শ্রীভগবান পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ ব্যাপিয়া এই শিশু পরে বালকরূপে নিশ্চলভাবে উক্ত তেঁতুল বৃক্ষের মূলে গভীর সমাধি অবস্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঠকোপস্বামীর সহিত মধুরকবির নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন অংশুমান (সূর্য)রূপ শঠকোপের অচ্ছেদ্য অরুণ-রশ্মির ন্যায়। শ্রীশঠকোপের আবির্ভাবের বহু পূর্বে দ্রাবিড়দেশে এক বিখ্যাত পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে শ্রীমধুরকবি(১) জন্মগ্রহণ করেন।

মধুরকবি

শঠকোপস্বামীর বয়স যখন ষোড়শ বৎসর তখন মধুরকবি উত্তর-ভারতে বিভিন্ন তীর্থদর্শনে নিরত। অযোধ্যাধামে অবস্থানকালে তিনি একদা রাত্রিকালে দেখিলেন — দক্ষিণ দিক হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল বিরাট আলোক সমগ্র আকাশ উদ্ভাসিত করিতেছে। তিনি ভাবিলেন নিকটস্থ কোন গ্রামে কিংবা বনে অগ্নিসংযোগই এই আলোকের কারণ হইবে। কিন্তু পর পর দুই তিন রাত্রি এইরূপ আলোক দর্শন করিয়া ইহার উৎপত্তিস্থান নির্দ্ধারণকল্পে তিনি দক্ষিণ দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই যাত্রাকালে তিনি দিনে নিদ্রা যাইতেন এবং রাত্রিকালে সেই আলোকস্তম্ভ অবলম্বনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইভাবে নিরন্তর অগ্রসর হইতে হইতে তিনি পরিশেষে দেখিতে পাইলেন যে তিরুনগরীস্থ তিন্তিড়ীবৃক্ষের মূলদেশ হইতেছে সেই বিরাট জ্যোতির উৎপত্তিস্থল। বিশেষ মনোযোগ-সহকারে দর্শনের পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সেই বৃক্ষমূলে একটি দিব্য কিশোর বালক নিমীলিত নেত্রে পদ্মাসনে নিশ্চলভাবে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার দিব্য শরীরের আপাদমস্তক সমস্ত স্থান হইতে এক বিরাট জ্যোতি উদ্ভূত হইয়া আকাশময় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে মধুরকবি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, নিরাহারে এমন কি নিরম্বু উপবাসে এই কিশোর বালকের জীবনধারণ কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে। তিনি স্থির করিলেন যে ভগবদ্বিষয়ক অনুভবই এই মহাপুরুষের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার সহিত কথোপকথনের জন্য, তাঁহার অমিয় ভাষণ শ্রবণের জন্য তিনি ব্যাকুল

খ) পদ্মপুরাণ :—কলিযুগের প্রারম্ভে যখন আস্তিক্যবুদ্ধি বিনষ্ট হইতে থাকিবে তখন শ্রীবিষ্ণুর প্রভারূপ অংশে পৃথিবীতে এক মহাবৈষ্ণব অবতীর্ণ হইবেন।

গ) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ :— আমার শয্যারূপী নিত্যসূরী অনন্তদেব ভবিষ্যতে পৃথিবীতে তিন্তিড়ী বৃক্ষরূপে (তেঁতুল গাছ) অবতীর্ণ হইবে এবং কিছুদিন পরে শঠকোপ নামক এক মহাভক্তরূপে আমিও অবতীর্ণ হইয়া জাতিধর্ম নির্বিচারে জনগণের ভাষায় বেদের রহস্য প্রচার করিব।

ঘ) মার্কণ্ডেয়পুরাণ :— শ্রীভগবানের কৌস্তুভ হইতে দিব্যজ্যোতি পৃথিবীতে পতিত হইয়া শ্রীশঠকোপ নামক দিব্যমুনির রূপ ধারণ করিয়াছিল।

ঙ) বৃহৎপদ্মপুরাণ :—শ্রীবিষ্বকসেন পৃথিবীতে কলিযুগের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিমার্গ পুনঃ সংস্থাপিত করিবেন।

১ মধুরকবি — তিনি বৈকুণ্ঠের নিত্যসূরী 'কুমুদের' অংশসম্ভূত বলিয়া কথিত।

হইয়া উঠিলেন। এক অসাধারণ উপায়ে তিনি শঠকোপস্বূরীর ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার আসনের অনতিদূরে মধুরকবি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। ইহার শব্দে ভগবদ্-ইচ্ছায় শ্রীশঠকোপস্বূরী নেত্র উন্মীলন করিয়া মধুরকবির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই কটাক্ষপাতে মধুরকবির হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীশঠকোপস্বূরীর মহিমা ও বৈভব সম্ভার অবগত হইয়া আনন্দে উৎপ্লুত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীশঠকোপ-স্বূরী তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া করুণাভরে আলিঙ্গন করিলেন। মধুরকবি তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিলেন এবং ছায়ার ন্যায় শ্রীশঠকোপস্বূরীর নিকট বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় একদিন করুণাময় শ্রীভগবান শ্রীলক্ষ্মীজীর সহিত গরুড়পৃষ্ঠে আগমনপূর্বক শ্রীশঠকোপ-স্বূরীকে দিব্য দর্শনদানে ধন্য করিলেন। এই পরমপুরুষ রূপের দর্শনদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বরূপ গুণ বিভূতি ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞানে স্বূরীর হৃদয়কে সঞ্জাত করিয়া দিলেন। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বূরী ভগবানের প্রতি ভক্তিনিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় সমগ্র জগতের দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি একা এই ভগবদ্-অনুভবের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিব, আর সমগ্র জগৎ ভগবৎ-বিমুখ হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে, ইহা অসহ্য। প্রভুজী পরম কৃপায় আমাকে যে সকল জ্ঞান দান করিয়াছেন আমি সেই জ্ঞান সংসারিগণের মধ্যে বিতরণ করিব। এই স্থির করিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল(১) একস্থানে বিরাজমান রহিয়া ভগবৎপ্রদত্ত তাঁহার জ্ঞানকে জাতি ধর্ম স্ত্রী পুরুষ উচ্চ নীচ নির্বিচারে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের জনগণের ভাষায় (তামিল ভাষায়) দিব্যপ্রবন্ধের আকারে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমধুরকবি স্বূরী গুরুপার্শ্বে বসিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চারিটি দিব্যপ্রবন্ধে তাঁহার উপদেশামৃত প্রদান করিয়া গিয়াছেন—

১। তিরুবিরুত্তম্—(১০০ শ্লোক)—ঋগ্বেদের সারসংগ্রহ।

২। তিরুবাসিরিয়ম্—(৭ শ্লোক)—যজুর্বেদের সারসংগ্রহ।

৩। পেরিয়্ তিরুবন্দাদি—(৮৭ শ্লোক)—অথর্ববেদের সারসংগ্রহ।

৪। তিরুবায়্মোড়ি(২)—(১১০২ শ্লোক)—সামবেদের সারসংগ্রহ।

যাবৎ দিব্যজ্ঞানের আকর এই 'তিরুবায়্মোড়ি' দিব্যপ্রবন্ধ অবলম্বনে ও বিশ্লেষণে শ্রীরামানুজ শ্রীবৈষ্ণব-দর্শন ও শ্রীবৈষ্ণব-ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যাহা পরবর্ত্তীকালে এক বিরাট অট্টালিকার রূপ ধারণ করিয়াছে।

দ্বাদশ আড়বারের মধ্যে শ্রীশঠকোপ আড়বার ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রাণস্বরূপ। তিনি ৩৫ বৎসর প্রকট ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে প্রকটকালের অন্ত অবধি ভগবদ্ভাবে বিভোর ছিলেন, জগতের কোন হেয়ভাব তাঁহাকে কখনই স্পৃষ্ট করে নাই। অন্যান্য আড়বারগণের বেলায় তাঁহাদের প্রকট অবস্থায় কেবল কোন কোন বিশেষ কালে ভগবৎ-ভাবের ও জ্ঞানের বিভোর অবস্থা প্রকট হইয়াছিল। এই হেতু শঠকোপ আড়বারকে সর্বশ্রেষ্ঠ আড়বার বলা হয়। শ্রীশঠকোপ আড়বার শ্রীভগবানের এতই প্রিয় ছিলেন যে তিনি তাঁহাকে 'আমার আড়বার' (তামিল নাম 'নম্মাড়বার', নম্=আমার) বলিয়া আদর করিতেন এবং তাঁহার পাদুকা বলিয়া মর্যাদা দিতেন। এই জন্যই

১ অবশিষ্টকাল—১৯ বৎসরকাল। তাঁহার প্রকটকাল ছিল ৩৫ বৎসর। তন্মধ্যে প্রথম ১৬ বৎসর তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

২ তিরুবায়্মোড়ি সংস্কৃত ভাষায় 'সহস্রগীতি' নামে অভিহিত।

সমগ্র বৈষ্ণবসমাজে শ্রীশঠকোপ আড়বার শ্রীভগবানের 'পাদুকা' বলিয়া প্রখ্যাত। সমস্ত শ্রীবৈষ্ণব-মন্দিরে এই শঠকোপ-পাদুকা পৃথকভাবে অর্চিত হন এবং দর্শনার্থী ভক্তগণের শিরে এই 'শঠকোপ' স্পর্শ করিয়া দেন মন্দিরস্থ পূজারীজী।

অপৌরুষেয় বেদ বেদান্ত বিভিন্ন ঋষিপ্রণীত ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রের সারস্বরূপ যে 'অর্থপঞ্চক-জ্ঞান'(১) আমরা উপলব্ধি করি সেই সমস্ত জ্ঞানই শঠকোপ আড়বার তাঁহার দিব্যপ্রবন্ধে বিশদভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সর্বসাধারণের সহজ বোধগম্য দেশীয় তামিল ভাষায়। সর্বজনের পক্ষে সরল ও উপযোগীভাবে তাঁহার এই অজ্ঞাত-জ্ঞাপনের জন্য এবং শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনমুনি, শ্রীরামানুজ আদি শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্তক মহা আচার্যগণ কর্তৃক এই অজ্ঞাত-জ্ঞাপন সম্যক্ আদৃত পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীশঠকোপ আড়বার 'শ্রীসম্প্রদায়ের' আদিকুলগুরুরূপে সম্পূজিত। আদিকাল হইতে সমস্ত শ্রীবৈষ্ণবগণই তাঁহাকে আদিকুলগুরু বলিয়া স্তুতি ও অর্চনা করিয়া থাকেন।

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়াবিভূতিঃ
সর্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আগুস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

—পরম্পরাসূত্রে আমাদের আদি কুলগুরু শ্রীশঠকোপস্বামীর পরম সুন্দর বকুলপুষ্প-শোভিত যে চরণযুগল, যাহা আমাদের পক্ষে মাতৃবৎ প্রিয়কারী, পিতৃবৎ হিতকারী, পরম প্রিয়ার ন্যায় আনন্দদায়ক এবং পুত্রকন্যার ন্যায় স্নেহের প্রস্রবণস্বরূপ, যাহা আমাদের সর্বৈশ্বর্যকল্প এবং আমাদের বংশপরম্পরার সর্বস্ব, সেই চরণকমলযুগল আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

---

১ অর্থপঞ্চক জ্ঞান—১। প্রাপ্যবস্তু পরমপুরুষ বিষয়ক জ্ঞান, ২। প্রাপ্তা জীবাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান, ৩। প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তির উপায়বিষয়ক জ্ঞান, ৪। প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্তির ফলবিষয়ক জ্ঞান, ৫। এই প্রাপ্তির বিরোধী-বিষয়ক জ্ঞান।

বিষয়সূচী

তৃতীয় শতক ২১৩—৩০৬

চতুর্থ শতক ৩০৭—৩৯২

বিভিন্ন দশকে ফলশ্রুতির মধ্যে আছে—

জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য লাভ, বিরোধীনিবৃত্তি, উজ্জীবন লাভ, সংসারবিমুক্তি, ভগবৎপ্রাপ্তি, পরমপুরুষার্থ, কৈঙ্কর্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি পরম কল্যাণময় ফলসমূহ।

মঙ্গলাচরণম্।

ভক্তামৃতং বিশ্বজনানুমোদনম্,
সর্বার্থদং শ্রীশঠকোপবাঙ্ময়ম্।
সহস্রশাখোপনিষৎসমাগমম্,
নমাম্যহং দ্রাবিড়বেদসাগরম্[1] ॥

শ্রীশৈলেশদয়াপাত্রং ধীভক্ত্যাদিগুণার্ণবম্।
যতীন্দ্রপ্রবণং বন্দে রম্যজামাতরং মুনিম্[2] ॥

লক্ষ্মীনাথসমারম্ভাং নাথযামুনমধ্যমাম্।
অস্মদাচার্যপর্যন্তাং বন্দে গুরুপরম্পরাম্ ॥

যো নিত্যমচ্যুতপদাম্বুজযুগ্মরুক্ম-
ব্যামোহতস্তদিতরাণি তৃণায় মেনে।
অস্মদ্গুরোর্ভগবতোঽস্য দয়ৈকসিন্ধো
রামানুজস্য চরণৌ শরণং প্রপদ্যে ॥

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়াবিভূতিঃ
সর্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্ধ্না[3] ॥

ভূতং সরশ্চ মহদাহ্বয়ভট্টনাথ-
শ্রীভক্তিসারকুলশেখরযোগিবাহান্।
ভক্তাংঘ্রিরেণু-পরকাল-যতীন্দ্রমিশ্রান্
শ্রীমৎপরাঙ্কুশমুনিং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্[4] ॥

নমোঽচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্টজ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে।
নাথায় মুনয়েঽগাধভগবদ্ভক্তিসিন্ধবে ॥

যৎপাদাম্ভোরুহধ্যানবিধ্বস্তাশেষকল্মষঃ।
বস্তুতামুপযাতোঽহং যামুনেয়ং নমামি তম্ ॥

শ্রীবৎসচিহ্নমিশ্রেভ্যো নম উক্তিমধীমহি
যদুক্তয়স্ত্রয়ীকণ্ঠে যান্তি মঙ্গলসূত্রতাম্[5] ॥

১—শ্রীশঠকোপ আড়্বারের তনিয়ন্ (স্তুতিশ্লোক); ২—বরবর মুনি স্বামীর তনিয়ন্; ৩—শঠকোপ আড়্বারের তনিয়ন্; ৪—আড়্বারগণের তনিয়ন্; ৫—কূরেশস্বামীর তনিয়ন্।

রামানুজপদচ্ছায়া গোবিন্দাহ্বানপায়িনী।
তদায়ত্তস্বরূপা সা জীয়ান্মদ্বিশ্রমস্থলী॥

পাদুকে যতিরাজস্য কথয়ন্তি যদাখ্যয়া।
তস্য দাশরথেঃ পাদৌ শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

শ্রীপরাশরভট্টার্য্যঃ শ্রীরঙ্গেশপুরোহিতঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কসুতঃ শ্রীমান্ শ্রেয়সে মেঽস্তু ভূয়সে॥

নমো বেদান্তবেদ্যায় জগন্মঙ্গলহেতবে।
যস্য বাগমৃতাসারপূরিতং ভুবনত্রয়ম্৬॥

বেদান্তবেদ্যামৃতবারিরাশে-
বেদার্থসারামৃতপূরমগ্র্যম্।
আদায় বর্ষন্তমহং প্রপদ্যে
কারুণ্যপূর্ণং কলিবৈরিদাসম্॥

শ্রীমৎকৃষ্ণসমাহ্বায় নমো যামুনসূনবে।
যৎকটাক্ষৈকলক্ষ্যাণাং সুলভঃ শ্রীধরঃ সদা॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপাদাব্জে নমামি শিরসা সদা।
যৎপ্রসাদপ্রভাবেন সর্বসিদ্ধিরভূন্মম॥

লোকাচার্য্যায় গুরবে কৃষ্ণপাদস্য সূনবে।
সংসারভোগিসন্দষ্টজীবজীবাতবে নমঃ॥

দ্রাবিড়াম্নায়হৃদয়ং গুরুপর্বক্রমাগতং।
রম্যজামাতৃদেবেন দর্শিতং ভুবনত্রয়ম্॥

নমঃ শ্রীশৈলনাথায় কুন্তীনগরজন্মনে।
প্রসাদলব্ধপরমপ্রাপ্যকৈঙ্কর্যশালিনে॥

শ্রীশৈলেশদয়াপাত্রং ধীভক্ত্যাদিগুণার্ণবম্।
যতীন্দ্রপ্রবণং বন্দে রম্যজামাতরং মুনিম্৭॥

বাধুলবংশকলশাম্বুধিপূর্ণচন্দ্রম্
শ্রীবাসসূরিতনয়ং বিনয়োজ্জ্বলন্তম্
শ্রীশ্রীনিবাসগুরুবর্যপদাব্জভৃঙ্গম্।
শ্রীরঙ্গদেশিকমহং শরণং প্রপদ্যে॥

শাণ্ডিল্যাহ্বয়বংশভূষণমণিং রামাবতারাত্মজম্
শ্রীবাগ্‌ভূষণদিব্যভাববিশদীকারপ্রবীণং সদা
শ্রীরঙ্গার্যপদারবিন্দমধুপং মান্যং সদা সাধুভিঃ।
শান্তং শ্রীবলরামসূরিমনঘং নিত্যং ভজে সাদরম্।

৬—বেদান্তী স্বামীর তনিয়ন্; ৭—বরবরমুনি স্বামীর তনিয়ন্।

শ্রীগুরু আমার নাথ পরম আশ্রয়
তাঁহার চরণ বন্দি' গাহি তাঁর জয় ।
সর্ব পরতত্ত্ব শ্রিয়ঃপতি নারায়ণ
আদি গুরু, বন্দি পুনঃ তাঁদেরই চরণ ।
তাঁর যত অবতার শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীবামন-ত্রিবিক্রম বরাহ নৃসিংহ ।
জনক-নন্দিনী রুক্মিণী রাধারাণী
শ্রীদেবীর অবতার তাঁরাও সঙ্গিনী ।

"রাঘবত্বে ভবেৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি ।"

একে একে সভাকার চরণ-নলিনে
করি স্তুতি করি নতি লুটায়ে চরণে ।
পরম্পরাগত যত পূর্ব-গুরুগণে
গাহি জয় প্রণমিয়ে সভার চরণে ।
তাম্রপর্ণী তটে বাস শঠকোপ নামে
আড়্বার-শিরোমণি খ্যাত ধরাধামে ।

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥
কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥
(শ্রীমদ্ভা: ১১।৫।৩৮,৩৯)

মহদ্‌ভূত সরযোগী ভট্টনাথ আড়্বার
জয় ভক্তাংঘ্রি কুলশেখর ও ভক্তিসার ।
জয় মুনিবাহন জয় স্বামী পরকাল
শঠারি মধুরকবি জয়তু শ্রীঅণ্ডাল ।
জয় পূর্বাচারী—নাথ যামুন যতিবর
কূরেশ গোবিন্দ জয়, জয় দাশরথি আর ।
জয় পরাশর ভট্ট, জয় বেদান্তী জীয়র
কলিজিৎ কৃষ্ণপাদ লোকাচারী বরবর ।
আর যত পূর্বাচারী সভারি চরণে
প্রণমিয়ে জয় গাই বাক্ তনু মনে ।

জয় মোর গুরুদেব বলরাম স্বামী
সর্ব অগ্রে নমি পুনঃ সর্ব পরে নমি ।

বন্দোঁ গুরু বলরাম   অপার কারুণ্য ধাম
করুণায় পূরিত অন্তর ।
পুণ্যপাপ দোষ গুণে   বিচার নাহিক মানে
সে করুণা ঢালো নিরন্তর ॥
মুই শত অপরাধী   তুমি কত আধি ব্যাধি
অহর্নিশি হ্রাসে তাপত্রয় ।
কত যে করুণা-নীরে   ডুবায়ে রেখেছ মোরে
মরি মরি কহনে না যায় ॥
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ   তাহে দুষ্ট মতি অন্ধ
তব কৃপা হইয়ে নিবারণী ।
বলাৎকারে মোর মনে   টানি নিল শ্রীচরণে
সেবাধনে কৈল মোরে ধনী ॥
পুনহু আদেশ দিলে   কতহু না কৌশলে,
রচি' আড়্বার পদাবলী ।
যুক্তি' তায় সুরতাল   কীর্তন গাহিবে ভাল
কর তৃপ্ত ভকতমণ্ডলী ॥
রহি মোর লেখনীতে   তব কৃপা, রেখাপাতে
পদাবলী করিলা রচনা ।
পুনঃ সেই কৃপা আসি   মোর রসনায় বসি
গাহে গান মিটাতে বাসনা ॥
জীবন জনম ধন্য   মুই অতি ধন্য ধন্য
কৃপাপাত্র ক'রেছো আমায় ।
সদা যেন কৃপা রয়   ঠেলোনা ঠেলোনা পায়
যতিদাস চরণে লুটায় ॥

প্রবন্ধ পরিচয়

সর্ব আড়্বার-গীতি দিব্য-প্রবন্ধ
মিলিয়া হইল তবে 'দ্রাবিড় বেদান্ত'।
দিব্যসূরী শঠকোপ দিব্যসূক্তি তাঁর
চারিভাগে চারি খণ্ডে জগতে প্রচার।
তিরুবিরুত্ত, বাসরীয়, তিরুবন্দাদি
তিরুবায়্মোড়ি এই চারি নামে খ্যাতি।
তিরুবায়্মোড়ি দিব্যসূক্তি শিরোমণি
দ্রাবিড়বেদান্ত-সার বলি তারে গণি।
'তিরুবায়্মোড়ি' নাম তামিল অভিধানে
'সহস্র-গীতি' কহে সংস্কৃত বচনে।
চতুঃসহস্র গাথা তামিল বেদান্তে
তার মধ্যে সহস্রেক আছে এ প্রবন্ধে।
প্রতি গাথা ছন্দোবদ্ধ সুর লয়ে গাঁথা
অনুভব উপলব্ধি দরশনে বাঁধা।
প্রেমে ভরা আড়্বার মহাভাবময়
উজাড়িয়ে সেই ভাব গানে প্রকাশয়।
সামান্য শাস্ত্র হতে বিশেষ শাস্ত্র সার
বিশেষ শাস্ত্রেতে ভরা বিশেষ বিচার।
সামান্য শাস্ত্রেতে হয় সবার অধিকার
বিশেষ শাস্ত্রে অধিকার ভক্ত-পরিবার।
সামান্য হতে বিশেষ যে অতি বলবান
'তিরুবায়্মোড়ি' খানি বিশেষ প্রমাণ।
তাই এই মহাগ্রন্থ শাস্ত্রের অগ্রণী
পূর্বাচারী পূজে নিত্য প্রণমি প্রণমি।
করে নিত্য কালক্ষেপ পঠনে পাঠনে
দেন নিত্য উপদেশ ভক্ত শিষ্যগণে।
কত গুণ ধরে ইহা নাহি তার অন্ত
ধরাধামে খ্যাত, নামে দ্রাবিড় বেদান্ত।
ঋষি-বেদান্ত আর দ্রাবিড়-বেদান্ত
উভয়ে মিলিয়া খ্যাত 'উভয়বেদান্ত'।
ঋষিবেদান্ত অল্পাক্ষরী অর্থ সুকঠিন
সে অর্থ সুগম কৈল আড়্বার প্রবীণ।
সংযম ও সাধনে ঋষিবেদান্ত নির্মাণ
স্বোপার্জিত ধনবৎ লব্ধ তাঁর জ্ঞান।

হরিপ্রেমে মগ্ন সদা আড়্বারগণ
পৈতৃক ধনবৎ অনায়াস জ্ঞান।
দ্রাবিড় বেদান্ত তাই প্রধান বলি' গণি
পূর্বাচারী সঙ্গে উভয়বেদান্তেরই খনি।
সহস্র-গীতির এই মহাদিব্য ঝারি
ঝরিল সহস্রধারে দিব্যকণ্ঠ ভরি।
প্রতি শত ধারা মিলি বহে দশ ঝারি
প্রতি ঝারি বহে পুনঃ হয়ে দশ ধারী।
প্রতি ধারা অনুপম রূপে গুণে ভরা
তুলনায় কিসে গণি অমৃতের ধারা।
আস্বাদনে মাতি রহে বিজ্ঞ গুরুকুল
নাথ যামুন যতিরাজ আদি মূল।
এ অমৃত দানে তাঁরা অতীব উদার
সাধুসন্তে বিতরিল না করি বিচার।
বিষ্বকসেন অবতার শঠকোপ মুনি
কলির প্রারম্ভে তাঁর অবতার শুনি।

বৃষভে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরিকারিজম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে॥

শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বাণী!
তালপত্রে লিখি ল'ন *মধুরকবি গুণী॥*
দ্বাত্রিংশ বরষে নিজ ধামেতে প্রয়াণ
নাথমুনি লভে তাঁর কৃপাদত্ত জ্ঞান।
নাথমুনি অবতার শতাব্দী অষ্টমে
বাহিল অমৃত ধারা পরম্পরাক্রমে।
যামুন ও যতিরাজ সেই ধারা ধরি
করিলেন বিতরণ প্রাণ মন ভরি।
আজও সেই ধারা বহে সাধুসন্ত মাঝে
পিয়ে তাঁরা ধন্য হন মহানন্দে ভাসে।

লক্ষ্মীনাথাখ্যসিন্ধৌ শঠরিপুজলদঃ প্রাপ্য কারুণ্যনীরম্
নাথার্দ্রাবত্যসিঞ্চ্য তদমুরঘুবরাম্ভোজ চক্ষুর্ঝরাভ্যাম্
গত্বা শ্রীযামুনাখ্যাং সরিতমথো যতীন্দ্রাখ্য পদ্মাকরে
সম্পূর্য্য প্রাণিশস্য প্রবহতি নিতরাং
দেশিকেন্দ্রাম্বুবাহৈঃ।

সহস্র-গীতির ভাব গম্ভীর দুর্গম
ব্যাখ্যা বিনা কদাচিৎ প্রবেশে সক্ষম।

এত ভাবি *রামানুজ* মুনি মহাশয়
ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ লাগি করিলা নিশ্চয়।
প্রবীণ ও জ্ঞানী শিষ্য *কুরুকাধিপেরে*
নির্দেশিলা প্রবন্ধের *ব্যাখ্যা* লিখিবারে।
ব্যাখ্যা পড়ি রামানুজ প্রফুল্ল অন্তর
সর্ব সাধুসমাজের পাইল আদর।
লিখিত ব্যাখ্যার হেরি মহা উপকার
পরম্পরাক্রমে ব্যাখ্যা রচিল বিস্তর।
গুরু আজ্ঞা পেয়ে ব্যাখ্যা লেখে তাঁর দাস
ক্রমে তাহে পূর্ণতর অর্থের প্রকাশ।
বেদান্তী জীয়রস্বামী, কলিবৈরিদাস
শ্রীকৃষ্ণসমাশ্রয় আর কৃষ্ণপাদ।
সভে অতি জ্ঞানী গুণী উত্তম অধিকার
ব্যাখ্যার পূর্ণতা হেরি লাগে চমৎকার।
সর্বশাস্ত্র মথি' নানা উজ্জ্বল রতনে
শোভে কৃষ্ণপাদ-ব্যাখ্যা নানা আভরণে।
সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা অতি সুবিস্তার
'*ঈডু ব্যাখ্যান*' নামে দ্রবিড়ে প্রচার।
'ঈডু' এক তামিল শব্দ অর্থ সমতুল
শ্রীভাষ্যের 'শ্রুতপ্রকাশিকা' ব্যাখ্যা-তুল।
তামিল 'তিরুবায়্মোড়ি' তার 'ঈডু' ব্যাখ্যান
উত্তর ভারতে তার বিরল সন্ধান।
এত ভাবি *শ্রীরঙ্গদেশিক* গুরুবর
কৃপা করি সাধিলেন মহা উপকার।
এ হেন অমূল্য নিধি মহিমা তাহার
দেবভাষা অনুবাদে করিলা প্রচার।
এই অনূদিত মূল তার ঈডু ব্যাখ্যা
উত্তর ভারতে তার '*ভগবদ্বিষয়*' আখ্যা।
'ভগবদ্বিষয়' নাম অতীব সুযোগ্য
সাধুর সমাজে ইহা অতি উপভোগ্য।

ভক্ত আর ভগবানে আদান প্রদান
ইহা ছাড়া এই গ্রন্থে অন্যে নাহি স্থান।
রামায়ণ ভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থে
অন্য কথা মিশিয়াছে ভগবৎ-প্রসঙ্গে।
সৃষ্টিতত্ত্ব, লয়তত্ত্ব, বংশ পরিচয়
বিবিধ প্রাকৃত শোভা তথা স্থান পায়।
যথা হি—

> সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাং চ পালনং
> কর্মণাং বাসনাবার্তা মনূনাং চ ক্রমেণ চ।
> বর্ণনাং প্রলয়ানাং চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্
> উৎকীর্তনং হরেরেব দেবানাং চ পৃথক্ পৃথক্॥

হেন দিব্য গ্রন্থের বঙ্গ-অনুবাদে
পুনঃ পুনঃ অন্তরেতে অভিলাষ জাগে।
ভক্ত-ভগবানে এই সাক্ষাৎ পরিচয়
জানুক বঙ্গবাসী সবে মনে সাধ হয়।
অজ্ঞ আমি খিজ্জ সম মোর অভিলাষ
চন্দ্র ধরিবারে যেন বামন-প্রয়াস।
কি হেতু আসিল মোর এ মহাপ্রেরণা
হেন বৃদ্ধ অবস্থায় জানি না বুঝি না।
অন্তরে জড়ায়ে ধরি শ্রীগুরু-চরণ
'দাও হে নির্দেশ' বলি করি নিবেদন।
নির্দেশ না পেয়ে মুই কাঁদি ভাসাইনু
হতাশ হইয়ে নিজ সঙ্কল্প ত্যজিনু।
আচম্বিতে গুরুকৃপা করিলা প্রবেশ
'অনুবাদ লিখ' বলি দিলেন নির্দেশ।
জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি নাই অসাধ্য বয়স
কৃপার মহিমা জানি করিনু সাহস।

শ্রীগুরু করুণা স্মরি তর্জনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ধরি
লেখনী লিখনে চলে ধীরে।
ভাব ভাষা পূর্বাপরে কোথা হতে আসি স্ফুরে
গুরুকৃপা কত শক্তি ধরে॥

বক্তা-বৈষ্ণবকথা

হেন দিব্য প্রবন্ধ যে করিল প্রকাশ
তাঁর দিব্য গুণগণ কহিতে উল্লাস।
শঠকোপ আড়্‌বার প্রেমসিন্ধু পারাবার
বিষ্ণুপ্রেমে সদা নিমগন।
করি মহা অনুভব রূপ গুণ বৈভব
লীলা আদি করে আস্বাদন॥
দিব্যনেত্রে ভাসি উঠে দিব্যজ্ঞান উঠে ফুটে
মরি কিবা ভকতি উচ্ছ্বাস।
মিলনের মহানন্দ বিরহের নিরানন্দ
মহাভাবে সদাই বিভোর॥
দিব্য দরশন পেলে প্রকাশি প্রকাশি বলে
রূপ গুণ লীলা তথা তথা।
সদা তাঁর পাশে রহি' শিষ্য সে 'মধুরকবি'
লেখে সেই আড়্‌বার-গাথা॥
এ মহা সম্পদভার তুলনা কোথায় তার
তরিবার এ মহা উপায়।
করো অনুচিন্তন তরো ভব-বন্ধন
'যতিদাস' চরণে লুটায়॥

সর্বেশ্বর শ্রিয়ঃপতি করুণা নয়নে
কৃপা-দৃষ্টিপাত কৈল আড়্‌বার পানে।
সেই দৃষ্টি সেই ক্ষণে শুদ্ধ করি মনে
টানি' লাগাইল তাঁর বিমল চরণে।
"জায়মানো হি পুরুষঃ যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ।"
তাঁহারি সঙ্কল্পে সেই মনে উপজয়
তত্ত্বের বিশদ জ্ঞান কহনে না যায়।
কণ্টক বন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ জনমিলা
তাঁর জন্মে যথা ধন ধান্য উথলিলা।
তথা তাঁর কৃপাদৃষ্টি আড়্‌বার-মনে
শুদ্ধ করি দানিলেন নিজ শ্রীচরণে।

"বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা।
শুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বৃদ্ধিমভীপ্সতা॥"
(বি: ৫।৬।২৮)

চরণ আশ্রয় করি ধন্য আড়্‌বার
আনন্দপ্রবাহে ডুবি পিয়ে অনিবার।
এ জো নহে অতিবাদ নহে পরমাদ
আড়্‌বার বচনে পাই মহা পরমাণ।
যথা আড়্‌বার বচন—

"চরণৌ আশ্রিত্য অন্তঃশুক্লো নাশরহিত-
আনন্দ মহাপ্রবাহে নিমগ্নোঽহম্।" (সহস্র—২,৬,৮)
"মম দুষ্টং মনো নিবর্তিতবান্, প্রণময়ন্মনো দত্তবান্।"
"অজ্ঞাননিবৃত্তিং মত্যানন্দং দত্তবান্। (সহস্র—১,১,১)

তাঁরি কৃপা পুনঃ সেই মনে উপজায়
তত্ত্বের বিশদ জ্ঞান কহনে না যায়।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তিন তত্ত্ব সার
চিৎতত্ত্ব, অচিৎতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব আর।
চিৎতত্ত্ব নিত্য অণু জ্ঞানানন্দ লক্ষণ
ইহা ছাড়া লক্ষণ আছয়ে বিলক্ষণ।
অবিকারী প্রত্যগাত্মা প্রতি জীবে বাস
জ্ঞানগুণময় আর ভগবৎ-'শেষ'*
অচিৎ হেয় জড়বস্তু কিন্তু নিত্য বিভু
সদা পরিণামী, অবিকারী নহে কভু।
ব্রহ্মবস্তু তিনি, যিনি পরম চেতন
জ্ঞান ও আনন্দ তাঁর স্বরূপ লক্ষণ।
হেয়গুণবিরহিত কল্যাণগুণময়
পরমাত্মা ভগবান ঈশ্বরের পরিচয়।
যথা শাস্ত্রবচন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(শ্রীমদ্ভা: ১।২।১১)

এই মূল তত্ত্বত্রয় বহু শাখা ধরে
যে জ্ঞানে সমগ্র তত্ত্ব একে একে স্ফুরে।
অচিতের নাম মায়া, লীলা-পরিকর
চেতন-সংযোগে লীলা করেন ঈশ্বর।
অচিতে ভোগ্যভাবুদ্ধি সংসার বাড়ায়
তরণে উপায়মাত্র ঈশ্বর-আশ্রয়।
চিদচিৎ উভয়ের একমাত্র পতি
সংসার-তরণে তিনি একমাত্র গতি।
তথা হি—

"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।
সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ॥" (শ্বে: ৬।১৬)

* 'শেষ'—ভগবানের একান্ত পরতন্ত্র বস্তু।

এই তত্ত্বজ্ঞান লভি' সূরী আড়্‌বার
ঈশ্বরে ফুকারি ডাকে, তারিতে সংসার।
দুষ্ট এ সংসার-গ্রন্থি ছেদনে না যায়
কেমনে পাইব তোমা বল গো উপায়।
যথা—
"দুষ্টশরীরগ্রন্থির্ন ছেত্তুং শক্যা যদাহং
ত্বাং প্রাপ্তমুপায়ম।" (সহস্র—৩।২।৬)
বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিণতি সর্বেশ্বরে
সেই জ্ঞান স্ফূর্ত্ত হোল সূরীর ভিতরে।
তথা হি—
'সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্'
(বি: ৬।৫।৮৭)
স্বয়ং ঈশ্বর পশি' সূরীর অন্তরে
প্রকাশে স্বগুণগণ কত না আদরে।
'গুণগণ কর গান সুরের ঝংকারে
মোহিত করিয়া দাও জগত মাঝারে'।
নির্দেশ শুনিয়া তবে সূরী গায় গান
কথা সুর স্ফুরে, তাল ধরে ভগবান।
তথা হি—
'স্বরপূর্ণগীতিযুক্তমধুরকাব্যাগ্রহং সৎ স্বয়ং গীত্বা
তেন্না তেন্না ইতি বদতি মৎস্বামী।' (সহস্র—১০।৭।৫)
এইভাবে ঈশ্বরের রূপ গুণ আর
সূরীর সহস্র-গীতি করিল প্রচার।
ব্রহ্মার প্রসাদে যথা বাল্মীকি ভগবান
দিব্যনেত্র লভি তায় পায় দিব্য দরশন।
শ্রীরামচন্দ্রের রূপ গুণ আদি আর
তাঁরি বরে রচিলেন রামায়ণ-সার।
"হসিতং ভাষিতং চৈব গতির্যা যচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎ সর্বং ধর্মবীর্যেন যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি॥"
(রা: বা: ৩।৪)
তেমতি শ্রীভগবান সূরীর অন্তরে
পশি', নিজ রূপ গুণ দেখালেন তারে।
দিব্যনেত্রে পায় সূরী সাক্ষাৎ দরশন
তাঁর লীলা বিভূতি স্বরূপ রূপ গুণগণ।

এমতে স্বয়ং ভগবান কৃপা করি
সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী কৈল শঠকোপ সূরী।
সাক্ষাৎ দর্শনে 'জ্ঞান' 'পরজ্ঞান' অতি
পরজ্ঞান হইতে হয় 'পরমা ভকতি'।
এই পরিপক্ক জ্ঞান, ভক্তি-কথা সূরী
জগতে জানালো নিজ মুখে ব্যক্ত করি।
তথা হি—
'অজ্ঞাননিবৃত্তিং মত্যানন্দং দত্তবান্।' (সহ—১।১।১)
সূরি কহে আমার অজ্ঞান দূর করি
'মত্যানন্দ'—জ্ঞান ভক্তি দিল স্বয়ং হরি।
ভক্তি অর্থে 'আনন্দ', জ্ঞান অর্থে 'মতি'
অন্যোন্য আশ্রয় উভে একত্রাবস্থিতি।
পরিপক্ক জ্ঞান, ভক্তি অনুরাগময়
অনুরূপ পরিণতি প্রেম উপজয়।
প্রেমসিন্ধু পারাবারে ডুবে আড়্‌বার
রূপ গুণ দরশন চলে অনিবার।
'আড্‌বার' শব্দ দেয় তামিল অভিধান।
ইহার বিশেষ অর্থ কর অবধান।
এই শব্দে 'মগ্ন যেবা' করে এই অর্থ
হরিপ্রেমে মগ্ন যেবা ইহাই তাৎপর্য।
প্রেম হইতে প্রেম-সেবা স্বতঃই উদয়
সেবায় ডুবিল সূরী কহনে না যায়।
সেবা অর্থে কৈঙ্কর্য পর্যায়বাচক
শ্রেষ্ঠ পরমার্থ সর্বফলের নায়ক।
সূরীর সেবা মানসিক বাচিক প্রধান
সর্ববিধ সেবা সূরীর লক্ষ্মণ সমান।
যথা—
"অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।"
(রা: অ:—৩১।২৫)
স্বরূপ ও রূপ গুণ লীলা আদি সব
অনন্তপ্রকার মানসিক অনুভব।
অহর্নিশি চলে মরি সূরীর অন্তরে
দরশ পরশ যথা যথা ব্যক্ত করে।
আড়্‌বার 'মধুরকবি' তার পাশে বসি
তালপত্রে লিপিবদ্ধ করে অহর্নিশি।
এমতে রচিল মহা 'তিরুবায়্‌মোড়ি'
অতীব প্রাচীন কালে ধরায় অবতরি।

——

প্রবন্ধ বৈলক্ষণ্য

এবে কহি এই দিব্যসূক্তির মহিমা
বক্তা শ্রোতা উভে ধন্য অতি অনুপমা।
"তিরুবায় মোড়ি' দেখি তামিল অভিধানে
'শ্রীমুখের উক্তি' অর্থ করিয়া বাখানে।
"তিরু' শব্দে কহে 'শ্রী', 'বায়' অর্থে 'মুখ'
'মোড়ি' অর্থে 'উক্তি', 'দিব্যসূক্তি' কহি সুখ।
এই দিব্যসূক্তি গীতি সহস্র গাথায়
'শ্রীসহস্র-গীতি' খ্যাতি এই হেতু তায়।
ইহার মহিমা মরি কহনে না যায়
দিগ্-দরশন রূপে কহি কিছু তায়।
ক্রমশঃ ফুটিবে কিছু পঠনে পাঠনে
ক্রমে অনুভবমুখে শুদ্ধ ভক্ত মনে।
যতেক মহিমা তার অন্ত নাহি হয়
অনন্ত বস্তুর অন্ত কোথা কেবা পায়!
লিপিবদ্ধ শ্লোকবদ্ধ মহিমার বাণী
উদ্ধৃত করিনু হেথা উপকার মানি।

> "বিরক্তেরাস্বানী মধুমথনভক্তৈর্ন টনভূ-
> বিমুক্তৈর্নিঃশ্রেণী সুকৃতপরিপক্তৈর্ফলগৌ।
> প্রপন্নৈরুদ্যানক্ষিতিরকৃতকোকৈঃ প্রিয়সখী
> চিদম্বুরক্ষোণী বকুলধরবাণী বিজয়তে।"

রূপ গুণ লীলা বিভূতির অনুভব
ভরিলেন ভগবান সূরীমাঝে সব।
বিশদ বিশদতর বিশদতম আর
ক্রমে অনুভব বাড়ি পূরিল অন্তর।
পূরিত অন্তর হতে অনুভব ধারা
নিঃসরিলা সূক্তিরূপে শ্রীমুখ বহিয়া।
অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ত সূক্তির প্রবাহ
কেমনে যে বেয়ে চলে না জানে গো কেহ।
গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যেন বেয়ে যায়
যথা যথা স্পর্শ করে পূত করে তায়।

প্রবন্ধের গাথা সংখ্যা পদ চতুষ্টয়
সমাক্ষরী ছন্দোবদ্ধ ত্রুটী নাহি তায়।
বিদ্যাশিক্ষা ধ্যান ও ধারণা কিছু নাই
দিব্যসূক্তিধারা দেখি লাগে গো বিস্ময়।
ব্রহ্মার প্রসাদে যথা বাল্মীকি কবি হয়
নাহি জ্ঞান নাহি বিদ্যা স্বতঃই স্ফুরয়।

যথা—

> "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
> যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"
>
> (রাঃ বাঃ ২।১৫)
>
> "মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মণ্ প্রবৃত্তোঽয়ং সরস্বতী
> রামস্য চরিতং সর্বং কুরু ত্বম্ ঋষি-সত্তম।"
>
> (রাঃ বাঃ ২।৩০)

সর্বেশ্বরের প্রসাদে ধন্য সূরী কয়
সর্বাঙ্গসুন্দর সূক্তি স্ফুরয়ে নিশ্চয়।
অধিগত বেদ-অর্থ যত জ্ঞানিগণ
দিব্য সূক্তিগত অর্থ করেন গ্রহণ।
তাঁদের নির্দেশে মোক্ষে অভিলাষিগণ
গ্রন্থ প্রামাণিক জানি করে অধ্যয়ন।
দক্ষিণভারতে যেবা করিবে ভ্রমণ
বুঝিবে সে এ প্রবন্ধ কত বিলক্ষণ।
মঠে কিংবা মন্দিরে কিংবা ঘরে ঘরে
সহস্র-গীতির গাথা কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে।
পুরুষ মহিলা কিবা বৃদ্ধ বা বালক
সর্বকণ্ঠে গীতি-গাথা, সবাই গায়ক।
শুদ্ধ মনে দিব্যসূক্তি কৈলে অধ্যয়ন
সম্যক্ প্রতীতি হয় কত বিলক্ষণ।
উপভোগ্য বলি মানে নিত্যমুক্তগণ
স্বয়ং ভগবান ইহা করে আস্বাদন।

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রবন্ধের বৈলক্ষণ্য কহিয়ে আভাস
প্রতিপাদ্য বিষয়ের কহনে প্রয়াস।
প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নিচয়
একে একে কহি এবে করিয়ে নিশ্চয়।
বেদ ও বেদান্ত তথা স্মৃতিশাস্ত্রগণ
বিবিধ পুরাণ আর ভারত রামায়ণ।
যত শাস্ত্র এককণ্ঠে সকলেই কহে
তত্ত্বপঞ্চক কথা, ইহা বিনু নহে।
প্রাপ্যবস্তু পরতত্ত্ব, প্রাপ্তা জীব আর
প্রাপ্তির উপায়, ফল, বিরোধী তাহার।

তথা হি—
প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো রূপং প্রাপ্তুশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ
প্রাপ্ত্যুপায়ং ফলং প্রাপ্তেস্তথা প্রাপ্তি-বিরোধী চ।
বদন্তি সকলাঃ বেদাঃ সেতিহাসপুরাণকাঃ
মুনয়শ্চ মহাত্মানঃ বেদবেদান্তবেদিনঃ॥
(হারীৎ-সংহিতা)

দিব্যসূরি আড়্বার দিব্যসূক্তি দ্বারে
এই *পঞ্চতত্ত্ব গাহে* বিশদ প্রকারে।

সর্বেশ্বরস্য মহিতস্য মহাস্বরূপং
জীবস্য চাব্যয়মিদং সদুপায়রূপম্।
পূর্বং চ তৎকৃতমহো প্রতিবন্ধরূপং
মোক্ষং চ ব্যক্তি নিগমঃ কুরুকেশগীতঃ॥

তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভরা নিজ অনুভব
তত্ত্ব বহি ঝরে রস অতি অভিনব।
তত্ত্বে রসে মাখামাখি অতীব রসাল
আস্বাদনে তৃপ্ত যেন অমৃতের সার।

তথা দিব্যসূক্তি—
"পরিভক্ত্যামৃতং নিপীয় নিপীয়।" (সহ—১।৭।৩)
"মম অন্তরামৃতমভূঃ।"

তথা—
প্রত্যক্ষ সমান দরশন পেয়ে মনে
দৃঢ় করি কহে সূরী তত্ত্ব বিশ্লেষণে।
'*পরতত্ত্ব*' নির্ণয়ে সূরী কহি যায়—
'শ্রুতিসিদ্ধ কহি ইথে নাহিক সংশয়'।
"হিতত্তেজোঽধিকঞ্জ্যোতৌ।" (সহ—১।৯)
"সপ্তলোকীনাথবেদবরঃ।" (সহ—২।৭।২)

পরতত্ত্ব নারায়ণ তিনি শ্রিয়ঃপতি
রূপে গুণে স্বরূপেতে অনুপম অতি।

তথা হি—
"যদমৃতং রসিকঃ শ্রীবল্লভঃ।" (সহ—১।৯।১)
"মেঘশ্যামলসমীচীনবিগ্রহো নারায়ণঃ দয়াশীলো রক্ততামরসবিশালনয়নস্য রক্তবিম্বাধরস্য সুন্দর-তুলসীমালা।" (সহ—২।১।৯)
"কৃৎস্ন জ্ঞানানন্দঃ।" (সহ—১।১।২)
"সুন্দরগুণনারায়ণঃ। (সহ—২।১।৯)

এ হেন সে পরতত্ত্বের অবস্থা-অন্তর
ব্যূহ, পরমাত্মা, বিভব, অর্চা-অবতার।
রাম, কৃষ্ণ, বামনাদি বিভবাবতার
রঙ্গ বেঙ্কটাদি দেশে অর্চা-অবতার।

যথা — (পরমাত্মা—)
"মদাত্মা অধিকশূন্যঃ" (সহ—১।১।২)
"তবদাত্মবস্তুপদবক্তে ত্যাগং কুরুত"(সহ—২।১।১)
(অর্চাবতার —)
"ব্যবস্থানিয়মশূন্যো জন্ম ভূত্বা" (সহ—১।৩।২)
"শ্রীবেঙ্কটে সৌন্দর্যশালিজ্যোতিষো অস্মৎস্বামিনঃ নাথস্য" (সহ—৩।১।১) ইত্যাদি।

পরতত্ত্ব কহি কহে '*জীবাত্ম-স্বরূপে*'
প্রতি জড়দেহে অবস্থিত সূক্ষ্মরূপে।
জীব নাম ধরে দেহ সনে এই আত্মা
জীবরূপী এই দেহে দেহী পরমাত্মা।
দেহ যথা আত্মার একান্ত অধীন
তথা আত্মবস্তু পরমাত্ম-পরাধীন।
একান্ত অধীন বস্তু-'শেষ'* নাম তার
'শেষী' তিনি শেষবস্তু অধীন যাঁহার।
শেষকৃত্য দাসত্ব, আত্মা তাই দাস
'শেষী' প্রভু পরমাত্মা সম্বন্ধ-বিকাশ।

যথা—
'দাসস্য মম অন্তকঃ শরীরবর্তী।'

---

* শেষবস্তু — যথেচ্ছবিনিয়োগার্হত্বং 'শেষত্বম্'। অচিৎবৎ পরতন্ত্র বস্তু। যস্য যস্য অধীনঃ তৎ 'শেষী', তদন্যঃ শেষাঃ।

কর্ম জ্ঞান ভক্তি আর শরণ '*উপায়*'
পরবস্তু প্রাপ্তি লাগি, সর্বশাস্ত্রে কয়।
কর্ম জ্ঞান ভক্তি মার্গত্রয় যে দুষ্কর
বহু গুণিগণেরও সে নহেক সুকর।
"জ্ঞান ভক্তি তপঃশূন্য অতি অকিঞ্চন
ফলদাতা একমাত্র প্রভুর চরণ।"
এত ভাবি লয় যারা ঈশ্বর-শরণ
তারাই চতুর, পায় পরবস্তু-ধন।
এ তত্ত্ব দর্শন করি মানস নয়নে
শরণ নিলেন সূরী তাঁর শ্রীচরণে।

যথা—
"অনুষ্ঠিততপঃশূন্যঃ সূক্ষ্মজ্ঞানশূন্যঃ।"
"নীচঃ কিঞ্চিৎপূর্ত্তিশূন্যঃ"
"চরণৌ তাবেব শরণং স্বীকৃতবান্।"
"নিবর্ত্তয় দুঃখং মা বা নিবর্ত্তকান্তরশূন্যোঽহং।"
(সহ-গীতি)

শরণে আগত হেরি স্বয়ং ঈশ্বর
পরম কৃপায় তারে করেন স্বীকার।
তথা হি (আড্‌বার বচন—)
"তচ্চরণাবেব শরণং দত্তবান্।" (সহ-গীতি)
"তদপি তস্য সরগ কৃপৈব।" (সহ-গীতি)
সাক্ষাৎ স্বীকারে লভি' সাক্ষাৎ দর্শন
তাঁহার '*সেবায়*' সূরীর ব্যাকুল পরাণ।
ঈশ্বর পরম প্রভু জীব নিত্য দাস
ইহাই নিত্য সম্বন্ধ যে একমাত্র সার।
"দাসভূতাঃ স্বতঃ সর্বে আত্মনঃ পরমাত্মনঃ
নান্যথা লক্ষণং তেষাং বন্ধে মোক্ষে চ দৃশ্যতে।"
এ তত্ত্বে ভরিল সূরীর হৃদয় আকাশ
নিত্যদাস বিনা তার নাহি কোন আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা আকুল অন্তরে
নিরন্তর প্রেম-সেবা দাও প্রভু মোরে।

যথা—
অপ্রচ্যুতিকৈঙ্কর্যং কর্তুং বাঞ্ছামো বয়ম্। (সহ ৩।৩।৪)
যে দাস্যে আমার প্রীতি তাহা নাহি চাই
যে দাস্যে তোমার প্রীতি তাহা যেন পাই।

যথা—
'প্রীতিকারিতা কৈঙ্কর্যমেব পুরুষার্থঃ।'
'গুণানুভবজনিতপ্রীতিকারিতমেব পুরুষার্থঃ।'
'ইদং চ শাস্ত্রবিহিতং ইতি স্বরূপপ্রাপ্তং ইত্যেব চ
ন কর্ত্তব্যং, কিন্তু রাগপ্রাপ্তমিতিকর্ত্তব্যম্।'
(সহ-গীতি)

'বিরোধীর' মূল 'অহংকার মমকার'
ইহা হইতে সমুদ্ভূত অনন্ত প্রকার।
দেহে আত্মবুদ্ধি তারে কহি 'অহংকার'
দৈহিকে আসক্তি ধরে নাম 'মমকার'।
দেহ গেহ ধন জন আত্মীয় স্বজন
সংসারের এই মোহ কর বরজন।
একান্ত অস্থির এরা স্থির মাত্র তিনি
কর তাঁরে সমাশ্রয়ণ—এই মাত্র জানি।
বিরোধীর সার কথা ফুকারি ফুকারি
জনহিত লাগি উচ্চ স্বরে কহে সূরী।
উপায় 'শরণাগতি', ফল 'প্রভু-সেবা'
এই দুই সার কথা কভু না ভুলিবা।

যথা—
'অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।
অবিদ্যাতরুসম্ভূতং বীজমেকং দ্বিধাস্থিতম্॥'
(বিঃ—৬।৭।২২)
'অচ্যুতাহং তবাস্মীতি সৈব সংসারভেষজম্।'
'ত্যজত সর্বং, ত্যাগং কৃত্বা ভবদাত্মবস্তুপদবতে
ত্যাগং কুরুত।' (সহ—১।২।১)
'ত্বং এব ইমৌ মূলমারভ্য বিনাশ্য ঈশ্বরং আশ্রয়।'
(সহ—১।২।৩)
'বিদ্যুৎস্থিতিশূন্যানি স্থিরাত্মশরীরাণি।' (সহ—১।২।২)
'সঙ্গং তক্তে ব অবধিশূন্যং আনন্দং প্রবিশ।'
(সহ—১।২।৪)

এমতে ভরিল সূরী দিব্যসূক্তিচয়
অর্থপঞ্চক তত্ত্ব করিয়ে নিশ্চয়।
আরো যত উক্তি এই প্রবন্ধ ভিতরে
এই অর্থপঞ্চকেরে তারা পুষ্ট করে।
হিত লাগি এই তত্ত্ব জগত মাঝার
উপদেশ করি সূরী করয়ে প্রচার।
যতেক কহিনু আগে তত্ত্ব বিশ্লেষণে
সূরীর এ দিব্যসূক্তি *স্ফুরে দরশনে।*

মানসিক এ দর্শন *সাক্ষাৎ-সমান*
নহে নিরন্তর, কভু প্রভু অদর্শন।
অন্তরের অনুভব বাহ্য দরশনে
বিফল হয় যে সূরী নেত্র উন্মীলনে।
যবে অদর্শন পুনঃ বাড়য়ে লালসা
তবে প্রভু দেন সূরীর *বিরহের দশা।*
অন্তর্দ্ধান রাসে যথা গোপিকানিচয়
তেমতি হইলা দশা সূরীর নিশ্চয়।
অন্তরের মহা ব্যথা করিয়া প্রকাশ
গোপী যথা কাঁদি কাঁদি করয়ে প্রচার।
চিন্তা জাগরণ হ'তে মোহ আদি দেখি
বিরহের দশ দশা মৃত্যু মাত্র বাকী।
'চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপ ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশাদশঃ।'
আচম্বিতে প্রেমের ঠাকুর অদর্শনে
অতীব বিহ্বল সূরী অনুভব বিনে।
আর্ত্তিতে ভরিল তাঁর দেহ প্রাণ মন
'নায়কীর ভাবে' তবে হন নিমগন।
'শঠকোপ নায়িকা' নামে সরবত্র খ্যাতি
বিরহ দশায় প্রেমের এই পবিণতি।
নায়িকার ভাবে সূরী *মহাবিরহিনী*
দশ দশা আসি ঘেরে যেন রাধারাণী।
অনিদ্রায় নায়কের চিন্তা তনু ক্ষীণ
কভু উন্মাদিনী কভু ব্যাধির অধীন।
নায়ক-সকাশে নানা দূতীরে প্রেরণ
কভু মূরছিতা, কভু প্রলাপ-বচন।
ব্যাধি ভাবি উপশমে বিবিধ যতন
সকলি বিফল, কেহ না জানে নিদান।
ব্যাধি চিনি' সখী নাম শুনায় শ্রবণে
নাম শুনি উঠে ধনী নায়ক দর্শনে।
কভু বা কলহ করে *বিরহের 'মানে'*
কভু মান পলায় নায়কের দরশনে।
কভু কৃষ্ণে কভু রামে কভু নারায়ণে
নায়ক ভাবনা করে সূরী মনে মনে।
সূরীর প্রেমের ধারা না যায় কহনে
প্রেমসূত্রে ধারে নাচে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে।

এই মহাভাব প্রেমী ভক্তের অন্তরে
মহানন্দে ভগবান উপভোগ করে।
যেমন প্রার্থনা করে সূরী মনে প্রাণে
পূরণ করেন হরি সদা সেই ক্ষণে।
অতি ক্রুর সংসারের মহা বিষানলে
দগ্ধপ্রায় সূরী হরি চরণকমলে।
আর্ত্তিভরে নিবেদয়ে — করহ উদ্ধার
সংসারের মহা জ্বালা নাহি সহে আর।
করুণায় টানি লহ তব নিত্য ধামে
তব দরশন. সেবা করি মহাপ্রেমে।
আর্ত্তি ও শরণাগতি হেরিয়া তখনে
টানিয়া লয়েন হরি তাঁর নিজ ধামে।
'অর্চিরাদি মার্গ' হরি করে প্রদর্শন
অঙ্কে ধরি সূরী ল'য়ে বৈকুণ্ঠে গমন।
ভক্ত-ভগবান কথা অতীব বিস্ময়কর
ভক্ত-ভগবান প্রেম বাক্য-মন-অগোচর।
ভগবান কৃপা করি দেন যারে অধিকার
সেই মহা ভাগ্যবান, তুলনা নাহিক তার।
সাক্ষাৎ দর্শন হেন উপলব্ধি অনুভব
সহস্র-গীতিতে গাঁথা অতীব যে সুদুর্লভ।
শত শত বর্ষ ধরি আজও ইহা সুরক্ষিত
প্রচার বাড়িয়া চলে শত শত ঘরে যত।
এই দিব্যসূক্তি গাথা শ্রবণ ও অধ্যয়ন
চিন্তা করে যেবা সেই অতীব যে ভাগ্যবান।
এই দিব্যসূক্তি-জ্ঞানে যেই জন মহাজ্ঞানী
বিরল সে মহাজন মহাভাগ্যবান মানি।
জ্ঞানলাভ করি তার অনুষ্ঠানে যেবা ধনী
পাইবেন সুনিশ্চয় মহাভীষ্ট ফল তিনি।
অন্তিম সময়ে তাঁরে কৃপাসিন্ধু ভগবান
কাষ্ঠ পাষাণ সম স্কন্ধে বহি ল'য়ে যান।
'ততস্তং ম্রিয়মানং তং কাষ্ঠপাষাণসন্নিভং
অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিম্।'
(বরাহপুরাণ—অন্তিম শ্লোক)
এই দিব্যসূক্তি-ভাব অতীব দুর্গম
নিগূঢ় রহস্য কথা বুঝিতে অক্ষম।

এত ভাবি মহাগুরু* শিষ্যে ডাকি কন
এই মহাগ্রন্থ-অর্থ করি উদঘাটন,
রচিবে বিস্তারি ব্যাখ্যা 'ঈডু' আখ্যা দিবে
সুবুদ্ধি সরল মতি সহজে বুঝিবে।
হেন মহা মোক্ষ-গ্রন্থ অমৃত সমান
ভুবনে তুলনা নাই অতি অনুপাম।
আড়্বার-বচনে কহি 'অতৃপ্ত অমৃত'
পিয়ে নাহি মিটে সাধ বেড়ে যায় তত।

অতৃপ্ত অমৃত যাহে আস্বাদয়ে বজজন
শ্রীগুরুনির্দেশে তাই অনুবাদে প্রযতন।
ধীরে ধীরে লিখে যাই স্মরি শ্রীগুরুচরণ
সফলতা বিফলতা তাঁরি পদে সমর্পণ।
'যস্য কৃপৈককলয়া বধিরঃ শৃণোতি
পঙ্গুঃ প্রধাবতি জবেন চ ব্যক্তি মূকঃ।
অন্ধঃ প্রপশ্যতি সুতং লভতে চ বন্ধ্যা
তং দেবদেব বরদং শরণং প্রপদ্যে।'
'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥'

আড়্বার দিব্যসুক্তি অতৃপ্ত অমৃত সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

---

* মহাগুরু — কলিবৈরিদাস স্বামী। শিষ্য — শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামী।

গ্রন্থারম্ভ

প্রথম শতক — প্রথম দশক

দশক সঙ্গতি—

আদি শতকের প্রথম দশকে
শঠকোপ মহাসুরী।
পরমেশ্বর- স্বরূপ বিভূতি
রূপ গুণ আর হেরি ॥
এ মরজগৎও বিভূতি তাঁহারই
করি নিশ্চয় অতি
তার শ্রীচরণ করিয়ে আশ্রয়
দাস্যকরণে মতি ॥

প্রথম দশক — প্রথম গাথা (১।১।১)

অবতরণিকা—

কৃপায় প্রবেশি হরি সুরীর মাঝারে ক'ন
দেখ মোর দিব্য রূপ দেখ দিব্য গুণগণ।
দিব্য স্বরূপ দেখ রূপগুণ-আশ্রয়
দিব্যনেত্রে হেরি সুরী পরম বিস্ময় যায়।
কিবা দিব্য দরশন বাক্য মন অগোচর
গুণহীনে কিবা কৃপা কিবা মহা উপকার।
কহে চল যাই ত্বরা ওরে মোর ভব্য মন
চরণ সেবিতে তাঁর, লভি মোরা উজ্জীবন।

মূল গাথা

নিরবধি পরিমাণ তহি পুন বর্দ্ধমান
অনন্ত আনন্দধাম যিনি।
অজ্ঞান-তিমির নাশি বিতরিয়া জ্ঞানরাশি
কৈল যেবা ভক্তিধনে ধনী ॥
নিত্যধামে নিত্যসুরী তারাও অধীন যাঁরি
আদিদেব পুরুষ পরম।
জ্যোতির্ময় দুঃখহারী পদযুগ ভজ তাঁরি
উজ্জীবন লভ মম মন ॥ ॥১।১।১॥

ব্যাখ্যা—

উচ্চ বৃক্ষরাজি যথা নদীর কিনারে
উন্মূলিত যায় ভাসি বন্যাবেগ-ধারে।
বেতসাদি ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইয়া নম্রিত
প্লাবনে রাখয়ে নিজ প্রাণ সুরক্ষিত।
তেমতি গুণানুভব প্রবাহের বেগে
সুরী বলে "দাঁড়ায়োনা জীবন হারাবে।
ওরে মন! যদি চাও নিজ উজ্জীবন
নমিত করিয়া শির ধর শ্রীচরণ।"

যথা হি—
'অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ।'
(রাঃ কিঃ ৪।১২)

রামের অনুজ আমি তার দাস্য করি
গুণগণে মুগ্ধ হ'য়ে দিবস শর্বরী।
তথা আড়্বার সুরী* ভগবৎগুণে
অবগাহি' মুগ্ধ হ'য়ে কহে ডাকি মনে।
লভ উজ্জীবন মন পদাশ্রয়ে তাঁরি
পরম আনন্দকন্দ যিনি দুঃখহারী।
আনন্দ-গুণের কথা দিব্যসূরী ক'ন
'নিরবধি পরিমাণ পুনঃ বর্দ্ধমান'।

তথা হি—
'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।'
(তৈঃ উঃ আনঃ—

ব্রহ্মের আনন্দ গুণ মহিমা কথনে
নর হ'তে দেবানন্দ কহে শতগুণে।
কহি বেদ উপরি উপরি পুনঃ যায়
ব্রহ্মানন্দ গুণে অন্ত দেখিতে না পায়।
কেবল আনন্দগুণে এ বিচার নয়
সমস্ত গুণগণই এমতি যে হয়।

* সুরী — শঠকোপ আড়্বার।

এ সকল গুণগণে করি দরশন
গুণের মহিমা সুরী করে বরণন।
'নিরবধি' শব্দ হেথা ছুটি ব্যাখ্যা করে
অনায়াস, অসীম — এই ছুই অর্থ ধরে।
ইতর১ উৎকর্ষ যত অর্জনে প্রয়াস
হেথা গুণোৎকর্ষ স্বাভাবিক অনায়াস।
অসীমার্থে গুণ নিরবধি পরিমাণ
ইতরে তারকা, হেথা তপন সমান।
তথা হি—
'স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়েশিতৃত্বং।
নারায়ণ ত্বয়ি ন মৃষ্যতি বৈদিকঃ কঃ॥'
(আলবন্দার স্তোত্র)

মেরুর শিখর হতে সর্ষপ ভূতলে
দৃষ্ট নহে, তাই তারে অসৎকল্প বলে।
তেমতি ইতর গুণ যত কিছু আছে
অসৎকল্প সম তারা ব্রহ্মগুণ কাছে।
এ হেন সে ব্রহ্মানন্দ 'পুনঃ বর্দ্ধমান'
বাক্য মন অগোচর তার সে বর্দ্ধন।
এই বর্দ্ধমান গুণ অতি সত্য নিত্য
ইতর উৎকর্ষ জীবে সকলি অনিত্য।
তথা হি—
'সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগবিপ্রয়োগান্তাঃ মরণান্তাঃ চ জীবিতম্॥'
(রাঃ অঃ ১০৫।১৩)

'অনন্ত আনন্দধাম', অর্থের নির্ণয়
অনন্ত কহিতে অন্ত দেখা নাহি যায়।
ইতর 'অনন্ত' যত সব ভয়বাহী
এ আনন্দ সর্বত্র মাত্র সুখদায়ী।
উদ্বেল বন্যার নদী দুকূল ভাসায়
বিপুল বারির রাশি অন্ত নাহি তায়।
অনন্ত সে জল দেখি লাগে মহাভয়
ধন জন নাশে সরবত্ত প্রবেশয়।
এ আনন্দ মহার্ণব প্রতি বিন্দু তায়
মহানন্দ দিয়ে গড়া মহানন্দময়।

১ ইতর — ভগবৎ-বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়।

'আনন্দধাম' অর্থ আনন্দের আশ্রয়
যে আশ্রয় হতে সর্বানন্দ নিকষয়।
আনন্দগুণ সর্ব গুণ-উপলক্ষণ
গুণগণ নহে মাত্র আগন্তুক বিশেষণ।
গুণগণে হয় প্রভুর স্বরূপেরও নিরূপণ॥
সুরীর আশয় বুঝি পাঠন সময়
'কুরেশ'২ এ অর্থদ্বয় শিষ্যমাঝে কয়।
এই তত্ত্ব নিরূপণে কহে শাস্ত্রবাণী
গুনস্বরূপ তিনি, পুনঃ গুনে গুনী।
তথা হি—
'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ
স্বশক্তিলেশোদ্ধৃতভূতসর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষ জগদ্ধিতোঽসৌ॥
(বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪)

বর্ষাযুতৈর্যস্য গুণানশক্যা
ত্যক্তুং সমেতৈরপি সর্বলোকৈঃ।
মহাত্মনঃ শঙ্খচক্রাসিপাণে-
র্বিষ্ণোর্জিষ্ণোর্বসুদেবাত্মজস্য॥
(ভাঃ ভী ৫)

'নিবাসবৃক্ষঃ সাধুনামাপন্নানাং পরাগতিঃ।
আর্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্॥
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ।
ধাতুনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্॥
(রাঃ কিঃ ১৫।১৯,২০)

'তে ত্বমূর্চ্ছমহাত্মানং পৌরজানপদৈঃ সহ।
বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ পুত্রস্য সন্তি তে॥'
(রাঃ অঃ ২।২৬)

এমতি অসংখ্য তাঁর গুনগন প্রত্যেক
কল্যানময় পুনঃ নিঃসীম স্বাভাবিক।
তার প্রতি গুণ পুনঃ ধরিয়াছে এত গুণ
পাইয়া দিব্য আত্ম-স্বরূপের পরশন।
এই ভগবদ্‌গুন হয় দ্বি-প্রকার
স্বরূপের নিরূপক, বিশেষন আর।
গুণের বিচার করি, '*স্বরূপ বিচার*'
'যিনি' শব্দে করিছেন এবে ব্যাখ্যাকার৩।

২ কুরেশ — শ্রীরামানুজের জ্ঞানী ও গুণী প্রধান শিষ্য এবং মহান্ আচার্য।
৩ ব্যাখ্যাকার — কৃষ্ণপাদস্বামী।

নিরূপক গুণসহ স্বরূপ লক্ষণ
বিশুদ্ধ স্বরূপ হয় চিদ্‌ঘনবিজ্ঞান।
যথা হি (শ্রুতিঃ)—
'যথা সৈন্ধবঘন অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্য কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞা ঘন এব।' (বৃহ-উঃ, মৈঃ ব্রাঃ)
'যিনি' শব্দে করি সূরী স্বরূপ নির্ণয়
উপরে কহিয়ে তাঁরি গুণ পরিচয়।
এ হেন স্বরূপবান মোর উপকারী
'উপকার' গণয়িয়ে কহিছেন সূরী।
'অজ্ঞান তিমির নাশ' প্রথম উপকার
'অজ্ঞান' শব্দের অর্থ করয়ে বিচার।
অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান, বিপরীত জ্ঞান
এ তিন অজ্ঞান কহে বিশেষ অভিধান।
দেহে আত্মা বলি জ্ঞান কহয়ে অজ্ঞান,
অন্যদেবে১ ইষ্টবুদ্ধি সে 'অন্যথা জ্ঞান'।
ব্রহ্মবস্তু সর্বেশ্বর পরম স্বতন্ত্র
যত জীব সকলেই তাঁরি পরতন্ত্র।
ভোক্তা নহে আত্মবস্তু পরমাত্মা-ভোগ্য
ইহাই যথার্থ জ্ঞান জ্ঞানীর অতি যোগ্য।
নিজেরে স্বতন্ত্র মানে ভোক্তা মানে আর
'বিপরীত জ্ঞান' ইহা শাস্ত্রের বিচার।
'অজ্ঞান বিনাশি' অর্থে স্ববাসনা নাশ
উদগম না হয় পুনঃ সমূলে বিনাশ।
এইভাবে নাশে হরি সূরীর অজ্ঞান
'অনুভবি' নিজ মুখে করেন বর্ণন।
'বিতরিয়া জ্ঞান কৈল ভক্তিধনে ধনী'
কহে দিব্যসূরী২ আপনারে ধন্য মানি।

জ্ঞান ভক্তি উভে দিল অর্থ ইহা হয়
জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু দুই অঙ্গ কয়।
অর্থ বিশ্লেষিয়া কহে *আচার্য ভট্টর*৩
ভক্তিরূপাপন্ন জ্ঞান দিল সর্বেশ্বর।
কর্ম জ্ঞান মার্গ দ্বারে ভক্তির উদয়
ভক্তি পরিপককালে কৈঙ্কর্য করয়।
সূরীর হৃদয়ে হরি করুণা করিয়া
অঙ্কুরেই পক্ক ভক্তি দিলেন ভরিয়া।
*ভট্ট-গুরু গোবিন্দের** কালক্ষেপণ† কালে
গোষ্ঠী হ'তে ভক্তগণ প্রশ্ন করে তাঁরে।
সূরীর অবস্থা কহ করিয়া করুণা
প্রপন্ন বা ভক্তিনিষ্ঠ শুনিতে বাসনা।
গুরু কহে 'প্রপন্ন' সূরী, ভক্তি তার দেহযাত্রা
ভক্তি হয় হরিপ্রীতি শুন তাঁর প্রীতি মাত্রা।
সঞ্চিত অন্ন পান ভোজনে যেমন
বর্ষাকালে ধরে লোকে আপন জীবন।
তেমতি শ্রীহরি-ধ্যান হরির সেবায়
প্রপন্ন হইয়ে সূরী জীবন যাপয়।
উপায় বলিয়া মানে শ্রীহরি-চরণ
তাঁর প্রেমে, প্রেম-সেবায় কাটায় জীবন।
তাই নিজ মুখে সূরী কহে অবিরল
কৃষ্ণ মোর ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল।
তথা হি—
'ভুজ্যমানং অন্নং পীয়মানং জলং
চর্ব্যমানং তাম্বুলং সর্বং কৃষ্ণঃ খলু।'
(আড্‌বার বচন, সহ—গীতি)
উপলব্ধি করি সূরী নির্হেতুক দান
'কৈলা যেবা ধনী' বাক্য কহেন তখন।
ঈশ্বর-অনাসক্ত যবে, বিনহ প্রার্থনে
জ্ঞান ভকতির দান অহেতুক মানে।

১—অন্যদেব — বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেব। ২—দিব্যসূরী—শঠকোপ আড্‌বার। ৩—আচার্য ভট্টর—কুরেশস্বামীর পুত্র, রামানুজের জ্ঞানপুত্র এবং গোবিন্দাচার্যের শিষ্য, মহাজ্ঞানী গুণী আচার্য — পরাশর ভট্টরস্বামী।
*—গোবিন্দাচার্য — শ্রীরামানুজের শিষ্য, জ্ঞানী ও গুণী আচার্য। পরাশর ভট্টরস্বামীর মন্ত্রপ্রদ আচার্য।
†—কালক্ষেপ—শিষ্য ও ভক্তগোষ্ঠীর মাঝে শাস্ত্রব্যাখ্যা। প্রপন্ন শরণাগতগণের শাস্ত্রের এই পঠন পাঠন, জ্ঞান ও ভক্তি অর্জনে, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে নহে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভগবান স্বয়ংই উপায়। যতদিন দেহত্যাগ না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভগবদ্বিষয় পঠন-পাঠন করিয়া তাঁহারা সময় অতিবাহিত বা কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইজন্য এই পঠন-পাঠনকে প্রপন্ন জগতে বলা হয় 'কালক্ষেপ'।

বিনা দোহ্না গাভী যথা স্তনকুণ্ডয়নি'
দুগ্ধস্রাবি' দুগ্ধধারে ভাসায় ধরণী।
তেমতি এ উদার ও অহেতুক দান
সর্ব জগজ্জন তরে হয় বিতরণ।
এই ভাব রাখি হৃদে কত না বিস্ময়ে
'মোরে কৈলা' না কহিয়া 'কৈলা ধনী' কহে।
এই ভাবে লভি' সূরী প্রত্যক্ষ দর্শন
শ্রুতির বিশদ অর্থ করে উদঘাটন।

যথা শ্রুতিবাক্য—

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥' (তৈঃ নাঃ উঃ ১২)

বদ্ধ জীবে লীলাধামে লভে হেন উপকার
'নিত্যধামে নিত্যসূরী' নিত্য কৃপা অধিকার।
নিরন্তর অনুভবে ধন্য এই *নিত্য জীব*
তিলে অনুভব বিনে না রহে তারা সজীব।
নিত্য বিস্মৃতিশূন্য এ শূন্যতা প্রাগভাব[১]
এ বিস্মৃতিশূন্যতা *মুক্ত জীবে* ধ্বংসাভাব[২]।
রাম-অনুভব বিনে যথা সীতা লক্ষ্মণ
তথা নিত্যজীবে ইহা স্বরূপের লক্ষণ।

যথা হি—

'ন চ সীতা ত্বয়া হীনা ন চাহমপি রাঘব।
মুহূর্তমপি জীবাব মৎস্যাবিব জলোদ্ধৃতৌ ॥
(রাঃ অঃ ৫০।৩১)

নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ ত্রিপাদ বিভূতি
নিত্য বিরাজিত তথা শ্রীবৈকুণ্ঠ-পতি।
'আদিদেব পরমপুরুষ' তিনি নারায়ণ
নিত্যজীবে করে তাই পরম সে সাম্য দান।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র সবারে সমান দান
রূপ হেরি প্রভু-ভৃত্যে নাহে কোন ভেদ জ্ঞান।
রমা সেবে শ্রীচরণ শ্রীউরে কৌস্তুভ ভায়
ভগবানে নিত্যজীবে সদাই প্রভেদ তায়।
'তারাও অধীন' অর্থে পরতন্ত্র দাস
স্বামী-অভিপ্রায় বুঝি সেবার প্রকাশ।
'দুঃখহারী' অর্থ করে *সর্ব পূর্বাচারী*[৩]
সমস্ত জীবেরই তিনি সর্ব দুঃখহারী।
বিশ্লেষি' বিশেষ অর্থ রামানুজ ক'ন
জীব-দুঃখে জীব হ'তেও অতিদুঃখ তাঁরি
উভয়ের দুঃখ নাশি' তিনি 'দুঃখহারী'।

তথা হি—

'ব্যসনেষু মনুষ্যানাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি ॥'
(রাঃ অঃ ২।৪২)

'জ্যোতির্ময় পদযুগ' অর্থে ব্যাখ্যাকার
দুটি অর্থ[৪] রাখি মনে করে ব্যাখ্যা তার।
প্রথম অর্থ 'শ্রীবিগ্রহ', 'চরণ' দ্বিতীয়
দিব্য তেজোময় হয় এই শ্রীবিগ্রহ।
তাঁর পদকমল যে মকরন্দময়
দাসভূত জীবগণে পরম আশ্রয়।
মাতৃস্তনে শিশু যথা একমাত্র প্রীতি
হরিপদ জীবে তথা একমাত্র গতি।
'ভক্তি' তাঁরে উজ্জীবন লভ' অর্থ হয়
আত্ম-উজ্জীবন লাগি কর পদাশ্রয়।
অজ্ঞান কালিমা লেপ করি বিমোচন
নিজরূপে আত্মার বিকাশ '*উজ্জীবন*'।
জ্ঞান ভক্তি দান পেয়ে সূরী তবে ক'ন
নষ্ট নিদ্রা উদ্বোধন লভ 'মোর মন'।
সহপাঠী মধ্যে একের উৎকর্ষ দর্শনে
অন্যে যথা ফিরে সাথে স্বলাভ সাধনে।
তথা মন পূর্বে ছিল বন্ধের কারণ
মুক্তি হেতু হেরি এবে ডাকে 'মম মন'।

তথা হি—

'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তি মুক্তৈর্নির্বিষয়ং মনঃ ॥'
(বিঃ পুঃ ৬।৭।২৮)

১—বিস্মৃতির প্রাগ-অভাব—যে বিস্মৃতি কোনকালেই ছিল না।
২—ধ্বংসাভাব—যে বিস্মৃতি পূর্বে ছিল, পরে বিনষ্ট হইয়াছে। (বদ্ধজীবের চির অজ্ঞান চির-বিস্মৃতি)
৩—সর্ব পূর্বাচারী — রামানুজের পূর্ববর্তী আচার্যগণ—নাথমুনি, যামুনমুনি প্রভৃতি।
৪—২টি অর্থ—প্রথম অর্থ 'শ্রীবিগ্রহ', দ্বিতীয় অর্থ—'চরণ'। তামিল গাথায় 'অডি'—এই শব্দটি আছে। 'অডি' অর্থে 'চরণ', 'বডিবু' অর্থে—শরীর বা বিগ্রহ বুঝায়।

প্রথম দশকে পরত্বের নিরূপণ
প্রথম গাথায় কহে তারি উপক্রম।
এ গাথায় কীর্ত্তিত যত গুণগণ
একে একে সভে করে পরত্ব স্থাপন।
'নির্গুণ ও নিরাকার বিশুদ্ধ অদ্বৈত'
এই পদ এ গাথায় হইল নিরস্ত।
শস্যক্ষেত্রে ধান্যরাশি সংগ্রহের কালে
তৃণরাশি নষ্ট যথা আপনি ভূতলে।
স্বপক্ষ স্থাপনে তথা সূরীর সাধন
পরপক্ষ উত্থাপিয়া নহে নিরসন।
'নিত্যসূরি-অধিপতি' 'অনন্ত আনন্দবান'
'নিরবধি পরিমাণ তহি পুনঃ বর্দ্ধমান'
শব্দচয়ে উপায়বস্তু গুণগণ নিরূপণ।
'অজ্ঞান-তিমির নাশে' —বিরোধীর নিরসন।
'কৈলা ধনী' পদে কহে তিনিই সাধন
গুণগণে মণ্ডিত পুরুষ পরম।
'লভ উজ্জীবন' কহে আশ্রয়ের ফল
শুদ্ধ মন অধিকারী লভিতে সে ফল।
এই সব তত্ত্বজ্ঞান করি নিরণয়
সূরী বচনামৃত এ গাথায় কয়।

॥১।১।১

প্রথম শতক, প্রথম দশক—দ্বিতীয় গাথা

অবতরণিকা—

কার্যরূপ জগৎ কহি', কারণবস্তু কহি যান
কারণই১ উপাস্য কহে — ইহাই শ্রুতি-বিধান।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"
(তৈঃ উঃ ভৃঃ ১)

অথবা, প্রথমে কহি পরতত্ত্বেরই কথা
নির্দেশ করেন শ্রুতি বিভূতির যথা যথা।
হেথা কিন্তু সূরী২ করে প্রথমেই গুণগান
পরত্ব স্বরূপ-কথা অনন্তর কহি যান।
শ্রুতি-শৈলী পরিহারে হেতু স্বয়ং ঈশ্বর
তাঁর অভিলাষই ফলে তিনি সর্বকলাধার।
তাঁহারই ইচ্ছায় সূরী নাচে গায় কথা বলে
স্ব-ইচ্ছা বর্জন করি তাঁহারই ইচ্ছায় চলে।
প্রথমেই নিজ গুণ তারে প্রদর্শন করি
করে সূরী বশীভূত আপন ইচ্ছায় হরি।
হেন বশীভূত হয়ে সর্ব অগ্রে গুণগণ
হেরি হেরি দিব্য সূরী১ প্রাণভরি গেয়ে যান।
শুনে, পশি' অনন্তর গুণের যে আশ্রয়
সে পর-স্বরূপ কথা একে একে ক'য়ে যায়।
পূর্বগাথায় স্বরূপ ও তার নিরূপক গুণ
কহি, এবে করে সেই স্বরূপের বিশ্লেষণ।

মূল গাথা

মনের অন্তরে মলা পাইলে বিনাশ
উত্তর-উত্তর তার উজল বিকাশ।
বিশুদ্ধ মনেতে হোক্ যত বিকশিত জ্ঞান
পরমাত্ম-স্বরূপ জ্ঞানে নহে কভু সক্ষম।
মন যার প্রভু, সেই ইন্দ্রিয়গণ
ইয়ত্তা করিতে নারে এ স্বরূপ জ্ঞান।
ঘন জ্ঞানানন্দ এই স্বরূপ অমূল্য
ত্রিকালের কোন বস্তু নাহি তার তুল্য।
নাহি যার সম তার অধিক কোথায়
হেন পরমাত্মা মোর ধারক নিশ্চয়।

॥১।১।২॥

ব্যাখ্যা—

জীবাত্ম-স্বরূপ হ'তে ঈশ্বর স্বরূপ
কত বিলক্ষণ পুনঃ কত অপরূপ।
উপলব্ধি করি সূরী উপরি উপরি
একে একে করি যায় প্রতিপন্ন তারি।
'মনের অন্তরে' পদ দুই অর্থে ব্যবহার
প্রথম শরীরবাচী, বিষয়ের বাচী আর।

১—কারণং তু ধ্যেয়ঃ (শ্রুতিঃ)।
২—সূরী—শঠকোপ আড়্বার।

১—দিব্যসূরী—শঠকোপ আড়্বার।

মন অবয়ববহীন নাহি বাহ্য বা অন্তর
সমগ্র মনেতে — এই প্রথম অর্থ করে তার।
মনের বিষয় বাহ্য বা অন্তরে দুটি
বাহ্য বস্তু ত্যজি' মন অন্তরাভিমুখী।
'মনোমলা' অর্থ হয় অবিদ্যাদি দোষ যত
মনকে আশ্রয় করি রহে তারা অবিরত।

তথা হি—

"কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ হর্ষমানমদাস্তথাঃ।
বিষাদশ্চাষ্টম প্রোক্ত ইতোতে মনসোমলাঃ॥"

আত্মস্বরূপ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তথাবিধ
অতএব উভে দোষ নহে কভু উদভূত।
আত্মধর্মভূত-জ্ঞান তাহাও নির্দোষ
জ্ঞানপ্রসরণ দ্বার মনে যত দোষ।
হেন মন-আশ্রয়ে কাম ক্রোধ লোভ
যোগাভ্যাস দ্বারা হয় ক্রমেতে বিলোপ।
এ বিনাশে বাহ্য-বিমুখ হ'য়ে মন
বিশুদ্ধ অন্তর-মুখী উজ্জ্বল তখন।
বিশুদ্ধ মনেতে এই বিকসিত জ্ঞান
করে অনুসন্ধান পরমাত্ম-ধ্যান।
হেন মন-জ্ঞান গম্য জীবাত্মস্বরূপ
ঈশ্বরস্বরূপ কিন্তু না হয় তদ্রূপ।
যদি বল এ সিদ্ধান্ত সুসিদ্ধান্ত নয়
শুদ্ধ মনে উভে গ্রাহ্য শাস্ত্রবাক্য কয়।

যথা—

'মনসা তু বিশুদ্ধেন।'

শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে এ কথা নিশ্চয়
এ-বাক্যের অভিপ্রায় শুন মহাশয়।
বিশুদ্ধ মানসে বটে ঈশ্বর[১] গ্রহণ
এ গ্রহণ মানি বটে অতি বিলক্ষণ।
ইতর দ্রব্যের যথা প্রকার পরিমাণ
ইন্দ্রিয়গোচর বলি জাগে তার জ্ঞান।
অসীম বিভু ঈশ্বরের প্রকার পরিমাণ
ইদৃক্ বা ইয়ত্তার পরিচ্ছেদাক্ষম।

১—ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান — একার্থবোধক পর্যায়বাচক শব্দ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১)

যথা শ্রুতিঃ—

"অথাতো আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্তি।" (বৃঃ উঃ)

দৃশ্যমান বস্তু যত 'ইহা নহে ইহা নহে'
এ হতেও পরবস্তু ব্রহ্ম, এই শ্রুতি কহে।
জীবাত্মা অণুদ্রব্য পরমাত্মা বিভু
অণুদ্রব্য যথা, বিভু গ্রাহ্য নহে কভু।
এ বিশুদ্ধ মর্ম-অর্থ রাখিয়া অন্তরে
আপন সিদ্ধান্ত সূরী কহেন বিচারে।
'ইন্দ্রিয়-জ্ঞান' শব্দে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়
যত অচেতন দ্রব্য ইহাদের গ্রহণীয়।
ঈশ্বর নহেন তথা, সর্বেন্দ্রিয়-অগোচর
সর্বজড়বস্তু-বিজাতীয় পরমেশ্বর।
জীবাত্মস্বরূপ হ'তেও পরমাত্মা বিলক্ষণ
পরতত্ত্ব বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব শ্রুতি ক'ন।

যথা শ্রুতিবাক্য—

"যস্যাত্মা ন বেদ যং পৃথিবী ন বেদ।"
(বৃঃ উঃ কাণ্বশাখা—৫।৭)

পৃথিবী যে জড়বস্তু, আত্মা চেতন
উভয়েরই জ্ঞানাতীত পরম চেতন।
জন্মান্ধ দেখেনি বস্তু নেত্রবান তথা
অদর্শনে তুল্য মূল্য উভয়ের যথা।
চিদচিদ্ বস্তুদ্বয় হইতে তেমতি
পরম চেতন বস্তু জ্ঞানাতীত অতি।
এ হেন সে পরবস্তু তিনি পরমেশ্বর
'ঘনজ্ঞানানন্দ' হয় স্বরূপলক্ষণ তার।
এ লক্ষণে সবে বুঝে ঘন জ্ঞান ঘনানন্দ
নাহি তথা বিন্দুমাত্র অপ্রকাশ, নিরানন্দ।
কিংবা উক্ত বাক্য কহে জ্ঞানই আনন্দ হেন
জ্ঞানের বিশেষ রূপ বলিয়া ইহারে জান।
এই 'ঘনানন্দ' নহে সাক্ষাৎ দর্শন
উপমান-মুখে তাই করে বিশ্লেষণ।
যথা সৈন্ধব ঘন অনন্তর অবাহ্য
তথা 'ঘনানন্দ' অর্থ আনন্দ সর্বত্র।

যথা শ্রুতিবাক্য—

'আনন্দো ব্রহ্ম আনন্দময়ঃ।' (তৈঃ উঃ আন)

'ঘন জ্ঞানানন্দ' বাক্য অর্থনিরূপণে
ব্যাখ্যাকার কহে পুনঃ অন্য উপমানে।
'পরিমলযুক্ত গন্ধ রস' বাক্যত্রয়ে
পরিমল, গন্ধ শব্দদ্বয় একত্রয়ে।
পর্য্যায়বাচক তবু প্রয়োগ যে করে
গন্ধের সে আতিশয্য বুঝাবার তরে।
সর্বগন্ধোপলক্ষণ এই অতিশয়
হেথা রস শব্দে তথা সর্বরস কয়।
পুষ্পগন্ধ মধুরস করি আহরণ
অল্পাস্থির আদি দোষে করি বিদূরণ,
পরিশুদ্ধ গন্ধ রস যদি নিরূপণ
কথঞ্চিৎ সাম্যাভাস তার উপমান।
মানি সূরী ঈশ্বর-আনন্দ গুণগানে
কহিছেন নিজ মুখে এ হেন উপমা দানে।
যথা সূরীবাক্য—

"পরিমলযুক্তগন্ধেষু রসেষু আনন্দস্য
নিবৃত্তাবদ্যস্য সারেণাবিচ্ছিন্নানন্দমহিমাবান্।" (সহ—৭।২।২)

চিদ্-অচিদ্-ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়ে
চিদচিদ্-বিলক্ষণ ঈশ্বর, এই কহে।
এ-কথনে বিধিমুখে১ করিয়া নির্ণয়
নিষেধমুখেতে২ এবে করেন নিশ্চয়।
'নহে তার তুল্য' কথা ব্যবহার হয়
নিষেধমুখে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়।
পূর্বাচার্য *ভট্টরের* এই অভিপ্রায়।
জানি ব্যাখ্যাকার ব্যক্ত করেন হেথায়।
'আত্মা' শব্দে জীবাত্মা, পরমাত্মা, মন
'আত্মা মম' শব্দে হেথা পরমাত্মা ক'ন।
দেহ হয় সূরী, দেহী পরমাত্মা তায়
দেহের রক্ষক দেহী পরম আশ্রয়।
তথা হি শ্রুতিবাক্য—

'যস্যাত্মা শরীরম্।' (—বৃঃ উঃ ৩।৭।২২)

১—বিধিমুখে — ঈশ্বরই সর্বাধিক বস্তু;
২—নিষেধমুখে —তাঁহার সমান কেহই নাই।

'নাহি যার সম তার অধিক কোথায়'
কহি' সূরী, পরমেশ্বর-গুণ গায়।
সর্বাশ্রয় নিয়ামক হ'ন সর্বেশ্বর
তাঁর পুনঃ নিয়ামক কেহ নাহি আর।
যথা শ্রুতিবাক্য—

"ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

পরমাত্ম-স্বরূপ ও গুণ বিশ্লেষণ করি
হেন আত্মা মোর দেহী, এ গাথায় কহে সূরী।
কিংবা 'মম আত্মা' পদ, পূর্বগাথা১ অন্বয়ে
তাঁরে ভজিবারে ডাকি নিজ মনে সূরী কহে।
॥১।১।২॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—তৃতীয় গাথা।

অবতরণিকা—

প্রথম গাথায় সূরী পেয়ে অনুভূতি
ঈশ্বরের রূপ, গুণ, নিত্যবিভূতি।
এ তিনের আশ্রয় দ্বিতীয়ে কথন
পরমাত্মা তিনি তাঁর স্বরূপ লক্ষণ।
নিত্যবিভূতির সাথে এবে অনুভবে
লীলাবিভূতিরে তাঁর ক্রীড়াভূমি রূপে।
সংসারে বিরক্ত সূরী, মুক্ত জীব যথা
তাঁর লীলাভূমি বলি' অনুভবে তথা।
যথা শ্রুতিঃ—

"স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।" (ছাঃ উঃ ৮।১২।৩)

সর্বদেশ-অধীশ্বর যথা মহিষীর সনে
ক্রীড়ায় লভয়ে হর্ষ নিজ পুষ্প-উদ্যানে।

১—যথা প্রথম গাথা—

'জ্যোতির্ময় দুঃখহারী পদযুগ ভজি তাঁরি
উজ্জীবন লভ মম মন।'

সিঞ্চনে বর্দ্ধনে নাশে করে সুখ অনুভব
তেমতি প্রভুর লীলা-বিভূতির ক্রীড়া সব।

যথা হি শঠকোপ দিব্যসূরী—

'তিরুবিন্নগরস্থিতোপকারকেন উৎপাদিতং
উদ্যানং পশ্যন্ত মহদ্দৈবতং লোকত্রয়ং।'
(ছাঃ উঃ ৬।৩।৬)

সর্বেশ্বর ও লক্ষ্মীজীর সংকল্পেতে হয়
এই লীলাবিভূতির সৃষ্টি স্থিতি লয়।
হেন লীলাবিভূতির করি আস্বাদন
কহে সূরী বিভূতিমানের সুলক্ষণ।

মূল গাথা

হেথা তিনি বিরাজেন সেথা তিনি নাই
তা তো নহে, আকাশে ভূতলে যত ঠাঁই,
স্থূল কিবা সূক্ষ্ম কিবা যত বস্তু তায়
নিরন্তর সর্বভূতে ব্যাপ্ত সুনিশ্চয়।
স্থূলবস্তু মাঝে তিনি হন রূপবান
সূক্ষ্ম জড়ে চেতনেতে হন অরূপবান,
ইন্দ্রিয়গোচর যত অন্তরাত্মা তার,
ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেথাও নির্বিকার।
সর্বব্যাপী আত্মা সে মহানন্দময়
কেবল কৃপায় মোরা পেয়েছি আশ্রয়॥

॥১।১।৩॥

ব্যাখ্যা—

'হেথা তিনি বিরাজেন সেথা তিনি নাই
তাতো নয়'—বাক্য অর্থ শুন মহাশয়।
কোন বস্তু মাঝে যদি তাঁহার অভাব ভাবে
এ লীলাবিভূতি তবে পরিচ্ছিন্ন সভে কবে।
সর্ববস্তু ভাবি যদি তাঁর স্থিতি তায়
তিনি-বিনা বস্তুর অভাব তাহে ভায়।
অভাব শব্দের অর্থ তুচ্ছতা কহয়
উভয়থা বিভূতির পূর্ণতা না হয়।
পূর্ণতর ঐশ্বর্যের এ সমস্যা সমাধানে
কহে সূরী অতঃপর কহি তত্ত্ব বিশ্লেষণে।

'আকাশ ভূতল' অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
স্থূল সূক্ষ্ম সর্বভূতে তাঁর ব্যাপ্তি কাণ্ড।
স্থূল বস্তু মূর্ত্তি তাঁর তাই তিনি রূপবান
সূক্ষ্ম বস্তু রূপহীন তাই সে অরূপবান।
রূপবিশিষ্ট আর রূপহীন-বিশিষ্ট
এভাবে ভাবিলে অভাব নাহি হয় দৃষ্ট।
'ইন্দ্রিয়' বলিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর যত
তার অন্তরাত্মারূপে ব্যাপিয়া রক্ষণে রত।

তথা হি—

'যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।'
(তৈঃ উঃ,—নারায়ণবল্লী)
তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ
ত্যচ্চাভবৎ।' (তৈঃ উঃ—আনন্দবল্লী ৬)
'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা।'

'ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেথাও নির্বিকার'
ব্যাখ্যা ইথে করিছেন গুণী ব্যাখ্যাকার।
জড়বস্তু সৃষ্টি করি তায় জীবাত্মারে ভরি
তাহে নিজে প্রবেশিয়ে নাম-রূপ দিল হরি।
জড় হয় পরিনামী সাথী আত্মা সুখী দুঃখী
পরমাত্মা সঙ্গী তবু এ দোষেতে নহে ভাগী॥

তথা হি—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ (শ্বেঃ উঃ ৪।৬)

'নিরন্তর সর্বভূতে ব্যাপ্ত সুনিশ্চয়'—
সর্বকালে সর্ববস্তু ব্যাপ্তি তাঁর কয়।
পূর্বগাথাদ্বয়ে উক্ত তাঁর গুণগণ স্মরি
'পরম আনন্দময়' হেথা কহিছেন সূরী।
জ্ঞান ভক্তি দিয়া মোরে তিনি ক্ষান্ত নয়
তদুপরি 'পাইয়াছি তাঁহার আশ্রয়'।
অশেষ দোষের খনি সর্বময় অহংকার
পেয়েছি আশ্রয় তবু কেবল কৃপায় তাঁর।

দেহে আত্ম-অভিমান 'আমি' বোলে মানিতাম
আমিই ঈশ্বর ভাবি জন্মে জন্মে ফিরিতাম।
হেন দুষ্ট 'মোরে' তিনি দিয়াছেন সমাশ্রয়
কেবল কৃপায় তাঁর, মিথ্যা নয় নিঃসংশয়।
সূরীবাক্যে এই মহা সিদ্ধান্তের সমর্থনে
ব্যাখ্যাকার শাস্ত্রবাক্য কহে তার পরমাণে।

তথা হি—

(মিথ্যা নয় নিঃসংশয় — উক্তির প্রমাণবাক্য)—

'কিন্নু স্যাচ্চিত্তমোহোঽয়ং ভবেদ্বাতগতিস্ত্বিয়ম্।
উন্মাদজো বিকারো বা স্যাদিয়ং মৃগতৃষ্ণিকা॥"

(অশোকবনে হনুমানের দর্শনে সীতাদেবীর সংশয়বাক্য)
(রাঃ সুঃ কাঃ ৩৪।২৩)

"ক তে রামেণ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষ্মণম্
বানরাণাং নরাণাং চ কথমাসীদ্ সমাগমঃ।"

(অশোকবনে হনুমানের প্রতি সীতাদেবীর শঙ্কা খণ্ডনার্থ প্রশ্ন —) (রাঃ সুঃ কাঃ ৩৫।৫২)

(দিয়াছেন সমাশ্রয়, কেবল কৃপায় তাঁর— প্রমাণবচন)।

"রামসুগ্রীবয়োরৈক্যং দেব্যেবং সমজায়ত।"

(রাম কর্তৃক বানরগণকে স্বীকার কেবলমাত্র কৃপায় সম্ভব হইয়াছে।)

॥১।১।৩॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—চতুর্থ গাথা

পূর্বাপর গাথাপরম্পরা সঙ্গতি—

পূর্ব গাথা করে লীলা বিভূতি বর্ণন
তদীয় বস্তুরূপে করিয়া চিন্তন।
অতঃপর গাথা সব লীলাবিভূতিরে
নানাভাবে বিশ্লেষিয়া উপদেশ করে।
লীলাধাম কর্মে বাঁধা প্রভুর নিয়মে রত
নিত্যবিভূতি চলে প্রভুর অভিমত মত।

তথা হি—

'অপ্রহস্তবলয়ায়াং শ্রিয়ি ত্বয়ি চৈব অধিবসতো ইতি হি।' (সহ-গীতি—৪।৯।১০)

নিত্যধামে অবস্থানে প্রভুর অতি প্রীতি
লীলাধামে হয় তাঁর ভিন্ন কার্যরীতি।
এ ধামে অজ্ঞানময় বিনাশিয়ে তায়
প্রভুর অভিলাষ, যেন হয় জ্ঞানোদয়।
এবে গাথাত্রয়ে কহে লীলাধামের পরিস্থিতি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তার স্বরূপ ও অবস্থিতি।
প্রভুর অধীন সভে নহে কেহ স্বতন্ত্র
এ ধামের সাথে তাঁর দেহ-দেহী সম্বন্ধ।
সপ্তমে কহিয়ে, পুনঃ অষ্টম গাথায়
মায়াবাদ নিরসনে সূরী কহি যায়।
শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া নবমে
সরবত্র ব্যাপ্তি তাঁর কহেন দশমে।
একাদশে ফলশ্রুতি করি নিরূপণ
প্রথম দশক সূরী করে সমাপন।

অবতরণিকা—

স্বরূপ অধীন তাঁরি হেতু কিবা তায়
কহিছেন বিশ্লেষিয়া সূরী এ গাথায়।
সৃষ্টিকালে সর্ববস্তু করিয়া সৃজন
জীবদ্বারে[১] পশি' হরি নাম রূপ দান।
লয় কালে এই স্থূল রূপ বিনাশন
সূক্ষ্মরূপে নিজ মধ্যে করেন রক্ষণ।
স্থূল কার্য-দশা, সূক্ষ্ম কারণ-দশা হয়
উভয় দশা তাঁরি অধীন এই তো নিশ্চয়।
একে একে প্রতি জীব বিশ্লেষণ করি
হরির অধীন সবে কহি যায় সূরী।
এই তত্ত্ব বুঝাইতে সম্যক্ ভাবেতে পুনঃ
বিশেষরূপেতে সূরী করি যান বিশ্লেষণ।
দেবাদিরে নির্দেশিয়া অনেক প্রকারে
তারাও অধীন হরির বিচারিয়ে কহে।

১—অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। (ছাঃ শ্রুতিঃ)

মূল গাথা

মোরা, তিনি, ইনি, অন্য পূজ্য বা পুরুষ সভে
তিনি বা ইনি কিংবা অন্যা যত নারী সভে
সেই, এই কিংবা অন্য নশ্বর জড়নিচয়
নহে ভিন্ন সবই এক, পরমাত্মারূপী হয়।
গুণ-দোষ গুণী-দোষী ভাবী-ভূত-বর্ত্তমান
সর্ববস্তু হইয়া তিনি সরবত্র বিদ্যমান॥

॥১।১।৪।

ব্যাখ্যা—

তৃতীয় গাথায় যেবা 'মোরা' শব্দ হয়
সেই শব্দ অনুবাদ করিল হেথায়।
'তিনি' শব্দে দূরস্থিত, 'ইনি' সন্নিহিত
'অন্য' শব্দে কহে আরো বস্তু যত যত।
'পূজ্য' মানে বহুমানী, 'নশ্বর' সে নাশমান
'স্ত্রী' 'পুরুষ' 'জড়' অর্থে যত চেতনাচেতন।
'গুণ-দোষ' সর্বগুণ সর্বদোষ কহে
'ভাবী-ভূত বর্ত্তমানে' যত কিছু রহে।
সর্বকালে সর্ব দেশে সর্ব অবস্থায়
'সর্ববস্তু হইয়া তিনি সর্বত্র আছয়।'
সূরীর এ দিব্যসূক্তি কহিছে আশয়
'তিনি' শব্দে সংঘাতবাচক অর্থ হয়।
অচিৎ সে জড়দেহ, অন্তরে জীবাত্মা সেহ
তাহারও অন্তরে তিনি পরমাত্মা আর।
চিদচিদ্-ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয় সার
ইহাদের সংঘাতে জগৎ সংসার॥
পরমাত্মা ব্রহ্ম যিনি চিদচিদাত্মক তিনি
দৃশ্যমান এ জগৎ তাই ব্রহ্মময়।
'ইদং সর্বং ব্রহ্ম খলু' তাই 'তত্ত্বমসি' বলু
এই শ্রুতিবাক্য অর্থ সূরীর নির্ণয়॥
প্রথম গাথায় তাঁরি কল্যাণগুণ গাহি
নিত্যবিভূতি তাঁর দিব্যরূপাশেষ।
দ্বিতীয়ে কহিয়ে পুনঃ স্বরূপেরই লক্ষণ
এবে কহে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট বেশ॥
চিদচিদের আত্মা যিনি সর্ববস্তু-দেহী তিনি
সর্ববস্তু তাঁরি দেহ অধীন তাঁহারি।
দেহ দেহীর বিশেষণ তাই সমানাধিকরণ১
দেহ-দেহীর ঐক্য তাই কহিলেন সূরী॥

॥১।১।৪॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—পঞ্চম গাথা

অবতরণিকা—

পূর্ব গাথায় বিচারিয়ে সূরী কহি যান
চিদচিদ্২-স্বরূপ হয় ভগবদ্-অধীন।
এ গাথায় নানাভাবে কহিছেন সূরী
ভগবদধীন, অবস্থিতিও তাদেরি।

মূল গাথা

তারো তারো নিজ নিজ জ্ঞান রুচি অনুসারে
নিজ নিজ প্রিয় দেবে চরণ আশ্রয় করে॥
সে ভক্তের স্বামী তারা ন্যূনতারহিত
শক্তি ধরে ফলদানে যেমতি বিহিত॥
বিধিমার্গে পূজা পেয়ে বিধিমার্গে ফলদান।
তার লাগি' মোর স্বামী সর্ব-অন্তর্যামী র'ন॥

॥১।১।৫॥

ব্যাখ্যা—

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তু রক্ষক যে তার
প্রভু মোর প্রদানিয়া তারে রক্ষা-ভার।
অন্তরাত্মারোপ নিজে করে তিনি নির্বাহ
নতুবা এ রক্ষণে সক্ষম নহে কেহ।

১—সামানাধিকরণ্য — ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিবাচক এবং নিমিত্তবাচক শব্দের একই অর্থে ব্যবহারের নাম 'সামানাধিকরণ্য বৃত্তিঃ'। "ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং বাক্যানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং।" (বৈয়াকরণিক বাক্য—কৈয়ট বৃদ্ধাহ্নিক-উক্ত)

২—চিদচিৎ — জড়বস্তু ও চেতন বস্তু।

'ন সম্পদাং সমাহারে বিপদাং বিনিবর্ত্তনে ।
সমর্থো দৃশ্যতে কশ্চিৎ তং বিনা পুরুষোত্তমম্ ॥
ন হি পালনসামর্থ্যং ঋতে সর্বেশ্বরং হরিম্ ।
স্থিতৌ স্থিতং মহাত্মানং ভবত্যন্যস্য কস্যচিৎ ॥'

(বিঃ ১।২২।২১)

'যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো
বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
তস্য প্রকৃতিলীনস্য
যঃ পরঃ সঃ মহেশ্বরঃ ॥'

(তৈঃ নারাঃ উঃ)

বেদের আদ্যন্ত বীজ-'স্বঃ' শব্দে ওঙ্কার
তার আদিভূত হয় 'অকার' অক্ষর ।
'অব' ধাতু রক্ষণে—রক্ষক 'অকার'
তার বাচ্য পরবস্তু তিনি সর্বেশ্বর ।
'তারা' 'তারা' শব্দে বুঝি নানা অধিকারী
নানা ফল লাভে নানা দেবের পূজারী ।
রাজস তামস আদি নানা 'গুণ'ভেদ
যথা গুণ তথা 'জ্ঞান' তথা 'রুচিভেদ' ।
ভিন্ন রুচি অনুসারে ভিন্ন ফল চায়
বিভিন্ন সাধনমার্গে ভিন্ন 'দেবাশ্রয়' ।
ফলদাতা 'স্বামী' বলি তাদের 'চরণে'
পূজে তারা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবিধি সনে ।
সে সকল দেবতার আরাধনে ক্লেশ
'প্রজা-বলি', 'অজা-বলি' শাস্ত্রের নির্দেশ ।
সুখারাধ্য দেবে ভজ কহিলেন সূরী
চাহি সেথা নতি মাত্র, বাঁধিয়ে অঞ্জলি ।

'অঞ্জলি পরমা মুদ্রা ক্ষিপ্রং দেবপ্রসাদিনী ।'

(গারুড়পুরাণ—পূঃ ১১।১৬)

'কৃতাপরাধস্য হি তে নান্যৎ পশ্যাম্যহং ক্ষমম্ ।
অন্তরেণাঞ্জলিং বদ্ধা লক্ষ্মণস্য প্রসাদনাৎ ।'

(রাঃ কিষ্কিঃ ৩২।১৭)

(অপরাধী সুগ্রীব প্রতি হনুমৎবাক্য)

অঞ্জলি-প্রসন্ন হেন দেবের চরণ
সূরী কহে সে চরণ কর সমাশ্রণ ।

'মহাপুষ্পং জলং তেজোধূপমাদায় আশ্রয়িতমুত্তোগং কুর্ম ।' (সহঃ—৩।৩।৭)

ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন দেবে নিজ স্বামী বলি মানে
শক্ত তারা শাস্ত্রবিধিগত নিজ ফল দানে ।
এ সকল দেব হন সামান্যত স্বামী
সর্বস্বামী হন তিনি বিশ্বপতি যিনি ।

তথা হি — 'পতিং বিশ্বস্য' (শ্রুতিঃ)

সর্বস্বামী সর্বপূজ্য সবারি আশ্রয়
প্রভু মূল ফলদাতা ইহা সুনিশ্চয় ।
অন্তরাত্মারূপে রহি' দেবতা মাঝারে
বিহিত প্রকারে সব ফল দান করে ।
ভক্তগনও নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে
ফললাভ পায় যথা তেমতি নির্বাহ করে ।
মঠে ভোজয়িতা১ পিতা পুত্রের পালনে যথা
তেমতি নির্বাহ করে সংগোপনে বিশ্বপিতা ।
তাঁহার নির্বাহ বিনে অসমর্থ ফল দানে
নাহি হয় ফললাভ দেবতার সমাশ্রণে ।

॥১।১।৫॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক — ষষ্ঠ গাথা

অবতরণিকা—

লীলাবিভূতির স্থিতি ভগবদধীন কহি'
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তার এবে কহিছেন সূরী ।
লীলাধামে যত জীব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তার
সঙ্কল্প-অধীন তাঁরি যিনি পরমেশ্বর ।
অন্তরাত্মারূপে তিনি রহিয়া অন্তরে
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিচয় নির্বাহ যে করে ।

মূল গাথা

শয়ন আসীন কিবা স্থিতি সঞ্চরণ তথা
প্রবৃত্তিবাচক অর্থে ব্যবহার হয় হেথা ।
অশয়ন অনাসীন অস্থিতি অসঞ্চরণ
নিবৃত্তিবাচক কার্য বুঝাইতে নিয়োজন ।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি যত সবই প্রভু হতে হয়
তবু তিনি হন সদা একই স্বভাবময় ।
বিপরীত শক্তিময় স্বভাব অচিন্ত্য তাঁর
শ্রুতিসিদ্ধ প্রভু মোর তাঁ'তেই সম্ভবপর ।

॥১।১।৬॥

১—মঠ-ভোজয়িতা — মঠস্থ পুত্রের পালনার্থে পিতা কর্তৃক গোপনে মঠাধ্যক্ষকে অর্থ দান ।

ব্যাখ্যা—

স্থিতি অস্থিতি আদি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যত
সকলেই হয় তারা সাংসারিক জীবগত।
দেহবাচক শব্দ যথা বুঝাইয়া দেহী আত্মা,
পরিশেষে বুঝায় সে পরদেহ পরমাত্মা।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তথা হ'লেও জীবের যত
সকলেই বুঝ তারা পরমেশ্বরে স্বত।
'সামানাধিকরণ্য-বৃত্তি'১ শাস্ত্রে এরে কয়
বিশেষণ-বিশেষ্যের এই পরিচয়।
দেহ-দেহীবিশিষ্ট পরমাত্মা হয় যথা
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর তথা।
কেহ কহে গুণী-বস্তুর২ গুণেতে তাৎপর্য
গুণের প্রাধান্যে হেরি বহু শাস্ত্রবাক্য।

যথা হি—

অরুণয়া৩ পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং ক্রীণাতি।
(য: কাণ্ড ৬।১।৪৫)

সামানাধিকরণ্য-বলে এই মত নিরসন
গুণই প্রধান, অধীন গুণ-বিশেষণ।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিশিষ্ট হয় সর্বেশ্বর
উভে তাঁরি বিশেষণ অধীন তাঁহার।
কোন ভক্ত প্রশ্ন করে এ তত্ত্ববিচারি
*গোবিন্দ আচার্যে*৪, প্রভু, বুঝিতে না পারি।
কর্ম-প্রবৃত্তিতে বটে কর্তা সর্বেশ্বর,
কর্মহীন নিবৃত্তিতে কী কর্তৃত্ব তাঁর?
প্রশ্ন শুনি কহিছেন আচার্য প্রবীণ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভেই শক্তিমান-অধীন।
শক্তিমান বিশ্বামিত্র স্বর্গে প্রেরয়িতা
ত্রিশঙ্কু পতনে পুনঃ তাহারি রক্ষিতা
'তিষ্ঠ' বলি করিলেন পতন-নিবৃত্তি
শক্তিমান অধীন হেথা নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি।
*প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তাঁর কত যে গণনা নাই
তথাপি স্বভাব তাঁর একরূপ যে সদাই।
অনন্বিত নির্লিপ্ত তাঁর এ সকল কার্য
বৃষলবিবাহমন্ত্র৫ সম তাহারা যে ধার্য।*
অপৌরুষেয় বেদ সুদৃঢ় প্রমাণ
বেদসিদ্ধ তিনি তাই 'দৃঢ়' অভিধান।
এ হেন প্রমাণসিদ্ধে ভুলিব কি কভু?
করিলা স্বীকার মোরে, আমারি সে প্রভু।

॥১।১।৬॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—সপ্তম গাথা

অবতরণিকা—

দেহ আর দেহে যত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি
জীবাত্মা ও পরমাত্মা তাঁহাদের বৃত্তি।
দিয়া তাহে 'সামানাধিকরণ্য' যুক্তি
সম্বন্ধের ঐক্য পূর্বে৬ কহে দিব্যসূক্তি।
'এই ঐক্য নিবন্ধন শরীরাত্ম-ভাব
এ সম্বন্ধে পরমাত্মার প্রধান প্রভাব।
এবে সূরী এই তত্ত্ব করিলা প্রকাশ
তথ্য-সহ কহি' করে জটিলতা হ্রাস।

তথা হি—

'অনেন জীবানাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।'
(ছা: উ:)

পঞ্চীকৃত৭ অচিৎ বস্তু করিয়া সৃজন
জীবাত্মার সনে তাহে করি প্রবেশন।
বিবিধ পদার্থরূপে করিলা প্রকট
ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ যাহাতে প্রকাশ।

১—সামানাধিকরণ্য-বৃত্তি—(পাদটীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২)

২—গুণী—বিশেষণ; গুণ—বিশেষ্য।

৩—অরুণনয়নবিশিষ্ট (যজ্ঞকারীগণ) সোমরস ক্রয় করিয়া থাকেন। এখানে প্রাধান্য হইতেছে 'অরুণের' (নেত্রের বিশেষণের)।

৪—গোবিন্দাচর্য—শ্রীরামানুজের সন্ন্যাসী-শিষ্য। অতি জ্ঞানী ও গুণী আচার্য।

৫—বৃষলবিবাহ মন্ত্র—অজ্ঞ শূদ্র জাতির বিবাহেতে পঠিত মন্ত্র তাহাদের বোধগম্য হয় না। এইজন্য এই সকল মন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ নাই (অনন্বিত) অর্থাৎ মন্ত্র বলিয়াও তাহারা বলে না, মন্ত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়াও তাহারা দেখে না।

৬—পূর্বে—৩,৪,৫ গাথায়।

৭—পঞ্চীকৃত অচিৎ বস্তু—প্রত্যেক অচিৎ বস্তু হইতেছে পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতে গড়া। ক্ষিতি আদি প্রত্যেক মূল ভূতটি আবার অপর চারিটি ভূতের সংমিশ্রণে গড়া।

এই তো সুজন, সর্ব শরীরীতে ঐক্য
'সর্ব বস্তু' তিনি তাই কহনের যোগ্য।
মৃৎ আর মৃন্ময় ঘটে ঐক্য স্বরূপের
তথা নহে হেথা, ঐক্য 'দেহাত্মভাবের'।
পরমাত্মা হইতে আত্মা পৃথক্ পদার্থ
প্রমাণ করিছে তাহা বহু শ্রুতিবাক্য।
তথা হি—
"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা।" (তৈঃ নাঃ উঃ)
এইভাবে প্রবেশিয়ে সবার ভিতরে
পরমাত্মারূপে সভে নিয়মন করে।
প্রতি জড় দেহে তার আত্মা, দেহী নিয়ামক
নিয়মনকালে পুনঃ তার শেষী১ ও ধারক।
তথা পরমাত্মা দেহী সর্ব আত্মা সর্ব জড়ে
ধারক পালক শেষী, নির্বাহক সভাকারে।
তথা হি—
"যস্যাত্মা শরীরং যস্য পৃথিবী শরীরং।"
(বৃঃ উঃ কাণ্ব শাখা)

ইহাই 'সামানাধিকরণ্য-বৃত্তি' নিবন্ধন
তত্ত্বত্রয়ের২ শরীরাত্মভাবের কথন।

মূল গাথা

সুদৃঢ় আকাশ অগ্নি আর বায়ু জল ক্ষিতি
আরো এই পঞ্চভূতে মিলি গড়া বস্তু যতি।
সকলি হইয়া প্রভু, প্রতি দেহে দেহে
সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত র'ন, শ্রুতি এই কহে।
কহি শুন তেজোধিক শ্রুতির কথন
প্রলয়ে সমগ্র বস্তু প্রভু করে সংহরণ।
॥১।১।৭॥

ব্যাখ্যা—

ব্যাখ্যাকার 'দৃঢ়' শব্দে তিন অর্থ কয়
এই 'দৃঢ়' পঞ্চভূতে সর্বত্র আছয়।
সৃষ্টিকালে সর্ব অগ্রে উৎপন্ন আকাশ
লয়কালে সর্বশেষে তাহার বিনাশ।
আকাশেরে দৃঢ় তাই কহিছেন সূরী
দ্বিতীয় যোজনা ইহা কহিবারে পারি।
অতঃপর যোজনায় কহে ব্যাখ্যাকার
'দৃঢ়' শব্দে 'লোকায়তিক'৩ মত পরিহার।
পঞ্চভূতে সমবেত বস্তু যত যত
করি উৎপাদন প্রভু হইলেন তত।
'বহু স্যাম্'৪ শ্রুতিবাক্যে ইহাই প্রকাশ
যত যত বস্তু সব তাঁহারি বিকাশ।
প্রতি দেহে দেহে সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত তিনি
এ ব্যাপ্তি আংশিক নহে সর্বতো ব্যাপিনী।
প্রতি ব্যক্তি ভরি যথা জাতির বিস্তার
অন্তর্মধ্য বহির্ভরি তথা ব্যাপ্তি তাঁর।
'অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।'
(তৈ নাঃ উঃ)
এই ব্যাপ্তি অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য সভার
চেতন আত্মা-মাঝে র'ন তারও অগোচর।
সৃষ্টি-স্থিতি-কর্তা তিনি সংহার কারণ
এই কার্যক্রমে নাহি কোন ব্যতিক্রম।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিদেব প্রধান
সৃষ্টি স্থিতি ও তার সংহারকারণ—
এই যে ত্রিমূর্তিবাদ তাহার খণ্ডন
এ গাথায় করে মহা সূরীর বচন।

১—শেষী — বস্তুনঃ যস্য অধীনাঃ 'তৎ শেষী', বস্তুনঃ 'শেষাঃ'। যিনি পরম স্বাধীন, অন্য সকল বস্তু যাঁহার অধীন তিনি 'শেষী', অধীন বস্তু 'শেষ'।

২—তত্ত্বত্রয়—(১) চিৎ বা আত্ম-বস্তু, (২) অচিৎ বা জড় বস্তু, (৩) ঈশ্বর বা পরমাত্ম-তত্ত্ব—'চিদচিদীশ্বর'-তত্ত্ব।

৩—লোকায়তিক মত (চার্বাক মত)—ইঁহারা আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বায়ু আদি অপর ৪টির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

৪—'বহু স্যাম্।' — (তৈঃ উঃ)

পরমাত্মা দেহী, আত্মা পৃথক তাঁর দেহ
উভয়ের স্বরূপৈক্য নিরসিত সেহ।
তেজোধিক শ্রুতি — নারায়ণানুবাক্১ আদি
কহে নারায়ণে পরতত্ত্ব তাঁর সহ শ্রীজী।
তেজোধিক শ্রুতি অর্থ — ঈশ্বর-রচিত
অপৌরুষেয় আর দোষ-বিরহিত।
এই বেদ হয় তাই সর্বাদি প্রমাণ
স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয় ইহার বচন।

গত সপ্ত গাথা ভরি যত তত্ত্ব কহে সুরী
সবই সত্য নির্দোষ শ্রুতিই প্রমাণ।
যত তত্ত্ব কহে হরি অনাদি শ্রুতিতে মরি
সেই তত্ত্ব স্মরি স্মরি ঋষির রচন॥
সাধনে ও সংযমে তত্ত্বাবলী দরশনে
'বেদান্ত' প্রসূন করে শ্রীদেবভাষায়।
নিরক্ষর মহাসুরী শ্রীহরি-প্রসাদে মরি
হেরি হেরি কহি যায় সে তত্ত্বনিচয়॥
অদ্ভুত অনুপম 'তামিল-বেদান্ত' নাম
উভে মিলি 'উভয়বেদান্ত' পরিচয়।
উভয়ের উক্তি সত্য উভয়েই এককণ্ঠ
উভয়েই পরস্পরে কণ্ঠ মিলায়॥

॥১।১।৭॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

শ্রুতিসিদ্ধ তিনি সর্বদেহীরূপে বিরাজয়ে
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা পূর্ব গাথায় কহে।
কেহ কেহ কয় — 'ব্রহ্মা সৃষ্টি-নির্বাহক
সংহারের কর্তা রুদ্র, বিষ্ণু যে রক্ষক।
তব মতে একা বিষ্ণু ত্রিবিধ নির্বাহক২
এ হেন বচনে দেখি তব পক্ষপাত।
এই উক্তি পরিহারে এ গাথায় কহে সুরী
পক্ষপাত নহে, কহি যথা তত্ত্ব হেরি হেরি :
বিষ্ণুই ত্রিবিধ কর্তা প্রমাণ বিচারে
গৌণ হয় ব্রহ্মা রুদ্র সৃষ্টি সংহারে।

১—নারায়ণ-অনুবাকাদি — পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত আদি।
২—ত্রিবিধ নির্বাহক — সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার এই তিনেরই নির্বাহক।

মূল গাথা

ব্রহ্মা আদি দেবতারও অগোচর স্থিতি তাঁর
তিনিই আদি কারণ আকাশাদি সভাকার।
সর্বসংহারকও তিনি, তিনি যে পরাৎপর
করিছেন নির্বহন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার।
ব্রহ্মার সৃজন কার্যে আর জ্ঞান দানে
রুদ্রের সংহারকার্যে ত্রিপুর দহনে।
বিষ্ণুই যে আদি কারণ তার সমর্থনে
বিচারিলে শাস্ত্রবাক্য পাইবে প্রমাণে।

॥১।১।৮॥

ব্যাখ্যা—

ব্রহ্মাদি দেবগণও না জানে স্বভাব তাঁর
সসীম তাঁদেরও আয়ু হোক যত সুবিস্তার।
'আকাশ' শব্দে হেথা তাহারও কারণ
'মূল প্রকৃতি' যেবা তাহারি কথন।
এই অর্থ বহু শাস্ত্র-বাক্যে দেখা যায়
অতএ বুঝিয়ে ইহা সুরীর অভিপ্রায়।
হেন মূল প্রকৃতির তিনি মূল কারণ
শক্তিবলে করে যিনি ইহারে ধারণ।

তথা হি —

(১) 'অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।' (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৯)
(২) 'কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।'
(বৃঃ উঃ গার্গ্যবিদ্যা)

'অক্ষর' শব্দে হেথা পরমাত্মবাচী হয়
'অম্বরান্ত' পদে মূল প্রকৃতির নিরণয়।

হেন পরমেশ মূল প্রকৃতির আধার
মূল আধারে ওতঃপ্রোত ধৃত নিরন্তর।
প্রলয়ে মূল প্রকৃতি সূক্ষ্মকারণরূপী
তাহা হইতে কার্যরূপে স্থূল বস্তু জগৎব্যাপী।
মূল কার্যোন্মুখী হয় সৃষ্টির প্রাক্কালে
তা হ'তে 'অব্যক্ত' 'মহৎ' 'অহংকার' চলে।
পরে পরে সৃষ্ট হয় পঞ্চ মহাভূত যারা
ক্রমে ক্রমে স্থূলতর কারণ-কার্য পরম্পরা।
সূক্ষ্ম মাঝে সূক্ষ্ম প্রভু স্থূল মাঝে স্থূল হন
সর্ব মাঝে ব্যাপ্ত রহি' করে কার্য নির্বহন।

তাই তিনি সৃজনের বরিষ্ঠ কারণ
তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইহাতে অক্ষম।
সংহারকালেও এই সৃজন প্রথায়
সংহার করেন বিপরীতক্রমে তায়।
ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি তাঁর অন্ন ব্যঞ্জন হয়
মৃত্যুরে যে ব্যঞ্জনের উপসেচন কয়।

তথা হি—

'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনং
..................মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্।' (কঠঃ উঃ)

তাদৃশ মহিমা তাঁর সর্বজ্ঞান-অগোচর
পরম ঈশ্বর তিনি, তিনি সর্ব পরাৎপর।
ব্রহ্মাদি হয় 'পরদেব' তাঁরা বিশেষ অধিকারী
তা'হতেও 'পর' যিনি তাঁরে পরাৎপর কহি।

তথা হি—

'পরঃ পরাণাং' (বিঃ পুঃ ১।২।১)
'সঃ — মনুষ্যাণাং দেববৎ দেবানাং দেব অহো।'
(সহ-গী—৮।১)

দেবে জ্ঞানদানে ব্রহ্মা, ত্রিপুর দহনে রুদ্র—
কেহ কেহ কহে ইহা সর্ব লোকে সুপ্রসিদ্ধ।
তাহার উত্তরে কহি শুন মহাশয়
এ বিষয়ে তত্ত্ববিদ্‌গণ যেবা কয়।

'বিষ্ণুরাত্মা ভগবতো ভবস্যামিততেজসঃ।
তস্মাদ্ধনুর্জ্যাসংস্পর্শং স বিশেহে মহেশ্বরঃ॥'
(ভারত—৩৫।৫০)

ত্রিপুর দহন করে মহাতেজা রুদ্র যবে
অন্তরাত্মা বিষ্ণু তাঁর শরাগ্রে বসিলা তবে।
শররূপে আসি পশি ত্রিপুর মাঝার
করিল দহন তারে বিষ্ণু-মহেশ্বর।

'আসুরাণাং নগরাণি নাশয়িতুং মহান্তং মেরুপর্বতসদৃশং চাপং নময়িত্বা তত্র অগ্নিপূর্তিশরাগ্রং জাত ইতি অবদন্'।
(তিরুমুড়ি—পরকাল আড়্‌বার)

ব্রহ্মা দেবগণে জ্ঞান করিলা প্রদান—
এর মূলে কহি শুন আছে যে নিদান।
এই জ্ঞান সৃষ্টিকালে ব্রহ্মারে দানিল
সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু স্বয়ং শ্রুতি যে কহিল।
তথা হি—'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং।' (শ্বেঃ উঃ)

সৃষ্টি ও সংহারকার্য ব্রহ্মা রুদ্র উভে।
এমতে নির্বাহ করে বিষ্ণুর প্রভাবে।

যথা হি—

"এতৌ দ্বৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদক্রোধজৌ স্মৃতৌ।
তদ্দর্শিতপন্থানৌ সৃষ্টিসংহারকারকৌ॥"
(ভারত, শান্তিপর্ব—১৬৯৫১৬)

এমতে ত্রিমূর্ত্তিবাদ খণ্ডন করিয়া সূরী
স্থাপিলেন বিষ্ণুই যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী।
॥১।১।৮॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সপ্তমে স্থাপিলা সূরী 'দেহ-আত্মভাব'
জীব ও জড়দেহ, তার দেহী সর্বেশ্বর।
অষ্টমে ত্রিমূর্ত্তিবাদ খণ্ডন করিলা
বিষ্ণু সর্বেশ্বর, শাস্ত্রপ্রমাণে স্থাপিলা।
নবম গাথায় এবে সূরীর কথন
যুক্তিদ্বারে 'সর্বশূন্যবাদের' খণ্ডন।
তাঁরি যুক্তিশৈলী ধরি রামানুজে ভাষ্যকার
শূন্যবাদ নিরসন করিলা শ্রীভাষ্যে তাঁর।

পূর্বগাথাদ্বয়ে সূরী শাস্ত্রবাক্য ধরি ধরি
স্থাপিলেন প্রমাতা-প্রমেয়-পরমাণে।
এবে সূরী অনুভবে 'সর্বশূন্যবাদ' ভাবে
উত্তপ্রয়ে[১] 'নাস্তিবাদ' না যায় সহনে॥
উঠি পুনঃ গরজনে শূন্যবাদ নিরসনে
একে একে যুক্তি-দ্বারে সূরী কহি যায়।
অতি অদ্ভুত যুক্তি কহে তাঁর দিব্যসূক্তি
দিব্যনেত্রে হয় স্ফূর্তি শ্রীহরি-কৃপায়॥

সর্ববস্তু 'নাস্তি' ইতি কথন নিশ্চয
সর্ববস্তু 'অস্তি' বলে পূর্বে ধরি' লয়।
অগ্রে বস্তু 'অস্তি' বলি যদি চ স্বীকার
'সর্বশূন্যবাদ' তবে কোথা অধিকার?

১—উভয়ত্রয় — ১।৭, ৮ গাথাদ্বয়ে ক'থত প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ—এই তিন বস্তু।

প্রথমেই সর্বশূন্য করিলে স্বীকার
কারে অবলম্বিয়ে যুক্তি অধিকার ?
অতহুঁ করিয়ে প্রশ্ন কিভাবে সাধিছ বাদ
ঈশ্বরে স্বীকার করি কর তার পরিহার ?
কিংবা প্রথমে করি সর্ববস্তু অস্বীকার
সর্বশূন্যবাদে হও স্থাপনেতে তৎপর ?
উভয় প্রকারে সূরী শূন্যবাদ নিরসন
শক্তিময়ী যুক্তিবলে এ গাথায় কহি যান।

মূল গাথা

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিলে প্রথমে, তবে
তাঁহার রূপের কথা অবশ্য মানিতে হবে।
সমস্ত জগৎ তাঁর রূপের বিকাশ
রূপীর রূপের সত্তা বুঝ অনায়াস।
বস্তুর অস্তিত্ব নাই—কহিলে এ কথা
বিদ্যমান নহে বুঝ সেই বস্তু তথা।
'অস্তিত্ব' বা 'নাস্তিত্ব'—উভে গুণ, সত্ত্বা উভে
উভ-গুণে গুণী তিনি, সত্তাবান উভসত্ত্বে।
বস্তুরূপে বস্তুগুণ বিভূতি তাঁহার
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্ত তিনি বিভূতি-মাঝার।

॥১।১।৯॥

ব্যাখ্যা—

মুই যথা ঈশ্বরে আস্তিক যদি হবে
তাঁর রূপ গুণে সত্তা অবশ্য কহিবে।
রূপ ও গুণ ধর্ম তাঁর তিনি হন ধর্মী
সাকার সগুণ তিনি কহে যত মর্মী।
ঈশ্বর শব্দের অর্থ সর্বনিয়ামক, তাই
নিয়াম্যবস্তু বিনা কদাপিও তিনি নাই।
সমগ্র জগৎ তাঁর নিয়াম্য দেহ
জগতের যত বস্তু রূপ তাঁর সেহ।

তথা হি—'যস্যাত্মা শরীরম্ যস্য পৃথিবী শরীরম্।'
(বৃঃ উঃ কাণ্বশাখা)

'অস্তিবাদে' এই তো ফলিত অর্থ হয়
'নাস্তিবাদ' ব্যাখ্যা এবে কহি মহাশয়।
নাস্তিবাদও মানে ঈশ্বর-সদ্ভাব
নাস্তি শব্দে অর্থ, রূপ গুণের অভাব।
ভাব-অভাব শব্দদ্বয় অর্থ বিশ্লেষণে
পরিস্ফুট করি এবে দৃষ্টান্ত কথনে।
'ঘট-অস্তি' কহি 'ভাব', 'অভাব' অর্থে 'ঘট নাই'
'ভাব-অভাব' এ দোঁহের বিশেষ অর্থ কহি যাই।
'ভাব' অর্থে ঘটাকার বস্তুর প্রতীতি হয়
'অভাব' অর্থে 'নাস্তি-ধর্ম' বিশিষ্ট ঘটেরে কয়।
'হেথা নাই' এই বাক্যে অন্যত্র সদ্ভাব তার
'এবে নাই' এ কথনে আছে তাহা কালান্তর।
সর্বকালে সরবত্র সকল প্রকারে 'নাই'
হেন বস্তু কহিবারে শকতি কাহারো নাই।
'ভাব'-'অভাব' উভয়েই ভাববস্তু হয়
উভয়েই ধর্ম হয় ধর্মীতে আশ্রয়।
নাস্তিবাদে-'অভাব-ধর্মী' হন যে ঈশ্বর
ইহা তাই 'অস্তিবাদের' প্রকারান্তর।
'অস্তি' 'নাস্তি' উভয় গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্ত তিনি গুণের ভিতর।
মম অস্তিবাদে সত্তা সাধিনু তাঁহার
তব নাস্তি-বাদেও সত্তা অবিকৃত তার।
তিনি যদি সৎ বস্তু, বিভূতিও সত্তাবান
তিনি ও বিভূতি তাঁর সদাই যে সত্য হন।
'সর্বশূন্যবাদ' কভু নহেক সম্ভব
ভ্রান্তিময় হয় এই ভাবের উদ্ভব। ॥১।১।৯॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ জগৎ তাঁর দেহ, দেহীরূপে ব্যাপ্ত রহি'
ধারক শাসক তিনি শেষী পূর্বে কহে সূরী।
জড়-সঙ্গী জীবাত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচ যথা
এ ব্যাপ্তিতে ঈশ্বরের বিকার কি হয় তথা ?
ইহার উত্তরে সূরী কহিলেন এ-গাথায়
অসঙ্কোচে অবিকারে ঈশ্বর ব্যাপিয়া রয়।

মূল গাথা

সিন্ধুর বিন্দুজলেও বিস্তৃত অণ্ডের ন্যায়
ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন ব্যাপক ঈশ্বর তায়।
ভূমি অন্তরীক্ষ ভরি এমতি ব্যাপৃতি তাঁর
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম স্থানে ব্যাপ্ত তিনি অনিবার।
স্বপ্রকাশ অণু আত্মা তারও মাঝে অবস্থান
সরবত্র সূক্ষ্ম হ'য়ে অণু অণু ব্যাপ্ত র'ন।
প্রলয়ে উদরে রাখি' সভারি রক্ষক যিনি
দৃঢ় বেদ আদি সিদ্ধ এহেন ঈশ্বর তিনি।

॥১।১।১০॥

ব্যাখ্যা—

ব্যাপক শীতল সিন্ধু তার প্রতি জলবিন্দু
তায় ব্যাপ্ত রয়েছেন মহান্ ঈশ্বর ॥
মহাকাশ১ হতে শ্রেষ্ঠ তিনি মহা পরমেষ্ঠ
জল পরমাণু কণায় ব্যাপতি তাঁহার ॥
বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে একা ব্রহ্মা যথা সাজে
অনোরণীয় রহি' তথা অবকাশ ।
অন্তরীক্ষ ক্ষিতি মাঝে বিচ্ছেদরহিত ভাবে
সারা পঞ্চভূত ভরি' ব্যাপতি বিকাশ ॥
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম যত বস্তু হয় হেন
সব'দেহে সূক্ষ্মতর তাঁহার ব্যাপতি ।
সুপ্রকাশ অণু আত্মা ভরি তারে পরমাত্মা
অণু হ'তে অণুরূপে কী তাঁর শকতি !
অণু আত্মা দেহে দেহে একাদেশে মাত্র রহে
জ্ঞান তার ব্যাপ্ত করি দেয় সারা তনু ।
পরমাত্ম-ব্যাপ্তি মরি বিরাট স্বরূপ ভরি'
বিভুমাঝে বিভু হন অণুমাঝে অণু ॥
অণুমাঝে অণু হয় অবকাশ বহু রয়
অঘটন সংঘটনে কত যে প্রকাশ ।
বটদলশায়ী হ'য়ে কনীয় উদরে ধরে
সারা বিশ্ব ভরি', তবু রহে অবকাশ ॥
যিনি হেন শক্তিমান অঘটনে পটীয়ান্
পরম ব্যাপক হেন বিভূতি রক্ষণে ।
হেন ব্যাপ্তি চমৎকার স্বরূপ-সিদ্ধ তাঁর
সিদ্ধ তিনি বেদাদির সুদৃঢ় প্রমাণে ॥

১—'জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ'।

তথা হি—'সর্বোদর সপ্তলোকীং ভুক্ত্বাপি অবকাশবান্ ইতি প্রকারেণ উদরেণ পুনঃ উদরং সাবকাশং কর্ত্তুং সমর্থঃ সর্বশক্তিঃ।' (সহ—১০।৫।৩)

॥১।১।১০॥

প্রথম শতক, প্রথম দশক—একাদশ গাথা।

গাথা তাৎপর্য—

প্রথম দশকে আছে যেই দশ গাথা
একে একে শুন তাহাদের সার-কথা।
প্রথমে কহিলা সূরী ঈশ্বরের গুণগণ
নিত্যবিভূতি আর দিব্য রূপ বরণন।
দ্বিতীয়ে কহেন তাঁর দিব্য স্বরূপ
জড় ও জীব হতে শ্রেষ্ঠ অতি অপরূপ।
নিত্যবিভূতি যথা ঈশ্বরের প্রিয়
লীলাবিভূতিও তথা কথনে তৃতীয়।
এ বিভূতির স্বরূপ স্থিতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তিচয়
সকলি অধীন তাঁরি পর-গাথাত্রয়ে কয়।
জগৎ-ঈশ্বর হয় দেহ-দেহী সম্বন্ধ
সপ্তমে কহিছে ইথে হয় দোঁহাকার ঐক্য।
'ত্রিমূর্ত্তিবাদ' 'শূন্যবাদ' করিলা খণ্ডনে
অষ্টমে নবমে মহাসূরী যথাক্রমে।
দশমে ব্যাপ্তির বাণী করে বিশ্লেষণ।
এত কহি প্রথম দশক সমাপন।
প্রাসঙ্গিক হয় গাথা অষ্টম নবম
অন্য সভে ঈশ্বর-পরত্ব নিরূপণ।
দশকান্তে একাদশে সূরী কহে কথা
এ দশকে প্রেমী পায় ফল মোর যথা।

মূল গাথা

দৃঢ়াকাশ অগ্নি বায়ু জল ক্ষিতি পঞ্চভূত
অবকাশ শক্তি বল শৈত্য ক্ষমাগুণযুত।
হেন লীলাবিভূতিবিশিষ্ট পরাৎপর
ঈশ্বর-পদযুগে, শঠকোপ আড়্‌বার ।
স্বরচিত পূর্ণ পূর্ণ সহস্রের এ দশক
যুক্ত করিলেন, যার বরে ইহা সার্থক।

॥১।১।১১॥

ব্যাখ্যা—

'দৃঢ়' অর্থ কহে স্বচ্ছ, অবকাশ দান।
গৃধ্র পতনে হয় যাহার প্রমাণ।
দৃঢ়াকাশ অগ্নি বায়ু জল ক্ষিতি পঞ্চভূত
নিজ নিজ গুণ সহ সত্ত্বাদি ত্রিগুণযুত।
এ লীলাবিভূতি, নিত্য সত্ত্ববিভূতি আর
উভয়বিভূতি-পতি যিনি সে পরাৎপর।
তাঁর শ্রীচরণযুগে শঠকোপ আড়্‌বার
সমর্পণ করিলেন এতদ্ দশক তাঁর।
'মুক্ত' অর্থে সমর্পণ আর মোক্ষ কয়
এ দশকে প্রেমী যেবা তার মোক্ষ হয়।
এ গাথায় 'পূর্ণ' 'পূর্ণ' এই শব্দদ্বয়
অক্ষরপূর্ত্তি অর্থপূর্ত্তি — দুই অর্থে কয়।
স্বরচিত কাব্য সুরী 'পূর্ণ' 'পূর্ণ' বলি' কহে
মহর্ষি বাল্মীকি যথা রামায়ণ-কীর্ত্তি গাহে।

তথা হি—

পাঠ্যে জেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্
জাতিভিঃ সপ্তভির্বদ্ধং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
পাদবদ্ধোক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ। (রাঃ রাঃ ৪।২৮,২৯)
ব্রহ্মা-বরে মহর্ষি বাল্মীকি যেমন
কহিলা রচিব আমি 'কৃৎস্ন' রামায়ণ।

তথা হি —

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা বাল্মীকের্ভাবিতাত্মনঃ।
কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্॥

জ্ঞান ভক্তি লভি' সুরী ঈশ্বর ইচ্ছায়
কহিলা রচিব গীতি 'সহস্র গাথায়'।
জ্ঞানে জ্ঞানী গুণে গুণী সুরীর স্বভাব
ঈশ্বরবিষয়ে পায় সহস্রানুভব।
ভগবৎ-প্রসাদে জ্ঞানী পরন্তু জ্ঞানেতে গুনী
সে জ্ঞানের ফল মোক্ষ তাহা জ্ঞানে সুরী।
এ হেন সে সুপ্রবন্ধ রাখে যেবা স্বসম্বন্ধ
সেই পায় মোক্ষ ফল কহেন বিচারি।

॥১।১।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক — ॥১।২।১॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—প্রথম গাথা

দশক-তাৎপর্য—

সংসারিগণের দুঃখ মোচনে দয়াল সুরী
কহে রূপ রস আদি ভোগের যে দোষাবলী;
আর কহি' ভগবানে যত যত গুণাবলী
ছাড়ি ভোগ ধর তাঁরে, উপদেশ দেন মুনি।

মোক্ষশাস্ত্র[১] উভপর তত্ত্ব আর উপাসনা
প্রথম দশকে উক্তি তত্ত্ববিষয়ে নানা।
উপাসনাবিষয়ক সার উপদেশচয়
তত্ত্বের পূরকরূপে এ দশকে সুরী কয়।
উপাসনা অর্থে 'ভক্তি' অথবা 'প্রপত্তি' কহে
ভক্তি প্রবৃত্তিমার্গ, প্রপত্তি নিবৃত্তি তাহে।

১—মোক্ষশাস্ত্র — যে-শাস্ত্রে মোক্ষলাভবিষয়ক বিবিধ অঙ্গের বিবেচনা আছে। বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, তামিল-বেদান্ত (সহস্র-গীতি) প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র।

উপাসনা প্রপত্তি কহে, *শ্রীযামুনে মালাকার*১
শ্রীভাষ্যেও কহি তাহা *রামানুজে ভাষ্যকার।*
অনন্তর গ্রন্থান্তরে বিচারিয়ে পূর্বপর
কালান্তরে বর্ণিলেন *উপাসনা*২ *ভক্তিপর।*
শিষ্য *গোবিন্দাচার্য* এই উপদেশে
উপাসনা শব্দে করে ভক্তির নির্দেশে।
সূরীরে দেছেন প্রভু ভকতি ও জ্ঞান
সেই ভক্তি অবশ্যই সূরী করে দান।
তথা—'মত্যানন্দং দত্তবান্' (সহ—১।১।১)
অতএব এ দশক জ্ঞান ও ভক্তিপরঃ
শঙ্কা উঠে পুনঃ এই ভক্তি কোন্ স্তর ?
সাধ্য-ভক্তি কিংবা সিদ্ধ পরভক্তিবেশে
কহিছেন সূরী দিব্যসূক্তি উপদেশে।
সিদ্ধ পরভক্তি-ধনে সূরী হন ধনী
সেই ধন অবশ্যই বিতরিবে তিনি।
এক ধনে হইয়ে ধনী অন্য উপদেশে
গণিবে সূরীরে অন্যে বিপ্রলম্ভ দোষে।
কর্মজ্ঞানে পরিষ্কৃত নির্মল অন্তরে
পরাভক্তি উপজয় শাস্ত্রবাক্য কহে।
যথা —
'উভয়পরিকর্মিতস্বান্তস্য' (আত্মসিদ্ধিঃ—যামুনাচার্য)
'কর্ম জ্ঞান' স্থানে হয় ঈশ্বর-করুণা হেথা
শাস্ত্র-উক্তি সূরী উক্তি হয় একই সূত্রে গাথা।
প্রভুদত্ত ভক্তি সূরীর ভক্তি অতিশয়
পরাভক্তি কহি ইথে নাহিক সংশয়।
পুনঃ এক শঙ্কা আসি হয় যে উদয়
শঙ্কা অনুবাদ করি নিরসন কয়।
পূর্ব দশকে সূরী পরত্বেরি অনুভবে
উল্লসিত রহে মগ্ন সদা তিনি সেইভাবে।

হেন দশায় তিনি রত অন্য জনে উপদেশে
সম্ভব কেমনে তাহা শঙ্কা আসিয়া ভাসে।
ঈশ্বরবিষয়ে সীমা হেরি অনুভবে ক্ষান্ত
অথবা বৈরাগ্য হেতু এ বিষয়ে হ'য়ে ভ্রান্ত।
নিরসন হয় কিন্তু উভয় সংশয়
সূরীমুখে দিব্যসূক্তি শুনিয়া নিশ্চয়।
ঈশ্বরবিষয়ে কহে নিঃসীম অতি
ঈশ্বরে বৈরাগ্য নহে, সদা তাহে মতি।
তথা হি সহস্রগীতি দিব্যসূক্তয়ঃ —
১। 'অন্তরাগসাগরাৎ অতি মহান্' (সহ—৭।৩।৬)
২। মহিবিড়ভূমিং সপ্তসাগরান্ মহান্তং আকাশং চাতিক্রম্য মহানভবৎ।' (সহ—৭।৩।৮)
৩। 'অভিব্যাপ্ত তদধিকমদভিনিবেশঃ' (সহ-১০০।১০)
৪। 'সর্বস্মিন্ কালে প্রতিদিনমাসসম্বৎসরপ্রলয়ং তত্তৎকালেষু মমাতৃপ্তামৃতম্।' (সহ—২।৫।৪)
খণ্ডন যদিবা হয় উক্ত শঙ্কাদ্বয়
অন্য শঙ্কা আসি পুনঃ হয় যে উদয়।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা বা আচার্যত্ব নির্বহণে
উপদেশ কিবা শাস্ত্র-বিধি অনুবর্ত্তনে ?
তথা হি—'প্রব্রূয়াৎ।' (মুণ্ডক উঃ, ১।২।১৩)
কোনটিই নহে হেতু সূরীর এ উপদেশে
প্রকৃত হেতু যে তাহা কহি যাই সবিশেষে—
আপনার অতি প্রীতি ঈশ্বরবিষয়ে যথা,
সংসারী প্রবণ হেরি শব্দাদি বিষয়ে তথা।
রহিতে না পারি' সূরী, সেই দশা পরিহারে
ব্যাকুল হইয়া তাদের এবে উপদেশ করে।
বৈষ্ণবত্ব আছে কিনা কোন পুরুষের মাঝে—
এই তত্ত্ব *যতি*৩ কহে আপনি প্রকাশ পাবে।
অন্যের অনর্থ হেরি প্রাণে হাহাকার করি
তার প্রতিকারে যদি কেহ ধেয়ে যায়।
ঈশ্বর-সম্বন্ধ তারে ফুটিয়াছে অন্তরে
এই সার কথা তুমি জানিবে নিশ্চয়॥

১—শ্রীযামুন ও মালাকার — শ্রীরামানুজের পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য। মালাকার — তামিল্ প্রবন্ধবিষয়ে বিশেষজ্ঞ যামুনাচার্যের একজন জ্ঞানী শিষ্য।

২—আড়্বার সাধারণ সংসারিগণকে উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন। 'প্রপত্তি' একটি রহস্য বিষয়। প্রপত্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই এই প্রপত্তিবিষয়ক উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া সূরী কর্ত্তৃক উপাসনাবিষয়ক উপদেশকে রামানুজ ভক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

৩—যতি—'বেদান্তীস্বামী'—রামানুজের শিষ্য মহাজ্ঞানী পরাশর ভট্টরস্বামীর মহাজ্ঞানী শিষ্য।

অন্যের ব্যসনে বলে, 'ভোগ কিছু কর্মফলে
ভোগ বিনা কর্মফল নাহি হয় ক্ষয়'।
তখনি বুঝিবে তার অন্তর যে অন্ধকার
ঈশ্বর-সম্বন্ধ সেথা তার নাহি তায়॥
সূরী ভাবে, জাগতিক চাকচিক্য হেরি তায়
ডুবিয়াছে সংসারী ঈশ্বর-বিমুখ হায়!
সংসার যে কত হেয়, ভগবান কত গুণী
বুঝাইব নানাভাবে উপদেশে তাহা আমি।
শব্দাদি বিষয়ে রতি বরজিয়ে তারা ডুবে
ঈশ্বরের অনুরাগে তাহারি আশ্রয় লবে।
এত ভাবি এ দশকে জীবে সূরী-উপদেশে
জাগতিক ভোগ্য দ্রব্যে অল্প-অস্থিরাদি দোষে।
নিত্যদাস। অনিত্য ত্যজি কর প্রভু সমাশ্রয়
আশ্রয়ের কালে দূর কর যত অন্তরায়।

তথা হি—

'ত্যজত সর্বং' (১।২।১), 'ত্যক্ত্বা স্বামিনং সমাশ্রয়' (১।২।৫), 'মনোউক্তিব্যাপারাণ্ এতান্ ত্রীন্ বিচার্য অপোহ্য স্বামিনি অন্তর্ভব' (১।২।৮)।

গাথা তাৎপর্য—

ইতর বিষয় ত্যজি' প্রাপ্তবস্তু ভগবানে
আশ্রয় করহ বলি' সূরী উপদেশ দানে।

মূল গাথা

বরজন কর্ তোরা সর্ব ভোগ্য ধন জন
বর্জি তব আত্মবস্তু১-পদে কর্ প্রত্যর্পণ।
॥১।২।১॥

ব্যাখ্যা—

'বরজন কর্ তোরা' সর্ব অগ্রে কহে সূরী
হেতু তার — ভব-মোহ সে যে অতি ভয়ঙ্করী।
বাল-হস্তে সর্প হেরি' সর্বজনে মহাভয়ে
কহে, অগ্রে 'ছাড় ছাড়', 'সর্প ইহা' পরে কহে।
কক্ষ বাহ্য প্রাচীরেতে অনল দহন হেরি'
গৃহ মধ্যে সুপ্ত জনে সভে যথা ঘেরি ঘেরি।
সর্ব অগ্রে কহে তারে 'কর কর নিষ্ক্রমণ'
পরে কহে, 'গৃহ তার নাশ করে হুতাশন'।

সেইরূপ প্রথমেই 'ত্যজ ত্যজ' কহে সূরী
জন্ম-মরণের মাঝে সংসারের স্থিতি হেরি'।
সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ।
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ॥
(রাঃ যুঃ কাঃ ১৭।১৪)
ভবন্তং সর্বভূতানাং শরণ্যং শরণং গতঃ।
পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ॥
(রাঃ যুঃ কাঃ ১৯।৫)
উপদেশে সূরী ডাকে সংসার-তাপিত সবে
কারো যদি হয় রুচি এতেক ভাবিয়া তবে।
যদি পুছ কি কি বস্তু ত্যজিবারে সূরী কহে
ত্যক্তব্য সমগ্র ভোগ্য বস্তু কেহ বাকী নহে।
সর্ববস্তু দুষ্ট হেথা 'অহংকারে মমকারে'
কিছু রাখ কিছু ত্যজ কহিবারে নাহি পারে।
চণ্ডালের গৃহস্থালী ব্রাহ্মণে অগ্রাহ্য যথা
দূষিত বস্তু ত্যাজ্য মুমুক্ষুর ধারে তথা।
বরজনই গুরু ফল বৈরাগ্য কথনে
কারামুক্ত রাজপুত্র যথা অবস্থানে।
'তব আত্মবস্তু-পদে' হেথা নানা অর্থ করে
'আত্ম' শব্দে জীবাত্মা, আর পরমাত্মা ধরে।
'পদ' শব্দে স্থান, আর চরণ ও পরমপদ
পরমপদে বুঝ বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথ।
সর্ব জীবাত্মা যে হয় পরমাত্ম-দেহ
অতএব দোঁহারই তো বাসস্থান হয় সেহ।
"যস্যাত্মা শরীরং যস্য পৃথিবী শরীরম্" (বৃঃ উঃ)
এই মূল অর্থাবলীর বিবিধ যোজনা
'তব আত্মবস্তু পদে' অর্থ করে নানা।
তোমার আত্মা দেহ, তিনি হন দেহবান
দেহবতে পদবতে কর সর্ব সমর্পণ।
তব আত্মা স্থান যাঁর সেই পরমাত্মারে
'কর সর্ব সমর্পণ' পুনঃ এই অর্থ করে।
আত্মা শব্দ পুনঃ কর্মবাচক কথনে
আত্মারে সমর্পয় স্বামী শ্রীচরণে।
আত্মা পদ পৃথক করি পদ শব্দ-অর্থদ্বয়
পরমার্থ পরমপদ, আর পরমপদ নিলয়।
ইহার ফলিত অর্থ বিচারিলে পুনঃ হয়
চতুর্থ পঞ্চম অর্থ শুন কহি মহাশয়।

১—তব আত্মবস্তু — পরমাত্ম বস্তু।

পরংপদে তব আত্মা কর সমর্পণ
আত্মার পরমপদ-নিলয়-চরণ।
পরমাত্মা বস্তুমান, তব আত্মা বস্তু তাঁর
তাঁর বস্তু তাঁরে দেয় — ষষ্ঠ অর্থ কহি আর।
তব দেহ অনিত্য যে আত্মবস্তু নিত্য হন
দেহ গেহ কর দান আত্মবস্তু-সমর্পণ।
মন আত্মা নহে, কিন্তু তব আত্মা শুন কহি
সে আত্মার স্বামী যিনি তাঁরি পদে তারে দেহি।
'তব আত্মবস্তু পদে কর সমর্পণ'—
এ পদের অষ্টম অর্থ কহে বিজ্ঞগণ।
যদি পুছে এই স্বামী কিবা নাম কিবা কাম
কাম সত্তা-রক্ষণ তব, নাম ধরে নারায়ণ।

যথা স্বরীবাক্য—'সুন্দরগুণ নারায়ণ' (সহ—)

'অহংকারে' এ আত্মারে স্বতন্ত্র ভাবনা
'মমকারে' যত বস্তু মদীয় গননা।
বর্জি উভে স্বামিপদে আত্মসমর্পণ
স্বামীসহ অবিবাদ করয়ে চিন্তন।

তথা হি শাস্ত্রবচন—

"যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ॥"
(মনু ৮।৯২)

'যম' অর্থে যমদেব, সর্বনিয়ন্তা তথা
যমেরও নিয়ন্তা তিনি সেই অর্থ কহে হেথা।
'বৈবস্বত' অর্থে কয় সূর্যবংশে অবতার
অথবা অবস্থান আদিত্যেরি অন্তর
'রাজা' শব্দে যতেক জীবের যিনি হিতকারী
তিনি স্থিত তব হৃদে অন্তর্যামী রূপ ধরি।
তিনি সর্বস্বতন্ত্র সবে পরতন্ত্র তাঁর
এহেন তাঁহার সনে কর তুমি অবিবাদ।
হিতাহিত শাসনে যমরাজও অস্বতন্ত্র
সাধিছে শাসনকার্য হয়ে বিষ্ণু-পরতন্ত্র।

তথা হি বচনং—

অহমমরবরার্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ। (বিঃ পুঃ ৩।৭।১৫)

বিবাদ যে স্বতন্ত্রতা অহংকারে মমকারে
তাঁর পরতন্ত্রতা অবিবাদ কহি তারে।
স্বামীসনে অবিবাদ হইলে সাধন
কোন তীর্থে পুণ্যক্ষেত্রে নাহি প্রয়োজন।
স্বামী হন সর্বেশ্বর, আত্মা নিজ দ্রব্য তাঁর
আত্মা পরতন্ত্র তাঁর স্বতন্ত্রতা অপহার।
কর প্রায়শ্চিত্ত এই আত্মা যদি অপহৃত
তাঁর দ্রব্য প্রত্যর্পণ — সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।
অতএব বরজিয়া, আত্মবস্তুরূপী ধন
এ ধনেতে ধনী যিনি তাঁরে কর প্রত্যর্পণ।
প্রত্যর্পণ অর্থে বুঝ, ঔপাধিক স্বতন্ত্রতা
তেয়াগিয়া সর্বতো স্বীকরণ অধীনতা।

॥১।২।১॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক— দ্বিতীয় গাথা।

গাথা তাৎপর্য—

ইতর বিষয়[১] ত্যজি' হে মোর সংসারিগণ!
সর্বেশ্বরস্বামী-পদে কর আত্মসমর্পণ।
সুরী-গাথা পূর্বে শুনি, তাহারে পুছয়ে
সম্ভবে কি এই ত্যাগ ইতর বিষয়ে?
অনাদিকালের তারা বাসনা-বাসিত
উপভোগে লুব্ধ সবে মুগ্ধ সবার চিত।
এত শুনি এ গাথায় সুরী পুনঃ কন
বুঝিলে তাদের দোষ, ত্যাগ যে সুগম।

মূল গাথা

অস্থির অলপ হয় ইতর বিষয় সারা
চপলা বিদ্যুৎ যেন স্থিতিহীন হয় তারা।
স্থির আত্মা অধিষ্ঠিত, দেহ যে অস্থির ভবে
এদের অনন্ত বুঝ স্বয়ং তোমরা এবে।

॥১।২।২॥

ব্যাখ্যা—

বিদ্যুতের স্থিতি যথা অলপ অস্থির
তেমতি অস্থির বটে প্রাকৃত শরীর।

১—ইতর বিষয় — ভগবদ্বিষয় ব্যতিরিক্ত বিষয়।

তথাপিও এ শরীর এত মায়াময়
স্থির বুদ্ধি উৎপাদিয়ে অনর্থ ঘটায়।
সুগন্ধ শীতল মৃদু ভুজঙ্গের গাত্রোপরে
চন্দনের ভ্রমে কেহ হস্ত রাখি নিদ্রা করে।
কোন ব্যক্তি তবে যদি সতর্কিত করে তারে
নিশ্চয় সে টানি লবে সর্প হতে সেই করে।
ইতর বিষয় তথা যারা ভোগ্য বলি মানে
অল্প অস্থিরাদি দোষ এ বিষয়ে যদি জানে।
এ জ্ঞানে সুকর হবে চিরভোগ্য বস্তু ত্যাগ
এই জ্ঞান দৃঢ় কর, তবে ত্যাগ সম্ভব।
হেন অল্পাস্থির দেহে আত্মা রহে স্থির নিত্য
যত দেহ তত আত্মা ইহা হয় অতি সত্য।
মুক্ত দ্বার নানা গৃহে একই ব্যক্তি ঘোরে যথা
একই আত্মা নানা দেহে প্রবেশ করয়ে তথা।
একই বকুলবীজ নানা কাকনিকায়[১] ঘোরে
নানা দেহে নানা স্থানে একই আত্মা তথা ফিরে।
নিজ নিজ কর্মদোষে সুর নর আদি দেহে
একই আত্মা অবস্থিত ভিন্ন কালে ভিন্ন দেশে।
অসংখ্য প্রতি দেহে দোষাবলী যে অনন্ত
ভগবদ্‌গুণের অন্ত বা হয়, এ দোষের নাহি অন্ত।
সাংসারিক বস্তু যত হেন দোষে ভরা সবে
কর অনুসন্ধান নিশ্চয় বুঝিবে তবে।
বিনা গুরু উপদেশ পরমাণ বিনে আর
স্বয়ংই ফুটিবে মনে, ত্যাগ যে হবে সুকর।

॥১।২।২॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যদিও অনাদিকাল সংসারের সমাশ্রয়
দোষাবলী দরশনে ত্যাগ যে সম্ভব হয়।
সংসার-ভোগের বীজ 'অহংকার' 'মমকার'
সবাসনা ত্যজ উভে, পাইবে নিষ্কৃতি তার।

মূল গাথা

'তুমি ও তোমার', উভয়েরে মূলসহ
করহ বিনাশ তুমি নিত্য সুখ যদি চাহ।
বিনাশি', ঈশ্বর-পদে কর সমাশ্রয়
আত্মার এ সম পূর্তি নাহিক নিশ্চয়।

॥১।২।৩॥

ব্যাখ্যা—

'তুমি ও তোমার' অর্থে — অহংকার মমকার
সূরী কয় দোঁহে হয় মহান্ অনর্থকর।
অন্য উপদেশে সূরী 'তুমি' ও 'তোমার' কহে
'অহংকার' 'মমকার' মুখে না উচ্চারয়ে।
এই দুটি হয় ক্রূর অগ্নি সম দুরাচার
যাঁহা স্পর্শে তাহা নাশে গুরু লঘু না বিচার।
উভে দগ্ধ করে যদি আপন জিহ্বায়
এত বিচারিয়া সূরী নাহি উচ্চারয়।
দেহে অহংবুদ্ধি হেথা কহি 'অহংকার'
দৈহিকে মমতাবুদ্ধি কহি 'মমকার'।
অহং-মমতাবুদ্ধি এতদূর আশ্রয়াশী
বৈভবী রাবণেও ভস্ম করিল বিনাশি'।
অহংকার মমকার দুই বৃক্ষ এক মূল
রুচি ও বাসনা হয় অন্য তার পার্শ্ব মূল।
এ উভয় মূলসহ কর নাশ তরুদ্বয়
এই তরুদ্বয়-নাশে সংসার হইবে ক্ষয়।
ত্যাজ্যবুদ্ধি পুষ্ট কর এ দুই বিষয়ে
আপনি বিনষ্ট তবে কিছুকাল পরে।
সংহিত বৃক্ষদ্বয়ে করি ক্ষুদ্র ছেদ
সেই ছিদ্রে কর যদি হিঙ্গুরে[২] নিক্ষেপ।
ধীরে ধীরে বৃক্ষদ্বয় শুষ্কীভূত হয়
বৃক্ষনাশে এই চেষ্টা সুকর উপায়।
তেমতি ত্যাজ্যতা-বুদ্ধি অহংকার মমকারে
সংসারের মূল দোহে নাশ করে ধীরে ধীরে।

১—জ্যোতিষগণনায় অনুষ্ঠানকালে একটি বকুলবীজকেই গণনার উদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অঙ্কিত বিভিন্ন অঙ্কের ঘরে জ্যোতিষিগণ রাখিয়া থাকেন। অঙ্কিত অঙ্কের এই ঘরগুলিকে 'কাকনিকা' বলা হয়।

২হিঙ্গু — হিং;

সংসারের বীজ কহি 'অহংকারে' 'মমকারে'
উপায় কহেন এবে সংসারের পরিহারে ।
তথা হি—
'অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ ।
অবিদ্যাতরুসম্ভূতে বীজমেতদ্দ্বিধা স্থিতম্ ॥'
(বিঃ ৬।৭।১১)
'অচ্যুতাহং তবাস্মীতি সৈব সংসারভেষজম্ ।'
রক্ষণের অবসর ঈশ্বর প্রতীক্ষা করে
নিষেধ যদি না করে জীব এই অবসরে ।
কোন প্রত্যবায় তবে কোন শক্তি নাহি ধরে
অহংকার মমকার বিরোধীর পরিহারে ।
অতয়ে ত্যাজ্যতাবুদ্ধি ধরি এ দোঁহায়
নিত্য স্বামী-পদে তবে করহ আশ্রয় ।
ভ্রষ্ট নৌকা তীরে বাঁধি চিন্তা যথা যায়
হে ভ্রান্ত সংসারি ! কর ঈশ্বরে আশ্রয় ।
অহং-মম ভাবে ভরা সংসার মাঝার
স্বামীপদে সমাশ্রণ সে হেতু দুষ্কর ।
পরমাত্মা নিত্যস্বামী আত্মা নিত্য দাস
স্বামীর আশ্রয়ে দাসের পূর্ণ যে বিকাশ ।
ইহার সমান পূর্ত্তি নাহিক আত্মার
এ হ'তে অধিক পূর্ত্তি আর নাহি তার ।
'সংসারার্ণবমগ্নানাং বিষয়াক্রান্তচেতসাম্ ।
বিষ্ণুপোতং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি পরায়ণম্ ॥,
বিষ্ণু শব্দে ব্যাপক অর্থ ব্যাপক যে বিষ্ণুপোত
দুকূল ব্যাপিয়া আছে ইহলোক পরলোক ।
এই বিষ্ণুপোত তবে করহ আশ্রয়
সুখে পারে যাবে চলি' নাহিক সংশয় ।
॥১।২।৩॥

— —

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
চিদচিৎ-সংসার অভোগ্য তায় বহু দোষ
আশ্রয়বস্তু ভোগ্য অতি গুণপূর্ণ নির্দোষ ।

মূল গাথা

চিদচিৎ বস্তুদ্বয় সদসৎ নামে কয়
ঈশ্বর-স্বরূপ রূপ নহে তাহাদের ন্যায় ।
নিরবধি জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর
তাঁহারে আশ্রয় কর ত্যজিয়া নশ্বর ॥
॥১।২।৪॥

ব্যাখ্যা—
অচিৎ অসৎ বস্তু হেতু বিনাশিত্বরূপ
নহে সে প্রতীতি মাত্র, নহে তুচ্ছত্বস্বরূপ
জীবাত্মা চিৎ বা সৎ অসতের বিপরীত
চিদচিদ্-বিশিষ্ট ঈশ্বর যে চারিভিত ।
সদসৎ উভে সত্য, তাই শাস্ত্র কহে
সবই বিষ্ণু যেখানে যা বস্তু দেখ তাহে ।
তথা হি শ্রুতিঃ-স্মৃতি বাক্য—
"সত্যং চ অনৃতং চ সত্যমভবৎ ।" (তৈত্তিঃ উঃ)
"জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণু-
র্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য ।" (বিঃ—২।১২।৩৭)
চিদচিৎ সদসৎ জীবাত্মা ও জড়ে
স্বরূপ বর্ণিয়া কহে রূপ বা প্রকারে ।
সর্ব জড়বস্তু দেহ, চেতন আত্মা দেহী
জড়বস্তু নশ্বর, আত্মা তথা নহি ।
জড় সঙ্গে চেতনের সুখ দুঃখ গুনগন
এই তো প্রকার হয় যত চেতনাচেতন ।
ঈশ্বর-স্বরূপ হয় আনন্দ সীমাতীত
মহানন্দ গুণে গুণী, গুণ তাঁর সংখ্যাতীত ।
যথা সূরীবাক্য—
'জ্ঞানকৃৎস্নানন্দং', 'উজ্জ্বলজ্ঞানানন্দং' ;
'আনন্দময়' 'অবিচ্ছিন্ন আনন্দমহিমাবান্' ।
তথা হি—'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ ।' (বিঃ ৬।৫)
হেন গুণবান হেন গুণাধিকের অনুভব
অতীব সে উপভোগ্য অতীব আনন্দকর ।

* অনাত্মা—দেহ ;
† স্ব—পরতন্ত্র শেষবস্তু ।

গুণী ভগবৎসঙ্গ কর এবে অনিবার
বাহ্য বিষয়ে ত্যজ 'অহংকার মমকার'।
বাহ্য বিষয় সঙ্গ ত্যজি হও নিরাশ্রয়
আশ্রয়শূন্যের তিনি সম্যক্ যে শুভাশ্রয়।

॥১।২।৪॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সংসার বিষয় ত্যাগ আশ্রয়ণ কালে
পূর্বে কহি এবে সেই ত্যাগপূর্তি কহে।
নরপতি সুরপতি ব্রহ্মপদ আর
উত্তর-উত্তর পদে ক্রমবৃদ্ধি তার।
যোগাশ্রয়ে আত্মদরশন আদি সবে
সকলি যে অন্তরায় ঈশ্বরানুভবে।
সর্ব বিঘ্ন পরিহরি সরবতোভাবে
স্থির চিত্তে রহ মগ্ন ঈশ্বরানুভবে।

মূল গাথা

বিষয়ের সঙ্গমুক্ত চিত্ত সমাধানে
যোগাশ্রয়ে লব্ধ যদি আত্ম-দরশনে।
আত্মসুখ-মুক্তি ত্যজি, করহ বরণ
স্বরূপানুরূপ তব স্বামীর চরণ ॥১।২।৫॥

ব্যাখ্যা—

প্রকৃত প্রাকৃত বস্তু-সঙ্গবিমুক্ত যবে
লুব্ধ হবে আত্মা তবে উচ্চ উচ্চতর পদে।
অচিৎ-সংসর্গ রাখে আত্মস্বরূপেরে ঢাকি
নিবৃত্ত সে আবরণ যোগাভ্যাসে আত্মা সুখী।
তবে নিজ লক্ষণ জ্ঞানানন্দ আস্বাদনে
নাহি ভুলি' পুনঃ কর চিন্তা তুমি মনে মনে।
আত্মানন্দ হতে বিভু পরমাত্ম-আনন্দ
জানি সেই বস্তু পাতে বাঞ্ছা যদি একান্ত।
ত্যজ আত্ম-যোগাশ্রয়, কর স্বামী পদাশ্রয়।
তিনি নিত্য সম্পদ, তাঁরে নিত্য 'শেষী' কয়।

॥১।২।৫॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বরাশ্রয়ণকালে যত যত অন্তরায়
তা' সবার পরিহার পূর্ব-গাথা কহি যায়।
পরিহার কথা শুনি প্রশ্নের উদয় হয়
পরিহার ও আশ্রয় তখনি সম্ভব হয়,
সর্বশেষী বশী যিনি সদা পূর্ণ নিজ লাভে
যদি ব্যগ্র মোর তরে যদি হন মোর বশে।
প্রশ্ন শুনিয়া তবে সূরী এ গাথায় কহে
সর্বগুণে গুণী তিনি তোমারই আশায় রহে।

মূল গাথা

সঙ্গলোভী ঈশ্বর, সদা সর্ব জীবে স্থিত
তুমি সঙ্গযুত হও তার কার্যে হও অন্বিত ॥

॥১।২।৬॥

ব্যাখ্যা—

ঈশ্বর শব্দের অর্থ সর্বজীব নিয়ামক
নিয়মন করিবারে সর্ব জীবে সঙ্গযুত।
সর্ব চেতনের সঙ্গ-লোভী যে ঈশ্বর
সৌশীল্য সৌলভ্যগুণ জানহ তাঁহার।
ক্ষুদ্র সনে মহত্তের নিরন্ধ্র সংশ্লেষ
তাহাই সৌশীল্য গুণ জানয়ে বিশেষ।
সৌলভ্য পরত্ব তথা উভয়ের তারতম্য
গুণদ্বয় অনুভবি জীবের যে ধর্ম কর্ম,
তাহারি দৃষ্টান্ত দেখি সবিশেষ শ্লোকমুখে
ব্যাখ্যাকারে ব্যাখ্যা করে অতঃপর সেই শ্লোকে।

তথা শ্লোকঃ—

"প্রসাদপরমৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতৌ।
ধন্যোহহমর্চয়িষ্যামীত্যাহ মাল্যোপজীবনঃ॥"

(বিঃ ৫।১৯।২১)

ঈশ্বরে পরত্বগুণ সদাঽপরিহরণীয়
তথাপি *সৌলভ্য* হেথা অধিক যে গণনীয়।
মথুরা গমনকালে দুই ভাই কৃষ্ণ রাম
নাথ হয়ে দোঁহে ক্ষুদ্র মালাকার গৃহে যান।

সেবকত্ব জাচি' সেবী তাহারে আদেশ দেন
এই বিধি, অনুরাগে হেরি হেথা ব্যতিক্রম।
বিস্তৃত মার্গ ছাড়ি স্বল্প পরিসর পথে
কৃপা করি ক্ষুদ্র গৃহে উপনীত দুই নাথে
এত হেরি মালাকার কহে গদগদ-স্বরে
প্রভু, মুই অতি ধন্য পেয়ে নিধি এ কুটীরে।
মূল্য ল'য়ে মাল্য বেচি ইহা মোর বৃত্তি
পূজিবারে জানিনাকো দাও হে প্রবৃত্তি।
করহ আদেশ প্রভু, যথা অভিলাষ
তথা সেবি' পুরাইব মোর মন আশ।
এত কহি দিব্য দিব্য মাল্য ও চন্দনে
ভূষিত করিলা দোঁহে কৃষ্ণ-বলরামে।
এ হেন ঈশ্বর সদা সর্বভূতে বিরাজয়ে
প্রিয়াপ্রিয় নাহি তাঁর সর্বে সম, সমাশ্রয়ে।

তথা হি—

"সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"
(গীতা ৯।২৯)

পাপী হোক্ সাধু হোক্ হোক্ কিবা দুরাচার
সবারি আশ্রয়নীয় সমভাবে নির্বিচার।
তুমি তাঁর সঙ্গ কর সদা বাক্যে কায়ে মনে
সর্বকালে পুষ্ট হও তাঁহারি কৈঙ্কর্য-ধনে।

যথা হি—

'অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।'
(রাঃ অঃ ২।৩১।২৫ লক্ষ্মণবাক্য রামপ্রতি)

বিধিমুখে এ গাথার অর্থ করি ব্যাখ্যাকার
নিষেধমুখেতে কহে অর্থ ভট্ট পরাশর।
'সঙ্গ-সহিত*' স্থলে 'সঙ্গ-রহিত' শব্দে তিনি
অপূর্ব অর্থের ভাব ফুটায়েছে *ভট্টস্বামী†*।
'সঙ্গ-রহিত' সে ঈশ্বর সংসারে সর্বত্র স্থিত
তুমিও সঙ্গরহিত হ'য়ে হও তাঁরি সমাশ্রিত।

ইহাই দ্বিতীয় অর্থ কহিলেন এ গাথার
অর্থ বিশ্লেষণ করি কহে এবে ব্যাখ্যাকার।
গুণাত্মক জ্ঞানানন্দস্বরূপেতে ঈশ্বর
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুসম শ্রীবৈকুণ্ঠে স্থিতি তাঁর।
নিষ্যাম্য নিত্যসূরী সনে সঙ্গরহিত তথা
'সঙ্গসহিত' হয়ে অর্চামূর্তি তাঁর হেথা।
সম্ব-আশ্রিত জীবে উজ্জীবন দানিবারে
বিমুখ সংসারিগণে অভিমুখ আনিবারে।
সদ্যাশ্রিত সুগ্রীবের আপদে রক্ষণে
নিত্যাশ্রিত সীতাদেবী অল্প করি গণে।

তথা হি—

'ইদানীং মা কৃথা বীর এবংবিধমচিন্তিতম্।
ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্যং সীতয়া মম॥'
(রাঃ যুঃ ৪১।৪)

বাৎসল্যগুণেতে গাভী সদ্য জাত বৎস তরে
পূর্ব সন্তানেরে যথা শৃঙ্গেতে তাড়না করে।
তেমতি ঈশ্বর হন *বাৎসল্যগুনময়*
উক্ত শ্লোকে পাই তাঁর এ গুণের পরিচয়।
'তুমিও সঙ্গরহিত হও' এই বাক্যে ব্যাখ্যাকার
যত কিছু বাহ্য বস্তু‡ কর তুমি পরিহার।
সদ্য-আশ্রিত লাগি যদি স্বয়ং ঈশ্বর
দুস্ত্যাজ্য পূর্বাশ্রিত ত্যাগে করে সে বিচার।
তবে ত্যাজ্য বস্তু ত্যাগে কোথায় বিরোধ কার?
কর ত্যাগ, ত্যজি পুনঃ কর সেই সুবিচার।
যিনি তব পিতা মাতা তব সরবস্ব হয়
সর্বভাবে তারে তুমি করহ সমাশ্রয়।

তথা হি—

'বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥'
(গীতা ৭।১৯)

*—মূল তামিল গ্রন্থে এ গাথার পদ আছে 'পত্তু ইলন্'। এই 'ইলন্' শব্দটি ২টি অর্থে ব্যবহার করা যায় (১ম) 'ইলন্'—সহিত, পত্তু—সঙ্গ, অর্থাৎ 'পত্তু ইলন্'—সঙ্গযুক্ত; (২য়) 'ইলন্'—রহিত, অর্থাৎ 'পত্তু ইলন্'—সঙ্গরহিত। প্রথম ব্যাখ্যাটি সঙ্গযুক্ত হিসাবে করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি শ্রীভট্টরস্বামীকৃত 'সঙ্গরহিত' অর্থ লইয়া করা হইয়াছে।

†—ভট্টস্বামী—পরাশর ভট্টর স্বামী।

‡ বাহ্যবস্তু—ঈশ্বর ভিন্ন অপরাপর (সাংসারিক) বস্তু।

'মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
গতির্নারায়ণঃ।' (সুবালঃ উঃ ৬)
'পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃদারামিত্রাদয়োঽপি বা।
একৈকফললাভায় সর্বলাভায় কেশবঃ।'
ঈশ্বর অতি মহান্ অতি ক্ষুদ্র এ চেতন
উভয়ের কার্য কভু তুল্য নহে কদাচন।
তাঁর ত্যাগ তাঁর কার্য ইচ্ছামাত্র হয়
অতীব দুষ্কর মোর ত্যাগ ও সমাশ্রয়।
এ সিদ্ধান্তে হও দৃঢ়, কর বিবেচন
আমরা বিভূতি তাঁরি তিনি যে বিভূতিমান।
মোরা যদি এক পদ হই অগ্রসর
দশ পদ আগুয়ান তাঁহার ব্যাপার।
বাহ্য ত্যাগে ইচ্ছা যদি, ইচ্ছা তাঁর সমাশ্রয়ে
সর্বশক্তিমান স্বামী সে ইচ্ছা পূরণ করে।
সিন্ধুগত তৃণ যথা ঊর্মিবাহী পায় তীর
তেমতি অচিৎপ্রায় রহ যদি সুস্থির।
তাঁরে লাভে ইচ্ছা যদি প্রতিষেধ নাহি কর
তাঁর বস্তু তোঁহে স্বামী তারিবে নিশ্চয় হের।
এই যে সম্বন্ধ-জ্ঞান ইহা উদ্ধারক তব
তাঁর নিজ বস্তু তুমি — সদা কর অনুভব।
সম্বন্ধ-জ্ঞানের ফল কহেন দৃষ্টান্তমুখে
ব্যাখ্যাকালে ব্যাখ্যাকার সরল করিয়া সুখে।
কোন এক ব্যবসায়ী অর্থ উপার্জন তরে
বহু বর্ষ চলি' যায় প্রবাসে ব্যবসা করে।
গমনের কালে রহে গর্ভবতী পত্নী ঘরে
যথাকালে পুত্র এক জনম গ্রহণ করে।
অতঃপর জাত পুত্র পূর্ণ বয়ঃক্রম
পিতৃ-ব্যবসায় ধরি বিদেশে গমন।
উভয়ে বাণিজ্য-শেষে স্বদেশাগমন কালে
কোন রাত্রি রহে দোঁহে একই বিশ্রাম স্থলে।
বিশ্রামের স্থানাভাবে উঠিল বিবাদ দোঁহে
হেনকালে এক ব্যক্তি তাঁদের নিকটে কহে—
"জানি আমি তোমা দোঁহে সম্বন্ধ পুত্র-পিতা,
কলহ কি হেতু আর ত্যজ ভ্রম হও মিতা।"
সম্বন্ধ জানিয়া দোঁহে হয় মহা সুখী
আনন্দ প্রবাহ বহে পিতা-পুত্রে দেখি।
তথা জান পিতা ঈশ্বর, পুত্র মোরা সঙ্গে তাঁর
রক্ষ্য-রক্ষক বন্ধে হও বদ্ধপরিকর।
এ সম্বন্ধ দৃঢ় করি কর তাঁরি সঙ্গ
নিশ্চয় উদ্ধার পাবে ঘুচে ভববন্ধ।

॥১।২।৬॥

—

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্বে কহি রক্ষ্য-রক্ষক সম্বন্ধের বিশ্লেষণ
এবে নিয়াম্য-নিয়ামক সম্বন্ধের বিবরণ।
'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥' (মুণ্ডক ৩।১।২)
জীবাত্মা পরমাত্মা একই বৃক্ষে র'ন
আত্মা ভুঞ্জে কর্মফল পরমাত্মা অনশন।
জীব-নিয়মন তরে সর্ব বৃক্ষে তাঁর স্থিতি
নিয়ামক-নিয়াম্য-বন্ধ* সরবত্র পরিস্থিতি।
হেথা বৃক্ষ অর্থে জড়, আত্মা অর্থে চেতন,
উভে নিয়ামক ঈশ্বর পরম চেতন।
জগৎ বিভূতি তাঁরি যত চেতনাচেতন
তাঁরি এ বিভূতি মাঝে তুমিও তো একজন।
সমগ্র জগৎ দেখো তদীয়ত্ব অভিমানে†
মিলন সুকর তবে তব পরমেশ সনে।

মূল গাথা

যত কিছু বস্তুচয় দেখা যায় শুনা যায়
উজ্জ্বল সম্পদ তাঁর বিভূতি গণন।
সে সবারই আতিশয্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য
তুমিও সে ঐশ্বর্যের মধ্যে একজন॥

॥১।২।৭॥

* বন্ধ—সম্বন্ধ।
† তদীয়ত্ব অভিমান — তৎ—ঈশ্বর; তদীয় — ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়; তদীয়ত্ব অভিমান—ঈশ্বরের বস্তু মনে করিয়া আনন্দ।

ব্যাখ্যা —

নিত্য-বিভূতি হয় ভোগ-বিভূতি তাঁর
যথাকর্ম নিয়াম্য লীলা-বিভূতি আর ।
এ হেন বিভূতিদ্বয় তদীয় যে নিশ্চয়
'তদীয়ত্ব' অনুভবে শাসন ভয় নাহি তায় ।

দৃশ্যমান এ জগতের বস্তুচয় যত যত
স্বামীর সম্পদ সবি ভাবি হও অতি প্রীত ।
স্বয়ং তুমিও তার মধ্যে এক সম্পদ
এত ভাবি তাঁর সনে মিলনে হও তৎপর ।

তিনি তব স্বামী 'শেষী', তুমি 'শেষ' তাঁর পাশ
তাঁহারি কৈঙ্কর্যে কর যাহে তাঁর মুখোল্লাস ।
শেষীর কৈঙ্কর্যে হয় শেষ বস্তুর স্বরূপ-সিদ্ধি
এ কিঙ্কিংকার[১] বিনা নাহি শেষ' প্রতিপত্তি ।
তিনি 'স্বামী' তুমি 'শেষ' এ জগৎও 'শেষ তাঁর
এ মহা সম্বন্ধজ্ঞানে সবে বুঝ আপনার ।
অপার সাগর মাঝে যথা জলজন্তু গণে
আপনার ভাবি করে সুখেতে বিহার ।
তেমতি সম্বন্ধজ্ঞানে আপনার ভাবি তাঁরে
কৈঙ্কর্যে প্রবেশ কর আনন্দ অপার ॥
এ সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় মিলন ঘটায় তায়
এ হেন সম্বন্ধ-জ্ঞান মহা উপকারী ।
সিন্ধু মাঝে তৃণ পশে হঠাৎ যে দৈববশে
তবু সে যে পায় তীর বুঝহ বিচারি ॥

॥১।২।৭॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্ব গাথা কহি জীবে ঈশ্বর-বিভূতি
এবে কন ভজ তাহে ভজন সুকর অতি ।

মূল গাথা

মানস বাচিক আর কায়িক ব্যাপার
বিষয়েতে রতি যত কর পরিহার ।
বিচারিয়ে কর পুন তাহাদিগে নিয়োজন
নিজ স্বামী-কৈঙ্কর্যে, ইহাই তো প্রয়োজন ।

॥১।২।৮॥

ব্যাখ্যা—

বহির্মুখী মনে যদি কর তুমি অন্তর্মুখী
ঈশ্বরানুভবে তবে সর্বেন্দ্রিয় হবে সুখী ।
শ্রুতি-পথে প্রবেশিয়ে ঈশ্বরের গুণগণ
বাক্ রূপে নিকসয়ি বাহিরে প্রকাশ পান ।
ঈশ্বরের রূপ গুণ যদি মুগ্ধ করে মন
সর্ববিধ কায়িক কৈঙ্কর্যে তবে নিমগন ।

তথা হি—

বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধঃ ভর্ৎর্দাস্যং উপাগতঃ ।
(রাঃ আঃ ১৮।১৭)

কায় মন বাক্য—তিন ভজনোপকরণেবে
শেষী ভগবান সবে স্বয়ং সৃজন করে ।
সৃজন কারণ হেন কর তুমি সুবিচার
তাঁর সৃষ্ট বস্তু দিয়ে করহ ভজন তাঁর ।
অতো বাহ্য বস্তু হ'তে সাধিয়ে গো নিবর্ত্তন
কায়-মন-বাক্য কর স্বামী পদে সমর্পণ ।
ব্যর্থ উচ্চ স্থানে ব্যাপ্ত অম্বুরাশি যথা
নিম্ন শস্যক্ষেত্র প্রাপ্তে লভে সফলতা ।
তথা কায় মন বাক্য ত্রিবিধ করণে
হইবে সার্থক, যবে স্বামীর ভজনে ।
বাহ্য বিষয় যত সবই ঔপাধিক ·
ঈশ্বর বিষয় হয় স্বতঃ স্বাভাবিক ।
ঔপাধিক বিষয় ত্যাজি', তব প্রাপ্ত-ধন
ঈশ্বর ভজনে কর স্বরূপ বর্দ্ধন ।
তুমি আছ সদা কাছে আছে তব মন
স্বামীর পূজনে যার মুখ্য প্রয়োজন ।
দিয়াছেন জিহ্বা হস্ত চয়নীয় পুষ্প যত
কালও সৃজন তাঁর স্তুতিকালও সেইমত ।
ভজন পূজনে তাঁর অর্চনীয় দ্রব্য যত
সকলি দেছেন তিনি কোন নহে অপেক্ষিত ।
দেছেন মস্তক তব আছে পুন শিরোভূষা
শ্রীযুক্ত পদকমল, কমলার সর্ব আশা ।

'অহলময়া কুসুমাঞ্জনয়াঞ্জয়া তুমি দেব্যা সংবাহ্যমানৌ মৃদুচরণৌ' । (সহ—৮২।১০)

১—কিঙ্কিংকার—কিছু না কিছু কৈঙ্কর্য বা সেবা ।

নিজ সৃষ্ট বস্তু দিয়ে নিজ পূজা অর্থী তিনি
মোদের উদ্ধার লাগি, সর্ব জীব স্বামী যিনি।
'বামন' রূপেতে সেহ ধরে অবতার
অর্থী হ'য়ে নিজ বস্তু করিতে স্বীকার।
কায় মন বাক্য সনে মস্তক সৃজন
সে মস্তকে যোজয়িতে নিজ শ্রীচরণ ॥
সর্বজীব শিরোপরে শ্রীচরণ ধরিবারে
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করি ক্ষুদ্র সে চরণ বাড়ে।
এ হেন শ্রীভগবান শ্রীবামন অবতার
হেন শ্রীচরণ পেয়ে, নরক যে দুষ্কর।
নিজ মুখে জিহ্বা বশে নারায়ন শব্দ আছে
মন্ত্র আছে নাম আছে সদা উচ্চারনে।
'প্রাপ্য বস্তু' আছে কাছে অমোঘ উপায় আছে
তথাপি ইতরে মতি হয় কি কারনে?
॥১।২।৮॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সপ্তমে সম্বন্ধ জ্ঞান, অষ্টমেতে ক'ন
তাঁর দত্ত বস্তু দিয়ে তাঁহারি ভজন।
সংসারী কহিছে পূর্ব বাসনা ও রুচি
ভজন-বিরোধী সবে তাই নাহি ভজি।
সূরী কহে কর সবে তাঁরে সমাশ্রণ
ভজন-বিরোধী যত হবে নিবর্ত্তন।

মূল গাথা

প্রবেশ করহ যদি ঈশ্বরবিষয়ে
অজ্ঞানাদি বিরোধীরা পলাইবে দূরে।
নিবৃত্ত-বিরোধী হ'য়ে ঈশ্বর-ভজনে যদি
কালক্ষেপ* করি যাও জীবনাবসানাবধি ॥
॥১।২।৯॥

ব্যাখ্যা—
ঈশ্বর প্রকারী দেহী, তুমি প্রকার দেহ তাঁর
একান্ত অধীন তাঁরি ভজ তাঁরে অনিবার।
এ ভজন প্রাপ্ত-কৃত্য তব স্বরূপানুরূপ
ভজন হেরি পলাইবে স্বরূপের প্রতিকূল।
স্বরূপবিরোধী হয় অবিদ্যা অজ্ঞানাদয়
অবিদ্যা হইতে রুচি বাসনাদি উপজয়।
তথা হি—
'আকাশং সতরুজং সমুদ্রং বা সমীপে আগমনং প্রাপ্নুঃ।'
(পেরিয় তিরুমুড়ি ৫৪ — পরকাল আড়বার দিব্যসূক্তি)

এরা আগন্তুক করে স্বরূপেতে আশ্রয়
ঈশ্বর-ভজনে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়।
"নিবৃত্ত-বিরোধী হ'য়ে ঈশ্বর-ভজনে যদি
কালক্ষেপ করি যাও জীবনাবসানাবধি।"
এ দুই পংক্তির অর্থ করেছেন দুই দিকে
প্রবীণ আচার্য মতে কহি এবে একে একে।
এই কালক্ষেপ কাল উদ্বেগরহিত নহে
প্রথম অর্থে এই ব্যাখ্যা পূর্বাচারিগণ কহে।
অবিদ্যা-নিবৃত্ত বটে এখনো তো দেহ আছে
এ দেহ নিবৃত্ত হ'য়ে কবে যাবো তাঁর কাছে—
এইভাবে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে কোন মতে
আয়ুকাল গণি' গণি' রহে সে জগতে।
কামিনী স্বদেহ মলে করি প্রক্ষালন
যথা উৎকণ্ঠিতা নিজ ভর্ত্তা আগমন।
হেন অধিকারী তথা চিন্তে অনুক্ষণ
নহেক নিশ্চিন্ত কভু যাবৎ জীবন।
মলরূপী দেহে কবে পাবো পরিত্রাণ
কবে পেয়ে ধন্য হবো মোর প্রাপ্য ধন।
*গোবিন্দ আচার্য** কহে দ্বিতীয় ব্যাখ্যান
করহ নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন।
নিবৃত্ত অবিদ্যা আদি কারণ যখন
কার্যরূপী দেহ স্বতঃই নিবৃত্ত তখন।
ফললাভ সুনিশ্চিত এ দেহ পতনে
এত ভাবি কৈঙ্কর্য কর যাবজ্জীবনে।

---

* কালক্ষেপ—যত দিন না দেহাবসান হয়, ততদিন শ্রীভগবানের রূপগুণাদি নানা বিষয়ের অনুভবে বা কথোপকথনে কালাতিপাত করণ।

* গোবিন্দাচার্য — রামানুজের মহা জ্ঞানী শিষ্য, অন্যদ্ পূর্বাচার্য।

অনুরূপ অভিমত রামানুজের এ বিষয়
তাঁর নিজ উক্তি হতে বুঝিতে বিলম্ব নয়।
নিজ জন্ম দিনে শিষ্য কুরত্তাঝ্বান আসে
রামানুজ-পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ করিয়া বসে।
গুরু হাসি কহে তারে আজি শুভদিন তব
দেহ-নিবৃত্তির বাধা এক সম্বৎসর গত।
দেহান্তে প্রভুর প্রাপ্তি ইথে নাহি সন্দেহ
আনন্দ করহ আজি প্রাপ্তি-বাধা ক্ষীণ সেহ।

তথা হি —

"প্রায়শঃ পাপকারিত্বাম্ৎ্যোরুদ্বিজতে জনঃ।
কৃতকৃত্যা প্রতীক্ষন্তে মৃত্যুং প্রিয়মিবাতিথিম্॥"

(ভাঃ সঃ রাজন্যয়ে)

"সর্বে বেদাঃ সর্ববেদ্যাঃ সশাস্ত্রাঃ
সর্বে যজ্ঞাঃ সর্বা ইজ্যাশ্চ কৃষ্ণঃ।
বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে
তেষাং রাজন্ সর্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ॥"

(ভাঃ দানধর্মে)

যেবা প্রাপ্য ভগবানে সিদ্ধোপায়* বলি ভাবে
তার সর্ব কর্ম সিদ্ধ, সিদ্ধি সর্ব ফল লাভে।

॥১।২।৯॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সুরী উপদেশ শুনি কহিছে সংসারী তবে
সুন্দর এ উপদেশ পালিব আমরা সবে।
ভজনালম্বন-মন্ত্র পুছে তারা কিবা কহ
মন্ত্র অমুক কহে সুরী, চিন্ত তাহে অর্থসহ।
সাধন-ভক্তিরূপ† অঙ্গ জপ হোম অনুষ্ঠান
মোদের আচার্যগণ নাহি দেন সে বিধান।
জীবের স্বরূপ আর ঈশ্বর-স্বরূপ জ্ঞান
এতদুভয়ের অর্থ মন্ত্রে কর সন্ধান।
সিদ্ধ হয়ে গুরু নিজে এই অর্থানুসন্ধানে
সদা রহে তৎপর শিষ্যে হেন জ্ঞান দানে।

মূল গাথা

জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ সবে জ্ঞানগুণময়।
কর কর সুন্দর নারায়ণ পদাশ্রয়॥

॥১।২।১০॥

ব্যাখ্যা—

বেদান্ত ও সুরীবাক্য একই কার্য কয়
প্রাপ্য ও প্রাপক দুই তত্ত্বের নির্ণয়।
এই মহা মন্ত্ররত্ন করি নিরূপণ
শব্দ-জ্ঞান অর্থ-জ্ঞান উভে প্রয়োজন।
অর্থ সহ মন্ত্র শব্দ কর উচ্চারণ
অভিপ্রায় ইথে ইষ্টদেবের অনুধ্যান।
যত চেতনাচেতনে ওতপ্রোত ব্যাপ্ত তিনি
নারায়ণ সর্বনামী সর্ব-ইষ্ট সর্বধামী।

তথা হি —

'যাবন্তি যাবন্তশ্চ স্বয়ং ভবৎ-পরিণাকরনারায়ণস্ত'
(সহ—৩।৩)

'নারায়ণঃ কৃৎস্ন সপ্তলোকী নাথঃ' (সহঃ ২।৭।২)

'অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।'
(তৈঃ নঃ উঃ)

'নারায়ণপরোজ্যোতিঃ' (উঃ)

এ গাথার বিশেষত্ব করিলা প্রকাশ
১*কুরেশ-ভট্টর* পিতা-পুত্রের সংবাদ
২তিরুবায়্মোড়ি এই মহা গ্রন্থখানি
অধ্যাপনা করে পিতা পুত্রদ্বয়ে৩ আনি'।
অধ্যাপনাকালে এই গাথা উপনীত দেখি
কহেন আগ্রহভরে পুত্রদ্বয়ে পিতা ডাকি—

---

*—সিদ্ধোপায়—যে উপায়কে সাধন করিতে হয় না, স্বয়ংসিদ্ধ তাহাই সিদ্ধোপায়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ — সাধনীয় উপায়। শ্রীভগবান হইতেছেন স্বয়ংসিদ্ধ উপায়।

†—যাঁহারা ভক্তিমার্গকে উপায়রূপে আশ্রয় করিয়া ভক্তিসাধন করিয়া থাকেন তাঁহারা জপ হোম প্রভৃতি কর্ম ভক্তি সাধনের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

১—কুরেশ-ভট্টর —কুরেশস্বামী (রামানুজ-শিষ্য), তাঁহার পুত্র পরাশর ভট্টর।

২—তিরুবায়্মোড়ি—শ্রীশঠকোপ আড়্বার রচিত তামিল দিব্যপ্রবন্ধ, সংস্কৃত নাম 'সহস্রগীতি'।

৩—পুত্রদ্বয়—কুরেশস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র পরাশর ভট্টর এবং কনিষ্ঠ পুত্র বেদব্যাস ভট্টর।

এই গাথা কহে মন্ত্র তার অর্থ সবিশেষে
শিক্ষা করি হও ধন্য যাও দীক্ষাগুরু পাশে।
তখনি চলিলা তারা শিরে ধরি পিত্রাদেশ,
পিতা পুন কহে এসো, আমি দিব উপদেশ।
অনিশ্চিত কাল কবে হবে কার আয়ু শেষ
এখনই করহ শিক্ষা, কহি দিল উপদেশ।
জীবাত্মা অনন্ত হয় সবে জ্ঞান-গুণাশ্রয়
জড়বস্তু অচেতন অজ্ঞানের আশ্রয়।
তার প্রতিকোটি আত্মা চেতন অপর নাম
জ্ঞানস্বরূপ সে যে স্বয়ং প্রকাশমান।
জ্ঞান পুন ধর্ম তার, ইতর-গ্রাহক
তেজোবস্তু পুন তাই স্ব-পর গ্রাহক।
নারায়ণ পরতত্ত্ব পরজ্যোতি গুণময়
জীবতত্ত্ব পরতত্ত্ব দোঁহে নিত্যবস্তু হয়।
নিত্যজীব আর নিত্য মঙ্গল গুণগণ-
বিশিষ্ট যে নিত্যবস্তু পরতত্ত্ব নারায়ণ।

তথা—

ইচ্ছাত এব তব বিশ্বপদার্থ-সত্তা
নিত্যাং প্রিয়াস্তব তু কেচন তে হি নিত্যাঃ।
নিত্যং তদেকপরতন্ত্রনিজস্বরূপা
ভবৎক মঙ্গলগুণা হি নিদর্শনং নঃ॥
(পঞ্চস্তবী—বৈকুণ্ঠস্তব ৩৬)

(অন্বয়ার্থ :—)

বিশ্ব পদার্থের উদয় তোমারি তো ইচ্ছায়
এ নিত্য পদার্থ মাঝে কেহ তব প্রিয় হয়।
নিত্য জীব ত্বদীয় বস্তু তাদের স্বরূপও তথা
তোমারি যে পরতন্ত্র, কল্যাণগুণ* যথা।
জীবসহ হেন নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞানেতে জ্ঞানী
নিজ জীবে পরিত্যাগ কদাপি না করে তিনি।
ত্যাগাভাব স্বভাবেতে দৃঢ় তাঁর শ্রীচরণ
তব ধন জানি তুমি ঊর্ধ্ব কর সমাশ্রয়।
॥১।২।১০॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক—একাদশ গাথা

দশকের পাঠ-ফল—

মূল গাথা

তটাক শোভিত কুরুকানগরী
সেথা রহি গীত রচেন শঠারী।
সহস্রগীতিতে এ দশক হ'ন
অতি হিতকর করহ মনন॥ ॥১।২।১১॥

ব্যাখ্যা—

সূরীকৃত সহস্রগীতি অতীব শোভন
পাদবদ্ধ-ছন্দবদ্ধ এ যে কাব্য-গান।
ঈশ্বর-কল্যাণগুণ অনুভবি কহি' যান
সাধকের হিততম — কর অনুচিন্তন ॥১।২।১১

*কল্যাণগুণ—ঈশ্বরের সত্যকাম সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণগণ।

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক, দ্বিতীয় দশক সমাপ্ত।

প্রথম শতক — তৃতীয় দশক

দশক তাৎপর্য—

লক্ষ্মীনাথ নারায়ণ সুদূরেও হ'লে স্থিত
স্বেচ্ছায় সুলভ হন অবতারে শত শত।
এ হেন সে সর্বেশ্বরে ভক্তির বিধান করি'
করণত্রয়ে সেবা যাচিছেন দিব্যসুরী।

গাথা তাৎপর্য—

নারায়ণই পরতত্ত্ব প্রথম দশকে কহি
তিনিই যে ভজনীয় দ্বিতীয়ে কহেন সুরী।
উক্তি শুনি প্রশ্ন করে ভজন কি সম্ভব তাঁরে ?
এত দূরে অবস্থিত পুনঃ নেত্র-অগোচরে।
বিকল উভ হস্ত যেবা, তার গজ আরোহণে
কভু কি সম্ভব হয় তার শত প্রযতনে ?
তথা যিনি সর্বেশ্বর সদা যিনি পূর্ণকাম
কেমনে আশ্রয়ে তাঁরে ক্ষুদ্র সংসারী চেতন ?
উত্তরে কহেন যদি গজ অবনত হয়
বিকল-হস্ত তবু আরোহণে বাধা নাই।
তেমতি ঈশ্বর যদি ভজনোপযোগী হ'য়ে
অবতরি' সুলভ হয় ভজনে বিরোধ নহে।
অবতারকালে তাঁরে নাহি জানে ভাগ্যহীন
স্বজাতীয় বলি মানে অনর্থের পরাধীন।
ভাগ্যবান জ্ঞানী জানে দুর্লভ যে সর্বেশ্বর
আসে তিনি উদ্ধারিতে ধরি সুলভ অবতার।

জ্ঞানী বা অজ্ঞানী দোঁহে সুলভ এ অবতার
অজ্ঞ ত্যজে অনাদরে জ্ঞানী করে সমাদর।

এ সৌলভ্য গুণ জ্ঞাতা অতীব দুর্লভ জানি
নিজ শিষ্য *গোবিন্দেরে*[১] কহে *রামানুজস্বামী।*

প্রভুর সৌলভ্য গুণ[২] মহিমা কত অপার
জগতে কেহ না জানে, তুমি একা জ্ঞাতা তার।
খনিত তটাকে কেহ কর্দমে ডুবিয়া মরে
পরিশ্রান্ত কেহ জলে অবগাহি শ্রম হরে।
প্রজ্বলিত দীপে কোন পতঙ্গ পুড়িয়া মরে
তাহার প্রকাশে কেহ আনন্দে জীবন ধরে।

প্রতি অবতারে প্রভুর সৌলভ্যের গুণকথা
প্রকাশয়ে দীপবৎ অন্ধকার গৃহে যথা।

তথা হি আড়্বার দিব্যসূক্তি—

'বেদশোভনঃ দীপঃ খলু অয়ং।' (সহ—)
'গোপকুলে আবির্ভূতসুন্দরদীপঃ।' (তিরুপ্পাঃ)
'তীক্ষ্ণপ্রভস্ত কুলৈকদীপঃ খলু।' (পেঃ তিরু)
'স চ তাদৃশবাণাসুরসহস্রস্কন্ধান্ ছেত্তুং সুদর্শনং অস্পৃশৎ।' (সহ—)

অবতার সৌলভ্যে অজ্ঞ পূতনা ও শিশুপাল
শকটাদি শত্রুতায় পায় সমুচিত ফল।
অনুকূলে উদ্ধারিতে অবতার জন্ম ধরে
অভয়ে জীবন ভরি' ভজন করহ তাঁরে।
'নেত্র-অগোচর তাই ভজনে উপায় নাই
বিনহু ভজন পুনঃ দরশন নাহি পাই'।—
এ সব ভাবনা ত্যজি ভজ তাঁর অবতারে
জীবন সার্থক হবে মুক্তি লাভে সংসারে।

তথা হি—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' (মুঃ উঃ)

সাধন-ভক্তির পথে করি যাও প্রযতন
পরিপক্ক অবস্থায় লভ তার দরশন।

'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।'
(গীতা ১৮।৫৫)

ঈশ্বর স্বেচ্ছায় যদি ধরে সুলভ অবতার
সভে দানে দরশন উচ্চ নীচ নির্বিচার।
'বহু জন্ম গেছে মোর' —নিজ মুখে বর্ণনা
অবতার সত্য তাই, নাহি কোন বঞ্চনা।

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।' (গীঃ ৪।৫)

---

১ গোবিন্দ—রামানুজের সন্ন্যাসী শিষ্য, মহাজ্ঞানী ভক্ত গোবিন্দাচার্য।

২ সৌলভ্য গুণ—'সকলমনুজনয়নগোচরত্বং সৌলভ্যং।' সমস্ত জীবের প্রত্যক্ষগোচরতা এবং স্বরূপে প্রভু হইয়াও জীবের সহিত পরাধীনভাবে বা সমভাবে এই অবস্থান শ্রীভগবানের কল্যাণগুণগণের অগ্রগণ্য—অবতাররূপে প্রকটকালে এই মহাগুণ বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

মোর জন্ম স্বেচ্ছাধীন, নহে কর্মাধীন
জায়মান বটে আমি তবু জন্মহীন।
সুলভ যদিও বটে আমি অবতারে
পূর্ণ পরত্ব রহে তার প্রতি স্তরে।

'অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাং ঈশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥' (গীতা ৪।৬)

অপ্রাকৃত নিজ দেহ ইতর-জাতীয় করি
অবতার জন্ম ল'য়ে সবার মাঝে ঘুরি ফিরি।
হেন দিব্য জন্ম কর্ম কিছুমাত্র জানিবে যে
দেহত্যাগে পুনর্জন্ম মুক্ত হয়ে মোরে পাবে।

'জন্মকর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥'
(গীতা ৪।৯)

এইভাবে রাম, কৃষ্ণ আদি অবতার সবে
সর্বসুলভ তাঁরা করহ আশ্রয় এবে।

হেন অবতার-গুণ কহিতে কহিতে সূরী
কৃষ্ণ-অবতারে ডুবে সৌলভ্যের সীমা মরি।

সর্বেশ্বর অবতরি কৃষ্ণরূপে করে চুরি
নবনীত গোপী-গৃহে, ক্ষুব্ধা গোপী তায়।
সেই সব প্রতিবেশী যশোদার গৃহে আসি
করে তারা অভিযোগ কৃষ্ণের বিষয়॥
ক্ষুব্ধা মাতা স্বপুত্রেরে উদরে বন্ধন করে
দুঃখ পেয়ে কৃষ্ণ তবে করয়ে রোদন।
যিনি সর্ব পরাৎপর তিনি হেন অবতার
'কীদৃশ সৌলভ্য'! বলি সূরী অচেতন॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রথমে হইয়া মুগ্ধ পরত্বের অনুভবে
উপদেশ দেন সূরী সংসারী চেতনে তবে।
'পরত্ব প্রসঙ্গে' পুনঃ 'সৌলভ্য' কথন
কহইতে ননী চুরি সূরী অচেতন।

মূল গাথা

ভক্তিমান দাসগণে তিনি যে সুলভ অতি
অপরের সুদুর্লভ ইহাই তাঁহার বিধি।
কমলাবল্লভ তিনি, হন সর্বপরাৎপর
নিজ যত্নে লভ্য নহে, লভ্য যদি কৃপা তাঁর।
হেন পরাৎপর স্বামী যিনি অতি সুদুর্লভ
কৃষ্ণরূপে অবতরি মরি কত যে সুলভ।
মথন-ভাণ্ড হতে তিনি নিত্য ননীচোরা
উদূখলে বাঁধা মরি তাহে পুনঃ ভয়ে ভোরা।
এ হেন সৌলভ্য মহা অতীব বিস্ময় কথা
সর্বস্বামী হ'য়ে তিনি যশোদার ডোরে বাঁধা।

॥১।৩।১॥

ব্যাখ্যা—

'ভক্তিমান' শব্দে বুঝ ভক্তির আদি উপক্রম
পরভক্তি নহে হেথা, হেতু করি বিশ্লেষণ।
হেথা কহে সৌলভ্যগুণের প্রকর্ষ যত
ভক্তির প্রথম দশায় ভক্তে তাঁর কৃপা কত।

যথা বাক্য—

মিত্রভাবেন সংপ্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্।
(রাঃ যুঃ ১৮।৩, বিভীষণবিষয়ে শ্রীরাম)

মিত্র নহে তবু যদি আসে মিত্রভাবে
তাহারে না ত্যজি কভু এ মোর স্বভাবে।

আমারে অদ্বেষ[১] করি কোথা কোন্ জীব রহে
এতেক সন্ধানে প্রভু অন্বেষণে বিচরয়ে।

তথা দিব্যসূক্তি—

'পুরোঽবরোধং কৃত্বা সাম্মুখ্যেন অবরুদ্ধ্য সঞ্চরতি।'
(সহ—)

'মত্তঃ পূর্বং মনোরথং কৃত্বা।' (সহ—৯।৬।১০)

জীব যবে মনোরথ করে তাঁরে ভজিবারে
তার পূর্বে তাঁর মন তার তরে আশা করে।

অদ্বেষ মাত্রে গুণ আদর বিষয় তাঁর
যেহেতু অদ্বেষ হ'তে আসে ভক্তি পরে পর।

ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে যে জীব অদ্বেষবান
নিত্যসূরী হতেও সে সমধিক *'শ্রীমান্'*[২]।

তথা দিব্যসূক্তি—

'দিবিষ্ঠিতেভ্যঃ শ্রীমত্তঃ।' (তিরুঃ বিঃ ৭।৯)

১অদ্বেষ—ভগবদ্বিমুখ জীবের ভগবদ্ভক্তি উদয় হইবার পূর্বে পরে পরে ২টি অবস্থার উদয় হয়—(১ম)—অদ্বেষ; (২য়)—আভিমুখ্য।

২শ্রীমান্—ঐশ্বর্যবান।

রাবণ ভবন তথা রাজসভা পরিজন
বিমুখ রাবণে ত্যজি' অন্বেষাভিমুখ্যবান্।
বিভীষণ করে যবে অন্তরীক্ষে উৎপতন
তখনি বাল্মীকি তারে আখ্যা দেন 'শ্রীমান্'।

তথা হি—

অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ।
অন্তরিক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপম্॥
(রাঃ যুঃ ১৬।১৭)

অনুজ লক্ষ্মণ হয় আদর্শ শ্রীমান্
ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে নাহি ইথে আন।

তথা হি—

'লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো[1] বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ॥'
(রাঃ বাঃ ১৮।২৯)

এ হেন অন্বেষবান্ অবশ্যই শ্রীমান্
ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ইহাতে নাহিক আন।
অন্বেষযুত নবভক্ত তারাও শ্রীমান্
নবভক্তিমান দাস ঈশ্বরের প্রাণ।
নিত্যসূরী হ'তেও যে নবদাস প্রিয়তম
তাহার বিপদে প্রভু সহনে যে অক্ষম।

তথা হি—

'ইদানীং মা কৃথা বীর এবম্বিধমচিন্তিতম্।
ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্যং সীতয়া মম॥'
(রাঃ যুঃ ৪১।৪)

ভক্তিমান দাসগণের কত যে সুলভ তিনি
ব্যাখ্যাকার কহে এবে সূরীর অন্তর জানি।
প্রভুরূপে পুণ্য দান পাপ নিবৃত্তি আর
নিজ প্রাপ্তি-যোগ্যতার আপাদনে বৃত্তি তাঁর।
ইহা নহে কৃত্য, কিন্তু ভৃত্যসম ব্যবহারে
ভক্ত-ইচ্ছা অনুসারে অর্পয়ে সে আপনারে।

তথা হি—

'ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপস্থিতৌ।
আজ্ঞাপয় যথেষ্টং বৈ শাসনং করবাব কিম্॥'
(রাঃ বাঃ ৩১।৪)

স্বয়ং কহেন প্রভু, ভক্তজনে ভক্তি-দ্বারে
তাঁর জ্ঞানে দরশনে তাঁহাতে প্রবেশ করে।

[1] লক্ষ্মিসম্পন্ন—শ্রীমান্।

যদিও তিনি পরব্রহ্ম আদিদেব পরংধাম
তথাপি ভক্তপরাধীন, ভক্তক্রীত জনার্দন।

তথা হি—

'পরংব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥'
(গীতা ১০।১২)

'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥'
(গীতা ১১।৫৪)

'ভ্রাম্যতামত্র সংসারে নরাণাং কর্মদুর্গমে।
হস্তাবলম্বনো হ্যেকো ভক্তিক্রীতো জনার্দনঃ॥'
(বিঃ ধঃ ৩)

কণ্ঠে দূত-পত্র বাঁধি ভক্তের নির্দেশে
যান তিনি প্রতিপক্ষ দুর্যোধন পাশে।
স্বরূপেতে প্রভু তিনি পরম স্বতন্ত্র
স্বভাবেতে তিনি কিন্তু ভক্ত-পরতন্ত্র।
এ হেন সৌলভ্য তাঁর ভক্তদাসগণ প্রতি
বিমুখ অভক্ত জনে তিনি সুদুর্লভ অতি।
যশোদাদির পরাধীন, ব্যবহারে ভৃত্য যেন
পুতনা শকটাদির তিনি হন কালসম।
ভারত-সমরোপক্রমে অর্জ্জুন ও দুর্যোধনে
কৃষ্ণপাশে যান দোঁহে, সহায়তা অর্জনে।
ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ তবে কত না কৌশলে মরি
নিজেরে অর্জ্জুনে দেন, দুর্যোধনে কানা কড়ি।
প্রভু যে পরাৎপর তবু ভক্ত-কিঙ্কর
এ সৌলভ্যগুণ তাঁর অতীব বিস্ময়কর।
রাম-অবতারে পুনঃ তার এই ব্যবহার
ভক্ত-অভক্ত মাঝে কত তারতম্য তার।
শক্তিশেলে মূরছিত লক্ষ্মণে হরণে
রাবণ উঠাতে নারে শতেক যতনে।
হনুমান আসি তাঁরে উঠালেন অবহেলে
ভক্তপাশে হয় লঘু, অতি গুরু অভক্তেরে।
স্বেচ্ছাকৃত নহে স্বতঃ হেন তাঁর ব্যবহার
আগন্তুক নহে কিন্তু ইহা যে স্বভাব তাঁর।

তথা হি—

'হিমবান্ মন্দরো মেরুস্ত্রৈলোক্যং বা সহামরৈঃ।
শক্যং ভুজাভ্যামুদ্ধর্তুং ন সংখ্যে ভরতানুজঃ॥'
(রাঃ যুঃ ৫৯।১১১)

'বাহ্বন্বোঃ সুদৃঢ়েন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ।
শক্রনামপকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ॥'
(রাঃ যুঃ—৫৯।১১৯)

কমলাবল্লভ তিনি সুরী-দিব্যস্থুক্তি কয়
পরত্ব ও সৌলভ্যের নিদান যে ইথে হয়।
নারায়ণের পরত্ব যথা অতি সুপ্রসিদ্ধ
লক্ষ্মীসম্বন্ধ পুনঃ হয় তথা শ্রুতিসিদ্ধ।
শ্রিয়ঃপতিত্ব স্বরূপ-নিরূপক লক্ষণ
এ লক্ষণ কহে পুনঃ পরতত্ত্ব নারায়ণ।
তথা হি—
'ভোজোঽধিক শ্রুতৌ।' (আড়্‌বার দিব্যসূক্তি)
'হ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পত্নৌ।' (শ্রুতিঃ—নারায়ণ অনুবাক্)

এ হেন সৌলভ্যগুণ   করি উপপাদন
অতঃপর করে সুরী এ গুণের আস্বাদন।
উৎপাটি মন্দর গিরি   তারে মন্থদণ্ড করি
অমৃত মথিয়া দিলা দেবগণ করে॥
সর্বেশ্বর তিনি হন   মহাবাহু নারায়ণ
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সদা স্তুতি করে।
কৃষ্ণরূপে অবতরি   সেই হাথে করে চুরি
কালত্রয়ে পিণ্ডীকৃত নবনীত তায়।
সৌলভ্য যত যত   সচঞ্চল চেষ্টা তত
গোপী আছে রহি ননী চুরি করি খায়॥
হেন চৌর্যকালে গোপী   ধরি তারে শীঘ্রগতি
ল'য়ে অভিযোগ করে যশোদার পাশ।
ক্রুদ্ধা মাতা বাঁধে তারে   উদরে নিবিড় ডোরে
'দামোদর' নাম তাই সৌলভ্যের সার॥

তথা হি—
'দাম্না চৈবোদরে বদ্ধা প্রত্যবধ্নাদুলূখলে।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণমাহ চেদমমর্ষিতা॥'
(বিঃ পুঃ ৫।৬।১৪)
'যদি শক্নোষি গচ্ছত্বমরে চঞ্চলচেষ্টিত।
ইত্যুক্ত্বাথ নিজং কর্ম সা চকার কুটুম্বিনী॥'
(বিঃ পুঃ ৫।৬।১৫)

দৃঢ়বদ্ধ করি কৃষ্ণে মাতৃ-অভিমান কহে
শক্তি যদি গ্রন্থ ছেদি যাও দেখি স্থানান্তরে।

হেন স্নেহে বাঁধা যবে   শকতি নাহিক হবে
সর্বশক্তিমান তবু এ বন্ধমোচনে।
পরবন্ধ শ্রুতি-শ্রুত   নানা দৈবী শক্তিযুত
কৃষ্ণের সৌলভ্য গুণ না যায় কহনে॥

তথা হি—
'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।' (শ্বেঃ উঃ)
ব্রহ্মাদিরে স্বসঙ্কল্পে বন্ধন-মোচন-পতি
অবলার হস্তে বদ্ধ তাঁর আজ এই গতি।
তথা হি—
"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞঃ পতির্গুণেশঃ।
সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ॥" (শ্বেঃ উঃ)
যাঁর জন্ম কর্ম জ্ঞানে জীব হয় মুক্ত
তিনি নিজে আজ অবলার হস্তে বদ্ধ।
তথা হি—
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।
(গীতা—৪।৯)

চলনে অক্ষম যথা জড়বস্তু উলূখল
পরম চেতন তথা এবে রহে অচঞ্চল।
উলূখল হ'তে কৃষ্ণের বিশেষ যে পাই
রোদনে শকতি তাঁর, উলূখলে নাই।
বদ্ধ কৃষ্ণ করে রোদনের উপক্রম
যশোদা-শাসনে ভয়ে নিবৃত্ত-রোদন।
হেন কৃষ্ণ অবতার 'কীদৃশ' সৌলভ্য তার।
ভাবি ভাবি সুরীমনে লাগিল যে চমৎকার।

পরত্ব-অবধি জ্ঞান যদি বা সম্ভব
সৌলভ্য-অবধি দ্রষ্টা তবু অসম্ভব।
'নিরবধি পরিমাণ   তহি পুন বর্দ্ধমান
অনন্ত আনন্দধাম যিনি নারায়ণ।'
হেন পরত্বের কথা   কহি সুরী আদি গাথা
পরত্বে সৌলভ্য কথা এ গাথায় ক'ন॥
যিনি সর্বস্বতন্ত্র   অবতারে পরতন্ত্র
নিয়াম্য হ'য়েও তিনি করে নিয়মন।
পরত্বের নিদর্শনে   শিশু কৃষ্ণ প্রদর্শনে
পুতনাশকট বধে—সুরী কহি যান॥

'হেন পরত্বের অবধি বর্ণিতে নাহি শকতি'
এত কহি বেদ পুন পুন আসে ফিরে।
বেদের বিচারে তাই সৌলভ্যের ঠাঁই নাই
সৌলভ্য গুণ ধরি কত শক্তি ধরে॥
কৃষ্ণের সৌলভ্য হেরি নাহি চিনে সংসারী
নরবপু বলি তাঁরে করয়ে গনন।
মহত্বের মাঝে হেন মহান সৌলভ্য গুণ
'কীদৃশ' বলিয়া সূরী হন অচেতন॥

॥১।৩।১॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক— দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অবতার-সৌলভ্যের অনুভবে পূর্ণ রহি
বিস্ময়ে 'কীদৃশ' কহি মূরছি পড়িল সূরী।
হেন মোহ দশা ছিল ছয়মাস কাল
প্রসিদ্ধ এ সংবাদ, ইহাই প্রবাদ।
মোহকালে তারে রক্ষা করে ঘেরি ঘেরি
মধুরকবি[১] আদি যত শিষ্য ভক্ত মেলি।
বনবাসে বৃক্ষমূলে সুপ্ত যবে রাম সীতা
উভয়ে রক্ষিলা জাগি সখা গুহস্বামী যথা।
পক্ক ফল বৃক্ষোপরি ঘেরে যথা পক্ষিগণ
সুপ্ত সূরীরে ঘেরি রহে তথা ভক্তগণ।
শ্রীরামের শূন্য শয্যা হেরি গুহকের স্থানে
ভরত হয় সংজ্ঞাহীন যথা শোক-কর্ষণে।

যথা—

"তদবস্থস্তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ।
পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈঃ বিসংজ্ঞঃ শোককর্ষিতঃ॥"
(রাঃ অঃ ৮৭।৫)

বিস্ময়ে কর্ষিত সূরী তথা হন অচেতন
ছয়মাস কাল ভবি অনুভবে বিদ্ধ র'ন।

আত্মহারা কপি মুখে রামবার্ত্তা শুনি শুনি
বিলম্বে লভয়ে সংজ্ঞা যথা সীতা বিরহিনী।

তথা হি—

'চিরেণ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য চৈবং।
বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা। (রাঃ সুঃ ৩২।৮)

তেমতি ঈশ্বরস্তুতি শুনি ভক্তবৃন্দ মুখে
চেতনা লভিয়া পুন চাহে সূরী দশ দিকে।
পুছেন তাদের সূরী কেন ছিনু অচেতন?
তারা কয় সৌলভ্যের অনুভবে নিমগণ।
'প্রতিজ্ঞা* ভুলিয়া আমি স্বয়ং অনুভবে
মগ্ন ছিনু, প্রতিজ্ঞা পালিব আমি এবে।'
এত কহি পুন সূরী পর-উপদেশে
এ গাথায় সৌলভ্য গুণ কহেন বিশেষে।

মূল গাথা

অবতার-সৌলভ্যগুণ নিত্য স্বাভাবিক
ব্যবস্থা-নিয়ম নাই ইহাতে কিঞ্চিৎ।
পুনঃ পুনঃ অবতার নানা জন্ম ধরি
প্রতিজন্ম উজল কল্যাণগুণ ভরি।
উজ্জ্বল পরমপদে মোক্ষদায়ী গুণ
সর্ব অবতার-জন্ম তুল্য নহে উন।
হেন স্বামী নির্হেতুক কৃপায় অবতরে
অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-পূর্ণ এ সংসারে।

॥১।৩।২॥

ব্যাখ্যা—

সাংসারিক গুণাবলী নাহি রহে সর্বক্ষণ
এ দোষে দূষিত নহে ঈশ্বরের গুণগণ।
ঈশ্বর-সৌলভ্যগুণ সদাই যে স্বাভাবিক
এই গুণ হয় তাঁর স্বরূপের নিরূপক।

---

১ মধুরকবি— শ্রীশঠকোপ আড়্‌বারের অনন্ত ভক্ত ও শিষ্য, তিনি ছিলেন আড়্‌বার পদবাচ্য দিব্যসূরীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি সর্বদাই শঠকোপ সূরীর পার্শ্বে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত দিব্য সূক্তিগুলি তালপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন।

* সূরী এই সহস্রগীতি রচনার প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি একসহস্র গাথা রচনা করিয়া সংসারিগণকে কল্যাণ উপদেশ দিবেন। এই দশকের ১ম গাথায় সেই প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পরবশ হইয়া তিনি অবতারের সৌলভ্যগুণে নিজেই নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তিনি বলিতেছেন—এই অনুভব পরিত্যাগ করিয়া আমি এখন উপদেশ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

'ব্যবস্থা নিয়ম শূন্য' এই অবতার হয়
এ পদের দুই অর্থ পূর্বাচার্য প্রকাশয়।
অবতার বিশেষের, তার দিব্য চেষ্টা তথা
নাহিক নিয়ম নাহি কোন তার ব্যবস্থা।
স্বত অবতার, কৃত দিব্যচেষ্টা যত যত
আশ্রিত রক্ষণে তাঁর আপন সঙ্কল্প মত।
নাথ, যামুন* আদি পূর্বাচার্য ইহা কয়
ভট্টরস্বামীর পুনঃ অন্যভাবে অভিপ্রায়।
অবতার সৌলভ্যপূর্ণ সৌলভ্যে তাঁর দিব্যচেষ্টা
এ নিয়ম সর্বথা নহে আছে তার অন্যথা।
সৌলভ্যের মাঝে মাঝে পরত্বের আছে স্থান
সারথীর ভূমিকায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন।
সপ্তম বরষে পুনঃ ধরে গিরি-গোবর্দ্ধন
পুত্রার্থে† গমনকালে ঘণ্টাকর্ণে মোক্ষদান।
কিছু নিয়ম দেখা যায় অবতার নির্বাচনে
যবে যথা প্রয়োজন আশ্রিতের সুরক্ষণে।
স্বয়ং ঈশ্বর তবু নানা জন্ম ধরে,
স্বমুখের বাণী তথা বেদের প্রচারে।

তথা হি—

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥' (গীঃ ৪।৫)
'অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।' (শ্রুতিঃ)
'নানা জন্মো ভূত্বা।' (তিরুঃ বিঃ — আড়বার দিব্যসূক্তি)

নিজেরে জীবসম মানে সৌলভ্যযুক্ত অবতার
পরত্বের গ্লানি ইথে নাহি দেখা যায় তাঁর।

তথা হি—

"আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্[১]।"
(রাঃ যুঃ ১২০।১১)
"নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নৈতচ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা[২]॥"
(বিঃ পুঃ ১৩।১২)

জীবের স্বরূপও হয় কল্যাণগুণময়
জন্মহেতু তাহাদের সঙ্কোচ বিকাশ হয়।
জীবাত্ম-স্বরূপের হয় প্রতি জন্ম কান্তি নাশ
কর্ম-নিবন্ধন জন্ম তাহে বিকাশের হ্রাস।
ঈশ্বর-কল্যাণগুণ বিপরীত ভাবময়
প্রতি অবতার জন্ম ভাস্বরতর হয়।
তথা হি—'স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।' (যজুঃ)
এ সকল গুণগণ স্বরূপের অন্তর্গত
অনাদি অনন্ত তারা জন্ম নাশ বিরহিত।
মোক্ষপ্রদত্ব গুণ হয় সর্ব হিততম
এই মুখ্য অভিপ্রায় অবতারে প্রয়োজন।
এ সংসার এত হেয় এত শোক মোহে ভরা
হেথা অবতারে তারেও দুঃখ শোক দেয় তারা।
'ব্যসনেষু মনুষ্যানাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।' (রাঃ)
মোক্ষরূপী স্থান তথা উজ্জ্বল পরমপদ
জীব মুক্ত তথা গেলে বিশুদ্ধ নির্মল সদা।
কল্যাণগুণগণ মোক্ষপ্রদ গুণ আর
সদা যুক্ত তাঁর সনে গুণে স্বরূপেতে তাঁর।
মোক্ষদায়ী গুণ হয় ঈশ্বরেরই অধিকারে
ঈশ্বরত্ব পূর্ত্তি তাই দেখি এই অবতারে।
ভক্ত তাঁর অন্তরঙ্গ তিনি ভক্তপরবশ
কণ্ঠে দূত-পত্র বাঁধি চলে প্রতিপক্ষ পাশ।
হেন অবতার তিনি সর্বগুণপূর্ণ স্বামী
প্রতিকূল সংসারীরে অতীব দুর্লভ তিনি।
হেন অবতারে হেতু নির্হেতুক কৃপাধন
স্বামী হ'য়ে নিজ বন্ধ জীবোদ্ধারে আগমন।
॥১।৩।২॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রথমে অবতার তত্ত্ব তাহার সৌলভ্যগুণ
দ্বিতীয়ে করেন সূরী এ গুণের বিশ্লেষণ।

---

* নাথ, যামুন, ভট্টরস্বামী—ইঁহারা সকলেই পূর্বাচার্য। নাথমুনি—৯ম, ১০ম শতাব্দী, যামুনমুনি—১০ম শতাব্দী, ভট্টরস্বামী (পরাশর ভট্টর)—১১শ শতাব্দী।

† রুক্মিণীর পুত্রার্থে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রুদ্রের নিকট গমনকালে ঘণ্টাকর্ণকে স্বয়ং মোক্ষদান করেন।

১ রাবণবধের পরে ব্রহ্মার প্রতি রাম-বচন। ২ গোবর্দ্ধন ধারণের পরে গোপগণের প্রতি কৃষ্ণ-বচন।

উভয়বিভূতি মাঝে কেহ না আছয়
অবতার-রহস্য জ্ঞাতা তৃতীয়ে কহয়।

মূল গাথা

**উৎকৃষ্ট ধর্মমার্গে শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত যারা
সমগ্র সৃষ্টি আর লয়কারী ব্রহ্মাদিরা।
চিদচিদ্ যাবৎ বস্তু স্বয়ং হয়েন যেবা
সে নারায়ণের মায়া জানিতে পারে বা কেবা?**

॥১।৩।৩॥

ব্যাখ্যা—

সাধারণ ধর্মমার্গে সাধা অনুষ্ঠান যত
বিঘ্নবহুল পুনঃ বিলম্বেতে ফলপ্রদ।
তথা বিনা মহারাজ দশরথ পায় যথা
চারিটি আহুতি দিয়া চারি মহারত্ন১ তথা।
উৎকৃষ্ট ধর্মোপায়ে করি' যত অনুষ্ঠান
সর্বোৎকৃষ্ট লাভে যারা হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে যারা, তদ্রূপ সংহারে আর
নিজেরে ঈশ্বর মানে ব্রহ্মাদি যত অমর।
'হেন চিদচিদ্ বস্তু স্বয়ংই যিনি হন'
হেন পরতত্ত্ব যিনি তিনিই যে নারায়ণ।
তাঁর ইচ্ছা তাঁর মায়া তার অবতার মর্মে
জানিতে না পারে কেহ, হোক্ শ্রেষ্ঠ ধর্মে কর্মে।
'চিদচিদ্ বস্তু স্বয়ং' — দুই অর্থ হয়
প্রথম অর্থ কহি আগে শুন মহাশয়।
*চিদচিদ্বিশিষ্ট বস্তু — এই তত্ত্ব নারায়ণ
তাঁহার শরীর হয় যত চেতন-অচেতন।*
বিশেষণ বিশেষ্যের প্রকার যে হয়
বিশেষ্য প্রকারী তার অভিধানে কয়।
শরীরী-শরীর হেন প্রকারী-প্রকার
প্রকার চিদচিদ্বস্তু প্রকারী ঈশ্বর।
অতো চিদচিদ্বাচী যত শব্দ হয়
পরিশেষে সবে গিয়া ঈশ্বরে পৌঁছায়।
তাই চিদচিদ্বস্তু স্বয়ং নারায়ণ
সামানাধিকরণ্য-বৃত্তি* শাস্ত্রের কথন।

দ্বিতীয় অর্থে পুনঃ কহে ব্যাখ্যাকার,
কেন চিদচিদ্ বস্তু, স্বয়ং ঈশ্বর।
কোন পুরুষের কাছে কেহ গিয়া যবে ক'ন
জীবন রক্ষায় তব কোন্ বস্তু প্রয়োজন?
নিজ সনে স্ত্রী-পুত্রাদি একত্রে সকলে বাঁচে
সবে রক্ষা পায় হেন ধান্য পরিমাণ যাচে।
আপনার সাথে যত আপনার পরিবার
সকলেরে নিজ মানে, ভেদ নাহি রাখে তার।
তথা যত চিদচিতে মমত্ব অভিমানে
ভেদ ত্যজি' নারায়ণ অভিন্ন বলি' মানে।
অবতার-সৌলভ্য তাঁর নিত্যসূরী নাহি জানে
পরত্বের অনুভবে মগ্ন তারা অনুক্ষণে।
সংসারী নাস্তিক তাই জানে না মানে না তারা
ব্রহ্মাদির জ্ঞান নহে পূর্ণ নহেক সক্ষম এরা।
জ্ঞান-ভক্তি-পূর্ণ আড়্‌বার তারাও জানে না
সৌলভ্য-অনুভবে তারা হারায় চেতনা।
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যিনি তিনিও না জানে
নিজ জন্ম কর্মেরে 'দিব্য'* মাত্র ভণে।
অতএব অবতারে সৌলভ্যের এ রহস্যে
স্বয়ং ঈশ্বর সহ কেহই না জানে বিশ্বে ॥১।৩।৩॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অবতারে সৌলভ্যের যথাযথ পরিচয়
কারো বোধগম্য নহে বিশাল সংসারময়।
তদুত্তরে কহে সূরী আশ্রিতে সুলভ অতি,
এ জ্ঞান দুর্লভ অতি যত অনাশ্রিত প্রতি।

মূল গাথা

**মহাজ্ঞানী হোক্ তবু জানিতে না পারে
স্বামীর সৌলভ্য গুণ শতেক বিচারে।
এ হেন স্বভাব তাঁর জানিতে সুলভ অতি
স্বামীর আশ্রিত যিনি, তিনি প্রীত যাঁর প্রতি॥**

১চার মহারত্ন—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—চার পুত্র

* 'সামানাধিকরণ্য বৃত্তি'—ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, পৃঃ ২২।

* দিব্য'—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং।' (গীতা)

সহস্র নামেতে নামী গুণে তথা রূপে তিনি
যত নাম তত রূপে রূপবান মোর স্বামী।
'সৎ' নয় 'অসৎ'ও নয়, ভাবনার পার্থক্য
ইহাতে বিবাদ নাই অধিকারী ভেদ মাত্র॥

॥১।৩।৪॥

ব্যাখ্যা—

সর্বভাবে জ্ঞানবৃদ্ধ স্বযত্ন বিচারে যত
জানিতে অক্ষম তাঁর স্বভাবেরে যথাযথ।
জন্ম বৃত্ত জ্ঞানাদিতে হীন কোনে নয়
স্বামী প্রীত তারে যদি জানিবে নিশ্চয়,
স্বয়ং তিনি কৃপা করি করে তারে প্রদর্শনে
আপন স্বভাব আর স্বরূপ ও রূপগুণে।
ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন মহাশয়
বানর ভিল্লী আর আভীরাঙ্গনায়*।

তথা হি—নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে।
(স্তোত্ররত্ন—যামুনাচার্য)

সহস্র নামেতে তিনি হন নামবান
যত নাম তত গুণ তত রূপবান।

তথা হি—সহস্রাস্তঃ সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণো বিভুঃ।
সহস্রবাহুঃ সর্বজ্ঞো দেবো নাম সহস্রবান্॥
(ভাঃ ভীঃ)

সহস্র রূপেতে তিনি বিরাজিত রূপবান
বিশ্ব মাঝে যত বস্তু সমস্তই তনু তাঁর।

তথা হি—
নামরূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥
(বিঃ পুঃ ১।৫।৬৪)

'নামরূপে ব্যাকরবাণি।' (ছাঃ উঃ)

অবতারে তাঁর ধৃত দিব্য বিগ্রহচয়
অনাশ্রিত নাস্তিকের বুদ্ধি-অগোচর তায়।
হেন দিব্য বিগ্রহেরে যথাযথ জানে
জ্ঞানী তথা ভক্তিমান আশ্রিত জনে।
আশ্রিত করে তাঁর মঙ্গল-আশাসন
অনাশ্রিত অবিশ্বাসে দূরে বিচরণ।

* বানর — সুগ্রীব, ভিল্লী — শবরী, আভীরাঙ্গনা— গোপী।

এই দোঁহাকার মাঝে সুরী তবে কহি যান
অবতার সত্য নিত্য, নাহি হও সন্দিহান।
'সৎ' নয় 'অসৎ'ও নয়, ভাবনার পার্থক্য
ইহাতে বিবাদ নাই অধিকারী ভেদ মাত্র।

॥১।৩।৪॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'যাবৎ জীবন ভজ'১ শুনি তবে সংসারী
ভজন-উপায় পুছে, তদুত্তরে কহে সুরী।
গীতা-উক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমার্গ ধরি' ধরি'
এ গাথায় কহে, তুমি ভজন করহ তাঁরি॥

মূল গাথা

বিচার করিয়ে করি বরজন
ষড়্‌মত২ পরিবাদে।
কৃষ্ণাবতারে আপন শ্রীমুখে
কহিলা যে মতবাদে॥
অন্তরহিত অসংখ্য গুণ
প্রতি অবতারে উজ্জ্বলতর।
স্বয়ং কথিত ভক্তিমার্গে
রহি সদা তাঁর ভজনে সঞ্চর॥
তদুক্ত জ্ঞানে হইয়ে গো জ্ঞানী
বাহ্যমার্গে তৃণসম।
করি পরিহার, বিষয়-বাসনা
কর নিবৃত্ত চিন্তন॥

॥১।৩।৫॥

ব্যাখ্যা—

বৈদিক অবৈদিক মতে বিবাদের সমাধানে
বিচারি' গীতায় কৃষ্ণ কহিলেন এ সাধনে।
নহে নির্বিকার উক্তি নহে যথেচ্ছ কথন
পুনঃ পুনঃ বিচারিয়ে এই মত নিরূপণ।

১'যাবৎ জীবন ভজ' — পূর্ব দশকে সুরীর উপদেশ।
২ষড়্‌মত — উলুক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপনক, সাংখ্য, কপিল, পাতঞ্জল — ইহাই বৌদ্ধ, জৈন আদি ষড়্‌মত।

অসংখ্য গুণেতে গুণী অনন্ত স্নেহবান
জীবের কল্যাণ তরে হিততম জ্ঞান দান।
স্নেহে বা বাৎসল্যে হোক্ তবু উক্তি যথার্থ
কোন অবতার হোক্ তাঁর জ্ঞান সদা আপ্ত।
কর্ম হেতু জ্ঞান-সঙ্কোচ জীবের জনমে আসে
অকর্মবশ্য অবতার তাঁর গুণ নাহি হ্রাসে।
'ভগবান' শব্দ আখ্যা মুখ্যতঃ তাঁহাতে করে
অন্যত্র যে ব্যবহার এই নাম উপচারে।
তথা হি—
'তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ হ্যন্যত্র উপচারতঃ॥'
(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৭)
হেন কৃষ্ণ ভগবান যেই পন্থা কহি যান
সেই ভক্তিমার্গে রহি কর তাঁর উপাসন।
'ভক্তি' অর্থ হয় প্রীতি প্রেম স্তুতি নমস্কৃতি
এই ভক্তি জ্ঞান-বিশেষ অথবা উপাসারতি।
তথা হি—
'সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥'
(গীতা ৯।১৪)
'ভক্তিশ্চ জ্ঞানবিশেষঃ।' (রামানুজ)
'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।' (মুণ্ডক উঃ)
ফলান্তর দায়ী যারা, কহি বাহ্য মার্গ
ভগবল্লাভে তারা বিরোধীর বর্গ।
হেন তুচ্ছ বাহ্য মার্গে কর কর পরিহার
আর কর পরিহার বিষয়-রুচি-বাসনার।
তথা হি—
'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।'
(গীতা ২।৫৯)
গীতা-উক্ত জ্ঞানে তথা ভক্তি মার্গে সঞ্চরি
উক্ত চরমশ্লোকে অভিপ্রায় ধরি ধরি।*
কর বাহ্য-পরিহার নিবর্তয় বাসনারে
প্রবল বিরোধী এরা, ভক্তিপথে অগ্রসরে।
॥১।৩।৫॥

* চরম শ্লোক — গীতোক্ত ১৮।৬৬ শ্লোক—শরণাগতি-বিষয়।

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
অবতারে[১] আশ্রয় কহিয়াছে পূর্ব গাথা
এবে কর আশ্রয়-বস্তু, আশ্রয় প্রকার তথা।
তথা হি—
মধ্যে বিরিঞ্চিগিরীশং প্রথমাবতারঃ
তৎসাম্যতঃ স্ফুরয়িতুং তব চেৎ স্বরূপম্।
কিং তে পরত্বপিশুনৈরপি[২] রঙ্গধামন্
সত্ত্বপ্রবর্তনকৃপাপরিপালনাদ্যৈঃ॥
(পরাশর ভট্টরস্বামী কৃত 'রঙ্গরাজস্তব'—
উত্তর ভাগ, শ্লোক ৫১)
ব্রহ্মা রুদ্র মাঝে বিষ্ণু প্রধান অবতার
অথবা প্রধান অন্য এ তিন মাঝার।
অথবা ত্রিতয় তুল্য সকলে সমান
অথবা অপর কেহ আছয়ে প্রধান।
বিচারিয়ে কহ শুনি পুছে যত সংসারী
সবার প্রধান কেবা কাহারে আশ্রয় করি?
এত শুনি সূরী তবে করে উপদেশ
দেহ আত্মা নহে, ইহা জ্ঞান সবিশেষ।
জীবাত্মস্বরূপ জ্ঞান যদি বা সম্ভব
সর্বেশ্বরে স্বরূপ-জ্ঞান অতীব দুর্লভ।
ব্রহ্মা রুদ্র দেহ সবে, পরমাত্মা বিষ্ণু তার
করহ আশ্রয় তাঁরে তিনি হন সর্বেশ্বর।

মূল গাথা

জ্ঞান জ্ঞান তাঁরে তাঁরি জ্ঞান দ্বারে
তিনি যে ব্যাপিয়া র'ন।
অধো উর্দ্ধে আর পার্শ্বে তোমার,
দেহ হতে তিনি আন॥
সে আত্ম-স্বরূপ শ্রবণে মননে
যোগাভ্যাসেতে আর।
শকতি যদি বা যথা কথঞ্চিৎ
জ্ঞান লাভে ওগো তার॥

[১]অবতারে আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'মামেকং শরণং ব্রজ।
[২]পরত্বপিশুনৈঃ—পরত্বসূচক কার্যকলাপের দ্বারা।

স্বামী সর্বেশ্বর তাঁর অবস্থিতি
জগতে কেহ না জানে।
ওরে জীব তোরা কর প্রযতন
তাঁহারি স্বরূপ জ্ঞানে ॥
হরি হর অজ স্বরূপ স্বভাব
বিচারি জানিয়া কহ।
তব মনে যাঁর পরত্ব নিশ্চয়
তাঁরি আশ্রয় লহ ॥ ॥১।৩।৬॥

ব্যাখ্যা—

'জ্ঞানমাত্র' না কহিয়ে 'জানি' 'জানি' কহে সূরী
জ্ঞপ্তিমাত্র আত্মবাদ-পক্ষ১ নিরসন করি।
'জানি' 'জানি' বীপ্সা উক্তি কহে এই অভিপ্রায়ে
চৈতন্যযুক্ত আত্মা বদ্ধ মুক্ত দশাদ্বয়ে।
মুক্ত আত্মা পাষাণকল্প২ কোন কোন মতে কয়
এই মত খণ্ডি' আত্ম-জ্ঞান নিত্য প্রতিষ্ঠয়।
কোন কোন ক্রিয়াবাদী জ্ঞানক্রিয়ার কর্তৃত্বেরে৩
অনিত্য৩ বলিয়া মানে তারেও নিরস্ত করে।

আত্মা অণু-পরিমাণ কিন্তু জ্ঞান ধর্ম তার
এই জ্ঞান অধঃ ঊর্দ্ধ্ব পার্শ্বে ব্যাপ্ত চারিধার।

জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ দেহ হতে হয় আন
এ দেহে সর্বত্র ব্যাপ্ত তার ধর্মভূত জ্ঞান
জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে বুঝ, ইথে হয় পরমাণ।
জীবাত্ম-স্বরূপ জ্ঞান যদি বা সম্ভব হয়
শ্রবণ মনন আদি যোগাভ্যাস দ্বারে তায়।
ঈশ্বর-স্থিতি-প্রবৃত্তি কিন্তু মোরা নাহি জানি৪
ব্রহ্মা-রুদ্র-অন্তরাত্মা, অতয়ে তাদের স্বামী।

ওহে জীবগণে! তব এ অজ্ঞানে
কারণ কিবা যে হয়।
জড় তুমি কিবা চেতনা-যোগ্যতা
নাহি তব, তাতো নয় ॥

অথবা চেতনা বিদ্যমান যদি
জ্ঞানের কার্য নাই।
কিংবা সে জ্ঞান ভ্রষ্ট অধুনা
তাঁহারে না জানি তাই?

উত্তরে সংসারী কহে, "বদ্ধ জীব মোরা সবে,
জ্ঞান অতি সঙ্কুচিত জানিতে অশক্ত তবে,
ওহে সূরি! তুমি হও বিকসিত জ্ঞানবান
কেবা পরতত্ত্ব হন কহ করি নিরূপণ।"
সূরী কহে শুন কহি শুদ্ধ বিবেচন,
স্বরূপে স্বভাবে কহি পরত্ব কথন।
বিরোধী-বিনাশশীল, রক্ষণ-স্বভাব একে
অন্যেরে সৃজন করে নিজ নাভি-কমলেতে।
অপর পুরুষ সংহারের মাত্র নির্বাহক
হরি অজ২ হর ত্রয়ে লক্ষণের বিজ্ঞাপক।
স্বরূপ ও স্বভাব হেন ত্রিমূর্ত্তির নিরূপণ
যতেক প্রমাণ তায় বিচারিয়ে ঘন ঘন।
কোন পক্ষপাত ত্যজি' হ'য়ে নির্বিকার
স্বরূপ ও স্বভাব বিচারিলে বার বার।
একের উৎকর্ষ মনে ভাসিবে নিশ্চয়
তাঁরে আশ্রয়িতে স্থির কর মহাশয়।
আশ্রয়ণ করি ক্রমে শ্রবণে মননে ধ্যানে
তাঁরে ফলদাতা বলি নিঃসংশয় হও মনে।
॥১।৩।৬॥

——

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী-উপদেশ শুনি কহিছে সংসারী তবে
নির্দেশানুযায়ী তব করিতেছি মোরা এবে।
বিলম্ব হেরিয়া তবে তাদের এ অনুষ্ঠান
হায় হায় করি সূরী কহে পুনঃ সাবধান।

আয়াস অল্প অতি পরবস্তু পাতে মতি
করহ সত্বর অতি, বিলম্ব না কর।
বস্তুর অলাভে হানি লাভেতে সৌভাগ্য জানি
থেকো না অলস এবে দৃঢ় করি ধর ॥

১—জ্ঞপ্তিমাত্র-পক্ষ—যোগাচার বৌদ্ধমত।
২—মুক্ত আত্মা পাষাণকল্প-পক্ষ—ন্যায় বৈশেষিকমত।
৩—জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্বের অনিত্যতা-পক্ষ—মায়াবাদমত।
৪—'যমাত্মা ন বেদ'—(বৃঃ উঃ)

২—অজ—ব্রহ্মা।

স্বরূপ নির্ণয় তরে যতেক উপায় তারে
নিরূপনে যত্নবান হও গো ঝটিতি।
তবে নিরূপিত হলে আশ্রয়ো চরণতলে
মতি রতি সনে তারে করহ ভকতি॥

পূর্ব গাথায় সূরীর যত উপদেশ
তার পুষ্টি লাগি হেথা দিতেছে নির্দেশ।

মূল গাথা

ভিন্ন কিংবা এক মূর্ত্তি জানিতে অক্ষম
চতুর্মুখ রুদ্র আর দিব্য নারায়ণ।
অভিন্ন ভাবিয়া মনে বিশেষ বিচারে
উভয়ে বাসনা ত্যাজি' ধরহ একেরে।
ভকতি করিয়ে তাঁরে সাধহ কল্যাণে
বিলম্ব না কর, ধর ত্বরিতে এখনে॥

॥১।৩।৭॥

ব্যাখ্যা—

ত্রিমূর্ত্তি প্রধান সবে বিভিন্ন শরীরে
ভিন্ন আত্মা প্রতিষ্ঠিত নিজ নিজ দেহে।
অথবা এ দেহত্রয়ে এককের অধিষ্ঠান
নির্ণয়ে অশক্ত যদি কর অনুচিন্তন।
রূপে গুণে নামে সেই উজ্জ্বল নারায়ণ
সর্ব পরবস্তু তিনি, তিনি পুরুষোত্তম।
তিনি হন দিব্যদেব হেয়গুণ বিরহিত
'নারের' অয়ন[১] তিনি সবারি আশ্রয়ভূত।

তথা হি — 'অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।' (সুবালঃ উঃ)
'দৃষ্টপ্রকারেণ যস্ত এব লোকা ইতি বক্তুং যোগ্যতয়া স্থিতঃ।' (সহ—৪।৫।১০)

তিনি হন সর্বাশ্রয় তিনি সর্বরক্ষক
তিনি হন দিব্য দেব নারায়ণ নিয়ামক।

চতুর্মুখ চারি মুখে করে বেদ উচ্চারণ
কোন সৃষ্টিকালে কোন অণ্ডে করে সে সৃজন।
কোন প্রলয়ের কালে কোন ব্রহ্মাণ্ডের নাশ
করিয়া থাকেন রুদ্র ইহাই শাস্ত্রের আশ।
সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে
নামত্রয় মিশে শেষে ভগবান জনার্দনে।

তথা হি —
'সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরিণীং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকম্
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান এক এব জনার্দনঃ।'
(বিঃ পুঃ ১।২।৬৬)

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মধ্যে বিষ্ণুই প্রধান
উক্ত শাস্ত্রবাক্য হ'তে ইহাই প্রমাণ।
বেদান্তে ও ন্যায় আদি শাস্ত্রের বিচারে
ব্রহ্মা রুদ্রে অপ্রধান বলি' গণ্য করে।
দোঁহার পরত্বভাবে তথা দোঁহে সমাশ্রয়ে
ত্যজিয়া করহ ভক্তি পরবস্তু নারায়ণে।
এই ভক্তিলতা পুনঃ অভিবৃদ্ধ হ'য়ে ক্রমে
ফলদানে সক্ষম হইবে সে পরিণামে।

*বহু দোষে দুষ্ট আত্মা পুনঃ অল্প আয়ু স্থিতি**
এখনি আশ্রয় করো যদি চাহ শ্রেষ্ঠ গতি।
সূর্যোদয়ে আনন্দিত অর্থাগম কাল জানি'
অস্তকালে আমোদিত রমনের কাল মানি।
এইভাবে প্রতিদিন হইতেছে আয়ু ক্ষীণ
ঘটভরা জল বল যায় আর কত দিন!
কাটায়োনা কাল আর বৃথা বিলম্বনে
ঝটিতি আশ্রয়ো তারে অনন্যভজনে।

॥১।৩।৭॥

১—নারের অয়ন — 'নার' শব্দের অর্থ—সমগ্র নিত্যবস্তু, জড় ও চেতন। সমস্ত 'নার'বস্তুরই অয়ন বা আশ্রয় স্থল হইতেছেন 'নারায়ণ'। নারায়ণ শব্দের ইহাই যৌগিক অর্থ।

২—অর্থ—তোমার অনতিভবনীয় শ্রীবিগ্রহ দর্শনমাত্রেই জানা যায় যে, সমস্ত জগতই তোমার বস্তু, তোমার অধীন। তুমিই সর্বরক্ষক।

* 'বিদ্যুৎস্থিতিশূন্যানি স্থিরাত্মশরীরাণি।' (সহ ১।২।২)

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'আশ্রয় করহ তাঁরে' — সূরীর এ উপদেশে
সংসারীর মনে পুনঃ নানাবিধ শঙ্কা আসে।
অনাদিকালের কৃত আমাদের পাপরাশি
বাধা কি দিবে না এরা আশ্রয়ের পথে আসি ?
সমীচীন কাল কিবা প্রয়োজন সমাশ্রয়ণে ?
প্রশ্নের উত্তরে সূরী কহে শঙ্কা সমাধানে।
সূরী কহে নাহি ভয়, সমাশ্রণ কালে
তখনি বিনষ্ট হবে বিরোধী সদলে।
শ্রিয়ঃপতি সমাশ্রণে নাহি কালাকাল
মরণকালেও তাঁরে শরণ সফল।

মূল গাথা

মোদের প্রাচীন অতি ক্রূর পাপ যত যত
প্রতি পদে আসি বাধা দেয় যারা শত শত।
সদ্য নষ্ট হয় তারা শরণাগতির ফলে
অনন্তর অন্য কোন বাধা না আসিতে পারে।
ধুয়ে ফেলি যত বাধা মনেরে নির্মল করি'
লক্ষ্মীসহ নারায়ণ দোঁহা পদযুগ ধরি'।
সতত প্রণতঃ রহ লভহ শরণ তাঁর.
মরণ দশায়ও যদি সে মরণে পাবে পার॥

॥১।৩।৮॥

ব্যাখ্যা—

অণুবস্তুর পরতন্ত্র 'পরিমণ্ডল'১ নিত্য যথা
নিত্য হ'লেও ভগবদ্গুণ২ স্বরূপের অধীন তথা।
তথা নিত্য আত্মবস্তু নিত্য বদ্ধ জড়দেহে
অবিদ্যা অজ্ঞান হেতু নিত্য পরাধীন রহে।

আমাদের পাপ কর্ম সবে তারা স্বেচ্ছাকৃত
অবশ্যই ভোক্তব্য কর্মফলে দুঃখ যত।
অন্তহীন কাল ধরি ক্রমে ক্রমে দুঃখ যত
অতি ক্রূর পাপরাশি হোক্ যত সঞ্চিত।
শরণাগতির কালে তারা সদ্য নষ্ট হয়
ত্বরিতে শরণ লহ চিন্তা ত্যজ নাহি ভয়।

তথা হি—

অভূতপূর্বং মম ভাবি কিংবা
সর্বং সহে মে সহজং হি দুঃখম্।
কিন্তু তদগ্রে শরণাগতানাং
পরাভবো নাথ ন তেঽনুরূপঃ॥ (স্তোত্ররত্ন)

তথা হি—

"তদ্যথৈষীকা তুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতে
এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে॥" (ছাঃ উঃ)
"সকৃৎস্মৃতোঽপি গোবিন্দো নৃণাং জন্মশতৈশ্চিতম্।
পাপরাশিং দহত্যাশু তুলারাশিমিবানলঃ॥
মেরুমন্দরমাত্রোপি রাশিঃ পাপস্য কর্মণঃ।
কেশবং বৈদ্যমাসাদ্য দুর্ব্যাধিরিব নশ্যতি॥"

সঞ্চিত বিরোধী যত এভাবে নিবৃত্ত হয়
'উত্তরাঘ'৩ যদি তাও অনুতাপে নাশ পায়।
সর্ব বিঘ্ন নষ্ট তব শরণাগতির বরে
স্বরূপ-পুষ্টিতে তব সর্ব মনস্কাম পুরে।

তথা হি—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ৯।৩০-৩১)

এই শ্লোকে অর্জুনেরে কৃষ্ণচন্দ্র কয়
কত দৃঢ় এ বচন শুন মহাশয়।

১—পরিমণ্ডল—কণাদের বৈশেষিক মতে পরমাণু জগৎ-সৃষ্টির আদি কারণ। এই পরমাণু হইতে পরবর্তী পরিমণ্ডলের সৃষ্টি। এই পরিমণ্ডল সৃষ্টিকালের অধীন।

২—ভগবানের গুণরাশি ভগবৎ-স্বরূপের আশ্রয়ে থাকে। অতএব এই গুণগণ নিত্য হইলেও ভগবৎ-স্বরূপের অধীন থাকে।

৩—উত্তরাঘ—শরণাগতি করিবার পরবর্তীকালে শরণাগত ব্যক্তির জন্মজন্মগত অভ্যাসবশতঃ বিনাবিচারে স্বতঃই পাপ কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে, সেগুলিকে 'উত্তরাঘ' বলা হয়। এই 'উত্তরাঘ' অনুতাপের দ্বারা বিনষ্ট হয়।— 'অনুতাপেন নশ্যতি।'

অনর্থ আসিতে নারে মদাশ্রিত জন প্রতি
এ বাক্যে বিশ্বাস রাখি তুমি কর প্রতিশ্রুতি।
ঈশ্বর-শরণাগতি পুন পাপ-সদ্ভাব
উভয়ের সহস্থিতি নহে কভু সম্ভব।
অগ্নির সিঞ্চনে যথা শীতলতা অসম্ভব
তথা যে শরণাগতি সহ পাপ-সদ্ভাব।

"দুরাচারোপি সর্বাশী কৃতঘ্নো নাস্তিকঃ পুরাঃ।
সমাশ্রয়েদাদিদেবং শ্রদ্ধয়া শরণং যদি ॥
নির্দোষং বিদ্ধি তং জন্তুং প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ॥
(ভারঃ সাত্বঃ)

শ্রদ্ধাভরে ভগবানে লইলে শরণ
দুরাচারী করে যদি অকৃত্য করণ।
ত্রিদোষ-দুষ্ট১ ভোজ্য যদি গো ভোজেন
নাস্তিক হইয়ে বেদ-মর্যাদা লঙ্ঘন।
কৃতঘ্ন হয় যদি উপকারীর অপকারে
নির্দোষ তথাপি তারা সর্বেশ্বর-সুবিচারে।

'দোষপূর্ণ জীব সদা আমারে-বিমুখ
কবে সে আশ্রয়ে মোরে হ'য়ে অভিমুখ'—
সদাই অপেক্ষা তাঁর, এই সে আশায়,
হেন জীব যদি লয় তাঁহার আশ্রয়,
দোষপূর্ণ তবু তারে ভাবেন নির্দোষ
প্রভুর প্রভাবে নষ্ট হয় তার দোষ।
বাসুদেব ভক্তে কভু অশুভ না হয়
জন্ম মৃত্যু জরা ভয় নাহি উপজয়।

"ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে ॥
(ভাঃ অনুঃ ১৪৯।১৩২)

'মনেরে নির্মল করি' তাঁহারে আশ্রয় কর
এই নির্মলতা অর্থ কহি শুন অতঃপর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মধ্যে নির্বাহক কেবা
সর্বেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মা রুদ্রাদি অথবা?
নিরসন করিয়ে গো এ হেন সংশয়
বিষ্ণু নির্বাহক যদি করহ নিশ্চয়।
শুদ্ধ ও নির্মল তবে সেই মন হয়
এ হেন নির্মল মনে কর সমাশ্রয়।

লক্ষ্মী নারায়ণ হন পরম আশ্রয়
সেই শ্রীচরণ তুমি কর সমাশ্রয়।

লক্ষ্মী সহ নারায়ণে সমাশ্রয়ে কহে সুরী
ভট্টরে বেদান্তী১ পুছে, কারণ বুঝিতে নারি।
ভট্টর কহয়ে শুন ইহার কারণ
লক্ষ্মীজীর কৃত্য হেথা কত প্রয়োজন।

তব অপরাধ যত সমাশ্রয় কালে
মার্জনা করাইবে রমা ছলে বা কৌশলে।
অতয়ে করহ তুমি লক্ষ্মী-পুরস্কারে২
নারায়ণে সমাশ্রয় সুলভ সবারে।
এ হেন সমাশ্রয়ে নাহি কালাকাল শুদ্ধি
তখনি যে কাল শুদ্ধি যবে তব এ প্রবৃত্তি।

সারা জীবন কর যদি ইতরে আশ্রয়
জেনো তাহে নাহি হবে শ্রেষ্ঠ ফলোদয়।
মরণ দশায়ও যদি সর্বেশ্বরে সমাশ্রয়
মরণের পরে তুমি ফলসিদ্ধি পাবে তায়।

মৃত্যুকালে হীন শয্যা বস্কলাদি পরিধান
যত কিছু হীন দশা, পুনঃ থাক অচেতন।
তথাপিও মৃত্যু যদি অধোমুখে অবস্থায়
সাষ্টাঙ্গ বলিয়া মানি সদ্গতি দেন তায়।

॥১।৩।৮॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ব্রহ্মাদি অবর বস্তু, বিষ্ণু হন সর্বেশ্বর
সপ্রমাণ কহে সুরী ইতিপূর্বে পরে পর।
এ হেন সে পরবস্তু সমাশ্রণ করি তবে
স্বরূপের পূর্তি করে ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবে।

১—ত্রিদোষ-দুষ্ট ভোজ্য—১ নিমিত্ত-দুষ্ট, ২ জাতি-দুষ্ট ৩ আশ্রয়-দুষ্ট।

১—পরাশর ভট্টরস্বামী—গুরু, বেদান্তীস্বামী তাঁর শিষ্য।
২—লক্ষ্মী-পুরস্কারে নারায়ণ সমাশ্রয়—লক্ষ্মীদেবীকে পুরস্কৃতঃ (অগ্রে) রাখিয়া নারায়ণের চরণে সমাশ্রিত হওয়া, শরণাগত হওয়া।

ব্রহ্মাদির উৎপাদক রক্ষক পুন যে তাঁর
এ হেন সে সর্বেশ্বর কি কারণে অবতার ?
হেয় এই ভূমিতলে, যে স্থান দেবতাগণ
স্পর্শন-অযোগ্য বলি দূরে রাখিবারে চান।
এ প্রশ্নের সদুত্তর তাঁহারি শ্রীমুখে পাই
অবতার হেতু কিবা শুন এবে কহি তাই।

তথা—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৮)

আশ্রিত রক্ষণে ত্বরা, অন্যে রুচি উৎপাদন
এই দুই কার্য সহ দুষ্কৃতের বিনাশন।

মূল গাথা

ত্রিপুরদাহক মানি যেবা রুদ্র অভিমানী
দক্ষিণ পার্শ্বেতে আসি, যাঁর দেহে র'ন তথি।
চতুর্মুখ গরবিত রচিয়া ব্রহ্মাণ্ড যত
তার সাথে স্বয়ং যাঁর নাভিতলে অবস্থিতি॥
হেন পরবস্তু সেহ ধরি ধরি নানা দেহ
নেত্রগোচর হয়ে ভূমিতলে অবতরে।
স্বেচ্ছাধীন অবতার সৃজন ও রক্ষার ভার
দুর্জ্ঞেয় এ লীলা তার, তাই মায়া নাম ধরে।
॥১।৩।৯॥

ব্যাখ্যা—

ষষ্ঠ ও সপ্তম গাথা ত্রিমূর্ত্তি বিচারি
যাহা উপদেশ করে আমাদের সূরি।
সে সিদ্ধান্ত পূর্ত্তি তরে সূরি পুন কহি যায়
বিষ্ণুর পরত্বে যত নানা তত্ত্ব সমবায়।
ত্রিপুর-দাহক বলি যাঁর অতি অভিমান
সেই রুদ্র শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণ অঙ্গেতে র'ন।

তথা হি—

পশ্যৈকাদশ মে রুদ্রান্ দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতান্।
দ্বাদশৈব তথাদিত্যান্ বামপার্শ্বং সমাশ্রিতান্॥
(ভাঃ মোক্ষঃ ধঃ ১৬৭।৫১)

গরবিত চতুর্মুখ রচিয়া ব্রহ্মাণ্ড যত
তার সাথে স্বয়ং যাঁর নাভিতলে অবস্থিত।

তথা হি—

"ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।"
(গীতা ১১।১৫)

"স্বভক্তনিয়ামকেন স্বামিনা দিঙ্মুখেন শ্রীদেব্যা চ
বিভজ্য অনুভূয়মানঃ দিব্যবিগ্রহঃ।" (সহ ৪।৮।১)

দিব্য অঙ্গে স্থান পান ব্রহ্মা রুদ্র দেখ যথা
অন্তঃপুর-নিবাসিনী কমলারও১ স্থান তথা।
অতো বিচারিয়ে বুঝি বিষ্ণু সর্ব-ব্যপাশ্রয়
সর্ববস্তু রাখি অঙ্গে তবু অবকাশ তায়।
সর্ব জীব সর্ব দেব রহি তাঁর দিব্য-অঙ্গে
সরূপলাভেতে ধন্য বহিরঙ্গে অন্তরঙ্গে।
মাতৃস্তন ত্যজি যথা শিশুর শরীর ক্ষীণ
নাভিপদ্ম ত্যাগে তথা ব্রহ্মাও স্বরূপহীন।
সর্বেশ্বর নির্দেশিয়া এ হেন সে ব্রহ্মারে
রচাইলা চৌদ্দভুবন-ভরা ব্রহ্মাণ্ডেরে।
হেন ব্রহ্মাণ্ডের এক ভুবনের ভূমিতলে
সর্বেশ্বর নিজে আসি বারে বারে অবতরে।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি যাঁরা তাঁর অঙ্গে পেয়ে স্থান
আপনারে ধন্য মানি' হইলা স্বরূপবান।
হেন দেবগণ যথা পাদস্পর্শ-বিলজ্জিত
কি হেতু সে হেয় স্থানে সর্বেশ্বর আবির্ভূত ?
যদি বল আর্তভক্তে রক্ষা তরে আগমন
স্বধাম হ'তে স্বসংকল্পে হয় না কি এ রক্ষণ ?
ইন্দ্রিয়গোচর হ'য়ে অবতারে হেতু কিবা ?
স্বসংকল্পে ভক্ত মনে আশা দানে হানি কিবা ?
সংসারীর প্রশ্ন শুনি তদুত্তরে কহে সূরী
সরবজ্ঞ সর্বশক্তি উজ্জ্বল বৈকুণ্ঠে রহি'।

কেবল সংকল্পে যদি আশ্রিত রক্ষণ করে
উজ্জ্বল তেজ তাঁর মলিন হইয়া পড়ে।
ভক্তের আহ্বানে যদি তাহার রক্ষার তরে
আলুথালু বেশে আসি ভূমিতলে অবতরে।
তখনি স্বরূপ তাঁর ফুটে উঠে বিশ্বভরি
গজেন্দ্র-মোক্ষণে যথা আসি অবতরে হরি।

তথা হি—

"অকুণ্ঠিতজ্ঞানৈকোপকরণো বিকম্বরলোকে
আশ্রিতান্ রক্ষসি চেৎ ত্বদুজ্জ্বল-
তেজস্তিরোহিতং ন ভবেৎ কিম্ ?"
(সহ ৩।১।৯)

১—লক্ষ্মীজী, নারায়ণের দক্ষিণ বক্ষস্থলে বিরাজিতা।

এ হেন সে অবস্থায় কেবল স্বেচ্ছায় তাঁর,
তাঁহার মহিমা কহে এ হেন সে সাধ্য কার ?
প্রতি অবতারে কত জীবে রক্ষা কি প্রকারে
কদাচিৎ কোন অংশে কেহ কহিবারে পারে।
কখন উদ্যোগে যদি ভাব মনে উপজয়
সে ভাব মনেতে থাকে প্রকাশে না ভাষা পায়।
'দুর্জ্ঞেয় এ লীলা তাঁর, তাই মায়া নাম ধরে'—
ব্যাখ্যাকারে এ কথার দ্বিতীয় যোজনা করে
সর্বেশ্বর-সৃষ্ট ব্রহ্মা, তাঁর সৃষ্ট জীব যত
হেন জীব গৃহে সেই সর্বেশ্বর আবির্ভূত।
আপনারে পুত্র মানি, জীব পিতা-অভিমানী
কহে তাঁরে লহ রাজ্য তোমারে দিলাম আমি।
অথবা কহিছে তাঁরে ক্ষুদ্র যষ্টি দিয়া হাথে
ধেনু বৎস পিছে যাও গোঠে ধেনু চরাইতে।
এ হেন সুলভ তাঁর অবস্থিতি অবতারে
ভক্তের আপদে পুনঃ ঐশী-শক্তি রক্ষা করে।
অবতারে এ মহিমা সুরীর শ্রীমুখে শুনি
সংসারী কহে মোরা আগে তা'তো নাহি জানি।
সুরী কহে তাঁর লীলা জানিতে শকতি কার ?
সেই জানে তাঁর মায়া যার প্রতি কৃপা তাঁর।
অতি ভাগ্যহীন যেবা প্রতিকূল সর্বেশ্বরে
লোহার শৃঙ্খলে তারে বাঁধে প্রভু এ সংসারে।
প্রভু হ'তে দূরে যেতে ইচ্ছা যদি হয় তবে
অনুমতি দিয়ে তারে রহেন উদাসীন ভাবে।
তিনি উদাসীন হ'লে সংসারী আঁধারে রহে
তাঁর মায়া* তাঁর লীলা, শক্তি নাহি জানে তাহে।

॥১।৩।৯॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বে কহি সুরী কৃষ্ণ-অবতারে উপকার
এবে কহে উপকার ত্রিবিক্রম-অবতার।
লোকবিক্রান্ত তাঁর শ্রীচরণ ধরি' ধরি'
কায় মন বাক্য দিয়ে সেবিব কহিছে সুরী।

* 'মম মায়া দুরত্যয়া'। (গীতা)

মূল গাথা

সংশয়হীন জ্ঞানে জ্ঞানী যতেক অমরে
তাদেরও সংশয়করী যাঁর মায়া শক্তি ধরে।
সে অনন্ত মহামায়ী ঘনশ্যাম ত্রিবিক্রম
এই অবতারে স্মরি' তাঁর সেই শ্রীচরণ।
অবিরত করি ধ্যান, শুন হে সংসারিগণ
কায় মন বাক্য দিয়ে করি সেবা অবিরাম।

॥১।৩।১০॥

ব্যাখ্যা—

যে জ্ঞানের কভু নহে সংশয় বা ব্যতিক্রম
হেন সমীচীন জ্ঞানে জ্ঞানী যে অমরগণ।
তাদেরও জ্ঞানের নাশ করিবারে শক্তি ধরে
সেই মায়াদ্বারে লীলা নানাবিধ অবতারে।
মহাকাশ হ'তেও মহা সীমাহীন পরিসর
হেন মায়াধীশ যিনি তিনিই তো সর্বেশ্বর।
অমর+ শব্দের অর্থ দেবতা বা নিত্যসুরী
ব্যাখ্যা চলে প্রথমেতে দেবগণ অর্থ ধরি'।
সবাই ত্রিগুণময় ইন্দ্রাদি দেবতাগণ
সত্ত্বগুণাধিক্য যবে তবে যথাযথ জ্ঞান।
তখন বুঝেন তাঁরা, নিজ নিজ নিজ কর্মচয়
আপন অধীন নহে, নির্বাহক সর্বেশ্বর।
রজোতমো বৃদ্ধিকালে ঈশ্বরে শত্রুতা করে
বিস্মরণ হয় যত তাঁর কৃত উপকারে।
স্ত্রীগণ হরণে নিজ, দেবগণ আবেদনে
স্বয়ং আগুসরে প্রভু তাহাদের পরিত্রাণে।
স্ত্রীগণ উদ্ধার করি' বধিয়া নরকাসুরে
প্রত্যর্পণ করে কৃষ্ণ নিজ নিজ দেবতারে।
সেই কৃষ্ণ সুরধামে নন্দনকাননে যদি
চয়নে উদ্যোগ করে পারিজাত পুষ্প লাগি।
ধেয়ে যায় ইন্দ্র তারে নিজ অস্ত্র বজ্র লয়ে
ইহাই মায়ার শক্তি জ্ঞান-দৃষ্টি বিপর্যয়ে।
নিত্যসুরী গরুত্মান সদা পূর্ণ জ্ঞানবান
ঈশ্বর-সঙ্কল্পে পুনঃ সেই জ্ঞানে ব্যতিক্রম।
ভোজনীয় নাগকন্যায় হইয়ে বঞ্চিত অতি
কহিছেন রুষ্ট হ'য়ে নিজ প্রভু হরি প্রতি।
'তোমারে মহিষী সহ বহন করি যে আমি
মম ভোজ্যা নাগকন্যা বঞ্চিলে কেমনে তুমি।'

+অমর—দুটি অর্থ। (১) ব্রহ্মাদি দেবতাগণ,
(২) নিত্যসুরিগণ।

হেন শক্তিমতী মায়া সদাই অধীন যাঁরে
সেই মায়াদ্বারে লীলা যত, যত অবতারে।
তিনি ঘনশ্যাম তাঁর ত্রিবিক্রম অবতারে
অপরূপ রূপ শোভা দর্শন দেছেন মোরে।
বিস্তৃত এ ত্রিভুবন করে যবে বিক্রমণ
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কিংবা শোভন বা অশোভন।
নির্বিচারে সর্ব শিরে পদ করে সমর্পণ
সেই মহা শিরোভূষা সদা চাহে মোর মন।

তথা হি—

"তচ্চরণকমলমেব মস্তকালঙ্কারঃ।" (সহ—১।২।২)
"কদা পুনঃ শঙ্খরথাঙ্গকল্পক-
ধ্বজারবিন্দাঙ্কুশবজ্রলাঞ্ছনম্।
ত্রিবিক্রমতচ্চরণাম্বুজদ্বয়ম
মদীয় মূর্দ্ধানমলঙ্করিষ্যতি।" (স্তোত্ররত্ন)

এসো সবে শ্রীচরণ করি গাঢ় আলিঙ্গন
স্তুতি নতি সদা করি, ইহা মাত্র প্রয়োজন।

তথা হি—

"সোঽহপ্যেনং ধ্বজবজ্রাব্জকৃতচিহ্নেন পাণিনা।
সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে॥"
(বিঃ পুঃ ৫।১৮।২)

॥১।৩।১০॥

প্রথম শতক, তৃতীয় দশক — একাদশ গাথা
(ফলশ্রুতি)

মূল গাথা

দেবে সুধা দানিবারে সাগর মথনকারী
দেবগণ অনিমেষে সে রূপসায়রে হেরি'।
করে যথা স্তুতি নতি, দাস বলি অভিমানে
তেমতি মোদের সূরী পরাজিত তাঁর গুণে।
বাচিক কৈঙ্কর্যরূপী সহস্র এ রসধারা
তার মাঝে এ দশক অধ্যয়ন করে যারা।
লভি তারা নিত্যসূরী-সমতুল্য দিব্যস্থান
জন্মরূপী কারাগৃহ খণ্ড খণ্ড করি যান॥

॥১।৩।১১॥

ব্যাখ্যা—

মথিত অমৃতসারে লুব্ধ দেবগণ যত
বিষ্ণুর ব্যাপারে মুগ্ধ, লিখি দিল দাসখত।
উপরে মাধুর্য্যশোভা তাহে রূপ মনলোভা
রূপে পরাজিত হ'য়ে করে স্তুতি নতি।
শঠকোপ আড়্‌বার গুণে পরাজিত তাঁর
বাচিক কৈঙ্কর্যে সিদ্ধ হইল তেমতি॥
বসতি কুরুকাপুরী- উদ্যান শোভিত মরি
রচিলেন রসে ভরা ধারা সহস্রক।
নিত্যধামে নিত্যসূরী- সম রতি এই ঝারি
তাহে পুনঃ রসঘন এ হেন দশক॥

তথা হি—

"তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।" (শুঃ যজুঃ ৩৪।৪৪)
"দিবিষৎসু অমৃতং ভুঞ্জানেষু অমৃতোত্তবং
যোবিদমৃতং ভুক্তবান্ মৎ স্বামী।" (সহ—)

এ দশক অধ্যয়ন করে যেই সুধী জন
নিত্যসূরী তুল্য-মূল্য লভে উজ্জীবন।
দেহ অন্তে অবশেষে লভে স্থান স্বামী-পাশে
জন্মরূপী কারাগৃহ করিয়া ছেদন॥
দেহের অন্তে মরি অর্চিরাদি মার্গ[১] ধরি'
চলে ঊর্দ্ধে 'আতিবাহী' দেবগণ[২] সাথে॥
'বিরজায়'[৩] করি স্নান লভে ঊর্দ্ধতম স্থান
প্রবেশয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠে সে পরমপদে॥

॥১।৩।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি গুরু-কৃপাবিন্দু॥

১—অর্চিরাদিমার্গ—অগ্নিলোক হইতে ব্রহ্ম-লোক পর্যন্ত মার্গ। এই মার্গ ধরিয়া মুক্তপুরুষগণ (দেহান্তের পরে) শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন।

২—আতিবাহিক দেবগণ—দেহান্তে মুক্তপুরুষগণ অর্চিরাদিমার্গে গমনকালে যখন যে-লোকে উপস্থিত হন, তখন সেই সেই লোকের অভিমানী দেবতাগণ তাঁহাকে নিজ নিজ লোকের ঊর্দ্ধ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। ইঁহারা 'আতিবাহিক দেবতা' নামে অভিহিত।

৩—বিরজা—লীলাবিভূতির শেষ সীমায় অবস্থিত সমুদ্র বা নদী।

প্রথম শতক — চতুর্থ দশক

দশক তাৎপর্য—

ত্রিবিক্রম শ্রীচরণে কীর্তন প্রণামালিঙ্গন[১]
করিতে আকুল হ'য়ে সুরী আশুবাড়ি যান।
তখন নাহিক মিলে সাক্ষাৎ দরশন
তবে হরি-পরিত্যক্তা নায়িকার দশা পা'ন।
সর্ব-অপরাধক্ষম জানি নায়ক স্বভাব
ক্ষমা লাগি প্রেরয়ে দূতী কহি' নিজ মনোভাব।
পরন্তু ভজনীয়ত্ব সৌলভ্য আর
আদি তিন দশকেতে কহে আড়্‌বার।
আচার্য-দশাতে তার উপদেশ যত যত
হর্ষভরে সংসারীরে নানাবিধ কহে কত।
এবে সে স্বভাবভ্রষ্ট পেয়ে নায়কীর দশা
হর্ষ উক্তি গেছে, এবে বিরহ-ক্লেশের কথা।
অধ্যয়নে কোন অল্প-ভক্তি অল্প-জ্ঞানী
এ তিন দশকে, কহে উপাদেয় গ্রন্থখানি।
এ দশক আরম্ভনে সেই জনে কহে পুনঃ
'কামুকের উক্তি ইহা'—করে পাঠ বরজন।
এ দশকে কাম-কথা 'বিহিত ভগবৎকাম'
অতি প্রীতি ভগবানে ধরে 'প্রেম' নাম।
'নিদিধ্যাসন' শব্দে মর্ম অর্থ ইহা কয়
ভাগ্যহীন যারা, তারা নাহি জানে এ আশয়।

তথা হি—

"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বৃঃ উঃ)

কুরুকাধিনাথ[১] কহে নায়কী-দশার হেতু
কর অবধান সবে ইহা যে প্রেমের সেতু।
সুরীর যাবৎ উক্তি মানসানুভবে কহে
এই মহা অনুভবে ঈশ্বরে মিলিত রহে।
যথা যথা মনোরথ করে সুরী অনুভবে
ভগবৎ-কৃপায় পরিপুরেণ তথা সবে।
ত্রিবিক্রম চরণেরও পূর্ণ আস্বাদন তরে
মনে মনে সে চরণে গাঢ় আলিঙ্গন করে।
সাক্ষাৎ দর্শন তরে হইয়ে বিফলকাম
সুরী উপলব্ধি করে উভয়ের ব্যবধান।
ত্রিবিক্রম পুরাকালে পশ্চাৎকালিক সুরী
জানি ভুবে নিরাশায় মিলন অসম্ভব হেরি।
মগ্ন হ'য়ে মহাশোকে বিস্মরিল স্বস্বভাব[৪]
আবরিলা বিরহিনী নায়িকার মহাভাব।
মিলনের হর্ষ-উক্তি পূর্বে সুরী কহে যত
গত তাহা, বিরহের শোকবার্তা এবে যত।
শঙ্কা হ'তে পারে ইথে, যদি ভগবান হ'ন
শরণাগত-অধীন, তবে কেন অদর্শন?

তথা হি—

"আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণাগতঃ।
অপি প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা॥"
(রাঃ যুঃ—১৮।২৮)

এ শঙ্কার সমাধানে কহিছেন ব্যাখ্যাকার
এই অদর্শন করে ভকতের উপকার।
অভিজ্ঞ ভিষক্ যথা রোগীর অবস্থা হেরি
হিত লাগি নিষেধয়ে অন্নের ভোজন তারি।
তেমতি ভিষগ্‌বর ভক্তরোগে সর্বেশ্বর
অনুভব বৃদ্ধি লাগি হ'ন দৃষ্টি-অগোচর।

তথা হি—

'ভিষক্‌তয়া স্থিতো নীলমণিবর্ণঃ খলু।'
(পেঃ তিঃ—বিষ্ণুচিত্ত আড়্‌বার)

এই অদর্শনে সুরী বেয়াকুল মতি গতি
পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানী তবু চিত্ত আলোড়িত অতি।

---

১ গত দশকে দশম গাথায়।

২ কুরুকাধিনাথ—রামানুজস্বামীর এক প্রবীণ জ্ঞানী শিষ্য। রামানুজের নির্দেশে এই 'তিরুবায়্‌মোড়ি' গ্রন্থের প্রথম ব্যাখ্যা তিনিই করেন।

৩ ত্রিবিক্রম-চরণের পূর্ণ আস্বাদন—১-৩-১০ গাথায় সুরীর উক্তি — শেষ ছয় পংক্তি।

৪ স্বস্বভাব—ভগবদ্ভক্ত জ্ঞান ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ আচার্যরূপে উপদেশকর্তা — এই স্বভাব সুরীর নিজ স্বাভাবিক স্বভাব।

অজ্ঞান লেশহীন প্রভুদত্ত হেন জ্ঞান
তুচ্ছ করে এ বিরহ, হেন তিনি বিলক্ষণ।
মহাজ্ঞানবতী সীতা হারাইয়ে সেই জ্ঞানে
রাম বিরহে ব্যগ্র প্রাণনাশে উদ্‌গ্রন্থনে।

তথা হি মহাজ্ঞান—

"শরৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থঃ তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥"
(রাঃ সুঃ—৩৯।৩০)

যথা সীতা তথা রাম অন্যোন্য আকুল মতি
পরস্পর বিরহেতে ব্যাকুলিত চিত্ত অতি॥

তথা হি—

"হংসকারণ্ডবাকীর্ণাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥"
(রাঃ আঃ—৪৯।৩২—সীতাবচন)

"অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতসম্।
তন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্॥"
(রাঃ আঃ—৬০।১৭—রামবচন)

বিরহে এ ব্যাকুলতা বুঝিতে যে পারা যায়
সুরীতে মহিষী-দশা কেমনে গো উপজয়?*
এ শঙ্কার সমাধানে কহিছেন ব্যাখ্যাকার
শুনহ নিবিষ্ট চিত্তে কহি যে তত্ত্বের সার।
পরিশুদ্ধ জীবে রহে ছয়টি লক্ষণ
অনন্যার্হ-শেষ১ তথা অনন্যশরণ২।
বিশ্লেষে ধারণাভাব৩ সংশ্লেষে ধারণা৪ পুন
তদেক নির্বাহ্য-বুদ্ধি৫ তদেক ভোগ্যতা জ্ঞান৬।
বিষ্ণু-মহিষীতে যথা এ ছয় লক্ষণ
সুরী মাঝে তথা তারা সদা বিদ্যমান।
ঈশ্বর বিরহে যথা মহিষীর দশদশা৭
প্রভুর বিশ্লেষে তথা সুরীর বিরহ দশা।

অজ্ঞ জনে শঙ্কা পুনঃ—কি হেতু কথন?
মহিষীর ন্যায় নহে, মহিষী স্বয়ং।
চরণ ও কমল হয় উভয়ে সদৃশ, তাহে
চরণেরে কমল কহে, চরণতো কমল নহে।

তথা হি—

'ভূমিং স্বকৃতবতো বিশাল তামরসয়োঃ।' (সহঃ ৬।৯।৯)

কমল উপমায় যথা পূর্ণ উপমান চরণ
নায়িকা উপমা তথা, সূরী পূর্ণ উপমান।
নিজেরে অভিন্ন জানি নায়িকা স্বরূপ হ'তে
কহে সুরী বিরহিনী নায়িকার মহাভাবে!
রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়া পরে
ভুলিল যতেক কৃত্য ক্ষাত্রিয়ত্ব অনুসারে।
তথা জ্ঞানপূর্ণ সুরী ভুলি পুরুষত্ব তার
যতেক ব্যাপার করে বিরহিনী নায়িকার
শ্রীবিগ্রহ-রূপশোভার এই তো স্বভাব
জীব-পুরুষত্ব নাশি ধরায় স্ত্রীভাব।
নায়ক ও নায়িকার ব্যাপারের ভিন্ন স্থান
রসজ্ঞ দ্রবিড়ীগণ বিশ্লেষিয়া কহি যান।
মিলনে গিরির সানু, দেবতা আকাশ
বিশ্লেষেতে মরুভূমি দেবতা প্রকাশ৮
স্মরণ স্থান উপবন, দৈবরূপ ক্ষিতি
প্রণয়-কলহে গ্রাম, দৈব যে মারুতি।
বিরহে ক্রন্দনাক্ষেপে সিন্ধুতট, দেব জল
ক্ষিত্যপতেজো মরুৎব্যোম পঞ্চ অধিষ্ঠান স্থল।
নায়কী দশায় সুরীর স্বকৃত ব্যাপার যত
নায়ক প্রভুর হয় মনোমত অভিমত।
ব্যথিতা নায়িকা তবে নায়ক মিলন আশে
ব্যথা নিবেদয়ে পক্ষী-দূত মুখে তাঁর পাশে।

---

*—মহিষীর দশা—নায়কীর দশা।
১—অনন্যার্হ-শেষ—কেবল ঈশ্বরেরই শেষবস্তু (একান্ত অধীন বস্তু), অপর কাহারও নহে।
২—অনন্যশরণ—একমাত্র ঈশ্বরই জীবের শরণ্যবস্তু, অন্য কেহই নহে।
৩—বিশ্লেষে ধারণাভাব—ঈশ্বরের বিরহে প্রাণধারণে অক্ষমতা।
৪—সংশ্লেষে ধারণা—ঈশ্বরের মিলনে প্রাণ ধারণ।
৫—তদেক-নির্বাহ্যতা—নিজ নির্বাহের জন্য কেবল ঈশ্বরকেই একমাত্র নির্বাহক জ্ঞান।
৬—তদেক-ভোগ্যতা—ঈশ্বরকেই একমাত্র উপভোগ্যবস্তু জ্ঞান, অপর কেহই বা কিছুই উপভোগ্য নহে।
৭—বিরহের দশা—"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহমৃত্যুর্দশা দশঃ॥"
৮ প্রকাশ—তেজ;

নায়ক ও নায়িকার ভাবধারা ব্যবহার
পূর্বাচারী অর্থ স্মরি কহি যান ব্যাখ্যাকার।
নিজ সখিগণ সহ বিরহিণী সে নায়িকা
লীলা-উপবনে বসি' নায়কের চিন্তারতা।
কুসুম চয়নে সখিগণ যায় দূরে দূরে
একাকিনী বিরহিণী রহে মগ্না চিন্তানীরে।
এদিকে নায়ক তথা হ'য়ে সখা-পরিবৃত
মৃগয়ায় চলে, দূরে একা মৃগ-অনুসৃত।
মৃগ-পিছে পশে বনে যেথা বিরহিণী স্থিতা
দৈবযোগে দূরে দূরে উভয়ে মিলন তথা।
অসহ্য বিরহক্লেশ মরণ সমান
নায়িকা মিলন লাগি করে প্রাণপণ।
সমীপে হেরিয়া নানাবিধ পক্ষিগণে
দূতীরূপে পাঠাইলা স্বকার্য সাধনে।
রাম-অবতারে যশ যথা প্লবঙ্গমে
ভট্ট[১] কহে সুরী-কালে তথা বিহঙ্গমে।

স্বাপদেশ বিশ্লেষণ—

যাদৃচ্ছিক সংশ্লেষ তথা পুনঃ বিশ্লেষ
দূত প্রেষণ, তাহে হেতু সবিশেষ,
এ নায়িকা ব্যাপারের মৌলিক তাৎপর্য যাহা
'স্বাপদেশ' অভিধান — এবে প্রকাশয়ে তাহা।

অনাদি সে কাল হতে নিজ সাথে মিলাইতে
প্রতিকূল জীব প্রতীক্ষয়ে সর্বেশ্বরে।
কদাপি যদি বা হয় 'অদ্বেষ' উদয় তায়
প্রবেশয়ে তার মাঝে সেই অবসরে॥
অজ্ঞানাদি নিবারিয়ে জ্ঞান ভক্তি প্রদানিয়ে
অনুভব দেন তারে ইহাই সংশ্লেষ।
তাঁর দণ্ড হেন জ্ঞানে নহে যদি দরশনে
এ হেন বিফল দশা কহি যে বিশ্লেষ॥
দূত প্রেষণের অর্থ প্রার্থনায় সামর্থ্য
জীবদোষ নাহি দেখি' করেন মিলন।
পুনঃ যদি এ মিলনে কোন দোষ দরশনে
সে দোষের ক্ষমা তাঁর স্বাভাবিক গুণ॥

১ ভট্ট — কুরেশস্বামীর পুত্র, গোবিন্দাচার্যের শিষ্য, মহান্ বৈষ্ণবাচার্য।

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সমীপে অবস্থিতা নারদ-পক্ষিণী হেরি
বিনয় বচনে তারে কহে বিরহিণী সুরী।
'স্ব কার্য সাধনে আমি তোমারে আশ্রয় করি
নায়কের কাছে যাও তোমার পুরুষে ধরি'—
মোর দশা নিবেদন করগো তাহার পাশে
নায়কে মিলাও মোরে রহিনু তোমার আশে।

মূল গাথা

সুন্দর পক্ষযুতা, দয়াশীলা গুণবতী
হে নারদপক্ষিণি! তথাবিধ তব পতি।
দোঁহে তোরা যা গো ত্বরা.
মোর প্রতি কৃপা করি
পক্ষীরাজে অধিষ্ঠিত যথা নারায়ণ হরি।
হে মোর নিসৃষ্ট দূতি. তোদের দর্শনে যদি
কারা-অবরুদ্ধ করে, তাহে বল কিবা ক্ষতি॥
॥১।৪।১॥

ব্যাখ্যা—

অন্য অবয়ব ছাড়ি, প্রয়োজন অনুরূপ
স্তন্যপায়ী শিশু যথা মাতৃস্তনে দেয় মুখ।
তথা দূতী পক্ষদ্বয়ে নায়িকার নেত্রপাত
গমন-সাধন বলি স্বকার্যের সহায়ক।

আচার্যেরে পক্ষী কহে, দুটি পাখা জ্ঞান ভক্তি
এই দুই গুনদ্বারে শিষ্য তাঁর পায় মুক্তি।

তেমতি গো এই দূতীর শক্তিশালী পক্ষদ্বয়
নিজ অনুকূল জানি' তাহে সুরী দৃষ্টি দেয়।
'গুণবতী' শব্দে দূতীর বিবিধ প্রকার গুণ
সাধনে নায়কী কার্য অভিলাষে নহে উন।
দৌত্যে গমনোপযোগী বেগবতী পাখা দুটী
অথবা সে স্বজাতীয়া স্ত্রীর দুঃখে দুঃখী অতি।
এত জানি নায়কী সে কহে এই পক্ষী প্রতি
কত না সে আর্তিভরে করিয়া অতি মিনতি।
"তুমি অতি দয়াবতী মোর যত মনোব্যথা
জানিয়া জ্ঞাপন কর নায়কেরে তথা তথা।

আপন করিয়া তার বার্ত্তা বহি এসো ফিরে
প্রতীক্ষায় রহিব যে এসো ত্বরা দয়া ক'রে।
মার্গে যদি অবরুদ্ধা লঙ্ঘিয়া সে বাধা যত
এসো ফিরে, বসি' রব হেরি তব আশাপথ।

তথা হি—(শবরীর আশাপথে সফলতা)—

'শবর্যাঃ পূজিতঃ সম্যগ্ রামো দশরথাত্মজঃ।
পম্পাতীরে হনুমতা সংগতো বানরেণ হ॥'

(সং রাঃ ৫৮)

ঈশ্বর নিকট হ'তে যারা ফল লাভ করে
হেতু ফলসিদ্ধি তায় লক্ষ্মীজীর পুরস্কারে।

তথা হি—

"স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ।
সীতামুবাচাতিযশা রাঘবং চ মহাব্রতম্॥"

(রাঃ অঃ ৩১।২)

তেমতি তোমার পতি সুন্দর পক্ষযুত
তোরে অবলম্বনে ফললাভ হবে যত।
তুমি যে গো তার অধীন, সে তব অধীন হয়
দোঁহার সুন্দর পক্ষ সেই বার্ত্তা কহি যায়।
বিরহে সন্তপ্ত মোর সর্ব অঙ্গ হেরি হেরি।
আর্ত্ত হ'য়ে যা রে তোরা তার পাশে হা-হা করি'।

তথা হি—'এহি পশ্য শরীরাণি……।' (রাঃ আঃ ৬।১৬)

বারেক মিলনে তারে হেরিব নয়ন ভরি'
পুনঃ যদি যায় ফিরে তাহে কি করিতে পারি!
দৌত্য সফল হয় হেন বুদ্ধি ধরি যাও
মোর প্রতি কৃপা কর, হ'য়ো না গো নিরদয়।
তোমরা যে দয়াগুণে পূর্ণ অতিশয়
তেমতি আমিও পূর্ণ দয়ার বিষয়।
ভগবদ্বিষয় দানে মহা উপকারী যারা
প্রত্যুপকারের তরে প্রত্যাশী নহে তারা।
কেবল কৃপায় তারা করে হেন উপকার
তার সম কোথা পাই নাহিক তুলনা তার।"

তথা হি—(দূত হনুমান প্রতি সীতা-বচন)—

'বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম।'

(রাঃ সুঃ ৩৬।৭)

প্রশংসা-বচন শুনি নায়কীরে দূতী কয়
এ শ্লাঘা করণে তব হবে কি গো ফলোদয়!
তোমার এ দশা দেখি ছাড়ি যেবা গেলা দূরে
মোদের বচন শুনি সে কি গো আসিবে ফিরে?
রূপে গুণে সমতুল শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী সবে
কেমনে নায়কে চিনি শঙ্কা হয় মনে তবে?

তথা হি—'নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি।' (মুঃ উঃ)

নায়িকা কহিছে তবে, সে যে অতি বিলক্ষণ
পক্ষীরাজ গরুড়'পরে তার হয় অধিষ্ঠান।
গরুড় নিঠুর অতি তারে বহি' চলি যায়
কর আবেদন তারে আনিবারে সে সহায়।

তথা হি—

"অক্রূরঃ ক্রূরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্।
এবমার্ত্তাসু যোষিৎসু কৃপা কস্য ন জায়তে॥"

(বিঃ পুঃ ৫।১৮।৩০)

লক্ষ্মণ যাচনা কৈল রামের নির্দেশ যথা
তেমতি প্রেরণে মোর দ্রুতগতি যা রে সেথা।

তথা হি—

"পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে
স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তাং ইতি মাং বদ॥"

(রাঃ আঃ ১৫।৭)

তোরা নহে পাণ্ডব-প্রেরিত কৃষ্ণ সম দূত
আর্ত্ত অবলা হেথা দৌত্যকার্যে মূলভূত।
মোর পূর্বে পাবি তোরা তাঁর দরশন
প্রতি পদ স্বর্ণ সম তোদের গমন।
কারারুদ্ধ কভু তোরা হবি না সে নিশ্চয়
সৎকার না করে যদি কারারোধ তারে কয়
মোর নিয়োজিত দূত অপরের দূত নয়।
সিংহদীপ আরোপণ১, বন্ধনের নাহি ভয়।
লহ গিয়া মোর নাম পাবি তোরা বহু মান
আমার বাঞ্ছিত বক্ষে পাবি তোরা আলিঙ্গন।

তথা হি—

"যদিহাস্ত প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্মি সদৃশং প্রিয়ম্
এব সর্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনুমতঃ।"

(রাঃ যুঃ ১।১৩)

জীবের ব্যসন দেখি অতীব দুঃখিত সে যে
সে কি দুঃখ দিবে কভু, শিরে ধরি' রাখিবে সে

১—সিংহদীপ আরোপণ—পুরাকালে দূতের মাথায় প্রজ্বলিত দীপ বাঁধিয়া রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হইত।

'ব্যসনেষু মনুষ্যানাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি॥'
(রাঃ অঃ ২।৪০)

অবরুদ্ধ রাখে যদি নহে নিন্দনীয়
রহিতে সে কারারোধে অতীব প্রশংসনীয়।
রাবণের কারাগৃহে দেবপত্নী শত শত
উদ্ধারিতে সীতাদেবী নিজে হন শৃঙ্খলিত।
॥১।৪।১।

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্ব গাথা দৌত্য কথা কহি নারদপক্ষীরে
এবে পুনঃ সেই বার্ত্তা কহে কোকিলাগণেরে।
নায়কের বিরহেতে নায়কী পাগলপারা
কি যে করে, কি যে বলে,
নাহি তার কোন ধারা।
গুনাধিক সর্বেশ্বরে ইহাই তো পরিচয়
নাহি যদি এই গুন তবে তাঁরে নমস্কার[১]।

মূল গাথা

অরুণ কমল নেত্র মোর স্বামী আছে যত্র
হে দূতী কোকিলাগণ যারে তথা এবে।
তোদের মুখের কথা শোনে যদি পাবে ব্যথা
সেই তোরা, এই তোরা ভিন্ন কেন হবে॥
কত কত কাল ধরি' কত পাপাচার করি'
পূর্ণ পাপিনী আজ হারায়েছি নিধি।
স্বামীপদ না ধরিনু আগে সেবা না করিনু
তাই এবে দূরে আছি ইহাই তো বিধি॥
॥১।৪।২॥

ব্যাখ্যা—

নয়নের অরুণিমা, কারণ বিবিধ তার
এ সৌন্দর্য স্বাভাবিক বাৎসল্য সূচক আর।
প্রিয়ার সংশ্লেষে বাড়ে এই শোভা অনুদিন
বিশ্লেষেতে হয় পুন এ অরুণিমা ক্ষীণ।
'মোর' শব্দে নায়কেরে মদীয়ত্ব অভিমান
বিশ্লেষ দশায়ও এই জ্ঞান নাহি হয় ম্লান।
সংশ্লেষ দশায় নায়ক নায়িকা-অধীন কত
সেই পরিচয় দেয় বিশ্লেষেও এ মমত্ব।
নায়িকা বিরহে কান্দে এ হেন মমত্ব জ্ঞানে
ধরে প্রাণ আশা বাঁধি তাঁর পুন আগমনে।
আত্মবস্তু যেথা রহে যেমত বা স্থিতি হয়
সর্বত্র 'ত্বদীয়' বস্তু[২]—ইহাই তো পরিচয়।
'স্বামী' অর্থে পতি পুন ঐশ্বর্যের অধিপতি
পতিরূপে নেত্রপাত ক'রেছে সে মোরে দূতি!
স্বাভাবিক ঐশ্বর্য উভয় বিভূতি[৩] তার
মোর সর্ব অপহরি বৈভব দ্বিগুণ আর।
আমি সিন্ধু সম পুষ্টা স্বামীর সংশ্লেষে যবে
পুন হের ক্ষীণ দশা তাহার বিশ্লেষে এবে।
হেন মোর দূতী হ'য়ে হে কোকিলা মোর ব্যথা
তাঁর পাশে গিয়া যদি কহিস্ রে এক কথা।
তখনি হইবে সিদ্ধি তোদের এ দৌত্য কার্য
করিবে সে তোর কথা জানি নিজ কৈঙ্কর্য।
মোদের সংশ্লেষকালে যবে তোরা ছিলি তথা
সকলি জানিস্ তোরা তাঁহার মহিমা কথা।
দূতী হ'য়ে যারে এবে আমার বিরহ কালে
গিয়া তোরা কি বলিবি সবই তো জানিস ভালে।
পাপচারিণী যে আমি পাপের অবধি নাই
পূর্ণপাপিনী যে রে কেমনে তাহারে পাই!
মোর পাপ মুই নিজে পরিহার করি যবে
তবে আসি দেখা দিবে—এ কথা কভু না হবে।
আমার যতেক পাপ সে যদি গো করি' নাশ
স্বীকার করয়ে মোরে, তবেই পুরিবে আশ।
নায়কীর মনোভাব বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাকার
কহিছেন এ প্রসঙ্গে বার্ত্তা এক চমৎকার।

১—নমস্কার—'নমস্কার' শব্দটি প্রয়োগের অভিপ্রায়—ভগবৎপ্রেমী ভক্তের যখন গুণপূর্ণ সর্বেশ্বরের অনুভবে বিশ্লেষ হয় তখন তাঁহার এই অনুপম গুণগণই বিরহক্লিষ্ট ভক্তকে নিশ্চয় পাগল করিয়া দিবে। যদি তাহা না করিতে পারে তবে সেই ভগবানকে নমস্কার করি।

২—ত্বদীয় বস্তু—ভগবানেরই বস্তু। ৩—উভয় বিভূতি—নিত্যবিভূতি (বৈকুণ্ঠ) এবং লীলা-বিভূতি (জগৎ)।

১কোন এক দিব্যদেশে প্রভু অর্চা ভগবান
নিজ প্রিয় ভক্তে ডাকি স্নেহ ভরে কহি যান—
"বারেক দ্বিবার তথা করে যদি তীর্থস্নান
জীবের যতেক পাপ নাহি হয় নিরসন।
প্রসন্ন হইলে আমি, করস্থিত সুদর্শন
ছেদি' তার যত পাপ মিলাইবে দরশন।"
মিলনের কালে তার পাদমূলে বসি বসি
অন্তরঙ্গ সেবা কার্যে ব্রতী না হইল দাসী।
মূল শূন্য হ'য়ে তাই পুষ্টি বৃদ্ধি নাহি পাই
তিনি যে সবারি মূল কেন তাহা ভুলে যাই।
উন্মাদ দশা'য়ও বিপ্র যথা প্রলাপ বচনে
যত যত বেদ-কথা কহি যায় উচ্চারণে!
নায়িকা দশায়ও সুরী তেমতি সে ভোলে নাই
জন্মগত মজ্জাগত তত্ত্বকথা কহে তাই।
আরো যত আড়বার সবারই তো একই কথা
উপায় উপেয় তিনি বাধা-নিবারক তথা।

তথা হি আড়্বার বচনানি—
'নিবর্ত্তকান্তরশূন্যোঽহং' (শঠকোপ আড়বার সহ ৫।৮।৮)
'উপায়সাধ্যতয়া স্থিতং' (সরযোগী আড়বার তিঃ বঃ ৪)
'দ্রষ্টব্যনেত্রো ন ভবামি তন্নেত্রং বিনা।'
(ভট্টনাথ আড়বার পেঃ তিঃ ২৯।২)

পাপিনী গো আমি তাই তাহা হ'তে আছি দূরে
ইষ্টলাভ হয় হেন কোন গুণ নাহি মোরে।

তথা হি—
'মহাপাপং কৃতবতী পাপিষ্ঠা পাপমেব কৃত্বা পাপিনী জাতা।'
(পরকাল আডবার তিঃ মোঃ ৪।১০।২)

॥১।৪।২॥

——

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক— তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পদসেবা না করিয়ে পাপিনী আছি যে দূরে
নায়িকার নিবেদন কোন ফল নাহি ধরে।
তবে সে ভাবিয়া মনে ঈশ্বরের অভিপ্রায়,
অনুভব ও ভোগ বিনা এ পাপের নাশ নাই।
যাচে হংসদূতীগণে—কহ যথা প্রিয়তম
এত দুঃখ ভোগেও কি ঘুচিবে না পাপ মম?

মূল গাথা

মৃদুগতি হংস হংসী বিধির বিধানে তোরা
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী পরস্পর হর্ষে ভরা।
স্বেচ্ছায় হইয়ে যেবা বামন ও ব্রহ্মচারী
বলি-পাশে যাচে ভূমি ভিখারী হইয়ে ছলী।
কহ তারে, আছে এক পাপিনী সে মতিহীনা
তোমার বিরহে যার সারা মন শোকে ম্লানা।

॥১।৪।৩॥

ব্যাখ্যা—

ভাগ্যবান হংসগণ! শাস্ত্রবিধি অনুসারে
যূথে যূথে বদ্ধ তোরা, বিরহ না আসে ডরে।
তার সনে যুক্তা আমি হেন শাস্ত্রবিধি বিনা২
তাই যে বিরহে মরি, আমি অতি ভাগ্যহীনা।
প্রিয়-যোগ পুণ্যফল, বিরহ পাপের ফল,
তোদের মিলন দশা মোর কার্যে অনুকূল।
পরস্পর হর্ষে ভরা, গতি-কান্তি মনোচোরা,
কায়মনোবাক্যে মোর কার্য সাধ হেন তোরা।
সুগ্রীব-বণিতা 'তারা' কুপিত লক্ষ্মণে যথা
শান্ত করে মৃদুগতি যুক্তভাষে তোরাও তথা।

তথা হি—

সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।
সুলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ॥
(রাঃ কিঃ ৩৩।৩৮)

দেবরাজ্য অপহারী, রাবণ সমান
না নাশিয়া বলিরাজে ঔদার্য করে দান।

১—দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গম হইতে ৬০ মাইল দূরে কোন সরোবরের সন্নিহিত 'তিরুকোটি পুরিল' নামে এক দিব্যদেশ আছে। সেখানে 'তেক্কাল্‌বান্‌' নামে এক অর্চাবিগ্রহ বিরাজমান। তিনি 'কোলিয়িরাবান্‌' একটি প্রিয় ভক্তকে নিম্নোক্ত বার্ত্তাটি উপদেশ দিয়াছিলেন।

২—শাস্ত্রবিধি বিনা—আমি অশাস্ত্রীয়ভাবে তার প্রেমে মুগ্ধা। সুরীর এই ভাবটিকে 'পরকীয়া ভাবের আভাস' বলা যায়।

এই ছলে কত লীলা, বুঝিতে শকতি কার
ব্রহ্মাদিও নাহি জানে, দূরদর্শী বুদ্ধি তার।
দেবরাজ বলিরাজ, উভয়ে শরণাগত
দোঁহা বাঞ্ছা পুরাইল, দোঁহে পায় মনোমত।
দোঁহারে করিয়া দান অভিবৃদ্ধ সেই করে
বলি-সঙ্কল্পিত জল, ভূমি দানে ধরে তারে।

যথা হি—

'দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসন্নিভম্
গোসহস্রপ্রদাতারং উপধায় মহদ্ভুজম্ ॥
(রাঃ যুঃ ২১।৮)

অতি মনোরম এক বামনের রূপ ধ'রে
চাহি তিন পাদ ভূমি বলিরে যাচনা করে।
ব্রহ্মচারী ভিখারী সে ভিক্ষাপাত্র-কিন১ হাতে
ভিক্ষা দাও নাহি দাও সদাই প্রসন্ন তাতে।
বলির সম্মতি পরে, সেই রূপ ক্ষণভরে
বিরাট হইয়ে পদ ভুবন বিক্রম করে।
বিরাট 'ছলী' যে তিনি বিরাট 'বঞ্চক'২ আর
ইথে ভিন্ন মর্ম কয়, *রামানুজ৩ মালাকার৪।*
তাঁহার এ দিব্যলীলা, যত যত আড়বারে
নানাভাবে বশীভূত তথা চ ব্যামুগ্ধ করে।

তথা হি আড়্বার বচনানি—

'মহাপৃথিবীং ক্রান্তবতঃ সমীচীনচরণকুসুমং।'
(সহ ১।৩।১০ ; শঠকোপ আড়্বার)

'লোকগ্রাহিচরণৌ হ্রস্বানশরীরো মায়াবী তথাপ্যুগ্রং মন্মনঃ স এব ইতি তিষ্ঠতি।' (সহ ৫।৩।৫)

'পূর্বং হ্রস্বরূপো ভূত্বা ত্রিপদপৃথিবীং পরিগৃহ্য ক্রমতো রাজাধিরাজস্য চরিত্রস্য ব্যামুগ্ধা রূপভ্রষ্টা জাতা।'
(তিঃ ৫।৩।২ ; পরকাল আড়্বার)

বল গিয়া সে ছলীরে আর্ত্ত নিবেদন মোর
অতি মতিহীনা তাই আজ হেন দশা ঘোর।
ছাড়িয়া যাবার কালে যদি মানা করিতাম
অবশ্য যেতো না তবে, সে যে মোর প্রিয়তম।
আমি অতি ক্রূর পাপী সে পাপে বিনাশ নাই
অহর্নিশি শোকের সাগরে আছি ডুবি তাই।

(ব্যাখ্যাকার কথন)—

"দারুণ বিরহ শোকে সূরী-দীর্ঘ-চিন্তয়ন্তী,
চিন্তয়ন্তী গোপী হ'তেও অধিক সন্তাপবতী।
রাস কুঞ্জে কৃষ্ণ সনে মিলনে বাধায় গোপী
কৃষ্ণেতে তন্ময়ী চিন্তা নাশে পাপ ও পুণ্য গতি।
পাপ পুণ্য সর্বনাশে দেহত্যাগ করি যায়
লভিলা পরমা গতি পরমা মুক্তি যে পায়।

"কাচিদাবসথস্যান্তে স্থিত্বা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মিলিতলোচনা ॥
তচ্চিত্তবিমলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তদা।
তদপ্রাপ্তির্মহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥"
(বিঃ পুঃ ৫।১৩।২১)

ওরে দূতী! মোর পাপ মরণ না জানে হায়
কেমনে মিলিব প্রিয়, নাহি জানি সে উপায়।
মোর নাম নাহি লহ, তবু সে চিনিবে মোরে
সে জানে গো, তার বাণে বিদ্ধা কেবা এ সংসারে।
ব্যাখ্যাকার কহে "হেন বিদ্ধা সর্ব দিব্যসূরী৫
নিত্য মিলন সুখে সুখী যত নিত্যসূরী৬।
*যত দিব্যসূরী মাঝে শঠকোপ আড়্বার
আত্মারূপী, অন্য সবে হয় অবয়ব তার।*

১—ভিক্ষাপাত্রকিন—ভিক্ষা পাত্র ধরিবার জন্য হাতে কড়াপড়া চিহ্ন।

২—'ছলী' এবং 'বঞ্চক'—এই দুটি শব্দের দুটি বিভিন্ন যথার্থ করিয়াছেন দুইজন মহা পূর্বাচার্য—মালাকার ও রামানুজ।

৩—মালাকার—শ্রীযামুনাচার্যের জ্ঞানী ও গুণী শিষ্য, আড়্বারের দিব্যপ্রবন্ধাবলীর বিশেষ জ্ঞাতা পুরুষ। ইঁহার অভিপ্রায়—বামনদেব বলিরাজকে প্রথমে ক্ষুদ্র বিগ্রহ ও চরণ দেখাইয়া পরে সেই চরণ মহাবৃদ্ধিপূর্বক বলির সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন; অতএব তিনি 'বঞ্চক'।

৪—রামানুজ—ভিক্ষার ছলনার ছলে ভগবান বামনরূপে বলির নিকট যাইয়া নিজ বিগ্রহের সৌন্দর্য ও গুণ অনুভব করাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সেইরূপ তিনি আমাদের বশীকরণের জন্যও যে কোন অজ্ঞ ছুতা ধরিয়া আসিয়া, তাঁহার রূপে ও গুণে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া বশীভূত করেন। ইহাই তাঁহার ছলনা।

৫—দিব্যসূরী—আড়্বারগণ।

৬—নিত্যসূরী—বৈকুণ্ঠবাসী নিত্যজীবগণ।

অতএব এ সংসারে মুখ্য শঠকোপ সুরী
মরণান্ত ব্যথা পায় প্রভুর বিরহে স্মরি।”
দূতী গিয়ে বোলো তারে, মতিভ্রষ্টা আমি এবে,
নাহি আসি' যদি পুছে, বুঝিয়া উত্তর দিবে।
স্বীয় মতি ভ্রষ্টা যদি মোর দত্ত মতি আছে—
এতো যদি বলে, কোয়ো—সর্ব মতি তার গেছে।
অজ্ঞান নিবারি যেবা তব দত্ত জ্ঞান
সেই জ্ঞানই সর্ব মতি বিনাশ কারণ।
তদুত্তরে যদি বলে—সর্ব মতি যায় নাই
বাহ্য অংশ নষ্ট বটে অন্তরাংশ আছে তায়।
কয়ো তারে—কিবা বাহ্য কিবা তার অন্তর,
কোন অংশ বাকী নাই, সর্ব অংশ গেছে তার।
তবু যদি বলে, 'এতো ত্বরা তব কি কারণে
বসো কিছুকাল হেথা', যাবো তথা অল্পক্ষণে।
কোয়ো তারে—মূর্চ্ছা প্রায় সে যে তোমারি বিহনে
প্রাণে বুঝি নাহি বাঁচে, চল ত্বরা এই ক্ষণে।
নায়িকা সে অন্তর্হিতা কোয়ো নাকো এই কথা
শুনিলে দুষিবে তোদের, সেতো না আসিবে হেথা।
এবে গিয়া ফল কিবা ?—এ কথা কহিবে তবে,
মৃতপ্রায় কহ যদি, তবে ছুটি সে আসিবে।
তার এক মহাগুণ আর্তধ্বনি-অসহন
মোর আর্ত দশা কহো, সুনিশ্চিত আগমন।

॥১।৪।৩॥

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ভোগ বিনা এ পাপের নাশ নাই পূর্বে কহে
এবে কহে ভোগেও যে মোর পাপ নষ্ট নহে।
অর্দ্ধক্ষণ বিলম্বন সহে না সহে না তায়
দুঃখের সায়রে মোরে ফেলিয়া সে চলি যায়।
হেন কালে কতিপয় ক্রৌঞ্চ পাখী আসি কয়
এ বিরহ দুঃখে তব কেমনে হবো সহায় ?
নায়িকা কহিছে, ছাড়ি গেলা মোরে নিরদয়
তারে আমি কি কহিব ? কিবা হবে ফলোদয় ?
নিরাশায় আশা ভাবি, নায়কী তাদের কয়
দূতী হয়ে দেগো তার নিঠুরতা পরিচয়।

মূল গাথা

যাবার বেলায় মোর এ হেন অবস্থা হেরে
ছাড়ি যাওয়া নিঠুরতা, সে তো নাহি চিন্তা করে।
হেন কালমেঘ বর্ণ আমার এ নায়কেরে
কিবা-বার্ত্তা নিবেদিয়া পাঠাইব দূতী তোরে।
মনোরম নীলবর্ণ ওরে ক্রৌঞ্চপক্ষীগণ
বল গিয়া তারে মোর অন্তরের নিবেদন—
তার মাঝে নায়কের উপযোগী গুণগণ
আছে বলি, মোর মনে নাহি পায় কোন স্থান।
এই বার্ত্তা কহ তারে, নাহি মান কোন ভয়
আদর করে না করে কিবা তাহে আসে যায়।

॥১।৪।৪॥

ব্যাখ্যা—

তাহার বিশ্লেষে মোর শোচনীয় দশা হেরি,
এ বিশ্লেষ অনুচিত, হেন দয়া নাহি করি'।
ছাড়ি চলি গেলা দূরে, আমার নায়ক হ'যে
অনাদর করিলা সে মোর দিকে নাহি চাহে।
মিলনের কালে যারা দোঁহাকার সখী সখা,
এ বিরহে কেমনে গো দূতীরূপে যাবে তথা !
প্রাণের কী ব্যথা কব ? কারেই বা পাঠাইব ?
আমার সে ঘনশ্যামে কি কথা বা শুধাইব ?
বল গিয়া, দশা দেখি নাহি দয়া সে সময়
মোর ব্যথা শুনি এবে হবে গো দয়ার উদয়।
যদি বল, হেন দশা দেখেনি ছেড়েছে যবে
তবে শুন, মিলনেও এই দশা দেখেছে সে।
তার হস্ত যথা যথা মোর অঙ্গ স্পর্শ ছাড়ে
তথা তথা মোর সেই অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ ধরে।
সেই অঙ্গ তার স্পর্শে পুন বর্ণ ফিরে পায়
স্বচক্ষে দেখেছে তাহা আমার নায়ক রায়।
'ছাড়ি যাওয়া নিঠুরতা আমার অবস্থা হেরে'
এই বাক্যে ব্যাখ্যাকার দ্বিতীয় যোজনা করে—
এখনি আসিয়া মোর দুর্দশার নিবারণে
উপায় না বিচারিয়ে আছে সে নিশ্চিন্ত মনে।

দাম-বন্ধ গুণে১ যদি মোর মোহ অনিবার
বিশ্লেষে নিশ্চিত মোহ বিচার কি নাহি তার !
এ হেন সে দুরদশা মম বাক্য অগোচর
সে-ময় করেছে মোরে ঘনশ্যাম রূপে তার।
বাহিরে সে ঘনশ্যাম অন্তরে পাষাণময়
রূপেতে সদয় বটে গুণে অতি নিরদয়।

তথা হি—"অস্মাকং গোপস্য স্বহৃদয়ঃ পাষাণঃ কিল।"
(সচ—৯।৭।৫)

কি কথা কহিবি তোরা বল্ দূতী গিয়া তারে
মো-বিষয়ে তোর কথা সে কি রে প্রতীক্ষা করে !
সাক্ষাৎ দর্শনে যদি মোরে অনাদর হয়
মোর প্রতিনিধি গেলে হবে কিবা ফলোদয় !
নায়িকা আকুলচিত্ত মিলনের লাগি মরি
দূতীরে প্রেরণে মতি, নিরাশায় আশা করি।

তথা হি—
"অথবা কিং তদালাপৈঃ ক্রিয়ন্তামপরাকথাঃ।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ॥"
(বিঃ পুঃ ৫।১৪।১৪)

ওরে ক্রৌঞ্চপক্ষীগণ যারে মোর দূতী হ'য়ে
মোর কথা নিবেদয় যুক্তিভরে তারে গিয়ে।
তার মাঝে নায়কের উপযোগী গুণচয়
পাইনি দেখিতে আমি শতেক চেষ্টায় হায় !
আমার এ তনু মন তাহারে করেছি দান
কোয়ো তারে যাতে পাই এ দানের প্রতিদান।
নিবেদয়ে স্বদূতীরে নায়িকা আকুলামতি
যথা সীতাদেবী-বাক্য দূত হনুমান প্রতি।

তথা হি—
ন চাস্য মাতা ন পিতা চ নান্যঃ
স্নেহাদ্বিশিষ্টোঽস্তি ময়া সমো বা।
তাবত্ত্বহং দূত জিজীবিষেয়ং
যাবৎ প্রবৃত্তিং শৃণুয়াং প্রিয়স্য ॥
(রাঃ সুঃ ৩৬।৩০)

"আমার উদ্ধারে তার প্রবৃত্তি শ্রবণ তরে
জীবন রয়েছে মোর, হনুমান, ব'লো তারে।
অনাহার নিদ্রাহীন, সমুদ্র বন্ধন করি'
আসিয়া পাইবে মোরে এ হেতু জীবন ধরি।
পিপাসায় আর্ত্ত যদি প্রাপস্থলে১ প্রবেশনে
জলশূন্য দেখে তথা, প্রাণান্ত যথা মানে।
এ হেন আমারে রাম আসিয়া মিলয়ে যথা,
হেন অনুরোধ তারে, হনুমান রেখো কথা।"

তথা—
"জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্ত্তিমান্।
তৎ ত্বথা হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্মমবাপ্নুহি ॥"
(রাঃ সুঃ ৩৯।১০)

তেমতি দয়ার দূতী কহিও আমার কথা
শুনি যাহে মিলে আসি আমারে নায়ক হেথা।
সে যে নীলমেঘবর্ণ তোরাও তো নীল পাখী
আদরে মানিতে পারে তারে গিয়া বল্ দেখি।
যদি অনাদর করে কিবা তাহে আসে যায়
তাহার মিলনে মোর, তোরাই তো সে উপায়।
॥১।৪।৪॥

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
রাখে বা না রাখে মোরে, কিবা তাহে আসে যায়
দূতী গিয়া বোলো তারে, আমি আছি মৃতপ্রায়।
নিজ স্বার্থ রক্ষা তরে, সে কি আসিবে না হেথা ?
নারায়ণ নাম তার, বিফল না হয় যথা।

মূল গাথা

সাদরে সপ্ত ভুবনে রক্ষা
নিজ রক্ষার লাগি।
করিলা গো যেবা পাপিনী কি তার
নহি আদরোপযোগী ॥
রূপে গুণে সেরা হে দূতী সারস
প্রবাহিত জল মাঝে।
তোর অন্বেষণ আপন ভোজন
যেখানে যেমন সাজে ॥

১—মাতা যশোদা কর্তৃক দাম-বন্ধন বিষয়ে গুণ।
—(সহ ১।৩।১)

১—প্রপাস্থল—জলসত্রে সঞ্চিত জল রাখিবার সুবৃহৎ জলপাত্র।

তেমতি আমারও নেত্র-জলেতে
বহে যে প্রবাহ ধার।
যা'রে দয়া করে 'ভেট' নারায়ণে
কোন বাণী আন তার॥

॥১।৪।৫॥

ব্যাখ্যা—

সর্বেশ্বর নিজ যত বিভূতিরে রক্ষা করে
কর্তব্যবুদ্ধিতে নহে ধ্বংস পাছের তরে।
নিজবন্ধু-অভিমানে নিজে রক্ষা করে তারে
রক্ষাতরে প্রার্থনার অপেক্ষা সে নাহি করে।

প্রলয়ে যখন ছিল সারা বিশ্ব একাকার
নামরূপহীন সূক্ষ্ম, রেখেছিল সত্তা তার।
সৃষ্টির প্রাক্কালে পুনঃ সারা বিশ্ব উৎপাদন
কার অনুরোধে এই সত্তা রক্ষা ও সৃজন?
এই খেলা বারে বারে নিজবস্তু রক্ষা লাগি
যখন যা প্রয়োজন সাধে নিজ ফল ভাবি।
কত না আদরে মরি সসাগরা সপ্ত ভূমি
রক্ষা করে স্নেহভরে আপন শরীর জানি।
সারা বিশ্ব'পরি থাকে যতেক ব্যামোহ তারি
সে ব্যামোহ আছে পুনঃ একা মোর প্রতি মরি।
মোর পাপে ব্যাজ করি কেন তবে বরজন!
স্বজন রক্ষণে তার নাহি কিগো প্রয়োজন?
জনসাধারণ তরে সে গো যত চিন্তা করে
বিরল কি হবে তাহা? অন্তঃপুর-প্রিয়া তরে।
জলাশয়-তীরে বসি' জলপাত্র হাতে ল'য়ে
যে জল দুর্লভ মোরে, হেন সে পাপিনী হ'য়ে।

ওরে দূতী শোন বলি, তার নাম নারায়ণ
সর্বজীবে নিজবন্ধু বলি মহা অভিমান।
কোন জীবে কোন দুঃখ কোন ত্রুটী ন্যূনতায়
নিজে দোষ বলি মানে খণ্ডনেতে ছুটি যায়।

নায়ক সে নারায়ণে যদি দূতী দেখা পাও
পুছো তারে—এই নাম 'যৌগিক' কি 'রূঢ়ি'[১] কও।

কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষে রূঢ়ি 'মহাবৃক্ষ' কহে যথা
তব 'নারায়ণ' নাম পেয়েছো কি তুমি তথা?
রূপে গুণে সেরা তুমি হে বাল-সারস পাখী
তোমার ব্যাপার যত পর-প্রয়োজনে দেখি।
প্রবাহিত জল-তীরে কর মৎস্য অন্বেষণ
শিশু-ক্ষুধা নিবারিতে যতটুকু প্রয়োজন।

তথা হি—

'পক্ষী পুত্রস্ত আহারং অম্বিষতীত্যুক্তং মৎস্যেষু
উৎপৎস্বপি বৎসমুখপর্যাপ্তং অম্বিষতি।'

(পরকাল তিঃ মুঃ—৪।৩।২)

দ্রুতগতি সক্ষম তব শরীর গঠন
দূতকার্যে উপযোগী নাহি হবে অতি শ্রম।

আমিও তোমার মত জলসঙ্গে করি বাস
মিলনে আনন্দ-অশ্রু, বিরহে শোকাশ্রুধার।

যারে দূতী তোরা ত্বরা নায়কের পাশে সেথা
একটি বচন তার ল'য়ে ফিরে এসো হেথা।
'তুমি চলো মোর সাথে'—এ কথা ব'লো না তারে
মুখের একটি কথা ল'য়ে তুমি এলো ফিরে।

ব্যাখ্যাকার কহে সর্ব আড়্‌বারে এ স্বভাব
একই কর্ঠ একই কথা প্রকাশয়ে একই ভাব।

'আসিব না' —বলে যদি তবু সে বচনখানি
সে-মুখনিঃসৃত তাই যথেষ্ট বলিয়া গণি।

তথা হি আড়্‌বারবচনানি—

'ন দত্তাৎ দত্তাভিত্তি উক্তোরেকম্।'

(শিরিঃ তিঃ৫১—পরকাল আড়্‌বার)

'সত্যমুক্ত্বা মুখমালোক্য গমনাত্মজ্ঞাং দদাতি চেৎ সম্যক্।' (নাঃ তিঃ—১।৫।৯—অণ্ডাল আড়্‌বার)·

'পাপীষম্' ইতি একং বদ।'

(সহ—৪।৭।৫—শঠকোপ আড়্‌বার)

নারায়ণ-নায়কী সে, দূতী যে তির্যগ্‌যোনি
'দয়া কর' কহে তারে মহা উপকার মানি'।

ভক্ত-ভগবানে প্রেম অতি অনুপম
জীবের নায়িকা ভাব সে যে সর্বোত্তম।

নায়িকা ভাবেতে হেন পূর্ণ স্ফুরণ
এ দশক উপক্রমে আছে বিশ্লেষণ।

ঈশ্বর-সম্বন্ধী বস্তু যাহা নয় কোনে
যে কেহ বা করে দান অতি কৃপা গণে।

১—যৌগিক শব্দ—যে শব্দ তাহার প্রকৃতিপ্রত্যয় ও সমাস ইত্যাদির দ্বারা অর্থবাচক। যথা—নারাণাং অয়নঃ—নারায়ণঃ। রূঢ়ি শব্দ—প্রকৃতিপ্রত্যয়-সিদ্ধ অর্থের অপেক্ষা না করিয়া বহু প্রচলিত অর্থের প্রকাশক।

এ প্রসঙ্গে এক বার্তা আছে অতি চমৎকার
অতি শিক্ষাপ্রদ তাই কহে এবে ব্যাখ্যাকার।
আচার্য ভট্টর১ পাশে আসি এক বৈষ্ণব
নিবেদয়ে নম্বিপেরু২ গেছেন পরমপদ।
এতেক শ্রবণে তিনি ঝটিতি উঠিয়া ক'ন,
বৈষ্ণব-মর্যাদা দান শিক্ষা দিল সেই ক্ষণ।
'পরমপদ গমন'৩ পদ না কহিবে কদাচনে
'অলঙ্কৃত করেছেন' কহিবে মর্যাদা দানে।
॥১ ৪।৫॥

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'নারায়ণ' নাম রাখ, রক্ষি' মোরে পূর্বে কহে
প্রত্যুত্তরে কহে যদি, 'অযোগ্যে সংশ্লেষ নহে'।
দূতী তুমি কোয়ো তারে — আছে এক সদুপায়,
মোরা রক্ষা পাই পুনঃ, নাহি তার নিন্দাভয়।
ভ্রমণার্থ নির্গমনে নিজ রূপ প্রদর্শন,
গজেন্দ্রেরে যথা কৃপা — উভকার্য সম্পাদন।
তেমতি ভ্রমণে যদি মোর বীথি দিয়া যায়
গবাক্ষের ছিদ্রপথে তবে দরশন পাই।
ইহাতে না হবে তার স্বরূপের কোন হানি
মিলনে অযোগ্য যদি — কোয়ো দূতী এই বাণী।

মূল গাথা

কৃপা-অকরণকারী একবার কৃপা করি
যাবত নায়িকা-প্রাণ নাহি বাহিরায়।
কৃপাসিন্ধু পক্ষী-বীরে সঞ্চারিয়ে ধীরে ধীরে
তার গৃহ-মার্গ ধরি বারেক হে যাও॥
এই নিবেদন মোরে, কৃপা করি কোয়ো তারে
কৃপাসিন্ধু সে স্বামীর দেখা যদি পাও।
হে ভ্রমর চক্র-রেখা আরো কোয়ো যবে দেখা
কিবা অপরাধী আমি সে চরণে হায়!
১।৪।৬॥

ব্যাখ্যা—

রাম-অবতারে তব কৃপা করণই যে ব্রত
এবে কৃপা অকরণই দেখি যে গো সেই মত।
তথা হি—

'সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥
(রাঃ যুঃ ১৮।৩৩)

কৃপায় অজ্ঞান নাশি' করে জ্ঞান বুদ্ধি দান
হেন কৃপাময়ে কহে, ব্রত কৃপা-অকরণ।
তথা—'অজ্ঞানমিথ্যতিং মত্যানকং দত্তবান্।' (সহ ১।১।১)
এ হেন নায়িকাভাব মনোবুদ্ধি অগোচর
কতেক তরঙ্গ খেলে কেবা তায় পাবে পার।
'অকৃপাকর' শব্দে নানা অর্থ কহি যায়
'অকৃপাকর' নামে নায়িকা কহিছে তায়।
দয়া পাত্র নাহি মিলে তাই সে 'অকৃপাকর'
দয়ার বিষয় লাভে তখন করুণাকর।
নায়কীর দশা হেরি, নির্দয় যে কহে হায়!
কেমনে না করে তারে কৃপা, নাহি জানি তায়।
স্বরূপের নিরূপক কৃপা গুণ হয় যার
দুঃখিনীরে বঞ্চিতে সে কৃপা কেমন তার!
বোলো দূতী, কৃপাসিন্ধু নায়কে আমার তরে
এ প্রাণ যাবার আগে বারেক সে কৃপা করে।
তথা হি—

"জীবন্তী মাং যথা রামঃ সংভাবয়তি কীর্তিমান্।"
(রাঃ সুঃ ৩১।১০)

দূতী কহে, আবেদন মোদের কী প্রয়োজন?
সে কি গো করিবে কৃপা, করিবে কী আগমন?
নায়িকা কহিছে দূতী, মোর দশা বিজ্ঞাপনে
সুফল হইতে পারে, হেন লয় মোর মনে।
তারে বন্দি' আনিবারে সেবকেরা আছে সেথা
কৃপাসিন্ধু পক্ষীরাজ ইঙ্গিতে আনিবে হেথা।
'নিষ্ঠুর'৪ কহিলা আগে বিরহ কারণ ভাবি'
এবে কহে 'কৃপাসিন্ধু' মিলনে ঘটক লাগি।

---

১ ভট্টর—রামানুজের জ্ঞানপুত্র, পরাশর ভট্টরস্বামী।
২ নম্বিপের—নম্বিপেরুন্তিরুনরৈয়ুর্দাসরু—(সাধুর মহাশ্রীচরণের দাস।)
৩ পরমপদ গমন — শ্রীবৈষ্ণবের দেহান্ত হইলে বলা হয় তাঁহার পরমপদ (বৈকুণ্ঠগমন) হইয়াছে।
৪—(দ্রষ্টব্য—১।৪।৩ গাথা)

কোয়ো তারে গরুড়েরে সঞ্চারিবে ধীরে ধীরে
মোর গৃহমার্গ দিয়ে যাবে বারেকের তরে।
ধীরে ধীরে যাবে, আমি হেরিব নয়ন ভরি
গবাক্ষের রন্ধ্র দিয়া, পরাণ শীতল করি।
প্রভু মোর কৃপাসিন্ধু বারেকের আগমন
তাহাই যথেষ্ট গণি, বাঁচাইতে এই প্রাণ।
তার কৃপা বরষিছে সর্বভাবে দাসগণে
কমলা গরুড় হ'তেও সমধিক সর্বক্ষণে।
কমলা কহয়ে যবে দাস-অপরাধ কথা
প্রভু কহে, মোর দাস কভু নাহি করে তথা।
তথা হি—
"কমলাবাসিনী অপি ছিদ্রং বদতি চেৎ মদ্দাসাঃ তন্ন কুর্যুঃ।"
(পেঃ তিঃ ৩৯।২ ; ভট্টনাথ আড়্‌বার)
'কৃপাসিন্ধু-স্বামী' বাক্যে অন্য অর্থ ক'ন
কৃপাসিন্ধু সেবকের স্বামী তিনি হন।
কৃপাপূর্ণ চক্র তাঁর, কৃপা সারগুণ তাতে
স্বামীও সংগ্রহে কৃপা, এই কৃপা খনি হ'তে।
হে ভ্রমর চক্ররেখা, দূতী হ'য়ে তার পাশে
গিয়া কহ এত কথা, রহিব দরশ আশে।
'চক্ররেখা' কহে পুন ভ্রমরের রূপ গুণ
আদর্শ দূতের ইহা হয় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
চক্রাকারে রেখা শোভা ভ্রমরের গাত্রে ভরা
অথবা শীতল সিন্ধু চক্রাকারে বেড়া ধরা।
সিন্ধু যথা শীতলতা, গম্ভীরতা গুণও তথা
দেহের লঘুতা পুন, রূপে ভরা সুন্দরতা।
আদর্শ দূতের ইহা আদর্শ রূপ ও গুণ
শ্রেষ্ঠ ঘটক তারা, যথা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ।
তারে গিয়া কহ তোরা,—কোন্ দোষে দোষী মোরে
স্বয়ং ত্যজিয়া গেছে ভাসায়ে শোকসাগরে ?
স্বয়ং আসিবে পুন, এ আশায় আছি বসে
সে-ই দূত পাঠাইবে ইহাই সম্বন্ধ উভে।
তার বিপরীত করি মুই পাঠাইনু দূত
তবু নহে আগমন, বল একি অদভুত।
এ দোষ তোমার কিবা মোর দোষ তাহা কহ
মোর যদি অপরাধ তবে এ দাসীরে ক্ষম।

॥১।৪।৬॥

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'নিজ অপরাধ নাহি করি বিবেচন
কৃপাসিন্ধু পক্ষীরাজে কর সঞ্চারণ।'
হেন অনুরোধ তার নহে উপযোগী
ঈশ্বরের এই ভাব বুঝিয়া নায়কী,
নিজ গৃহ শুক প্রতি কহিল তখন,
কহ গিয়া নায়কেরে মোর এ বচন—
মোর অপরাধ মাত্র করিবে দর্শন
না ভাবিবে কভু কি সে তার ক্ষমা গুণ !

মূল গাথা

চর্মসার-অস্থিভেদী ক্লেশদায়ী সূত্র যথা
শীতল মারুত আসি মোরে ক্লেশ দেয় তথা।
মোরে অপরাধী ভাবি দয়া যদি নাহি করে
ওরে বাল শুক তবে কহ গিয়া সে স্বামীরে—
'কিবা অপরাধ তার, তব কৃপা তুলনায় !'
তোরে পুষিয়াছি শুক হয়ো নারে নিরদয়।

॥১।৪।৭॥

ব্যাখ্যা—

চর্মসার অস্থি ভেদি বিদ্ধকারী সূত্র যথা
তেমতি বিঁধিছে মোরে এ মারুত বিষমাখা।
পম্পা উপবনে পদ্ম-সুগন্ধ মলয় বায়
যেমতি বিঁধিয়াছিল বিরহী রামেরে হায় !
'অবিজ্ঞাতা' নাম তার তাহা কি ভুলিয়া শেষে
সর্বজ্ঞ হইলা এবে এই পাপিনীর দোষে।
যথা—'অবিজ্ঞাতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ।
গভস্তিনেমি সত্ত্বস্থঃ সিংহো ভূতমহেশ্বরঃ॥'
(বিঃ সঃ নাম)
স্বামী মোর সেই দোষে দয়া যদি নাহি করে
'অপরাধ কে না করে ?' তুমি গিয়া কোয়ো তারে।
"পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণাং প্লবঙ্গম।
কার্যং করুণমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥"
(হনুমানপ্রতি জানকীবচন—রাঃ যুঃ ১১৬।৪৪)
ক্ষমা যদি নাহি করে আমারে এ হেন দোষে
স্মরণ করায়ো তারে শ্রীজানকী উপদেশে।

ইহাই *বেদান্তী*১ ব্যাখ্যা এ গাথার এই স্থলে
পুনহ *পিল্লান্ স্বামী*২ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে।
স্বামীতে মোহিতা রমা, ততোধিক মোহিত সে
রমার ব্যামুগ্ধ হয়ে ভুলিয়াছে মোর ক্লেশে।
তুমি গিয়া পুছ তারে 'কেন কৃপা নাহি করে?'
শোন কি বচন কহে তোরে সে গো তদুত্তরে।
"নিজ দোষ নাহি হেরি, 'কৃপা করো', যদি কয়,
তাহা নহে সমীচীন, যোগ্য কভু নাহি হয়"—
এই অভিপ্রায় যদি বুঝহ স্বামীর কাছে
বোলো—তার কৃপা পাশে কোন্ অপরাধ আছে!
মোর অপরাধ হেরি দণ্ড দিতে যদি চায়
ক্ষমারূপ তার স্তম্ভিপত্র দেখায়োগো তায়।
বোলো তারে, তব ক্ষমাগুণ-উদর পূরণে
লাগে যত অপরাধ সম্ভব কী জীবগণে!
আধারের অনুরূপ আধেয়ের অবস্থান
মোর অনুরূপ মোর অপরাধ পরিমাণ।
তোমার সে ক্ষমাগুণ বিরাট তোমার ন্যায়
তার পাশে মোর দোষ তুচ্ছ অতি অণু-প্রায়।
তুমি যে গো কৃপাসিন্ধু, নির্হৈতুক কৃপা তায়
লঙ্ঘিবারে সে মর্যাদা,
কোন যে সুকৃতি নাই।
যাদৃচ্ছিক প্রদক্ষিণা৩ নমস্কার৪ আদি যত
কিছুই তো নাহি, তবে কেন কৃপা বঞ্চিত?
কৃপাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম সীতা প্রতি ক'য়েছিলে
হেন কৃপা হ'তে মোরে কেন তবে বঞ্চিলে?
তথা হি—
'অনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্বত্ত এব ময়া শ্রুতম্।'
(রাঃ সুঃ ৩৮।৪১)
অপরাধ বিচারিয়ে মোরে ক্ষমা সমুচিত
যথা ব'লেছিলো 'তারা' লক্ষ্মণেরে অতি হিত।

তথা হি—

কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র,
কস্তে ন সংতিষ্ঠতি বাঙ্‌নিদেশে।,
(রাঃ কিঃ ৩৩।৪১)

স্নেহী মন, স্নেহ উক্তি, রক্তাধর শ্যামরূপ
ওরে শুক, রূপে গুণে নায়কের অনুরূপ।
তার কাছে মোর কথা নিবেদনে কিবা দোষ
যা রে তার পাশে গিয়া কহ মোর যত ক্লেশ।
এতদিন ভোগরাগে মোর দ্বারা পুষ্ট স্বামী
তাই সে নিঠুর মোরে ভালমতে জানি আমি।
তোরেও তো পুষিয়াছি এতদিন ধ'রি তথা
তুইও নিঠুর হ'বি, না মানিবি মোর কথা!
॥১ ৪।৭॥

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রথমেই নায়িকার প্রশংসা লভিয়ে শারী
গর্ব অনুভব করি রহে তার সহচরী
নায়কীর খেদ হেরি খিন্না পুনঃ সেই শারী
খিন্না হেরিয়ে তারে নায়কী কহিছে ফেরি।
পূর্বে যথা, এবে পুনঃ নিবেদয় মোর কথা
এ কথা শুনিয়ে শারী, রহে নিরুত্তরে স্থিতা
ভৎর্সনায় কহে তবে, তোর ভার নিতে নারি
আমি যে বিনষ্টপ্রায়, অন্য ভর্তা খোঁজ শারী!

মূল গাথা

মায়াহীনে হে শারীকে! মিনতি বলগা তাকে
কত দুঃখে আছি আমি কিবা মোর দশা।
মুই তার প্রাণপ্রিয়া ব্যথা পাবে তার হিয়া
নিশ্চয় আসিবে হেথা এই মোর আশা॥

১—বেদান্তী স্বামী—পরাশর ভট্টর স্বামীর মহা বিদ্বান সন্ন্যাসী শিষ্য, এই সহস্রগীতি গ্রন্থের একজন বিশেষ ব্যাখ্যাকর্তা।
২—পিল্লান্ স্বামী—রামানুজস্বামীর শিষ্য, সহস্রগীতি গ্রন্থের প্রথম ব্যাখ্যা লেখক (কুরুকাধিনাথস্বামী)।
৩—যাদৃচ্ছিক প্রদক্ষিণা—অনিচ্ছাকৃত প্রদক্ষিণা। যথা—নিজ শস্যক্ষেত্র হইতে গরুকে তাড়াইবার সময়ে গরুটি এক মন্দিরের চারিধারে ঘুরিতেছে এবং সেই ক্ষেত্রের স্বত্বাধিকারীও গরুর পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে—এইভাবে মন্দির-প্রদক্ষিণাকে বলে 'যাদৃচ্ছিক প্রদক্ষিণা'।
৪—যাদৃচ্ছিক নমস্কারও তদ্রূপ, যাহা ইচ্ছাকৃত নহে।

তুমি যদি নিরুত্তর উদাসীন বাক্যে মোর
ঢুঁড়ে দেখ অন্য স্থলে অন্য ভর্তা তোর।
ভরণ পোষণ তব শকতি কোথায় পাব
গেছে রূপ ছায়া মাত্র বাকী আছে মোর ॥
॥১।৪।৮॥

ব্যাখ্যা—
'মোর দশা জ্ঞাপনীয়'—নায়িকা-নির্দেশ তবে
জ্ঞাপিয়া নায়কে শারী গর্বভরে স্থিতা এবে।
তথাপি অনাগমনে বিরহিণী কহে তারে
পালিয়াছ মোর কথা, ইথে নাহি দোষ তোরে।
তুমি যে ঘটক মোর নায়কের প্রাপ্তি হেতু
নায়ক ও মোর মাঝে তুমি মিলনের সেতু
এ মিলনে তোমার যে আচার্যের অধিকার
তাই আদর করি তোরে, কর পুনঃ উপকার।
তথা—
"লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ ॥"
(মনু—২।১১৭)
রে মোর পালিতা শারি! তুই যে বালিকা অতি
এই অল্প পরিপাকে মোর কার্য-ভ্রংশ দেখি।
যা গো পুনঃ দূতী হ'য়ে, নিবেদয় মোর ব্যথা
আমারে সে অতি মুগ্ধ মানিবে সে তোর কথা।
এ তো নহে রামচন্দ্র-ভরতে মিলন কথা
সত্যপাল রাম সেথা, বিদগ্ধে মিলন হেথা।
তথা হি—
"জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ রামো দুর্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা ॥"
(রাঃ অঃ ১০০।১)
এ নির্দেশ শুনি শারী নীরব ও উদাসীনা
এতো হেরি নায়িকা যে করে তারে ভর্ৎসনা।
তোর নিবেদনে হবে মোর এ দুর্দশা নাশ
তাহে অবহেলা যদি, ছাড়্ রে আমার আশ।
অন্য ভর্তা অন্বেষিয়ে যা-রে তুই পাশে তার
আমার শকতি নাহি, পালিতে তুহারে আর।
মোর শোচনীয় দশা দেখ্ রে পালিতা পাখী!
সর্ব শোভা গেছে মোর, ছায়া মাত্র আছে বাকী।
আপন অন্তিমকালে *শ্রীশৈলপূর্ণ নম্বি*[১]
নিজ গৃহ-দেবতারে করেছিল এই উক্তি—
"এবে সর্বশক্তি গেছে, ছায়ামাত্র বাকী আছে
খুঁজিয়া অপর ভর্তা, যাও তুমি তার কাছে।"
॥১।৪।৮॥

——

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক— নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
'ছায়ামাত্র আছে বাকী' নায়িকা কহিলা যবে
শীতল পবন তার অঙ্গ স্পর্শ করে তবে।
আচম্বিতে এ পরশ এ হেন পবন আজ
নহে কভু অকারণ, সাধিবে সে মোর কাজ।
নায়ক-প্রেরিত সে যে, হয় হেন অনুমান
এত ভাবি বিরহিণী করে তারে নিবেদন।
রে মারুত! তোরে কহি আমার অন্তর-ব্যথা
মোর বঁধু পাশে গিয়া নিবেদহ সেই কথা।
মোর ব্যথা শুনি যদি রহে উদাসীন তাহে
ফিরি আসি কর নাশ, তবে মোর ক্ষীণ দেহে।

মূল গাথা

সদাই উজ্জ্বল পদ্ম সম যাঁর শ্রীচরণ
সুদুর্লভ পুষ্পচয় করিয়ে গো আহরণ।
সে-চরণে প্রতিদিন করিবারে সমর্পণ
জন্মিয়াছি, তিনি মোর দয়িত যে নারায়ণ।
এ হেন সে সেবাদাসী, তাহার বিশ্লেষে যদি
রহি আমি প্রতিদিন আপাদ-মস্তকে ডুবি'—।

১—শ্রীশৈলপূর্ণ—মহান্ পূর্বাচার্য শ্রীযামুনাচার্যস্বামীর পঞ্চ মহাশিষ্যের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন বাল্মীকি-রামায়ণের একজন বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষ আচার্য। রামানুজস্বামী ইঁহার নিকটে থাকিয়া একবৎসরকাল রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হেন ভাগ্যহীনা যদি, কিবা কাজ এ জীবনে
শীত বায়ু, দূত হ'য়ে কহো মোর প্রাণধনে।
মোর ব্যথা শুনি' যদি রহে উদাসীন তাহে
ওহে দোঁহা মধ্যবাহী,
আসি' নাশো ক্ষীণ দেহে ॥

॥১।৪।৯॥

ব্যাখ্যা—

সুদুর্লভ পুষ্প — নায়িকার স্পৃহণীয় ফুল,
বেদান্তী[১] কহয়ে — প্রভুর যেবা পুষ্প অনুকূল।
যথা হি—
'অষ্টদিষায়ু বিদ্যমানানি পুষ্পানি আদায়।'
(সহ—৪।৭।৮)

হেন অনুকূল ফুল নানা দিগে অন্বেষণে
নিতি তারে সমর্পণে নারায়ণে যে চরণে।
সেই শ্রীচরণ সদা উজ্জল কমল সম
পরমোপভোগ্য সে যে, সেবনীয় সে পরম।
হেন পদযুগে পুষ্প করিবারে সমর্পণ
পেয়েছি জনম মোর, তাহে প্রতিবন্ধন।
তথা হি—
'সৃষ্টস্তং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি।'
(লক্ষ্মণ প্রতি সুমিত্রা-বচন—রাঃ অঃ ৪০।৫)

জীব ঈশ্বরের দাস, 'শেষবস্তু' আর
কৈঙ্কর্য বিনা স্বরূপ সিদ্ধ নহে তার।
তেমতি ঈশ্বর 'শেষী', স্বরূপ তাঁহার
সিদ্ধ হয়, কৈঙ্কর্য করাইয়ে তাঁর।

এমত সম্বন্ধ মোদের, তবু ভাগ্যহীনা হায়
বিরহ সাগরে ডুবি আপাদমস্তক তায়।
কৈঙ্কর্য-বিচ্যুতা হ'য়ে ভাগ্যহীন এ জীবন
এ হেন দশায় মোর জীবনে কী প্রয়োজন?
নায়কী কহয়ে পুন, দূত সে পবনে
ঈশ্বর-প্রেমিকা হ'লে, ত্যজে বন্ধুগণে।

সেই সে নায়ক পুন ত্যজিল আমারে
ভাগ্যহীন এ জীবন কিবা কাজ তারে!
তথা হি—
"মদীয়ানাং অপবাদং প্রাপ্য অত্র,
যেন চ অপমানং প্রাপ্য তত্র।"
(সহ—১।৭।২)

হে মারুত কর তুমি দোঁহা মধ্যে সঞ্চরণ
মোর ব্যথা কহি তারে আনহ প্রতিবচন।
মোদের মিলনকালে সঞ্চরিলে তুমি সেথা
এবে অন্তরঙ্গ হ'য়ে তার পাশে কও কথা—
'তব নিত্য সেবাদাসী সেবা বিনে প্রাণ যায়
তাহার মিলনে তার সেবা ল'য়ে রাখ তায়'।
তদুত্তরে কহে যদি—মোর সেবা নাহি চায়,
ফিরি আসি কর নাশ, এই ক্ষীণ দেহ তায়।

॥১।৪।৯॥

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অন্যে ছাড়ি নিজ মনে দূত রূপে ডাকি' কহে
যাও যথা স্বামী মোর, এবে না ত্যজিহ তারে।
পূর্ব গাথা কহে মোর জন্ম কৈঙ্কর্যের তরে
তাই মন, দেহ ছাড়ি কৈঙ্কর্যে উদ্যোগ করে।
নায়িকা কহিছে—মন এবে ছাড়ি নাহি যাও
স্বামীর মিলন মোরে যাবত নাহিক পাও।

মূল গাথা

দেহ-চক্র মোক্ষপদ আত্মা আদি যত সব
সকলি হইয়া নিজে, পুন আবির্ভবে।
একার্ণবের জলে শয়ান সে নানা ছলে
উগ্র-চক্রধারী মোর স্বামী নানা ভাবে॥
রে গম্ভীর ভব্য মন! যদি পাও দরশন
মোর কথা মোর ব্যথা কোরো নিবেদন।
যত জীব যত বস্তু কৈঙ্কর্যের তরে সৃষ্ট
তনু মন ধন তাঁরি পদে সমর্পণ॥

১—বেদান্তী স্বামী—আচার্য পরাশর ভট্টের উত্তরাধিকারী আচার্য সমগ্র সহস্রগীতি গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখকগণের অন্যতম।

হেন সৃষ্টি প্রয়োজনে তাঁর কৈঙ্কর্যকরণে
বঞ্চিতা র'য়েছি মোর পাপের কারণ।
মিলনে সহায় হও, যাবত মিলন নয়
তাবত আমারে তুমি না কর বর্জন ॥

॥১।৪।৯॥

ব্যাখ্যা—

চেতনাত্মা জড় দেহ সহ জাত পুন পুন
যত যত সৃষ্ট বস্তু চক্রাকারে আবর্তন।
অসংখ্যেয় বস্তুচয় সংখ্যাতীত জন্ম তার,
নিত্য মোক্ষ পদ আর সৃষ্টির চরম সার।
সকলি হইয়া নিজে আপন বিকাশ বলে
স্বয়ং আবির্ভবি' পুন শয়ন একার্ণবজলে।

তথা হি—

"সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।" (শ্রুতিঃ)
"অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমপাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ॥" (মনু—১।৮)

অণ্ড সৃষ্টি কৈল আর জগৎ দৃশ্যমান
সৃজ্য-বিরোধী দৈত্য আদি[১] করে বিনাশন।
তীক্ষ্ণ খরধার চক্র করিয়া ধারণ
অগাধ অর্ণব জলে রহে সে শয়ান।
মোর পাশ হ'তে এবে যাঁ'রে ভব্য মন
তাহার সকাশে, পেলে তাঁর দরশন।

তথা হি (সীতা বিরহে রাম বাক্য)—

"বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্র-সংস্পর্শঃ চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥"
(রাঃ যুঃ ৫।৬)

জানায়ো আমার ব্যথা মোর কথা নিবেদন,
সফল হইতে পারে কার্য মোর ওরে মন!
কোয়ো—'তাঁর সৃষ্ট বস্তু তাঁহারি' কৈঙ্কর্য তরে
'সমর্পিনু দেহেন্দ্রিয় তাঁহারি চরণ তলে।

তথা হি—

"বিচিত্রা দেহসম্পত্তিরীশ্বরায় নিবেদিতুম্।
পূর্বমেব কৃতা ব্রহ্মন্ হস্তপদাদিসংযুতা ॥"
(বিঃ তত্ত্ব- ১০)

রে গম্ভীর ভব্য মন! এত করি নিবেদন
না ত্যজিহ তারে, পুন হবে তব প্রয়োজন।

১—দৈত্যাদি—মধুকৈটভাদি দৈত্য, অসুর প্রভৃতি।

সৃষ্টি প্রবর্তন যদি কৈঙ্কর্য করণ তরে,
বিরহ সাগরে ডুবি এ পাপিণী পাপভারে।
তব আর্ত নিবেদনে হবে পাপ নিবর্তন
মিলিবে সে মোর সনে, তদবধি রহ মন।

॥১।৪।১০॥

—

প্রথম শতক, চতুর্থ দশক — একাদশ গাথা
(দশক-পাঠ ফল)

মূল গাথা

সপ্তলোক-স্বামী কৃষ্ণের অপার মহিমা-স্তুতি
রচিলা শ্রীশঠকোপ সুন্দর কুরুকাবাসী।
অন্তাদি[১] সহস্রগাতি তার মাঝে এ দশক
সম্যক্ পঠন মাত্রে পায় শ্রেষ্ঠ সম্পৎ।

॥১।৪।১১॥

ব্যাখ্যা—

সপ্তলোক সৃজিলেন স্বামী নারায়ণ
সেই জনগণ মাঝে হ'য়ে এক জন।
কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ আশ্রিতে সুলভে
বিফল হইলা সুরি তার অনুভবে।
পাঠাইলা দূত, তবে সদয় হইয়ে
দেন দরশন কৃষ্ণ সুরির হৃদয়ে।

হেন কৃষ্ণ অবতার পরত্ব সৌলভ্য যার
সুরির হৃদয় ভরি করে অধিকার ॥
হেন সুরি শ্রীশঠারি শোভিত কুরুকাপুরী-
মাঝে রচিলেন এই সহস্রেক ঝার।

যথা—

"অকালে ফলিনো বৃক্ষাঃ সর্বে চাপি মধুস্রবাঃ।
ভবন্তু মার্গে ভগবন্নযোধ্যাং প্রতি গচ্ছতঃ ॥"
(রাঃ যুঃ—১২৭।১৮)

অপার মহিমা যার এ দশক মাঝে তার,
সে কত মহিমা ধরে কহিতে না পারি।
ভোগ্য মানি' উচ্চারণে পাতে সে পরম ধনে
পরম আকাশ, শ্রেষ্ঠ পরম সম্পদ ॥

১—অন্তাদি—পূর্ব গাথার অন্তিম শব্দটি পরবর্তী গাথায় আদি বা প্রথম শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিবারি' সংসার-স্থিতি পায় সে পরমাগতি
লভে নিজ স্বরূপ আর বিরাট বৈভব ॥

ব্যাপদেশ (দূত তত্ত্ব)—

এ দশকে পক্ষী-দূত আচার্যের স্থান
প্রতি গাথায় আচার্যের গুণের কথন।
আদি হ'তে নবমে গুণ কহে ক্রমে ক্রমে
সদাচার্য-ভূষিত যে হেন গুণগণে।
নারদ পাখী জ্ঞানবান, কোকিল মধুর ভাষী
সারাসার বিবেকজ্ঞ সে যে হংস মৃদুগতি।
দর্শনীয় ক্রৌঞ্চ, সারস শুদ্ধ-স্বভাব
অনন্য-ভোগ্যতা গুণে গুণী মধুকর।
চির-উপাসিত শুক, সদ্‌বৃদ্ধসেব্য শারী
গুরু-শিষ্য-বন্ধ বহি বায়ু সত্ত্বা রক্ষাকারী।
হেন গুরু-দেহ রক্ষায় শিষ্য-উজ্জীবন
আচার্য-ইতর স্পর্শ পতন কারণ।

হেন সদাচার্য সেবা শুন শুন ফল যেবা—
ভগবৎ-কৈঙ্কর্যে করায় প্রবণ।
বিষয়-বাসনা ত্যজি' ভব্য মন প্রভু ভজি'
লভে তায় নারায়ণ কমল চরণ ॥

যথা হি—

'মন্মনো মাং ত্বদীয়ং ন ভবামীতি বিস্‌জ্য
নেমিশঙ্খৌ স্বাভ্যাং করাভ্যাং
দধতো, বহুদীর্ঘব্যাপ্তকান্তি-
সূর্যেন সহ ক্ষীরেন্দুং ধৃত্বা একমুজ্জ্বলনীল-
সমীচীনদীর্ঘপর্বতেনাগচ্ছতা সদৃশস্ত
কালবিকসৎ কুসুমপাদং প্রাপ্নোৎ।' (সহ—৮।২।১০)

॥১।৪।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু ॥

প্রথম শতক — পঞ্চম দশক

দশক তাৎপর্য—

উত্তমাধিকারী হেরি সূরীরে শ্রীভগবান
প্রীতিভরে আলিঙ্গনে করিলেন উপক্রম।
নিজ অযোগ্যতা ভাবি সূরী দূরে সরি' যায়
কত স্নেহভরে তবে প্রভু বুঝালেন তায়।
আপন সৌশীল্য গুণ ত্রিবিক্রম অবতারে
বুঝাইয়া তবে তিনি আনিলেন নিজ ক্রোড়ে।
সর্ব পরতত্ত্ব নারায়ণ সে যে সর্বাশ্রয়
তিনিই আশ্রয়ণীয় প্রথম দশকে কয়।
হেন আশ্রয়ণ কভু নিষ্ফল যে নয়
দ্বিতীয়ে কহিয়ে পুনঃ, তৃতীয়ে কহয়।
অবতার-সুলভ অতি ভজনে বিরোধ নাই
অপরাধে ক্ষমাশীল চতুর্থে কহিছে তাই।
পঞ্চমে অযোগ্য ভাবি সূরী যবে দূরে চ'লে
তাহার মিলনে প্রভু টানি' তারে লয় কোলে।
পূর্ব দশকে দূত প্রেরণ *নায়কীর ভাবে*
প্রেমকার্য হয় তাহা সূরীর এ মহাভাবে।
দূরে অবস্থান চিন্তা আপনারে হেয় মানি
এবে সূরীর *জ্ঞানকার্য*, প্রভুর মহত্ত্ব জানি।
অজ্ঞান নিবারি' তারে ভক্তিরূপী যেই জ্ঞান
দিলেন ঈশ্বর সেই জ্ঞানে সূরী জ্ঞানবান।

তথা—

'অজ্ঞাননিবৃত্তিং মত্যানন্দং দত্তবান্।' (সহ—১।১।১)

দূতমুখে শুনি হরি সূরীর আর্ত নিবেদনে
দুঃখিত অন্তর অতি তারে নিজ অদর্শনে।
এবে তাই হ'য়ে মাল্য-আভরণে বিভূষিত
গজেন্দ্রে যথা, সূরী-সন্নিকটে উপগত।
তাঁহার বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ, আপন স্বরূপ হেরে
দোঁহার প্রভেদ জানি, না মিলি পলায় দূরে।

ভাবে মনে নিত্যসূরী-অনুভাব্য সে মহান্
দূষিত হবেন প্রভু যদি মোর পরশন।
সূরীরে পুছয়ে তবে যদি অপসর দূরে
তোমার জীবন তাহে বিনষ্ট হবে না কি রে ?
সূরী কহে, তুমি নাথ উজল স্বরূপ হেরি'
কভু না দূষিব, মোর বিনাশে নাহিক ডরি।
রাম যবে 'কাল' সনে অতি সংগোপনে
লক্ষ্মণেরে দ্বারী রাখি ব্যস্ত আলাপনে।
তখন না বারিল সে দুর্বাসা প্রবেশ
রামের অবধ্য ভয়ে, বরে ধ্রুবিনাশ।
তথা—(রামপ্রতি লক্ষ্মণ-বচন)—

"যদি প্রীতির্মহারাজ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং প্রতিজ্ঞামনুপালয়॥"
(রাঃ উঃ ১০৬।৪)

রামবংশ রক্ষা তরে জানকী যেমন
অসহ্য অবস্থা সহি' রাখিলা জীবন।

"ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।
ত্যজেয়ং রাঘবে বংশে ভর্তুর্মে পরিহাস্যতে॥"
(রাঃ উঃ ৪৮।৮)

নিত্যসূরী-অনুভাব্য তুমি সর্বেশ্বর
দূষিত করিতে নারি পরশে আমার।
অমৃতে গরল যোগ ইহাও তেমতি,
মিলিব না রবো দূরে, এই মোর মতি।
এতো দেখি প্রিয় ভক্তে পুছে ভগবান—
"বিচারো কী ! আমা হ'তে দূরেতে প্রয়াণ ?
আমারে অবদ্য ভাবি যদি না মিলহ মোরে
তবু সুদুর্লভ মানি তোমা হেন কিঙ্করে।
হেয় ভাবি নিজে, যদি কর মোরে সমাশ্রয়
সর্বে অধিকারী ইথে জানিবে গো সর্বজন।
তুমি যদি যাও দূরে ছাড়িয়া আমারে
মোর অপবাদ হবে জগত মাঝারে।
সর্বভূতে সম আমি আশ্রয়ণ কালে
স্বমুখে ক'য়েছি আমি শুনেছে সকলে।
তথা হি—

'সমোঽহং সর্বভূতেষু……।' (গীতা ৯।২৯)

গুণাগুণ না বিচারি, সকলেরই শিরে শিরে
ধ'রেছি চরণ মোর ত্রিবিক্রম অবতারে।
এ হেন স্বভাব মোর দেখায়েছি পূর্বে তোরে
তবে কেন নিজ দোষ চিন্তা করি যাও ফিরে।
তোমার আয়ত্তে আমি, আমি তব পরাধীন
তব ত্যাগে, মোর গুণে না রহিবে সমীচীন।
গোকুলেতে নবনীত   করি মোরে বঞ্চিত
যেবা গতি লভে সেই বঞ্চক হীন।
তুমি যদি যাও দূরে   সেই গতি হবে তোরে
তোমার বিরহে আমি রবো সত্তাহীন॥
আমার আশ্রয়-আশী   হয় যদি দোষে দোষী
তার দোষ দেখি যদি করি বরজন।
সাধু বলি না গনিবে   আমার কলঙ্ক হবে
তারে আমি না ত্যজিব ইহা মোর পণ॥
তথা হি—

'মিত্রভাবেন সংপ্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্॥'
(রাঃ যুঃ ১৮।৩)

এত বলি মিলাইলা, যথা বিভীষণে
পুনঃ উপদেশে যথা করিলা অর্জ্জুনে।

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥'
(গীতা ১৮।৭৩)

তেমতি বলাৎকারে মোরে বশীভূত করি
মিলাইলা স্নেহভরে আপনার পাশে হরি।
গাথা তাৎপর্য—
নিত্যসূরী-অনুভাব্য এ হেন সে সর্বেশ্বরে
কায়-মন-বাক্যে স্পর্শে দোষদুষ্ট করি তারে।
উভয়বিভূতি-নাথ সর্বপরাৎপর যিনি
তাঁহার বিনাশে করি বিচার, অতি দুষ্ট আমি।

মূল গাথা

মাহাত্ম্যবিশিষ্ট সপ্তলোক-বীজভূত অতি
নিত্যসূরিগণের যিনি নায়ক বা অধিপতি।
'ননীচোর' 'কপট' বলি দূষিয়াছি তারে হায়!
হেন ঘোর পাপী আমি দুষ্টমতি, দুরাশয়
যূথিকা-কলির ন্যায় দশন-হাসিনী নীলা

১—সহঃ — ১।৪।৩।

তারে লভিবারে পুনঃ বলী গোপ হ'য়ে লীলা।
সপ্ত ঋষভেরে বাঁধি এক সূত্রে বলবান
মোর স্বামী একা সঙ্গে করিলা যে আলিঙ্গন।
এই সব লীলা স্মরি', স্মরি' মোর উক্তি পুনঃ
শিথিল হইলা মোর দূষিত এ বাক্য মন ॥

॥১।৫।১॥

ব্যাখ্যা —

'মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট সপ্তলোকী বীজ'—একথন
স্বামী গুণগণ, কিংব নিত্যসূরী-বিশেষণ
মোর স্বামী বিভূষিত যথা বস্ত্র আভরন
তথা জড় ও জীব হয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ সম।
নিত্যসূরী-মহিমা যে অনুভবে কুশলতা
নিত্যজ্ঞানী তাই তারা স্বামী-বুদ্ধি করে সদা।
হেন 'স্বামী' যিনি উভ-বিভূতি-নায়ক
তাঁরে আমি কহিয়াছি 'তস্কর', 'কপট'
মহাপ্রেমে মগ্ন সূরী এ হেন কথনে।
এবে পুনঃ অনুতাপ সমুদিত জ্ঞানে।
তাঁরে গালি দিয়া আমি করিনু যে ক্রুর পাপ
হেন গুণবান তাঁরে দি'ছি মহা অপবাদ।
স্নেহময়ী যশোদার স্নেহভরা গালি
সেই বাক্য কহি আমি অতি দুরাচারী।
নীলাদেবী হাসি হেরি' প্রেমভরে মুগ্ধ মন
তারে লভিবারে তাঁর কত কত প্রযতন।
সপ্ত ঋষভেরে বাঁধি এক সূত্রে মহাবলে
লভিলা সে নীলাদেবী কতহু না কৌশলে।
ভক্তের সরবস্ব ধন, তিনি ভক্ত পরবশ
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে' সতত হ'য়ে অবশ।

তথা হি—

'কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
কৃষ্ণঃ পরায়ণং চৈষাং জ্যোতিষামিব চন্দ্রমা ॥'
(ভারতঃ দ্রোঃ ১৮৩।২৪)

নীলাদেবী রুক্মিণী এ বিষয়ে তুল্য মুল্য
দোঁহে লভিবারে কৃষ্ণ-কথা অতীব অমূল্য।

তথা হি—

'হে সুন্দরৈকজননি কৃষ্ণভাবে
যে মাতরৌ চ পিতরৌকুলে অপি যে।
এককণাদনুগৃহীতবতো ফলং তে
নীলাকুলেন সদৃশী কিল রুক্মিণী চ ॥
(সুন্দঃ স্তঃ—১০৭)

"তুল্যশীলবয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবোঽর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা ॥"
(রাঃ সুঃ—১৬।৫)

গোপনযোগ্য সংবাদ করেছি প্রকাশ
হেন দোষে দুষ্ট আমি অতি পাপাচার।
কেবল বাচিক দোষে দুষ্ট মাত্র নহি হেথা
কায়িক ও মানসিক ব্যাপারেও দোষী তথা।
হেন লীলা স্মরি স্মরি শিথিল হইয়া মনে
মোর নাথ গুণবানে দুষি' পুন মনে মনে।
এ মানস শিথিলতা দেহেতে প্রকাশ পায়
আমার মনের কথা সর্বলোকে জানে তায়।
তাহারে দুষিয়া পুন পাঠায়েছি দূত যত
নায়িকা ভাবেতে হায়, আমি দোষে দুষ্ট শত।
কায়মনোবাক্য দিয়া দোষে দুষ্ট আমি অতি
মোর সম এ জগতে নাহি কেহ দুষ্ট মতি।

॥১।৫।১॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মানস স্মরণ বাচিক উক্তি দৈহিক শিথিলতা,
স্বামী প্রসঙ্গে আমার ব্যাপার—অতি অনুচিত কথা।
চণ্ডাল যথা নহে অধিকারী বেদের অধ্যয়নে
তেমতি যে আমি অতি অযোগ্য তাঁর কথা আলোচনে॥
অনুরাগ ভরা ব্রহ্মাদি দেব, সমুচিত এ ব্যাপারে
অতি অনুচিত করিয়াছি আমি, এবে সরে যাই দূরে॥

মূল গাথা

প্রভুর ব্যাপার স্মরণে শিথিল
আর্দ্রচিত্ত অতি।
শিথিল শরীর দেব ঋষিগণ
প্রেম-পূরিত মাত॥
গ্রথিত মাল্য পুষ্প অম্বু
চন্দন ধূপ ধরি।
তোমার চরণে করে গো প্রণতি
হৃদয়ে ভকতি ভরি॥

(হে) বিশ্ববস্তু সৃজন-কারণ!
(তব) ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি হয়।
তুমি উপাদান তথাপি সৃজনে,
কোন হ্রাস তব নাহিক তায়॥
তোমার বৈভব অতীব মহান্,
পূজি' অন্য দেবীদেবা!
হে মায়িন্ তব এ জ্ঞান বৈভব,
মলিন না হবে কিবা? ॥১।৫।২॥

ব্যাখ্যা—

ব্রহ্মা আদি দেবগণ লয়ে মাল্য চন্দন
তব সমারাধনায় হয় যবে নিমগন।
ভাবে এবে পাবো তাঁর স্নেহদৃষ্টি সম্ভাষণ
এত ভাবি আর্দ্রচিত্ত অভিভূত দেহ মন।
"যোঽনন্তঃ পৃথিবীং ধত্তে শেখরস্থিতি সংস্থিতাম্।
সোঽবতীর্ণো জগত্যর্থে মামক্রুরেতি বক্ষ্যতি॥"
(বিঃ—৫।২৪।১২)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সনকাদি ঋষিগণ
যবে রাজো তমাধিক্য, হয় যে দুরভিমান।
সত্ত্বগুণাধিক্য যবে ভগবৎ-অনুভবে
ডুবি' তারা কায়মনোবাক্যে তাঁরে সুসেবন॥

রচিয়া মোহন মালা আপনারে ধন্য মানে
হেরি তিনি হৃষ্টচিত্তে করিবেন পরিধানে
পূজন গ্রহণ কালে তাঁর শ্রম নিবারণে
অম্বুদান, ধারণার্থে ল'য়ে গন্ধ চন্দনে।
গুরুধূম ধূপ আদি আরো যত উপচারে
ল'য়ে যায় অর্চনায়, প্রণমে ভকতি ভরে।
এ হেন ভকতি, প্রীতি, হেন পূজা আয়োজন
হেরি হরি নিজ ফল মানি হৃষ্ট তনু মন।
ভক্ত-ভগবান উভে পরস্পর ভাব-বন্ধ
এই ভাবে বাঁধা দোঁহে, এই নিত্য সম্বন্ধ।
সূরি কহে শুন নাথ তাদের পরশে তবু
তব মহা বৈভব মলিন যে হবে প্রভু।
উপাদান-হেতু, তবু সৃজনে নাহিক ক্ষয়,
নিমিত্ত-কারণ তুমি সৃজন সঙ্কল্পে হয়।
এ মহান্ বৈভব কে পারে জানিতে হায়।
ব্রহ্মাদিও সৃষ্ট জীবে প্রভেদ নাহিক তায়।
ব্রহ্মর্ষি পরশে যদি ম্লান হেন বৈভব
ওহে মায়ি! তুচ্ছ আমি, না পরশি দূরে যাব।
॥১।৫।২॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক—তৃতীয় গাথা।

গাথা তাৎপর্য—

সর্বেশ্বরের মহা পরত্বের গুণে
অনুভবি' পুনঃ তাঁর কথনে স্মরণে।
অভিভূত, কহে পূর্বেতে সূরি
অকাজ করিনু, এবে দূরে সরি
সস্নেহে তবে ঈশ্বর কহে
পরত্ব হেরিয়ে না পলাও দূরে।
সৌলভ্য তথা শীল গুণ১ এবে
কর অনুভব ত্রিবিক্রম যবে।
পরত্বে সংশ্লেষে, সৌশীল্যে বিশ্লেষে
অসমর্থ হ'য়ে সূরি অবশেষে
মধ্য-স্থিত হ'য়ে গুণ অনুভবে
করে কালক্ষেপ আনন্দ অন্তরে।
গুণীর বিহনে সূরী শীল-গুণ অনুভবে
বিরহী সূরীর কালক্ষেপন যে সম্ভবে।

মূল গাথা

ব্রহ্মাদি দেব মুনি ঋষি যত
সৃজিয়া, দিয়াছো জ্ঞান যথাযথ।
তুমি জ্ঞানাতীত অতীব মহান্
সর্বজীব শিরে ধরো শ্রীচরণ।
জীব কল্যাণে জননী সমান
অদ্বিতীয় তুমি পূর্ণ শীলবান। ॥১।৫।৩॥

ব্যাখ্যা—

বিলক্ষণ-জন্ম জাত স্ব স্ব অধিকার মত
সৃষ্টি সংহারাদি কার্যে অধিকৃত জ্ঞান যত।
হেন পূর্ণ, যাহে পুন জ্ঞানদাতা সর্বেশ্বরে
পুনরায় পুছিবারে প্রয়োজন নাহি পড়ে।

১—শীলগুণ — সৌশীল্যগুণ — 'মহতো মন্দৈঃ সহ নৈরন্ত্রেন সংশ্লেষঃ—সৌলভ্যঃ।

এ হেন সে সুরগণ মুনি ঋষিগণ যথা
সপ্তর্ষি, দশ প্রজাপতি, একাদশ রুদ্র তথা।
দ্বাদশ আদিত্য আর অষ্টবসু আদি মুখ
ইঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পুন ব্রহ্মা চতুর্মুখ।
আপনি সৃজিয়া ব্রহ্মা, দিল তারে পূর্ণ জ্ঞান
প্রভু কহে, কর এবে সপ্তর্ষি আদি সৃজন।
হেন সর্বেশ্বর, আদি সৃষ্টিকর্ত্তা সর্বস্বামী
ব্রহ্মাদি দেবতাঋষিমুনি-জ্ঞানাতীত তিনি।
হেন সর্বস্বামী স্বয়ং অবতরি' অনায়াসে
বিক্রান্ত চরণে তাঁর পূত করে সর্বদেশে।
যে পদপঙ্কজ তাঁর ননী হ'তে সুকোমল
মহিষীরও সশঙ্ক পরশে যাহা হয় ম্লান।
সেই শ্রীচরণ তিনি করিয়া সুবিস্তার
পর্বত কন্টক বন সরবত্র সুসঞ্চার।
উচ্চ নীচ নির্বিচারে প্রাণিগণে যত যত
মাতৃবৎসল তেঁই হেন বিচরণে প্রীত।
হেন অদ্বিতীয় বস্তু পরত্ব চিন্তনে তাঁর
দূরে পলায়ন কালে ভরে সূরী অন্তর।
বাৎসল্য সৌলভ্য তাঁর অনুপম অতুলন
হেন গুণ অনুভবে বিদ্ধ সূরী স্তব্ধ হন।

॥১।৫।৩॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক — চতুর্থ গাথা

দশক তাৎপর্য—

হরির সৌশীল্য গুণ অনুভব করি
আপন মনেরে ডাকি' কহিছেন সূরী।
দূরে পলাইতে মোরা ক'রেছিনু অভিলাষ
হেন গুণে গুণী তিনি, এবে কি করিতে চাস্।
নিরপেক্ষ সৃষ্টি তাঁর যদিও তবু সে প্রভু
মোরা যদি চাই যেতে তিনি কি ছাড়িবে কভু!
মোরে সৃষ্টি করেছেন নিজ অনুভব তরে
প্রদর্শিয়ে তাঁর গুণ বেঁধেছেন সেই ডোরে।
মোরা এবে চাহি যদি পলায়ে যাইতে দূরে
হেন গুণে গুণী প্রভু সে নাহি ছাড়িবে মোরে।

মূল গাথা

একমাত্র অদ্বিতীয় স্বয়ং কারণ স্বামী
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তিরূপেতে তিনি।
ব্রহ্মাদি দেবতা আর মুনি ঋষি আদি যত,
স্থাবর জঙ্গম রূপে র'য়েছেন বিরাজিত।
একার্ণব হ'য়ে নিজে তাহে হ'য়ে আবির্ভূত
শয়ান আছেন তিনি নিত্যসূরী-নির্বাহক।
শ্রীবৈকুণ্ঠপতি তিনি মহামায়ী মোর স্বামী
ছাড়িতে কি পারে মোরে,
তাঁর নিজ বস্তু আমি॥

॥১।৫।৪॥

ব্যাখ্যা—

'একমাত্র অদ্বিতীয় স্বয়ং কারণ স্বামী'
'অদ্বিতীয়' পদে হেথা ত্রিতয় কারণ গণি—
নিমিত্ত, উপাদান, সহকারী কারণ আর
এ ত্রিতয় সবই তিনি, দ্বিতীয় নাহিক তার।
তথা হি—
'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।'
(ছাঃ উঃ)
'স্বয়ং' পদে কহে নাহি উপাদান-অন্তর
'একমাত্র' পদে বুঝ নাহি সহকারী তার।
'অদ্বিতীয়' পদে অন্য নিমিত্ত-কারণ নাহি
নিমিত্ত, উপাদান, সহকারী সবই তিনি।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বয়ং ত্রিতয় হ'য়ে
সৃষ্ট জীবে পূর্ণ এই বিশ্বের নির্বাহ করে।
রঘুবংশে অবতরি তার রাজগণ সহ
যথা রামচন্দ্র হন একই স্তরে গননীয়।
যথা কৃষ্ণচন্দ্র পুনঃ যদুবংশ-রাজ মাঝে
তথা বিষ্ণু অবতরি ব্রহ্মা রুদ্র স্তরে সাজে।
স্বরূপেতে অবতরি বিষ্ণু যে পালনকারী
ব্রহ্মা রুদ্র-অন্তরাত্মারূপে সৃষ্টি-সংহারী।
বেদান্তে কহয়ে তাঁরে, ইন্দ্র-ব্রহ্মা-রুদ্র সেহ,
ইন্দ্রকার্যে অন্তরাত্মারূপে নির্বাহক তিঁহ।
তথা হি—'স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ।' (তৈঃ উঃ)

ব্রহ্মাদি দেবতা মুনি সনকাদি ঋষি যত
স্থাবর জঙ্গম, সর্ব উৎপাদনে হ'য়ে রত।
স্বয়ং উপাদানরূপে সৃজি' মহার্ণব এক
তাহাতে শয়ান যিনি সৃষ্টি আদি নির্বাহক।
এ হেন সে মহামায়ী নিত্যসুরি-অধিপতি
তিনি যে গো মোর স্বামী, তিনিই বৈকুণ্ঠপতি !
তিনি যে আমার পতি, আমি যে গো বস্তু তাঁরি
দূরে যদি যেতে চাই, সে কভু কি দিবে ছাড়ি !
বহু আরাধনা করি' পুত্র লভিয়া প্রসূতি
লালনে পালনে পুনঃ কতই না যত্নবতী।
হেন পুত্র বয়ঃপ্রাপ্তে যেতে চায় দেশান্তরে
স্নেহময়ী মাতা তারে কভু কি ছাড়িতে পারে !
তেমতি গো স্বামী মোর একাধারে মাতাপিতা
অজ্ঞানের নিয়ামক, পুনঃ মোর জ্ঞানদাতা।
বিরাট মহিমা তাঁর, আপন তুচ্ছতা আর
জানি যদি দূরে সরি, তিনি কি সহিবে তায় !

॥১।৫।৪॥

——

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্ব গাথায় নিজ আভিমুখ্য জানায়েছে সূরী
এবে কহে—কর কৃপা কৈঙ্কর্য স্বীকার করি'।
এই আভিমুখ্যকালে প্রভুর বিলম্ব হেরি'
অসহ হইয়ে কহে — শীঘ্র এসো কৃপা করি'।

মূল গাথা

হরিণী-নয়না রমা উরোপরি হে মাধব
স্বগুমাত্র বিনাশক হে গোবিন্দ ধনুর্ধর।
ত্রিপাদবিভূতি ব্যাপ্ত কান্তি তব নীলমণি!
কৃপা কর এ পাপীরে, হে মধুসূদন স্বামি!
যাহে তব বিকস্বর মধুস্যন্দি শ্রীচরণ
প্রাপ্ত হই তাই কর, বিলম্ব যে অসহন॥

॥১।৫।৫॥

ব্যাখ্যা—
হরিণী-নয়না রমা করুণার প্রকাশিনী
উরোপরি রহি তোমা কৃপাসিক্ত করে তিনি।
তুমি পুনঃ কৃপানেত্রে চাহ ওগো তাঁর পানে
দোঁহে কৃপা উথলয়ে সার্থক 'মাধব' নামে।
তথা হি—
"তয়াবলোকিতা দেবা বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নির্বৃতিমাগতা॥"
(বিঃ ১।৯।১০৬)

'স্বগু' অর্থে কুব্জ কহে, কুব্জা অর্থে দুই
রামলীলায় মন্থরা, কিংবা কৃষ্ণপ্রেমী যেই।
'গোবিন্দ' অর্থে পৃথ্বী-রক্ষক রামরায়
গো-গোপ রক্ষণকারী কৃষ্ণে কিংবা কয়।
ইহার ফলিত অর্থ শুন মহাশয়
বিশ্লেষিয়া কহিছেন ব্যাখ্যাকার তায়।
রাম-অবতারে বাল্যে গুটি ধনু ল'য়ে
ক্রীড়াছলে কুব্জা-পৃষ্ঠে গুটি মেরেছিলে।
কৃষ্ণ-অবতারে পুনঃ সেই ধনু ল'য়ে
কুব্জার চন্দনে তুষ্ট, তাহারে তুষিলে।
যদি কহ কৃষ্ণ-হস্তে ধনুর সম্ভাব নাই
তবে কই, ধনু আছে আড়্বার দেখে তায়।
তথা হি—
"বৃত্তিকাষ্ঠং* ছিত্বা লীলা চাপং ধৃত্বা সঞ্চরতি।"
(পেঃ তিঃ ১৬।১—পেরিয়াড়্বার)
"ধর্মজানতো ধৃতস্য স্বহস্তগত শার্ঙ্গবৎ।"
(নাঃ তিঃ ১৪।৬—অণ্ডাল আড়্বার)

কহি তাঁর গুণগণ, এবে রূপ বরণন
সূরী কহে নীলমণি কান্তি-ছটা অতুলন।
ত্রিপাদবিভূতি ব্যাপ্ত তাঁর দিব্য অঙ্গকান্তি
হেন দিব্য বিগ্রহের অনুভবে মহাশান্তি।
হেন অনুভবী ভক্তে যত বাধা বিঘ্ন হর
'মধু অসুরে' বিনাশি 'মধুসূদন' নাম ধর।
মধুসূদন কৃপা করি এ পাপীর বিঘ্ন হর
বিকস্বর মধুস্যন্দি তব পদে যুক্ত কর।

* বৃত্তিকাষ্ঠ—গোচারণের যষ্টি।

তথা হি—

'উরুক্রমঃ সঃ স হি বন্ধুরিত্থা
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।' (যজুঃ সূত্র ২)

হেন ভোগ্য পদযুগ ত্যাগ না সম্ভবে কভু
শীঘ্র যেন প্রাপ্ত হই, বিলম্ব না সহে প্রভু।
ত্রিবিক্রম পাদপদ্ম সূরী যথা চেয়েছিলা
তথা প্রদর্শিয়ে তারে সে চরণ মিলাইলা।

তথা হি—"মহাপৃথিবীং ক্রান্তবতঃ সমীচীনচরণকুসুমম্।'
(সহ—১।৩।১০ সূরী-উক্তি)

"দিশঃ সর্বাঃ শ্রীচরণেন স্পৃষ্টবান্।"
(সহ—১।৪।৩—সূরী-উক্তি)

॥১।৫।৫॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী অভিমুখ হেরি', হরি নিজ সমাশ্রণে
দেখা দিতে করে দেরী, তার আর্ত্তি পরীক্ষণে।
দর্শনে বিলম্ব হেরি', কহে সূরী আর্ত্তভাবে
'আমা-হীন হবে তুমি', অদর্শনে প্রাণ যাবে।

মূল গাথা

পাপিষ্ঠ আমার তুমি পাপহারী ঔষধ
সর্বদেব মুখ্য তুমি তেঁই নাম 'কেশব'।
সন্নিহিত গৃহবাসী গোপকুলে মূল তুমি
তব নাম 'মাধব', নাম পুনঃ 'মহামায়ী'।
ঘন শাখা সমন্বিত সপ্ত শাখা বিদ্ধকারী
এ হেন 'শ্রী-ধর' পুনঃ হেন নানা নামধারী।
চিন্তনে এ নানা গুণ, স্মরিয়া এতেক নাম
শিথিল হ'য়েছে দাস, রক্ষ এবে কৃপাধাম।

॥১।৫।৬॥

ব্যাখ্যা—

নিজ প্রভু সম্বোধিয়া আর্ত্তস্বরে কহে সূরী
তব গুণগণ তথা মোর পাপরাশি হেরি।
নহে কি উচিত তব, মোর পাপ বিনাশিয়ে
তোমার চরণতলে দিতে মোরে মিলাইয়ে।
অপরের পাপ সম মোর পাপ-পুণ্য নয়
তোমার পরশে তারা পবিত্র হইতে চায়।
আমি কিন্তু নাহি চাহি তোমার বিশুদ্ধ স্পর্শ
করিবে দূষিত তোমা, মোর স্পর্শে অপকর্ষ।
তোমার বিশ্লেষ হেতু, হয় মোর হেন পাপ
নিবারণে তুমি কর্তা তুমি যে গো মহৌষধ।
ভক্ত-অনুগ্রহে তব দিব্য গুণচেষ্টাচয়,
তোমার বিবিধ নাম দেয় তার পরিচয়।
নিত্যসূরী মুগ্ধ তারা নিত্য অনুভবে তব
নিত্যধাম-অধিপতি '*নারায়ণ*' '*মাধব*'।
সুরধামে অবতরি ধরহ '*কেশব*' নাম
হর অজ উভয়েরে দিয়া তব অঙ্গে স্থান।

যথা হি—

"ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং* সর্বদেহিনাম্।
আবাং তবাঙ্গে সম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামবান্॥"
(হরিবংশ—)

ধরাধামে অবতরি পুনঃ *কৃষ্ণ, রামরূপে*
নানাভাবে ভক্তে-প্রীতি দেখায়েছ অপরূপে।
পঞ্চলক্ষ গৃহাবলী তাহে যত গোপকুল
তার মূলভূত হ'য়ে আবির্ভূত '*শ্রীগোপাল*'।
গোপ-গোপী প্রেমে বদ্ধ তার স্পৃষ্ট ননী-লোভী
তাহার অলাভে মরি কর যে তস্করবৃত্তি।
হেন চৌর্য সঙ্গোপনে হ'য়ে পুনঃ অসমর্থ
নবনীত-মুখ-হস্ত হও গৃহস্বামী-বদ্ধ।
মাতার সকাশে পুনঃ তাড়িত ও ভর্ৎসিত
সৌলভ্যগুণের সীমা কর যে গো প্রকাশিত।
এ হেন আশ্চর্য লীলা '*মহামায়ী*' নাম তাই
অদ্ভুত বিস্ময়কর কোথাও তুলনা নাই।
রাম-অবতারে সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনে
সপ্ত ঘন তালবৃক্ষ বিদ্ধ কর এক বাণে।
আশ্রিত-রক্ষণে ভক্তের সন্দেহ নিবৃত্তি করি
রক্ষা কর প্রভু মোর হেন দৃঢ় বৃত্তি ধরি।
ভক্তের কৈঙ্কর্য-শ্রী, তোমাতে বীরত্ব-শ্রী
পরস্পর '*শ্রী-ধর*' যে গুণচেষ্টা বলিহারী।

---

* ঈশ—হর, রুদ্র।

হেন গুন-চেষ্টাবাচী বিবিধ শ্রীনাম তব
স্মরিয়ে শিথিল দাস, রক্ষা কেন নাহি পাব !
আমি হই তব বস্তু, তুমি যে গো বস্তুমান
নিজ বস্তু রক্ষণে সবে হয় যত্নবান ।
এই আত্মবস্তু তবে কেন রক্ষা নাহি পাবে !
স্বতন্ত্রতা ক'রেছি কী ? অন্যশেষ১ কিবা এবে ?
অথবা রক্ষণে তব শক্তির অভাব ?
কিংবা স্বরক্ষণে চেষ্টা আমার স্বভাব ?
উপরোক্ত কোন দোষ যদি নাহি দেখা যায়
তবে কেন অকারণে এ দাস বিনাশ পায় !

॥১।৫।৬॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দর্শক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আপন দাসের আর্ত্তি শিথিলতা হেরি, হরি
আর না রহিতে পারে দেখা দেন ত্বরা করি ।
দরশন পেয়ে তাঁর স্সুরী পুন অপসরে,
ভাবি' নিজে অতি নীচ পাপী, মোরে উদ্ধারে
তাঁর গুণাধিক্য তবে তাতেও কলঙ্ক পাবে,
এ হেন অধম পাপী উদ্ধারে জড়িত যবে ।

মূল গাথা

সর্বলোক দুর্জ্ঞেয় হ'ন যেবা কৃষ্ণধন
সুগন্ধি তুলসী মালা সদা যাঁর পরিধান।
দাসেদের পাপ দেহ-বন্ধ নিবর্ত্তনকারী
সেই শ্রিয়ঃ পতি কৃষ্ণে হ'য়ে দরশন-কামী।
অতি পাপী দাস ভাবি, দর্শনে ফুকারি আমি
এ হ'তে অজ্ঞান কিবা আছে তাহা নাহি জানি।

॥১।৫।৭॥

ব্যাখ্যা—

সর্বভাবে জ্ঞানী যারা তাদেরও সুদুর্জ্ঞেয়,
সরবজ্ঞ তবু তাঁরও স্ব-স্বভাব অজ্ঞেয় ।
আমারও অজ্ঞেয় ইহা এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ
আলো ও আঁধার যথা তারে মোরে এ সম্বন্ধ ।
সুগন্ধি তুলসী মালা যাঁর স্বরূপ-নিরূপক
এ হেন দুর্লভ কৃষ্ণ গোপ-গোপীরে সুলভ ।
যে দেহ গো বাঁধিয়াছে সর্বজীবে সংসারে
সেই দেহ পাপ মূল, জীবে পুন পাপে ভরে ।
হেন দেহে দাসগণ প্রভুরে আশ্রয় করে
নানা প্রযতনে রত দেহ-বিমুক্তির তরে ।
তথা হি—

"জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্মচাখিলম্ ॥"

(গীতা—৭।২৯)

হেন দেহ সাধকের কৃপায় প্রভু নিবর্ত্তয়ে
বিমুক্ত আত্মা তবে করে সেবা দাস হ'য়ে ।
এ হেন বিমুক্ত জীব হয় শ্রিয়ঃপতি-দাস
নিয়তই করে তারা শ্রীপতির মুখোল্লাস ।
সাধন ভজন হীন পাপে ভরা মোর আশ
মিলিতে তাঁহার সনে, দিতে তাঁরে অপযশ ।
সংসারী সাধকগণের জ্ঞান হয় ন্যায় মত
দূর হ'তে ভজি তাঁর তত্ত্ব রাখে অব্যাহত ।
পাপী আমি, দাস ভাবি, মিলিয়া গো তাঁর সনে
কালুষ্য লেপিব তাঁর কল্যাণ গুণগণে ।
পাপে ভরা মোর হেন অজ্ঞানের তুলনায়
সংসারীরা অজ্ঞ বটে, তবু যে সর্বজ্ঞপ্রায় ।

॥১।৫।৭॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্সুরী দূরে অপসরে, হেরিয়ে বিচারে হরি
মেলনীয় সে যে মোর বুঝায়ে নিবৃত্ত করি ।
প্রভু কহে, জান না কি গোকুল-বৃত্তান্ত স্সুরি ?
স্সুরী কহে নাহি জানি, কহ প্রভু কৃপা করি ।
প্রভু কহে, একদিন পৃথ্বী নিগীরণ করি
যথাকালে উদ্গিরণে তাহা বাহিরিয়া ধরি ।
উদরেতে কিছু ভূমি অবশিষ্ট ছিল মোর
সেই দোষ নিবারণে গোকুলে নবনীভোজ১ ।

১—অন্যশেষ—অন্য দেবতার ভজনশীল ।

১—মৃত্তিকা উদরে থাকিলে বৈবর্ণ্য বা রক্তহীনতা রোগ দেখা দেয় । নবনী ভোজন যেই রোগের ঔষধি ।

সুরী কহে তাতো নয়, ননী পানে হেতু কবো—
আশ্রিতের স্পৃষ্ট বস্তু অতীব ধারক তব।
এত শুনি প্রভু কহে, নবনী ভোজন সম
তোমার সংশ্লেষ হয় অতীব ধারক মম।
আমারে বিশ্লেষ করি তুমি যদি দূরে যাবে
নবনী বঞ্চিতকারীর যেই ফল তাহা পাবে।
এই বার্তা-অভিপ্রায় কহে সুরী এ গাথায়
আশ্রিতে ব্যামোহ প্রভুর মরমার্থ কহে তায়।

মূল গাথা

একদিন সপ্তলোক করি নিগীরণ
যথাকালে পুন তাহা করি উদ্গিরণ।
অবশিষ্ট মৃত্তিকার অনিষ্ট ভঞ্জনে
নরদেহ গোকুলেতে নবনী ভক্ষণে।
প্রভুর অভিপ্রায় শুনি সুরী যে পুছয়ে তারে,
মৃৎদোষ বিনাশ আর বৈবর্ণ্য শোধন তরে
ওহে মায়ি, ঘৃত পান ঔষধ কী হ'তে পারে?

১।৫।৮॥

ব্যাখ্যা—

প্রলয়েতে সপ্তলোক করি নিগীরণ
যথাকালে পুন প্রভু করে উদ্গিরণ।
স্ব-ইচ্ছায় অবতরি গোকুল মাঝারে
অতীব সাদরে ননী ভক্ষণ করে।
চক্রবর্ত্তী-কুমার সে রাম অবতারে
গোপ যথা ননী দান কেহ নাহি করে।
এত বুঝি গোপজাতি নবদেহ ধরি
দিব্যদেহে দিব্যভাবে ব্রজে অবতরি'।
গোপবেশে ম্লান বস্ত্রে১ করি ননী চুরি
প্রীত প্রভু সর্বেশ্বর মরি কী মাধুরী!
তথা হি (দেবকী প্রতি কৃষ্ণ বচন)—

"ত্বত্তোহহং যত্ত্বয়া পূর্বং পুত্রার্থিন্যা তদস্তু মে।
সফলং দেবি সঞ্জাতং জাতোহহং যৎ তবোদরাৎ॥"
(বিঃ—৫।৩।১৪)

"প্রাদুর্ভবতি লোকানাং পালনার্থং স্বলীলয়া।
নৈব গর্ভত্বমাপেদে ন যোন্যামবসৎ প্রভুঃ॥" (ভারত)

ইক্ষ্বাকু বংশেতে যদি যজ্ঞ-পূত চরুপানে
চারি পুত্রে গর্ভে ধরে দশরথ-মহিষীগণে।
তবে শুক্রশোণিতের কোন পরিণাম বিনাই
সর্বেশ্বর অবতারে কিছুই বিরোধ নাই।

মৃত্তিকার নিগীরণ পৃথ্বী সত্তা রক্ষা তরে *
ভক্ত-ননী ভক্ষণ নিজ সত্তা রক্ষা তাহে।
উদ্গার-অবশেষ যাহে সম্যক্ বিনাশ পায়
তার তরে ঘৃত পান নিঃশেষে ক'রেছো তায়।
এ নিঃশেষ ভক্ষণ অথবা এ ঘৃত পান
প্রকৃত ঔষধ নহে, হেন লয় মোর মন।
প্রভু পুছে, তবে ঘৃত পানে মোর কী কারণ?
সুরী কহে, মায়ী তুমি, জানে ভাল তব মন।
আশ্রিতের স্পৃষ্ট বস্তু তব সত্তা ধারক
আশ্রিতে ব্যামোহ হেতু গোপী-ননী ভক্ষক।

॥১'৫।৮॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে, তব দেহ হেয় বলি ভাব সুরী
গোপী-ননী সম তারে ধারক যে মনে করি।
সুরী কহে, ভাবময়ী গোপীর ননী ধারক
ভাবশূন্য মোর স্পর্শ বিষতুল্য হবে তব।
প্রভু পুছে, এ বিষের ন্যূনতা কি নাই ওহে!
সুরী কহে, পূর্ণ বিষ ন্যূনতা যে নাই তাহে।
নাথ কহে, নাহি ক্ষতি, বকী বিষ-ধারক তবু
তথা তব সংশ্লেষ, এত বলি মিলে প্রভু।
সুরী কহে, বকী সম নহে মোর এ মিলন
টানি আনি মিল মোরে, করি যবে পলায়ন।

মূল গাথা

যশোদাদেবীর সম স্নেহভাষী পূতনা
বঞ্চকী পিশাচী ক্রূরা, তার নাশে একমনা।
পরিশুদ্ধ শিশু হ'য়ে বিষ-স্তন্যে সুধাসম
করে পান, যেবা তিনি নিত্যসুরী-স্বামী পুনঃ।

১—ম্লান বস্ত্র—'কলঙ্কপূর্ণ রক্ত পরিধানেন।' সহ ৪।৮।৪)

লক্ষ্মীবল্লভ তিনি সর্বভূতে মাতৃস্নেহী
সর্বভূত ঈশ্বর মোর একমাত্র স্বামী।
বিলক্ষণ দিব্যমূর্ত্তি সে মহা পুরুষবরে
বিশ্লেষে রহিয়া এবে, নাশ না করিব মোরে।

॥১।৫।৯॥

ব্যাখ্যা—

"ভগ্না স্তনৌ পপৌ কৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ ননাদ চ।
ভক্ষং তদ্বিষসংমিশ্রং রক্তমাসীদ্ জগদ্গুরোঃ॥"
(হরিবংশ—৫৩)

জগতের মূলভূত কৃষ্ণে নাশ বিচারিয়ে
ক্রূরা বকী মাতৃসম স্নেহভরে আলাপয়ে।
সর্বজ্ঞ প্রভুরও মাতৃভ্রম-যোগ্যা আসে যথা
সেই মহা বঞ্চিকারে নাশেতে সঙ্কল্প তথা।
ঐশ্বর্য পরন্তু চাকি' সম্যক্ সে শিশুমতি
বিষ-দুগ্ধ সুধাসম পিয়ে বকী-প্রাণ তথি।
মহাশ্চর্য এই কার্যে মহামায়ী হন যিনি
নিত্যপুরী-অধিপতি কমলাবল্লভ তিনি।
তাঁর সঙ্গ পেয়ে প্রভু নিত্য যৌবনশালী
তিনি হন সর্বজীবে মাতৃসম অতি স্নেহী।
এ হেন সে সর্বেশ্বর, তিনি যে আমার স্বামী
সবার অধিক করি আমারে গণয়ে তিনি।
বিলক্ষণ দিব্যমূর্ত্তি সে মহা পুরুষবরে
বিশ্লেষে রহিয়া এবে নাশ না করিব মোরে।

॥১।৫।৯॥

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পুরীরে শোধন করি স্বামী নানা যুক্তিদ্বারে
করাইয়ে অনুমতি নিজ সনে মিলিবারে।
কৃতকৃত্য হরি এবে, মোক্ষ নব্য শোভা ধরে
বিরাজিত প্রভু তথা, মিলিতে আহ্বানে মোরে।

মূল গাথা

আমার আশ্রিত-পাপ পুণ্য উভে দূর করি
মায়ার সম্বন্ধ ছেদি' কৃতকৃত্য এবে হরি।
স্ববিষয়ে মোর মন যথা দৃঢ় লাগি' রয়
তেমতি শোধন করি, মোক্ষধামে শোভা পায়।
পূর্ণজ্ঞান মোর প্রভু, বিস্তারিয়ে আছে ব্যেপে
অধো ঊর্দ্ধ সর্বদিকে স্থূল-সূক্ষ্মে আত্মারূপে।
মোর প্রতি চিরকাল দীর্ঘ ব্যামোহশালী
মোর উপকার তরে নিত্য নানা লীলাকারী।

॥১।৫।১০॥

ব্যাখ্যা—

তিলে তৈল কাষ্ঠে অগ্নি এইভাবে দুর্বিবেচ
আমাতে আশ্রিত আছে পুণ্য পাপ কর্ম যত।
অনাদি সময় হ'তে শত শাখা বিস্তারে
চতুর সে মোর প্রভু শক্তিবলে দূর করে।
মায়া অর্থে সর্ব কর্মে রুচি ও বাসনা আদি
সে রুচি বাসনাসহ কর্মের বিনাশ সাধি'।
হ'য়ে সুখী পুনঃ মোরে করিলেন বিশোধন
তাঁহার মিলনে মোর চিত্ত করে দৃঢ় পণ।
কৃতকৃত্য হ'য়ে এবে, বিরাজেন মোক্ষধাম
অভিনব নব নব শোভা করি সম্পাদন।
পূর্ণজ্ঞান জ্যোতির্ময় বিস্তারি আছেন ব্যেপে
প্রতি বস্তু স্থূল সূক্ষ্ম তার অন্তরাত্মারূপে।
সূক্ষ্ম চেতনাচেতনে অণু আত্মারূপী
অণুরূপী অরূপী বা তাঁর অবস্থিতি।
আদিকাল হ'তে তিনি দীর্ঘ ব্যামোহশালী
মোর উপকার তরে নিত্য নানা উপকারী।
একে ধরিবারে সর্ব গ্রাম অবরোধ যথা
সর্বজীবে ব্যাপ্তি তাঁর আমার শোধনে তথা।
আমার শোধন কার্য দেখিয়া সফল
অনন্তর ব্যাপ্তি তাঁর ধরে নব বল।
মোর প্রেমে এত অন্ধ প্রভু নিরন্তর
মরদেহ সাথে মোরে কর অনুভব।
এই দেহ নিবারিয়ে লহ মোরে মোক্ষধাম
সদাই ফুকারি, তবু তাহে প্রভুর নাহি মন।

॥১।৫।১০

প্রথম শতক, পঞ্চম দশক — একাদশ গাথা
(দশক-পাঠ ফল)

গাথা তাৎপর্য—
এদশক অধ্যয়নে হয় যে সক্ষম
প্রভুর বিরহ-দুঃখ না জানে সে জন।

মূল গাথা

হে বিভো! আশ্চর্য স্বামি! ওহে মহামায়ি!
এত বলি মুগ্ধ, স্বামী-কৃপাধন্য সূরী।
তাহার রচিত ক্ষীরসম ভোগ্য এ প্রবন্ধ
সমাদর করে যত রসিক ভক্ত রসাভিজ্ঞ।
সহস্র গাথার মাঝে এ দশক অধ্যয়নে
সক্ষম যে, বিরহের দুঃখ সে যে নাহি জানে॥
॥১।৫।১১॥

ব্যাখ্যা—
'বিভু' শব্দে অর্থ বুঝ বিভুত্বস্বরূপে
'আশ্চর্য' শব্দে অর্থ বিভুত্ব গুণেতে।
'মহামায়ী' শব্দ কহে দিব্যচেষ্টা অদভূত
মুগ্ধ হ'য়ে সূরী প্রভুর এ সকলে অভিভূত।
নিজেরে অযোগ্য মানি' উন্মাদের প্রায়
মহাগুণী প্রভু হ'তে দূরে যেতে চায়।
বিশ্লিষ্ট দশায় সূরীর স্বরূপের নাশে
কৃপায় নিবারে প্রভু বিবিধ প্রয়াসে।
তাঁর কৃপাপুষ্ট সূরী দিন প্রতিদিন
তাঁর রূপ গুণ লীলা অনুভবে লীন।
রচিলা সহস্রগীতি ক্ষীরসম উপভোগ্য
অতি সমাদর করে ভক্ত রসিক রাগাভিজ্ঞ।
এ সহস্রে প্রভুর রূপ গুণ লীলা অনুভবে
ভক্ত যারা মুগ্ধ তারা রহে নিরন্তর ডুবে।
যথা—'পাদস্তব্ধো ভবতি হৃদয়ং শিথিলী ভবতি
নেত্রং স্রবতি।' (পেঃ তিঃ বঃ—৩৪)
প্রবন্ধে রসের উৎস পিয়ি পিয়ি তৃপ্ত নয়
রসিক পুরুষ যত নিতি আস্বাদন চায়।
প্রবন্ধের যত গাথা সুরে তালে সমন্বিত
মধুরকবি১ নাথমুনি২ গাহি গাহি হরষিত।
যামুন৩ কহয়ে—যোগিবাহন৪ সুরক্ত হয়
ভক্ত হয় বিষ্ণুচিত্ত৫ রসিক আড়্বারত্রয়৬।
কূরেশ৭ কহে—রসিক যে কুরুকাধিনাথ৮
গায়ক শ্রীবররঙ্গ৯, ভক্ত ধনুর্দাস১০।
বিশ্লেষের অভিপ্রায় ত্যজি' তবে সূরী
প্রবন্ধ রচনা করে অতুলন মরি।
এ মহা প্রবন্ধ যত সুরজ্ঞ রসিক ভক্ত
নাচে গায়, পিয়ে রস, সদা অনুভবে মত্ত!
হেন শিষ্ট-পরিগ্রহ, এ হেন প্রবন্ধসার
তারি মধ্যে আবির্ভূত এই যে দশক তার।
অভ্যাসে সমর্থ যেবা তারে বলিহারি যাই
ঈশ্বর-সংশ্লেষ পায়, বিশ্লেষের দুঃখ নাই।
॥১।৫।১১॥

——

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

——

১—মধুরকবি—একজন আড়্বার, শ্রীশঠকোপ আড়্বারের ব্রাহ্মণ শিষ্য। তিনি শ্রীশঠকোপস্বামীর পার্শ্বে সর্বদা অবস্থান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত দিব্যসূক্তিগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন।
২—শ্রীনাথমুনি—মহান্ পূর্বাচার্য (৮ম—৯ম শতাব্দী) সঙ্গীতজ্ঞ। শ্রীশঠকোপ আড়্বারের বিশেষ কৃপাপাত্র।
৩—শ্রীযামুনাচার্য—মহান্ পূর্বাচার্য, শ্রীনাথমুনির পৌত্র। ৪, ৫—যোগিবাহন, বিষ্ণুচিত্ত—দুইজন আড়বার।
৬—আড়্বারত্রয়—ভূতযোগী, সরযোগী, মহৎযোগী। ৭—কূরেশ—শ্রীরামানুজের প্রধান জ্ঞানী ও গুণী শিষ্য।
৮—কুরুকাধিনাথ—শ্রীরামানুজের প্রবীণ শিষ্য, সহস্রগীতির প্রথম লিখিত ব্যাখ্যাকার।
৯—শ্রীবররঙ্গ—শ্রীযামুনাচার্যের পুত্র, শ্রীরঙ্গনাথের সন্নিধিতে তাঁহিল প্রবন্ধগায়ক।
১০—ধনুর্দাস—শ্রীরামানুজের শিষ্য, মহাভক্ত।

প্রথম শতক — ষষ্ঠ দশক

দশক তাৎপর্য—

দেশ কাল পাত্র দ্রব্য পুনঃ নীতি ও নিয়ম
পুরুষোত্তম ভজনেতে নাহি কিছু প্রয়োজন।
ভক্তিমাত্র প্রযোজন তাঁহার ভজনে হেরি
সুখারাধ্য তিনি যে গো, এ দশকে কহে সুরী।

গাথা তাৎপর্য—

পরবস্তু ভজনীয় যিনি সুলভ অবতার
অপরাধ-সহ, পুনঃ করি লয় আপনার।
পূর্ব পঞ্চ দশকেতে এতেক বিস্তারি কহি
ভক্তিতুষ্ট সুখারাধ্য তিনি, ষষ্ঠে কহে সুরী।
সর্ববস্তু পরিপূর্ণ সর্ব-প্রভু সর্বেশ্বর
অকিঞ্চন পুনঃ জীব, অর্পণীয় নাহি তার।
অতএব ঈশ্বরের কোনই অপেক্ষা নাই
জীবের ভজনে — ইহা সদা মনে রেখো ভাই।

তুমি যে তাহার বন্ধু, তিনি তব বন্ধুমান
স্বরূপ রক্ষায় তব, তিনি সদা যত্নবান।
তাঁর তরে যৎকিঞ্চিৎ কর যদি প্রযতন
নিজ ফল লাভ বলি' তারে তিনি মানি' ল'ন।

তদুপরি অন্য কিছু নাহি তাঁর প্রয়োজন
অতয়ে সুকর অতি হয় তাঁর সমাশ্রণ।
দেশ কাল পাত্র দ্রব্য কোনই নিয়ম নাই
যতটুকু আছে তব, সমর্পয় মাত্র তাই।

তথা হি—

> স্বদংঘ্রিমুদ্দিশ্য কদাপি কেনচিদ্
> যথা তথা বাপি সকৃৎকৃতোঽঞ্জলিঃ।
> তদৈব মুষ্ণাত্যশুভান্যশেষতঃ
> শুভানি পুষ্ণাতি ন জাতু হীয়তে॥ (স্তোত্ররত্ন)

হৃদয়ের ভক্তিমাত্রে অপেক্ষা তাঁহার
অন্য কোন দ্রব্যে প্রয়োজন নাহি আর।

ভক্তিভরে পত্র পুষ্প যাহা কিছু তাঁরে দেয়,
অতীব ব্যাগ্রে হ'য়ে স্বীকার করিবে তেঁহ।

তথা হি—

> "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" (গীঃ ৯।২৬)

> "অন্বং পূর্ণাদপাং কুম্ভাদন্যৎপাদাবনেজনাৎ।
> অন্যৎ কুশলসংপ্রশ্নান্ন চেচ্ছতি জনার্দনঃ॥"
> (ভাঃ উঃ ৮৩।১৩)

প্রভুপদে মতি যাঁর আছয়ে একান্তভাবে
তার সর্ব বিনিয়োগ স্বয়ং শিরে ধরি ল'বে।

> "যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাঃ স্যুঃ একান্তগতবুদ্ধিভিঃ।
> তাঃ সর্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্নাতি বৈ স্বয়ম্॥"
> (ভাঃ মোঃ ১৭১।৬৪)

এ হেন সে পরবস্তু সর্ব-পরিপূর্ণ যিনি
সুকর ভজনা তাঁর, অতি সুখারাধ্য তিনি।

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — প্রথম গাথা

মূল গাথা

পক্ষপাতহীন যিনি সেই প্রভু সর্বেশ্বরে
কর গান হর্ষভরে স্বরূপ বিকাশ তরে।
সতত করহ শুদ্ধজল সমর্পণ
সমর্পণ উপযোগী ধূম ও কুসুম॥

॥১।৬।১॥

ব্যাখ্যা—

'পক্ষপাত' শব্দ হেথা দুই অর্থে কহি যায়
পক্ষপাত কিংবা হেন পক্ষপাতে দুঃখ তায়।
আশ্রিত অথবা যিনি আশ্রয়নীয় তাঁর
উভয়েরই দুঃখ পক্ষপাতে যে সম্ভবপর।
আশ্রিত অর্পিত বস্তু স্বীকার যদি না তায়
তবে হেন আচরণে আশ্রিতের দুঃখ হয়।
কিংবা গুরুদ্রব্যে মাত্র ঈশ্বরের প্রসন্নতা
তবে বহু ভক্ত কাছে হবে তাঁর দুর্লভতা।
এই ভক্ত দুঃখ পাবে, তার দুঃখে ভগবান
স্বয়ং দুঃখিত পুনঃ, পরস্পরে দুঃখ পান।
এ হেন সে পক্ষপাত রহে যদি ভগবানে
হেয়গুণ গণইবে প্রতিকূল-সমাশ্রণে।

হেন হেয়গুণহীন পক্ষপাত নাহি তাঁয়
তরতম নাহি তাঁয় তিনি যে গো সর্বাশ্রয়।

তিনি হন সর্বেশ্বর, সর্বজীব-স্বামী তিনি
হেয়গুণশূন্য পুনঃ কল্যাণগুণে গুণী।
এ হেন সে সর্বেশ্বরে, হর্ষ যাহে নির্ঝরে,
রূপ গুণ কর গান তাঁর সমাশ্রয়কালে।
হেন গানে আশ্রিতের স্বরূপ বিকাশ হয়
বিকাশে উজ্জ্বল হবে সমর্পয় তাঁর পায়।
নিরন্তর শুদ্ধজল পুষ্প ধূম সম্প্রদান,
একমাত্র করণীয়, অন্য কিছু নাহি চান।
*ভট্ট*১ কহে, এ অর্পণে যে কোন ধূম বা পুষ্প
যথেষ্ট বলিয়া গণে মোর প্রভু মোর ইষ্ট।
কোন কাষ্ঠখণ্ড তুষে ধূম নিষ্পাদনে
সে ধূমে অগুরু বলি মানে প্রভু মনে।
তুচ্ছ পুষ্প যদি, তারে শুদ্ধ বলি' পুনঃ গণে
তাঁর গুণগণ স্মরি' প্রীতিভরে সমর্পণে।
এত শুনি গুরু-মুখে শিষ্য *বেদান্তী* পুছে
তুচ্ছ পুষ্প সমর্পণে শাস্ত্রে তো নিষেধ আছে।
যথা—"ন কণ্টকারিকাপুষ্পং দেবায়ৈব নিবেদয়েৎ।"
এত শুনি গুরু কহে, তুচ্ছত্বে নিষেধ নয়
ভক্তের কণ্টক বেধ চয়নে, নিষেধ তাই।
যোগ্যাযোগ্য পুষ্প বস্তু সবারি বিধান আছে
বহু দিব্যসূরী-গাথা অনুভবে লিখে গেছে।
যথা — "মধুপূর্ণতুলসী কণ্টকারিকুসুমং বিল্বকুসুমং কমলকুমুদং।" (তিঃ মুঃ ১০৭।৬)

ধরাধামে উদ্ধারে বরা-যোনি অবতারে
*ভোজনেতে মুস্তাচূর্ণ*২ *অতি প্রয়োজন তারে।*

"অদ্বিতীয়ো বরাহো ভূত্বা প্রবিশ্যোদ্ধৃতবান্।"
(তিঃ মুঃ ১০৭।৬)

অনুরাগী ভক্তে ভগবানের অনুরাগ
অনুরাগশূন্যে জানে তাঁর যে বিরাগ।

॥১।৬ ১॥

১—রামানুজের শিষ্য গোবিন্দাচার্য, তাঁহার শিষ্য পরাশর ভট্টরস্বামী।

২—মুস্তাচূর্ণ — এক প্রকার শিকড়, যাহা শূকরের প্রিয় খাদ্য।

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

হে আশ্রিত! অর্পণীয় দ্রব্যের তুচ্ছত্ব হেরি
নাহি দূরে অপসর, সে যে সর্বাশ্রয় হরি।
পূর্বে কহি, এ গাথায় সূরী কহিছেন তারে
সেবা-অধিকারী নহি.
ভাবিয়া থেক না দূরে।

মূল গাথা

মধুভরা শীতল তুলসী-মালাধারী১ যেবা
বেদেরও কারণ যিনি এ হেন সে আদি দেবা।
মো হেন অধম-সেবা, তাঁর উপযোগী হবে?—
ভেবো না কৈঙ্কর্য করো, স্বরূপ উজ্জ্বল তবে॥

॥১।৬।২॥

ব্যাখ্যা—

যে বেদ অপৌরুষেয় তাহারও কারণ যিনি
তুলসীর মালাধারী সর্ব পরতত্ত্ব তিনি।
এ হেন প্রভুর সেবা মো হেন অধম জনে
কিবা অনুরূপ হবে! এত নাহি ভাব মনে।
সর্ববিধ কৈঙ্কর্যেতে হইবে অন্বিত
কৈঙ্কর্যকরণই তব অধিকার সমুচিত।

॥১।৬।২॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বরের গুণগণ সঙরি সঙরি,
উপদেশ দিতেছিলা ভুলি গেলা সূরী।
কায়মনোবাক্যে তবে প্রভুর বিষয়ে
ডুবি গেলা, রহে সূরী বিভোর হইয়ে।

১—তুলসীমালা — 'বনমালা', 'বৈজয়ন্তীমালা'কেও রূঢ়িভাবে তুলসীমালা বলা হয়। এই তিনটী মালাই পরত্বসূচক আভরণ।

মূল গাথা

সমাধিকহীন ঈশ্বরের গুণগণ
সে সাগরে ডুবিল যে সূরী মন প্রাণ।
অঙ্গ নাচে, জিহ্বা গায় তাঁরি গুণগাথা
ভুলি গেলা দিতেছিলা উপদেশ-কথা॥

॥১।৬।৩॥

ব্যাখ্যা—

'সম', বা 'অধিক' নাই ঈশ্বরের গুণগণে
সর্বজীবে সুহৃদ যে সমভাবে সর্বক্ষণে।
যদিও বা কোন জীব সে সম্বন্ধ ত্যাগ করে
কারেও স্বীকার করি', কারেও বা ত্যাগ নহে!
তাঁর গুণ স্মরি' মন ডুবি রয় সূরী কয়,
জীবে উপদেশে মন অবসর নাহি পায়।
জীব কহে, মনোযোগ বিনাই এ উপদেশ
তা-ও হবে হিতকর আমাদের সবিশেষ।
সূরী কহে, বাক্ মোর লিপ্ত গানে সুরে
জীব কহে, হস্ত-মুদ্রায়[১] প্রকাশ তো হ'তে পারে?
সূরী কহে, অঙ্গ মোর র'য়েছে নিরত
আবেশে ভরিয়া নৃত্য করে যে নিয়ত।

॥১।৬।৩॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশে মোর কায়মনোবাক্যে প্রবণতা
নহে কাদাচিৎক, ইথে নাহি অস্থিরতা।
নিত্যসূরী সম মোর এই অনুরাগ
তারা' যথা নাচি গাহি কভু না বিরাগ।

মূল গাথা

নিত্যসূরি অনুভবে হ'য়ে উনমতি
করে কোলাহল, মরি আবেশে তেমতি
মোর অঙ্গ নাচে, নমে করি' আরাধনা
প্রভুর অসংখ্য গুণ কে করে গণনা॥

॥১।৬।৪॥

ব্যাখ্যা—

নিত্যসূরিগণ যাঁর গুণগণ গানে
পরস্পর কোলাহল করে অভিমানে।
যে যে গুণে অনুরক্ত যে যে নিত্যসূরী
'অগ্রে আমি গাহি', বলি কোলাহল করি'।
ত্রুর সান্নিপাতে যথা জ্ঞানী নিত্যসূরিগণ
অগ্রমেতে উন্মোষে, তথা মোর তনু মন।
একনিষ্ঠ অনুভবি' দেবাবিষ্ট প্রায়
করি আরাধনা অঙ্গ নাচে, নমে, গায়।
সর্বজ্ঞ যে নিত্যসূরী তাহার উৎপন্ন দশা
সঞ্চারে সে মোর দেহে ইন্দ্রিয়ে মনেতে তথা।

॥১।৬।৪॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যে কেহ বা আসি পাশে করে তাঁরে সমাশ্রয়
সে তাহাই করে লাভ যার যেবা প্রয়োজন।
অন্য বস্তু চাহে যেবা, তাই ল'য়ে সে যে যায়
তাঁরে যেবা চাহে, তিনি সুধাসম ভোগ্য তায়।

মূল গাথা

জীব-সমাশ্রয়কালে ত্যাগ-অত্যাগ নাহি তাঁর
রাগ-দ্বেষশূন্য তিনি পাপী-পুণ্যে সমভাব।
ভক্তিভরে মিলি যেবা তাঁরেই লভিতে চায়
সূরী কহে, অতি ভোগ্য সুধাসম তিনি তায়।

॥১।৬।৫॥

ব্যাখ্যা—

আশ্রয়নকালে কেহ জন্ম বৃত্তি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ
অন্তরঙ্গ বৃত্তি চাহে, কেহ পুনঃ অপকৃষ্ট।
বিচার না করি তিনি সকলেরে *সমভাব*
শ্রেষ্ঠে তাঁর অনুরাগ, অপকৃষ্টে দ্বেষভাব,
স্বীকার সময়ে তিনি বিবর্জিত হেন ভাব॥
তথা হি—'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।' (গীতা)
ফলদানকালে কিন্তু আছে তাঁর এ বিচার
বৃত্তি অনুযায়ী ফল দানে তাঁর ব্যবহার।

১—হস্তমুদ্রা—কথা না বলিয়া কেবল হস্ত ও অঙ্গুলি চালনায় মনের ভাব প্রকাশ করা।

তিনি ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে যার থাকে আশ
সেই প্রয়োজন দানি' তারে তিনি করে ত্যাগ
ভক্তিভরে মিলি যেবা তাঁরেই পাইতে চায়
অতৃপ্ত অমৃতসম অতি উপভোগ্য তায় ।

॥১।৬।৫॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ভক্তে তাঁর কত কৃপা না জানিয়া দেবগণে,
হায় ! হায় ! অন্য বস্তু পেতে চায় তাঁর স্থানে ।

মূল গাথা

দেবগণ-প্রার্থনায় অমৃত দানিল তায়
মূর্ত্তিমান অমৃত প্রভু তাহা না জানিল হায় !
তেজোময় চক্ররূপী অমৃত তাঁহার নাম
ভক্তপ্রতি তিনি হন অতীব ব্যামোহবান ।
অমৃত হ'তেও তিনি ভোগ্য সুমহান
উত্তাল তরঙ্গ মহাসমুদ্রে শয়ান ॥ ॥১।৬।৬॥

ব্যাখ্যা—

পরম উদার প্রভু, তাহার প্রমাণে
কহিলেন সূরী এবে, শুন সর্বজনে !
দেবেরা আসিয়া বলে, তোমারে চাহি না মোরা
অমর হইতে চাহি, দেহ অমৃতের ধারা ।
দেবেরে অভীষ্ট দানি' ত্যজিলা তাদের হরি,
গর্হিত এ প্রার্থনা, কহি পুনঃ কহে সূরী ।
আমি যে চাহি তাঁহারে মূর্ত্তিমান অমৃত যিনি
তেজোময় চক্রামৃত চতুর্ভুজ অমৃত-খনি ।
তথা হি—'মধু ইতি, চক্র ইতি ।' (তিঃ বঃ—৮৫)
ভক্তে মহা ব্যামুগ্ধ, সুধা হ'তেও অতি ভোগ্য
ভক্ত যদি অন্যায় চাহে, সে-দানেও মানে ভাগ্য ।
দেবতা অমৃত মাগে, প্রভু বলে অহো ভাগ্য
আমি ছাড়া অন্যে চাহে, তাহা দিয়া আমি ধন্য ।
নম্বি[১] কহে, দেবজাতি গাভীর সমান দেখি
লবণের সার[২] ল'য়ে চলি' যায় হ'য়ে সুখী ।

১ নম্বি—নম্বি তিরুবলিতিবলদাড়ুদাস (পূর্বাচার্য) ।
২ লবণের সার—সমুদ্রের সারবস্তু — অমৃত ।

অধোমুখে রহে সদা গাভীর সমান হায় !
তাঁর মুখ চাহি রূপে বিদ্ধ হ'লে তারে চায় ।
উত্তাল তরঙ্গ মহাসমুদ্রে শয়ান তিনি
অমৃত উদ্ভবস্থলে তিনি মহামৃত-মণি ।
অনাদি মায়াতে সুপ্ত জীবগণে উদ্বোধনে
শয়ন-ভঙ্গিমা তাঁর হেরি, মুগ্ধ ভক্তগণে ।
তথা—"চরণৌ স্কন্ধাংশ্চিরাংসি চ বহুধা প্রসার্য ।"
(সহ—৭৯।১০।৮)

সিন্ধু যে ব্যামুগ্ধ, শ্যাম রূপে গুণে অনুপাম
কী তপস্যা করি তিনি এ হেন সৌভাগ্যবান ।
তথা—"ব্যামুগ্ধ শ্যামসমুদ্র কিং অনুষ্ঠিতবান্ ।"
(বৃদলঃ তিঃ—১৯)

॥১।৬।৬॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু অতি উপভোগ্য কহি' পূর্বে, এবে সূরী
কহে, করো কালক্ষেপ[৩] তাঁর গুণগণ স্মরি ।

মূল গাথা

সিন্ধুপরিবৃত লঙ্কার ঈশ্বর যেবা
তাঁর ভুজ ছেত্তা যেবা করো তাঁর পদসেবা ।
মস্তক লুটায়ে পুন, কাটাও জীবনকাল
জীবনান্তে পাবে তুমি তাঁহার চরণতল ।

॥১।৬।৭॥

ব্যাখ্যা—

মহাসিন্ধু পরিখা বিরাট প্রাকার যাহে
হেন লঙ্কা-নির্বাহক দুষ্ট রাবণে তাহে ।
দশ মুণ্ড বিংশ ভুজ যিনি গো ছেদন করে
গর্বের সামগ্রী তার নাশিল যে ধীরে ধীরে ।

৩ কালক্ষেপ—শরণাগতি হইতেছে দেহান্তর-নিবারিণী ।
শরণাগত পুরুষের দেহান্তে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় ।
অতএব, দেহান্ত পর্যন্ত ভগবদ্গুণ স্মরণ করিয়া
তাঁহারা কালাতিপাত করেন ।

বীর-চরিত তাঁর মারুতির ন্যায় স্মরি'
কালক্ষেপ করি যাও দিনরাশি-সিন্ধু তরি।
যার অতি ভোগ্য প্রভু তাঁহার বিরহে হায়!
যাবৎ-প্রাপ্তি দিনগুলি সিন্ধুসম লাগে তায়।
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ প্রতিদিন স্মরি স্মরি
সংসার-সাগর পারে জীবনান্তে যাও তরি'।

॥১।৬।৭॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

চক্রবর্ত্তীকুমারের১ বীর-চরিত স্মর
সাংসারিক বিষয়েতে প্রীতি পুনঃ পরিহর।
শ্রীরাম স্বয়ং তবে বাধা বিঘ্ন নিবারিবে
নিত্য কৈঙ্কর্য তাঁর দিবে, তুমি ধন্য হবে।

মূল গাথা

ইতরবিষয় ত্যজ, ত্যাগ করি' ধর তাঁরে
ধর যদি ভক্তগণ! স্বয়ং আসি' দিবে তোরে,
স্থির নিত্য সম্পদ্ অনুপমা অতুলনা
তাঁর লাভ পথে বাধা পাপ নাশি' সবাসনা॥

॥১।৬।৮॥

ব্যাখ্যা—

ইতর বিষয়ে২ রুচি পরিত্যজ তুচ্ছ করি
শুনি কহে সংসারী, এ রুচি ত্যজিতে নারি।
তবে ভক্তগণে ডাকি' কহেন তাদের সূরী
বাহ্য বিষয়২ হেয়, সুদৃঢ় বিচার করি।
ধীরে যাবে না ভাবিহ, এখনি প্রভুরে স্মরি
তাঁরেই আশ্রয় করি' ধর তাঁরে দৃঢ় করি।
বিষয়-আসক্তি প্রভু সবাসনা নিবারিবে
তাঁর লাভ পথে বাধা বিঘ্ন পাপ বিনাশিবে।
বিনাশিয়ে দিবে তোরে, স্থির নিত্য সম্পদ্
নিত্য কৈঙ্কর্যময় অতি স্থির মোক্ষপদ।

॥১।৬।৮

---

১ চক্রবর্ত্তীকুমার—দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র।
২ ইতরবিষয়, বাহ্যবিষয়—ভগবদ্বিষয় ব্যতিরিক্ত বিষয়।

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আশ্রয়ণ সমকালে বিরোধীর নিবর্তন
ফলপ্রদানে তথা হোয়ো নাকো সন্দিহান।
সূরী কহে এ বিষয়ে দুটি যে কারণ
প্রভুর স্বভাব আর লক্ষ্মী-অবস্থান।
প্রভুর সমীপে রহি মাতৃদেবী নিবেদয় —
অপরাধ কে না করে? রক্ষা কর করুণায়।

তথা হি—

"কার্যং করুণমার্যেন ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি।"
(রাঃ যুঃ—১১৬।৪৪)

মূল গাথা

করুণার স্বরূপিণী কমলাবল্লভ যিনি
এ হেন বৈভবশালী প্রভু সর্বেশ্বর।
দ্বিবিধ সে পাপরাশি অবিলম্বে সবে নাশি'
সুদুর্লভ ফলদানে সতত তৎপর॥

॥১।৬।৯॥

ব্যাখ্যা—

পূর্বগাথা-উক্ত ফল স্থির নিত্য সম্পদ্
অবশ্য ফলিবে ভাই, যদিও সে দুর্লভ।
হেতু তার কহে সূরী—প্রভু লক্ষ্মীবল্লভ
লক্ষ্মীপতির হেন অদ্বিতীয় বৈভব।
শ্রিয়ঃপতিত্ব হেতু তিনি সর্বাধিক আশ্রয়
'শ্রীজী'র করুণাভরা নিবেদন অমোঘ তায়।

তথা হি—'অপ্রমেয়ো হি তত্তেজঃ যস্য সা জনকাত্মজা।'
(রামায়ণ)

পুনরপি ঈশ্বর হ'ন চির অন্তর্যামী
জীবের কল্যাণে তিনি মূর্তিমান কৃপা-খনি।
পাপ পুণ্য উভয়েরে পাপ নামে কহি যায়
মুক্তির বিরোধী উভে দোঁহার ত্যাজ্যতা তাই।

॥১।৬।৯।৮

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক—দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যখনই শরণ লবে পদে শির নত হবে
তখনই বিনষ্ট হবে তব পাপচয়।

মূল গাথা

জীবের যতেক ক্রুর পাপ সবে করে নাশ
ক্ষণভরে সে পুরুষ, গরুড়ধ্বজা যাঁর।
অরি-হিংসাকারী হ'ন প্রভুজীর এ বাহক
রূপে ও গুণেতে পূর্ণ শ্রিয়ঃপতি সে মাধব।

॥১।৬।১০॥

ব্যাখ্যা—

ইতিপূর্বে কহে সূরী সমাশ্রণ-সমকালে
নিজ লাভ-পথে বিঘ্ন অতিবল পাপচয়ে,
করে নিবর্ত্তন প্রভু, লক্ষ্মীজী প্রেরণা দেন
পাপ পুণ্য উভে বিঘ্ন, উভয়েরই নিবর্ত্তন।
এবে কহে ক্ষণভরে সেই পাপপুণ্য নাশে
গরুড়ধ্বজ পুন গরুড়বাহন সে যে।
অতিবল পক্ষীরাজ শত্রুর১ হিংসক তায়
দূর হ'তে দরশনে প্রতিপক্ষ মৃতপ্রায়।
এ হেন প্রভুর গুণ কহনে না যায়
ভক্তের সংশ্লেষ তরে ব্যাকুল সদাই।
রূপে অতি মনোহর ভুবনে তুলনা নাই
তাঁর পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী বিহরে সদাই।
প্রভু লক্ষ্মীবল্লভ মাধব তাহার নাম
লক্ষ্মী অনুরোধ তাঁর নহে কভু ব্যতিক্রম।
লক্ষ্মীদেবী কহে, জগমাঝে দোষী কেবা নয়?
সে দোষ গননা কৈলে সর্ব জগৎ ত্যাজ্য হয়।
অপরাধ ক্ষম প্রভু, ইহা তব সমুচিত
প্রভু কহে ক্ষমিলাম, তুমি যদি ইথে প্রীত।

॥১।৬।১০॥

প্রথম শতক, ষষ্ঠ দশক—একাদশ গাথা
(দশক-পাঠ ফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসিতে সমর্থ যে জন
সে সংসারে আসি পুন না লভে জনম।

মূল গাথা

দোষ হেয় বিবর্জিত শঠকোপ সুকথিত
নির্দোষ মাধব-কথা এ সহস্র সার।
তার মাঝে দশক হেন করে যেবা অধ্যয়ন
তার জন্ম নহে পুন এ সংসারে আর॥

॥১।৬।১১॥

ব্যাখ্যা—

দোষ শব্দে দোষত্রয় এই অভিপ্রায়
বক্তাও প্রতিপাদ্য-দোষ, প্রবন্ধ-দোষ আর।
তিন দোষ বিবর্জিত এই শঠকোপ সূক্তি
অতীব পবিত্র তাই এ হেন প্রবন্ধ উক্তি।
মাধব নির্দোষ অর্থে—পরবস্তু হ'য়ে তবু
দূরে নাহি চলি যায় জীবে আসি মিলে প্রভু।
'হেয়' অর্থে—আশ্রয়িতা নিত্য সংসারী
নিজ নৈচ্য ভাবি যায় প্রভু হ'তে সরি।
এ দশক অধ্যয়নে নাহি তার পুনর্জন্ম
মুক্তসনে করি বাস প্রভু-অনুভবে মগ্ন ॥১।৬।১১॥

১—শত্রু—প্রভুর শত্রু।

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক—সপ্তম দশক

দশক তাৎপর্য—

পরম পুরুষার্থ সে যে শ্রিয়ঃপতি নারায়ণ
নিরবদ্য গুণপূর্ণ তারে কর সমাশ্রয়ণ।
তিনি অতি উপভোগ্য রস বস্তু রসে ভরা
অন্য ফলকামী যারা অতি ভাগ্যহীন তারা।
পূর্ব দশকে কহে সর্বেশ্বর সুখারাধ্য
এবে সূরী কহে তাঁর সমাশ্রয়ণ উপভোগ্য।
না জানি এ তত্ত্ব যদি কেহ করে আশ্রয়ণ
তারও তিনি অতি ভোগ্য, হেন তত্ত্ব ভগবান।
সমাশ্রয়ণের স্বরূপ শুন কহি যাই
বহু গুণ ধরে ইহা তুলনা না পাই।
আশ্রয়ের দরশন আশ্রয়ণ হইতে পায়
আদর্শ সাধন ইহা, সুখরূপী অব্যয়।

তথা হি—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥
(গীতা—৯।২)

স্বাধ্যায়চক্ষু শ্রুত একমন্ত
যোগোপস্থিতীয়মভিবীক্ষণায়।
ধ্যানমননময়নোঽস্ত দ্রষ্টা
ন মাংসচক্ষুরভিবীক্ষতে তম্ ॥

আশ্রয় যে রসবস্তু আশ্রিতে আনন্দ দেয়
তাঁর আশ্রয়ণও তাই ভোগ্যরূপী অসংশয়।

তথা হি—

"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবং লব্ধানন্দী
ভবতি, এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" (তৈঃ—৪)

হেন সর্বেশ্বরে ছাড়ি অন্য ফল আশে
করে সমাশ্রয়ণ হায় নিজ বুদ্ধি নাশে।
প্রভুরে না পায় তারা, পায় স্বেচ্ছাকৃত ফল
সংসারের পথে গতাগতি করে অবিরল।

তথা হি—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্মস্যাস্য পরন্তপ
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।
(গীতা—৯।৩)

প্রথম শতক, সপ্তম দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আত্মার্থী, অতি ভোগ্যবস্তু সর্বেশ্বরে নাহি চায়
তদপেক্ষা কনিষ্ঠ ফল লইয়ে সে ভুলি রয়।

মূল গাথা

জন্ম মৃত্যু নিবারণে অবস্থিত আত্মজ্ঞানে
আত্মজ্যোতি দরশনে আশ।
চক্রধারী সর্বেশ্বরে অবিস্মরি' ভজে তাঁরে
মনোবাঞ্ছা পুরে তারি পাশ ॥ ১।৭।১॥

ব্যাখ্যা—

আত্মার্থী ঐশ্বর্যার্থী ভগবৎ-কামী যারা
লভে স্ববাঞ্ছিত ফল, সর্বেশ্বরে ভজি' তারা।

তথা—

'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
(গীতা—৭।১৬)

জন্ম মৃত্যু অতিক্রমি[১] আত্মদরশনে আশ
এ হেন 'কৈবল্য মুক্তি' পায় সর্বেশ্বর পাশ।
'জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥'
(গীতা—৭।২৯)

নিজ নিজ সঙ্কল্পের অনুযায়ী ফল পায়
নিজ কর্ম অনুগুণ সে সঙ্কল্প উপজয়।
সঙ্কল্প হইতে রুচি, তথা সে সাধনা তায়
উপাসনা অনুগুণ ফলদাতা সর্বেশ্বর।
আদর্শ উদ্দেশ্য সূরীর ভগবৎ-অনুভব
জন্ম মৃত্যু নিবারণ হয় অনুসঙ্গী ফল।
আত্মা-অনুভব কামী সূরী কাছে নিন্দনীয়
তদুপরি অনুভব[২] যেহেতু নাহিক তিঁহ।

---

১ জন্ম-মৃত্যু—দেহের পঞ্চবিধ পরিণতি—অস্তি, জায়তে, বিবর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি।
২—তদুপরি অনুভব—পরমাত্মা ভগবানের অনুভব।

আত্ম-দর্শনকামী আত্মজ্ঞানে অবস্থিত
সুবিশুদ্ধ আত্মজ্যোতি দরশনে কৃতকৃত্য।
সংসার দশায় জীবের নিজ কর্ম নিবন্ধন
আত্ম-জ্ঞান সঙ্কুচিত, মোক্ষে বিকসিত জ্ঞান।
দেহ-বিমুক্ত আত্মা হয় জ্ঞানস্বরূপ
জ্ঞান-গুণকে পুন জ্ঞাতা তার রূপ।
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ফল যার যাহা অভিলাষ
সেই ফল লভে তারা প্রভু সর্বেশ্বর পাশ।
উদার স্বভাব হেন পরম ধার্মিক যেবা
চক্রধারী সে ঈশ্বরে, ফল-লোভী করে সেবা।
আত্মধ্যানী ঈশ্বরেরে পরিশুদ্ধ বলি মানে
পরম ভোগ্যতা তাঁর হায় তারা নাহি জানে।
ধ্যানযোগে চক্রধারী রূপ হেরি নহে মুগ্ধ
নিজ কার্য সিদ্ধি লাগি শুদ্ধিগুণে তারা বিদ্ধ।
আত্মজ্যোতি দরশনে আত্মানন্দে রহে ডুবে
প্রভুর বিভু আনন্দ কভু তারা নাহি বুঝে।
আত্মপ্রাপ্তি ক্ষুদ্রানন্দে শ্রেষ্ঠ বলি মানে হায়
প্রভুর সে মহানন্দ নাহি চায় নাহি পায়।
ভগবৎ-সৌন্দর্য হেরি আড়বার ডুবি যায়
চলিতে না চলে পদ দেহ মন স্তব্ধ হয়।

তথা হি—

"সুদর্শনহস্ততাপ্রযুক্তসৌন্দর্যদর্শনে
পুরা ক্রমো ন অবভাসতে।"
(সহ—শঠকোপ আড়বার)

"চক্রেণ সহ স্বর্ণশার্ঙ্গধরতঃ স্বামিনোঽমুক ইতি ন জানামি।"
(তিঃ মুঃ ১০০—পরকাল আড়বার)

আত্মলাভ রূপ মুক্তি 'কৈবল্য' লাভের তরে
ঈশ্বরে আশ্রয় করি ঈশ্বরোপাসনা করে।
প্রভু পাশে উপাসক যেবা ফল চায়
তুচ্ছ যদি, তাই দেন না করি বিচার।

॥১।৭।১॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ক্ষুদ্র আত্মানন্দ তরে ঈশ্বরে আশ্রয় করে
'কৈবল্য-মুক্তি' প'য়ে চলি যায় হায়।
প্রভুরে প্রাপ্তির তরে আশ্রয়ণ কর তাঁরে
অশেষ আনন্দ খনি সর্বশক্তিসার॥

মূল গাথা

ক্রুর পাপকারী যত পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণে
দেন বাধা যিনি তাদের
হিংসাকার্যে নিয়োজনে।
তিনি সর্বেশ্বর দাসগণ-নিধি মহৌষধি
পরম আনন্দসীমা সে আনন্দ নিরবধি।
দূরে অবস্থিত তবু গোপরূপে অবতরে
তোমার উদ্ধার তরে সমাশ্রণ কর তাঁরে।

॥১।৭।২॥

ব্যাখ্যা—

ক্ষুদ্র দেবতারে পূজি ছাগ আদি দিয়া বলি
ক্ষুদ্র ফলে নিধি ভাবি বাঁধে নিজ অঞ্চলি।
সর্বেশ্বর মহানিধি তথা নহে ভক্তগণে
ভক্তাঞ্চলে রহে বাঁধা যথা ইচ্ছা নিয়োজনে।
সংসারী বিষয়-বিষ ভোজনেতে ব্যাধিগ্রস্ত
মহৌষধি তিনি ভক্তে বিষয়বিষে মহা অস্ত্র।
তার অনুভবে যত বিরোধী বিষয়ে তবে
করি নিবর্তন, শক্তি দেন নিজ অনুভবে।
নিজেরেও করে তিনি ভক্ত হস্তে সমর্পণ
তিনিই প্রাপক পুনঃ প্রাপ্য বস্তু তিনি হন।

তথা হি—

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবা।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ (শুঃ যঃ ২৫।১৩)

সংসারীরে কহে সূরী স্বতন্ত্রতা পরিহর
প্রভুরে আশ্রয় করি ক্ষুদ্র বস্তু নাহি ধর।
তাঁরি তরে তাঁরে ধর দাসভাবে কর ভক্তি
বুঝিবে যে তিনি তব মহানিধি মহৌষধি॥

বলশালী পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয় পঙ্কে নিয়োজনে,
দিবে বাধা, করিবে সে ক্রূর পাপ নিবর্ত্তনে।
এ হেন সে সর্বেশ্বর অতীব পরমানন্দ
নর সুর ব্রহ্মাদিরও আনন্দের তিনি কন্দ।
তথা হি—"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মা
আনন্দময়ঃ।" (তৈঃ আঃ)
সর্বাধিক সর্বেশ্বর তিনি অতি দূরবাসী
তথাপিহ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'ন আসি।
আশ্রিতের দুঃখে দুঃখী বিরোধী বিনাশ তরে,
পরম স্বতন্ত্র তবু পরাধীন অবতরে।
প্রাকৃত সম্বন্ধে বদ্ধ হ'য়ে তাঁর অবতার
ননী চুরি, দামলীলা আদি যে ব্যাপার তাঁর।

॥১৭।২॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
অনন্য-আশ্রিত প্রতি প্রভুর স্বভাব কহি
তিনি যে অনন্য হেন, এবে কহিছেন সুরী।

মূল গাথা

সর্বাধিক সর্বেশ্বর অবাপ্ত-সমস্ত-কাম
তবু তিনি গোপ-লতার নব কিশলয় সম।
কিবা মায়াময় লীলা আশ্রিত-অধীন হ'য়ে
দুষ্ট চেষ্টা করে কত তাড়িত বা বদ্ধ তাহে।
তাড়নে উজ্জলতর মোর হেন নীলমণি
রূপে গুণে সুধা ঝরে পরিশুদ্ধামৃত-খনি।
বিশুদ্ধ সে মহামৃত পিয়ি' পিয়ি' নাশিলাম
মোর নানা জনমের যত কিছু অজ্ঞান।

॥১৭।৩॥

ব্যাখ্যা—
মূলে দোষ স্পর্শে যদি পল্লব মলিন আগে
তথা আশ্রিতের দুঃখে, আগে প্রভু দুঃখ পাবে।
রাখাল বালক গোঠে ধেনু সঞ্চারণে যবে
তারও যদি পাদ-দাহ কৃষ্ণমুখ ম্লান আগে।
নন্দ যশোমতী কিংবা গোকুলের গোপীকুল
কৃষ্ণ দুষ্টচেষ্টা হেরি' শাসনে না করে ভুল।
তাড়নে ভর্ৎসনে কিবা মন্থান১ প্রহারে
করয়ে শাসন তারা দৃঢ়সহকারে।
সর্ব লাভে পূর্ণ যিনি সর্বাধিক সর্বেশ্বর
গোপের অধীন হ'য়ে কৃষ্ণরূপে অবতার।
হেন কৃষ্ণ অবতারে আ, এতে ব্যামোহ তাঁর
কত রূপ ধরে মরি হেরি লাগে চমৎকার।
আশ্রিতের স্পৃষ্ট দ্রব্য ধারক তাঁহার
হেন দ্রব্য বিনা প্রাণ ধারণ দুষ্কর।
বৈধভাবে নাহি পায়, তবে অপহরে তারে
যথা ননী চুরি তাঁর যত গোপিনীর ঘরে
লিপ্ত ননী হাতে মুখে চৌর্য লুকাই তে নারে
ননীচোর বলি' গোপী তাড়ন ভর্ৎসন করে।
এ হেন সে সর্বেশ্বরে শাসন তাড়ন আর
ভাবিয়া বিস্মিত সুরী, ভকতে ব্যামোহ তাঁর।
আশ্রিত বাঁধিয়া যবে তাড়ন ভর্ৎসন করে
বিগ্রহ উজ্জলতর, কান্তি মরি বেয়ে পড়ে।
শান-লেখে মণি যথা কলঙ্ক নিবারি
কান্তি অভিবৃদ্ধি হয় উছলি উছলি।
তেমতি যে প্রীয়মান ভক্তের বন্ধনে
বাঁধিয়া তাড়নে পুনঃ কান্তির বর্দ্ধনে।
কৈমুত্য-ন্যায়-সিদ্ধ, হেন কৃষ্ণধন তাঁরি
পূর্ণ দীপ্তি পূর্ণ রূপে মোরে গ্রাসিয়াছে মরি।
তাঁর রূপ গুণ লীলা পরিশুদ্ধ সুধাখনি
সিন্ধু-মন্থনে সুধা তাঁর কাছে কিসে গনি।
মথিত সুধায় দেবতার অধিকার
ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মে সেব্য একবার।
কৃষ্ণ-রূপগুণ সুধার সর্বে অধিকার
নিয়ম-অধীন নহে সদা সেব্য তার।
বিশুদ্ধ অমৃত হেন পিয়ি পিয়ি অনিবার
নাশিয়াছি নানা জন্মের অজ্ঞান-অন্ধকার।
জনম-মরণরূপ অবস্তু নিবারি যাহে
ভগবৎ-অনুভবে থাকি ডুবি' চিরতরে ॥১৭।৩॥

---

১ মন্থান—মথন দণ্ড।

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নাশিয়া অজ্ঞান মম পরিশুদ্ধ সুধা সম
তব অনুভব মোরে করিয়াছ দান।
পুনঃ যাহে কোন দোষ নাহি পশে মোর পাশ
হেন উপকার তুমি ক'রেছো সাধন॥
এ হেন সে উপকারী কেমনে ত্যজিতে পারি
ত্যজিবার হেতু কিবা বল মোর মন।
রূপে গুণে পূর্ণ তিনি সর্ব দোষহীন যিনি
তাঁরে না ত্যজিতে পারি, বলি তোরে শোন্॥

মূল গাথা

অজ্ঞান-নিবৃত্তি লাগি পশিয়াছে মোর মনে
ব'সেছে সুদৃঢ় সেথা আমারে উৎকর্ষ দানে।
দ্যুতিমান তেজোরাশি, নিত্যসূরী প্রাণ যিনি
তাঁরে কি ত্যজিতে পারি 'অনুমতিরূপী'[১] তিনি?

॥১।৭।৪॥

ব্যাখ্যা—

মোর মাঝে, সবাসনা অজ্ঞান নিবারণে
অজ্ঞান সম্বন্ধ পুনঃ নাহি আসে সে কারণে।
পশি' মোর মনে যিনি অচল অটল র'ন
রহি' তথা জ্ঞান ভক্তি অনুরোগ-সিন্ধু দান।
তথা হি—'অনুরাগঃ সাগরাৎ অতিমহান্, মহাত্তমাকাশং চাতিক্রম্য মহানভবৎ সর্বত্র অভিব্যাপ্তস্তদধিকঃ।'

(সহ—৭।৩।৮)

এ হেন উৎকর্ষ সাধি' মানে নিজ উপকারে
শ্রীবিগ্রহে তেজোরাশি উথলে যে হর্ষভরে।

যথা—

'তং দৃষ্ট্বা তে তদা দেবাঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্।
অপূর্বরূপসংস্থানং, তেজসা রাশিমূর্তিতম্॥'

(বিঃ ১।৬।৬৭)

হেন উপকার তাঁর হেথা মাত্র নয়
নিত্যধামে তাঁর কৃত্য এমত নিশ্চয়।
নিত্যসূরিগণেরও যে অবিরাম অনুভাব্য
ধারক পোষক তিনি নিত্য অতি উপভোগ্য।

দূরে স'রি যাই যদি, স্বরূপ বিনাশ হয়
মুক্তিলাভে বঞ্চিত — প্রভুর তা ইচ্ছা নয়।
'অনুমতিরূপে' তাই পশিয়া হৃদয়-মাঝ
মিলিতে তোমার সনে দিয়াছো আগ্রহ আজ।
হেন পুরুষোত্তমে কি হেতু ত্যজিব মরি
মো হেন অধমে তাঁর অশেষ উপকার স্মরি।
আমাতে অজ্ঞান অংশ বাকী কিছু রাখে নাই
ধরিতে দুষ্কর হেন দূরে স'রি যাই নাই।
জ্ঞান ভক্তি অনুরোগ ক'রেছে সাধন
পরে পরে উৎকর্ষের ক'রেছে বিধান।
উৎকর্ষ পর্যাপ্ত নহে কেহ তা বলিতে নারে
হেন উপকারে নাহি চাহে প্রতি-উপকারে।
রূপের ছটায় পুনঃ ত্রিভুবন আলো করে
হেন রূপ দরশনে আঁখি ফিরাইতে নারে।
যত কিছু সংযোগ কহিলাম পূর্বাপর
মোর কিছু কৃত্য নাই, সবই সংঘটন তাঁর।
এ হেন প্রভুরে মোর কেমনে ছাড়িতে পারি
পরমোপকারী তিনি কভু যে ছাড়িতে নারি।

॥১।৭।৪॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

গোকুলেতে গোপবালা কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়ি যদি
পরম পদেতে আশ করে তারা নিরবধি।
তবে তো আমিও হেন কৃষ্ণধন সঙ্গ ছাড়ি
অন্যত্র চলিয়া যাই, কহিছেন এবে সূরী।

মূল গাথা

মম প্রদীপ মম পরাণ,
মম উজ্জীবন কারণ
মম পরাণ নাথে কেমনে,
করিতে পারি বরজন।
সে যে নবনীহর চতুর
ব্রজনাগরী-নাগরবর
দিঠিসাথে দিঠি মিলন,
স্বামী সে কৃপাপারাবার।

॥১।৭।৫॥

---

১ অনুমতিরূপী — (ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ব্যাখ্যা—

নির্হেতুক কৃপা করি প্রকাশিলা মোরে হরি
স্বরূপ ও রূপ গুণ বিভূতি সকল।
সে প্রকাশে দূরীভূত অজ্ঞান আঁধার যত
মোর দীপ তিনি মোরে স্নেহ অবিচল॥
তাঁর স্বরূপাদি হেরি' আপন স্বরূপে[১] মরি
হীনজ্ঞান হয় কৃপা-দীপের প্রকাশে।
প্রাপ্তি প্রতিবন্ধক বিঘ্নের স্বরূপ যত
তাহাও উঠিল ভাসি মোর হৃদাকাশে॥
স্বরূপে জীবাত্মা আমি ভৌতিক এ দেহ নহি
দেহাত্মাভিমানে নষ্ট স্বরূপটি মোর।
দেহ-বশীভূত পুন, নষ্টপ্রায় আত্মা মম
তার প্রাণরূপী পরমাত্মা সর্বেশ্বর॥
হেন সর্বেশ্বর আসি বিষয় প্রাবল্য নাশি
ক্রমান্বয়ে উজ্জীবন করিল সাধন।
আছিনু 'অসৎ-কল্প'[২] বানাইলা 'সৎ-কল্প'
তিনি মম নাথ, তাই এ হেন যতন॥

তথা হি—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥
(তৈঃ আঃ ৬)

আমি তাঁর বস্তু পুনঃ তিনি হন বস্তুমান
আপন বস্তুর ত্রাণে তাই তাঁর অভিমান।
নিজ বস্তু রক্ষণে নিজ ফল বলি' মানে
এতেক ব্যাপার তাই করে মোর পরিত্রাণে।
ব্রজের কুমারীগণ নিজ বস্তু জানি তায়
কতেক ব্যাপার করে কহিতে যে নাহি ভায়।
গোপনে মিলয়ে কভু কারেও না রাখি ভয়
পার্শ্বে যারা অবিদিত হেন চতুরতা তায়।
লোচনে লোচনে মিলি কহে কথা দূর হ'তে
দোঁহাকার দৌত্য কার্য সমাপন করে ইথে।
যথা—"দৌত্যকৃন্নেত্রাভ্যাম্।" (সহ—৯।৯।৯)

ধূর্তপনা পুন কত কহনে না যায়
'তব কেনা দাস আমি'—গোপীরে কহয়।
এ হেন ব্যাপারে স্বামী,গোপবধূটিকা[১] যত
ক্রীতদাসী করেছিলা, মোর দশা সেই মত।
॥১।৭।৫॥

——

প্রথম শতক, সপ্তম দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সংসারী কহিছে—'আগে ত্যজি' তাঁরে গেছো স্বরি!
এবে ত্যজিবেনা কহো, কেমনে প্রত্যয় করি?
সূরী কহে—প্রভু মোরে স্বয়ং স্বীকার ক'রে
প্রকাশিয়ে পুন যত রূপ গুণ আদি তারে।
এবে ছাড়ি যাবে মোরে, আমি ভাবিতে কি পারি?
আমি কি ছাড়িব তায়, তাঁর হেন কৃপা হেরি!

মূল গাথা

স্ববস্তু রক্ষায় স্বামী মগ্ন ধরা উদ্ধারিলা
তুলসী-কিরীট সহ সে প্রলয়ে নিমজ্জিলা।
সপ্ত সাল বেদ্ধা পুন, এতেক ব্যামুগ্ধ মায়ী
সে মোরে ছাড়িয়া যাবে
ভাবিতে কি পারি আমি!
॥১।৭।৬॥

ব্যাখ্যা—

চন্দ্রিকা মলয়ানিল চন্দনাদি দ্রব্য যত
অপরে আনন্দ দেয় ইহা তাহাদের ব্রত।
তেমনি পরার্থপর প্রভুর স্বভাব মরি
আশ্রিত বিষয়ে তথা সর্ব-বিষয়েতে হেরি।
সে কারণে যত জ্ঞানী 'স্বামী' আখ্যা দেছে তারে
হেন স্বামীর উপকার কহে সূরী অতঃপরে।
ভক্তাভক্ত নির্বিচারে সর্ব উপকার তরে
প্রভুর ব্যাপার সূরী কহে কৃতজ্ঞতাভরে।
প্রলয়ে আক্রান্ত ভূমি, জল ও কর্দম হ'তে
দন্তে উৎপাটিয়া যথা উদ্ধারে বরাহরূপে।

---

১ আপন স্বরূপ—নিজ জীবাত্ম-স্বরূপকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি।

২ অসৎকল্প—অতি তুচ্ছ, না থাকারই সমান।

১—এই দুটি পংক্তি 'পরকীয়া ভাবের' ব্যাখ্যা।

অনাদি সংসাররূপী প্রলয়ে আক্রান্ত মোরে
অহেতু-কৃপায় প্রভু তেজস্বি উদ্ধার করে।
প্রলয় পয়োধি জলে হেন মজ্জনকারী
সালঙ্কৃত সুগন্ধিত তুলসী মুকুটধারী।
আশ্রিত বিষয়ে তাঁর উপকার কহি এবে—
বিরোধ বাধিল যবে বালি আর সুগ্রীবে।
সুকুমার রামচন্দ্র মিতা সুগ্রীবের পক্ষে
মহাবলশালী বালি যুঝে তাঁরি বিপক্ষে।
সুকুমার রামচন্দ্র সুগ্রীবে সন্দেহ জয়ে
তার তৃপ্তি তরে রাম সপ্তশাল বিদ্ধ করে।
এ হেন ব্যামোহ তাঁর আশ্রিতের প্রতি মরি
সে কি মোরে যাবে ছাড়ি! সংসারীরে কহে সুরী।
মোরা কর্মবশ্য তথা আশ্রিতের বশ্য সে যে
মোর অনুমতি বিনা কেমনে ছাড়িয়া যাবে!
সে যদি ছাড়িয়া যায়, সাথে তার আমি যাবো
প্রাণ মোর যদি যায় আমিও বিনষ্ট হবো১।

॥১।৭।৬॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সংসারী কহিছে—সুরি, গুণত্রয়-বশ্য তুমি
'ত্যজিবে না'—তব কথা কেমনে বিশ্বাসি আমি!'
সুরী কহে—যদিবা তাঁয় ত্যজিবারে আমি পারি
তিনি না ত্যজিবে মোরে, জেনো ওহে সংসারি!

মূল গাথা

তাঁহারে সম্যক্ত করি রাখি নাই হৃদি মাঝে
আমার বিমুখ মনে স্বয়ং আসি প'শেছে সে।
দেহ-প্রিয় মোর আত্মা, তবু প্রভুর প্রীতি তারে
আমি যদি ছাড়ি তবে সে যে গো রাখিবে ধরে।

॥১।৭।৭॥

১—শেষ পঙক্তির ব্যাখ্যা রামানুজপিল্লান প্রথম লিখিত ব্যাখ্যাকার কুরুকাধিনাথের ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যা—

মম অনুমতি ল'য়ে হৃদয়ে পশিত যদি
বলিতাম যাও চলি, আমি হেন দুর্মতি।
'রহিব ইহার মাঝে'—হইয়া সে দৃঢ়মতি
আসি পশিয়াছে মোরে বিনা মোর অনুমতি।

তথা হি—

"গোসহস্রপ্রদাতারমুপধার মহৎ ভুজং
অস্তু মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্য বা।"

(রা: যু:—২১।৮)

শোধনে অক্ষম আমি বিমুখ স্বতন্ত্র মনে
নিজে জ্ঞাপে গুনে প্রভু সে মনে স্ববশে আনে।
দেহ হেন প্রিয় মম, আত্মা তবু প্রিয় তাঁর
আপন সংশ্লেষে পুন যত্ন তাঁর অনিবার।
*অথবা আমার আত্মা এত প্রিয়তর তাঁর
আত্মা সনে হেয় দেহে করে লোভ ভাবি' সার।
আশ্রিতে মিলনে তিনি অতীব আগ্রহবান
চারিদিকে অবরোধি' করে সে যে সঙ্করন্ধ্র
এ হেন স্বভাব তাঁর ভাল মতে জানি আমি
দূরে যদি যেতে চাই সম্মতি কি দিবে তিনি?
মোর জ্ঞান উৎপাদনে নানা প্রযতন করে
এবে ফললাভ কালে ছাড়িতে কি দিবে মোরে!

॥১।৭।৭॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আমি তারে ত্যজিব না, সে নাহি ত্যজিবে মোরে
দোঁহাকার এ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কি হ'তে পারে!
তবু যদি ভবিষ্যতে বিশ্লেষ করায় মোরে
তাঁর গুণে মুগ্ধ মনে বিয়োগ করাতে নারে।

মূল গাথা

যদি বা কোন প্রকারে বিশ্লেষ করায় মোরে
অনুভবে মগ্ন মনে কভু নিবর্তিতে নারে।

* কোলভীবাসীর ব্যাখ্যা।

নীলাদেবী সুশ্রীভুজে বদ্ধ সে আনন্দ ধারে
নিত্যসূরী-মূল, তবু এ কার্য সাধিতে নারে ॥

॥১।৭।৮॥

ব্যাখ্যা—

অজ্ঞান নিবৃত্ত পুন লভিয়াছি জ্ঞান ভক্তি
প্রভু হ'তে বিচ্ছেদ নাহি চাহে মোর মতি।
তিনি যদি করে যত্ন বিয়োগ করাতে মোরে
দুষ্কর ব্যাপার তাহা, হে সংসারি কহি তোরে।
মোর ভব্য মন মরি এত মগ্ন তাঁর গুণে
তারে নিবর্ত্তিতে স্বয়ং স্বামীও যে হার মানে।

যথা আড্‌বার বচন—

'হে চেতো নির্বহ ময়া মিলিত্বা' (পেঃ তিঃ বঃ—৯)
'আশ্রিত্য বর্দ্ধয় মন্মনঃ' (সহ—১।১।১)

সর্বশক্তিমান তবু সে মোরে ছাড়িতে নারে
তা যদি পারিত তবে পূর্বেই ছাড়িত মোরে।
মোর ত্যাগে অক্ষম পুনঃ ভবিষ্যত কালে
তাহার কারণ যাহা জানিয়াছি আমি ভালে।
নীলাদেবী সন্নিধিতে কোরেছে স্বীকার মোরে
ত্রিকালেতে কোন দিন আর কি ছাড়িতে পারে?
যাঁর রূপে বশীভূত সে নীলা পুরুষকার
তাঁরে সাক্ষী রাখি জীবে করে সে যে অঙ্গীকার।
সর্বশক্তি সে যে পুন, সে যে নিত্যসূরী-পতি
তথাপি স্বয়ং তাঁরও ছাড়িতে নাহিক গতি।

যথা হি—

'রামেন হি প্রতিজ্ঞাতং হর্যক্ষগণসন্নিধৌ।'
(রাঃ সুঃ—৫।১।৩২)

॥১।৭।৮॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দোঁহে যেন একই বস্তু হেন মিশে মোরে প্রভু
পরস্পর বিশ্লেষের যোগ্য দোঁহে নহে কভু।

মূল গাথা

দেবেরে অমৃত দাতা, নিত্যসূরী আদিভূত
মোর লাগি পুন তিনি গোকুলেতে আবির্ভূত ॥
তাঁর মাঝে পূর্ণভাবে ডুবিয়াছে আত্মা মম
প্রতি অঙ্গে করে তাঁরে সম্যক্ আলিঙ্গন।
দোঁহে যেন একই বস্তু এ মিলনে হেন ভায়
পরস্পর বিশ্লেষের যোগ্যতা যে নাহি তায়।

১।৭।৯॥

ব্যাখ্যা—

নিত্যধামে নিত্যসূরী স্বরূপ স্থিতি আদি তাঁরি
অধীন যাঁহার সেই অনাদি কারণ।
লীলা ধামে দেবগণে প্রার্থিত অমৃত দানে
অনায়াসে করে যেবা সমুদ্র মথন ॥
তিনি পুন মোর তরে গোপ রূপে অবতরে
নিজ আত্মা করে দান অতি প্রীতি-ভরে।
সে উভ-বিভূতি নাথে পেয়ে আমি মিলি সাথে
অতীব নিবিড়ভাবে পরম আদরে ॥

জাতি সাথে গুণ যথা ভাস্করের সাথে প্রভা
অপৃথক্ স্থিতি দোঁহে নিত্য চিরন্তন।
বস্তু যদি হেন হয় বিচ্ছেদ সম্ভব নয়
পরস্পরে চাহে যদি তবু অঘটন॥

॥১।৭।৯॥

প্রথম শতক, সপ্তম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মোর সনে সম্মিলিত স্বামীর যত গুণগণ
রাত্র দিন অনুভবে তৃপ্ত নহে মন প্রাণ।

মূল গাথা

জীব যদি তাঁরে ছাড়ে তিনিও ছাড়িবে তারে
তাঁরে যদি জীব ধরে তিনি ধরি রবে তারে।
অনাশ্রিত জনে রুদ্ধ তাঁর প্রবেশের দ্বার
আশ্রিত জনের প্রতি দ্বার অনাবৃত তাঁর।
হেন মোর স্বামী, তাঁর অতুলন গুণগণ
দিবারাতি অনুভবে কীর্ত্তনে নাহি শ্রম।

॥১।৭।১০॥

ব্যাখ্যা—

জীব হয় তাঁর বন্ধু তিনি তারে স্নেহময়
'তোমার হ'লাম ব'লে' বারেক শরণ লয়।
তাহারে অভয় দেন ইহাই যে ব্রত তাঁর
শত্রু মিত্র ইথে তার নাই যে কোন বিচার।

তথা হি—

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্ ॥"
(রাঃ যুঃ ১৮।৩৩,৩৪)

জীব যদি ছাড়ে তাঁরে, ছাড়ে তিনি দুঃখ ভরে
বদ্ধ বৈরী হয় যদি, নষ্ট হয় তাঁর করে।

যথা—(রাবণ বাক্য)

"দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।"
(রাঃ যুঃ—৩৬।১১)

অনুকূল হয় যদি, সর্বদোষ ক্ষমি' তার
টানিয়া আপন কোলে করে তার উপকার।
রাবণানুজ বিভীষণ যুদ্ধের প্রাক্কাল
শরণে আগত হেরি দেন তারে কোল।
লক্ষ্মণ সমীপে তবু তারে না পুছয়
যুদ্ধ-নির্বহন কথা বিভীষণে কয়।

যথা—(বিভীষণ প্রতি রামবাক্য)

"আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্।"
(রাঃ যুঃ—১৯।৭)

অনাশ্রিতে তাঁর দ্বার রুদ্ধ যথা দুর্যোধনে
আশ্রিতে যে অবারিত তিনি যথা অর্জুনে।
আশ্রিতের পক্ষপাতী ছলে বলে সদা তিনি
দুর্যোধনে দিল সেনা নিজেরে অর্জুনে দানি'।
অন্তঃপুরে যবে কৃষ্ণ সত্যভামা সাথে র'ন
বীজন বীজয়ে কৃষ্ণা, পার্থ পদ সম্বাহন।
পুত্রেরও প্রবেশ তথা আছিল যে বরজন
সে কালে সঞ্জয়ে তবু দেন কৃষ্ণ দরশন।

যথা—

"যত্র কৃষ্ণৌ চ কৃষ্ণা চ সত্যভামা চ ভামিনী।
ন চাভিমন্যুর্ন যমৌ তং দেশমভিজগ্মতু ॥"
(ভাঃ আঃ—৪১)

এ হেন স্বভাবে তাঁর দিয়া পূর্ণ দরশন
একান্ত দাস করি দিলা মোরে শ্রীচরণ।
যাঁহা যাই অনুভবি' সে অতুল গুণগণ
দিবা রাতি গাহি আমি মহানন্দে, নাহি শ্রম।
॥১।৭।১০॥

— —

প্রথম শতক, সপ্তম দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসেতে যে জন চতুর
প্রাপ্তি প্রতিবন্ধ তার ক'রে দেন দূর।

মূল গাথা

**কিরীট তুলসী যাঁর সর্বগন্ধে সুরভিত
সে সৌরভে ডুবি অলিকুল মহা দ্রবীভূত।
এ-হেন কিরীটধারী সম্যক্ আশ্রয় করি
অনুভবে মত্ত সদা, হেন শঠকোপ সূরী।
সমীচীন বাক্যময় এ সহস্রগীতি মাঝে
এ দশক অভ্যাসেতে প্রাপ্তি-বাধা পলাইবে।**
॥১।৭।১১॥

ব্যাখ্যা—

মধুপান লাগি অলি করিলে প্রবেশ যাহে
পিয়ে মধু নিঃশেষে তথাপি না ছাড়ে তাহে।
এ হেন সে মধুময় সুগন্ধী তুলসী দাম
শোভিত মুকুট যাঁর সেই রূপগুণ ধাম।
তাঁর অনুভবে মুগ্ধ শঠারীর সূক্তিচয়
তাঁর মনে তাঁর বাক্যে আসি আবির্ভূত হয়।
এ হেন নিবিড়বাক্যমণ্ডিত সহস্রগীতি
তার মাঝে এ দশক যাঁর অভ্যাসেতে প্রীতি
ভগবৎ-প্রাপ্তিতে তাঁর বাধা বিঘ্ন যত যত
ঐশ্বর্যে কৈবল্যে বুদ্ধি আরো বাধা কত শত।
হইয়া শিথিল সবে পলাইয়া যায় দূরে
নিকটে আসিতে কভু তারা শক্তি নাহি ধরে।
॥১।৭।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক — অষ্টম দশক

দশক তাৎপর্য---

কায়মনোবাক্য এই করণত্রিতয়ে
কুটিল একতা হীন জীবের বিষয়ে।
করণত্রয়েতে ঐক্য আর্জব গুণ
করি প্রদর্শন হরি অতীব করুণ।
স্ববশে করিলা প্রভু আসিয়া আমারে
অষ্টম দশকে সূরী কহিছে সভারে।
প্রভু অতি উপভোগ্য পূর্ব দশকেতে কহি
তাঁর বিলক্ষণ গুণ এ দশকে কহে সূরী
সৌলভ্য সৌশীল্য সহ আর্জব গুণ তাঁর
গুণত্রয়ে বিশ্লেষণ করে এবে ব্যাখ্যাকার।
সুদূর বৈকুণ্ঠ হ'তে অবতরি ধরাধাম
নেত্র সুলভরূপে 'সৌলভ্য'১ ইহারই নাম।
অতি অপকৃষ্ট বদ্ধ জীব সনে সমভাবে
সর্বতো সংশ্লেষ প্রভুর 'সৌশীল্য২গুণ' তবে।
করণে ত্রিতয়ে ঐক্যহীন নানা জীব যত
ভিন্ন ভিন্ন রুচি লাগি প্রভুর নিয়োগ তত।
করে প্রভু সর্বভাবে ইহাই 'আর্জব'৩ গুণ
হেন গুণ অনুভবে সূরী হন নিমগণ।
গুণবান্ শব্দে কহি সৌশীল্যাদি গুণ
পৃথক্ আর্জব গুণে বিদ্ধ যে যামুনে।

যথা—বশী বদান্যো গুণবান্ ঋজুঃ শুচিঃ।
মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ ॥
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ।
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ ॥
(যামুন মুনিকৃত স্তোত্ররত্ন—২১)

কেহ বলে এ দশক ঐশ্বর্য-সূচক
ঈশ্বরের বিলক্ষণ চিহ্ন প্রকাশক।
ভট্ট৪ কহে এ দশক আর্জব গুণ গায়
হেন গুণ স্মরি সূরী হয় বিমোহিত তায়।

১—সৌলভ্যং—সকলমনুজনয়নবিষয়ত্বম্।
২—সৌশীল্যং—মহতো মন্দৈঃ সহ নৈরন্তর্যেন সংশ্লেষঃ।
৩—ঋজুত্বং (আর্জবত্বং)—করণত্রয়েণ একরূপত্বং।
৪—ভট্ট—আচার্য পরাশর ভট্টর স্বামী, আচার্য কুরেশ-স্বামীর পুত্র, রামানুজের জ্ঞানপুত্র।

নিম্নগামী জলে যথা উচ্চ স্থলে যায় ল'য়ে
স্বাধীন ঈশ্বর তথা জীবের অধীন হ'য়ে,
বদ্ধ মুক্ত নিত্য জীবের চিন্তিত প্রকারে
নানা ভাবে বিনিয়োগ১ করে আপনারে।
করণত্রয়েতে হয় এই নিয়োজন
'আর্জব গুণ' তাঁর কহে জ্ঞানীগণ।

প্রথম শতক, অষ্টম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নিত্য-বিভূতিস্থ সনে আর্জবে বিনিয়োগ
এ গাথায় কহে সূরী করি তাহা উপভোগ।
নিত্য-বিভূতিস্থ বস্তু অনার্জব২ নাহি তায়
তথাপি যে ব্যক্তি ভেদে রুচিভেদ উপজয়।
প্রতি রুচি অনুগুণ ভিন্ন তাঁর বিনিয়োগ
এ নিয়োগে সদা তাঁর আর্জব গুণযোগ।

মূল গাথা

গরুড় পৃষ্ঠাসন সঞ্চারী
শীতল তুলসী বনমালা ধারী।
তাহাদের সনে চিরকাল ধরি
রহে অবগাঢ় মোর সর্বস্বামী ॥

॥১।৮।১॥

ব্যাখ্যা—

গরুড়ের অভিমত অনুসারে স্বামী
পৃষ্ঠে আরোহণ করি সঞ্চরণ-কামী।
হেন সঞ্চরণে তিনি দেন দরশন
উভয়-বিভূতি জীবে যাহে উজ্জীবন।
নিজ জীবগণে পুন সঞ্চরি সঞ্চরি হেরি
আপন স্বরূপ লাভ গণয়ে মনেতে হরি।
প্রভু পদ ঘর্ষণে আপন পৃষ্ঠের 'পরে
কিণ-চিহ্ন হয় তথা ধারক সে গরুড়েরে।

১—বিনিয়োগ—জীবের সেবায় ঈশ্বর কর্তৃক নিজেকে নিয়োগ।
২—অনার্জব—কৌটিল্য।

সেথায় তুলসী মালা একদৃষ্টে রহে চেয়ে
তখনি ধারণ প্রভুর, সে মালার অনুনয়ে।
মালা কহে, ধারণ না কর যদি এবে মোরে
ক্ষীণকান্তি নষ্টপ্রায় হবো আমি অতঃপরে।
এত শুনি সে তুলসী তখনি যে ধরে স্বামী
কায় মনে বাক্যে তথা নিজে কৃতকৃত্য মানি।
মালারে চৈতন্য নাই কেমনে করে প্রকাশ
শঙ্কা সমাধানে কহে, চিন্ময় সে স্বপ্রকাশ।

তথা হি—

'স্রগ্‌বস্ত্রাভরণৈর্যুক্তং স্বানুরূপৈরনুপমৈঃ।
চিন্ময়ৈঃ স্বপ্রকাশৈশ্চ অন্যোন্যরুচিরঞ্জকৈঃ॥"
(পৌষ্করঃ সং—)

শ্রীবৈকুণ্ঠে নিত্যমুক্ত আদি যতেক চেতন
পক্ষী, মালা আদিরূপে,
সাধে প্রভুর প্রয়োজন।
মহিষীগণের সাথে প্রভুর বিহার স্থলে
পুরুষ বিগ্রহে নিত্য-চেতনও রহিতে নারে,
স্ত্রী পক্ষী তুলসী আদিরূপেতে রহিতে পারে।
বৈকুণ্ঠের যত বস্তু সকলেই 'অজড়' হয়
যে কোন আকার তারা ধরে যে গো স্ব-ইচ্ছায়।
লীলাধামে স্থাবর জঙ্গমাদি যত রূপ
বদ্ধ জীব পায় নিজ করমের অনুরূপ।
নিত্য ধামে নিত্য জীব স্বেচ্ছা পরিধৃত দেহ
স্বামীর সেবার উপযোগী করে ধরে সেহ।
সর্ব নিত্যসুরী রুচি প্রভুরই বিষয়ে যত
তথাপিহ সে বিষয়ে রুচি-ভেদ ব্যক্তিগত।
হেন রুচি-ভেদ তবু, সবারে সমান প্রভু
ঋজুভাবে বিনিময় নাহিক প্রভেদ কভু।
নিত্যসুরী-বিনা প্রভুর না চলে নির্বাহ
প্রভু বিনা তাহাদেরও জীবন অসহ।
বিনিয়োগ-বিনিময় এ হেন তাঁদের মরি
চলিতেছে অবিরাম সদা নিত্য কাল ধরি'।
নিত্যমুক্ত জীব সনে ঈশ্বরের বিনিময়
মর্ম-তপ্ত হৃদে স্নান তেমতি আনন্দময়।
নিত্যসুরী সংসারী সকলেরই স্বামী হয়
সকলেরই সাথে প্রভুর বিনিয়োগ আর্জবময়।

॥১।৮।১॥

——

প্রথম শতক, অষ্টম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নিত্য বিভূতি হ'তে অবতরি' সর্বেশ্বর
বিরোধী বিনাশি' মিলে সংসারীরে নিষ্কপট।
এ হেন মিলনকালে সংসারীর সাথে তাঁর
প্রাণভরা বিনিয়োগ দেখি লাগে চমৎকার।

মূল গাথা

সর্বেশ্বর স্বামী যিনি, কৃষ্ণ অবতারে
আশ্রিতের শত্রু অশ্বমুখ যে বিদারে।
বিরোধীর নাশে হর্ষে অরুণ নয়ন
পুন পুন অবতারে ভুবন মোহন।

॥১।৮।২॥

ব্যাখ্যা—

সর্বস্বামী তিনি কৃষ্ণরূপে আসি অবতরি
অশ্বরূপী ভয়ঙ্কর কেশী আস্যে সে বিদারি।
আশ্রিত-বিরোধী নাশে হর্ষে অরুণ নয়ন
হেন কৃষ্ণ অবতার অতীব যে অতুলন।
সর্বেশ্বর অবতরে আরো নানা অবতারে
বৈকুণ্ঠ হ'তেও তাঁর সৌন্দর্য উথলি পড়ে।
যথা—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি···।" (গীতা)

॥১।৮।২॥

——

প্রথম শতক, অষ্টম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

শিশুদ্বয়ে প্রসবিত্রী স্তন্যদাত্রী মাতা যথা
শয়ানা উভয় মধ্যে, প্রভু সর্বেশ্বর তথা।
নিত্যসুরী সংসারী উভয়ের নির্বহনে
শ্রীবেঙ্কটে বিরাজিত মণ্ডিত সৌলভ্য গুণে।

মূল গাথা

নেত্ররূপে নির্বহনে নিত্যসুরী সংসারীরে
প্রভু আসি বিরাজিত শীতল বেঙ্কটাচলে।

ব্যাখ্যা—

নেত্র তিনি নির্বাহার্থে উভয়-বিভূতি-জনে
শ্রীবৈকুণ্ঠে নিত্যসূরী হেথায় সংসারিগণে।
তথা হি—
'চক্ষুর্দেবানামৃতমর্ত্ত্যানাম্।' (যজু—৩৫)
বেঙ্কটাচলে কহে সূরী 'দিবিষৎ-শ্রীপর্বত'।
তথা হ'তে প্রভু উভ-বিভূতির নিয়ামক।
তথা হি—'দিবিষদ্ দেশং···।' (সহ—৩।১।১)
পুন কহিছেন সূরী কানন ও বানরগণে
প্রভু দেন দরশন মহান সৌলভ্য গুণে।
এ হেতু বেঙ্কটাচল অভিহিত 'শ্রীপর্বত'
সেথা রহি প্রভু উভ-বিভূতির নির্বাহক।

॥১।৮।৩॥

প্রথম শতক, অষ্টম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্বামীর আর্জবগুণ বহুমুখে বিশ্লেষণ
অনুভবি সূরী সদা করে সেই গুণগান।

মূল গাথা

আশ্রিত-রক্ষায় গিরি অনায়াস উত্তোলন
সদাই ধেয়ানে সূরী স্বামীর হেন গুণগণ॥

॥১।৮।৪॥

ব্যাখ্যা—

ইন্দ্র শিলাবর্ষে যবে ক্ষুধার তাড়নে
গোবর্দ্ধন গিরি ধরে গো-গোপ রক্ষণে।
সপ্তবর্ষ বালকের গোবর্দ্ধন উত্তোলন
বিনা শ্রমে সপ্ত দিন তথা তার অবস্থান।
যদিও বিস্ময়কর, শুন কহি নির্বন্ধ
বস্তু-বস্তুমান ইথে স্বাভাবিক সম্বন্ধ।
প্রজার রক্ষণে মাতার নাহি যথা কোন শ্রম
নিজ বস্তু রক্ষা তরে তেমতি যে বস্তুমান।
রক্ষ্যবর্গে রক্ষে যেবা উদ্ধৃত করিয়া গিরি
হ'য়েছি তাঁহার দাস গুণগণ স্মরি স্মরি'।
তথা হি—"গুণৈর্দাসমুপাগতঃ।" (রাঃ—লক্ষ্মণবচন)

কহে সূরী করি ধ্যান নিতি গাহি গুণগণ
জীবনের যাত্রা মম যথা নিত্যসূরিগণ ॥১।৮।৪॥

প্রথম শতক, অষ্টম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু ছাড়ি তাঁর গুণে করি গো অভ্যাস যবে
মোরে ছাড়ি মোর দেহে আদর করে সে তবে।

মূল গাথা

দু'হাতে নবনী মাখি ভোজনেতে যথা সুখী,
মিথ্যা নয়, তথা তাঁর মোর দেহে অতি প্রীতি॥

॥১।৮।৫॥

ব্যাখ্যা—

সদা তাঁর গুণগান আমার ধারক যথা
ভক্ত-স্পৃষ্ট দ্রব্য সদা কৃষ্ণেরও ধারক তথা।
যত দূর হস্ত যায় নবনী লইয়ে তায়
দুই হাতে মাখামাখি করে আর মুগ্ধ হয়।
তথা হি—"মালালঙ্কৃতস্কন্ধপর্যন্ত হস্তং প্রসার্য।"
(সিঃ তিঃ মঃ ৩২—পরকাল আড়্বার)
চোর বলি কেহ যদি কলহ করয়ে তারে
তার সাথে হাতাহাতি করিয়া ভোজন করে।
সংসারস্থ মোর দেহে নবনী সমান প্রীতি
শঙ্কা যদি হয়, কহি মিথ্যা নহে, সত্য অতি।
হেয় অনাদরণীয় মোর এই জড় দেহ
এত যে আদর তাহে হেতু নাহি জানে কেহ।

॥১।৮।৫॥

প্রথম শতক, অষ্টম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দেহমাত্রে আদরেতে নিবৃত্ত না হয় তায়
আত্মার উত্তম অংশ ভোগ্য বলি বাছি লয়।

মূল গাথা

মোর দেহসনে মিলি, আত্মার উত্তম ভাগ
লইয়াছে নাথ পুনঃ করিবারে উপভোগ।

যথা সে লইয়াছিল ভূমিরাজ্য অপহার
বামনের বেশ ধরি' সর্বেন্দ্রিয় মুগ্ধকারী ॥

॥১।৮।৬॥

ব্যাখ্যা—

মোর দেহসনে মিলি' ওতপ্রোত তা'তে
পশ্চাৎ মিলয়ে আত্মার ভোগ্য অংশ সাথে।
এমত মিলনে মোরে দাস বানাইলা
স্বার্থ-স্থিতি নিবারিলা তদর্থে রাখিলা।
মোর নাথ, মোর দেহ, আত্মা সবই নিলা,
এমতি সে কৌশলে বলিরে ছলিলা।
সর্বেন্দ্রিয় মুগ্ধকারী বামনের বেশ ধরি'
বলির অভিমান-বস্তু ভূমিরাজ্য নিল হরি'।

॥১।৮।৬॥

—

প্রথম শতক অষ্টম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মোর দেহ আত্মা উপভোগে স্বামী তৃপ্ত নয়
নিত্য-বিভূতির প্রতি প্রীতি তাঁর, করে মোয়।

মূল গাথা

সপ্ত ঋষভে জিনে প্রিয়া নীলাদেবী তরে
সপ্ত লোক উদরে ধরি' নিজ জীবে রক্ষা করে।
এ সব স্নেহীরে যত কৃত্য করি, মোর 'পরে
পরম ধামের যত সমাদর করে মোরে॥

॥১।৮।৭॥

ব্যাখ্যা—

সপ্ত বৃষ বাঁধি' জিনে নীলাদেবী-সয়ম্বরে
প্রলয়ে জঠরে ভূমি ধরি' জীবে রক্ষা করে।
প্রিয়া স্নেহী প্রতি যত কৃত্য করে প্রভু মোরে
তদুপরি নিত্যধামে তাঁর আদরও মোর 'পরে।

মম মনোরথ যথা তথা বন্ধু সে আমারে
তার অনুভব পুনঃ চাহি আমি যে প্রকারে,
মোর অনুভবে তাঁরও অভিলাষ সে প্রকারে।
শ্রীবৈকুণ্ঠে তাঁর অনুভবে মোর আশা যথা
কুরুকাপুরীতে১ মোরে অনুভবে তাঁরও তথা।

॥১৮।৭॥

—

১ কুরুকাপুরী—শ্রীশঠকোপ আড়্বারের আবির্ভাবস্থল।

প্রথম শতক, অষ্টম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মোর সঙ্গলাভ তরে যতেক জনম তাঁর,
নাহিক নিয়ম কোন নাহিক গণনা আর।

মূল গাথা

গোপ জাতি কৃষ্ণরূপে, মৎস্য বরাহ পুন
স্বেচ্ছায় সে অবতরে নিয়ম নাহিক কোন।
কি কারণে অবতার সম্যক্ কে জানে তায়
মোর সঙ্গ লোভে জন্ম হেন মোর মনে লয়।

॥১।৮।৮॥

ব্যাখ্যা—

গোপ জাতি অবতরি কিরীট সে পরিহরি
জাতি-কার্য গোরক্ষণে অধিকার তায়।
তার কর্ম এই মাত্র এ কথা তো নহে সত্য
অবতারে সত্য হেতু কহনে না যায় ॥
মৎস্য বরাহ আর যত যত অবতার
সে জাতীয় আকার ব্যাপার ব্যবহার।
সঠিক কি হেতু তার জানিতে শকতি কার
মোর সঙ্গ লোভে পুন পুন জন্ম তার ॥

॥১।৮।৮॥

—

প্রথম শতক, অষ্টম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য —

যত অবতার কালে প্রভু সর্বেশ্বরে
স্বরূপ জ্ঞাপক চিহ্ন সহ অবতরে।

মূল গাথা

শঙ্খচক্রধারী হ'য়ে যতেক আকার ধ'রে
স্বয়ং আসি মোর নাথ সর্বত্র অবতরে।

॥১।৮।৯॥

ব্যাখ্যা—

বশীকরণের তরে নানাদিকে ঘুরে ফিরে
ঔষধি হস্তে ল'য়ে কেহ যথা সঞ্চরে।
তথা ওহে, প্রভু মোর প্রতি প্রতি অবতারে
দিব্য আয়ুধ সহ আসিয়া যে অবতরে।

শঙ্কা যদি, আয়ুধ কী থাকে প্রতি অবতারে ?
কহি—শঙ্খ চক্র ধরে অবতার নির্বিচারে।
রাজা যথা ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য সঞ্চরণে
অন্তরঙ্গ ভৃত্যগণ সাথে রহে সংগোপনে।
তথা শঙ্খ চক্র ধরে প্রভু প্রতি অবতারে,
অন্যে নাহি পায় দেখা, ভক্ত যে দর্শন করে।
তথা হি (আড়্‌বার বচন)—
"তৈক্ষ্ণ্যপূর্ণ চক্র ধবল শঙ্খৌ ধৃত্বা আয়াহি।"
(সহ—৬।৯।১০)

দেবতা মনুষ্য আদি যত যত দেহ ধরি
অবতরি সম্ভাবান স্বয়ং প্রভু যে হরি।
গ্রাম যথা অবরোধে সাধিতে একের প্রাপ্তি
মোর সম্পলাভে তথা তাঁর অবতার ব্যাপ্তি।
তিনি যে মোদের নাথ মোরা দাস তাঁর তথা
দাসখৎ শিখাইতে তাঁর অবতার হেথা।
॥১।৮।৯॥

প্রথম শতক, অষ্টম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রভুর আর্জব গুণ কি কহব এক মুখে
সাগর সমান বেদ কহি পারে শত দিকে।

মূল গাথা

ত্রিলোকের নাথ আসি অবতরি
সর্বলোক শিরে শ্রীপদ প্রসারি'।
আশ্রীর কৃত্য জগতে প্রচারে
বেদ-সাগর বরণিতে পারে। ॥১।৮।১০॥

ব্যাখ্যা—
ত্রিলোকের নাথ তিনি, তিনি সর্ব নিয়ামক
উচ্চ নীচ নির্বিচারে সর্ব শিরে ধরে পদ।
পরবস্তু তথাপিহ, অবতারে সে সুলভ
গুণগণ দেখাইয়ে শিখায়েছে দাস-খৎ।
আর্জব বিনিয়োগ হেন অবতারে তার
এক মুখে কি কহব কহিতে শকতি কার ?
সাগর সমান বেদ বরণিতে পারে তার
প্রভুর স্বভাব তথা গুণগণ মহিমায়। ॥১।৮।১০॥

প্রথম শতক, অষ্টম দশক—একাদশ গাথা
(দশক পাঠ ফল)

মূল গাথা

ভগবান জল সম আর্জব স্বভাববান
ঋজু শঠকোপ করে এ দশকে গুণগান।
॥১।৮।১১॥

ব্যাখ্যা—
প্রভুর আর্জব গুণ অতি সুললিত।
সংসারীর কুটিল স্বভাব বিপরীত
সহস্র গীতির মাঝে এ দশকে কহে সূরী
এ হেন আর্জব গুণে, পুন বিনিয়োগ তারি।
॥১।৮।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক—নবম দশক

দশক তাৎপর্য—

প্রভুর আর্জব গুণে আড়বারে মুগ্ধ হেরি
নিজ অনুভবে তার অভিরুচি দেন হরি।
মহিষী, বাহন, সখা আদি ভিন্ন ভিন্ন রস
অনুভব দানে পুন হ'য়ে কৃপা পরবশ।
পূর্বে অনুভবে সূরী আর্জব গুণগণ
এবে প্রভু করে নিজ রস অনুভব দান।
সর্বেশ্বর শ্রিয়ঃপতি পরম রসিক তিনি
সূরী-প্রীতিবদ্ধ হ'য়ে মুক্ত করে রসখনি।
নিজ প্রিয় অর্জুনেরে বিশ্বরূপ প্রদর্শনে
বাঞ্ছা পূর্ণ করে তার কৃপা-দিব্যচক্ষুদানে।

যথা হি—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥"
(গীতা—১১।৮)

নিজ অনুভব তরে অনুরাগ উৎপাদন
করয়ে প্রথমে প্রভু সূরী মাঝে প্রবর্ত্তন।
হেন অনুরাগে ভরা তাঁর অনুভবে সূরী
ডুবে যবে প্রভু-ভাবে রসপূর্ণ তারে করি।
নানা উপভোগ্য রসে প্রভু তিনি রসময়
ভিন্ন নিত্য সূরী চাহে ভিন্ন রস আস্বাদয়।
ভিন্ন রুচি অনুগুণ ভিন্ন রস বিনিয়োগ
করে প্রভু যাহে সবে পায় শ্রেষ্ঠ উপভোগ।
মহিষী মধুরে সেবা, অনন্ত গরুড় দাস সখা
শয়ন বাহন আদি ভিন্ন ভিন্ন রসে মাখা।
ভিন্ন ভিন্ন নিত্য সূরী ভিন্ন ভিন্ন দাস্তে রুচি
ভিন্ন রুচি অনুগুণ ভিন্ন রসে অভিরুচি।
রস-রুচি অনুগুণ প্রভুর রস বিনিয়োগ
প্রভুদত্ত রসে ডুবি করে তারা উপভোগ।
তাদের সকল রস একত্রিত করি হরি
প্রীতিভরে অর্পয়ে উপভোগ করে সূরী।
সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বদেহে যথা যথা অভিলাষে
অনুভবি' সর্ব রসে ডুবে সূরী মহোল্লাসে।

প্রথম শতক, নবম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যে আদি কারণ
সর্ববস্তু-অন্তরাত্মা সেই কৃষ্ণধন।
আমারে ছাড়িয়া যেতে সে যে এবে নাহি পারে
'মমোপকারক ভাবি'—মোরে অনুভব রে।

মূল গাথা

চিদচিদ্ বস্তুচয় হইয়া আপনে
প্রলয়ান্তে সৃজি পুন করয়ে রক্ষণে।
অন্তরাত্মারূপে রহি করে নিয়ন্ত্রণ
সকলের স্বামী তাই কহে সর্বজন।
তিনি মোর অমৃত রসিক শ্রীবল্লভ
কৃষ্ণরূপে অবতরি অতীব সুলভ।
নয়ন গোচর রহি সাধে উপকার
আমার সমীপে আসি অবস্থিতি তার।

॥১।৯।১॥

ব্যাখ্যা—

প্রলয়ে স্বদেহে রক্ষে চিদচিদ্ বস্তুচয়
একই বস্তুরূপে তাহে পৃথক্ না করা যায়।

তথা হি—

'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।'
(ছাঃ উঃ)

প্রলয়ান্তে সৃজি পুন পৃথক্ নাম ও রূপ দান
অন্তরাত্মারূপে পশি' করে রক্ষা নিয়ন্ত্রণ।

তথা হি—'বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।' (ছাঃ উঃ)

অনুপ্রবেশি সৃষ্ট জীবের ভিতরে
একাধারে শক্তিধর দুই কার্য করে।
প্রথম প্রবেশে বস্তুর নাম ও রূপ আপাদন
দ্বিতীয়েতে সর্বশব্দ স্বপর্যন্তে অবসান।

তথা হি—

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য।" (ছাঃ উঃ)
"তদেবানুপ্রাবিশৎ সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" (তৈঃ উঃ)

হেন সে আদি কারণ কৃষ্ণরূপে অবতরি
চক্ষুর গোচর মোর সে পরম উপকারী।
দেবের অমৃত নয় মোর দিব্য অমৃত সে
পরম উপভোগ্য মম পরম রসিক সে যে।
কমলা এ রস-উৎস কমলাবল্লভ তিনি
তবু মোর অগ্রে রহে এ স্থিতি সফল মানি।
যিনি ত্রিলোকের নাথ তিনি এ হেন প্রকারে
বানরেন্দ্র সুগ্রীবেরে নাথ রূপে ইচ্ছা করে।

যথা হি—

"এষ দত্ত্বা চ বিত্তানি প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
লোকনাথঃ পুরা ভূত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি॥
যস্ত প্রসাদে সততং প্রসীদেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ
স রামো বানরেন্দ্রস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতে॥"

(রাঃ কিঃ—৪।১৯।২২)

॥১।৯।১॥

প্রথম শতক, নবম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য---

মোর চারিপাশে ফিরি আত্মতৃপ্তি অনন্তরে
সন্নিধিতে আসি পুন স্থির অবস্থান করে।

মূল গাথা

বহুবিধ অবতার গ্রহণে সমর্থ যিনি
অতীতে সুন্দরকালে বরাহরূপেতে তিনি।
মগ্ন ধরা দন্তে ধরি যে কেশব উদ্ধারিলা
সেই স্বামী কৃষ্ণরূপে গজদন্ত ভঙ্গ কৈলা।
দেবের অগোচর হ'য়ে আর্তধ্বনি শুনিবারে
সুদীর্ঘ অগাধ ক্ষীরসাগরে শয়ন করে।
হেন মোর স্বামী তিনি নাহি ছাড়ে মোরে দূরে
মোর সন্নিকটে পুন রহে নয়ন গোচরে।

॥১।৯।২॥

ব্যাখ্যা---

চেতন উদ্ধার কল্পে প্রভু আসি অবতরে
চেতনের দশা ভেদে বহুভেদ অবতারে।
কর্মজনিত নহে, অবতারে হেতু কৃপা
তাই বহু অবতারে সমর্থ জগত পিতা।
আদি সে বরাহকল্পে দিব্য অবতার কালে
ইন্দ্রিয়গোচর হ'য়ে বরারূপে অবতরে।
জীব অর্থে ধৃতদেহ, নিত্য মুক্ত অর্থে নহে
মগ্ন অচেতন ভূমি তারে দন্তে উদ্ধারে।
জলে ও কর্দমে নাহি ভয় অতি দিব্য দেহ
অদ্বিতীয় প্রভু-ধৃত অদ্বিতীয় এ বিগ্রহ।
এ হেন বরাহ দেহ তেজোপুঞ্জময়
নিরাজনে যোগ্য অতি অতি শোভা তায়।

তথা হি—

"স্বস্ত অপি আরতিকরণযোগ্যো জাতো বরাহতেজঃ খলু।"

(নাচ্চিঃ তিঃ—১১।৮ অণ্ডাল আড়বার)

বরাজাতি অনুরূপ অদ্বিতীয় গুণ
মগ্ন ধরা উদ্ধারিয়ে গর্বে ভরা মন।
ঘনকেশ শ্রীবিগ্রহে দীর্ঘ স্কন্ধকেশ
তাই সে 'কেশব' নামে কহে সবিশেষ।
হেন সে কেশব, সর্বস্বামী মোরে
সংসার প্রলয় হ'তে কৃপায় উদ্ধারে।
হেন বরা অবতারে যিনি অবতারী
তিনি পুনঃ অবতরে কেশী দৈত্যহারী।
এ হেন বিরোধী জয়ী অনায়াস অসহায়
মত্ত কুবলয়াপীড়ে দন্ত ভাঙ্গি নাশে তায়।
সেই কৃষ্ণ নাশে পুনঃ মোর বৈরী পঞ্চেন্দ্রিয়
আশ্রিতের বৈরী জয় কার্য তাঁর অতি প্রিয়।

তথা হি—"মম মত্তগজান্ পঞ্চ গ্রামসঞ্চারশূন্যান্
কৃতবান্ বিরেখিনিরসনশীলঃ।"

(তিঃ বিঃ—৪৭ শঠকোপ আড়বার)

ব্রহ্মাদি দেবের তিনি মনোনেত্র-অগোচর
তাদের আর্তধ্বনি তরে শয়ান ক্ষীরসাগর।
হেন ক্ষীরসিন্ধু সে যে প্রশস্ত অগাধ
যাহাতে শয়নে সুখ, মিটে যাহে সাধ।
ব্রহ্মাদির ন্যায় মোরে স্বামী নাহি রাখে দূরে
অতি সন্নিকটে রহি আদর করে যে মোরে।

॥১।৯।২॥

প্রথম শতক, নবম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মহিষী গরুড় আর অনন্ত আদি সনে
ভিন্ন ভাবে মিলে প্রভু ভিন্ন রস আপ্যায়নে।
মোর প্রতি সর্বভাব সমবেত হ'য়ে মিলি
ত্যজিতে নারেন তিনি অতঃপর কহে সুরী।

মুল গাথা

হ্রাসহীন মহাগুণে গুণী নিত্যসুরী-পতি
শ্যাম নীল সমীচীন তাঁর যে বিগ্রহ কাঁতি।
অরুণ কমল নেত্র, প্রীতিভরে আরোহণ
গরুড় উপরে মরি, তাহে প্রীত সে বাহন।
পুষ্পাঙ্গনা কমলার অদ্বিতীয় বল্লভ
মোর সনে প্রভুর যে ভিন্ন রস বিনিয়োগ।
ভিন্ন ভিন্ন ভোগ্য রস সমবেত ভাবে মোরে
অর্পণ করয়ে প্রভু অতীব যে প্রীতিভরে।

॥১।৯।৩॥

ব্যাখ্যা—

'হ্রাসহীন মহাগুণ'—বাক্যে অভিপ্রায় শুন
নাশহীন হেয়হীন কল্যাণ গুণগণ।
হেন গুণগণে গুণী প্রভু, নিত্যসুরীগণে
সদা অনুভব দিয়ে তাদের স্ববশে আনে।
স্নেহমাখা বিলক্ষণ শ্রীবিগ্রহ শোভা তাঁর
শ্যাম স্নিগ্ধ কান্তিময় সে যে বাক্যঅগোচর।
এ হেন সে রূপশোভা অনুভব দানে স্বামী
জীবন-উপায় সহ জীবনে প্রদানে তিনি।
অরুণ কমলনেত্র অতুলন রূপে গুণে
অন্তরের যত গুণ উঠে ফুটে সে নয়নে।
গরুড় বাহক দাস, প্রভুরে বহন করি
শ্রীঅঙ্গ পরশে তাঁর প্রীতিধারা বহে ঝরি।
আরোহণ তরে প্রভু করে তারে আহ্বান
সে আহ্বান শুনি তার হর্ষে ভরি যায় প্রাণ।
সেবায় অতি ত্বরা হেতু গরুড়ের পক্ষদ্বয়
নদীর আবর্ত্ত যথা পরস্পরে বেগে ধায়।
প্রভুও সে বাহকেরে স্নেহ দৃষ্টি করি দান
প্রীতিভরা অন্তরেতে করে তাহে আরোহণ।
প্রভু দাসে পরস্পরে হেন প্রীতি বহি যায়
বাহন ও বহনীয়ে হেন রস বিনিময়।
পুষ্পসার পরিমলে হ'য়ে মূর্ত্তিমতী যিনি
বিরাজিতা মহালক্ষ্মী তাঁহার বল্লভ তিনি।
রূপে গুণে অনুপম ভোগ্যতায় পরিপূর্ণ
অদ্বিতীয় ভোক্তা প্রভু অধিকারী নাই অন্য।
দোঁহে দোঁহা ভোক্তা ভোগ্য দোঁহে দোঁহা বিনিময়
অতুল মধুর রস বরণনে নাহি যায়।
এই মত ভিন্ন ভিন্ন নিত্যসুরী সংযোগে
ভিন্ন উপযোগী রস দেন প্রভু বিনিয়োগে।
সুরী কহে, মোর প্রতি তাঁর এ নিয়ম নহে
সর্ব নিত্যসুরী প্রতি প্রীতি তাঁর অর্পয়ে মোরে।
লীলাবিভূতি-নিবাসী ইচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন ভোগে
এ মত ভাবনা মোরে প্রভু কভু নাহি ভাবে।
লীলাধামে রহি সুরী নিত্যধামের কৃত্য করে
এতেক ভাবিয়া প্রভু আমারে আদর করে।

তথ হি—
'শীতল ধাম কৃত্বা।' (সহ—১।৮।৭)
শ্রীবৈকুণ্ঠং মাং কৃত্বা তত্র কর্ত্তব্যং সর্বং
মদ্বিষয়ে করোতি সঃ (ঈশ্বরঃ)। (সহ—)

যত নিত্যসুরী প্রতি ক্রিয়মান বিনিয়োগে
একা মোর 'পরে করে প্রভু সমবেতভাবে।

॥১।৯।৩॥

প্রথম শতক, নবম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পরত্ব১ আর অঘটন-ঘটন২ শকতি তথা
গুণে মহাগুণী যিনি যশোদার অঙ্কে যথা।
তথা মোর অঙ্কে লগ্ন রহি তিনি ভাবে চিত্তে
অলভ্য-লাভ যে মোর, স্থিত আমি সুরী অঙ্কে।

১—পরত্ব—যথা পূর্বগাথায় বর্ণিত।
২—অঘটন-ঘটন—(১) প্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদরে স্থাপন করিয়া অতি ক্ষুদ্র শিশুরূপে ক্ষুদ্র বট-পত্রোপরি শয়ন, (২) সুরীর অঙ্কে অবস্থান করতঃ নিজের অলভ্য লাভ বলিয়া মনন।

মূল গাথা

সহ অবস্থানে প্রভুর অনুরাগিণী যাঁরা
শ্রী, ভূমি, নীলাদেবী, আর রক্ষ্য ত্রিলোকেরা।
প্রলয়েতে সারা বিশ্বে করি পূর্ণ নিগীরণ,
ক্ষুদ্র বট পত্রোপরি আছে যেবা সুশয়ান।
হেন পরবস্তু মায়ী অঘটন সংঘটনে
মোর স্বামী মোর অঙ্কে সুখী হয় অবস্থানে।
॥১।৯।৪॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুর মহিষীত্রয় অতি অনুরাগিণী
কদাপি বিচ্ছেদ নাই নিত্য অনপায়িনী।
'বিশ্লেষ্টুং ন শক্নোমি ক্ষণমপি।' (সহ—৫।৯।১০)
করুণার স্বরূপিণী তিনি লক্ষ্মী মহারানী
ক্ষমা স্বরূপিণী ভূমি দেবী নিত্য সঙ্গিনী।
তথা হি—
"পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হানাং প্রবঙ্গম।
কার্যং করুণমার্যেন ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥"
(রাঃ যুঃ—১১৬।৪৪)
আ, লঙ্ঘনে প্রভু বদ্ধ সেই নীলা দেবী আর
এ ত্রিতয়ে পরিপূর্ণ পরত্ব, পুরুষকার।
'ত্রিলোক' শব্দে দুই অর্থ চেতন ও ভুবন,
নিত্য মুক্ত বদ্ধ জীব কিংবা ত্রিভুবন।
প্রত্যেকেই রক্ষ্য বস্তু রক্ষক প্রভু সবার
প্রলয়ে রক্ষার লাগি রাখেন উদরে তাঁর।
ত্রিলোক উদরে রাখি ক্ষুদ্র শিশুরূপে পুনঃ
লয়-জলে বটদলে অতি সুখেতে শয়ান।
এ হেন সে মহামায়ী অঘটন সংঘটনে
লিখায়েছে দাসখৎ এ হেন অধম জনে।
বটপত্রে শয়ন যথা অঘটন সংঘটন
তেমতি যে হয় মোরে দাসখৎ বিলিখন।
স্বতন্ত্র অহঙ্কারী আমারে অনন্য-দাস
করিয়ে জগতে প্রভু প্রচারে মহিমা তাঁর।
হেন পরতত্ত্ব কৃষ্ণ হেন মহামায়ী যিনি
যশোদার অঙ্ক সম মোর অঙ্কে বসে তিনি।
॥১।৯।৪॥

প্রথম শতক, নবম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বিরোধি নিরাশকারী সৃষ্টিকর্তা সর্বজনে
হেন পরতত্ত্ব আসি বসে সুখে মোর মনে।

মূল গাথা

অঙ্কে রাখি 'পাও' বলি যেবা করে স্তন্য দান
সেই পুতনার স্তন্য প্রাণ সহ করে পান।
যেই সর্বেশ্বর পুনঃ ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি
রচিলা সমগ্র বিশ্ব, সর্ব কারণের আদি।
সেই পরবস্তু মায়ী সেই সর্ব পরমেশে
মোর দেহে এক অংশে মোর মনে আসি বসে।
॥১।৯।৫॥

ব্যাখ্যা—

স্নেহময়ী যশোদার সম তুলি অঙ্কে রাখে।
'স্তন্য পিয়' বলি পুনঃ স্তন্য দান করে মুখে।
এ অতীব দুর্ঘটন অনুভবি সূরী ভাবে
প্রাণঘাতী এ ঘটনা, অতীব আকুল তবে।
বিষস্তনে মুখ দিয়া প্রভু মন্দ হাস্য করে
স্তন্য সহ স্তন্যদায়ী পুতনার প্রাণ হরে।
তথা হি—
"তস্যা স্তনৌ পপৌ কৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ ননাদ চ।
স্তন্যং তদ্বিষসংমিশ্রং রম্যমাসীদ্ জগদ্গুরোঃ॥"
(ভাঃ হরি—৫৩)
হেন মৃদু হাস্যখানি ভক্ত দেখিবারে পায়
কৃপায় দেখান যারে সেই তো দেখিতে পায়।
তথা—
"অব্যক্তস্মিতং মধ্যে মধ্যে কৃতবান্ স্তনে তিষ্ঠিতি সতি।"
(ভট্টনাথ আড়্বার)
রুদ্র, তাঁর পিতা ব্রহ্মা, তথা ইন্দ্রাদি সবারে
রচিলা যে এক কালে মায়ী১ সেই সর্বেশ্বরে।

১—মায়ী—আশ্চর্য কার্যকারী। যথা—
১। প্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদরে রক্ষা
২। প্রলয়ান্তে সমগ্রজগৎ এককালীন সৃষ্টি
৩। সৃষ্টিকালেই প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ।

হেন পরবস্তু হেন পরমেশ অবশেষে
মোর দেহে এক দেশে মম মনে আসি বসে।
॥১।৯।৫॥

প্রথম শতক, নবম দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য —
সর্ব জীব অন্তরাত্মা রাজে মোর স্কন্ধ যুগে।

মূল গাথা

মায়ী রাজে মোর মনে, অন্য কারো তথা নয়
সর্ব দেহে আত্মা বায়ু অগ্নি স্বয়ং সে যে হয়।
দূরস্থ আসন্ন তিনি, তিনি সর্ব-অগোচর
অভক্তে ও ভক্তে তথা, অভক্ত না পায় পার।
পরিশুদ্ধ, তিনি দেন সংশয় বা বিপর্যয়
মোর কাছে তথা নয়, তিনি মোর স্কন্ধে রয়।
॥১।৯।৬॥

ব্যাখ্যা—
কতই আশ্চর্য কার্য তাই মায়ী ঈশ্বর
তিনি আসি বসি রাজে মোর মনে অতঃপর।
মরি কি অলভ্য লাভ অঘটন সংঘটন
অন্যে পরে কেবা পায় মহান্ সৌভাগ্য হেন।
যত দেহ যত আত্মা যত পঞ্চভূত আর
সর্ব অন্তরাত্মা ব্যাপ্ত সকলি অধীন তাঁর।
স্বযত্নে দর্শনে ইচ্ছা, তিনি যে দূরস্থ তাঁরে
তাঁর লাভে ধরি' তাঁরে যে জন নির্ভর করে
তার হস্তগত তিনি, আসন্ন রহেন তারে
তিনিই উপেয় পুনঃ তিনি যে উপায়—
এত জানি ধরে তাঁরে সে পায় নিশ্চয়।
যত জ্ঞানী নহে কেন, তিনি নেত্র- অগোচর
মনো অগোচর পুনঃ নাহি পায় তাঁর পার।
পরিশুদ্ধ বস্তু তিনি, সংশয় বা বিপর্যয়১
দেন তাঁর প্রিয়গণে যথা অভিরুচি হয়।
কৃষ্ণের স্বরূপে সংশয় মাতা যশোমতী বিনি,
প্রিয় সূরী, অনুভবে সংশয়-বিপর্যয় মানি।

তথা হি—(যশোদা বচন)
"যদি শক্রোষি গন্তু স্বয়রে চঞ্চলচেষ্টিত।
ইত্যুক্তাথ নিজং কর্ম সা চকার কুটুম্বিনী॥"
(সূরী বচন)—
"ক্রুরো পাপোহমিতি পশ্চাদ্ গমনহেতুমনঃ।"
(সংশয় বচন) সহ—১।৫।১
"তন্মধুত্তম্বিবিকস্বরশ্রীপাদয়োঃ প্রাপ্ত্যুপায়ং
অনুগৃহাণ।" (সংশয়ের বিপর্যয় বচন) সহ—১।৫।৫
হেন মায়ী পুনঃ তিনি মোর কাছে তথা নহে
মোর মন হতে আসি মোর স্কন্ধযুগে রহে।
॥১।৯।৬॥

প্রথম শতক, নবম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
মোর মনোরথ মত হ'য়ে প্রভু অলঙ্কৃত
আসিয়া পশিয়া মোর রসনায় বিরাজিত।

মূল গাথা

অংস যুগলে সুন্দর উরে
তেজো কিরীটোপরি।
চরণ যুগল শীতল সুন্দর
তুলসী শোভিত করি॥
অতুল সুন্দর জ্যোতির্ময় রূপে
প্রবেশিয়ে মোর স্বামী।
মোর রসনায়, ছাড়িয়া না যায়
রহে যে দিবস যামী॥ ॥১।৯।৭॥

ব্যাখ্যা—
প্রিয়জন বাসস্থলে গমনের কালে যথা
তার রুচি মত করে আপনারে অলঙ্কৃত।
তথা শ্রীতুলসীদামে অলঙ্কৃত হ'য়ে স্বামী
আসে প্রিয় সূরী পাশে, ইথে তার প্রীতি জানি।
যথা হি—
"গরুড়বাহনস্য মধুস্রবৎতুলসী-
বিকসৎকুসুমৈর্নির্বিষ্টমনা তিষ্ঠতি।"
(সঃ সূরীঃ), (তিঃ বিঃ ২৪—শঠকোপ আড়্বার)
"পরিমলমধুযুক্তকুসুমনীতলতুলসী ইতি বদতি সা।"
(সহ—২।৪।৯ শঠকোপ নায়িকার উক্তি)

১—বিপর্যয়—সংশয়ের বিপরীত।

হেন প্রভু নিজ প্রিয় পুরী ভিন্ন অন্য কারে
চরণ তুলসী দান নাহি করে প্রীতিভরে।
আলিঙ্গনউপযোগী স্কন্ধ যুগলোপরি
আলিঙ্গনকারিণীর স্থান যথা উরোপরি।
তথা হি—"সোঽপ্যেনং ধ্বজবজ্রাঙ্কুশকৃতচিহ্নেন পানিনা।
সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে ॥"
(বিঃ—৫।১৮।২)

তথা শেষি-লক্ষণ উজোর কিরীটোপরি
প্রণমন উপযোগী চরণ যুগলোপরি।
সমর্পণে শ্রীতুলসী শোভিত করিলা হরি
অনুপম রূপশোভা উছলিয়া পড়ে মরি।
ভিন্ন অঙ্গে শ্রীতুলসী সমর্পণে অভিপ্রায়
রসিক *ভট্টরস্বামী* ভিন্নভাবে কহি যায়।
বীর যথা প্রথমেই আয়ুধ অলঙ্কৃত করে
অস্ত্রধারী স্কন্ধযুগ অলংকারে তার পরে।
অনন্তর অলংকার প্রণয়িণী প্রিয়স্থল
আলিঙ্গনে সমীচীন আপনার বক্ষঃস্থল।
তথা প্রভু শ্রীকিরীটে তুলসী ধারণ করে
সর্বশেষে শ্রীচরণে তুলসী অর্পণ করে।
চরণ-তুলসী ল'য়ে দাসগণ ধন্য মানে
প্রভুর আপদে সহায়তা করে দাসগণে।
দাস ও চরণ১ তাঁর আপদে সহায় হয়
শকট ভঞ্জন কালে উভে যথা বিনাশয়।
চরণপ্রসারে শকটাসুরে নাশন
সে শকটে ছিন্ন পুনঃ করে তাঁর দাসগণ।
প্রতি অবয়বে শোভা সমুদয় শোভা আর
সে যে অতি অতুলন দ্বিতীয় নাহিক তার।
নিরবধি তেজরূপে, তেজ ক্রমবর্দ্ধমান
তেজ মূর্ত্তিমান যেন দিব্য বিগ্রহবান।
অলংকার ব্যর্থ হয় রূপ হেন মনোলোভা
আভরণ পরাইতে আভরণে বাড়ে শোভা।

হেন প্রভু দিবারাত্তি মোর রসনায় বসি'
স্তুতির বিষয় হ'য়ে বিরাজেন দিবানিশি।
তথা হি—'বাচি তিষ্ঠন্।' (বৃঃ উঃ)
॥১।৯।৭॥

প্রথম শতক, নবম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
যিনি হন শাস্ত্রবেত্ত এ হেন সে সর্বেশ্বর
শঙ্খ-চক্রধররূপে তিনি নয়নগোচর।

মূল গাথা

প্রকাশক জ্ঞানের সাধন যত শাস্ত্রচয়
তাঁদের শরীর তথা প্রাণ উভে যিনি হয়।
বিদ্যাভ্রম নিবারিয়ে তিনি যে সদর্থকার
যিনি পুষ্প-অলঙ্কৃত পুষ্পসম সুকুমার।
পৃথুল চতুর্ভুজে যিনি শঙ্খচক্রধর
নীল উৎপল শোভা শ্রীবিগ্রহ মনোহর।
কমলনয়ন যিনি, যিনি মোর জিহ্বা'পরি
তিনি আসি' বিরাজেন মোর নেত্রযুগে মরি॥
॥১।৯।৮॥

ব্যাখ্যা—
শাস্ত্রবাক্য প্রকাশক তাহা হ'তে জ্ঞান
শব্দ হয় দেহ তার, অর্থ হয় প্রাণ।
শব্দ অর্থ উভয়েই তিনি যে আপনে
শব্দ অর্থ সম্বন্ধ তাঁহারি অধীনে।
মন্দমতি বুদ্ধিদোষে লেখকের দোষে কিংবা
পাঠভেদে যবে শাস্ত্রস্বরূপ নাশেতে শঙ্কা।
তখনি কদর্থ নাশি' সদর্থ প্রকাশ করে
এইভাবে শাস্ত্রভ্রান্তি তিনি যে শোধেন তারে।
হেন গুণী প্রভু মোর রূপে পুনঃ অতুলন
পুষ্পসম সুকুমার তাহে পুষ্প আভরণ।
পুষ্পিত নিবিড় শাখা কল্পতরু সম শোভা
পৃথুল চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র মনোলোভা।
বিরোধীর নিরসনে শোভিত যে চক্রধারী
অঙ্গকান্তি নীলোৎপল অতীব সে মনোহারী।

---

১ দাস ও চরণ — মূল তামিল গ্রন্থে আছে— 'অডি'-শব্দটি। ইহার দুটি অর্থ— (১) চরণ, (২) দাস। এইজন্য এইস্থলে দাস ও চরণ — এই দুই অর্থ লইয়া ভট্টরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতীব মধুর রূপ কমলনয়ন তিনি
এ নয়ন-শোভা আগে কমলেরে কিসে গণি।
মোর জিহ্বা হ'তে আসি' বিরাজেন নেত্রে মোরে
হেন রূপ বিনা নেত্র আন কিছু নাহি হেরে।

॥১।৯।৮॥

প্রথম শতক, নবম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নেত্র হ'তে প্রভু মোর ললাটে আসিয়া বসে।

মূল গাথা

**কমলনয়ন প্রভু মোর নেত্রে বিরাজিত
নয়ন ভরিয়ে তারে হেরি হই অভিভূত।
অমলাবলোকনে মোর প্রতি স্নেহভরে
পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহ সে মোরে বিমল করে।
পদ্মলোচন ব্রহ্মা আর রুদ্র ত্রিনয়ন
সাত্ত্বিক দেবতা আর, আর যতেক ভুবন।
যথা কর্ম-অনুগুণ যেবা করিলা সৃজন
সে মোর ললাটে বসি' সাধে স্বীয় প্রয়োজন॥**

॥১।৮।১॥

ব্যাখ্যা—

কমলনয়ন প্রভু মোর নেত্রে বিরাজিয়ে
শাস্ত্রের মর্যাদা ভঙ্গ করিল সে বিচারিয়ে।
যথা শাস্ত্র-মর্যাদা—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা।"
*তাঁহার স্বরূপ রূপ মোর নেত্র-আগে ধরে
আমি যে হেরিতে থাকি তাঁহারে পরাণ'ভরে।
সুশীতল দৃষ্টিদানে সে মোরে বিমল করি'
তাঁর দরশনে শক্তি মোর মাঝে দিলা ভরি'।*
দূষিত ইন্দ্রিয় পঞ্চ দরশনে প্রতিবন্ধ
তাদেরও স্ববশে আনে দেহ যথা আত্মবদ্ধ।
স্বনাভি-কমল হ'তে ব্রহ্মারে সৃজিয়া পরে
অর্বাচীন সৃষ্টিকার্যে যিনি জ্ঞানদান করে।
ত্রিনয়ন রুদ্র আর সাত্ত্বিক দেবতা পুনঃ
যত জগতের সৃষ্টি নিজ কর্ম অনুগুণ।
হেন যে স্বভাব সৃষ্টি-কারণ সর্বেশ্বরে
পশিল ললাটে মোর, নিজ প্রয়োজন তরে।

॥১।৯।৯॥

প্রথম শতক, নবম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বর লাভের তরে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে
ব্রহ্মাদি দেবতাগণে প্রাপ্তিতে সংশয় করে।
ঈশ্বর স্বয়ং কিন্তু আমারে প্রাপ্তির তরে
অবসর-প্রতীক্ষায় আমার মস্তক 'পরে।

মূল গাথা

**চন্দ্রকলা জটাধারী ব্রহ্মা চতুর্মুখ
ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁরা সদাই উৎসুক।
উপকারী যে কৃষ্ণের গুণগণ ধ্যানে
সদাই ধাবিত যাঁর চরণ বন্দনে।
পুঞ্জীভূত পুষ্পসম যাঁর পদযুগ
যাঁর শির পুঞ্জীভূত তুলসী-শোভিত।
এ হেন সে প্রভু রহে ললাট ভরিয়া মোর
তথা হ'তে আসি পুনঃ স্থিত মোর শিরোপর॥**

॥১।৯।১০॥

ব্যাখ্যা—

এক কলামাত্র চন্দ্র ধরিয়া জটায়
তাহাতে সন্তুষ্ট চিত্ত সুখী যে তাহায়।
তাঁহার জনক যিনি ব্রহ্মা চতুর্মুখ,
সুরপতি ইন্দ্র আদি দেবতা প্রমুখ।
যেবা উপকারশীল কৃষ্ণ, তাঁর গুণগণে॥
অনুভবি মুগ্ধ হ'য়ে ধায় পদ বন্দনে।
পুঞ্জীভূত পুষ্পসম যাঁর পদযুগ শোভা
পুঞ্জীভূত শ্রীতুলসী মনোহারী শিরোভূষা।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যতেক সম্ভ্রান্ত জনে
তাঁহাকে প্রাপ্তির তরে করে যত আয়োজনে।
মোর প্রাপ্তি তরে প্রভু তেমতি আগ্রহভরে
ললাট হইতে আসি বসে মোর শিরোপরে।
রাজা যবে চলি যায় আপনার অন্তঃপুরে
এক মহিষী হ'তে অন্য মহিষীর ঘরে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্যগণে মহা চতুরতা ভরে
সাধে যথা নিজ কাজ পেয়ে সেই অবসরে।
তথা মোর ভাল হ'তে প্রভু শিরে গতি কালে
দেবগণে রহি' মাঝে স্বকার্য সাধিয়া চলে॥১।৯।১০॥

প্রথম শতক, নবম দশক — একাদশ গাথা
(দশক-পাঠ ফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক ঈশ্বরাগ্রে করে যেবা বিজ্ঞাপন
তার শিরে প্রতিদিন রহে কৃষ্ণ-শ্রীচরণ

মূল গাথা

শিরোপরি পদধারী কৃষ্ণগুণে প্রীতি যার
সেই শঠকোপগীতি সহস্রের এই হার।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি করে কেহ অর্পণ
অবশ্য ধরিবে হরি তার শিরে শ্রীচরণ॥

॥১।৯।১১॥

ব্যাখ্যা—

দেবদেব কৃষ্ণ ধরে যার শিরে শ্রীচরণ
সে উপকারীর প্রতি অনুরাগ বিজ্ঞাপন।
করে যেবা শঠকোপ তার গীতির এ দশক
অভ্যাসিয়া কেহ যদি কৃষ্ণ-পদে নিবেদক।
সে উপকারীর প্রভু তার শিরে প্রতিদিন
ধরে নিজ শ্রীচরণ এ দশকে হেন গুণ।

॥১।৯।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক — দশম দশক

দশক তাৎপর্য—

নবম দশকে অনুভব করিয়াছে সূরী
তার সর্ব দেহ ভরি সংশ্লেষ করেন হরি।
এ সকল উপভোগে নির্হেতুক কৃপা তাঁর
দশম দশকে পুনঃ অনুভবে আড়্বার।
কৃষ্ণ কৃত সংশ্লেষ সূরী সর্বদেহময়
পূর্ব দশক স্মরি, এ দশকে সুখী হয়।
এ দশকে এই অর্থ করে পূর্বাচার্যগণ
তা হ'তে বিশেষ অর্থ পুনঃ *ভট্টের কথন*—
সূরী শিরে রহে প্রভু, ইহা তার শ্রেষ্ঠ ফল
চাহে সূরী এই ফল অবিচ্ছেদে সর্বকাল।

ভট্ট কহে, সূরী শিরে প্রভু পদ সংস্থাপন
হেন মহা ফললাভে তার আছে কী সাধন?
যদি বল, আভিমুখ্য অদ্বেষাদি গুণ আছে,
নিতান্ত অযোগ্য তাহা এ মহা ফলের কাছে।
যদি বল, রহিয়াছে পরভক্তি সূরী মাঝে
সাধন গণ্য নহে সেও, এ ফল গৌরব কাছে।
যদি কেহ রাজ্য পায় নিম্বু ফল বিনিময়ে
সেই নিম্বু ফল কভু রাজ্য ক্রয়ে মূল্য নহে।
হেন শ্রেষ্ঠ ফললাভে অন্য কোন হেতু নাই
এক মাত্র সর্বেশ্বর হেতু যে ইহাতে পাই।

তথা হি—

'ফলাগমনোপায়ো ন নিরূপয়িতুং শক্যতে।'

(পেঃ তিঃ বঃ—৮৩)

প্রথম সৃষ্টিকালে জীব যাহে দুর্মার্গ ত্যজি'
সন্মার্গে গমন করে তথা তার উপযোগী।
উপকরণাদি দানে নিদান যে প্রভু একা
বুদ্ধি আদি সর্ববস্তু নির্বাহকও তিনি তথা।
অদ্বেষ১ হ'তে পরম ভক্তি অবধি যতেক গুণ
একে একে সবারে যে করে তিনি উৎপাদন।
অতহুঁ তাঁহার লাভে নিদান একাই তিনি
ইথে নাহি সংশয় নিশ্চয় যে ইহা মানি।
এই মহা ফল যাহা নিত্যসূরীগণে পায়
নিত্য সংসারী মোরে দেন প্রভু করুণায়।
অহেতুক এ করুণা আমা হেন অকিঞ্চনে
আমা প্রতি উন্মুখক এ সংশ্লেষ রস দানে।
পূর্ব দশকে সুরী সংশ্লেষের সুখে সুখী
সংশ্লেষ-প্রকার রসে অনুভবে এবে সুখী।

প্রথম শতক, দশম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ দশকে উচ্চমান যতেক বিষয়াবলী
কহে সুরী এ গাথায় তাহারে সংক্ষেপ করি।
অনাহুত আসি প্রভু যাচক বামন বেশে
নিজ বস্তু বলিরাজে আনিল আপন বশে।
তথা স্বয়ং আসি প্রভু বিনা মোর আহ্বানে
ধন্য করে মোরে তাঁর শ্রীরূপ দরশ দানে।

মূল গাথা

যুদ্ধকারী মহাদীর্ঘ শঙ্খচক্রধারী যিনি
লোকে ধন্য যাঁর মহাদীর্ঘ শ্রীচরণে নমি।
হেন প্রভু অদ্বিতীয় যাচক হ'য়ে বামন,
পুনঃ সে বিবুদ্ধ, হেন নীলমণি নেত্রে মম।
॥১।১০।১॥

ব্যাখ্যা—
লোক বিক্রমণ কালে দিব্যায়ুধ শঙ্খচক্র
বলিপুত্র নমুচির সাথে যুদ্ধে কৃতবদ্ধ।

কিংবা নিরাপত্তা লাগি প্রভুর, অতি শঙ্কা তরে
সতর্কিত অহর্নিশি দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে।
বাম করে পাঞ্চজন্য বিজয় ঘোষণা করে
সুদর্শন অগ্নি উদ্গীরণ করে শত্রু পরে।
প্রভুরে স্ব-অঙ্কে ধরি বৈরীহীন সিন্ধু 'পরে
শঙ্কায় অনন্ত সুরী বিষ উদ্গীরণ করে।
তথা হি—
"বাম করে পাঞ্চজন্যঃ স্থিত্বা ঘোষং করোতি।"
(তিঃ বঃ—১১)
"বিষমুদ্‌বমনগ্নিমুখানন্তশয়নঃ শ্রীমদনন্তসূরীঃ।"
বৈরী-সঙ্কুল১ দেশে যথা অগ্নি উদ্গীরণ
বৈরীহীন দেশে তথা করে বিষ উদ্‌বমন।
এ হেন সে পরিচয় প্রভুর নিত্য অনুচরে
প্রভু নিরাপত্তা লাগি দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে।
প্রভুর নিরাপত্তা তরে মহাভাগবতগণ
অস্থানেও ভয় শঙ্কা করে তারা অকারণ।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ আদি মহা ভাগবতগণে
দেখা যায় হেন ভাব, হেন পুনঃ আচরণে।
সব ছাড়ি বিভীষণ রাঘবে শরণাগত
তারে পুনঃ সুগ্রীব বধিবারে উদ্যত।
অনুজন্মা যে ভরত অপরাধী তব পদে,
লক্ষ্মণ কহে, হে রাঘব দোষ নাহি তার বধে।
তথা হি বিভীষণ বচন—
"সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ।
ত্যক্ত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ॥"
(রাঃ যুঃ—১৭।৩২)
"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।
পূর্বাপকারিণাং ত্যাগে ন হ্যধর্মো বিধিয়তে॥"
(রাঃ অঃ—৯৬।২৪)
'মহা দীর্ঘ' শব্দে অর্থ, দেহে কিংবা আচরণে
প্রভু হতেও ভক্তে রক্ষা আয়ুধ অধিক মানে।
যথা হি—"অব্যাহতানি কৃষ্ণস্য চক্রাদিন্যায়ুধানি তম্।
রক্ষন্তি সকলাপদ্ভ্যো যেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ॥"
(বিঃ ধঃ—৭৮)
হেন শঙ্খ চক্র সহ শ্রীমন্মহাদীর্ঘ চরণ
স্পর্শ পায় সপ্ত লোকে বিনা সাধনানুষ্ঠান।

১—অদ্বেষ-আভিমুখ্য-রুচি-ভক্তি-জ্ঞান-পরভক্তি-পর-জ্ঞান-পরমভক্তি।

১—বৈরীসঙ্কুল দেশ—বলি মহারাজের রাজ্য।

আশা শূন্য জীব সেও ধরে শিরে শ্রীচরণ,
চরণাভিলাষী ভক্তে করে কত নিবেদন।
যথা—"কদা পুনঃ শঙ্খরথাঙ্গকল্পক......
মদীয় মূর্দ্ধানমলঙ্করিষ্যতি।"
(স্তোত্ররত্ন—যামুনমুনি)

'মহা' শব্দে বুঝ অর্থ পরম পূজ্যতা তার
আশাহীনের গৃহাবধি 'দীর্ঘ-চরণ' যার।
'শ্রী' শব্দে ঐশ্বর্য শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত
আশাযুক্ত আশাহীন সর্বলোক প্রণমিত।
হেন শ্রীচরণযুত শ্রিয়ঃপতি সর্বেশ্বরে
যাচক বামন রূপে ইতিপূর্বে অবতরে।
নিছক যাচক রূপ হস্তে যাচ্ঞা-কিণ তায়
হেন কুশলতা সহ স্বরূপ সে আচ্ছাদয়।
আপন মহৎ রূপে করি অতি সঙ্কুচিত
ক্ষুদ্রাতি বামন রূপ মরি কিবা অদভূত।
এ হেন বামন রূপ অতীব সে অদ্বিতীয়
প্রভু যদি ভাবে পুনঃ ধরিতে দুর্লভ সেহ।
এ হেন সে শ্রীপাদের প্রক্ষালন-জলদানে
নেত্রের পলকে মরি অতি দ্রুত বিবর্দ্ধনে।
যাবৎ আকাশ ভরে স্বরূপ ও সৌন্দর্য গুণে
পদ বিক্রমণে পুরে গিরি বা কণ্টকবনে।
এ হেন সে পরবস্তু নীলমণি রূপে আসি
ব'সেছেন কহে সুরী, 'মোর নেত্র মাঝে পশি'।
॥১।১০।১॥

—

প্রথম শতক, দশম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
কেহ ডাকে ভক্তিভরে কেহবা যথেচ্ছাভরে
উভয়েই যথাকালে পায় তাঁরে নির্বিচারে।

মূল গাথা

পরম ভকতি ভরে যে তাঁরে আশ্রয় করে
তাহার নেত্রের মাঝে রহেন যে প্রভু।
গণনা প্রসঙ্গক্রমে ধরে যদি তাঁর নামে
দেখা দেন নির্বিচারে তিনি তাহারেও তবু॥
এ হেন স্বভাব [যাঁয় পেতে কিবা বাধা তাঁয়
তুমি না সৃজিবে বাধা, কহিছেন সুরী।
স্ববিকাশ পঞ্চভূতে তার পরমাত্মা রূপে
সর্ব জীবে সত্তার রক্ষক উপকারী॥
॥১।১০।২॥

ব্যাখ্যা—
পরভক্তিযুত তাঁরে করে যদি সমাশ্রয়
তাঁর কাছে বাঁধা প্রভু ত্যাগে নহে সক্ষম।
বস্তুর গণনাকালে ঘট, পট, ঈশ্বর
এই ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যার।
চতুর্বিংশ প্রকৃতি তত্ত্ব১ পঞ্চবিংশতি জীবাত্মা
গণনায় কহে যেবা ষড়বিংশ পরমাত্মা।
এ ভাবে ঈশ্বরে যার আছে নিজ বিশ্বাস
হৃষ্ট হ'য়ে তার প্রতি প্রভু যান তার পাশ।
ঈশ্বর প্রাপ্তিতে জীবের যত কিছু চিন্তন
তারে প্রাপ্তি তরে প্রভুর তদধিক প্রয়োজন।
আস্তিক্য, পরম ভক্তি, উভে ভেদ বিবেচন
না করিয়ে প্রভু যদি দেন জীবে দরশন।
সুরী কহে হে সংসারি, তবে তব প্রযতন
তাঁর লাভে বল অন্য কর্ত্তব্য কী প্রয়োজন?
তোরে লাভ তরে প্রভু হন যদি অগ্রসর
অপ্রতিষেধ২ মাত্র তাহাতে কর্ত্তব্য তোর।
তাঁহার প্রাপ্তিতে তব যত বাধা করে নাশ
এ স্বরূপ যাঁর তাঁরে ধরো করি বিশ্বাস।

১—চতুর্বিংশতি প্রকৃতি তত্ত্ব—১—সূক্ষ্ম মূল প্রকৃতি; ২-৪—বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ৫-১৪—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি পাদ্ পায়ু উপস্থ—এই ৫টি কর্মেন্দ্রিয়; ১৫-১৯—ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ তন্মাত্র; ২০-২৪—(পঞ্চীকৃত) ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত।
২—অপ্রতিষেধ—প্রতিষেধ বা বাধা না দেওয়া।

অন্য বিধি অন্য কৃত্য নাহি কিছু প্রয়োজন
সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া করো তাঁরে সমাশ্রন।

তথা হি—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা—১৮।৬৬)

এই শিক্ষাকালে গুরু *বেদান্তী স্বামীরে*১
প্রশ্ন করে *বেলবেট্টি নম্বিয়ার* তাঁরে।
'সমুদ্রে শরণাগতি কালে রামচন্দ্র স্বামী
করে অনুষ্ঠান পূর্ব মুখ আদি বিধি মানি।
তবে হেন মনে লয়, অন্যোপায় সাধনে যথা
বিধি ও নিয়ম আছে শরণাগতিতে তথা।'
তবে গুরু কহে, শুন 'শরণ' উপদেশ কালে
শ্রীরামে বিধির কথা বিভীষণ নাহি বলে।

যথা হি—

"এবমুক্তস্তু ধর্মজ্ঞঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হসি॥"
(রাঃ যুঃ—১৯ ৩১)

ইক্ষ্বাকু বংশজ রাম আচার-প্রধান স্বামী
শরণাগতির কালে তাই বিধি মানে তিনি।
ধর্মজ্ঞ সে বিভীষণ রাক্ষস জাতীয় ছিল
রাঘবে শরণকালে কোন বিধি না মানিল।
শরনাগতির কালে যোগ্যাযোগ্য নাহি তায়
শরন্য প্রভাবে শুধু শরন সার্থক হয়।
জীবের উদ্ধার লাগি, স্মর প্রভু উপকার
চিদচিদ্ সর্ববস্তু রক্ষায় ল'য়েছে ভার।
আপন বিকাসরূপী জড়বস্তু পঞ্চভূত
আপনি হইয়ে পুনঃ তার মাঝে অবস্থিত।

যথা—"বহু স্যাম্" (ছাঃ উঃ)

পরমাত্মারূপে তিনি সর্বসত্তা-ধারক
সর্ব স্থিতি প্রবৃত্তির পুনঃ তিনি নির্বাহক।
এত উপকারী তিনি স্মর, নাহি বিস্মর
তাঁহার প্রাপ্তির তরে হে সংসারি! তাঁরে ধর।
॥১।১০।২॥

— —

১—বেদান্তী স্বামী—রামানুজের জ্ঞানপুত্র পরাশর ভট্টর স্বামীর মহাজ্ঞানী শিষ্য বৈষ্ণবাচার্য।

প্রথম শতক, দশম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যথার্থ স্বরূপ প্রভুর করি দরশন মন
তব স্বরূপেও এবে কর দৃঢ় অবস্থান।

মূল গাথা

মোর স্বামী, মোর পিতা তাঁর পিতা পিতৃগণ
তাহাদেরও স্বামী তিনি, স্নিগ্ধ কমল নয়ন।
সমীচীন ক্ষীণ তনু হেন লক্ষ্মী উরে যাঁর
সে মোর স্বামীরে ভজ ভব্য মন অনিবার।
॥১।১০।৩॥

ব্যাখ্যা—

পূর্ব গাথা কহে জীবে প্রভুর পরম উপকার,
তাহা স্মরি 'মোর স্বামী' কহে এবে আড়বার।
মম কুলে যে পুরুষ সকলেরই স্বামী তিনি
সকলেই করে তাঁরে স্তুতি নিজ স্বামী মানি।
ভগবৎকামী রাজ্যকামী কিংবা অন্য অন্য কামী
সবে তারে স্তুতি করে ফলদানে শক্ত জানি।

যথা—"সমাশ্রিত্য জগন্নাথং মম পূর্বে পিতামহাঃ।
বিপক্ষাপহৃতং রাজ্যমবাপুঃ পুরুষোত্তমম্॥"

ভক্তজনে পদ্মনেত্রে সুশীতল দরশন
ভক্ত-বৈরী প্রতি পুনঃ বিরূপ কটাক্ষ দান।

তথা হি—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥"
(গীতা—১৬।১৯)

শীতল কটাক্ষে তাঁর সদাই যিনি নিদান
সেই লক্ষ্মীদেবী তিনি প্রভু-বক্ষে বিদ্যমান।
একই বস্তু যেন এই মিথুনে উদ্দেশ্য করি
পুন তবে 'মোর স্বামী' এই বাক্য কহে সুরী।
এ হেন মিথুন রূপে ভজ মোর ভব্য মন
তাঁহারে আশ্রয় করি লহ দ্রুত উজ্জীবন।
॥১।১০।৩॥

—

প্রথম শতক, দশম দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী উপদেশ মানি ভব্য মন ভজে তাঁরে
ভজনায় রত হেরি স্বমনে প্রশংসা করে।

মূল গাথা

ওরে মন তুই যে রে সাধু, সাধু কহি তোর
তুই বশে মোর কোন কার্য অসম্ভব নয়।
তোরে পেয়ে কোন বস্তু অপূর্ণ না রবে সেহ
কমলা-নায়কে ভজ ছেড়ো নাকো মরণেও।

॥১।১০।৪॥

ব্যাখ্যা—

সূরী উপদেশ মানি ঝটিতি আশ্রয়কারী
নিজ ভব্য মনে ডাকি সাধুবাদ করে সূরী।
মাতা যথা অঙ্কে রাখি পুত্রেরে আদর করে
সূরী তথা বক্ষে ধরি মনেরে প্রশংসা করে।
দুইবার সাধুবাদ ইথে সূরীর অভিপ্রায়
যথাশক্তি এই মন পুরায় সূরীর আশয়।
পুনঃ যদি বশে মোর কি কার্য সাধিত নয়!
মোর বস্তু পূর্ণতায় তুই রে যদি সহায়
সর্ববস্তু পূর্ণ রবো অপূর্ণতা নাহি তায়।
ফল দানে ঈশ্বর, অনুমতি দানে তুই
ইহার নির্বাহে মোর করনীয় কিছু নাই।
ফলদানে উপায় তিনি কিছুরই অপেক্ষা নাই
কেবল রে তোর বাধাহীন অনুমতি চাই।
অনুমতি ভিন্ন এক কৃত্য অংশ আছে তোরে
কহি এবে শোন মন, কভু না ছাড়িবি তারে।
পরতত্ত্ব১ সুবিমল প্রভু কাছে আসে যবে
দূরে সরে যেতে চাই তাহারে দূষিব ভেবে।
ওরে মন! তদা তুমি না ছাড়িহ সেই ধনে
তাঁর ন্যায় অনুপমে পরিপূর্ণ রূপে গুণে।
ক্ষণেও ছাড়িতে নারে কমলা যে নায়কেরে
'তারে তুমি না ত্যজিহ' শুন মন! কহি তোরে।
সীতা ও লক্ষ্মণ মানে যে বিশ্লেষ মৃত্যু সম
মোরও জেনো সে বিশ্লেষ মরণ সমান হেন।
তথা হি—"মুহূর্তমপি জীবাব মৎস্যাবিব জলোদ্ধৃতৌ॥"
(রাঃ অঃ—)

তাঁহার বিশ্লেষে যদি মোর গতিবিধি দেখ
তুমি না ত্যজিহ তাঁরে সদা তাঁর কাছে থেকো।

॥১।১০।৪॥

প্রথম শতক, দশম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যাদৃচ্ছিক নাম২ ধরে দরশন দেন তারে
এই কথা মনেরে পূর্বে কহিয়াছে সূরী।
নাম যদি না-ও ধরে তারে তিনি রক্ষা করে
এ গাথায় সদৃষ্টান্ত সূরী কহে ফেরি॥

মূল গাথা

নামের গণনা মাত্রে আসি দেন দরশন
পূর্বে কহিয়াছি তোরে শুনেছিস্ ওরে মন।
এ গণনা বিনাও সে সপ্তলোকী জীবে এসে
রক্ষা করে প্রলয়েতে কিংবা ত্রিবিক্রম বেশে।
প্রলয়ে উদরে রাখে, ত্রিবিক্রম অবতারে
দেখেছিস্ সর্ব জীব শিরে সে যে পদ ধরে।

॥১।১০।৫॥

ব্যাখ্যা—

প্রাসঙ্গিক নাম৩ লয়ে, বিনা যে কোন সাধন
প্রভু দেন দরশন দেখেছিস্ ওরে মন।
মোর জ্ঞান প্রসরণে তুই যে রে আদি দ্বার
তুই তো জানিস সব তোরে কি বক্তব্য আর।

১—পরতত্ত্ব—(সহ—১।৫।১)
২—যাদৃচ্ছিক নাম — শ্রীভগবানের নাম করিব—এই ইচ্ছায় নাম গ্রহণ করে না, অন্যভাবে তাঁহার নাম উচ্চারণ করা। যেমন—পুত্র প্রভৃতির নাম যদি ভগবদ্বিষয়ক হয় তখন সেই নামে ডাকে।
৩—প্রাসঙ্গিক নাম — ভগবৎ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গে ভগবৎ-নাম গ্রহণ।

ঈশ্বর প্রভাবে ক্ষণে সঙ্কল্প মাত্রেতে তাঁর
প্রলয়ের কালে তথা ত্রিবিক্রম অবতার।
উভয় কালেতে তিনি সপ্তলোকী রক্ষ করে
উদরে রাখিয়া কিংবা পদ ধরি সর্বশিরে।
এই দুই কালে দেখ জীবে প্রতিষেধ নাই
প্রলয়েতে নিষেধের পরিকর দেহ নাই।
ত্রিবিক্রম কালে নাহি নিষেধের অবসর
সঙ্কল্পমাত্রই সর্বজীবশিরে পদ ধর।
আচম্বিতে প্রসারিয়ে জীবশিরে পদ ধরে
সংসারী নির্বাক্ রহে নাহি নিষেধ-অবসরে।

॥১।১০।৫॥

প্রথম শতক. দশম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

হেন উপকারী যিনি ত্যজিবে না সে তোমারে
মোরাও অযোগ্য ভাবি যদি নাহি যাই সরে।
কদাপি বিচ্ছেদ তবে না হইবে তাঁর সনে
হেন ভরসার বাণী কহে সূরী নিজ মনে।

মুল গাথা

ওরে মন তোরে আমি হিত কথা বলি শোন্
মোর সনে যদি তোর সদ্ভাবে অবস্থান।
তবে কোন রোগগন্ধ না লাগে মোদের গায়
যে রোগে বিচ্ছেদে প্রভুর মোদের উদ্যোগ হয়।
মাতা পিতা সম তিনি স্নেহী তাই অবতার
ঈশ তিনি মোর স্বামী মণিবর্ণ রূপ তাঁর।

॥১।১০।৬॥

ব্যাখ্যা—

তোরে অতি হিত কথা বলি শোন ওরে মন
এ কথা যে অতি সত্য ইথে কোন নাই ভ্রম।
না করিয়ে প্রতিষেধ প্রতিকূল মনোরথ
তুমি আমি সাথে যদি রহি সদা একমত।

গরুড়-বাহন তাঁর দরশন ও অনুভবে
হইব সকল দোঁহে ব্যর্থ নাহি হবে তবে।

"তৎপক্ষিণঃ পৃষ্ঠতো গতবন্তং
তৎপরিকরকোঽহমপি ফলমনুভবিষ্যন্তৌ।"
(তিঃ বঃ—৩)

আমাদের দোঁহে যদি সদা রহে এ সম্বন্ধ
না রহিবে প্রভু-বিঘটনকারী ব্যাধিগন্ধ।
ব্যাধি শব্দে অর্থ হেথা বর্জন ঈশ্বর-সঙ্গ
এই ত্যাগে হেতু যত সে সবও রোগের অঙ্গ।
তাঁর প্রাপ্তি-প্রতিকূল হেতু সূরী কহি যান—
নিষিদ্ধানুষ্ঠান আর প্রয়োজনান্তরে মন।
স্বযত্ন-সাধন তথা নিজ অযোগ্যতা জ্ঞান
পূর্বকৃত পাপজন্য ফলভোগে ক্লিষ্ট মন।
দেহ সনে মন যদি ভগবানে তৎপর
এ সকল হেতু তবে পলাইবে অতঃপর।
এ সকল হেতু নাশে দেহ মন মিলি উভে
ভগবদ্-অনুভবে দরশনে ধন্য তবে।
এ হেন সে গুপ্ত কথা নিজ মনে ব্যক্ত করি'
গোষ্ঠীপূর্ণ স্বামী[১] যথা অনুতাপ করে সূরী।
পরম গোপন শরণাগতি উপদেশে
কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনেরে সাবধান করে শেষে।

তথা হি—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥
(গীতা—১৮।৬৭)

মুক্তকেশী দ্রৌপদীর কেশ বন্ধনের তরে
যুদ্ধে অর্জুনেরে কৃষ্ণ প্রোৎসাহিত করিবারে,
অনেক রহস্য কথা গীতায় উপদেশ করে।
হেন গুপ্ত রত্ন দানি অনুতপ্ত কৃষ্ণ যথা
অর্জুনে সতর্ক করে, না কহিবে যথা তথা।

তথা হি—"হস্তগতং মাণিক্যং সমুদ্রে বিসৃষ্টম্—
ভদ্রং ভদ্রং[২] ইত্যাহ খলু।

মাতা পিতা সম স্নেহী প্রভু তাঁর সর্ব জীবে
তাই অবতার হেথা সংসারীরে উদ্ধারিতে।

১—গোষ্ঠীপূর্ণ স্বামী—মহান আচার্য শ্রীযামুন মুনির মহাজ্ঞানী শিষ্য শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ স্বামী মন্ত্রের অর্থ কাহাকেও উপদেশ দিতেন না। এমন কি রামানুজ স্বামীকেও অষ্টাদশবার ফিরাইয়া এবং উপদিষ্ট মন্ত্রার্থ কাহাকেও বলিতে পারিবে না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া তবে মন্ত্রার্থের উপদেশ দিয়াছিলেন।

২—ভদ্রং—সাবধানং।

মাতা যথা শিশুপুত্রে কূপেতে পতিত হেরে
নিজেও ঝাঁপায়ে পড়ি' তাহারে উদ্ধার করে।
তেমতি গো মাতারূপে সন্তানের উদ্ধারে
সহ-নিপতিত হ'য়ে সংসারে অবতরে।
তিনি হন সর্বেশ্বর, কার্য তাঁর নিয়মন
দ্বৈরাজ্য১ নিবারিতে হেথা তাঁর অভিযান।
'স্বামী' 'শেষী' তিনি মোর তাহা প্রদর্শন করি'
শেষত্ব স্বরূপ মোর অতি দৃঢ় করে হরি।
দেখাইয়ে পুনঃ তার রূপ শোভা অনুপাম
ইতর বিষয়ে ছাড়ি বাঁধি রাখে তাঁর ঠাম।
তাই বলি ওরে মন! তুই আমি ঈশ্বর—
তিন যদি অবিরোধে রহি মিলি অতঃপর।
অন্য রোগ পলাইবে সম্যক্ বিনষ্ট হবে
শ্রেষ্ঠ ফল পাবে তাঁর দরশনে অনুভবে।

—— ॥১।১০।৬॥

প্রথম শতক, দশম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পঞ্চম দশকে যথা প্রভু হ'তে দূরে সরে
এবে তথা সূরী নিজে অযোগ্য ভাবনা করে।

মূল গাথা

মোর পিতা মোর স্বামী ভাবি চিত্তে ডাকি তাঁরে
পাপী আমি পাপ-কর্মা সূরী কহে আপনারে।
নিত্য সদা যারে অনুভবে অতি প্রীতি ভরে
মোর পিতা স্বামী বলি ডাকে সেই শ্রীমন্তেরে।
১।১০।৭॥

ব্যাখ্যা—
সর্বেশ্বর মোরে স্নেহী তিনি মোর নিত্য স্বামী
মোর শক্তি দিয়ে জানি চিত্তে ধরিয়াছি আমি।
হেন অহং-দুষ্ট চিত্তে ধরি দূষিয়াছি তারে
আহ্বানেও দূষিয়াছি আমি যে অজ্ঞাতসারে।
শুদ্ধ বস্তু দূষি' পাপ ক'রেছি অশেষ আমি,
মোর সম পাপ-কর্মা পাপী আর নাহি জানি।
সাত্ত্বিক পুরুষ কোন তমো-অভিভূত হ'লে
কোন গৃহ দহি' যথা, সাত্ত্বিক উদ্রেক কালে।
মহাপাপী বলি নিজে করে মহা অনুতাপ
তথা সূরীর অনুতাপ, জানে তার মহাপাপ।
সূরীরে পুছিলা যবে, কেন তব অনুতাপ
চিন্তনে আহ্বানে প্রভুর কোথা লাগে কার পাপ?
কুক্কুর পরশে যদি দেবতার পুরোডাশ১
সূরী কহে, শুদ্ধ বস্তু দুষ্ট করে সে পরশ।
হেন শুদ্ধ বস্তু স্বামী তাঁরে দূষিয়াছি আমি
তাই হেন অনুতাপ মোরে পাপ-কর্মা মানি।
নিত্যসূরী যারা সদাই প্রভুর অনুভব করে
ক্ষণার্দ্ধ সে চিন্তা বিনা পরাণ ধরিতে নারে।
অনুভব-রসে ডুবি' পুনহু উল্লাস ক'রে
'হে স্বামি, হে স্নেহি' ব'লে ডাকয়ে পরাণ ভরে।
এ হেন ঐশ্বর্যময় শুদ্ধ পরবস্তু তিনি
তাঁরে 'পিতা, স্বামী' ভাবি আহ্বান ক'রেছি আমি।
এ হেন অকাজ করি তাঁহার স্বরূপ নাশ
হেন করিয়াছি আমি, কারো নহে বিশ্বাস।

—— ॥১।১০।৭॥

প্রথম শতক, দশম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রভু কথা স্মরি, কহি, করেছি অন্যায়
এবে না করিব তথা সূরি ভাবি' তায়।
কোন এক শূন্য গৃহে আচ্ছাদিয়ে শুভি রয়
ক্লান্ত এক ভারবাহী 'নারায়ণ' উচ্চারয়।
নাম শুনি সূরী-নেত্রে অশ্রুধারা স্বতো বয়
অশ্রু হেরি সূরী-মনে লাগে বড় বিস্ময়।

মূল গাথা

নারায়ণ শব্দ কানে পশিল পরম স্থানে
নয়ন যুগলে মোর বহাইল অশ্রুধারে।
রাত্রদিন নিরন্তর স্নেহ করে মোর পর
'পূর্ণ' তিনি, বিশ্বাসিয়ে কভু নাহি ত্যজে মোরে
॥১।১০।৮॥

১—দ্বৈরাজ্য—দুটি রাজ্য, (১) স্বতন্ত্র ঈশ্বরের রাজ্য (২) স্বতন্ত্র ভাবনাযুক্ত অহঙ্কারী পরতন্ত্র জীবের রাজত্ব, ঈশ্বর জীবের বৈমুখ্য বা অহঙ্কার দূর করিয়া আভিমুখ্য উৎপাদনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হন।

১—পুরোডাশ—ভোগ্য নৈবেদ্য।

ব্যাখ্যা—

অবসন্ন সূরী ভাবে প্রভুর নাম তথা অর্থ
এবে আমি গ্রহণেতে আছি যে গো অসমর্থ।
হেনকালে 'নারায়ণ' শব্দ কানে পশি মোর
বিষহারী মন্ত্রবৎ বহাইল অশ্রুধার।
তখনি যে মন আমার অন্বেষণে ধেয়ে যায়
কোথা হ'তে নাম আসে, মনে লাগে বিস্ময়!
বিনা অনুমতি মোর মন অন্বেষণে ধায়
তেমতি ইন্দ্রিয় সবে অতি অনুরাগী তায়।
সূরী ভাবে আমি যদি ত্যজি তাঁরে অবিচারি'
তিনি না ত্যজিবে মোরে আমা প্রতি স্নেহ করি।
রাত্র দিন নিরন্তর তাঁর স্নেহ মোর 'পরি
গুণে পরিপূর্ণ তিনি তাঁরে কি চিনিতে পারি!
অপূর্ণ আমি যে তাঁরে একবার অন্বেষিয়ে
ত্যজিয়াছি অন্বেষণ পুনঃ তায়, ভ্রান্ত হ'য়ে।
কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ, বিশ্বাস যে মোর 'পরে
অবিশ্বাস-অযোগ্য জানি অহনিশ স্নেহ করে।
আমি যদি ত্যজি তাঁরে, সে তো নাহি ত্যজে মোরে
সংসারীরে লভি' নিজে অলভ্য-লাভ মনে করে।

॥১।১০।৮॥

প্রথম শতক, দশম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কেহ পুছে ওহে সূরী, তুমি তো সংসারী-প্রায়
কাটাতে তো পার কাল, ভুলি পরিপূর্ণ তাঁয়।
তদুত্তরে সূরী কয়, শুন শুন মহাশয়
তাঁরে ভুলিবারে মোর নাহি যে কোন উপায়।

মূল গাথা

সুন্দর কুরঙ্গপুরে[১] স্থিত গুণপূর্ণ স্বামী
শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি মূর্তি পরম উজ্জ্বল তিনি।
নিত্যসূরী-আদি যিনি শোভাময় জ্যোতির্ময়
তিনি মোর নিত্যস্বামী, কেমনে ভুলিব তাঁয়!

॥১।১০।৯॥

ব্যাখ্যা—

কল্যাণগুণে সদা যিনি পূর্ণ সরবত্র
নিত্যধামে তাঁর গুণের দেখি যে সম্ভাব মাত্র।
হেন গুণে পুষ্টি তাঁর সদা যে প্রকাশে অত্র[১]
ভিন্ন গুণ ফুটে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন যথা পাত্র।
শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ত্যজি' আমারে স্বীকার তরে
কুরঙ্গনগরে হেথা অচল বিরাজ করে।
সেথা হ'তে মোর লাভে রহে সে যে প্রতীক্ষায়
দূরস্থ বলিয়া এবে ত্যজিতে কি পারি তাঁয়।
শুদ্ধ পীত স্বর্ণকান্তি জ্যোতির্ময় শ্রীবিগ্রহ
বাক্য মন অগোচর বর্ণিতে না পারে কেহ।
হেন পূর্ণ রূপ যাঁর দিব্য দেহে শোভা পায়
সৌন্দর্যে অপূর্ণ বলি' ত্যজিতে কী পারি তায়!
যে বিগ্রহ নিত্যসূরী নিত্য করে অনুভব
সে আসি কুরঙ্গপুরে সাধে মোর উপকার।
হেন উপকারী প্রভু কি হেতু বা ভুলি তাঁরে
অপূর্ণ, সৌন্দর্যহীন, অথবা আছেন দূরে!

॥১।১০।৯॥

প্রথম শতক, দশম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তাঁর বিস্মরণে তুমি করহ যতন—
হেন অনুরোধে সূরী কহেন তখন।
নিরসন করি মোর মন-অন্ধকার
আসি সেই মনে বিরাজেন নিরন্তর।
হেন তাঁরে ভুলিবারে উপায় কি আছে আর
কেমনে যে বিস্মরি উপায় না জানি তার!

মূল গাথা

স্মরণ কি বিস্মরণ, কারো কর্তা নহি আমি
বিস্মরণ নাহি হয়, সেই হেতু আসি তিনি।
রাতুল কমল নেত্রে মোর হৃদে প্রতিষ্ঠিত
হেন নীলমণি ধনে ত্যজিতে কী পারে চিত?

॥১।১০।১০॥

---

১ কুরঙ্গপুর—দেশীয় ভাষায় 'ত্রিকুরুঙ্গুড়ি' (তিরুকুরুঙ্গুড়ি)

১—অত্র—এই সংসারমণ্ডলে।

ব্যাখ্যা—

চেতন যদিও আমি তবু অচেতন প্রায়
প্রভু-পরতন্ত্র মোর প্রকৃত স্বরূপ হয়।
স্মরণের কর্ত্তা যদি বিস্মরণেও কর্ত্তা আমি
জ্ঞানাশ্রয় বস্তু যদি, অজ্ঞানে আশ্রয়ও তিনি।
জ্ঞান-অজ্ঞান উভকার্যে স্মরণ বা বিস্মরণে
কর্তৃত্ব কেবল সেই সর্বেশ্বরে সর্বক্ষণে।
হেন পরিস্থিতি মোর, যবে আমি স্মরি তাঁরে
স্মরণের কার্য তিনি আরোপয়ে মোর 'পরে।
সমুৎপন্ন সে জ্ঞানের বিচ্ছেদ না হয় পরে
হেন বিচারিয়ে প্রভু তাহার বিধান করে।
তাঁর দত্ত হেন স্মৃতির বিস্মৃতি যাহে না ঘটে
তার তরে প্রভু আসি আমার হৃদয় পটে
ধন্য করে এ দাসেরে প্রীত কৃপাদৃষ্টিপাতে।
নিত্য অবিচল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত তথা তিনি
ইতরবস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধি যথা নাহি জানি।
এ হেন অমূল্য রত্ন পাইয়ে নিক্ষেপ করি'
অনুভব বিনা আমি, কভু কি ত্যজিতে পারি।
অবিস্মরণের[১] বস্তু তাঁর হস্তে বিদ্যমান
তাহা দিয়াছেন মোরে সম্ভব কি বিস্মরণ।
পূর্বে তাঁর স্মরণেতে ছিল না কোন উপায়
অতঃপর সর্বকালে বিস্মরণে নিরুপায়।
যথা হি—

"অনাদিকালং বিস্মৃতবানহং ত্বাং পূর্বম্।"
(পেঃ আঃ তিঃ—৮২।২)

স্বেচ্ছায় আসিয়ে এবে মোর হস্তগত তিনি
নীলমাণিক্য যথা অতি উপভোগ্য মানি।
স্বেচ্ছায় সে হস্তগত স্বেচ্ছায় ভোগ্যতা দান
অসম্ভব তারে ত্যাগ, অনাদর, বিস্মরণ।

॥১।১০।১০॥

প্রথম শতক, দশম দশক—একাদশ গাথা
(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসে যেবা সম্যক্ সমর্থ হয়
ঈশ্বরের কৈঙ্কর্য শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ পায়।

মূল গাথা

নিত্যসূরী-পতি, মণি অদ্বিতীয় অলঙ্কার
বাচিক কৈঙ্কর্যে তাঁর শঠকোপ আড়্বার।
রচিলা সহস্রগীতি তাহে এ দশক সার
সম্যক্ অভ্যাসে, মহা-বিদ্যা জ্ঞান ফলে তার।

॥১।১০।১১॥

ব্যাখ্যা—

ভকতের নীলমণি সৌলভ্যের সার
নিত্যসূরী-পতি পুনঃ পরত্ব তাঁহার।
উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি দিব্য তনু মনোহর
অনুভবি কুরুকেশ শঠকোপ আড়্বার।
বাচিক কৈঙ্কর্যে মরি রচিল সহস্রগীতি
তার মধ্যগত এই দশক উপাদেয় অতি।
শ্রদ্ধাভরে করিবে যে সম্যক্ অভ্যাস তার
পূর্ণমতি হয় নারায়ণে, কৈঙ্কর্যেতে আর।

॥১।১০।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

প্রথম শতক দশম দশক সম্পূর্ণ

১—অবিস্মরণের বস্তু — তাঁর রূপের মহাসৌন্দর্য এবং তাঁর কল্যাণগুণগণ।

শতক সার—

পূর্ব শতকে নিজ প্রভুর রূপ গুণ স্মরি
কৈঙ্কর্যই পুরুষার্থ নির্ণয় করয়ে সূরী।
দ্বিতীয় শতকে এবে কৈঙ্কর্যে বিরোধিগণ
উন্মূলিত করিবারে করে সূরী প্রযতন।

দশক তাৎপর্য—

পূর্বে ভগবদ্গুণ অনুভবে মুগ্ধ সূরী
বাহ্য সঙ্গমে তাঁর অলাভে এবে মহাদুঃখী।
সমীপস্থ সর্ববস্তু সমদুঃখী ভাবি তায়
সমবেদনার কথা এ দশকে সূরী কয়।
সৌলভ্য পরত্ব আর প্রভুর সৌন্দর্য কথা
অনুভবি' বিস্তারিয়ে কহে সূরী পূর্ব গাথা।

তথা হি—
"মণিং দিবিষৎচক্ষুঃ স্বস্থ অলঙ্কারম্।" (সহ—১।১০।১১)

উক্ত তিনে প্রতি গুণে পর্যাপ্ত যে অনুভবে
তিনে পরিপূর্ণ যদি, মোহিনী সে শক্তি তবে,
এখনি করিব তাঁর সাক্ষাৎ সংশ্লেষ
সূরী ভাবে ধন্য হবো জীবনাবশেষ।
এ হেন সংশ্লেষে সূরী হইয়ে বিফল
দেহ মন অবসন্ন অতীব বিকল।
বিরহিনী নায়িকার দশায় ভাবিতা সূরী
তথা চিন্তা, তথা খেদ, তথা আচরণ মরি।
সংশ্লেষান্তে প্রভুর বিয়োগে খিন্না এক দেবী
আসিয়া সূরীয়ে মিলি হন তার সমদুঃখী।
তাঁর নীলোদ্যানে সাথে প্রবেশিয়ে দেখে সূরী
প্রভুর বিরহে সবে তার সাথে সমদুঃখী।
এত ভাবি একে একে সকলেরে তবে তিনি
নিজ ভাবে কহি যায় সমবেদনার বাণী।
চতুর্থ দশকে পূর্বে ছিল সূরীর অবসাদ
তা'হতেও সমধিক এ বিরহ অনুতাপ।
মিলনে আগ্রহ সেথা সূরীর বামনাবতারে
কালান্তরে অবতার ভাবি চিত্তে ধৈর্য ধরে।

তথা হি—"মহাপৃথিবীং ক্রান্তবতঃ সমীচীনকুসুমং
বিচারশূন্য অক্রোশামি।" (সহ—১।৩।১০)

হেথা দরশন দানে স্থিত অর্চা অবতারে
অতীব ব্যাকুল সূরী সাক্ষাৎ অনুভব তরে।

তথা হি—"পূর্বং সুন্দরকুরুঙ্গপুরস্থিতম্।" (সহ ১।১০।৯)

অনুভব অলাভে অতো অবসাদ গুরুতর
আরো হেতু আছে ইথে শুন কহি অতঃপর।
চতুর্থ দশক হ'তে দশম অবধি সূরী
ক্রমশঃ অধিকতর গুণ অনুভব করি।
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসেতে ভোগ্যতা বাড়িয়া যায়
অতো এবে বিরহের ক্লেশ গুরুতর তায়।
নারদপক্ষীর শ্বেতিমা, ক্রৌঞ্চ ওষ্ঠে খর স্বর
সিন্ধুর বর্ণ, পদের অর্থ, অজ্ঞাতার্থ পদ আর।
পক্ষী-ডাক বায়ু-বায়, জলদের বরষণ
চন্দ্রে কলা হ্রাস বৃদ্ধি, অন্ধকারে অদর্শন।
সিন্ধুর তরঙ্গ মহা, দীপে দাহ বৃদ্ধি পায়
নিয়ত স্বভাব তাদের এ দশকে কহি যায়।
না জানিয়া এ নিয়ম ভ্রান্ত সূরী ভাবে মনে
নায়কের বিশ্লেষেতে খিন্ন এরা মোর সনে।
এত ভাবি সূরী তবে মনে আরো দুঃখ পায়
তাই এ দশকে ধনী গুরুতর শোক পায়।
শ্রীরাম-বিশ্লেষ ভয়ে লক্ষ্মণেরে বার্ত্তা যথা
এ দশকে সূরী-শোক তা হ'তে অধিক তথা।
মৎস্যের ধারক জল, লক্ষ্মণের রাম যথা
মৎস, জল, সূরী[১] তিনেই প্রভুগুণ ধারক তথা।

তথা—
"মুহূর্তমপি জীবাব মৎস্যাবিব জলোদ্ধৃতৌ।"
(রাঃ অঃ)

গুরুতর শোককালে দুঃখী সমদুঃখী সহ
কণ্ঠে কণ্ঠে ধরি কাঁদি দুঃখ লঘু করে কেহ।
তথা অগ্রে যত বস্তু সর্ব কণ্ঠে কণ্ঠ ধরি
মোরা সমদুঃখী বলি কাঁদিয়া ফুকারে সূরী।

যথা—'অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ।
উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।'
(রাঃ অঃ ৫৯।৪)

১ সরোবরের জল, মৎস্য, পক্ষী, সূরী সকলেই ভগবদ্-গুণানুভবের বিরহে শোকাবিষ্ট হইয়াছিল।

চেতনাচেতন তথা ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্বিশেষে
রামবিরহানলে দহে সবে অবশেষে।
তেমতি শূরীও দেখে অগ্রে যত জীব ও জড়ে
সকলেই মহাক্লিষ্ট নিজ নায়ক-বিরহে।

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বিরহিণী নায়িকার আর্ত্তি-উপশম স্থান
সমুদ্রের তটপ্রান্তে উদ্যান বা উপবন।
বিরহিণী শূরী সেথা, নারদপক্ষীরে হেরে
মৎস্য সংগ্রহের তরে সিন্ধুতটে সঞ্চরে।
তার সারা দেহ ভরি শ্বেতিমাটি লক্ষ্য করি
বিবর্ণ বিরহ-ক্লেশে নিশ্চয় করিয়া শূরী।
পুছে তারে হে নারদে! তুইও কি মোর মত
আসক্তা নায়কে মোর? এবে কি বিরহতপ্ত!

মূল গাথা

উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রপ্রদেশে এবে
হে ভব্য নারদপক্ষি! সঞ্চরিছ কেন তবে?
নিত্যসূরী, লক্ষ্মীদেবী তারা সবে নিদ্রা যায়
তব নেত্রে নিদ্রা নাই কি কারণে বল তায়?
মনোব্যাধি বিবর্ণতা তোরে দেখি ঘিরিয়াছে
মোর মত তোর মনও লক্ষ্মীকান্ত হরিয়াছে?
॥২।১।১॥

ব্যাখ্যা—
মহাগিরি তুল্য উচ্চ তরঙ্গে আক্রান্ত তবু
অভিমত বস্তু লাভে নহে বিচলিত কভু।
ভগবল্লাভে যথা ভক্ত ধ্যানে অচঞ্চল
মৎস্যলাভ তরে তথা নারদপক্ষী অবিচল।
দিব্যশূরী যথা মৎস্য-অবতারে অবিস্মৃতি
নারদপক্ষীও তথা মৎস্য তরে স্থিত অতি।

তথা হি—(দিব্যসূরী বচন)—
'উত্তরঙ্গসমুদ্রজলক্ষোভমভিহিতজলং পরিধাব্য
অতিবিশাল আকাশসমর্দং পৃষ্ঠস্তোপরি পর্বতানা-
মোপ্যাগচ্ছন্তং তং মৎস্যং অবিস্মরয়ন্তি।'
(তিঃ মুঃ ১০৪১)

নিরন্তর বর্ষাধারায় হন্যমানা গিরি যথা
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে পক্ষী অবিচল তথা।
হেন অচঞ্চল সেই একাগ্র পক্ষীরে ডাকি
কহে বিরহিণী শূরী, হে ভব্য নারদপাখি!
জনম অবধি আমি তন্দ্রিতা দেখিনি যাঁরে
সেই লক্ষ্মীদেবী হের তিনিও নিদ্রিতা যে রে।
নিত্যশূরী নিত্য যারা, অনিমেষ রহে সবে
তারাও নিদ্রিত এবে তুই জাগি কেন তবে?
পূর্বের অনিদ্রা তব নিজ প্রিয়তম তরে
অনিদ্রা এবে কি মোর বিরহবেদনা হেরে?
পতির সংযোগ তরে সীতার জনক যথা
অনিদ্র সতত ছিল মোর তরে তুইও তথা।

তথা হি—
'পতিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বাথ মে পিতা।'
'চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা॥'
(রাঃ অঃ ১১৮।৩৪,৩৬)।

বিরহবেদনা হ'তে নিজ বিবর্ণতা যথা
পক্ষীর বৈবর্ণ্য হেরি শূরীও ভাবিছে তথা।
পক্ষীরে পুছিছে শূরী, তুই ও কি মোর মত,
লক্ষ্মীকান্ত মোর এবে হ'রেছে কি তোর চিত?
বিরহব্যথায় যার আমিও বিবর্ণ অতি
সে-ও কি রে হরিয়াছে তোর চিত্ত বর্ণ গতি?
"যুবানাং কুসুমাঙ্গনানায়কং কিং ত্বমপি
অভিলষিতবতী।" (সহ—১।১০।৪)
তোর দশা হেরি ভাবি বেধ নহে চর্মস্পর্শী
তার বিরহের বেধ এ-যে তব মর্মস্পর্শী।
॥২।১।১॥

——

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশব—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
চঞ্চুপুট হ'তে দ্রব্য ভূমেতে পড়িল হেরি'
তালবৃক্ষে স্থিতা ক্রৌঞ্চী উঠে উচ্চধ্বনি করি'।
সেই উচ্চ ধ্বনি শুনি, কহে শূরী বিরহিণী
পাপিষ্ঠারে! তোরও চিত্ত হ'রেছে কি মোর স্বামী?

মূল গাথা

রে খরভাষিণি ক্রৌঞ্চি !
তোরও চিত্ত গেছে চুরি ?
তাই দীর্ঘ রাত্রি ভরি' শিথিলা অনিদ্রা মরি !
দাসী আমাদের মত তুইও কি অভিলাষী
অনন্তশয়ন স্বামী, পেতে তাঁর শ্রীতুলসী।

॥২।১।২॥

ব্যাখ্যা—

কুররি বিলাপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্ভিন্নচিতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১০।১৫)

তোর বিরহের ব্যথা তোর বাগ্‌ধ্বনি কয়,
এই ধ্বনি শুনি অন্য বিরহিণী ব্যথা পায়।
বিরহে ব্যথিতা হ'য়ে সর্বনিদ্রা পরিহরি
র'য়েছ শিথিলা কিরে দীর্ঘ যামিনী ধরি'।
তাঁর পদ-সেবাদাসী ব্যথিতা আমার মত
তুইও কি রে সে চরণ-পরিমলে অনুরত ?
সে যে বহু-বল্লভ সে কথা কি ভুলে যাও
সে তোমার একা ভাবি তাই এত ব্যথা পাও।
তথা হি—

'পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্।' (তৈঃ নাঃ ১১)

লক্ষ্মীনারায়ণ-পদ মর্দিত তুলসীদাম
তার পিছে পিছে কি রে ফিরে তোর মনস্কাম ?
লক্ষ্মীনারায়ণ দোঁহা চরণের পরিমলে
মর্দিত সুরভিদাম, লুব্ধ সে তুলসীমালে ?
লোভ মাত্র তোর নয়, মোর মনে হেন লয়
সে মালা বঞ্চিত হ'লে তোর প্রাণ সংশয়।

॥২।১।২॥

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ক্রৌঞ্চ ধ্বনি ক্ষীণ করি সমুদ্রের উচ্চঘোষ
সুরীরশ্রবণে পশি' উথলে মরম ক্লেশ
সিন্ধুনীর ব্যর্থ হ'য়ে কূল আরোহণ
নষ্ট বর্ণ অর্থশূন্য শব্দ আক্রোশন।
হেন মূক শব্দ শুনি সুরী ভাবে মনে মনে
ব্যথিতা মো হেন তাই আক্রোশয়ে ঘনে ঘনে।
ডাকি তারে কহে সুরী, পাপিষ্ঠা আমার মত।
তুই ও কি বঁধু গুণে মুগ্ধা, তাই ক্লেশ এত।

মূল গাথা

নিজ কাম্য বস্তু লাভে হইয়া বিফল মরি
দ্রুতচিত্ত দিবানিশি কাঁদো নিদ্রা পরিহরি।
ওগো ঘোষমান সিন্ধু তুইও কি মোর মত
শ্রীরাম চরণে লুব্ধ দুর্ভোগ পেতেছো এত,
দক্ষিণ লঙ্কায় অগ্নি প্রবেশিয়ে সর্ব ঘটে
যেবা দগ্ধ করাইল তার প্রতি তটে তটে।
আমিও তো তোর মত নায়ক বিরহে কাঁদি
তোর এ দুঃখের শান্তি হোক্, কহে এ অভাগী।

॥২।১।৩॥

ব্যাখ্যা—

সিন্ধু হয় জড়বস্তু, সুখ দুঃখ নাহি তায়
বিরহব্যথিতা সুরী সে কথা ভুলিয়া যায়।
দিবানিশি ঘোষমান হেরি তারে ভাবে সুরী
সখী মোর, তুইও কি বিরহব্যথিতা মরি।
তারে কহে, আমিও যে বিরহেতে সমদুঃখী
বঁধু-কথা ভাবি' ভাবি' নিদ্রা নাই দিবানিশি।
তোমার গাম্ভীর্য সিন্ধু হারালে কোথায় ?
দৃঢ়চিত্ত কোথা বন্ধু, কাঁদি' কাল যায়।
এ পাপিনীর আশা ছিল পরবস্তু১ নারায়ণে
তোর আশা ওরে সখী, শ্রীরামের শ্রীচরণে।
প্রণয়িণী বিরহে সে সদাই অসহমান
তাঁর প্রতি তোর আশা হবে না বিফলকাম।
ভক্তবৈরী-প্রতিগৃহে অগ্নিরে প্রবিষ্ট ক'রে
দাহিল যে, রক্ষে পুনঃ দাস বিভীষণ ঘরে।

১—পরবস্তু নারায়ণ — (১।১০।৯,১০) অর্চাবতার কুরঙ্গনাথ (নারায়ণ)।

হেন সে প্রণয়ী রাম তার পদে আশা তোর
তবু সে বিরহ ব্যথা মোর সম অতি ঘোর।
চরণে বা ভুজে আশা কিছু যে পার্থক্য নাই
বিরহে ভরত১ ও সীতা উভে সম ব্যথা পায়।
রামের প্রণয় তোর ব্যর্থ কভু নাহি যাবে
বিরহ বেদনা যাবে, মনে তব শান্তি হবে।

॥২।১।৩॥

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

হেন কালে প্রবল এক ঝটিকা বহিয়া যায়
তা দেখিয়ে পবনেরে ডাকি সূরী কহে তায়—
রে পবন, এক স্থানে রহিতে অশক্ত হ'য়ে
চঞ্চল গতিতে তুমি ফিরিতেছ চারিধারে।
ধূলি-ধূসরিত দেহ মড়ল গ্রহণ২ যেন
অতীব শীতল পুনঃ জ্বর-সন্নিপাত সম।
তাই ভাবি তুমিও কি মোর দশা পেয়ে হায়
নায়কের অন্বেষণে ঘুরিতেছ ক্ষিপ্তপ্রায়।

মূল গাথা

সিন্ধু গিরি গগনেতে ফিরি করো অন্বেষণ
দিবা নিশি মোর সম করো নিদ্রা বরজন।
বলবান চক্রধারী স্বামীর অদরশনে
দেহে শীতলতা রোগ পেয়েছো কী জন্মে জন্মে?

॥২।১।৪॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুরে নায়করূপে পবন যে অন্বেষয়ে
সিন্ধু গিরি গগনেতে ঢুঁড়ি ফিরে তার তরে।

তথা হি—

"মেঘসদৃশশ্রীবিগ্রহদর্শনপর্যন্তং গন্ত্বা।"

(পরকাল তিঃ মোঃ—৪৪)

"তৌ বনানি গিরিংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
নিখিলেন বিচিন্বানৌ সীতাং দশরথাত্মজৌ॥"

(রাঃ আঃ—৬১।২০)

যে আশ্রিত রক্ষণে সদা প্রভু দৃঢ়ব্রত
সে আশ্রিত-বৈরীবধে তাঁর চক্র বলযুত।
হেন চক্র ধরে প্রভু আশ্রিত রক্ষণ তরে
আশ্রিতের পক্ষপাতে স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।
ভীষ্ম সনে যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনে শিথিল হেরি
চক্র লয়ে' ধায় ভীষ্মে স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি।
ধাবিত রণিত যুগচরণ-সৌন্দর্য-মোহে
হর্ষভরা বাক্যে ভীষ্ম সম্বোধিয়ে কৃষ্ণে কহে।

"এহ্যেহি ফুল্লাম্বুজপত্রনেত্র, নমোঽস্তু তে দেববরাপ্রমেয়।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ, রথোত্তমাদ্ভূতশরণ্য সংখ্যে॥"

(মহাভাঃ ভীঃ—৫৯।৯৬)

হেন বলবান চক্রধারী মোর সর্বেশ্বরে
অন্বেষিয়া ফিরিছ কি তার দরশন তরে।
শীতলতা তথা সদা সঞ্চরণ রোগযুক্ত
নায়ক বিরহে তুমি জন্মে জন্মে নহে মুক্ত?
পবনের শীতলতা সরবত্র সঞ্চরণ
নিয়ত স্বভাব তার, নহে ব্যাধি লক্ষণ।
বিরহে নায়িকা সূরী তাহা ভুলি গেল
পবনের ব্যাধি বলি মনেতে মানিল।

॥২।১।৪॥

১—ভরত—দাস্য উপযোগী চরণে আশা; সীতা— আলিঙ্গনোপযোগী ভুজে আশা।

২—মড়ল গ্রহণ ব্যাপার—নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধীয় দ্রবিড়দেশের এক রীতি বিশেষ। কোন নায়িকা যদি নায়ক কর্তৃক গৃহীত না হয় তখন সে গ্রামস্থ সাধারণ লোকের সহানুভূতির জন্য নায়িকা নিজেকে বিচিত্ররূপে (আকর্ষণযোগ্যরূপে) সজ্জিত করিয়া, হাতে একটি তাল পত্র গ্রহণ করিয়া সাধারণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া নায়কের নিন্দা করিতে থাকে। নায়ক তখন লজ্জায় বা সাধারণের অনুরোধে সেই নায়িকাকে গ্রহণ করে।

এখানে ধূলিধূসরিত বায়ুকে বিরহিণী সূরী ভাবিতেছেন যে এই বায়ুও ভগবৎবিরহে বিরহিণী হইয়া নিজের দেহকে ধূলির দ্বারা আবৃত করিয়া মড়ল গ্রহণ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

হেন কালে এক মেঘ দ্রবীভূত হ'য়ে ঘন
বারি বরিষণ লাগি হেরিয়া উন্মত্ত যেন।
কহে সুন্দরী বিরহিণী, তুইও কি মোর মত
বীর চরিতে নাথের হ'য়েছিস্ বশীভূত।

মূল গাথা

কল্পে কল্পে জন হিতে জল কর বিতরণ
হে বারিদ, এবে বল দ্রবীভূত কি কারণ?
সখিগণ সহ আমি নাথ বিনা দ্রবীভূত
তুই যে রে পুণ্যদাত্রী, দুঃখহীনা সুখে থাক।
মধুহারীর বীরগুণে হ'য়েছো মোহিত এত
লাভেতে বিফল আশ, তাই দেহ দ্রবীভূত!

॥২।১।৫॥

ব্যাখ্যা—

ওরে মেঘ, প্রতি কল্পে হ'য়ে তুমি বিগলিত
জন-হিতে দাও জল প্রভুর নির্দেশ মত।
বিরহ ব্যথায় মুই তথা মোর সখিগণ'
চিত্ত-বিগলিত হ'য়ে করি অশ্রু বরিষণ।
তুইও দ্রবীভূত দেহে করিস্ এবে বরিষণ
সুখে থাক পুণ্যদাত্রি! ব্যথা হ'তে পাও ত্রাণ।

তথা হি—

"অতিসূক্ষ্মাকাশো জলমাদায় শিথিলো
জলরূপেণ পততি।" (তিঃ বঃ—৭৫)

লোক-উপকার লাগি তব পুণ্য দেহ মরি
তুইও বশীভূত কিরে মধুহারী-গুণ স্মরি।
বিরোধী-নিরাসকারীর বীর চরিতে কত
মুগ্ধ হ'য়ে ব্যথা পাও, বিরহেতে বিগলিত।
বিষয় মহান্ যত, আশাও মহতী তত
সে আশা বিফল হ'লে ব্যথাও তার অনুমত।
আশা-বিফলতা ফল দেহে চিত্তে শিথিলতা
তুইও কি তাই ওরে হ'লি এত বিগলিতা?

॥২।১।৫॥

—

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মেঘের পাশে কলা মাত্র চন্দ্র দরশনে
পুছে সুন্দরী, দেহে তথা রূপে ক্ষীণ কেনে?

মূল গাথা

শিথিলতা ভরা মোরা তথা ক্ষীণ দেহ অতি
পূর্ণচন্দ্র, অপূর্ণ যে তোরে দেখি তথামতি।
শীর্ণদেহ ক্ষীণালোক তাহে ক্ষীণ বিকিরণ
নীলাকাশে অন্ধকার নিরসনে অক্ষম।
পঞ্চমুখ-ফণিশয্যা চক্রধর মহেশ্বর
সত্য মানি তার বাণী, কান্তি কি গো পরিহর?

॥২।১।৬॥

ব্যাখ্যা—

নায়ক বিরহে মোরা শিথিলতা মূর্তিমতী
দুঃখে ভরা পরিম্লানা, তথা কিরে তোর গতি?

যথা হি—(রাম বিরহে সীতাদেবী)

"সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্।
ব্রীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিম্লানাং তপস্বিনীম্॥"
(রাঃ সুঃ—১৫।২১)

অব্যক্তলেখামিব চন্দ্ররেখাং পাংশুপ্রদিগ্ধামিব হেমলেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বাণলেখাং বায়ুপ্রভগ্নামিব মেঘলেখাম্॥
(রাঃ সুঃ—৫।২৬)

পূর্ণচন্দ্র! পূর্বে দেখিয়াছি তোরে মনোলোভা
এবে দেখি কলামাত্র, হারায়েছো যত শোভা।
নীল আকাশের যত ঘনীভূত অন্ধকার
তার নিরসনে তুঁই নহেক সক্ষম আর।
ক্ষীণ দেহ ক্ষীণ প্রভা একে একে মিলিমিশি
দুর্বল দেখিয়ে তোরে আক্রময়ে সবে আসি।
চক্রধারী মহেশ্বর তার বাণী সত্য মানি
তারে প্রীতি করি এবে, ব্যথা পাও মিথ্যা জানি।
বিরহ-ব্যথিতা তুই, ক্ষীণ দেহ ক্ষীণ প্রভা
সেই ব্যথা হরিয়াছে তোর যত দেহ-শোভা।
রাম-অবতারে বাক্য সত্য আশ্রিতের তরে
কৃষ্ণ-অবতারে মিথ্যা, সর্বভূতে জানে তারে।

তথা হি—

'সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥'
(রাঃ যুঃ ১৮।৩৩)

যথা কৃষ্ণ তথা তার পরিকর শঙ্খ চক্র
হেন মিথ্যা কার্যে তাঁর করে সদা সাহচর্য।
সুদর্শন সহকারে দিবসেরে রাত্রি করে
মিথ্যা-উপদেষ্টা কৃষ্ণ আপন স্বার্থের তরে।

তথা হি—"অমৃতপূর্ণ. কপটঃ কৃত্রিমাকরঃ।"
(তিঃ মুঃ—৯৭।৪)

এক মুখে সত্য কহে, মিথ্যা অন্য এক মুখে
তারে মিথ্যা শিক্ষা দেয় পঞ্চ-ফণী পঞ্চমুখে।

তথা হি—"তস্য মহত্যনৃতনিমগ্নত্বং স্বসর্পবজ্জিঃহ্বে বেত্তি ॥"
(নাচ্চিঃ তিঃ—১০।৩)

সে অনন্ত-শয্যা তার সাদর শয়ন স্থান
সে যে তার বাল্য সখা, সদা সহ-অবস্থান।
॥২।১।৬॥

——

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এক কলা চন্দ্র ছিল, তাও অন্তর্হৃত হোলো
ঘন অন্ধকার আসি চারি ভিতে বেড়ল।

মূল গাথা

পরাজিত ভব্য মন মোরা মিলি সখিগণ
কণ্ঠে কণ্ঠ ধরি কহি বিরহ বেদনা।
লঘু হয় অবসাদ তাহাতে সাধিল বাদ
অন্ধকার আসি করে ঘোর বৈরীপণা॥
তুইও কি রে আঁধার! বিরহের ব্যথাভার
পেয়ে এত গাঢ়তর তোর অন্ধকার।
দীর্ঘকাল রিপুভাব ত্যজি' কর সদ্ভাব
সুখী হও, মুক্ত হোক্ তোর ব্যথা-ভার॥
॥২।১।৭॥

ব্যাখ্যা—

প্রতিপাদ্য মুখ্য এক ভাব আছে এ গাথার
কহি আগে, যাহা ব্যক্ত ক'রেছেন *ভাষ্যকার*১।

বিরহিণী সুরী তথা অন্য বিরহিণীগণ
মুখোমুখী দেখাদেখি মনোব্যথা করে গান।
হেন গানে ক্রন্দনে পেয়ে ব্যথা উপশম
জীবন ধারণে তবে হয় কিছু সক্ষম।
হেন কালে আসি এক অতি ঘোর অন্ধকার
ঘেরিল সবারে হায় দেখা নাহি যায় আর।
ব্যথাগান ক্রন্দন বাধা পেয়ে স্তব্ধ তায়
বিরহ ব্যথিতা সুরী অন্ধকারে ডাকি কয়।
ব্যথাহারী গান গাহি পরস্পর মুখ হেরি
ব্যথার লাঘব ছিল আমাদের সকলেরি।
হেন কালে ক্রূর অরি ওরে ঘোর অন্ধকার
এসেছো কি দিতে বাধা, বাড়াইতে ব্যথাভার!
এবে কহি এ গাথায় দ্বিতীয় যোজনা তার
ব্যাখ্যাকার কহি যান সঙ্গতি যা পূর্বাপর।
যে মন চপল সদা নহে কারো বশীভূত
সেই মন বাঁধা এবে প্রভু-গুণে পরাজিত।
যেবা স্বামী নারায়ণ নাশে অবলার প্রাণ
সেই 'প্রাপ্ত বিষয়েতে'১ পরাজিত এই মন।
আপন বস্তুতে যেবা বাৎসল্য-গুণময়
এই মন তাঁর কাছে পেয়েছে যে পরাজয়।
হেন মনে সুরী তাই 'ভব্য' মন বলি তারে
বাধক 'অন্ধকার'-বার্তা কহি যায় অশ্রুভরে—
মোরা বিরহিণী সবে মনোব্যথা কহি যাই
পরস্পর কহি' মোরা কথঞ্চিৎ শান্তি পাই।
হেন কালে হে আঁধার! কোথা হ'তে কেন আসি
আমাদের ঘেরি ঘেরি বসিয়াছে পাশাপাশি।
তুমিও মোদের মত বিরহ-ব্যথিতা কিরে
সে ব্যথার শান্তি আশে ব'সেছো মোদের ঘিরে।
এখানে বসিলে কিরে পাবি তোর নায়কেরে
পাবি ফিরে সেই মন, হরিয়াছে সে যে তারে।
তুই যে বাধক মোদের আমরা যে বাধ্য হই
মোরা সবে এক কণ্ঠ বাধক কেহ যে নাই।

১—ভাষ্যকার—রামানুজ।

১—'প্রাপ্ত বিষয়'—যে বিষয় স্বভাবতঃ সর্বদা প্রাপ্ত, উপাধিভাবে প্রাপ্ত নহে। যথা—ঈশ্বর সর্বদাই জীবের 'প্রাপ্ত বিষয়'।

পরস্পরে কণ্ঠে কণ্ঠে করি' জড়াজড়ি তাই
পরস্পর মুখ হেরি বঁধু-কথা গেয়ে যাই।
হেনকালে মাঝে আসি' কর ঘোর বৈরীপণা
বাধা দাও এই গানে ক্রুরতার নাহি সীমা।
রাবণ সে বৈরী ছিল বাধা নাহি দিল নামে
শত্রুর পতনে রাম করে অশ্রু বিমোচনে।

তথা হি—বালিবধে রামচন্দ্র—

"ইত্যেবমার্ত্তস্য রঘুপ্রবীরঃ শ্রুত্বা বচো বাল্যনুজস্য তস্য।
সঞ্জাতবাষ্পঃ পরবীরহন্তা রামো মুহূর্ত্তং বিমনা বভূব॥"
(রাঃ কিঃ ২৪।২৪)

উভ-বৈরী হ'তে ভিন্ন তোর যে স্বভাব দেখি
তোর কি উচিত নয় মোদের দুঃখে সমদুঃখী?
মোরা কিন্তু চাহি তোর ব্যথা হোক পরিহার
সুখী হও, মুক্ত হোক্ তোর যত ব্যথাভার।

এই গাথা সুরীবাক্যে সিদ্ধান্ত যে প্রকাশয়
অন্ধকার 'ভাব-বস্তু'১ সে 'অভাব-বস্তু' নয়।

প্রভাক্ষয়ে সঙ্কোচে করে যে সে অবস্থান
বিরহে সে নষ্টকান্তি বাক্যব্যয়ে অক্ষম।
এত ভাবি কহে সুরী, "তার ক্লেশ মহান্ অতি
তব দুঃখে দুঃখী মোরা, দুঃখ যাক্, হও সুখী।"
॥২।১।৭॥

—

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অন্ধকার ভয়ে সুরী ইতি উতি নেহারয়ে
আঁধারবরণ সিন্ধু-প্রবাহে তার দৃষ্টি পড়ে।
সমুদ্রপ্রবাহ সে যে অনলস বহি' যায়
মড়লগ্রাহিনী* যথা দেখি সুরী কহে তায়।
তুই ও কি বিদ্ধা ওরে! পাপিনি আমার ন্যায়
শকট-অসুর-হারী-ভঞ্জন ব্যাপারে তার।

মূল গাথা

ঘন অন্ধকার বর্ণ মহাজল সিন্ধুস্রোত!
অতীব অজ্ঞানী হ'য়ে দিবানিশি ওতপ্রোত।
বহি' যাও, নাহি নিদ্রা, কেবা দিল এই দশা,
কার প্রতি মজিয়াছ, করিতেছ কার আশা?
পদ প্রসারণে নাশে শকট যে সর্বেশ্বর,
তাহার আশায় ডুবি, ব্যথিতা বিফলে তার?
॥২।১।৮॥

ব্যাখ্যা—

ঘনসার অন্ধকার তেমতি বরণ যার
সেই মহাজল-সিন্ধু নিয়ত প্রবাহ তার।
মহান অজ্ঞানে ভরা অহর্নিশ নিদ্রা নাই
অবিরাম বহি' যাও, অবসাদ নাহি তায়।
কে করিলা হেন দশা পুছে বিরহিণী সুরী
হতাশ গো কার প্রেমে, কার তরে ভ্রম ফিরি?
অসুর-আবিষ্ট হেন শকটে শয়ান মরি
স্তন্যদানে জননীর বিলম্ব অছিলা করি।
হেলায় পদ-প্রসারণে নাশিয়া শকটাসুরে
অতি শিশুকালে যেবা সাধে মহা উপকারে।
প্রণয়িনী মোর পরে তার কৃপা বরিষণে,
মহতী ভরসা রাখি ডুবেছো কি তার প্রেমে?
সে আশা বিফল হেরি' বিরহ-ব্যথিতা হ'য়ে
পাগলিনীপারা কিরে নিরন্তর চলো বেয়ে?
॥২।১।৮॥

—

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সমুদ্র-প্রবাহে অন্ত দেখিতে না পেয়ে সুরী
তথা হ'তে ভ্রান্ত হ'য়ে শুতিলা শয়নোপরি।
শয্যাপার্শ্বে প্রজ্বলিত তপ্ত দীপে স্পর্শ করি
বিরহ-অনলে তপ্ত ভাবি তারে পুছে সুরী।
তুই ও কি বিরহিণী তাপিত বিরহ-জ্বরে
স্বামীর মিলন আশে বিফল হইয়ে ওরে?

---

১ 'ভাববস্তু' — যাহা অস্তিত্বযুক্ত একটি স্বতন্ত্র বস্তু, যথা—অন্ধকার আলোকের অভাবরূপী কেবল 'অভাববস্তু' নহে, কিন্তু একটি স্বতন্ত্র 'ভাববস্তু'।

* মড়লগ্রাহিনী — পৃঃ ১২৪, গাথা ২।১।৪ দ্রষ্টব্য।

মূল গাথা

অনুভবে অবিনাশী তব অনুভব-রোগে,
শোষণ হ'তেছে তব মৃদু প্রাণ রোগ-ভোগে।
বিশাল কমল-নেত্র রাতুল সে বিম্বাধর
হেন মোর স্বামী যেবা শ্রীতুলসীদামে তার।
মুগ্ধ হ'য়ে লুব্ধ ওরে দয়াশীল দীপ বল্‌
তাহাতে বিফল, তাই দহে কি বিরহানল ?

॥২।১।৯॥

ব্যাখ্যা—

ভোগে রোগ জয় হয়, প্রেম-ব্যাধি তথা নয়
এ ব্যাধি পরশে দোষ, ভোগে প্রাণ দুঃখময়।
ভগবদ্‌-অনুভবে সুকোমল মন প্রাণ
দুরারোগ্য প্রেম-ব্যাধি সমূলে করে শোষণ।
ওরে দীপ ! তোরে দেখি শিখায় বিচ্ছেদহীন
তাহে অতি তপ্ত হ'য়ে মহাদুঃখে তনু ক্ষীণ।
সর্ববস্তু প্রকাশক চক্ষুরূপী ওরে দীপ !
সর্ব উপকারক তবু ক্লেশ সর্বাধিক।
পরার্থে জীবন তোর, সবার দয়ার পাত্র
তোমার শরীরে তবু রোগভোগ সরবত্র।
মোর পানে চেয়ে যেবা বিশাল কমলনেত্রে
মোর সনে ক'য়ে কথা, রাত বিম্বাধর পত্রে।
ক্রীতদাসী ক'রে মোরে, এ হেন সে স্বামী গলে
অতি মনোহারী মরি যে তুলসীমালা দোলে।

"পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা।
আবারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষি॥"

(রাঃ অঃ ১৬।২১)

তাহে মুগ্ধা লব্ধা, পুনঃ বিফল হয়ে সেই মালে
তোরে দীপ ! দহে কিরে সে বিরহ শিখানলে।
যেবা মন্দ মন্দ বহি' কম্প দেয় তব দেহে
সে পবন এবে কি রে অগ্নিসম তোরে দহে।

॥২।১।৯॥

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সুরীর বিরহ ব্যথা হেরিয়া দয়াল হরি
আসি' দেন দরশন সব ব্যথা দূর করি'।
তবে তো স্বামীরে সুরী নিবেদয়ে করজোড়ে
প্রভু তুমি না ত্যজিহ অতঃপর কভু মোরে।

মূল গাথা

দুঃখভোগ অনুভবে আশা-রোগ নষ্ট নহে
কোমল প্রাণেতে বসি' তাহারে শোষণ করে।
প্রভুর দরশে সুরী কহে -- দুঃখে মগ্ন রাখি
দেখিয়াছো দিবারাতি আমার বিরহ-ব্যাধি।
কেশীমুখ বিদারক, যমলার্জুন-ভেদি'
জগৎ-রক্ষণকারি ! নিরাসক সে বিরোধী।
ত্রিবিক্রম অবতারে উদ্ধারিলে হৃত ভূমি
প্রলয়ান্তে সৃষ্টি স্থিতি জগৎকারণ তুমি।
হেন সর্বসংরক্ষক, রক্ষিলে দরশ-দানে
অতঃপর নাহি ত্যজ, রক্ষ প্রভু নিজ মনে।

॥২।১।১০॥

ব্যাখ্যা—

দুঃখ অনুভবে হয় অন্য ব্যাধি উপশম
প্রেম-ব্যাধি তথা নহে, আছে কিছু ব্যতিক্রম।
ইথে দুঃখ অনুভবে হয় যবে উপক্রম
হেন অনুভব হ'তে নাহি পায় সে বিরাম।
ভগবদ্‌-গুন অনুভবে প্রান মৃদু হয়
প্রেমের বিরহ-ব্যাধি এই প্রানে শুষি' লয়।

তথা হি—

"রামচিন্তাময়ঃ শোকঃ ভরতস্য মহাত্মনঃ।
অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্‌॥
বনদাহাভিসন্তপ্তং গুঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্‌॥"

(রাঃ অঃ ৮৫।১৭)

আত্মবস্তু সদাই সে অগ্নিতে অদাহ্য বটে
হেন আত্মা দগ্ধ কিন্তু বিরহ-অগ্নির তটে।

তথা হি—

"স তবাদর্শনাদার্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে।
মহতা জলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্বতঃ॥"

(রাঃ সুঃ ৩৬।৪৪)

দিবানিশি আশা-রোগে দহিতেছি আমি যথা
অবিরাম ডুবায়েছো তব অনুভবে তথা !
দূর হতে দেখিয়েছো বুঝিয়াছো ওহে কালা
তোমার বিরহে মোর কত ব্যথা কত জ্বালা।

জগৎ-রক্ষণে তার বিরোধীর নিরসনে
ক'রেছো গো কত কত অঘটন সংঘটনে।
যমলার্জুন ভেদ তুরগাসুর বিদারণ
স্তম্ভ ভূমি উদ্ধারণ, সর্বশিরে শ্রীচরণ।
আরো কত অঘটন করিয়াছ অগণন
যাহে হয় জগৎ আর আশ্রিতের সংরক্ষণ।
তুমি পুনঃ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কারণ
আশ্রিত-রক্ষণ তরে ক'রেছো জীবন পণ।
যথা হি—
"কামবৃত্তং চ সুগ্রীবং নষ্টাং চ জনকাত্মজাম্।
বুদ্ধা কালমতীতং চ মুমোহ পরমাতুরঃ॥"
(রাঃ কিঃ ৩০।৩)

যত কিছু বাধা তব মোরে দরশন দানে
দূর করি আসিয়াছ, দানিবারে দরশনে।
আগে মোর ভাগ্য দোষে গেছো যদি দূরে সরে
এবে নাহি ছাড়ি যাও, মিনতি এ কর জোড়ে।
অতীতেরে নাহি গণি', বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে
ছাড়ি নাহি যাও দূরে, রহ কাছে যাচি পদে।
যথা হি—
"ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে, ন মে দুঃখং হৃতেতি বা।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ত্ততে॥"
(রাঃ যুঃ—৫।৫)
॥১।১।১০॥

— —

দ্বিতীয় শতক, প্রথম দশক—একাদশ গাথা
(দশক-পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—
এ দশকে সমীপস্থ পদার্থেরে সুরী হেরে
ভগবদ্-অলাভে তারা সবে ক্লিষ্ট মনে করে।
এ হেন দশকে যারা নিবিষ্ট অভ্যাসকারী
তারা এ সংসারে রহি ক্লেশ ভোগ নাহি করি',
ভগবদ্-দরশে যেথা সকলে আনন্দময়
সেই দেশ লাভ করি তথায় নিবাস পায়।

মূল গাথা

**যত বস্তু সকলেরি আদি সেই জ্যোতির্ময়
তাঁর প্রতি অনিবর্ত্ত্য অনুরাগ অতিশয়।
এ-হেন কুরুকাপুরী-শঠকোপ বিরচিত
সহস্রগীতির মাঝে এ দশক অদভুত।
করয়ে অভ্যাস যেবা, বৈকুণ্ঠের দরশন
অনুভব পায় সে যে, সন্দেহের নাহি স্থান।**
॥২।১।১১॥

ব্যাখ্যা—
বিশ্লেষের পরে প্রভু মিলিয়া সুরীর সনে
ঈশ্বরের কৃত্য করে তার সত্তা নির্বহণে।
সুরীর এ মিলন কার্যে মিলি সর্ববস্তু সাথে
সর্বসত্তা রাখে তাই, 'সর্বেশ্বর' সুরী ভাবে।
*সুরীর মিলনে পুনঃ ঈশ্বর উজ্জ্বল হয়
মিলনের পূর্বে তাঁর ঈশ্বরত্ব নষ্ট প্রায়।*
একমাত্র সুরী ত্যাগে সর্ব ঈশ্বরত্ব নাশ
সুরীরে দরশ দানে তিনি সর্ব-নির্বাহক।
অতয়ে এ ফলাফল সুরীতে অর্পিত নয়
এই দুই সমর্পিত পিতা সর্বেশ্বরে তায়।
*ঈশ্বর-বিগ্রহকান্তি এ সিদ্ধান্ত পুষ্ট করে
অনুভব-সিদ্ধ সুরীর বাক্য যে প্রমাণ তারে।*
তথা হি—অভিসিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ॥"
(সং রাঃ—৮৫)

ভগবদ্-বিষয়ে সুরীর মহা অনুরাগ
কদাপি মলিন নহে সদাই এক ভাব।
*হেন অনুরাগে ভরা সুরী এ দশকে
যথা যথা নেত্র পড়ে তথা তথা দেখে।
তার ন্যায় সর্ববস্তু মহা ক্লেশ পায়
ভগবদ্-বিরহেতে অন্যথা না তায়।
আপন স্বভাব তথা দৃষ্টবস্তু-মনোব্যথা
অনুভব-সিদ্ধ সুরীর নিজ মুখে ব্যক্ত কথা।*
এ গীতি সহস্র মাঝে অন্য যত দশক হ'তে
এ দশক অদ্বিতীয় সিদ্ধ মহা অনুরাগে।
এ দশক অভ্যসন যে না করে পরিত্যাগ
বৈকুণ্ঠ দর্শনে সেত্র বঞ্চিত না হবে তার।

ভগবল্লাভে সেথা সকলেই আনন্দময়
নিত্য অনুভব তথা করিবে সে মহাশয়।

জ্ঞান-সিদ্ধ সূরী কহে—ইহা সুনিশ্চিত হয়,
ভগবৎ-প্রভাবে সে শপথ করিয়া কয়।
॥২।১।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক — দ্বিতীয় দশক

দশক তাৎপর্য—

মিলনেতে বিরহের দুঃখ দূরে যায়
মুদিত হইয়া সূরী প্রভুগুণ গায়
কমলনয়ন প্রভু তিনি সর্বেশ্বর
অন্বয়-ব্যতিরেক১ মুখে কহে আড়্‌বার।
নরবপু নরলীলায় স্বয়ং ভগবান
পুরাণেতিহাস বাক্যে করয়ে প্রমাণ।
সূরীর বিরহ-ব্যথা ছিল বাক্য অগোচর
দশম দশা২ মৃত্যু বাকী, ব্যথা শান্তি নাহি তার।
হেন কালে প্রভু আসি শ্রীমুখ দরশ দানে
তখনি পলায় ব্যথা স্থানাস্থান নাহি জানে।
মিলনে বিরহে এত সুখ দুঃখ সীমাহীন
বিষয় বৈলক্ষণ্য তার হেতু অতি সমীচীন।
ঈশ্বর মিলন কালে অন্য নাহি ভাসে মনে
তাঁহার বিরহে তথা তিনি মাত্র জাগে ধ্যানে।
সর্বেশ্বর লক্ষণ হয় কল্যাণ গুণময়
প্রথম গাথায় তাহা সূরী নিজ মুখে কয়।

তথা হি—(প্রথম গাথা)

"উজ্জ্বায়শুক্কং উজ্জ্বয়দানন্দবান্" (১।১।১)
"বিশ্বতিশুভামরাধিপতিঃ।"

পূর্ব দশকে কহি সর্বকারণত্ব তাঁর
তাঁহার পরত্ব এবে কহে *কুরুকাধিনাথ*।

তথা হি—'নিত্যস্বভাবকারণভূতঃ।' (সহ—২।১।১০)

কারণ-বস্তু তারও পরত্ব স্বভাব হেন
পূর্ব দশকে কহি পুনরুক্তি কেন শুন।
ঈশ্বরের প্রতি গুন এত চিত্ত-বিমোহন
যত কহি বাড়ে সাধ তৃপ্ত তাহে নহে মন।
ঈশ্বর বিষয়ে পুনরুক্তি যে দোষের নয়
একই গুণ সদা অনুভবে সূরী শক্ত তায়।
ভগবদ্-গুনে পুনঃ কত শক্তি কিবা কব
প্রতি গুন অনুভবে ক্ষনে ক্ষনে নব নব।
রূপে গুনে এই ভাব সদা তাঁ'তে বিদ্যমান
প্রতি রূপ গুন তাই নিত্য নব প্রাপ্য ধন।

তথা হি—

"সর্বস্মিন্ কালে প্রতিদিনমাসসম্বৎসরপ্রলয়ং
তত্তৎকালেষু মম অতৃপ্তামৃতম্।" (সহ—১।৫।৪)

নিজ অনুভব কথা কহি প্রথম দশকে
সে পরত্ব অনুভব সর্ব হৃদে যথা পশে।
তথা সর্বজীবে সূরী কহিছেন উপদেশে॥

১—অন্বয়মুখ—যথা, এ ছাত্রটি খুব পরিশ্রমী। ব্যতিরেকমুখ — যথা, ইহার কোন দিন আলস্য দেখা যায় নাই।
২—বিরহের দশদশা—চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহমৃত্যুর্দশা দশঃ॥

অন্বয়মুখেতে কহি সূরী পূর্ব দশকেতে
অন্বয় ব্যতিরেক মুখে কহে এবে একে একে।
নারায়ণ-পরত্ব পূর্বে পুষ্ট করে শ্রুতিবাক্যে১
অবতারে পরত্ব পুষ্ট পুরাণাদি বাক্যে ঐক্যে।

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ দশকে পরত্বের যত প্রতিপাদন
তাহার সংক্ষেপ কথা এ গাথায় সূরী ক'ন।

মূল গাথা

**দৃঢ় নিত্যধাম-পতি মোক্ষ আদি ফল দাতা
অগণিত গুণময় মোর স্বামী মোর ত্রাতা।
সর্বভূতে উদরেতে প্রলয়েতে রক্ষা করে
একত্রে ভোজন করি' কৃষ্ণ তবে প্রাণ ধরে।
চালক ও রক্ষক সর্বদেহে নেত্র যথা
সর্বজগতের নেত্র আমাদের কৃষ্ণ তথা।
তিনি ভিন্ন জগতের অন্য কোন নেত্র নাই
তিনি সর্ব-পরবস্তু যথা তত্ত্ব কহি তাই।**

॥২।২।১॥

ব্যাখ্যা—
দৃঢ় নিত্যধাম পতি — 'দৃঢ়' শব্দে অর্থ কহে
আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম নাশ নাহি যাহে।
*লীলা বিভূতির ন্যায় কর্মগত জন্ম নাই
হেন নিত্যধাম-পতি শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব তাই।
মোক্ষ ফল দাতা আদি অগণিত গুণবান
বিভূতিতে তথা গুণে পরত্বের নিদর্শন।*
সর্বভূতে প্রলয়েতে উদরেতে রক্ষিয়াছে
এ পরত্ব দেখায়ে সে দাসখত লিখায়েছে।
*আমাদের কৃষ্ণধন আমাদের স্বামী
প্রলয়েতে সর্ববিশ্ব ভক্ষিয়াছে তিনি।
ইহা অতি সত্য কথা ইহাতে সন্দেহ নাই
কৃষ্ণমুখরন্ধ্রে বিশ্ব যশোদা দেখিল তাই।*
চালক ও রক্ষক সর্বদেহে নেত্র যথা
সর্ব জীবের নেত্র আমাদের কৃষ্ণ তথা।

তথা হি—
"কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে ভূতমিদং বিশ্বং চরাচরম্॥"
(ভাঃ রাজসূঃ—)

নেত্রের যথার্থ অর্থ সূরী কহি যায়
ময়ূরপুচ্ছে আঁকা নেত্র সম ইহা নয়।
*এ স্বামীরে নেত্র বলি জানে ভাগবত যারা
অন্যে যারা নাহি জানে নেত্রসত্ত্বে অন্ধ তারা।*
তথা হি—
"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং উদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে।
বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দৈবং কেশবাৎ পরম্॥"
কৃষ্ণে 'নেত্র' কহি সাথে অন্বয়ে পরত্ব যথা
কৃষ্ণ বিনা নেত্র নাই, নিষেধে পরত্ব তথা।

॥২।১।১॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্বে সূরী কহে কৃষ্ণ বিনা পরতত্ত্ব নাই
কোন ব্যক্তি কহে ইথে শঙ্কার উদয় হয়।
ব্রহ্মা রুদ্রে পরতত্ত্ব কোন কোন শাস্ত্রে কয়
তদুত্তরে কহে সূরী, শুন শুন মহাশয়—
কেহ হয় ছিন্নশির, কেহ শিরশ্ছেত্তা তায়,
উভয়েরে রক্ষে যেবা, তারি তো পরত্ব হয়।

মূল গাথা

**প্রশ্ন শুনি সুরী কহে, কি পাপ ক'রেছি হায়!
ত্রিমূর্তির পরত্ব কা'র, তাও কি বুঝাতে হয়?
ত্রিলোকের পাপ নাশি' কৃপায় রক্ষক কেবা?
হস্ত-কপালী রুদ্রের পাপ-নিবর্তক যেবা,
বিনা সেই ভিক্ষাপ্রদ শ্রেষ্ঠ সিংহপুঙ্গবে
রক্ষক বা পরতত্ত্ব অন্যে কারে সম্ভবে?**

॥২।২।২॥

ব্যাখ্যা—
প্রশ্ন শুনি সূরী কহে অতি বিষণ্ণভাবে
ত্রিমূর্তির মধ্যে পরতত্ত্ব কেবা বুঝিবারে।

১—শ্রুতিবাক্য—'পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্' (তৈঃ নাঃ ১১)

রত্ন-করীষ মাঝে কত বিষমতা তায়
মন্দমতি জীবে তাহা বুঝিতে না পারে হায়!
ভগবদ্‌গুণগণ অনুভব ছাড়ি এবে
বিষ্ণুই যে পরতত্ত্ব তাই যে বোঝাতে হবে।
*সপ্তলোকে বিদ্যমান জীব যত পাপ করে
সে পাপরাশিরে যেবা কৃপায় বিনাশ করে।
নির্হেতুক কৃপা বিনা চেতনের প্রচেষ্টায়
হেন পাপ নাহি যায়, ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায়।
এ পাপ বিনাশে জীবের সম্মতি অপেক্ষা করি
কেবা রক্ষা করে তারে বিনা সর্বেশ্বর হরি!*

তথা হি—

"অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্।
পাবনঃ সর্বলোকানাং ত্বমেব রঘুনন্দন॥"
(রাঃ উঃ ৮২।৯—শ্রীরামপ্রতি অগস্ত্যবাক্য)

"ন হি পালনসামর্থ্যমৃতে সর্বেশ্বরং হরিম্।
স্থিতৌ স্থিতং মহাত্মানং ভবত্যন্যস্য কস্যচিৎ॥"
(বিঃ ১।২২।২১)

প্রথম শ্লোকেতে বিষ্ণু রক্ষক যে বিধিমুখে
দ্বিতীয় শ্লোকেতে তিনি রক্ষক নিষেধমুখে।
সাধারণ উক্তি ছাড়ি বিশেষ প্রমাণে সূরী
ব্রহ্মা ও রুদ্রের রক্ষা কহিছেন সবিস্তারি।
কেবল রক্ষণ নয়, রক্ষণ-প্রকার তায়
বিচারিলে পরবস্তু সুখে প্রতিপন্ন হয়!
যত জীব হ'তে ব্রহ্মা জ্ঞান ও শকতিধর
তাই সে জগতে খ্যাত লোকগুরু লোকোত্তর।
এ হেন ব্রহ্মার পুত্র রুদ্র মহাক্রোধে
পিতার মস্তক ছেদি' ডুবে মহাপাপে।

তথা হি—

"ততঃ ক্রোধপরিতেন সংরক্তনয়নেন চ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ছিন্নং তস্য শিরো ময়া॥"
(মৎস্যপুরাণ)

হেন পাপে ছিন্নশির হস্তলগ্ন রহে তারে
সেই পাপ নাশি' কৃষ্ণ ছিন্ন শিরে মুক্ত করে।
ব্রহ্মাদিও লিপ্ত যদি নিন্দনীয় আচরণে
বিষ্ণু আসি রক্ষা করে তা'সবার নিবেদনে।
হেন পরাক্রমশালী কৃষ্ণ সিংহপুঙ্গব
আপদ নিবৃত্তি করি তিনি সর্বরক্ষক।
হেন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বিনা অন্যে কেহ পরতত্ত্ব
নহেক সম্ভব ইহা, প্রতিপন্ন দৃষ্টান্ত।* ॥২।২।২॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

*ত্রিবিক্রমরূপে সর্বজীব-শিরে পদ-দ্বয়
সৌশীল্য গুনেতে পূর্ণ তিনি যে গো সর্বেশ্বর।*

মূল গাথা

**বৃষভ-বাহন হর, ব্রহ্মা নাভি-পদ্মজাত
কমলাবাসিনা রমা যাঁর দেহে অবস্থিত।
অপৃথক্‌রূপে যেবা নিজদেহে দেন স্থান
দিব্যরূপ হেরি' নিত্যসূরী করে প্রণমণ।
এইরূপ বাড়ি' বাড়ি' আকাশ ছাইল
ত্রিভুবনে সর্বশিরে পদ পরশিল।
হেন রূপে গুণে পূর্ণ পরম দেবতা আর
অন্য কেবা হ'তে পারে, সম্ভাবনা কোথা তার!**
॥২।২।৩॥

ব্যাখ্যা—

গরুড়বাহন যথা নারায়ণ সর্বেশ্বর
বৃষভ-বাহনরূপে গর্বিত যে তথা হর।
শ্রীনাভিকমলে জন্মি' গরবিত ব্রহ্মা আর
কমলের পরিমলে গড়া তনু কমলার।
যাঁর অনুরূপ সদা, অভিমত সদা যাঁর
দোঁহে অন্যপর[১], রমা অনন্যপরা যে তাঁর,
এ তিনের স্বরূপেরে না করি কোন বিচার।
অপৃথক্‌রূপে যিনি নিজ দেহে দেন স্থান
রূপে গুণে পূর্ণ হেন পুনঃ পূর্ণতর হন।
এটুর গুরুরে তবে শিষ্য সে *বেদান্তী* পুছে
ব্রহ্মা-রুদ্রাদির স্থান সদা কি বিগ্রহে আছে?

---

* এই গাথাটি কৃষ্ণ-পরত্বের প্রশংসাসূচক, ব্রহ্মা-রুদ্রের নিন্দাসূচক নহে।

১—দোঁহে অন্যপর — রুদ্র এবং ব্রহ্মা, শ্রীভগবান বিষ্ণু ভিন্ন, ইতরবস্তুর প্রতি তাঁহারা লুব্ধ।

ওষ্ঠ কহে, আপনে প্রভু নিজ দেহে দেন স্থান
এ হেন সৌশীল্য হেরি' দিব্যসূরী করে গান।

তথা হি—

"অপৃথক্‌ত্বেন বিভজ্য অনুভূয়মানঃ দিব্যবিগ্রহঃ।"

হেথা এ সৌশীল্য গুণে ঐশ্বর্য বলিয়া গণে
হেন গুণে পরাজিত নিত্যসূরী নিত্যধামে।
হেন রূপ গুণ স্মরি' নিতি তারা প্রণময়
এ হেন প্রভুর গুণ আরো শুন মহাশয়।
নিজ শ্রীবিগ্রহে তিনি করি অতি বিবর্দ্ধন
অধঃ ঊর্দ্ধ মর্ত্ত্যময় ভরিল এ ত্রিভুবন।
হেন ত্রিবিক্রমবেশে নিজ পদ প্রসারিয়ে
পরশিলা যক্ষ রক্ষ সুর নর আদি শিরে।
হেন রূপ গুণময় হেন দিব্যচেষ্টা তথা
সর্বেশ্বর সমাধিক দেবতা বা আছে কোথা?
ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ, রুদ্রের হস্ত-কপাল
ইন্দ্রের স্বরাজ্য নাশ আরো আরো যে সকল।
কষ্টভোগ দেবতার শাস্ত্রমুখে দেখি যথা
সে ক্লেশের অতীত বিষ্ণু, তিনি ক্লেশ-পরিত্রাতা।

॥২।২।৩॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক --- চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আদিকারণ, সুকুমার—এই দুই গুণ যাঁর
তিনিই তো নিয়ামক, তিনিই তো সর্বেশ্বর।

মূল গাথা

**সর্বদেব সর্ববস্তু উৎপাদন করিবারে
স্বনাভিকমলে যেবা চতুর্মুখ সৃষ্টি করে।
হেন আদি সৃষ্টিকর্ত্তা আদিদেব স্বামী বিনা
সমীচীন নহে কভু অন্যদেবে পুষ্পার্চনা॥**

॥২।২।৪॥

ব্যাখ্যা—

সুর নর আদি বস্তু সৃষ্টি লাগি চারিদিকে
নাভি-পুষ্পে সৃজে প্রভু আদিদেব চতুর্মুখে।
হেন সৃষ্টিলীলা যাঁর পুষ্পসম সুকুমার
সেই মোর স্বামী বিনা অন্য কারে ভজি আর।
সৃষ্টি আদি উপকারে সৃষ্টি উপযোগী গুণে
দাসখত লিখায়েছে হেন মোর স্বামী ধনে।
অন্য দেবে পুষ্পার্চন তথা তার সমর্চন
সমীচীন নাহি হয় জানিহ সংসারিগণ।
ভীষ্মদেব দীর্ঘকাল পরত্ব বিচার করি
পরত্ব স্থাপন করে কৃষ্ণজনার্দনোপরি।

তথা হি—'স এব পৃথুদীর্ঘাক্ষঃ সম্বন্ধী তে জনার্দনঃ।"
(ভাঃ রাজসূঃ)

অর্চনীয় দেব বলি কৃষ্ণে করে বরণন
হেন সহদেবে তবে পুষ্পবৃষ্টি বরিষণ।

'অর্চ্যমর্চিতুমিচ্ছামঃ সর্বে সম্মন্তুমর্হথ।' (ভাঃ রাজসূঃ)

॥২।২।৪॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

*নয়ন-সৌন্দর্যে যিনি 'পুণ্ডরীক' নামে খ্যাত
তিনিই যে সর্বেশ্বর এ সিদ্ধান্ত সর্বজ্ঞাত।*

মূল গাথা

**সৃষ্টি উপযোগী গুণে যিনি সর্ব গুণবান
সর্ববস্তু সৃজনেতে সর্ব আদি কারণ।
শ্রেষ্ঠ দেবজাতি তথা সর্ববস্তু উৎপাদনে
যিনি যোগ্যতম সেই স্বামী কমলনয়নে।
যিনি পরজ্যোতি-বস্তু তদুপরি অন্যদেবা
শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব আছে এ কথা কহিবে কেবা?**

॥২।২।৫॥

ব্যাখ্যা—

*সৃষ্টিকরণোপযোগী জ্ঞান শক্তি গুণে ভরা
সর্ববস্তু উৎপাদনে একাই কারণ যারা।
সর্ব কার্যবস্তুর, আদি যে মূল প্রকৃতি
তারও আদিভূত তিনি, মূলতম সে অনাদি।
তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে সকলি সৃজন
'বহু স্যাম্' বাক্য তাই, শ্রুতির কথন।*

ব্রহ্মা রুদ্র দেবগন শ্রেষ্ঠ মধ্যে গন্য
বিষ্ণু সর্বশ্রেষ্ঠ যেবা জানে সেই ধন্য ।

তথা হি—

"জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ ।
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণস্তদা ॥"

(রাঃ বাঃ ৭।৫।১৯—দেবগণপ্রতি ব্রহ্মাবচন)

রক্ষকত্ব গুণেরও অভাব যদি থাকে তাঁর
তবু তিনি মোর স্বামী রূপে পরাজিত যাঁর ।

শীতল সুন্দর তাঁর নয়নকমল দুটি
কিঙ্কর ক'রেছে মোরে, যথা সদা সে মারুতি ।

তথা হি—

"রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সর্বসত্ত্বমনোহরঃ ।
রূপদাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ প্রসূতো জনকাত্মজে ॥"

(রাঃ সুঃ ৩৫।৮—সীতাপ্রতি হনুমানবচন)

তিনি পরজ্যোতিরূপ শ্রুতিবাক্য কহি যায়
এ বিষয়ে জ্ঞাতা যেবা সেই অতি ধন্য হয় ।

তথা হি—"পরজ্যোতিরূপ সংপদ্য ।" (ছাঃ উঃ)
"নারায়ণঃ পরো জ্যোতিঃ ।" (তৈঃ নাঃ উঃ)
"স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়েশিতৃত্বং
নারায়ণত্বয়ি ন মৃষ্যতি বৈদিকঃ কঃ ।
ব্রহ্মা শিবঃ শতমখঃ পরমস্বরাড়ি-
ত্যেতেঽপি মহিমার্ণববিপ্রুষস্তে ॥" (স্তোত্ররত্ন)

এ হেন বৈদিক-বাক্যে অসহিষ্ণু যদি কেহ
অবৈদিক তারে কহি, জাতি যে নিরূপণীয় ।

যথা হি—"বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্ত সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যাপি ।
ব্রাহ্মণ্যং ন ভবেৎ তস্য……॥" (পদ্মপুরাণ)

॥২।২।৫॥

——

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রলয়ে বিপদে যেবা করয়ে উদ্ধার
'আপৎ-সখা' নামে খ্যাত, তিনি সর্বেশ্বর ।

মূল গাথা

প্রলয়ে আপদে যত চেতনাচেতন
যাঁর মধ্যে প্রবেশিয়ে সুখে অবস্থান ।
জ্ঞানপূর্ণ জ্যোতির্ময় তাদের রক্ষণে তদা
অর্ণবশায়ী যিনি, তিনি সর্বেশ্বর সদা ॥

॥২।২।৬॥

ব্যাখ্যা—

চেতনাচেতন মিলি সর্ববস্তু সংঘটিত
প্রলয়-আপদে সবে যাঁর উদরে সমাশ্রিত ।
আয়াস বিনাই তাঁহে সুখেতে প্রবেশ যথা
সমগ্র প্রলয়কালে সুখে অবস্থান তথা ।

তথা হি—

"যচ্চ কিঞ্চিন্ময়া লোকে দৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
তদপশ্যমহং সর্বং তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ ॥"

(ভাঃ আঃ ১৮৮।১২৩)

যাঁর সঙ্কল্পমাত্র এ হেন রক্ষন
যিনি হেন জ্ঞানপূর্ন হেন বিচক্ষন ।
রক্ষনে সফল মানি যিনি দীপ্ত তেজোময়
প্রলয়ার্নবে যিনি সুখেতে শয়ান রয় ।
এ হেন 'আপৎ-সখা' রক্ষন-স্বভাব যাঁর
তিনিই তো পরবস্তু তিনিই তো সর্বেশ্বর ।

॥২।২।৬॥

——

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অঘটন সংঘটনে যিনি পটীয়ান্
তিনি পরতত্ত্ব সর্বেশ্বর ভগবান ।

মূল গাথা

সপ্তলোক ভক্ষিয়া যে অতি ক্ষুদ্র শিশুরূপে
কণীয় উদরে রাখি মহাপ্রলয়ার্ণবে ।
তাহে বটপল্লবে মহাসুখে যে শয়ান
হেন মহামায়ী তিনি বলিষ্ঠ উদরবান ।
অতীব উদার স্বামী অন্ত তাঁর কেবা পায়
তাঁহার কপট মায়া মনোবৃত্তি বুঝা দায় ।

॥২।২।৭॥

ব্যাখ্যা—

শয্যা যাঁর সদ্যোজাত বটপত্রোপরি
সপ্তলোক উদরে রাখি শয়ান আনন্দভরি ।

অতি ক্ষুদ্র শিশুরূপে শুতিয়াছে মহাসুখে
সপ্তলোকে যত জীব সকলেরে সুখে রাখে।
যে ক্ষুদ্র উদরে তবু থাকে বহু অবকাশ
এ হেন উদার তাঁর উদরের পরকাশ।

সর্বজীব তাঁর বস্তু, তিনি যে গো সর্বস্বামী
তাদের রক্ষণে তাই এত যত্নবান তিনি।
এ ব্যাপার দরশনে, অন্তঃমনোবৃত্তি তাঁর
অজ্ঞাত কপট মায়া সবারে বিস্ময়কর।

হেন মায়ী যেবা করে অঘটন সংঘটন
তিনি সর্বরক্ষক, সর্বেশ্বর ভগবান।

॥২।২।৭॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সৃষ্টি ও পালন কার্য যাঁহার অধীন রহে
তাঁরেই তো সর্বেশ্বর পরবস্তু সবে কহে।

মূল গাথা

যত দেবগণ তথা বিশ্ববস্তু সমুচয়
যাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে ক্ষণে উৎপাদিত হয়।
উৎপাদন করি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু অনুসারে
তাদের রক্ষণে পুনঃ সদা মনে চিন্তা করে।
রক্ষণস্বভাবশীল হেন মায়ী স্বামী বিনা
রক্ষক ও সর্বেশ্বর আছে কেবা তা জানি না!

॥২।২।৮॥

ব্যাখ্যা—

যাঁহার সঙ্কল্পে দেবগণ অন্য বস্তুচয়
ক্ষণভরে উৎপাদিত সারাবিশ্ব ভরি' যায়।
ত্রিভুবনে সর্ববস্তু দৃঢ় স্থিতিযুক্ত করি
প্রতি বস্তু অনুরূপ রক্ষণ উপায় স্মরি।
রক্ষণ করেন সদা রক্ষণস্বভাব যাঁর
সেই মায়ী[১] স্বামী বিনা সর্বেশ্বর কেবা আর!

তথা হি—

"ন হি পালনসামর্থ্যমৃতে সর্বেশ্বরং হরিম্।
স্থিতৌ স্থিতং মহাত্মানং ভবত্যন্যস্য কস্যচিৎ॥"

(বিঃ ১।২২।২১)

॥২।২।৮॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যাঁহার অধীন হয় সৃষ্টি স্থিতি সংহার
তিনিই তো পরতত্ত্ব, তিনিই তো সর্বেশ্বর!

মূল গাথা

স্থিতিকালে স্বামী কৃষ্ণ করিলা রক্ষণ
প্রলয়ে বিবিধ জীবে একীকরণ।
সৃষ্টিকালে চতুর্মুখ স্বনাভিকমলে
দেবগণ দেবস্থান সকলি সৃজিলে।
হেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সঙ্কল্পে যাঁহার
তিনিই তো পরতত্ত্ব তিনি সর্বেশ্বর।

॥২।২।৯॥

ব্যাখ্যা—

পালনের কর্তা যিনি রক্ষাকর্তা আর
হেন সর্বেশ্বর কৃষ্ণরূপে অবতার।

তথা হি—

"ন সম্পদাং সমাচারে বিপদাং বিনিবর্তনে।
সমর্থো দৃশ্যতে কশ্চিৎ তং বিনা পুরুষোত্তমম্॥

প্রলয়ে সংহারকালে কার্যরূপী জগতেরে
পঞ্চভূতে এক করি যেবা আত্মসাৎ করে।
প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে পুনঃ স্ব-নাভিকমলে
উৎপাদিয়া চতুর্মুখে সৃজনের আজ্ঞা দিলে।
সাথে সাথে সৃজনের জ্ঞান ও শক্তি কৈলে দান
যাহে সৃষ্ট দেবগণ তাদের আবাসস্থান।
এ হেন সে সর্বস্বামী কৃষ্ণরূপে অবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা তিনিই তো সর্বেশ্বর।

॥২।২।৯॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যুক্তি তথা শাস্ত্রবাক্যে করিনু নিশ্চয়
কেবা সর্বেশ্বর কেবা পরতত্ত্ব হয়।
ব্রহ্মা রুদ্রেন্দ্রাদি দেবে যদি কহ সর্বেশ্বর
তাহাদেরও স্তুতিবাক্য দেখিয়া নির্ণয় কর।

---

[১] মায়ী—আশ্চর্য কার্যকরণসমর্থ।

মূল গাথা

সর্বেশ্বর পরাৎপর তুমি গরুড়বাহন
তব পদাশ্রয় করি যত যত দেবগণ।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি সকলে মিলিয়া
স্তুতি করে নানা ভাবে গুণ প্রকাশিয়া।
জগৎসৃজনকারি, হে স্বামি কপটাচার!
তোমার ছলনা বুঝে এ হেন শক্তি কার?

॥২।২।১০॥

ব্যাখ্যা—

লক্ষ্মীসহ বিরাজিত যথা নারায়ণ
সেথায়[১] প্রবেশ লাভে হইয়া অক্ষম।
প্রার্থয়ে সিন্ধুতীরে ব্রহ্মা আদি দেবগণ
তাদের দরশ দানে করে প্রভু আগমন।
বাহন গরুড়োপরি সুখে করি আরোহণ
মহোৎসবে নৃত্যশীল হস্তীপদে মর্দমান।
মহতী জনতা যথা সুখে করে দরশন॥
হেথা তথা দর্শনার্থী যত যত দেবগণ
গরুড়-মর্দিত হ'য়ে দর্শ-সুখে নিমগণ।
করে তারা স্তুতি নতি নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ তরে
সর্বেশ্বর নারায়ণ সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করে।
বিষ্ণুর উদ্দেশে উমা সহিতে শঙ্কর
প্রার্থনা করিয়ে কহে, জুড়ি দুটি কর।
তথা হি—

"অঞ্জলিং সম্পুটং কৃত্বা বিষ্ণুমুদ্দিশ্য শঙ্করঃ।
উময়া সার্দ্ধমীশানো মাহাত্ম্যং বক্তুমৈহত॥" (হরিবংশ)

'রুদ্রের প্রাধান্য হোক্' — এই বরদানকালে
কৃষ্ণে কহে রুদ্র—যাহে এই বর দৃঢ় ফলে।
আপনিও এক বর মাগি লও আমা হ'তে
তব বর সত্য বলি' জগৎ জানিবে তবে।
এত শুনি কৃষ্ণ কহে, 'তথাস্তু' শঙ্কর,
রুক্মিণী সহিতে গিয়া মাগেন এক বর,
'এক পুত্র লাভ তরে রুক্মিণীর অভিলাষ'—
বর মাগি' কৃষ্ণ মোর পূরালেন সেই আশ।

১ সেথায় — ক্ষীরার্ণবে নাগপর্যঙ্কোপরি।

সাথে সাথে কৃষ্ণ-স্তুতি রুদ্রের সকাশে
রুদ্রের প্রাধান্য যাহে লোকেতে প্রকাশে।
তথা হি—

"নমো ঘণ্টায় কর্ণায় নমঃ কটকটায় চ॥" (হরিবংশ—কৈলাসযাত্রায় রুদ্র প্রতি কৃষ্ণস্তুতি)

স্তুতি শুনি শ্রোতা এক ব্রাহ্মণ কহয়ে
অনভ্যস্ত কণ্ঠে স্তুতি বিভ্রান্ত শুনয়ে।
এত বিবরণ কহি' কহে সূরী, হে স্বামিন্,
ব্রহ্মা রুদ্রেন্দ্রাদি স্রষ্টা পরম স্বাধীন!
সেই সব দেবগণ যুক্ত হ'য়ে স্বজনগণে
স্তুতি নতি করে তোমা আসি তব সন্নিধানে।
তথা হি—"ব্রহ্মঃ মণিময়দীর্ঘরথেন।"
(তিঃ পঃ ঞ—যোগিবাহন আড়্বার)
হেন সর্বেশ্বর তবু হেন কপটাচরণে
রুদ্রদেবে স্তুতি করে স্বরূপের আচ্ছাদনে।

॥২।২।১০॥

দ্বিতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — একাদশ গাথা
(দশকের পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

দৃঢ় চিত্তে এ দশক অভ্যাস যে করে
না হবে পরত্ব বুদ্ধি অন্য দেবতারে।

মূল গাথা

সর্বদেবতার স্তুত ত্রিবিক্রম নটবরে
যে প্রবন্ধে কুরুকেশ শঠকোপ স্তুতি করে।
সে সহস্রগীতি মাঝে এ দশক অভ্যাসে
অন্য দেবতার প্রতি পরবুদ্ধি সে বিনাশে॥

॥২।২।১১॥

ব্যাখ্যা—

সর্ব দেব সর্ব জীব স্তবন প্রার্থন
শুনি শিরে হর্ষভরে ধরে স্বচরণ।
তথা হি—

"সংঘৈঃ সুরাণাং দিবি ভূতলস্থৈ-
স্তথা মনুষ্যৈর্গগনে চ খেচরৈঃ॥
স্তুতঃ ক্রমাদ্যঃ প্রচকার সর্বদা।
মমাস্তু মাঙ্গল্যবিবৃদ্ধয়ে হরিঃ॥ (বিঃ ধঃ)

পদ প্রসরণকালে নর্ত্তন ভঙ্গিমা হেরি'
বিগ্রহ-সৌন্দর্যে ডুবি জাতরতি শ্রীশঠারি-

বিরচিত শ্রেষ্ঠ এই 'তামিল-বেদান্ত' মাঝে
পরবস্তু নির্ণায়ক শ্রেষ্ঠ এ দশক রাজে।
এ হেন দশক পাঠে সমর্থ যে জন
অন্য দেবে শ্রেষ্ঠ বলি নষ্ট তার ভ্রম। ॥২।২।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতুগু অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক — তৃতীয় দশক

দশক তাৎপর্য—

সর্বরস কমলনয়নে হেরি' অন্তরে
সুখের অমৃত-সিন্ধু সেই রসে ডুবি' রহে।
হেন সুখে সদা মগ্ন নিত্যসূরিগণ সাথে
কবে সঙ্গলাভ হবে, কহে সূরী তৃতীয়েতে।
দ্বিতীয় দশকে সূরী প্রাসঙ্গিকরূপে
পরত্ব প্রমাণ করে যুক্তি-শাস্ত্রমুখে।
প্রথম দশকে সূরীর বিরহের আর্ত্তিভাবে
করে নিরসন হরি দরশন দানে তবে।
স্বচেষ্টায় লভ্য ফল হয় পরিমিত
প্রভুর প্রদত্ত ফল সে অপরিমিত।
অতয়ে এ-হেন ফল সমাধিক বরজিত
সূরী-অনুভূত রস নিতি নব অদভুত।
পূর্ণ রসাস্বাদ তরে সহায়ক মর্ত্ত্যধামে
নাহি কেহ, আছে মাত্র নিত্যসূরী নিত্যধামে।
এত জানি এ দশকে সূরী করে অন্বেষণ—
নিত্যসূরী সঙ্গে যাহে অনুভবে নিমগণ।
নিত্যসূরী নিত্য জ্ঞানী নিত্য অনুভবে সুখী
দরশ পরশ সেবা আদি কার্যে অভিমুখী।
সীতা সনে রামচন্দ্র যথা হৃদি সমর্পিত
সূরী সনে সর্বেশ্বর তথা সদা অবস্থিত।

তথা হি—

"রামস্তু সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূন্ ঋতূন্।
মনস্বী তদ্গতস্তস্যা নিত্যং হৃদি সমর্পিতঃ॥"
(রাঃ উঃ)

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

রাজ্যভ্রষ্ট রাজপুত্রে পুনঃ রাজ্যে প্রবেশনে
সহায়ক যেবা তারে প্রশংসে কৃতজ্ঞ মনে।
তথা সূরী এ গাথায় প্রশংসয়ে নিজ মনে
সহায়ক মানি' চিরচ্যুত প্রভু সম্মিলনে।

মূল গাথা

দেহে বর্দ্ধমান মন! চিরজীব সাধু তুমি!
তোর দ্বারা লভিয়াছি চিরদিনে মোর স্বামী
নিত্যসূরী-স্বামী যথা সুখী উভয়ে মিলনে
মধুসূদন অবতরি মিলে তথা মোর সনে।
মধু ক্ষীর ঘৃত ইক্ষুরস সুধারস সম
তিনি মিলি হরষিত, হর্ষে অন্ত নাই মম॥
॥২।৩।১॥

ব্যাখ্যা—

অত্র 'বর্দ্ধমান' শব্দে বুঝ 'বর্ত্তমান'
বর্ত্তমান রহি' দেহে জীব মোর মন।
মোরে সুখ দান করি' রহ অনুক্ষণ
মাংসল দেহে কর ভাবের বর্দ্ধন।
নিত্যধামে নানা দেহে যত যত অনুভব
বিণ্মূত্রময়১ এ দেহে দিতেছো গো সেই সব।
চিরকাল সাংসারিক অনুভবে ছিনু ডুবে
অপ্রাকৃত দিব্য অনুভবে ডুবাতেছ এবে।
হেন মহা উপকারে উপকারী ওরে মন!
সাধু তুমি, অতি সাধু! ধর চির সুজীবন।
'মন' শব্দে বুঝ হেথা আত্ম-ধর্মভূত জ্ঞান২
এই জ্ঞান নিত্য তবু, সুরী কহে—'ওরে মন!
ধর চির সুজীবন' — তার অভিপ্রায় শুন
মম মোক্ষ-হেতু হ'য়ে কাটাও চিরজীবন।
তথা হি—

'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।'
(বিঃ ৬।৭।২৮)

সর্বেশ্বরও নিত্যবস্তু অনাদি সম্বন্ধ তাঁর
সদা মোরে ধরিবারে আগোরি করে সঞ্চার।
তথা হি—"সাম্মুখ্যেন পরিতো অবরুদ্ধ্য সঞ্চরতি।"
(সহ—২।৭।৬)

তথাপি ধরিতে নারে তুমি ছিলে যে বিমুখ
এখন আমি সুখী, তুমি ভগবদ্-অভিমুখ।
হেন অভিমুখ হ'য়ে দীর্ঘ আয়ু লভ মন
যাহে হেন ফলে থাকি অবিচ্যুত অনুক্ষণ।
এবে কহিছেন সুরী এই ফল বিবরণ,
স্বরূপ, মহিমা তথা উপভোগ-পরিমাণ।
নিত্যসুরী-নাথ তিনি অবতরি ধরাধামে
জগতের হিত সাধে মধুবৈরী বিনাশনে।

হেন অবতারে পুনঃ বৈমুখ্য-বৈরী নাশি'
দাস্যে নিয়োজিলা মোরে দর্শি' রূপগুণরাশি।
তাঁহার বিরহে সবে ক্লিষ্ট ভাবি খিন্ন আমি
মোর লাভে ব্যর্থ হ'য়ে অবসন্ন মোর স্বামী।
তথা হি—(সহ—২।১।১ ; ২।৭।৬)

তিনি মোর নিত্য প্রভু, আমি তাঁর নিত্যদাস
তিনি হন কৃষিকর্ত্তা, কৃষি-ফল আমি তাঁর।

এ হেন সম্বন্ধী প্রভু আসি মিলে মোর সনে
এ মিলনে তাঁর সুখ, মোরে হর্ষ অগণনে।
সহস্রের সনে এক সাগরেতে গোষ্পদ
তথা তাঁর সনে মোর মিলনের সম্পদ।
এ মিলনে সর্বরস হয় পূর্ণ ফলীভূত
সে আস্বাদে ধন্য আমি নিরুপম অদভুত!
এই ফলই নিত্যধামে যত নিত্যসুরীগণে
রোমন্থন করি' করি' তৃপ্ত নিত্য আস্বাদনে।
হেথায় তথায়৩ এই ফল যদি একই হয়
নিত্যধাম অন্বেষণে কিবা প্রয়োজন তায়?
তদুত্তরে সুরী কহে — প্রয়োজন কহি শুন,
সহায়, উৎকর্ষ তথা অবিচ্ছিন্ন সে মিলন।
সুরী কহে, এ মিলনে রস-পরিচয় শুন,
মধু ক্ষীর ঘৃত ইক্ষুরস সুধারস সম।
যামুনাচার্যোক্ত অর্থ শিষ্য *মালাকার* কহে—
একজাতীয় দ্রব্য মিলনের রস তাহে।
মধু সাথে মধু তথা ঘৃত সাথে ঘৃত
ক্ষীর সাথে ক্ষীর তথা অমৃতে অমৃত!
পরস্পরে মিলি যথা ঘনিত সুস্বাদ
প্রভুর মিলনে সুরীর তথা রসাস্বাদ।
ভাষ্যকার রামানুজে করি ভিন্ন ব্যাখ্যা তার
উদঘাটন করে এক নব সিদ্ধান্তের দ্বার।

---

১ বিণ্মূত্রময় দেহ—

মাংসাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপ্যসৌ॥"
(বিঃ ১।১৭।৬৩)

২—মন হইতেছে অচিৎ বস্তু, আত্মা হইতেছে জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞান গুণবিশিষ্ট বস্তু। এই জ্ঞানরূপ গুণকে বলা হয় আত্মার ধর্মভূত জ্ঞান। এখানে এই ধর্মভূত-জ্ঞানকে সুরী 'মন' বলিয়া আহ্বান করিতেছেন।

৩—হেথায় তথায়—নিত্যধামে এবং এই সংসারে।

মধু ক্ষীর ঘৃত ইক্ষুরস ও অমৃত ধন
এই পঞ্চ হয় সর্ব রসের উপলক্ষণ।
ঈশ্বরের সাথে সূরীর মিলনের কালে
সর্বরসের মহোৎকর্ষ তখনই তো ফলে।
'সর্বরস সর্বগন্ধের'১ ইহাই মহিমা
ভক্তের মিলনে উথলয়ে মাধুরিমা।
হেন রসোৎকর্ষ ভক্ত যাহে করে অনুভব
তথা তার সনে প্রভুর মিলন যে অভিনব।
জ্ঞানানন্দ বস্তু তিনি এ হেন মিলনে তাঁর
সর্বরস উলসিত, পরিমাণও বৃদ্ধি তার।
হেন পরিমাণ সূরীর প্রত্যক্ষ দর্শন
প্রতি রস ভিন্ন দ্রব্য ইহাই প্রমাণ।
সিদ্ধ ভক্তের এই অনুভব ও দরশনে
প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয় তত্ত্ব প্রতিপাদনে।
॥২।৩।১॥

——

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বিগত গাথায় সূরী প্রশংসিলা নিজ মনে
এ গাথায় *গোবিন্দার্য*১ কালক্ষেপে-গোষ্ঠী সনে।
পুছিলেন এ আত্মার আদি গুরু কেবা হয়?
স্বাচার্য প্রথম গুরু কোন জ্ঞানাধিক কয়
গোবিন্দাচার্য পুনঃ পুছে ভক্তসমুদয়॥
কেহ কহে আদি গুরু হ'ন সেই শ্রীবৈষ্ণব
যাঁহার মাধ্যমে হয় দীক্ষাগুরু লাভ।
ইহা তো সঠিক নহে, এত কহি তবে
আপনে কহিলা গুরু যতেক বৈষ্ণবে।
আদি গুরু সর্বেশ্বর সর্বমাঝে যাঁর স্থিতি
মনে বশীভূত করি' লয় যোগ্য অনুমতি।
ঈশ্বর-বিযুক্ত মোরে যোজয়িতা সে চরণে
হেন ভাবি' সূরী যবে প্রশংসয়ে নিজ মনে।
বিচার উঠিল তার, হেন মনে গুরু যিনি
সে ঈশ্বরই আদি গুরু, তাঁর গুণ গাহি আমি।

১ "সর্বরসঃ সর্বগন্ধঃ"। (ছাঃ উঃ)
১ গোবিন্দার্য — শ্রীরামানুজের শিষ্য। জ্ঞানী, গুণী, মহান্ আচার্য।

মূল গাথা

সদৃশ-অধিক শূন্য তুমি মহামায়ী
সজাতীয়রূপে অবতার লহ তুমি।
সর্বজীবে আত্মারূপে সরবত্র বিরাজিত
অবকাশ অন্বেষিয়ে তাদের উজ্জীবনে রত।
প্রসবিত্রী মাতারূপে সর্ব প্রিয়কারক
উৎপাদক পিতারূপে সর্ব হিতধারক।
অজ্ঞাত-জ্ঞাপকরূপে উপকারী গুরু তুমি
তোমাকৃত উপকার এ দাস কিছু না জানি॥
॥২।৩।২॥

ব্যাখ্যা—
কৃতজ্ঞতাভরে সূরী আহ্বানিয়া সর্বেশ্বরে
তাঁর গুণপনা স্মরি একে একে গান করে।
আমা হেন অকিঞ্চনে ক'রেছো স্বীকার তুমি
হেন নির্হেতুক কৃপা স্মঙরি আকুল আমি।
তোমার সদৃশ নাই, অধিক কোথায় পাই!
তুমি স্বয়ং শ্রিয়ঃপতি, কোনই দারিদ্র্য নাই।
তথা হি—
"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" (শ্বেঃ উঃ ৬)
হেন অদ্বিতীয় তুমি, তুমি যে গো মহামায়ী
তব অবতারলীলা অতীব আশ্চর্যময়ী।
ইতরজাতীয় হ'য়ে তব নানা অবতার
ক্ষুদ্র বৃহৎ চরাচর নাহি যে কোন বিচার।
ব্রহ্মা রুদ্র দেব মধ্যে বিষ্ণু প্রথমাবতার
দেবজাতি মধ্যে ইন্দ্র-অনুজ উপেন্দ্র আর।
রাম কৃষ্ণ অবতারে ধরিলে মানুষী তনু
বরাহাদি অবতার তির্যগ্‌ যোনিতে পুনঃ।
স্থাবর অবতার হয়ে দণ্ডক বনেতে তুমি
কুব্জ আম্রবৃক্ষরূপে সৌলভ্যের সীমাভূমি।
তথা হি—
"ব্রহ্মেশমধ্যগণনা গণনার্ক-পংক্তা-
বিন্দ্রানুজত্বমদিতেস্তনয়ত্বযোগাৎ।
ইক্ষ্বাকুবংশযদুবংশজনিশ্চ হন্ত,
শ্লাঘ্যান্যমূন্‌পমস্ত পরস্ত ধাম্নঃ॥"
(অতিমানুষস্তব—১৫)

সর্ব অবতারে পাই সৌলভ্যের পরিচয়
স্বজাতীয় অবতারে জীবের স্বাচ্ছন্দ্য তায়।
পরত্বের সহ যদি হয় অবতার
সমীপে গমন তাহে হয় যে দুষ্কর।
নৈচ্য সহ অবতারে উপেক্ষার পাত্র হয়
সজাতীয় অবতারে অতো সফলতা তায়।
তুমি পুন আত্মারূপে করি অবস্থান
প্রতি জীবে সত্তা তার করহ ধারণ।
কিবা নিজ হিত জীব জানে বা না জানে
প্রতি জীবে হিত জানি করহ সাধনে।
প্রসবিত্রী মাতারূপে তুমি সর্ব প্রিয়কারী
উৎপাদক পিতা হ'য়ে তুমি সর্ব হিতধারী।
তুমি পুন গুরুরূপী অজ্ঞাত-জ্ঞাপক
জ্ঞান বিকাশ করি জীবে উদ্ধারক।

তথা হি—

যস্মাদ্ধর্মানাচিনোতি স আচার্য-
স্তস্মৈ ন দ্রুহেৎ কদাচন।
স হি বিদ্যাতস্তং জনয়তি তৎ শ্রেষ্ঠং জন্ম
শরীরমেব মাতাপিতরৌ জনয়তঃ॥ (আপস্ত)

জীবোদ্ধারই মোর ব্রত[১] রাম অবতারে কহ
কৃষ্ণ অবতারে কহ আমারি শরণ লহ[২]।
প্রকাশি পরমাগতি তুমি পরমোপকারী
কত উপকার সাধ তাহা কি কহিতে পারি!

তথা হি—

'মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ গতির্নারায়ণঃ।'
(সুবালোপনিষৎ)

তুমি বন্ধুমান প্রভু আমি তব বন্ধু দাস
তব বন্ধু তরে তব কত কত উপকার।
জানিতে বা গণয়িতে শকতি যে নয়
অনুভবি' অনুভবি' মগ্ন রহি তায়।

॥২।৩।২॥

—

১—"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"
(রাঃ যু—:১৮।৩৩)

২—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'
(গীতা—১৮।৬৬)

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ গাথার অভিপ্রায় কহে শিষ্য *মালাকার*
যামুনে আচার্য-শ্রুত মর্মার্থ করি বিচার—
আচার্যরূপেতে প্রভু জ্ঞান প্রচার কালে
তাঁর সনে সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপাদন কৈলে।
পুনঃ দিলে সে উৎপন্ন জ্ঞান-বিনাশক
অজ্ঞান দেহের সঙ্গ দুঃখের দায়ক।
অর্থ শুনি *রামানুজে* কহিলেন তবে
ইহা হতে যুক্ত অর্থ মোর মনে লাগে—
পূর্বোক্তর গাথায় মোরা হেরি সুরী প্রীত
এ গাথায় দুঃখভাব হয় অসঙ্গত।
সুরীর প্রীতির ভাব যাহাতে প্রকাশ পায়
সেই মত এ গাথারও হবে পুনঃ অভিপ্রায়—
জ্ঞানশূন্য মায়াময় সংসারের দাস মোরে
অজ্ঞানী সে বাল্যকালে তোমা প্রতি স্নেহী কৈলে।
সাধারণ ভাবে প্রভুর উপকার কহি শেষে
এবে সুরী কহে হেন উপকারে সবিশেষে।

মূল গাথা

জ্ঞানশূন্য মায়াময় সংসারের মুই দাস
আত্মারূপে মধ্যে পশি' বাল্যেই অজ্ঞান নাশ।
কত ছলে পুনঃ তব দাস্যে প্রীতি উৎপাদন
যেমতি বলিরে ছলি সুকৌশল প্রদর্শন।
বামন রূপেতে যাচি মাত্র তিন পাদ ভূমি
বঞ্চিলা সে মহাবলি মোহিয়া কৌশলে তুমি।

॥২।৩।৩॥

ব্যাখ্যা—

খাইয়া ধুতুরা ফল ভ্রান্ত জনগণ যথা
জ্ঞাননাশী জড় দেহে মোরে প্রবেশিলে তথা।
হেন দেহসঙ্গ পেয়ে অজ্ঞানে আছিনু হায়
তবে নিজ বস্তু মানি' কৃপা বারি ঢাল তায়।
কৃপা-প্রপা[৩] দিলে জুড়ি অনিবার কৃপা ঝরে
অজ্ঞান নাশিয়া দিলে দাস্যে অভিমান ওরে।

৩—প্রপা—জলসত্রে জল পরিবেশনের যন্ত্র।

বাল্যেই অজ্ঞান নাশি' দিলে প্রীতি তোমা প্রতি
সেই প্রীতি পুষ্টি লাগি দিলে দাস্যে পূর্ণ মতি।

যথা হি—

"বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ।
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ॥"
(রাঃ বাঃ—১৮।২৭)

"ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যতে।
অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে॥"
(রাঃ অঃ—৩১।২৭)

দাসত্ব করণাভাবে রহিতে না পারি যথা
হেন মতি দিলে মোরে কি কব করুণা কথা।

যথা হি—

"কুরুষ্ব মামনুচরং বৈধর্ম্যং নেহ বিদ্যতে।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি তব চার্থঃ প্রকল্পতে॥"
(রাঃ অঃ—৩১।২৪)

'শেষ'-অবতার লক্ষ্মণ আদর্শ দাসত্ব ভূমি
সে হেন দাসত্ব মোরে কৃপায় দানিলে তুমি।
আত্মারূপে রহি মোর অন্তর মাঝারে
কত না গোপনে তব হেন কৃপা ঝরে।
এ হেন গোপন-কৃপা-নিদর্শন বামনবর
মনের অগোচর পুনঃ লক্ষ্মীজীরও অগোচর।
দেখাইয়ে ক্ষুদ্র পদ মাগে তিন পাদ ভূমে
বলিরাজ প্রতিশ্রুতি দিল যে নিশ্চিন্ত মনে।
পাশে ছিল শুক্রাচার্য গুরু দৈত্যকুল
সাবধান করে রাজার কর্ণে না পশিল।
গুরু কহে এ বামন নহে সাধারণ
দেবকার্য সাধিবারে হেথা আগমন।
ছলিয়া করিবে তব সর্বস্ব হরণ
কর্ণপাত নাহি কর ইহার বচন।
গুরুবাক্য লঙ্ঘাইল বামনের রূপ গুন
বামনের বাক্য হরে বলিরাজ মন প্রান।
এ হেন কৌশলে যথা বঞ্চে বলিরাজ সনে
পশি' মোর মনে তথা বিমোহিলা তার গুণে।
॥২ ৩।৩॥

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভুকৃত উপকার পূর্বে সূরী কহি যান
প্রত্যুপকারে তার এবে হ'ন যত্নবান।
নিজ আত্মা ঈশ্বরের বস্তু মানি মনে প্রাণে
আত্ম-সমর্পণ এবে করে তাঁর শ্রীচরণে।

মূল গাথা

মোর আত্মা সনে আসি মিলিত র'য়েছো প্রভু,
হেন মহা উপকারে দাস না ভুলিবে কভু!
এ আত্মারে তব পদে সমর্পণ করি' এবে
আত্মা-অপহার পাপ তবে তো মুছিয়া যাবে।
আমার আত্মার নিত্য তুমি যে গো আত্মারূপী
মোর আত্মা দেহ আদি তোমারই তো বস্তু সবই।
তুমিই তো উৎপাদক এ হেন আত্মার মম
সে আত্মা দাতাও তুমি, সমর্পিনু তোঁহে পুনঃ।
॥২ ৩।৪॥

ব্যাখ্যা—

অনাদি বাসনা ল'য়ে মোর আত্মা সঞ্চরে
কৃপায় মিলিত এবে তুমি তার অন্তরে।
চণ্ডাল শ্রেণীতে যথা বশিষ্ঠের আগমন
মোর নীচ আত্মা সনে তব তথা এ মিলন।
দূর হ'তে ভোগ-মোক্ষ দানি তব প্রস্থান
তার তরে নহে প্রভু তোমার যে এ মিলন।
এ হেন সংশ্লেষে হয় উভয়ের সুখ লাভ
মো হ'তে অধিক সুখ তোমার দেখি যে ভাব।
উপকার গণনায় দেখি যে প্রকার ত্রয়
সাধারণ, সমীচীন, মহা সমীচীন তায়।
সাধারণ উপকার, লাভের আশায় করে
সমীচীন উপকার, না চাহে প্রত্যুপকারে।
নিজ ফল বলি মানে পর-উপকার করি
তাহারে জানিবে 'মহা সমীচীন' উপকারী।
হেন মহা সমীচীন তব উপকার জানি
তব পদে মোর আত্মা সমর্পিয়ে ধন্য মানি।

প্রভু তবে পুছে তারে, ওরে সুরী বলি শোন
কত দিন র'বে তব এই আত্ম-সমর্পণ ?
সুরী কহে, 'দশদিন-সর্ত্তে'১ মোর আত্মদান
অতিক্রান্ত এই সর্ত্ত, নিরুপায় তার আদান।
প্রভু কহে, "বিচারহ কার বস্তু কারে দান"
সুরী কহে, "তব বস্তু তোমাকেই করি দান"।
মোর আত্মা তব বস্তু, করি সেই অভিমান
প্রবেশি' পরমাত্ম-রূপে কর তুমি অবস্থান।
তোমার এ বস্তুরে সদাই আমার জানি
এবে সমর্পিয়া তোমা আপনারে ধন্য মানি।
এ হেন ভাবনা মোর অজ্ঞতার পরিচয়
লজ্জাহীন তাই মোর এ হেন ভাবনা তায়।
সুরী দুঃখ দেখি প্রভু করয়ে সান্ত্বনা
শুন এবে তত্ত্বকথা না কর ভাবনা।
'সর্বমুক্তি প্রসঙ্গের পরিহার তবে হয়
আত্ম সমর্পণে যদি জীবগণ মুক্তি পায়।
ভ্রান্ত জীব ভাবে মোর বস্তু২ তাঁরে সমর্পণ
জ্ঞানী ভাবে তাঁরই বস্তু৩ তাঁরে কি করিব দান'।
এত শুনি সুরী কহে, হে স্বামিন্ পরমেশ !
জগতের তুমি 'শেষী' জগৎ তোমার 'শেষ'৪।
জগৎ উদরে রাখি প্রলয়ে রক্ষণ
শেষিত্বে তোমার প্রভু এই তো প্রমাণ।
তোমার বিশ্লেষে যাহে মোর মতি নাহি হয়
মিলি মোর সনে তাই দাস্য তব দেছো তায়।
মোর আত্মা তব বস্তু তব 'শেষ' বলি জানি
সেই আত্মা তব পদে সমর্পণ কৈনু আমি।
সৃষ্টিকালে হেন আত্মা করি উৎপাদন
তুমি দাতা, এবে পুনঃ করিলে গ্রহণ।
যদি কহো আত্মা নিত্য, উৎপাদন নয়
শুন কহি, সে নিত্যত্ব তোমারি ইচ্ছায়।
তথা হি—'ইচ্ছাত এব তব বিশ্বপদার্থসত্তা।'
(বৈকুণ্ঠস্তব—৩৬)

॥২।৩।৪॥

——

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
আত্মা হয় বস্তু, পরমাত্মা বস্তুমান
পূর্ব গাথায় সুরী লভে এই পক্ক জ্ঞান।
ভগবান পুছে তারে জ্ঞানমাত্র কী পর্যাপ্ত
তদুপরি মোর প্রাপ্তি নহে কি গো অপেক্ষিত !
প্রথম সুকৃতি মোর তব কৃপা, কহে সুরী
তখনি ল'য়েছি তোমায় সংসারের মোহ ছাড়ি।

মূল গাথা

স্বযত্ন-সাধ্য জ্ঞানে লভ্য নাহি হও তুমি
তব পক্ক ভক্ত-কাছে তুমি মোক্ষপ্রদ ভূমি।
স্নেহীর আনন্দ তুমি আমার অমৃতখনি
অকিঞ্চন মোর উজ্জীবনে হেতু মাত্র তুমি।

১—'দশদিন-সর্ত্ত (দশাহ-সর্ত্ত)—পূরাকালে দ্রাবিড়দেশে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে, গৃহাদি সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের দশ দিনের মধ্যে ক্রেতা যদি ক্রীত বস্তুর কোন দোষ দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে বিক্রেতাকে সমস্ত বস্তু ফিরৎ দিতে পারে। ইহাকে 'দশাহ-সর্ত্ত' বলা হইত।

এইস্থলে আড়্বার ঈশ্বরকে বলিতেছেন—"প্রভু, আমার আত্মা তোমাকে দান করিয়াছি, তাহার 'দশদিন-সর্ত্ত' অতিবাহিত। এখন আমার আত্মাকে আমি আর ফিরাইয়া লইতে পারি না।

২—বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ। (স্তোত্ররত্ন)

৩—মম নাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তঃ স্বমিতি প্রবুদ্ধধী-
রথবা কিং নু সমর্পয়ামি তে। (স্তোত্ররত্ন)

৪—'শেষ' বস্তু—যথেচ্ছাবিনিয়োগের উপযুক্ত একান্ত অধীন বস্তু — দাসভূত বস্তু।

শাণিত দশনে ধরি' বরাহরূপেতে তবে
সপ্তলোক উদ্ধারিয়া রক্ষা কৈলে এ-জগতে।
ভাল জানি সেই হ'তে লভিয়াছি আমি
তব চরণারবিন্দ, ওহে মোর স্বামী।

॥২।৩।৫॥

ব্যাখ্যা—

সর্বজ্ঞানে জ্ঞানাধিক ভাবে যদি মনে
পাইবে তোমারে প্রভু আপন যতনে।
সফল না হবে কভু, এ হেন বিচারে
রাবণ দুর্যোধন আদি দৃষ্টান্ত তাহারে।

অক্ষম সে দুর্যোধন কৃষ্ণ-মহিমার জ্ঞানে
রাবণ উঠাতে নারে শেলবিদ্ধ সে লক্ষ্মণে।
বিগলিত-চিত্ত যারা তব পুণ্যকথা শুনি'
পরিপক্ক সে ভক্তের তুমি মোক্ষপ্রদ ভূমি।
তোমা প্রতি স্নেহময় অবতরি তার গৃহে
ঢালহ আনন্দধারা যাহে তারা মগ্ন রহে।
যশোমতী মাতা সেই মহানন্দে ডুবি' রয়
দিব্যনেত্রে আড়ম্বর করে দরশন তায়।

যথা হি—'প্রাচীনানন্দাবধিম্।' (তিরু—৭।৮)

স্ব হস্তে মথিত যাহা তুমি মোর সে অমৃত
আমার অযত্নসিদ্ধ মম পূর্ণ ভোগ্যভূত।

অসহায় এ অকিঞ্চনে দিলে তব অনুভব
প্রথম সুকৃতি ইথে নির্হেতুক কৃপা তব।

স্বামিনি শ্রীসীতাদেবী চেড়ীগণ মধ্যে যথা
অজ্ঞানী সংসারে মোর অসহায় স্থিতি তথা।
অসহায় অবস্থায় মগ্ন ধরা উদ্ধারিতে
তীক্ষ্ণদন্ত বরাহের রূপ ধরি প্রলয়েতে।
অণ্ডভিত্তি ছিন্ন করি' রক্ষ স্থাপি দন্তোপরি
মগ্ন সপ্তলোক উদ্ধারিলে ক্ষণভরে মরি।
অসহায়ে রক্ষিবারে তব হেন আচরণ
জীবোদ্ধারে জীব হ'তে তব ইচ্ছা বলবান।
সংসার-প্রলয়ে মগ্ন মোরে উদ্ধারিলে যবে
তখনি লভিনু আমি তব পাদপদ্মযুগে।

নিত্যসূরী সম জ্ঞান যখনি ক'রেছো দান
সাথে সাথে দানিয়াছ তব দুটি শ্রীচরণ।

——

॥২।৩।৫॥

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সংসার-প্রলয়ে পূর্বে ছিনু চির আক্রান্ত
তা হ'তে উদ্ধার করি' করে প্রভু অভ্রান্ত।
এবে পুন বিচারিয়ে কহে সূরী আরবার
তা'তো নয়, সৃষ্টিকালেই পেয়েছি আশ্রয় তাঁর।

মূল গাথা

যে সকল ভাগ্যবান ইষ্ট-তীর লাভে ধন্য
তার ক্রূর পাপ নাশে যিনি ক্রূর বিষ গণ্য।
আশ্রিতেরে দৃঢ় মতি যিনি ক'রেছেন দান
শত বাধা নাহি জানে যেবা হেন মতিমান।
তাঁহারে উপায় বলি' অধ্যবসায়ী জনে
বরজন বিনা যিনি রহে সদা তার মনে।
বিশ্লেষে বিনাশ পায় হেন আর্ত্ত ভক্তবর
তিনি নাহি করে ত্যাগ মিলনে উজলতর।
রাক্ষসী নাসিকা ছেদি' বিরোধী বিনাশকারী
তাঁর নিত্যদাস আমি অনাদি আশ্রিত তাঁরি॥

॥২।৩।৬॥

ব্যাখ্যা—

প্রভু প্রতি বৈরী ভাব করি বরজন
তাঁহার আশ্রয় পাভে ধন্য যেই জন।

যথা —"দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেব ন নমেয়ম্ তু কস্যচিৎ।"

(রাঃ যুঃ ৬৬।১১)

পথভ্রষ্ট পোত যথা পায় নিরাপদ তীরে
সংসার-সাগর ভ্রষ্ট জীব তথা পায় তাঁরে।

তথা হি—"এতৎকূলং আরুরুহঃ কিল তে।"

(পেঃ আঃ তিঃ—৪৭।৭)

যারা হেন তীর প্রাপ্ত তাঁরে বৈরীভাব হীন
তাদের বিরোধী-নাশে তিনি ক্রূর বিষ যেন।
যারা পুনঃ হইয়াছে প্রভুপদে সমাশ্রিত
তাদের সে ভাবনায় প্রভু দৃঢ় মতিপ্রদ।
এ হেন দৃষ্টান্ত তার অম্বরীষ নরপতি
প্রভু পদাশ্রয়ে তার দেখি অতি দৃঢ়মতি।

অম্বরীষ করে তপ নিষ্ঠার সহিত অতি
প্রভু যান তার পাশে পরীক্ষিতে তার মতি।
ইন্দ্র-বেশ ধরি গিয়া পুছে তারে সর্বেশ্বর
'প্রার্থনা করহ রাজন্ তব অভীপ্সিত বর'।
অম্বরীষ কহে, দেব! নহি তব আরাধক
আমার সমাধি ভঙ্গ না করিহ অতঃপর
যথেচ্ছ গমন কর প্রণমি হে দেববর।
তথা হি—'নাহং আরাধয়ামি ত্বং তব বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ।'
(বিঃ ধঃ—২)

তপঃ ভঙ্গে এ উদ্যোগ না হয় সফল কভু
স্বরূপে দৃঢ়তা হেন, সে মতি প্রদাতা প্রভু।
প্রভুর বিশ্লেষে যেবা প্রাণ ধারণে অক্ষম
সেই ভক্তে ভোগাপিতে নাহে তিনি সক্ষম।
যথা—'জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ।' (রাঃ আঃ—৫৩।৩১)
তার মনে অবস্থান প্রভু যে ধ্রু-ফল মানে
দেহ কান্তি বাড়ি চলে মিলিলে তাহার সনে।
'উপায়-উপেয়' উভে১ তাঁরে সেই ভক্ত জানে
প্রভু সদা হৃদে রহে তার ক্লেশ নিবারণে।
সীতার মিলনে বাধা রাক্ষসী সূর্পণখা
নাসিকা ছেদিয়া স্বামী নির্বাধ করিল যথা।
তথা প্রভু নিজ প্রাপ্তি-বিরোধীর নিরসনে
কৃত্য কৃত্য করি দেন আপনার ভক্তগণে।
আমি তাঁর নিত্য 'শেষ', 'তিনি মোর নিত্য স্বামী'
সূরী কহে এ সম্বন্ধ আমি যে গো ভালো জানি।
তাঁহার বিরহ ক্লেশ-ভোগ যাহে নহে কভু
তেমতি প্রথমাবধি আসিয়া মিলিত প্রভু।
সংসারী হইতে মোরে পৃথক ক'রেছে যবে
সেই হ'তে তাঁর প্রাপ্তি, সদা মোর মনে জাগে।
যদ্যপি বিরহ ক্লেশে কভু ক্লিষ্ট হয় মন
সংশ্লেষাধিক্যে হয় বিশ্লেষের বিস্মরণ।
॥২।৩।৬॥

১—উপেয়—শ্রীভগবানই প্রাপ্য বস্তু।
উপায়—শ্রীভগবানই তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়।

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রাপ্ত ফলের গৌরব তথা ভোগ্যতা তাঁর
তাঁহার স্বভাব পুনঃ করিয়ে বিচার।
সূরী কহে, তুমি যদি মোরে ছাড়ি যাও প্রভু
মোর হবে সত্তানাশ অতয়ে ছেড়োনা কভু।

মূল গাথা

প্রাচীন শাস্ত্র যাহা সমীচীন বীণা মুখে
ভগবদ্-অনুভবে যোগ্যতা যে দেয় সুখে।
সেই বীণা তন্ত্রী-পরিপক্ক ভোগ্য রস জানি,
বহু নিত্যসূরী-অনুভাব্য পর বস্তু তিনি।
পরিশুদ্ধ উপভোগ্য ইক্ষুরসামৃত সম
বর্ষুক বলাহক ওহে প্রভু কৃষ্ণ মম!
তোমার বিরহে মোর রবে না জীবন
মোরে নাহি ত্যজ প্রভু করহ গ্রহণ ॥২।৩।৭॥

ব্যাখ্যা—
প্রাচীন বেদাদি শাস্ত্র সমীচীন উপভোগী
বীণার সহায়ে যাহা অভ্যাসের উপযোগী।
বীণাতন্ত্রে রাগমুখে যিনি অতি ভোগ্যভূত
যাঁর রূপ গুণ রস হয় সদা পরিগীত।
রসিক ভকতগণ তথা নিত্য সূরীগণে—
অংশ মাত্র যাঁর অনুভব পায় সেই গানে।
নিত্যসূরী নিত্যসিদ্ধ সে সব গায়কে
পরম পবিত্র প্রভু পরম পাবকে।
অনুভবে বিঘ্ন যত করে সবে নিরসন
সদাই আনন্দে তাদের রাখে তিনি নিমগণ।
সেই অতি উপভোগ্য মধুর ইক্ষুরস সম
অমৃত সমান মোর মৃত্যু করে নিবারণ।
ঘন মেঘ সম পুনঃ অতীব উদার
সদা বরষয়ে মোরে রসের সম্ভার।
এ হেন আমার কৃষ্ণ! হেন গুণধাম তুমি
তোমার বিরহে তিলে প্রাণ হারাইব আমি।
জীবন রক্ষক পুনঃ সত্তার ধারক মম
কৃপাদৃষ্টি কর দান না ত্যজিহ অনুক্ষণ।
॥২।৩।৭॥

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কৃপাদৃষ্টি করি দান সূরীর এ প্রার্থনায়
করুণা কটাক্ষ দানে ধন্য করে প্রভু তায়।
লভি' হেন কৃপাদৃষ্টি নিবৃত্ত সকলি ব্যথা
হর্ষভরে তবে সূরী অনুভবে কৃষ্ণকথা।

মূল গাথা

উপযোগী জ্ঞান সহ বহুকল্পসাধ্য তপঃ
তাহা ছাড়ি' অনায়াস মার্গ ধরি' হও রত।
এ জন্মেই অল্পকালে লভেছি সে মহাধনে
শিক্যস্থ নবনী দুগ্ধ খায় যেবা সংগোপনে।
তাঁহাতে ডুবিল মন তাঁরেই উপায় মানে
তিনিই করিলা মোর জন্ম পাপ নিবারণে।

॥২।৩।৮॥

ব্যাখ্যা—

যম নিয়মাদি জ্ঞানী, তথা তথা অনুষ্ঠানী
বেদনোপাসনা ধ্যান সাধনে হইয়া জ্ঞানী।
বহু কল্প ধরি ক্লিষ্ট তপস্যা সাধনে তবে
শ্রবণ মনন ধ্রুবাস্মৃতি যত ফল পাবে।
বহু-কল্প পরে পেয়ে অমোঘ উপায়,
সে উপায় প্রভু নিজে, ধরিয়াছি তায়।
তথা হি—'তং প্রদর্শয়েৎ কিমিতি চেৎ মহামার্গং।'
(তিঃ বি—আড়বার)
এ উপায়ে স্বপ্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লঙ্ঘন
সর্বভাবে প্রভু তবে করে প্রবর্তন।
প্রশ্ন যদি এ উপায়ে কত জন্মে লাভ তাঁরে
এ জন্মেই লভিয়াছি সূরী কহে তদুত্তরে।
প্রশ্ন যদি কত কালে লভেছো এ মহাস্থান
সূরী কহে অল্পকালে করেছেন সিদ্ধকাম।
শিক্যোপরি নবনীত দুগ্ধ ভরি' ভাণ্ড রাখি
গোপীগণ নিজ গৃহে রাখে ভাণ্ড মুখ ঢাকি'।
সেই ননী চুরি করি খায় যেবা সংগোপনে
কেবা খায় কবে খায় অন্যে তাহা নাহি জানে।
এ হেন সে কৃষ্ণ পিছে ধাই, আমি মনে মনে
হইনু শরণাগত এ জীবনে অনুক্ষণে।

যথা—'যেন যেন ধাতা গচ্ছতি তেন তেন সহ গচ্ছতি।'
(শ্রুতিঃ)
আমার যতেক পাপ করিয়া বিনাশ তিনি
দানিলেন আপনারে, সেই লাভে ধন্য আমি।
ভারত সমরে যথা অর্জুনের প্রার্থনায়
রথোপরে উপদেশ প্রপত্তি[1] পরমোপায়।
তথা হি—"মামেকং শরণং ব্রজ।" (গীতা—১৮।৬৬)
ননী চুরি তরে কৃষ্ণ প্রবেশিল যেই গৃহে
আমি প্রবেশিনু তথা তার পিছু পিছু গিয়ে।
দ্বার অবরোধ করি শুনি সেই উপদেশ
তিনি বিনাশিলা যত পাপরাশি মোর অশেষ।
তথা হি—'সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।' (গীতা ১৮।৬৬)

॥২।৩।৮॥

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সকল দুরিতগণ হয় যাহে নিবর্তন
প্রভুর হেন অনুভব পেয়ে সূরী হৃষ্ট মন।

মূল গাথা

সুগন্ধিত শীতল শোভে তুলসীর দাম
নিত্যসূরী-নায়ক, অনুপম ঘনশ্যাম।
পরম পবিত্র পুন যিনি কৃষ্ণ গুণধাম॥
তাঁর গুণগণে ডুবি' অনুভবি' সর্বসুখে
গুল্ম সম ব্যাপ্ত মোর পাপরাশি বিনাশিতে।
অভিনিবেশের সনে পিয়ি' পিয়ি' গুণগণ
হইলাম চিরদাস, হর্ষে ভরে মন প্রাণ।

॥২।৩।৯॥

ব্যাখ্যা—

পরিমলে ভরা মধুস্যন্দী তুলসীর মালা
কৃষ্ণের সে মাল্যশোভা নিত্যধাম করে আলা।
সে রূপসায়রে ডুবি পরাজিত নিত্যসূরী
অনন্ত গরুড় আদি, তথা গুণগণ স্মরি'।

---

[1]—প্রপত্তি—শরণাগতি।

অনুপম ঘনশ্যাম পবিত্র মোহন রূপ
অনুভবে সংসারীও শুদ্ধ হয় পায় সুখ।
রূপ যথা গুণ তথা সর্ব পাপতাপহারী
তিনি যে গো অতুলন বিশ্ব জগত ভরি।
সে কল্যাণ গুণগণে চারিভিতে ঘিরি ঘিরি
ডুবিয়া তাহাতে পুনঃ পিয়ি পিয়ি কণ্ঠ ভরি।
মোর যত পাপরাশি তাহে হয় নিবারিত
হেন গুণ প্রতিভাস অতীব যে ভোগ্যভূত।
হেন অনুভব মোরে ক'রেছে অনন্যদাস
তাঁর গুণগণে ডুবি করি তাহে নিত্যবাস।
ইতর বিষয়[১] চিন্তা করে যত দুঃখ দান
গুণ অনুভবে তাঁর হর্ষে ভরে মন প্রাণ।

॥২।৩।৯॥

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'অনুভবে হৃষ্ট আমি' এত কহি পূর্বে সূরী
এবে কহে, সংসারীর সাথে যে রহিতে নারি।
ভগবদ্-অনুভবে মগ্ন সদা নিত্যসূরী
তাঁদের গোষ্ঠীতে মিলি কবে ধন্য হবো হরি!

মূল গাথা

সংসারে জনম লভি' জরা মরণ ব্যাধি
আরো যত যত ভোগ নানা হর্ষ-ক্লেশ আদি।
পেয়ে পরিত্রাণ হয়ে জ্যোতির্ময় শরীরক,
শঙ্খচক্রী যেবা অন্তরীক্ষ ভূমি রক্ষক।
হেন মায়ী মোর স্বামী রূপে গুণে পরাৎপর
তাঁর দাসসঙ্ঘে কবে করিব প্রবেশ লাভ।

॥২।৩।১০॥

ব্যাখ্যা—

ইতর বিষয় লাভে সাংসারিক যত সুখ,
অলাভে তাদের পুন আসে ততোধিক দুঃখ।
উভয়ের হেতু হয় জনম এ সংসারে
এ জনমে আধি ব্যাধি পরিশেষে জরা ঘেরে।
হেন দুঃখপূর্ণ জন্মে পেয়ে এবে পরিত্রাণ
শুদ্ধ সত্ত্ব দিব্যদেহে হবো কবে দীপ্তিমান!
বর্ষণ স্বভাব যার এ হেন বিস্তৃত ব্যোম
সে বর্ষণে ধরে ফল এ হেন সে ধরাধাম।
তাঁদের রক্ষণে ধরে দিব্য শঙ্খচক্র যিনি
মহাশ্চর্য কর্মকারী মায়ী, সে যে মোর স্বামী।
শঙ্খ চক্র আভরণ হয় নিত্যধামে
লীলা বিভূতিতে অস্ত্র জগৎ রক্ষণে।
এ হেন সে রক্ষক তাঁর গুণ অনুভবে
নিত্যসূরী তাঁরা নিত্য পরস্পর মগ্ন থাকে।
তাঁহাদের সঙ্ঘে কবে করিয়ে প্রবেশ লাভ
করিব তাঁদের সাথে মহানন্দে অনুভব।
ক্ষুধিত বালক যথা রন্ধনশালায়
সর্বপক্ক অন্ন ভোজে করে অভিপ্রায়।
তেমতি সূরীর মন চাহিতেছে বারে বারে
সর্ব নিত্যসূরী-অনুভব একা করিবারে।

॥২।৩।১০॥

দ্বিতীয় শতক, তৃতীয় দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ভগবানই একমাত্র ভোগ্য হবে এ পাঠকে
অসহায় নাহি রবে, দাসসঙ্ঘে অনুভবে।

মূল গাথা

পুত্র পৌত্র বন্ধুযুত যতেক রাক্ষসগণে
বিনাশিতে রুষ্ট যিনি, তার স্তব স্তুতি গানে।
সাধুভরা কুরুকা তায়, শঠকোপ সাধুযুত
যথা তত্ত্ব জানি গীত এ সহস্র সঙ্খ্যযুত।
তার মাঝে এ দশক সদলে যে অভ্যাসয়
নিত্যধামে দাসসঙ্ঘে মিলিয়া সে নাচে গায়।

॥২।৩।১১॥

ব্যাখ্যা—

বলবান রক্ষজাতি পুত্র পৌত্র বন্ধু যুত
দণ্ডকারণ্যে দুঃখ দেয় মুনি ঋষি যত।

১ ইতর বিষয়—ভগবদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়।

তাদের সমগ্র জাতি যিনি উন্মূলনকারী
মহাবলী রামচন্দ্র ভক্তজন দুঃখহারী।
তথা হি—
"আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্জীবলোকং দুরাসদৈঃ।
করিষ্যে মৈথিলীহেতোরপিশাচমরাক্ষসম্॥
(রাঃ আঃ ৬৪।৬৬)
জনস্থানে১ হত হ'লে খর দূষণ রক্ষকুল
দণ্ডকারণ্য যদি হোলো জনসঙ্কুল।
তবে শ্রীবৈষ্ণব যদি সজ্জীভূত হ'য়ে বসে,
কি কথা। কুরুকাপুরীর স্তুয়মান দিব্যদেশে।

যথা তত্ত্ব জানি উক্ত সজ্জীভূত এ সহস্রে২
সজ্জীভূত জীবগণে হিত লাগি এ দশকে।
যথা—'দাসানাং অমৃতভোজনার্থং। (সহ—)
অভ্যাসিলে সঙ্ঘবদ্ধ অনুভবে ডুবি' যায়
করে নাকো অনুভব, আমি যথা অসহায়।
নিত্যধামে নিত্যদাস নিত্যসূরী সঙ্ঘে মিলি
মহা ভাগ্যবান তারা অনুভবে প্রাণ ভরি।
নিত্যসূরী সদা ডুবে সাক্ষাৎ অনুভবে
তারাও যে মহানন্দে নাচে গায় সমভাবে।
॥২।৩।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক—চতুর্থ দশক

দশক তাৎপর্য—
গত গাথার প্রার্থনায় নিত্যসূরী সঙ্গলাভে
বিফল দেখিয়ে সূরী আর্ত্ত *নায়কী-ভাবে*।
নায়ক প্রভুরে কহে নানা প্রলাপ বচনে
পার্শ্বে মাতা প্রার্থয়ে এই দশা নিবারণে।
সূরী১ কহে অনুভব পিয়েছি যে হর্ষভরে
ভক্তসহ অনুভবে এই হর্ষ প্রাণভরে।
হেন ভক্ত অধিকারী সুদুর্লভ এ সংসারে
এত ভাবি সূরী২ চাহে নিত্যসূরী মিলিবারে।
মিলিবারে সেই সঙ্ঘে প্রবেশ বিফল হেরি
মহা দুঃখে প্রলপয়ে নায়িকার ভাব ধরি।

ঈশ্বরে উদ্দেশ করি এ সব উন্মাদ ব্যথা
মাতৃমুখে ব্যক্ত হয় যতেক প্রলাপ কথা।
পূর্বে দুই-বার সূরী৩ ধরিলা নায়িকা ভাব
তা হ'তে যে এইবার ভাবের আধিক্য তার।
পূর্বে দূত প্রেরণেতে ছিল যে শকতি তবে
সম্মুখে যতেক বস্তু, বিরহ-তাপিত ভাবে,
সূরী ছিল সক্ষম সেই ক্লেশ অনুভবে।
উৎকুল অবসাদ এবে কোনই শকতি নাই
নিজ মুখে নিজ দশা কহনে অক্ষম তাই।
নায়কীর দশা তবে মাতা কহে ঈশ্বরে—
"আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ সর্ব আর্ত্তি পরিহারে,
রাম কৃষ্ণ আদি অবতার ধর বারে বারে।

১—জনস্থান—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত রাক্ষসসঙ্কুল স্থান বিশেষ।

২—সজ্জীভূত সহস্র—এই প্রবন্ধে, ১০ গাথা একত্রিত হইয়া ১টি দশক গ্রথিত হইয়াছে, ১০টী দশক একত্রিত হইয়া ১ শতক, আবার ১০টী শতক একত্রিত হইয়া এক সহস্রগাথা রচিত হইয়াছে। এইজন্য লিখিত হইয়াছে—সজ্জীভূত সহস্র।

১। সহ—২।৩।৭, ২।৩।১০; ২। সহ—১।৪।১ ৩। ২।১।১

তোমার মিলন লাগি বিরহ-ব্যথিতা সুতা
তার দশা হের অতি ক্লেশে কত অভিভূতা।
তোমারে আশ্রয় করি হ'য়েছে সফলকাম,
হেন আর্ত্ত দশা তার তবু তুমি কেন বাম।
তার এত আর্ত্তিত্রাণে তব কি বিচার কহ
দাও তারে পদাশ্রয় লহ তারে তুলি লহ।"
নহে স্বর্ণ রত্ন আদি দ্রব্য নষ্টে ক্লেশ সম
এ অতি অসহ্য ক্লেশ বিচ্ছেদেতে প্রিয়তম।
ত্রিবিক্রম অবতার১ তার দরশনে আশ
সে আশা বিফলে সূরীর উপজয়ে অবসাদ।
অর্চা অবতারে২ পুনঃ না পাইয়ে অনুভব
সূরীর বিরহ ক্লেশ ধরে তীব্রতর ভাব।
এ দশকে অর্চা অবতার তার প্রাণভূত
নিত্যসূরী সঙ্ঘ সঙ্গে হইয়া যে বঞ্চিত।
সূরীর এ মহা ক্লেশে সীমা কহা নাহি যায়
মহা অবসাদ জিনি ভূতপূর্ব ক্লেশদ্বয়।
নিত্যসূরী সঙ্ঘে অনুভবে হ'য়ে বঞ্চিত
মহা দুঃখে অবসন্ন হয় যদি সূরি-চিত।
তবে কেন প্রলপয়ে সাক্ষাৎ সে ভগবানে!
প্রলাপ কর্ত্তব্য তার নিত্যসূরী-সঙ্ঘ সনে।
তদুত্তরে কহে, হেতু নিত্যসূরী সংশ্লেষে
স্বয়ং যে ভগবান, তাই তাঁরি উদ্দেশে।
প্রলাপ বচন যত নায়কী কহয়ে হেথা
ভক্ত-ভগবানে হেন সম্বন্ধ জানয়ে তথা।
নিজ ভাগবত হ'তে বিশ্লেষে, ভগবানে
কতই যে অসহন মহাক্লেশ সূরী জানে।
ভাগবত-সংশ্লেষ বঞ্চিত, তাই ক্লেশে
ফুকারিয়ে ডাকে সূরী ভগবদ্-উদ্দেশে।

তথা হি—

"কদাম্বহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা
শত্রুঘ্নেন চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন।
(রাঃ আঃ ১৬।৪০)—(বনবাসকালে রামবচন)

ভরত শত্রুঘ্ন সাথে নিজ সংশ্লেষাভাবে
সাথে যে লক্ষ্মণ তবু সংশ্লেষ নাহিকভাবে।

পুনঃ হি—

"গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।"
(সং রাঃ—রামবচন অন্বয়মুখে)

গুহ সনে মিলি রাম তখনই তো মনে
সাথে সীতা লক্ষ্মণে মিলন বলি মানে।
ভাগবত বিশ্লেষে ভগবৎ-মহাক্লেশে
বাল্মিকী কহি যান অন্বয়-ব্যতিরেক মুখে।
ভাগবত-বিশ্লেষে স্বামীর বিশ্লেষ-ব্যথা
নিত্যসূরী সংশ্লেষ না পাইয়া সূরী তথা।
প্রাপ্ত প্রভু-সংশ্লেষ১ সূরীর নিকটে তবে
নহে প্রতিভাত তাই ডাকে বিরহিনীভাবে।

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'আপদে স্মর্ত্তব্য হরি'—এ শাসন-পত্র হেরি
সমাশ্রিত প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা সফল করি।
তখনি যে আবির্ভূত হেন পরমোপকারী
ফুকারয়ে তাঁর প্রতি নায়কীর ভাবে সূরী।
প্রভুর উদ্দেশে মাতা কহে সুতা দশা হেরি
অতীব সে আর্ত্তিভরা প্রলাপ বচন তারি।

মূল গাথা

দ্রবীভূতচিত সুতা নাচিয়া নাচিয়া
অশ্রুধারা বাহে পুনঃ সস্বরে গাহিয়া।
নরসিংহ আবির্ভাব ভাবি' সরবত্র হেরে
সুতা দেহ গ্লানি ভরা ভালে দীপ্তি শোভে তারে।
॥২।৪।১॥

ব্যাখ্যা—

স্থিতি ও গমনে গতি তাহে নাহিক নিয়তি
আর্ত্তিভরা দশা হেরি মাতা বিগলিত অতি।
'নাচিয়া নাচিয়া' কহে, হেরিয়া স্খলিত গতি
বাল্মীকি কহেন যথা সীতা ও কৌশল্যা প্রতি।
ব্যথিতা দশায় সীতার গতি দরশনে
'শুভা' বলি মহর্ষি তাহে বরণনে।

১। সহ—১।৩।১০; ২। সহ—১।৪।১
১। প্রাপ্ত-প্রভু-সংশ্লেষ—(সহ—২।২)

তথা হি—

"তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিন্দিতাম্
ব্যপেতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্।
শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে
নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপজীবিনঃ ॥

(রাঃ সুঃ—২৯।১ অশোকবনে বিরহিণী সীতা দর্শনে হনুমান বচন)

রামবিরহে আর্ত্তা কৌশল্যা গমন রীতি
পদস্খলন তথা পতন বা বক্রগতি।
তার বরণনে লিখে মহর্ষি বাল্মীকি
কৌশল্য-গমন যেন মনে হয় নৃত্যগতি।

রামলক্ষ্মণসীতার্থং স্রবন্তীং বারি নেত্রজম্।
অসকৃৎ প্রৈক্ষত স তাং নৃত্যন্তীমিব মাতরম্ ॥

(রাঃ অঃ—৪০।৪৫)

প্রথম 'নাচিয়া' শব্দে সুরী অস্বাভাবিক অতি
দ্বিতীয় 'নাচিয়া' শব্দে অতি অবসন্না গতি।
মরণেও বাঁচিতে চাহে নায়ক আগমন আশে
যথা ভরতের আশা মিলিবারে রাম পাশে।

যথা—'রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।' (সং রাং—৩৬)

হেন বাহ্য আচরণে সুরী দশা ব্যক্ত যথা
অন্তরের দশা তার বাহিরে প্রকাশ তথা।
নিরবয়ব মন বিরহতাপেতে গলি'
জলরূপে পরিণত নেত্রদ্বারে পড়ে বহি।

যথা—'কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্ ॥'

(রাঃ সুঃ—৩৩।৪ সীতাপ্রতি হনুমদ্ বচন)

অবসন্না নায়কীর মধুর বচনে
গীতিরূপে পরিণতি হেন লয় মনে।
অবসন্ন দেহ-গতি নৃত্য সমান যথা
অবসন্ন মধুকণ্ঠে কথা গীতি-ভ্রম তথা।
প্রথম কূজন হ'তে দ্বিতীয় কূজন
নায়কীর অবসাদে ক্ষীণতর ভান।

তথা হি—

'গীতিজিৎ প্রিয়বাগ্ বালা খলু ইয়ম্।' (তিঃ চঃ বিঃ)
'মধুরামধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী।
মদ্বিহীনা বরারোহা হনুমন্ কথয়স্ব মে ॥'

(রাঃ সুঃ—৬০।১৫)

মাতা কহে বিরহিণী সুতা আলুথালু বেশে
দিগে দিগে চেয়ে থাকে নায়ক আগমন আশে।

তথা হি—"সা তির্যগূর্দ্ধং চ তথাপ্যধস্তাৎ।"

(রাঃ সুঃ—অশোক বনে বিরহিণী সীতার দশা)

আগমন সম্ভাবনা রহিত স্থলেও তার
দৃষ্টি পড়ে ঘনে ঘনে অনিমেষে বারবার।
ভট্ট কহে—নায়িকা তার নিজ কটিদেশ হেরে
ভাবি' তার অবলগ্নে নাথ কৃষ্ণ যদি রহে।
প্রহ্লাদ দেখিল যথা নরসিংহ স্তম্ভে স্থিতি
তেমতি ভাবিছে সুতা সরবত্র তাঁর গতি।

যথা হি—"মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ ॥"

(বিঃ ১।১৯।৮৬)

সুতার হেন দশা দেখি নায়কে সম্বোধে মাতা
প্রশ্ন করে, বলো বলো শুনি তব কর্ত্তব্যতা।
রাজপুত্রে১ আবির্ভাব, আর্ত্ত অবলায় নহে
পিতা বৈরী তাহে পুনঃ, তুমি বৈরী নহে তাহে?
জ্ঞাননিষ্ঠে উপকার ভক্তিনিষ্ঠে না করিবে
পুরুষ উপকার পাবে, স্ত্রীলোক বঞ্চিত রবে?
দুর্ঘট দেহ২ ধরি কর যদি উপকার
যথাবৎ রূপে কিগো হবে তব অবিচার?
অধিকারী নিয়ম তথা কালের নিয়ম চাই
এ হেন নির্বন্ধ কোন আছে কিগো কহ তাই?
শাখাভ্রষ্ট কিসলয় অবিলম্বে ম্লান যথা
তোমার বিরহে সুতার গ্লানি ভরি যায় তথা।
দেহভরি গ্লানি কিন্তু দেহের বিনাশ নয়
তোমার মিলন আশে প্রাণ তার বাঁচি রয়।
একে একে হোলো তার সর্বদেহ ম্লান বটে
রহিয়াছে দীপ্তিমতী তাহার ললাট পটে।
নায়িকা বিরহে নায়ক-অনুভাব্য ক্লেশ
অনুভব করে সুতা হেন তার পরিবেশ।
তুমি পরবস্তু এবে ভাব যদি মনে
সৃজিবে সদৃশী নারী নায়কী মরণে।

যথা—"সূর্য্য চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।"

(তৈঃ আঃ ১)

১। রাজপুত্র—প্রহ্লাদ।
২। দুর্ঘট দেহ—নরসিংহ রূপ।

হেন অভিপ্রায় তব কভু না সফল হবে
তব সংশ্লেষজ কান্তি ভালে তার আজও শোভে।
গুণধাম তোমার বিরহে তার প্রাণনাশ
দীপ্তিযুত মুখকান্তি করিবে যে সুপ্রকাশ।

॥২।৪।১॥

—

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বর মাতারে কহে, গ্লানি মাত্র নহে তার
মোর অনুভবে আরো বিরোধী আছে সুতার।
মাতা কহে, বাণরাজ বাহুবল হ'তেও কী
প্রবল বিরোধী তার মিলনের প্রতিরোধী ?

মূল গাথা

ভালে দীপ্তিমতী সুতা কোমল স্বভাব মরি
তব দরশন আশে শিথিলা সে অঙ্গ ভরি।
ছেদনে সমর্থ যদি সহস্রবাহু সে বাণে
কৃপাহীন কেন তবে সুতারে দরশ দানে॥

॥২।৪।২॥

ব্যাখ্যা—

সুতার অবয়ব-শোভা নহে তব ভোগকৃতা
ইথে হেতু তব অনাদরে অঙ্গ-শিথিলতা।
সুতারে নায়কী বলি করিয়া স্বীকার
এবে মোর ভাগ্যদোষে কর অনাদর।
তোমার বিশ্লেষে সুতার অঙ্গভরি শিথিলতা
পুনর্মিলনে যাহে নাহি রহে যোগ্যতা।
তুল্য সুকুমারী সীতা-অঙ্গ হনুমান হেরি
তাঁহার বিশ্লেষে ভাবে শ্রীরামের দশা মরি !
হেন সীতা-বিশ্লেষে প্রভু যে ধরেন দেহ
অতীব দুষ্কর কার্য অতি অসহন সেহ।
মাল্যবান পর্বতে রামে আছ দরশনে
বিরহের ব্যথা হেরি' হনুমান ভাবে মনে।
বশিষ্ঠ-শিষ্য রাম এক স্ত্রীলোকের তরে
এত ক্লেশে অভিভূত অশোভন গণি তারে।
বিরক্ত পুরুষ তাই এ বিচারে হনুমান
সীতা-দরশন পরে লভে সবিশেষ জ্ঞান।
সীতার এ বিশ্লেষে স্বামী ধরি দেহ প্রাণ
করিলা দুষ্কর কর্ম কহে এবে হনুমান।

তথা হি—

"দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি॥"

(রাঃ সুঃ ১৫।৫৩)

বিরহিণী নায়িকার দশা হেরি' কহে মাতা —
"তব দরশন আশে অতীব শিথিলা সুতা।
প্রভু ! তব আলিঙ্গন সুতা তো চাহে না
কেবল দরশ-আশে, তাও কী পাবে না ?
দরশে বঞ্চিত করি' দাও মহা ক্লেশ
এ কি তব সমুচিত ? এ কি তব বেষ ?
আশার সাগরে হেন গেছে সে ডুবিয়া
সাথে গ্লানি গেছে তার দেখো অন্বেষিয়া।"

যথা আড়্বার বচন—

"আশারূপসমুদ্রঃ খলু।" (তিঃ মুঃ ৩১।৩)

'শিথিলতামাত্র নহে,১ মোরে লাভ সাধনে
আরো প্রতিবন্ধ আছে মোদের এ সম্মিলনে।'
প্রভুর বচন শুনি' মাতা কহে পুনরায়—
"তোমার সমীপে বলবান কোন্ অন্তরায় ?
বলবান বাণ তার, সহস্র ভুজের ছেত্তা
তার তুলনায় বল:কোন্ বিরোধীর সত্তা।
উষা-অনিরুদ্ধ দোঁহে ঘটক কী হও নাই
পৌত্র পুরুষ তার উপকার কর নাই ?
তোমার মিলনে ধন্যা অবলার উপকার
কর্তব্য কি নহে তব কহ প্রভু একবার !
তব দরশনে মাত্র আছে অভিলাষ তায়
তব কণ্ঠমাল ধরিবারে কণ্ঠে আশা হায় !

তথা হি—"আহ্বয়ামি শ্রীবেঙ্কটাধিপং দ্রষ্টুম্।"

(তিঃ বঃ ৩৬)

"মেঘসদৃশশ্রীবিগ্রহদর্শনপর্যন্তং গত্বা অয়মপি চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টুং আগমিষ্যতি।" (তিঃ মুঃ ২৮।৫)

১—প্রভুর বচন।

তারে হেন দরশন দানে তুমি অকরুণ
হয় কি গো সমীচীন হেন কৃপা বরজন!
প্রিয়তমা সীতা লাগি' যত দুঃখ সে সহিবে
হেন সুতা লাগি এবে কৃপায় কৃপণ হবে!"

তথা হি—"নৈব দংশান্ মশকান্ কীটান্ সরীসৃপান্।
রাঘবোপনয়েদ্ গাত্রাৎ তদ্গতেনান্তরাত্মনা॥"
(রাঃ সুঃ ৩৬।৪২)

উপরের উক্তি হ'তে জানিবে নিশ্চয়
শিথিলতা প্রভু লাভে নহেক উপায়।
*তাঁর লাভে একমাত্র সাধন যে কৃপা তাঁর
শিথিলতা জানিবে যে পরিকর মাত্র তার।*

তথা হি—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"
(কঠঃ ২।২৩)

॥২।৪।২॥

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সঙ্কল্প যদি গো তব ব্যথিতারে দুঃখ দান
কেন নিজ দুঃখভোগ সিন্ধু-সেতু বন্ধন?

তথা হি—অণ্ডাল আড়্বার গাথা—

'ন ভুংক্তে ন নিদ্রাতিশব্দায়মানসমুদ্রং মধ্যে বদ্ধা।'
(নাঃ তিঃ ১১।৭)

মূল গাথা

**তনয়ার দশা শুন শুন
অনুরাগে সে যে দ্রবীভূতা
অগ্নিসকাশে রহি' যেন
মোমের পুতলী বিগলিতা।
সীতা উদ্ধার করিয়াছ
লঙ্কা বিনাশ করিয়াও
তবে কেন কৃপা না হইবে
কি উপায় করি বলে দাও॥**

॥২।৪।৩॥

ব্যাখ্যা—

নায়কীর দ্রবীভাবে মন অতি ক্ষীণ-বল
মহনীয় বিষয়েতে অনুরাগ-প্রেম-ফল।
*মন তার লাক্ষাসম[1] আত্মা মধুচ্ছিষ্ট[2] তথা
হ'য়ে আছে দ্রবীভূত অনলসমীপে যথা।*

যথা হি—
"বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥"
(সং রাঃ ১৮)

হেন দশা মোর সুতা হবে না কি কৃপা তব?
দুঃখীরে দয়ালু তুমি জানে ইহা সর্বজীব।
দয়া যদি নাহি হবে, যদি সুকঠিন প্রাণ
হেন সে কঠিন প্রাণ নায়িকারে কর দান।
তব কৃপা বিনা অন্য উপায় কী আছে আর?
তব সনে মিলনেতে নায়কী মম সুতার।
করগো করুণা কিংবা কঠিন হৃদয় দাও
তব নায়কীরে এবে যাহাতে সে রক্ষা পায়।
তব কৃপা না পাইয়ে হেন দশা মোর সুতা,
ব্যাপার ক'রেছো কত রক্ষিবারে তব সীতা।
তার তরে লঙ্কানাশ রাবণ নিধন তথা
'মোর তরে চেষ্টাহীন' কহি' সুতা বিগলিতা।
মাতা কহে, লঙ্কানাশ স্বেচ্ছাকৃত নহে তার
কৃমিরেখাসম[3] কার্য, সে যে আকস্মিক ভাব।

---

[1] লাক্ষা — গালা। [2] মধুচ্ছিষ্ট — মোম।
[3]—কৃমিরেখা সম কার্য — ছোট কোন পোকা জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক জমিতে যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকে তখন সেই জমির উপরে জলের দাগ লাগিয়া তাহার অনিচ্ছাকৃত স্বতঃই কোন কোন অক্ষরের আকার ধারণ করে; ইহাকে বলে 'কৃমিরেখা'।

সুতো কহে তাহা নহে, এ হেন সে কার্য দ্বারে
সীতা রক্ষা করে কিন্তু
মোরে রক্ষা না বিচারে।
হেন ভাবি' অবসন্না, সে যে পাগলিনা পারা
সুতো যে নায়কী তব
রবে কি সে দয়াহারা।

॥২।৪।৩॥

—

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্বাভাবিক কার্য নহে লঙ্কা বিনাশন
আকস্মিক কার্য তার বলি তোরে শোন্।
শুনিয়া মাতার বাণী সুরী তাহা নাহি মানে
কহে লঙ্কা-বিনাশন প্রিয়া সীতা উদ্ধারণে।

মূল গাথা

লঙ্কা বিনাশকারী বিরাজে গরুড়োপরি
এত কহি বেয়াকুল দীর্ঘ নিশ্বাস ফিরি।
অশ্রুধারা বহি যায়, অঞ্জলি বাঁধিয়া তায়
এত কষ্টে অবস্থিতা প্রণয়িণী সুতা হায়।

॥২।৪।৪॥

ব্যাখ্যা—

করিয়াছে পূর্বে যদি প্রণয়িণী উপকার
এবে কেন বঞ্চিতা কহে সুরী বারবার।
সমুদ্র বন্ধন পুনঃ গুরু গিরি উদ্ধরণ
শর সংযোজন আদি ব্যাপারে সে নিমগন।
মোর সমীপাগমনে যত প্রতিবন্ধ তার
কহ মাতা হেন আচরণে তার কী বিচার?
জলের বৃহৎ পাত্র জলসত্রে উর্দ্ধে ধরি
তৃষিতেরে জল দানে তৃপ্ত করে কর্মকারী।
তথা বলবান পক্ষী গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি
বহে নাথে উর্দ্ধ হ'তে দর্শয়িতে সে সঞ্চারী।
এ হেন বাহন তবু আসিয়া দরশ দানে
নায়কে কুণ্ঠিত হেরি ডুবি যে মনোবেদনে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুতা নেত্রধারা বহি যায়
সুতার এ মনোব্যথা মোর প্রাণে কত সয়।

যথা—"মৃগকন্যামিব ত্রস্তাং বীক্ষমাণাং সমন্ততঃ।
দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ॥"
(রাঃ সুঃ—১৭।২৯)

নায়কের প্রণমীয়া আদর্শ নায়িকা সুতা
অঞ্জলি বাঁধিয়া এবে নায়কে প্রণামে রতা।

॥২।৪।৪॥

—

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নায়ক বিরহে সুতা এত অবসন্না হায়
তথাপি দরশ দান নহে, অহো নির্দয়!

মূল গাথা

দিবানিশি নিদ্রাহীনা করিছে প্রলাপ।
নীলোৎপল নেত্রে তার বহে জলধার।
ধৃত তুলসীর মাল সুন্দর শীতল
নাহি দিলে শশীবর্ণ! দয়া কোথা বল!

॥২।৪।৫॥

ব্যাখ্যা—

দিবানিশি নিদ্রাহীনা করিছে প্রলাপ
সীতার বিহনে যথা রামের বিলাপ।

তথা হি---

"অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ।
সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে॥"
(রাঃ সুঃ ৩৬।৪৪)

এ প্রলাপ সাবধানে নহেক কথিত
অন্তরে বাসনা যথা তথা প্রকাশিত।

বহু পূর্ব হ'তে সুরীর এ বাসনা-সম্বন্ধ
ক'রেছে প্রকাশ তার 'তিরুবিরুত্ত' প্রবন্ধ॥

যথা হি—"অসত্যে স্থিতং জ্ঞানং দুরাচারং মলিনদেহং, এতাদৃশস্বভাবং বয়ং যথা ন প্রাপ্নুয়াৎ তথা সর্বেষু যোনিষু অনিমিষাধিপ জাতবান্। দাসেন ময়া ক্রিয়মাণং বিজ্ঞাপনং শ্রুত্বা অনুগৃহ্ণীষ।"
(তিরুবিরুত্তম—শঠকোপ আড়্বার)

আনন্দাশ্রু বহনের কমল নয়ন যুগে
বহিছে শোকাশ্রু আজ নায়ক বিরহ ভোগে।
বিরহ তাপেতে ম্লানা তনয়ার বক্ষস্থলে
দাও তব চিরনব সুশীতল কণ্ঠমালে।
ধবল বরণ ওহে, শুদ্ধ-স্বভাব১ তব
কর দয়া নায়কীরে, দয়া কি গো অস্তমিত!
তোমার২ মতন যদি দুই চারি হয়
অবলার কুলে সর্বনাশ যে নিশ্চয়।

॥২।৪।৫॥

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সুতা-অবসাদ হেরি মাতা কহে নির্দয়
শুনিয়া না সহে সুতা মাতারে কহিছে তায়।
নহেক নির্দয় নাথ, দয়ার স্বভাব তার
আমারই করম দোষ, তাই এত ক্লেশ মোর।

মূল গাথা

নিরদয় নহে মাতা, করুণানিধান সে যে
পরমোপকারক সুধাসিন্ধু সম যে সে।
বলিতে বলিতে সুতার দ্রবীভূত হোল মন
সর্ব অঙ্গ হোল স্থির যেন দেহ অচেতন।

॥২।৪।৬॥

ব্যাখ্যা—
মাতঃ তব বাক্য দুষ্ট, নহে তো সে নিরদয়
দয়ার আকর সে যে কভু কি ন্যূনতা হয়?
আমারই যে অপরাধ তাই তার অদর্শন
হবে তার আবির্ভাব সে যে নহে অকরুণ।
হেন গুনগনে তার ডুবিল নায়কী মরি
মাতারে তখনি কহে সে যে পরমোপকারী।
সে যে অতি ভোগ্যভূত অমৃত সমান
আসি রক্ষা করে যবে দেখে নাশমান।

মিলন দশাতে যত অনুভূত গুণগণ
একে একে অনুভবি' বিরহিণী কহি যান।
কহিতে কহিতে হয় অন্তর অতি বিগলিতা
বাক্য নাহি সরে মুখে হোলো সে যে মুরছিতা।

॥২।৪।৬॥

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
হৃদিস্থিত প্রেমকথা রাখে নিজ অন্তরে
অতীব গোপন ধন অন্যে না জানিতে পারে।
হেন তনয়ারে মোর, নায়ক যে বঞ্চয়ে
সুতা উচ্চ আক্রোশে, ত্যজি' যত লজ্জা ভয়ে।

মূল গাথা

লুকায়ে মরম কথা মম সুতা পায় ব্যথা
তপ্ত চিত্ত নায়ক বিরহে।
কহে কৃষ্ণ মহোদার জলশায়ী সে আমার,
নায়ক বঞ্চয়ে তবু তারে॥

॥২।৪।৭॥

ব্যাখ্যা—
বিরহ তাপেতে চিত্ত পায় ক্রম-নাশ
তাহার ধারক আত্মা শুষ্ক নীরস।
তথা হি—
"অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।"
(গীতা—২।২৪)
এই জ্বালা জুড়াইতে গাহে সুতা কৃষ্ণ নাম
অতীব উদার কৃষ্ণ কহি পুনঃ করে গান।
পিপাসিত রাখে মুখে কর্পূর-নিকর যথা
বিরহিনী মম সুতা কৃষ্ণ নাম কহে তথা।
আর্তা হ'য়ে কহিছে সে মোর হেন আর্তি হেরি
আসিবে নিশ্চয় হরি রহিবে মরমে মরি।
তৃষ্ণা নিবারণে সে যে ক্ষীর সাগরে আসি
র'য়েছে শয়ান কৃষ্ণ, সুতা-শান্তি অভিলাষী।
মিলনের মহা সুখ হিয়ায় গোপনে রাখি
বিরহের মহা ক্লেশ প্রকাশয়ে এ নায়কী।

১। 'শশীবর্ণ'—ধবলবর্ণ—শুদ্ধস্বভাব—গোবিন্দাচার্যের ব্যাখ্যা।
২। পরাশর ভট্টরের ব্যাখ্যা।

বিরহে নায়কও ভুঞ্জে মরণান্ত ক্লেশ তথা
তবু অবিকৃত কৃষ্ণ, নায়িকার মহা ব্যথা।
তথা হি—
"চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিষ্যতি।
ন জীবেয়ং ক্ষণমপি বিনা তামসিতেক্ষণাম্॥
(রাঃ সুঃ ৬৬।১০—রামবচন)
এ হেন বঞ্চক, নাই ভুবনে তুলনা
পাণ্ডব বিজয় লাগি করয়ে বঞ্চনা।
অস্ত্র ধরিব না বলি প্রতিজ্ঞা করিল ভঙ্গ
অর্জুনের রক্ষা লাগি ধরিল যে রথচক্র।
দিবসে করিল রাতি জয়দ্রথ বধে
চাতুরীর নাহি সীমা পাণ্ডবের রথে।
অনাশ্রিতে বঞ্চনা আশ্রিত পাণ্ডব তরে
এবে দেখি বঞ্চনা আশ্রিতা এ নায়িকারে।
॥২।৪।৭॥

—

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
তব অনুভবে যথা সুখী হয় মোর সুতা
নায়কেরে মাতা কহে, রাখিয়াছ দূরস্থিতা।
বৃন্দাবন-অরি কংসে করিয়াছ নাশ যথা
অবলা এ আশ্রিতারে কোরো না বিনাশ তথা।
তোমারে রক্ষক বলি জানে সে যে মনে প্রাণে
এ মহা বিরহ ক্লেশে কর তারে পরিত্রাণে।

মূল গাথা

প্রভুর উদ্দেশে মাতা নায়কীর দশা কহে—
কভু সে বঞ্চক বলে, কভু সে অঞ্জলি বহে।
মনস্তাপে কভু ঘন খর দীর্ঘ শ্বাস
তোমার মিলনে সুতা হইয়ে নিরাস।
বলবান অরি কংসে ক'রেছো বিনাশ তায়
আশ্রিতা অবলা সুতা তারও যে সে দশা হায়!
॥২।৪।৮॥

ব্যাখ্যা—
নায়ক বঞ্চনা করি সুতারে রেখেছে দূরে,
মাতার এ হেন বাক্য সহে না যে নায়কীরে।
সুতা কহে, বঞ্চক নহে উপকারী সে যে মোরে।
'মিলিব না' বলি যদি রহি গো সরিয়া দূরে
কত না চাতুরী করি চরণে মিলায় মোরে।
এ হেন বঞ্চক সে যে আপন সঙ্কল্প বলে
প্রতারিয়ে মোর চিত্তে, আত্মা সনে আসি মিলে।
মোর আত্মা জিনি তার চরণে মিলায় মোরে
হেন মহা উপকারী কেমনে ভুলিব তারে।
এ হেন বঞ্চকরূপে করে মহা উপকার
সুতা মোর অঞ্জলি পুটে করে তারে নমস্কার।
গুণহীন কহে মাতা, সুতা তাহা পরিহরে
বিরহের অবসাদ তথাপি তারে না ছাড়ে।
বিরহ অনলে দহে সদা নায়কীর মন
মনস্তাপে দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে ঘনে ঘন।
যথা হি—
ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্।
উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ॥
(রাঃ সুঃ—১৫।১৮)
বিরহের মহাগ্লানি শুষিছে সুরীর প্রাণ
পূর্ব গাথায় কহি, এবে কহে দহে মন।
মাতা কহে, তুমি বলী অরি কংসে নাশিয়াছ
অবলা আশ্রিতা সুতা, সেই দশা তারে দেছ।
আশ্রিত অনাশ্রিত এ হেন বিভাগ বিনা
উভয়েরই সম দশা, একি তব বঞ্চনা!
সর্ব রক্ষক তুমি, ল'য়েছে শরণাগতি
তবু সুতা হেন দশা, তুমি কি গো প্রাণঘাতী!
অন্নবস্ত্রে তৃপ্ত তারে কর নাই সংসারী সম
তব অনুভবে পুনঃ নহে নিত্যসূরী সম।
সময়ে আসিবে ব'লে নহে নিরুদ্বেগ মতি
কংস যথা নাহি নাশি', দিয়াছো প্রাণান্ত-স্থিতি।
তথা হি—"যদি মাং নয়েৎ কাকুৎস্থ তত্তস্ত সদৃশং ভবেৎ।"
(রাঃ সুঃ—৩৯।৩০)
মুই কহি 'চিন্তা ত্যজ', না শুনে সে মোর কথা
তব হেন সমাশ্রিতে দিবে আর কত ব্যথা।
— ॥২।৪।৮॥

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যত ক্লেশ সম্ভব সব ভুগিতেছে ধনী
বাকী আর আছে কিবা, বল প্রভু তাই শুনি।

মুল গাথা

কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই সে নাহি জানে
তুলসী কুসুম মালা তব সদা তার ধ্যানে।
তুলসীর শীতলতা পুষ্পে মধু পরিমল
একে একে অনুভবে সুরী পুনঃ কণ্ঠমাল।
ওহে মহা তেজোময় তীক্ষ্ণ চক্রধারী পতি
মম মুগ্ধা সুতা প্রতি দিবে তুমি কিবা গতি!

॥২।৪।৯॥

ব্যাখ্যা---

কখন্ যে সূর্যোদয় কখন্ অস্তমিত হয়
মোর তনয়ার তাহে নাহি কোন জ্ঞান তায়।
একমাত্র ধ্যান তার তোমার শ্রীকণ্ঠমাল
তাহে যে কুসুম, তার মধু তার পরিমল।
তাহার তুলসী তার অতি স্নিগ্ধ শীতলতা
এই ধ্যান এই জ্ঞান ইহা মাত্র বলে সুতা।

তথা হি—'তব নামমালাং বিনা ন জপতি।'

(সহ—৬।৭।২)

মাতৃমুখে শুনি নায়কীর হেন একাগ্রতা
অলভ্য-লাভ ভাবি নায়ক অতি হরষিত।
হর্ষভরে নিজ করে চক্র চালে চক্রধারী
নিজ প্রতি হেন প্রীতি হেন নিষ্ঠায় সে ভিখারী
হেন স্নেহময় প্রভু অনন্যভক্ত প্রতি
ভক্তভগবানে সদা বিরাজয়ে হেন প্রীতি।

চক্রীর চক্রের মনোহারী রূপ হেরি হেরি
ডাকে মাতা—'ওহে দীপ্তিময় পূর্ণ চক্রধারী!

তথা হি—'চক্রায়ুধত্রাহ্মণং (ঈশ্বরং) বিস্মরণমন্তরেণ মনসি স্থাপয়ন্তি।' (সহ—৭।১)

কিবা তব অভিপ্রায় প্রকাশিয়ে কহ তায়
কিবা গতি দিতে চাও, মুগ্ধা মম এ সুতায়।
রাবণ হিরণ্যসম বিনাশিতে ইচ্ছা কিয়ে
তব রূপ অনুভবে নিত্যসূরীসম কিয়ে?
অথবা তোমারে ভুলি, ভুলি নিজ আত্মারে
অন্নবস্ত্রে তুষ্ট হ'য়ে সঞ্চরে সে সংসারে?

॥২।৪।৯"

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সর্বদেহ গেছে সুতার নেত্র মাত্র, আছে বাকী
রক্ষা কর তার প্রাণ, সেই নেত্রকান্তি রাখি'।

মুল গাথা

আমার চপলা সুতার অনুপম নেত্রযুগ
দিবা নিশি অশ্রুভরা অসহন দুঃখভোগ।
মহৎ ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কাদাহী শক্তিমান
নায়কীর মুগ্ধ নেত্র রক্ষি রাখ নিজ প্রাণ।

॥২।৪।১০॥

ব্যাখ্যা—

ঈশ্বর দুর্লভ বস্তু, তথাপি আমার সুতা
সুলভ মানিয়া তাহে করে কত চপলতা।
যত কহি দুর্লভ সে, ত্যজ ত্যজ তার আশ
তবু সে যে নাহি মানে, হেন তার মোহপাশ।
কমনীয় অনুপম নেত্রযুগ অশ্রুভরা
কমলে মুক্তার ফল হেন শোভা মনোহরা।
কাননচন্দ্রিকা১ সম নায়কীর হেন দশা
নায়ক না চায় ফিরে, যার তরে তার আশা।

* কাননচন্দ্রিকা — অরণ্যে চন্দ্রোদয় হইলে যেমন তাহা উপভোগ করিবার কেহ থাকে না, নায়কীর অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি নায়িকার এতাদৃশ মোহ এবং তাঁহার বিরহে নায়কীর অনুপম মনোহর নেত্রে অশ্রুজল নায়ক ঈশ্বর আসিয়া অনুভব করিতেছেন না। অতএব নায়কীর এই দশা, তাহার এই মুগ্ধকরী নেত্র-শোভা 'কাননচন্দ্রিকার' ন্যায় বিফল।

সুতারে লাভের তরে এতদিন কৃষি১ করি
এবে তার ফল দশা তবু যে ত্তেয়াগে হরি।
সুতার বিরহ-ক্লেশে নহে তত পরিতাপ
আসন্ন বিনাশ-ভয়ে মাতার এই সন্তাপ।
ঈশ্বরে সম্বোধি' মাতা কহিছে তখন
তনয়ার অশ্রুজল কর নিবারণ।
যদি বল আছে তাহে প্রবল বিরোধী দল
রাবণ হ'তেও তবে এ বিরোধী কি প্রবল ?
মাতা-পিতা২ সহস্থিতি তাহে যে অসহমান
হেন মহাবিরোধীর লঙ্কা কর বিনাশন।
তোমার স্বভাব হেরি মূল সহ নাশ
তথা মোর তনয়ারে না কর বিনাশ।
সর্বদেহ গেছে তার নেত্রমাত্র আছে বাকী
তার প্রাণ রক্ষা কর সেই মুগ্ধনেত্রে রাখি।
তার নাশে মোরও নাশ তথা তোমারও বিনাশ
তার নেত্র রক্ষা কর, নিজ প্রাণে যদি আশ।

॥২।৪।১০॥

দ্বিতীয় শতক, চতুর্থ দশক — একাদশ গাথা
দশক-পাঠ ফল

দশক তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসেতে আসক্ত যে জন মরি
সুরীর প্রার্থনা মত নিত্যসুরী-সঙ্ঘে মিলি।
শ্রদ্ধাভরি' সমর্পিয়ে সর্বেশ্বরে কণ্ঠমাল
তাঁহার চরণযুগে লভে সে কৈঙ্কর্য-ফল।

মূল গাথা

মানসিক বাচনিক করি প্রভুর অনুভব
সর্ব-উজ্জীবন-দাতা হেন উদার স্বভাব—
শঠকোপ বিরচিত গুণযুত বামনের
গুণকথাপূর্ণ এই অদ্বিতীয় সহস্রের।
এ দশক অভ্যাসেতে নিত্যসুরী-সঙ্ঘ মাঝে
অর্পণীয় মাল্য ল'য়ে চরণসেবায় রাজে॥

॥২।৪।১১॥

ব্যাখ্যা—

এ হেন দশায় নায়ক মুখ যদি না দেখায়
সকলে বুঝয়ে তবে গুণের হীনতা তায়।
সর্বগুণে পূর্ণ প্রভু শ্রীবামনদেব
স্বীয় বস্তু প্রাপ্তি তরে যাচকের বেশ।
সেই সর্বেশ্বর-গুণ অনুভবি' পূর্ণতর
শঠকোপ আড়্‌বার হ'য়ে অতীব উদার।
স্বরপূর্ণ শব্দে তাহা করিলা প্রচার॥
তাহা পুনঃ অর্থপূর্ত্তি হেন সে সহস্রগাথা
রচিলেন মহাগ্রন্থ মানব-উজ্জীবন দাতা।
তার মাঝে এ দশক অভ্যাসে সক্ষম যেবা
নিত্যসুরী-সঙ্ঘে মিলি করয়ে সে পদসেবা।
প্রভুরে মোহন-মালা করি নিত্য সমর্পণ
অতীব যে ধন্য মানে আপনার মনপ্রাণ।

॥২।৪।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

---

১ ঈশ্বরের কৃষিকার্য — সংসারী জীব অনাদি ঈশ্বর-বিমুখ। ঈশ্বর তাহার বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া, তাহাকে ভগবদ্-অভিমুখ করিয়া তোলেন। তৎপরে তাহাকে জ্ঞান ও ভক্তি প্রদানপূর্বক নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। ক্রমশঃ এই জীব ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য, তাঁহার দর্শন-স্পর্শন আদির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। উজ্জীবিত জীবের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরও তাহার প্রতি ব্যামুগ্ধ হইয়া পড়েন। পরিশেষে উভয়ে উভয়কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। উপরি-উক্ত প্রকারে সংসারী জীবের এতাদৃশ উজ্জীবনকরণ ঈশ্বরের কৃষিকার্য এবং এই উজ্জীবিত জীবরূপ ফল লাভ হইতেছে এই কৃষিকার্যের উদ্দেশ্য।

২ মাতা পিতা — সীতাদেবী ও রামচন্দ্র।

দ্বিতীয় শতক — পঞ্চম দশক

দশক তাৎপর্য—

মিলিয়া স্বরীর সনে নিবারিয়ে আর্ত্তি যত
অত্যুজ্জ্বল মরকত-গিরিসম অঙ্গযুত।
প্রফুল্ল কমল যেন নেত্র কর অঙ্ঘ্রি আদি
রূপশোভা হেরি স্বরী অতি হরষিত মতি।
শরণে আগত আর্ত্ত ভকতের আর্ত্তিত্রাণ
করিতে বিবশ প্রভু আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ।
মরি কিবা ত্বরা তাঁর, আর্ত্ত গজেন্দ্র মোক্ষণে
তাহার তুলনা নাহি মিলিবে কোন ভুবনে।

তথা হি—

"গজ আকর্ষতে তীরে গ্রাহ আকর্ষতে জলে।
তয়োর্দ্বন্দ্বসমং যুদ্ধং দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥" (বিঃ ধঃ ৬)

গজের আর্ত্ত আহ্বানে আলুথালু নারায়ণ
অতীব ত্বরায় আসি করে তার আর্ত্তিত্রাণ।
কাতরে গজেন্দ্র ডাকে কোথা পদ্ম-বিলোচন
আর্ত্তনাদ শুনি প্রভু হ'ন অতি উচাটন।
গজেন্দ্রের দুঃখভোগ এতকাল ধরি'
স্মরিয়া বিহ্বল চিত্ত অতীব লজ্জিত হরি।
আপন স্বরূপ রূপ গুণ ভূষণ আয়ুধ সহ,
ত্বরিতে আসিয়া মিলি তুষিলা গজেন্দ্রে তিঁহ।

তথা হি—

"অতন্দ্রিতচমূপতিপ্রহিতহস্তমস্বীকৃত-
প্রণীতমণিপাদুকং কিমিতি চাকুলান্তঃপুরম্ ॥
অবাহনপরিষ্ক্রিয়ং পতগরাজমারোহতঃ
করিপ্রবরবৃংহিতে ভগবতস্ত্বরায়ৈ নমঃ ॥"

(শ্রীরঙ্গঃ—৫৭)

এতই মহতী ত্বরা গজেন্দ্রের আর্ত্তিত্রাণে
আয়ুধ আভরণ ধরে সে যে মহা ব্যতিক্রম।
চরণে কর-ভূষণ, করে চরণালঙ্কারে
বাম হস্তে চক্র ধরে দক্ষিণে যে শঙ্খ ধরে।
এ হেন দশায় প্রভু আসিয়া হ্রদের তীরে
প্রবেশয়ে তার মাঝে ব্যাকুল অবলগ্ন শিরে।
এক হস্তে গজে ধরি অন্য হস্তে গ্রাহে
জল হ'তে তীরে আনি উদ্ধারে দোঁহারে।
তীক্ষ্ণ চক্রে গ্রাহমুখ ছেদিয়া মাধব তবে
মুক্ত করে গজেন্দ্রের পদ গ্রাহমুখ হ'তে।
শ্রীহস্ত-শীতল-স্পর্শে গ্রাহের এ ক্ষতমুখ
বেদনাবিহীন করি দিল প্রভু স্পর্শ-সুখ।
গজ গ্রাহ উভয়ের দুঃখ করি নিবর্ত্তন
রমাসহ রমানাথ তুষিল আপন মন।
গজেন্দ্রে তুষিয়া হরি হৃষ্ট কৃতকৃত্য মানি
আর্ত্ত ভক্তে হেন দয়া, করুণা-আকর স্বামী।
তেমতি বিরহতাপে নায়িকার ভাবে স্বরী
পাগলিনীপারা নাচে কাঁদে প্রলপয়ে মরি।
স্বরীর এতাদৃশী স্থিতি হেরি প্রভু হৃষ্টমনে
ধন্য করে প্রভু তারে, দিব্যরূপ প্রদর্শনে।
হেন মহা ফললাভে হর্ষপ্রকর্ষে স্বরী
প্রতি অঙ্গ অনুভবি' ব্যক্ত করে প্রাণভরি।

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দাসসঙ্ঘে মিলি দরশনে স্বরীর অভিলাষ
সেইভাবে দেখা দিয়ে প্রভু পূরাইলা আশ।

মূল গাথা

বৈকুণ্ঠেতে যত প্রীতি ঢালি সব মোর প্রতি
হাসি' মোর সনে আসি মিলিল যে প্রভু।
কিবা রূপ কিবা ছটা কিবা বিভূষণ ঘটা
হেন অপরূপ রূপ দেখি নাই কভু ॥
উজল কিরীট নয়নকমল
অরুণ অধর জিনি বিম্বফল
তরুণ অরুণ চরণকমল যুগল শোভিছে কিবা।
অঙ্গছটাখানি কাঁচা সোণা জিনি
শঙ্খ চক্র করে কটিতে কিঙ্কিনী
যজ্ঞসূত্রে* মণিমালে শোভা পায় তার গ্রীবা ॥

॥২।৫।১॥

* যজ্ঞসূত্র—যজ্ঞোপবীত।

ব্যাখ্যা—

বৈকুণ্ঠের সর্ব নিত্যসূরী প্রতি তাঁর প্রীতি
সমস্ত সে স্নেহ প্রভু করে একা মোর প্রতি।
আদর না পাই যদি যাবো তবে দূরে সরে
জানে প্রভু তাই মোরে এতই আদর করে।
শুষ্ক ভূমির পরে ভূ-দলন নিবারণে
জলের প্রবেশ যথা মহৌষধি বলি গণে।
তথা মোর অন্তঃপ্রাণ অতীব যে শুষ্ক হেরি
শীতল পরশ দানে প্রবেশ করয়ে হরি।
এই প্রবেশেতে তাঁর এত সমাদর
হ্রদে দেখি' তৃষিতের যেমতি আদর।
তিনি মোর স্বাভাবিক স্বামী তিনি বস্তুমান
আমি যে তাঁহারই বস্তু তাই এত অভিমান।
নিত্য বিভূতি যথা লীলা বিভূতিও তথা
উভয় বিভূতিনাথ তিনি—এ তো মূল কথা।
নিত্য বিভূতিতে যথা সদা দেন দরশন
লীলা বিভূতিতে তথা সে দরশ প্রয়োজন।
উভয় বিভূতি হয় তাঁর স্বাভাবিক বস্তু
এই বস্তু লাভ তরে তাই তিনি সদা ব্যস্ত।
লীলা বিভূতিতে যত জীবে লাভ অনন্তর
তবেই জানয়ে প্রভু সার্থক নাম 'সর্বেশ্বর'।
সূরী সনে মিলি প্রভু অতীব উজ্জ্বল
তাঁর প্রতি অঙ্গ শোভে উজ্জ্বল কমল।
উজ্জ্বল বরণ তথা উজ্জ্বল ভূষণ
উজ্জ্বল আয়ুধ পুনঃ উজ্জ্বল বসন।
এ গাথার১ অভিপ্রায় বিশ্লেষণ কালে
যামুন ও যতিবর ভিন্ন অর্থ করে।
অর্থ বিশ্লেষণে কহে আচারী যামুনে
দাসসঙ্ঘে মিলি কবে পাবো দরশন—
সূরীর প্রার্থনা প্রভু করিলা পূরণ।
তথা হি—'দাসানাং সঙ্ঘৈঃ সঙ্গমিষ্যামি কদা'।
(সহ—২।৪।১০)

নিত্যসূরী সঙ্গে মিলি দরশন করে সূরী
প্রভুর অনুপ রূপ দিব্য শঙ্খ চক্র ধারী।
তাঁর দিব্য অঙ্গ সব কমল সমান মানে
শঙ্খ চক্র আদি রূপ ধরে নিত্যসূরীগণে।
সবে চিৎ-বস্তু তবু অচিৎ-সম পরতন্ত্র
তারা 'শেষ', প্রভু 'শেষী',
সিদ্ধ ইথে এ সিদ্ধান্ত!
অর্থ বিশ্লেষয়ে পুনঃ রামানুজ যতিবর
সূরিবর বিশ্লেষে মলিন যে সর্বেশ্বর।
তাহার মিলনে হন উৎফুল্ল ভাস্বর
নিত্যসূরিগণও তথা উজ্জ্বল অতঃপর।
কল্পতরু ম্লান হ'লে পুষ্পপল্লবও যথা
সর্বেশ্বর সহ নিত্যসূরীগণ দশা তথা।
সুন্দর দামে শোভিত কিরীট
অতীব উজ্জ্বল তেজ সমধিক
তেজোপূর্ণ পাঞ্চজন্য সুদর্শন সে আর
তেমতি যে ছটা যজ্ঞসূত্রে
বিলাসিত তথা সে কটিসূত্রে
তেমতি তাহার উজ্জ্বলতর কণ্ঠেতে মণিহার॥
নিত্যসূরিগণও তেমতি উজ্জ্বল
দরশনে সূরী নয়ন সফল
আনন্দ সায়রে ডুবিল তখন
সে আনন্দে নাহি তল।
সূরী-সংশ্লেষে প্রভুও তেমতি
দাস নিত্যসূরী তারাও যে তথি
প্রতি অঙ্গ প্রভুর অতীব উজ্জ্বল
শোভিছে নব কমল॥
অরুণ বিশাল নয়ন কমল
কৃপা দৃষ্টি নাশে আর্তি সকল
সূরির সংশ্লেষে হইল যে মরি অতীব কান্তিমান।
অবিকারী সদা একরূপ তবু
ভক্ত মিলনে বিচলিত প্রভু
কর্ম নিবন্ধন নহে এ বিকার, ভক্ততরে ভগবান॥

১—মূল তামিল গ্রন্থে—'দামরৈ' শব্দটির প্রয়োগ আছে। এই শব্দের ২টী অর্থ—(১) কমল, (২) উজ্জ্বল। শ্রীযামুনাচারী 'কমল' অর্থ লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যতিবর রামানুজ—'উজ্জ্বল' অর্থ লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অরুন অধরে ঝিলিন বিধুফেল
শোভিয়াছে যেন রক্তকমল
অধরের রুচি রাতুল স্নিগ্ধ বচনে যে মধু ঝরে।
তরুন অরুন চরন কমল
ভক্তজনের পতনের স্থল
অঙ্গের বরন গলিত কাঞ্চন কান্তি ছটায় ভরা॥
ভুবন মোহন রূপ অপরূপ রূপ ঘটা।
ভক্ত দরশনে বাড়ে তার কান্তি তার ছটা॥
॥২।৫।১॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সুরী কহে মোর সনে মিলনের পর
প্রতি অঙ্গকান্তি প্রভুর অতি রুচিকর।
তিনি ব্রহ্ম রুদ্র সত্তা-আপাদক সর্বেশ্বর
মোর দেহাশ্রয়ে করে নিজ সত্তা দৃঢ়তর।

মূল গাথা

আকাশ ভরিয়া মরি দিব্যরূপ ছটা তারি
রাতুল কমল তার নয়ন যুগল।
কর পদ যুগ আর কিবা শোভা বলি হার
শ্রীঅঙ্গ শোভিছে যেন রাতুল কমল॥
উজল বিগ্রহ মাঝে হিয়ায় কমলা রাজে
ব্রহ্মা রাজিছে তাঁর শ্রীনাভিকমলে।
রুদ্র অবশিষ্ট অঙ্গে বিরাজ করিছে রঙ্গে
সেই প্রভু মোর সর্ব অঙ্গ ভরি খেলে॥
॥২।৫।২॥

ব্যাখ্যা—
প্রভুর আলিঙ্গন কালে স্পর্শ সুখ অনুভবি'
অপরূপ রূপছটা মাঝে সুরী যায় ডুবি।
আকাশ বাতাস ভরি দিশি দিশি যায় ছুটি
অন্ত নাহি দেখে সুরী তাঁর দিব্য অঙ্গ জ্যোতি।
হেন আপ্ততম সুরী দরশি' পরশি' রূপ
জগতে প্রচারে তাঁর অঙ্গছটা অপরূপ।
এ হেন ঈশ্বরে যারা নিগুর্ন নিরাকার
কহে হায়, কিবা পাপ কর্ম আছে বাকী তার!
মোরা যাহে নাহি মানি এ কুদৃষ্টি কুবচন
তারি তরে সুরী সঙ্গে প্রভুর এ অনুষ্ঠান।
সুরী-মুখে প্রভু-কৃত হেন মহা উপকার
কহে যতি[১] অনুপম তুলনা নাহিক তার।
অজ্ঞান নিবৃত্ত করি জ্ঞান ভক্তি করি দান
আপন বিগ্রহ করে সুরীবরে প্রদর্শন।
সে বিগ্রহ দরশনে সুরীর ব্যামুগ্ধ মন
প্রভুও দরশ দানে করে তারে বহুমান।
তথা হি—
'ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ।' (বিঃ—৬।১।৮৪)
'এষঃ সর্বস্বভূতস্ত পরিষ্বঙ্গঃ হনুমতঃ॥' (রাঃ যুঃ ১।১৩)
প্রথম দরশে সুরী দেখে তেজের প্রকাশ
আলিঙ্গনে ধন্য হ'য়ে অন্তর্দৃষ্টি খুলে তার
অন্তর বাহির প্রভুর সরবত্র তেজে ভরা
দেখিয়া ভাবিলা সুরী সর্ব তনু তেজে গড়া।
তথা হি—"তেজসা রাশিমূর্জিতম্।" (বিঃ—১।৯।৬৭)
প্রভু করেছেন নিজ পঞ্চ শক্তিময় দেহ[২]
সুরী দেখিছেন তারে যাড়্গুন্যত বিগ্রহ[৩]।
রূপে গুনে ভেদ নাই দিব্য তনু সংগঠনে
এই সে পরম তত্ত্ব সুরী পায় দরশনে।
রাতুল কমল নেত্র রূপে গুণে অনুপম
করুণা কটাক্ষে তায় পরাজিত সুরী ক'ন।
কোমল কমল সম তাঁর পদ যুগ মরি
কোমল পরশ তাঁর সর্ব পাপ-তাপহারী।
তথা হি—
"পস্পর্শাঙ্গং তদা বিষ্ণুঃ পিশাচস্যাপি[৪] সর্বতঃ।
করেণ মৃদুনা দেবঃ পাপান্ নির্মোচয়ন্ হরিঃ॥"
(হরি বং—২৭৫।১৫)

১—যতি—পূর্বাচার্য—বেদান্তী স্বামী; রামানুজ-শিষ্য পরাশরের শিষ্য।

২—পঞ্চ শক্তিময় দেহ—অপ্রাকৃত অজড় বস্তু

৩—যাড়্গণ্যময় দেহ—দেহ যেন জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য বীর্য তেজ—এই ৬টি গুণ দিয়ে গড়া।

৪—পিশাচ—ঘণ্টাকর্ণ নামক পিশাচ ঋষিদের বধ করিয়া তাহাদের মাংস শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতঃ তৎপরে ভোজন করিত। এইরূপ নিবেদনের অছিলায় শ্রীভগবান তাহাকে প্রকৃত ভক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে মৃদু কর স্পর্শ করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপের অঙ্গ শোভা শূরীরে সে মুগ্ধ করে
তাঁর প্রতি অঙ্গে পুনঃ নানাবিধ গুণ স্ফুরে।
প্রভু আলিঙ্গনে ভক্তে যাঁর অনুরোধ বলে
সে রমার নিত্য বাসস্থল তার বক্ষস্থলে।
চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যিনি
তাঁর বাস নাভিপদ্মে প্রভু তাই পদ্মযোনি!
মোর স্বামীর দিব্য দেহে অন্য এক দিব্যস্থল
বিরাজেন রুদ্রদেব—দেহের মহিমা বল।
কোন অঙ্গ নাহি ছাড়ি সর্ব অঙ্গ সহ হরি
মোরে আলিঙ্গন করে কত না আবেশে ভরি।
নিজ প্রিয় উরে প্রিয়া-কমলার বাসস্থান
এ হেন সে দিব্য দেহে ব্রহ্মা রুদ্রে স্থান দেন।
এ হেন সৌশীল্য গুণ অনুভব করি শূরী
নিজে আলিঙ্গন কালে সরবস্ব দান হেরি।
অনুভবে পুনঃ যে স্বামিত্ব সম্বন্ধ তাঁরি॥

॥২।৫।২॥

—

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ইতর যাবৎ বস্তুর যিনি সত্তাধর
সকলে অধীন যাঁর যিনি সর্বেশ্বর।
স্বয়ং অধীন মোর আসি মোর আশ্রয়ে
মিলিত হইয়া রহে সে যে অতি স্নেহভরে।

মূল গাথা

নিত্য তথা পূর্ণ সপ্ত লোকে যে উদরে রাখে
যাঁহার আশ্রয় ছাড়ি কোন বস্তু নাহি লোকে।
হেন সর্বেশ্বর আসি' প্রবেশিয়ে স্নেহভরে
জ্যোতির্ময় গিরিসম রাজে মোর অন্তরে।
রাতুল কমল যেন তাঁর রক্ত স্নিগ্ধাধর
নেত্র কর পদযুগ শোভে যুগ্ম শতদল॥

॥২।৫।৩॥

ব্যাখ্যা—
সপ্তলোকে ভরা সদা যত চেতনাচেতনে
উভয়েই নিত্যবস্তু শাস্ত্রবিধানে জানে।
চেতন যে নিত্যবস্তু সদা একরূপ জানি
অচেতন পরিণামী, প্রবাহে[১] যে নিত্য মানি।
সকলেই লভে তারা প্রলয়েতে আশ্রয়
যাঁহার উদরে, যাঁর সঙ্কল্প-অধীন রয়।
যাঁহার আশ্রয় বিনা কোন বস্তু কোন কালে
সত্তাবান নাহি হয়, অস্তিত্ব হারায়ে ফেলে।
তথা হি—
'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্।'
(গীতা ১০।৩৯)

ব্রহ্মাত্মক[২] সর্ববস্তু সদাই নিশ্চয়
তবে তো স্বরূপ তাদের সদা রক্ষা পায়।
শূরী-প্রভু পরস্পরে এত প্রেম-অতিশয়
শূরীর বিরহে প্রভুর জীবন নাহিক রয়।
হেন প্রভু প্রবেশিয়া রাজে শূরী অন্তরে
জ্যোতির্ময় গিরি যেন অনুভবে শূরী তারে।
শ্রীবামনদেব যথা ত্রিবিক্রম অবতারে
ধরিলা বিরাট রূপ এবে তথা রূপ ধ'রে।
শূরীর মিলনে হর্ষে প্রভুর রূপ তেজ তথা
দৃঢ় অবস্থিতি পুনঃ অভিবৃদ্ধ গিরি যথা।
বদনকমল-শোভা অতি অনুপম তাঁর
রাতুল কমল সম শোভে তাহে স্নিগ্ধাধর।
বাম ও দক্ষিণ অঙ্গে নেত্র কর পদতল
অনুভবি' কহে শূরী — রাত যুগ্ম শতদল।

॥২।৫।৩॥

—

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
উপদিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রশ্ন করে শূরীবরে
একই রূপগুণ-কথা কেন কহ বারে বারে।
শূরী কহে বারেকের দরশনে তোরা তথা
বারে বারে কহিবিরে তাঁর রূপগুণ-কথা।

---

১ অচেতন বস্তু — পরিণামী অর্থাৎ সদাই ক্ষয়শীল ও গঠনশীল। পঞ্চভূত হয় ক্ষয়ে বিভক্ত, আবার গঠনে সংযুক্ত। এই ক্ষয় ও গঠনরূপ-প্রবাহে সে নিত্যবস্তু।

২ ব্রহ্মাত্মক — সর্ববস্তুরই আত্মারূপে পরমাত্মা বিরাজ করেন।

সে যদি গো দেয় তার রূপ গুণ দরশন
সদা নব নব ভাব হয় তাহে প্রকাশন।
হেন রূপ গুণ কথা নিবারণে অক্ষম
তোরাও হেন দশায় না হবিরে সক্ষম।

মূল গাথা

তিনিময়১ সর্ববস্তু, তিনি সর্ববস্তু জেনো
সবই যে আশ্রিত তাঁর তাই সে ব্যামুগ্ধ হেন।
রূপ মাধুরিমা শুন মরকত গিরি সম
প্রতি অঙ্গে রূপের তরঙ্গ খেলে সদা তার।
সর্ব অবয়ব শোভা মরি কিবা মনোলোভা
নব বিকসিত পদ্ম নেত্র কর পদ আর॥
প্রতিদিন মাসে যথা বৎসর প্রলয়ে তথা
সর্বকালে রূপ তার নিতুই নুতন।
যবে অনুভব করি তবে প্রাণ যায় ভরি
'অতৃপ্ত অমৃত' সম তার আস্বাদন॥

॥২।৫।৪॥

ব্যাখ্যা—
প্রভু যে 'প্রকারী'২ হয় সর্ব পদার্থ 'প্রকার'২
জগতের সর্বজীব অধীন আশ্রিত তাঁর।
নিজ বস্তুর হিত চিন্তায় সদাই মগন
নিজ অনুভব দানে করে আকর্ষণ।
তত্ত্ব কথা কহি এবে সুরী কহে রস কথা
শ্রীবিগ্রহে অনুভব আস্বাদয়ে যথা যথা।
রূপ নহে শোভে যেন মরকত মণি গিরি
সুরীর সংশ্লেষে কান্তি উজ্জ্বলতর মরি।
পূর্বে সুরী দিয়াছেন কমল-উপমা যত
এবে সে কমল যেন হয় নব প্রস্ফুটিত।
সে কমল যথা স্বচ্ছপ্রভাযুতে সুরভিত
তথা তাঁর নেত্র পদ কর শোভা অদভুত।
তাঁর নেত্রে পাশ সম ক'রে রাখে সদা বদ্ধ
তাঁর পদ ভক্তজন অবগাহনের ঘট্ট।
ভক্তজন-স্পর্শ পেয়ে দেহকান্তি আভরদ্ধ
হেন রূপ মহিমারে অনুভবে সুরী মুগ্ধ।
দিন মাস বৎসর ক্ষণিক অনুভব যথা
কিংবা কল্পে কল্পে সুরীবরের অনুভবও তথা।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব অনুভব আস্বাদনে
সুধা পানে নহে তৃপ্ত 'অতৃপ্ত অমৃত' পানে।
কালের প্রভেদে জ্ঞান ভিন্ন বটে হয়
হেথা ভেদ হয় অনুভবের বিষয়।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপের বিলাস মরি
প্রভুর অনুভবে হেথা, যাহে মহা মুগ্ধ সুরী।

॥২।৫।৪॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রভু দরশনে সুরী মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর রূপে
কহে, নব বিকসিত কমলে উপমা মুখে।
সে রূপসায়রে এবে করি অবগাহন
তাঁর রূপ বরণনে নাহি পায় উপমান।
তাঁহার তুলনা তিনি এতেক ভাবিয়া সুরী
তাঁর রূপ গুণ কথা কহি যায় প্রাণ ভরি।

মূল গাথা

'অতৃপ্ত অমৃত' সম অতি ভোগ্য ভাবি মোয়
মোর মাঝে আসি প্রভু মিলিত অচিৎ-প্রায়
তাহারি তুলনা সে যে চির অতুলন
নীল ঘন মেঘ নহে কৃষ্ণের বরণ।
প্রবাল উপমা নহে অরুণ অধরে
কমল তুলনা কিয়ে নেত্র পদ করে?
কিরীট কুণ্ডল হার আদি আভরণ
অগণিত, কেবা তারে করে বরণন॥

॥২।৫।৫॥

ব্যাখ্যা—
অমৃত অধিক অতি উপভোগ্য মানে মোরে
যত উপভোগ করে তত তৃষ্ণা যায় বেড়ে।
পূর্ণ ভোগ তরে মোরে ওতপ্রোত এ মিলন
ভিন্ন এক বস্তু বলি নহেকো প্রতীয়মান।

১—'সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বম্।' (গীতা ১১।৪০)
২—প্রকারী—বিশেষ্য ; প্রকার—বিশেষণ অর্থাৎ ঈশ্বর সমস্ত চিদ্-অচিদ্‌বিশিষ্ট অদ্বৈত বস্তু।

এত জ্ঞানহারা প্রভু মোর আত্মা সনে মিলি
আপনারে বিস্মরণ আমারেও যায় ভুলি।
মোর উপভোগে মুগ্ধ অচিতের সম স্থিতি
নাহি কোন অবসাদ হারায়েছে জ্ঞান গতি।
নিত্যসূরী সাধু সনে নহে তথা এ মিলন
'অতৃপ্ত অমৃত' জ্ঞানে মোর সনে সম্মিলন।
হেন ধন সংশ্লেষ ক'রেছে সে মোর সনে
দোঁহে যেন এক বস্তু হেন লয় মোর মনে।
বিগ্রহশোভায় মোর অন্তর উভোর হেরি
তাহাতে বুঝিনু সত্তা পৃথক্ আছয়ে তারি।
মোর স্বামী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের বরণখানি
বর্ষাকালে ঘন মেঘে নীলবর্ণে তুচ্ছ গণি।
অবয়বশোভা হেরি বিকায়েছি তনু মন
তাঁহার বদনকান্তি মরি কিবা অতুলন।
রাতুল অধর শোভে, তার কাছে আমি
রক্ত প্রবালের শোভা কিছুই না গণি।
তাঁর দুটি নেত্রশোভা, সুশীতল দৃষ্টি দান
হরিয়া ল'য়েছে মোর বেয়াকুল মন প্রাণ।
তাঁর দুটি পদতলে করি তবে প্রণমন
দুই হস্তে উঠাইয়া করে মোরে আলিঙ্গন।
হেন কর পদ নেত্র সৌন্দর্যের সীমাভূমি
নব শতদল শোভা তার কাছে তৃণ মানি।
পরিসর হিয়া 'পরি মহা হার শোভে মরি
অধিরাজ্য সূচক শ্রীকিরীট শিরোপরি।
লম্বমান যজ্ঞসূত্র আরো কত আভরণ
শোভা করে ঝলমল, গণয়িতে অক্ষম।

॥২.৫.৫॥

—

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বহু নানা রূপ ধ'রে পশি' মোর অন্তরে
প্রভু অনুভব করে নানাবিধ উপচারে।

মূল গাথা

বহু রূপ বহু নাম ধরি বহু আভরণ
আসি প্রভু নানা ভাবে উপভোগে মোরে।
দরশ পরশ ঘ্রাণ শ্রবণ ভোজন পান
জ্ঞানের প্রকাশে নানা, নানা হর্ষভরে॥
ক্ষীর সাগর'পরি অনন্ত শয়নে হরি
সর্বেন্দ্রিয় সুখে করে অনুভব তারে।
তথা সেই সর্বেশ্বরে পশি' মোর অন্তরে
তেমতি সুখের লাগি উপভোগে মোরে॥

॥২.৫.৬॥

ব্যাখ্যা—

মোর উপভোগে প্রভুর কত যে কৌশল
স্মঙরি স্মঙরি মরি হই যে বিহ্বল।
যেখানে যা প্রয়োজন নানা আভরণ
নানা অঙ্গ ভরি তার অতি সুশোভন।
মোর অভিমত মত নাম ধরে শত শত
শীল-নাম১ বীর-নাম২ আদি নাম যত যত।
যথা নাম তথা রূপ দিব্য জ্যোতির্ময়
ধরয়ে যে কত কত কহনে না যায়।
নিত্য মুক্ত জীব যথা ভিন্ন ভিন্ন সেবা তরে
প্রভুজীর অভিমত নানাবিধ রূপ ধরে।
সেই মত সর্বেশ্বর মোরে উপভোগ তরে
মোর অভিমত মত নানাবিধ রূপ ধরে।
হেন উপভোগে উথলয়ে তাঁর মহানন্দ
সে আনন্দে লুব্ধ সে যে হোক্ না আনন্দকন্দ।
প্রিয় দরশনে তথা ভোজনে শ্রবণে
স্পর্শনে আঘ্রাণে তথা নানা আস্বাদনে।
নানাবিধ মহানন্দ যথা উপজয়
তথা মোরে উপভোগে সুখী সে নিশ্চয়।
এই অনুভবে তাঁর হয় বহু জ্ঞান ভেদ
অনুভাব্য বিষয় ভেদে এ জ্ঞানের সে প্রভেদ।

১ — শীল-নাম — চরিত্র-পরিচায়ক নাম। যথা—'গোবিন্দ'।
২ — বীর-নাম—বীরত্ব পরিচায়ক নাম—যথা 'নরসিংহ'।

যে বিষয় অনুভবে প্রয়োজন যেই জ্ঞান
তখনি সে জ্ঞানে প্রভু করয়ে যে বিকাশন।
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মোরে উপভোগে, তাই উৎকর্ষ
কতই কৌশল তায় ভাবি উথলয়ে হর্ষ।
নাগ শয়নোপরি অনুভবে যথা হরি
মৃদু স্পর্শ সৌগন্ধ সৌন্দর্য তার।
তথা সর্বেশ্বর আসি আমার মাঝারে পশি',
সুরী কহে, সর্বসুখে করয়ে বিহার।

॥২।৫।৬॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শ্রীবৈকুণ্ঠ হ'তে আসি ক্ষীরাব্ধি-শয়ন
তথা হ'তে রামকৃষ্ণাদি অবতরণ।
এতদবতারে যত বীর-লীলা হেরি
সে সব আমারি তরে, এবে কহে সুরী।

মূল গাথা

শ্রীবৈকুণ্ঠ হ'তে ক্ষীর অর্ণবে
ফণি-শয্যা'পুরে স্থিতি।
কৃষ্ণ-অবতারে নীলা লভেছিলে
সপ্ত ঋষভে জিতি॥
সুগ্রীব লাগি বালিরে বধিতে
বিঁধিলে সপ্ত শাল।
এ সব আয়াস আমারি লাগিয়া
হে বীর! ত্রিলোকপাল॥

॥২।৫।৭॥

ব্যাখ্যা—
পুষ্পযুক্ত অতি শীতল তুলসী স্বর্ণকিরীট যাঁর
নিত্যসুরীর সে যে অধিরাজ সর্বজীবে সর্বেশ্বর।
বৈকুণ্ঠ হ'তে ক্ষীরসাগরে হোল তার আগমন
আর্ত্ত-রক্ষণ লাগিয়া সে প্রভু করিলা সুখ-শয়ন॥
জলের কঠিন স্পর্শ করি নিবারণ
শীতল সুগন্ধ মৃদু অনন্তে শয়ান।
তথা হ'তে কৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতরি[১]
বংশবর্তুল ভুজ হেন মহা সুন্দরী।
নীলাদেবী তরে সপ্ত বৃষ এক কণ্ঠে বদ্ধ
হেন অবতারে তার আরো যত প্রেমকার্য।
পুনঃ রাম-অবতারে সুগ্রীবের বিশ্বসনে
ঘন শাখা সপ্ত শাল ছেদন যে এক বাণে।
এ হেন সে সর্বেশ্বর হেন যত লীলা তাঁর
সকলি আমার তরে মোরে লুব্ধ গুণাধার।

॥২।৫।৭॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
নিত্যসুরী-অধিপতি যিনি সর্বপরাৎপর
মোর অপকর্ষ নাহি গণে হেন গুণধর।
আমার অন্তরে পুনঃ পশে কত সমাদরি'
হেন মহাগুণ তাঁর তিলে যে কহিতে নারি।

মূল গাথা

আমার স্বামীর কনক-কিরীট কণ্ঠে তুলসীমালা
দীর্ঘ চতুর্ভুজ পশিয়া আমার হৃদয় করিলা আলা
পরমপুরুষ অধমের দোষ গণিল না কোন দিন
এ মহা গুণীর গুণ বর্ণিবে কেমনে এ দীন হীন!

॥২।৫।৮॥

ব্যাখ্যা—
কনক-কিরীট শিরে তুলসীর মালা তায়
উভয়বিভূতি-নাথ[২], শেষী[৩] তার পরিচয়।
সর্ব-শেষী স্বামী তিনি, সেই রূপ প্রদর্শনে
আমি তাঁর 'নিত্য-শেষ' দৃঢ় করে এই জ্ঞানে।

১—এষঃ নারায়ণঃ শ্রীমান্ ক্ষীরার্ণবনিকেতনঃ।
নাগপর্যঙ্কমুৎসৃজ্য হ্যাগতো মথুরাপুরীম্॥ (বিঃপুঃ)

২—উভয়বিভূতি-নাথ — নিত্যবিভূতি ও লীলাবিভূতি এই দুই বিভূতির নিয়ামক।

৩—শেষ, শেষী—যে প্রকারে ইচ্ছা ব্যবহারের উপযুক্ত বস্তু — 'শেষবস্তু' — (যথেচ্ছবিনিয়োগার্হত্বং শেষত্বং)
শেষ—দাস। যিনি ব্যবহার করেন তাঁহাকে বলে—শেষী বা প্রভু।

দীর্ঘ চতুর্ভুজ তাঁর রূপ গুণ বরণনে
বেদ ও অক্ষম পুনঃ, অন্যে পরে কেবা গণে ?
তথা হি—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"
(তৈঃ উঃ)

তাঁর গুণসাগরের পার দেখা নাহি যায়
তথা মোর দোষরাশির সীমা কেহ নাহি পায়।
হেন মহাদোষে দুষ্ট আমি অতি গুণহীন
তথাপি সে মোর দোষে সদাই যে জ্ঞানহীন।
সর্বজ্ঞ সে শাস্ত্রে তবু কহে অবিজ্ঞাতা১
দোষ নাহি দেখে আঁখি মুদি' মোরে সঙ্গতা।
হেন দুষ্টে মিলনেতে তার হেন সমাদর
গুনকনা বরননে তার আমি হতবাক্।
তাহার মিলনে পুনঃ মোর আনন্দের সিন্ধু
প্রকাশে সামর্থ্যহীন মুই তার একবিন্দু।
তিনি দেন অনুভব নানাবিধ যথা যথা
সেই অনুভব রস উপজয়ে তথা তথা।
সেই রস অনুভাব্য, আস্বাদনে উপভোগ্য
নহে কভু কীর্তনীয় প্রকাশে বাক্ অসমর্থ।
ইতর বিষয় অনুভবে পুনঃ বরণনে
সমর্থ সংসারী, অসমর্থ তাঁর কীর্ত্তনে।

॥২।৫।৮॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য –

স্বামী গুণকীর্ত্তনে কথঃ না জুয়ায় তায়
সূরী কহে, তবু তাহা ত্যজিতে না পারি হায়!
হে সংসারি! সবে মিলি চেষ্টা যদি কায় মনে
তথাপি সফলকাম নাহি হবে সে কীর্ত্তনে।

মূল গাথা

মোর স্বামী মোর আত্মা রূপের সাগর তিনি
উজ্জ্বল নীলমণি ভোগ্য যে অমৃত জিনি।
হে তোরা সংসারিগণ! তোদের সামর্থ্য কোথা
কীর্ত্তন করিবারে তাঁর রূপগুণকথা।

দুর্লভ পদ সে যে গন্ধে শতদল সম
নারী ন'ন নর ন'ন রূপে গুণে অনুপম।

॥২।৫।৯॥

ব্যাখ্যা—

তিনি মোর নিত্যস্বামী আমি তাঁর নিত্যদাস
এ নিত্য সম্বন্ধ ভুলি ছিনু ইতরের বশ।
নিজ দিব্যগুনচেষ্টা প্রদর্শিয়া প্রভু মোরে
নিত্য সম্বন্ধে হেন সুদৃঢ় স্থাপিত করে।
মমাত্মার অন্তরাত্মা রূপে বিরাজিত তিনি
নিরবধি রূপশোভা উজ্জ্বল নীলমণি।
তদুপরি অগণিত কল্যাণ গুণগণ
অনুভবে মরি মরি সুধা জিনি ভোগ্য যেন।
হে সংসারি সদা রত কৃপণ বিষয় ধ্যানে
হ'বি কিরে সক্ষম হেন স্বামী কীর্ত্তনে ?
সযত্নে অলভ্য সে যে, কৃপালভ্য মোক্ষপদ
কৃপায় হয় যে লাভ তাঁর সেবা অনুভব।
পুরুষ বা স্ত্রী কারো সজাতীয় তিনি ন'ন
তাঁহার উপমা তিনি, নাহি কোন উপমান।

॥২।৫।৯॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অপকৃষ্ট মোর সনে সঙ্গত যে সর্বস্বামী
তাঁহার স্বভাব গান অতীব দুষ্কর গণি।

মূল গাথা

নারী নর নপুংসক সবারি অতীত
কোন উপাধিতে সে যে নহে অভিহিত।
ভক্তের প্রার্থনা যথা তথা রূপধারী
অন্যের দুর্লভ, যথা শিশুপাল অরি।
এ হেন স্বভাব স্বামীর জেনেছি কৃপায় তাঁর
এ স্বভাব সংকীর্ত্তন অতীব যে দুষ্কর।

॥২।৫।১০॥

১—অবিজ্ঞাতা—বিঃ সঃ নাম।

ব্যাখ্যা—

নাহি তাঁর লোকে দৃষ্ট পুরুষ স্বভাব
তাহে পুন রহে স্ত্রী স্বভাবে অভাব।
সৃষ্টির অযোগ্য যেবা নপুংসক ভাব
নাহি তাহে, কে বুঝিবে তাঁহার স্বভাব!

তথা হি—

নৈনং বাচা স্ত্রিয়ং ব্রুবন্ নৈবমস্ত্রীপুমান্ ব্রুবন্।
পুমাংসং ন ব্রুবন্নেবং বদন্ বদতি কশ্চন॥

তথা হি—

'স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্যঙ্-
ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম ন সন্ ন চাসন্
নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ'॥' (ভাঃ—৮।৩।২৪)

ভট্টস্বামী১ ব্যাখ্যা করে এ গাথার ভাব
উক্ত দুই শ্লোক তবে ঈশ্বর-স্বভাব।
গোষ্ঠী মাঝে এক ভক্ত ভট্টেরে পুছয়ে
ঈশ্বর-স্বভাব তবে কেমনে বুঝয়ে?
উক্ত ত্রিতয়ের সত্তা নাহি যদি তাঁর।
সর্বশূন্য তত্ত্ব কিয়ে বুঝিব তাঁহার?
ভট্ট কহে, তাতো নয়, স্ত্রী পুরুষ ক্লীব নাম
ত্রিতয় অতীত তিনি তাই পুরুষোত্তম।
পুরুষ বা স্ত্রী নহে এ উক্তি নিশ্চয় করে
সজাতীয় বিজাতীয় নিষেধ২ করে যে তাঁরে।
বিমুখের কাছে তিনি নাহি' হেন ভায়
আশ্রিতগণে সদা অনুভব পায়।
ভক্তের প্রার্থনা যথা তথা আসি অবতরে
নিজ রূপ আচ্ছাদিয়া তথা তথা রূপ ধরে?
দেবকীর প্রার্থনায়৩ পুত্ররূপে অবতার
বিমুখ সে শিশুপালে আবৃত৩ স্বরূপ তাঁর।

তথা হি—

"শঙ্খলং দেবি সঞ্জাতং জাতোঽহং যত্তবোদরাৎ।"
(বিঃ—৫।৩।১৪)

এ হেন স্বভাব স্বামীর জেনেছি কৃপায় তাঁর
এ স্বভাব সংকীর্ত্তন অতীব যে দুষ্কর।
॥২।৫।১০॥

দ্বিতীয় শতক, পঞ্চম দশক — একাদশ গাথা
(দশক ফলশ্রুতি)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসেতে সমর্থ যাহারা
লভিয়া পরম পদ অনুভবে মগ্ন তারা।

মূল গাথা

কীর্ত্তনের অগোচর কুম্ভনর্ত্তক৪ স্বামী
তাঁহার উদ্দেশে গীত এ সহস্র গীতিখানি।
তার মাঝে এ দশক কীর্ত্তনে সমর্থ যেবা
শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম লভি' করে সে স্বামীর সেবা।
॥২।৫।১১॥

ব্যাখ্যা—

ঈশ্বর-স্বভাব যদি কথনে সংসারী যায়
কহিতে অক্ষম, তিনি বাক্য মন অগোচর।

যথা হি—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
(শ্রুতিঃ)

সমগ্র পরত্ব তাঁর কীর্ত্তনে সামর্থ্য কার
কোন এক লীলা গানে অশক্ত বচন তার।
কুম্ভনর্ত্তন লীলা৪ করি' প্রদর্শন মোরে
অনন্যার্হ ক্রীতদাস অবহেলে সে যে করে।

তথা হি—"বিষ্ণোর্জিষ্ণোর্বসুদেবাত্মজস্য।" (ভাঃ ৮০।৫৭)

১—ভট্টর স্বামী—পরাশর ভট্টর স্বামী, রামানুজের জ্ঞান-পুত্র; গোবিন্দাচার্যের শিষ্য।

২—পুরুষ নহে—সজাতীয় নিষেধ, স্ত্রী নহে—বিজাতীয় নিষেধ।

৩—মূল তামিল গ্রন্থে 'পেলুম' শব্দ আছে। ইহার দুইটি অর্থ—১। প্রার্থনা, ২। আচ্ছাদন। এই দুইটি অর্থ লইয়া এ স্থলে ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৪—কুম্ভনর্ত্তন লীলা—গোপবেশে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মস্তকে ও দুই হস্তে এক সঙ্গে কুম্ভ লইয়া নর্ত্তন লীলা।

এই শঠকোপ সূরী প্রভুর সৌলভ্য লীলা
সমর্থ সে কীর্ত্তনে তাঁরই করুণার খেলা।

সহস্র গীতির মাঝে এ হেন দশক মরি
অভ্যাসে সমর্থ যদি হোক্ না সে সংসারী।
লভে সে বৈকুণ্ঠধাম নিত্যদাস-সঙ্গে তবে
কীর্ত্তনে সেবনে প্রভুর আনন্দ সাগরে ডুবে।

॥২।৫।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক — ষষ্ঠ দশক

দশক তাৎপর্য—

নীচ দুষ্ট মোরে প্রভু আসিয়া মিলিত এবে
তবু সূরী ভয়ভীত পুনঃ ছাড়ি যাবে কবে ?
তাহার এ অতি শঙ্কা নিরসন করে হরি
তবে সম্বন্ধীরে অতি প্রীতিভরে কহে সূরী।
প্রভুর বিরহে পূর্বে১ সূরীর আর্ত্তভাব হেরি
সে আর্ত্তি বিনাশে তারে ত্বরিতে মিলেন হরি।
প্রভুর পরম প্রীতি এ মিলনে সূরী কহে
বৈকুণ্ঠের যত প্রীতি প্রভু একা তারে করে।
পূর্ব দশকে কহি, এবে অনুসন্ধান
করে সূরী সেই প্রীতি, ভরে তার মন প্রাণ।
এই ভাব করিবারে পূর্ণতর বিশ্লেষণ
গোষ্ঠীমাঝে ব্যাখ্যাকালে *শ্রীযামুনে*২ কহি যান।
*ভগবদ্ অনুভবে পূর্বে*৩ *সূরীর প্রীতি*
প্রভুমাত্রে নহে, উপজয়ে দাসগণ প্রতি।
এ দশকে সূরী কহে ভগবদ্‌কৃত প্রেমে
সূরী প্রতি নহে মাত্র, রহে তার সম্বন্ধীগণে।
সপ্ত সপ্ত জন্মগত পূর্বতন অধস্তন
প্রভুর অনুভবে তাদের নরকের অবসান।
উভয়বিভূতিযুক্ত কল্যাণগুণময়
আসিয়া মিলনে হৃষ্ট স্বফল মানয়ে তায়।
*সম্মুখে*৪ *পরিত ধেরি জন্মে জন্মে মোর তরে*
এবে প্রভু লভি' মোরে কত না আনন্দ করে।
যদি সূরী ত্যজে মোরে—ভাবিয়া ব্যাকুল হরি
সূরী তারে শান্ত করে এই শঙ্কা দূর করি।

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বৈকুণ্ঠের যত প্রীতি ঢালে প্রভু মোর৫ পরে
অলভ্য লাভ যে গণে এবে সে যে মিলি' মোরে।
অধমের৬ দোষাবলী প্রভু নাহি গণি'
পশিল আমার মাঝে সে যে গুণমণি।
স্বনীচত্ব৭ ভাবি সূরী ছিল প্রভু হ'তে দূরে
প্রভুর সে ভয় হেথা, সূরী তারে দূর করে।

১—২।৪ দশক ; ২—যামুন — রামানুজের পরমগুরু, নাথমুনির পৌত্র ; ৩—২।৩ দশক।
৪—সহ—২।৭।৬

৫ মোর—সূরীর ; ৬ সহ—২।৫।৫, ২।৫।৮ ;
৭—১।৫।১০

মূল গাথা

পরত্বে বৈকুণ্ঠ তুমি ! রূপে দ্যুতি নীলমণি
বঞ্চক বামন বেশে পশিয়াছ মোরে।
সদা মম সুধাসিন্ধু তুমি নিত্যসূরী-বন্ধু
তাদের কৈঙ্কর্য হেরি রহো গর্বভরে॥
দাস মোর পাপরাশি অবহেলে তা বিনাশি'
সমর্পিলে ক্রূরমতি অসুর উপরি।
পেয়েছি এ হেন প্রভু ছাড়িতে নারিব কভু
দৃঢ় করি রবো ধরি প্রাণ মন ভরি'॥

॥২।৬।২॥

ব্যাখ্যা—

সর্বেশ্বর যিনি নিত্যবিভূতির অধিপতি
তিনি মোরে সঙ্গত, ভাবি' সূরীর হর্ষ অতি।
প্রণয়িণী সীতা যথা কহে 'আর্যপুত্র'১ রামে
গোপী যথা প্রণয়ীরে কহে 'কৃষ্ণ'২ বৃন্দাবনে।
তথা সূরী প্রীতিভরে ডাকিছে 'বৈকুণ্ঠ' বলি'
প্রিয়তম প্রভু যিনি তাহারে পরাণ ভরি'।
সম্মুখে দর্শনে কহে স্বচ্ছ নীলমণি মরি
আলিঙ্গনকালে কহে—শীতল বিগ্রহ ভরি।
যাচক বামন বেশে যথা মহাবলি পাশে
তথা মোরে লাভ আশে যাচকরূপেতে আসে।
'বৈকুণ্ঠ' শব্দে পরত্ব, 'নীলমণি' সৌন্দর্যে মরি
'বামনে' সৌশীল্য, শ্রীরূপ হেরি কহে সূরী।
সে বামন পাশে ইন্দ্র রাজ্য লভি চলি যায়
বলিরাজ হয় তবে ঔদার্যের আশ্রয়।
সূরীর হৃদয়ে পশি' সৌন্দর্যের পরকাশ
সে রূপ দরশে সূরীর অতীব যে উল্লাস।
অতি ভোগ্য, কহে সূরী, অপূর্ব অমৃত সম
নিত্যসূরী সঙ্গ হ'তেও মোর সঙ্গে হর্ষ পুনঃ।
তাঁর অনুভবে বিঘ্ন যত ক্রূর পাপ মোর
বিনাশি' আরোপ করে অসুরে-প্রকৃতি'পর
সমুদ্র-উদ্দেশ্যে আরোপিত ব্রহ্ম-অস্ত্র করে
শ্রীরাম নিক্ষেপে যথা মরুকান্তার শত্রু'পরে।

হেন পরিহার যদি অসম্ভব গণে প্রভু
নিজোপরি টানি' লন, দাসে অনিষ্ট নহে কভু।
ভগদত্ত৩ হানে শক্তি বৈরী অর্জ্জুনের প্রতি
পরিহার না দেখিয়ে কৃষ্ণ তবে শীঘ্র গতি।
আচ্ছাদিয়ে অর্জ্জুনেরে সেই শক্তি নিজ উরে
করিলা ধারণ তবে তার শক্তি নাশ তরে।
তথা হি—

'উরসা ধারয়ামাস পার্থং সংছাদ্য মাধবঃ।'

(ভাঃ দ্রোঃ ৩৩।১৮)

বক্ষে ধারণ অর্থে বুঝ তার অভিপ্রায়
'শান্ত হোক্' সঙ্কল্পে তাঁর সর্ব বাধা ক্ষয় পায়।
তেমতি এ দাসে সর্ব পাপ বিঘ্ন করে নাশ
প্রভু যে সঙ্কল্পমাত্রে তখনি সে অনায়াস।
কেহ বলে পাপ পুণ্য কর্মে 'অপূর্ব'৪ উঠয়
সে অপূর্ব হ'তে কালে কর্মফল উপজয়।
কেহ বলে কর্মশক্তি দেয় ফলের অনুভব
সূরী কহে কর্মে, ফলে প্রভুরই প্রভাব।
যিনি সদা সরবজ্ঞ সর্বশক্তিমান
তাঁহা হ'তে হয় যত ফলের বিধান।
আকুল ক্রন্দনে পুনঃ আর্ত্ত-আহ্বানে
তোমার কৃপায় ধন্য হ'য়েছি মিলনে।
ধরিয়াছি দৃঢ় এবে কহিনু নিশ্চয়
শুন প্রভু ইথে কভু নাহিক সংশয়।
ত্যজিতে সামর্থ্য নাই, নাহিক ত্যজিব কভু
সূরী কহে না ভাবিহ, শোক না করিহ প্রভু।

॥২।৬।১॥

— —

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ছাড়ি' সূরী যাবে চলি—প্রভুর এই ভয়
করে সূরী নিবারণ পূর্ব গাথায়।
সূরীর এ উক্তি শুনি, প্রভুর বিগ্রহে
তুষ্টি, পুষ্টি ভরি যায় এই গাথা কহে।

১—রাঃ অঃ ২।৭।৩; ২—বিঃ ৫।১৩।৫৩

৩ ভাঃ দ্রোণ—৩৩।১৮ (শক্তি—অস্ত্রবিশেষ)।
৪ 'অপূর্ব'—মীমাংসক মত।

মূল গাথা

প্রলয় সৃষ্টির কার্য সমাধান করি পরে
হইয়া নিশ্চিন্ত প্রভু পশে সূরী-অন্তরে।
সূরীর নির্ভয় বাণী শুনি প্রভু হরষিত
উজ্জল যে দিব্যকান্তি জ্ঞান পূর্ণ বিকসিত॥
অন্তঃকম্পশূন্য প্রভু বিজ্বর প্রমুদিত
সূরী আস্বাদয়ে তাঁরে সুধাসম ভোগ্যভূত।
সূরী ভিন্ন অন্যত্র প্রভু নহে বিলোকন
কমল-নয়ন শোভা হরিল সূরীর প্রাণ॥
॥২।৬।২॥

ব্যাখ্যা—
জগৎ-রক্ষণ কার্য সারি সর্ব সংবিধানে
সূরীর অন্তরে পশে প্রভু যে সুস্থির মনে।
অনুভবে মগ্ন হয় অতীব যে সমাদরে
অন্য চিন্তা বরজিয়া সর্ব ধ্যান সূরী'পরে।
সূরীর মিলনে তথা অভয়বাণীতে১ তার
অন্তঃকম্পশূন্য তথা হন তিনি বিজ্বর।
হরষে বিগ্রহকান্তি অতীব উজ্জ্বলতর
অনন্ত জ্ঞান তাঁর বিকসিত পূর্ণতর।
জীবের ধর্মভূত জ্ঞান প্রসরে ইন্দ্রিয়দ্বারে
নিজ কর্ম অনুসারে সঙ্কোচ বিকাশ তারে।
ঈশ্বর-প্রসাদে তবে এ জ্ঞানসঙ্কোচ হরে
ঈশ্বরের জ্ঞান বহে সমগ্র বিগ্রহদ্বারে।
সূরীর মিলন আগে এই জ্ঞান ক্ষীণ তাঁরে
তাহারে মিলন পরে জ্ঞান বহে ক্ষরধারে।
জ্ঞানের বিকাশে প্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রভা
ঝলমলে দীপ যেন হেন রূপ-শোভা।
এ হেন উজ্জ্বল রূপ জ্ঞানের বিকাশে ভরা
উপভোগে সূরী তায় আস্বাদে অমৃতধারা।
সূরী প্রতি প্রভু রহে অতীব প্রবণ
সূরী ভিন্ন কোন দিকে চলে না নয়ন।

এই স্থির দৃষ্টি কেহ না পারে চালিতে
স্বয়ং মহিষী যদি তথাপি নারিবে।
এ বিষয়ে ইতিহাসে তথা এক দিব্যকথা
অতি উপাদেয় পুনঃ অতি শিক্ষাপ্রদ তথা।
শ্রীযামুনমুনি গুরু রামমিশ্রস্বামী পাশ
যোগাভ্যাস শিক্ষান্তরে নিবেদয়ে অভিলাষ।
গুরু কহে, যাও যোগী কুরুগাপ্পন্২ পাশ
নাথমুনি৩ শিষ্য, তথা পুরিবে মনের আশ।
গুরুবাক্যে শ্রীযামুন 'অপ্পন্' সকাশে যান
তথায় তখন স্বামী করে যোগে অবস্থান।।
যে ভিত্তির আড়ে যোগী যোগদর্শনে রত
সে ভিত্তির পৃষ্ঠভাগে শ্রীযামুন তুষ্ণী স্থিত।
অকস্মাৎ যোগিরাজ ফিরি তাঁর পৃষ্ঠভাগে
পুছে শোট্টৈকুলজন কেহ হেথা আসিয়াছে?
যামুন কহিছে তবে, দাস আমি হেথা ব'সে
যোগী কুরুগাপ্পন্ আসে তবে তার পাশে।
যামুন পুছয়ে প্রভু কৌতূহল জাগে মোরে
কেমনে বুঝিলে কেহ আছে ভিত্তি পরপারে?
কেমনে জানিলে পুনঃ শোট্টৈ-কুলবংশধর
নিশ্চয় এসেছে হেথা, প্রভু কহে অতঃপর—
"যোগ-দরশনে ছিনু লক্ষ্মীনারায়ণ দোঁহে
অতীব তন্ময় হয়ে মোর অনুভবে রহে।
লক্ষ্মীজীর আলিঙ্গনেও এই দৃষ্টি নাহি টলে
সহসা হেরিনু প্রভু ত্যজি' অনুভব মম
বারে বারে পৃষ্ঠভাগে করে অবলোকন।
তখনি বুঝিনু বিনা শোট্টৈকুলীন জন
অন্য কার প্রতি তাঁর হবে এত অভিমান!
এতেক নিশ্চয় করি মোর যোগাসন হ'তে
নিঃসরিল উক্ত কথা মুখ হতে আচম্বিতে।"
এ হেন প্রভুর মোহ অনন্য ভকত প্রতি
তাই তাঁর এত মোহ সূরী প্রতি এত প্রীতি।
সূরীর মিলনে প্রভুর তবু উপজয়ে ভয়
মিলনের পরে পাছে পুনঃ ছাড়ি চলি' যায়।

১ অভয়বাণী—সূরী প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না—এই অভয়বাণী।

২ কুরুগাপ্পন্—সিদ্ধযোগী, শুদ্ধ তামিল ভাষায় তাঁহার নাম হইতেছে 'কুরুগৈকাবলপ্পন্'।

৩ নাথমুনি—সিদ্ধ ভক্ত যোগী, যামুনাচার্যের পিতামহ।

সূরীর অভয় বাণী শুনি প্রভু বিজ্বর
তখন নিবৃত্ত হয় অবসাদ তাপ তাঁর।
নয়নকমল তাঁর তবে হয় সুশীতল
সে নয়ন-শোভা হেরি' সূরী হয় বিহ্বল।

॥২।৬।২॥

— —

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নিত্যসূরী হইতেও সমধিক ভাবে
ধন্য করে মোরে প্রভু তাঁর অনুভবে।
এ হেন ঔদার্য গুণ স্মঙরি স্মঙরি
অভিভূত হই তাঁর গুণে মরি মরি।

মূল গাথা

কমলনয়ন যিনি, যাঁরে স্তবে নিত্যসূরী
সুগন্ধি-কুসুমযুত তুলসীর মালাধারী।
কাঞ্চন-গিরিসম সর্বেশ্বর মোর স্বামী
লভি' তাঁর সন্নিধি অনুভব করি আমি।
তাঁহারে সম্যক্ স্তুতি, করি সমীচীন নতি
আনন্দে নৃত্য করি, গাহি হর্ষ ভরি তথি।
প্রাণভরা ভাব ভাষা ফুটে ওঠে রসনায়
যাঁর ইচ্ছায় মরি কিবা উদার স্বভাব তায়॥

॥২।৬।৩॥

ব্যাখ্যা—

কমল নয়নে প্রভুর সুশীতল দৃষ্টিদান
মুগ্ধ পরাজিত করে যত নিত্যসূরিগণ।
বিবশ হইয়া তারা জ্বর সন্নিপাত যথা
ক্রমানুসরণ বিনা করে স্তুতি যথা তথা।
তাঁর অনুপম স্তুতি করে সিদ্ধগণ যত
নিদর্শন পাই স্তুতি দেবর্ষি মহর্ষি কৃত।

তথা হি—

'শ্রুতোঽয়মর্থো রামস্য জামদগ্ন্যস্য জল্পতঃ।
নারদস্য চ দেবর্ষে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ॥'

(ভারত মো:—২০৭।৩)

তিনি যে গো সর্বেশ্বর তিনি যে পরাৎপর।
তিনি যে গো কুসুমিত তুলসীর মালাধর॥

তথা হি—

"নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তেনিরবধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ।
সর্বেশ্বরঃ পরাধারো ধাম্নাং ধামাত্মকোঽক্ষরঃ॥"

(বিঃ ৫।১।৪৮)

নিত্যসূরী পরাজিত নয়ন-সৌন্দর্যে তাঁর
কুসুম তুলসীদামে হরে মন সে-আমার*।
আমার মিলনে প্রভু হয় স্বর্ণকান্তিমান
সৌন্দর্যের সীমাভূমি মরি কিবা অতুলন।
আমার সন্নিধি হতে না চলে চরণ তার
আমার মিলন-হর্ষে অভিবৃদ্ধ তনু তায়।
মোর স্তুতি শুনি পুনঃ ততোধিক হর্ষ আর
অতীব এ মহাহর্ষ প্রকাশে প্রভায় তাঁর।
হেন মহারূপবান হেন মহাগুণবান
তিনি যে আমার স্বামী পুনঃ কত দয়াবান।
আমা হেন ক্রূর পাপী দূরে রহিবার যোগ্য
কৃপায় টানিয়ে কাছে করাইল স্তুতি যোগ্য।
নিত্যসূরী স্তুত্য যিনি তাঁহারে সম্যক্ স্তুতি
করিবারে যোগ্য করে দিয়া মোরে অতি শক্তি।
তাঁহার সমগ্র স্তুতি করনে বেদ অসমর্থ
মোরে প্রভু করিয়াছে সম্যক্ স্তবনে শক্ত।

তথা হি—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

(তৈঃ উঃ)

তাঁর রূপগুণগণে অনুভব, বলাৎকারে
মোর শির মোর দেহ আপনি প্রণত করে।
হেন আমি একদিন ক'য়েছিনু অহংকারে
আমি প্রণমিলে হবে বৈভব মলিন তারে।

তথা হি—'প্রণমতি চেৎ তব বৈভবো মালিন্যং
ন ভজেত কিম্?' (সহ—১।৫।২)

সেই আমি ধন্য তাঁরে নমি নমি বারবার
অতি হর্ষভরে পুনঃ নাচি করুণায় তাঁর।
ভগবদ্-অনুভবে প্রীতি-তত্ত্ব যে মহান্
স্বপ্নেও জানি না আগে, এবে দেখি মূর্তিমান।

* আমার—সূরীর।

হর্ষে ভরা সেই প্রীতি করিয়াছে আত্মসাৎ
এবে তাই নাচি গাই, তাঁর কৃপাদৃষ্টিপাত।
প্রাণভরা ভাব ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত রসনায়
হেন দশা দেছে মোরে তিনি যে পরমোদার।

॥২।৬।৩॥

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তাঁহার সমীপে গিয়া সম্যক্ স্তুতি নতি
নাচিব গাহিব তথা, শুনিয়া সূরীর মতি।
প্রভু অতি হরষিত, হ'ন পুনঃ ভয়ভীত
নীচানুসন্ধানে সূরী পাছে পলায় পূর্বমত১
সূরী তবে নিবেদয়ে বৃথা তব শঙ্কাভার
তব রূপে গুণে মুগ্ধ ত্যজিতে কি পারি আর!

মূল গাথা

পরমোদার মধুসূদন
মরকত গিরি রূপ বিমোহন
দেখায়েছো মোরে স্বামী।
করায়েছো ত্যাগ ইতর বিষয়
ছাড়িতে তোমায় শকতি না হয়
কেমনে ছাড়িব আমি॥
সাগরসমান তব গুণগণ
রহি ডুবি তায় নাচি করি গান
গরব ও প্রীতিভরে।
তব অনুভব-বিরোধী-ব্যাধিরে
নাশিয়া তাদের দেছো 'ন্যাস'ভরে২
দেছো উজ্জীবন মোরে॥

॥২।৬।৪

ব্যাখ্যা—

সূরী কহে, প্রভু তুমি উদার পরম
নির্হেতুক আপনারে কর মোরে দান।
হেন আত্মদানকালে স্বীকারে বিরোধী মোর
করিয়াছ বিনাশন, যথা মধুদৈত্য ঘোর॥
তথা হি—

"পাদঃ স্তব্ধো ভব তি মনঃ শিথিলং ভবতি নেত্রং ভ্রমতি।" (পেঃ তিঃ বঃ ৩৪)

হেন তব রূপ গুণে দেছো হেন অনুভব
এ হেন দশায় তোমায় ত্যাগ কিগো সম্ভব?
উদারতা নাই কিংবা বিরোধী বিনাশ নাই
এই ভাবি ত্যজিব কি তোমারে কহ গো তাই?
তোমার সৌন্দর্য নাই, নহি বিদ্ধ অনুভবে
এত ভাবি ত্যজিব কি? কহ প্রভু কহ এবে।
তব কল্যাণগুণ-সাগরের কোণে কোণে
অবগাহি' করি স্নান ভরি' প্রীতি সর্বক্ষণে।
মহানন্দে গান গাই, প্রেম গর্ব ভরি যায়
তোমার এ মহা কৃপা কেমনে ভুলিগো তায়!
কর্মনিবন্ধন বাধা, তব বিরহের ব্যথা,
অযোগ্য ভাবিয়া মুই দূরে পলায়ন তথা।
এ সকল বিদ্যমান যত মহারোগ মম
দ্রবীভূত করি পুনঃ দেছো মোরে উজ্জীবন।
সংসারী ছাড়ায়ে এবে দিয়াছ 'শরণ' তব
হেন কৃপাধন্য আমি বল আর কত কব!

ওহে পরমোদার ওহে মধুসূদন
কি হেতু ত্যজিব তোমা বল।
উদার না হও যদি নাশ না কর বিরোধী
তবে তো ত্যজিতে পাবো ছল॥
রূপে সৌন্দর্য নাই নিত্য নাথ তুমি নয়
এত ভাবি ত্যাগ যে সম্ভবে।
যদি তব অনুভবে চিত্ত দ্রব নাহি হবে
বরজন করিব তো তবে॥
তোমার মননকালে শব্দাদি* স্মরণও চলে
তবে ত্যাগে হবে অভিলাষ।
উদার নহেক যদি গুণ যদি সাবধি
তবে তো ছাড়িয়া যাবে দাস॥

১—(সহ—১।৫।১০)।
২—ন্যাস-ভর—ভরন্যাস। ভগবানে নির্ভরতা ও আত্ম-সমর্পণ, শরণাগতি।

* শব্দাদি—প্রাকৃত ভোগ্যবস্তু — রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ।

গুণগণে অপ্রবেশ যদি মগ্ন নহে শেষ
গুণের প্রবাহ অপ্রকাশ।
যদি তব গুণগানে গর্ব নাহি ভরে মনে
নাহি পুনঃ অতীব উল্লাস॥
তখনি মনেতে ব্যথা ভাবিব ত্যাগের কথা
নহে কেন ত্যজিব তোমায়।
সংসারী-ব্যাবৃত্ত করি রেখেছো বিরোধী হরি'
ত্যাগে ইচ্ছা নাহি কিছু ভায়॥
দিয়েছো 'শরণ' মোয় স্বরূপ লভেছি তায়
তোমা ত্যাগে মতি নাহি হয়।
ওহে রূপ-গুণবান সকলি করেছো দান
তোমা ধরি' রহিব নিশ্চয় ॥২।৬।৪॥

—

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যাবদাত্মভাবি তব দাস্তে অধিকার
তোমারে ত্যজিতে চিন্তা সম্ভব কি আর!

মূল গাথা

উজ্জীবন লভি' আমি নিবৃত্ত সংসারী ভাব
বিনষ্ট অনন্ত পাপ তব নিত্য দাস্য লাভ।
এ হেন দশায় তোমা ত্যজিতে কি পারি কভু
হে আমার নিত্য নাথ, হে আমার নিত্য প্রভু।
পঞ্চশির হর্ষে দোলে হেন ভুজগ-শয়নে
ক্ষীরার্ণবে চিন্তারত সদা জীব সুরক্ষণে।
ওহে স্বামি! স্মরি স্মরি তব গুণগণে
অভিভূত আমি, তোমা ত্যজিব কেমনে।

॥২।৬।৫॥

ব্যাখ্যা—

হৃত সত্তা লভি' পুনঃ হইয়াছি সত্তাবান
সংসারী-ব্যাবৃত্ত এবে, তব দাসসঙ্ঘে স্থান।
অনন্তকাল হ'তে মোর যত ক্রূর পাপ
সবাসনা নাশি' প্রভু করেছো যে নিষ্পাপ।
যাবদাত্মভাবী দাস্যে১ দেছো মোরে অধিকার
অতঃপর তব ত্যাগে সম্ভাবনা কোথা আর!
ইতরবিষয়ে যদি ত্যক্ত অনুরাগ এবে
তোমাতেই অনুরক্ত, ত্যাগ কিগো সম্ভবে!
হ'য়ে দাস্যে অধিকৃত লভেছি স্বরূপ এবে
অতঃপর তব ত্যাগে মতি কভু সম্ভবে!
বহুবক্ত্র ধরি সূরী অনন্তশয়ন
তদুপরি শয়ান যে প্রভু নারায়ণ।
সেবায় আর অনুভবে হর্ষ নিঃসরণ তরে
শ্রীমান অনন্তসূরী রহে বহু বক্ত্র ধরে।
দাস্যরসাভিজ্ঞ তিনি দাস্যরসে ভরা প্রাণ
তাই তাঁর নাম 'শেষ'২ নিত্য সেবাপরায়ণ।
এ হেন অনন্তসূরী যদি তোমা ছাড়ি যায়
তোমা ত্যাগে প্রভু তবে মোর যে সম্ভব হয়।
শেষজী সেবায় মত্ত হর্ষভরে করে নৃত্য
অতি মৃদু দেহখানি পূরিত সৌগন্ধ শৈত্য।
এ শেষ-শয়নে রহি' শ্রীক্ষীর-অর্ণবে
যোগনিদ্রা ছলে চিন্তা হিতোপায় সর্বজীবে।
হেন উদ্ধরণ-শীল৩ মোরে প্রদর্শিয়ে প্রভু
ক'রেছ অনন্য-দাস যাহে নাহি ত্যজি কভু।
নিত্য তব স্মৃতি লাগি মোরে হেন কৃষিকারী৪
এত কৃপা স্মরি' স্মরি' কভু কি ছাড়িতে পারি!

॥২।৬।৫

—

১—যাবদাত্ম-ভাবী দাস্য — যতদিন আত্মা আছে, ততদিন দাস্য; অর্থাৎ নিত্য দাস্য, আত্মা স্বরূপতঃ ঈশ্বরের নিত্য দাস।

২—'শেষ'—শ্রীভগবান কর্তৃক যথেচ্ছা ব্যবহারের উপযুক্ত তাঁহার একান্ত পরতন্ত্র বস্তু। সর্বদেশ সর্বকাল সর্ব অবস্থায় তাঁহার নিত্য দাস।
নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
অশেষশেষৈঃ তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীর্যতে জনৈঃ॥

৩—উদ্ধরণ-শীল—সদাই জীবোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট স্বভাব।

৪—ঈশ্বরের কৃষিকার্য—জীবের অনাদি বহির্মুখতা নিবৃত্তিপূর্বক ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপযুক্ত অবস্থায় পরিণত করণে ঈশ্বর কর্তৃক বিভিন্ন চেষ্টা—সাধুসঙ্গ, আচার্য প্রদান, উপদেশ দান ইত্যাদি। ক্ষেত্রে শস্য প্রাপ্তির জন্য কৃষকের ন্যায় ঈশ্বরের জীব-প্রাপ্তির জন্য কৃষিকার্য।

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আশ্রিত-বচনে প্রভু, তুমি অতি সত্য করি'
প্রতিজ্ঞার সমকালে তব আবির্ভাব হেরি।
হেন যদি কৃপাময় তবে কি ভাবনা আর
তোমার প্রাপ্তির তরে কর্ত্তব্য কী আছে মোর!

মূল গাথা

কায় মন বাক্যে অরি হিরণ্যের বক্ষস্থলী
করিয়াছ ভেদ প্রভু, নরসিংহ মহাবলি!
তব গুণ স্মরি' স্মরি' নাচি গাহি লয়ে স্বরে
তব রূপগুণ-গাথা অনুভবি' প্রাণভরে।
মোর যত পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট তারে
অধিক কর্ত্তব্য কিবা! তোমারে প্রাপ্তির তরে॥

॥২।৬।৬॥

ব্যাখ্যা—

আশ্রিত-প্রহ্লাদ-পিতা হিরণ্যকশিপু
কায় মন বাক্যে চিরপ্রতিকূল রিপু।
তাহার বিশাল বক্ষ করিবারে বিদারণ
অবতার নরসিংহ তেজো বপু বিধারণ।
তথা হি—'মহাবিষ্ণুম্' (নৃ-তা-উ:)
অতি বলী ভুজযুগ অতি তীক্ষ্ণ নখ ধারে
নাশি' তারে রক্ষিলে যে তার পুত্র প্রহ্লাদেরে।
আশ্রিতের প্রতি কৃত হেন মহা উপকার
নিজ উপকার বলি' মানে সুরী আড্‌বার।
হেন উপকার জ্ঞান অনুভব নাহি যারে
ঈশ্বর-সম্বন্ধ জ্ঞান নহেক উদয় তারে।
হেন উপকারী, তাঁর গুণগণ স্মরি' স্মরি'
ভোগ্যভূত নিত্য নাথ কভু কি ত্যজিতে পারি!
দিব্য ভাষাযুত তাঁর দিব্য গাথা দিব্য স্বরে
গাহি পুনঃ অনুভবি নাচি আমি প্রাণভরে।
তোমার কৃপায় পুনঃ মোর সর্বকর্ম্মরাশি
সমূলে বিনাশি' দেছো ফলভোগে অব্যাহতি।
আশ্রিতের তরে হেন কৃপা হেন উপকার
যদি তব, তবে মোর কর্ত্তব্য কী আছে আর!

॥২।৬।৬॥

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্বীকার ক'রেছো প্রভু মোরে অতি দৃঢ় ক'রে
সে স্বীকার প্রসারিত সম্বন্ধী সম্বন্ধী মোরে।

মূল গাথা

সপ্তলোক সম্যক্ রাখিয়া উদরে
আসিয়া কৃপায় মোরে প'শেছ অন্তরে।
হেন স্থিতি অতি দৃঢ় নাহি বরজনে ভয়
গুল্মবৎ ব্যাপ্ত রোগ যত মোর কর ক্ষয়।
ঊর্দ্ধতন অধস্তন সপ্ত সপ্ত বংশধরে
দেছ ত্রাণ ঘোর নিত্য এ নরক-সংসারে।
অতঃপর অপ্রাপ্ত তথা কর্ত্তব্য কী আছে আর।
আমার প্রার্থনা যত পুরায়েছ প্রভু তায়॥

॥২।৬।৭॥

ব্যাখ্যা---

প্রলয়-আপদে বিশ্ব প্রবেশ যদি না পায়
তোমার উদরে, তবে তার যে যে দশা হয়।
প্রবেশ অভাবে তব আমার মাঝারে তথা
তোমার অবস্থা হয়, ভালো জানি সেই কথা।
তাই প্রভু প্রীতিভরে পশিয়াছ মোর মাঝে
বল মোরে অতঃপর অপ্রাপ্ত আর কিবা আছে!
জলমাঝে জল আসি ওতঃপ্রোত মিশে যথা
মোর মাঝে আসি প্রভু তোমার মিলন তথা।
প্রভু-দাস সম্বন্ধবদ্ধ, এ প্রীতি-মিলন তাই
তব মাঝে বিশ্ব প্রবেশে হেন ভাব নাই।
জগৎ ও আমি বিনা ধারণা অভাব তব
তথাপি আমারে তব আদর অধিকতর।
প্রলয়ের শেষে পুনঃ কর জগৎ উদ্গীরণ
পরন্তু বিশ্লেষ মম, তব অতি অসহন।

তোমা হ'তে বিশ্লেষ জীবের যে পাপফল
তব সনে জীবগণে মিলন যে পুণ্যফল।
আমারে মিলয়ে প্রভু নির্বিচারে অত্যাদরে
তালচ্ছায়া ন্যায়১ নহে তাহার আদর মোরে।
চারিদিকে ব্যাপ্ত তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে
গুল্মবৎ ব্যাপ্ত পাপ দুঃখ যত বিনাশিয়ে।
বিষয়প্রাবল্য-রোগ, অযোগ্যতা, চিন্তা-রোগ।
প্রভুর বিরহ-ব্যথা আদি যত দুঃখভোগ
সমূলে বিনাশি' প্রভু দেছে তাঁর উপভোগ।
এ হেন ব্যাপার তাঁর নহে মাত্র আমা প্রতি
মোর যত সম্বন্ধী উপরে তার হেন প্রীতি।
অধঃস্তন সপ্ত তথা উৰ্দ্ধতন সপ্ত আর
বর্ত্তমান সপ্ত পুনঃ একবিংশ বংশধর।
আমার সম্বন্ধীজ্ঞানে সবার উপরে তাঁর
পূর্ণ সমাদর পুনঃ পূর্ণ তাঁর রক্ষাভার।
ক'রেছেন ত্রাণ তিনি সংসার নরক হ'তে
কোনকালে প্রবেশ না হয় এ নরকে যাতে।
যমরাজকৃত নরক সর্বজীবে ভীতি ভরা
সংসার-নরকে কিন্তু প্রিয় বলি মানে তারা।
রাজকুলমাহাত্ম্যজ্ঞ হেন পক্ষপাত তাঁর
হেন কৃপাধন্য আমি কর্ত্তব্য কি অতঃপর।

॥২।৬।৭॥

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
হেন মহাফল তব কোন্ সুকৃতির ফলে।
সুকৃতি নহেক কৃপা মাত্র তাঁর সূরী বলে।
পূর্বজন্ম-কর্ম ল'য়ে জন্মি যথা প্রতি বারে
এই জন্মলাভও তথা হ'য়েছে অনাদি মোরে।

মূল গাথা

বহু বহু জন্ম গেলে চরণ-আশ্রয়-বলে
শুদ্ধ হ'য়ে ডুবি এবে আনন্দসাগর।
বহু অসুরের সঙ্ঘ হেলায় করিলে ভস্ম
তুমি হে গরুড়োপরি স্থিত যে নিশ্চল॥
ওহে গরুড়বাহন ওহে প্রভু নারায়ণ
কৃপায় আসিয়া স্থিত আমার অন্তরে।
এবে মোর বরজনে কভু না ভাবিহ মনে
নিত্যস্বামী-নিত্যদাস সম্বন্ধ বিচারে॥

॥২।৬।৮॥

ব্যাখ্যা—
কেহ পুছে সূরিবরে সপ্ত সপ্ত জন্ম ধ'রে
সর্বপরিকর সহ প্রভু তোমা উদ্ধারে।
হেন মহাফল লাভে কতেক সুকৃতি তব?
শ্রবণে যে অভিলাষ কহ তব অনুভব।
সূরী কহে, ক্ষুদ্র তৃণ ভাসিতে ভাসিতে যথা
সমুদ্র-তরঙ্গাঘাতে লভে তীর, আমি তথা।
একে একে বহু জন্ম লভিয়া পর্যায়ক্রমে
আসিয়া প'ড়েছি এবে মোর স্বামী-শ্রীচরণে।
এ মিলন-পূর্বে মোর ছিলনাক শুদ্ধ মন
অতএব মনের শুদ্ধি নহে মিলন কারণ
এ মন বিশুদ্ধ হয় পেয়ে চরণাশ্রয়
অনাদি মালিন্য যায় ক্ষণভরে সে কৃপায়।
এ মালিন্য নাশমাত্র নহে, তাঁর কৃপা ফল
মহানন্দ সিন্ধু মাঝে আছি ডুবি অবিরল।
প্রভু রূপে গুণে ডুবে গরুড় অনন্তসূরী
সে অগাধ সাগরেতে আমিও যে মগ্ন মরি।
যত প্রতিপক্ষকুলে বিনাশের তরে হরি
যথা ইচ্ছা বিরাজিছ গরুড় বাহনোপরি।
তব অভিপ্রায় জানি সঞ্চরে বিহগরাজ
গরুড়বাহন নাম তাই সর্বজন মাঝ।
আমার অন্তরে এবে গরুড়ের স্কন্ধোপরি
বিরাজিছো মহানন্দে কিবা শোভা মরি মরি

১—তালচ্ছায়া ন্যায়—ঈশ্বর যখন সূরীকে আদর করেন, তখন তালবৃক্ষের অত্যল্প ছায়ায় অত্যল্পকাল বিশ্রামের ন্যায় অল্প আদর করিয়া ক্ষান্ত হন না, তিনি সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ রক্ষা করেন।

আমার বিরোধী যত করি নিরসন তুমি
কৃপায় মিলেছো যদি ওহে মোর নিত্যস্বামী।
যাচনা করিয়ে তব শ্রীচরণে বারে বারে
বিচারি সম্বন্ধ উভে আর না ছাড়িহ মোরে।
প্রভু প্রতি অতি প্রীতি তাই অতি শঙ্কা সূরী
দাস-লুব্ধ স্বামী তবে কেন মোরে যাবে ছাড়ি।
॥২।৬।৮॥

——

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
তোমার বিষয়ে অজ্ঞ আছিলাম আমি যবে
রূপ গুণ ভোগ্যতা দেখায়ে তোমার তবে।
অনুরক্ত করিয়াছ, ত্যজিতে অক্ষম আমি
আমারে ছাড়িয়া এবে কেমনে গো যাবে তুমি।

মূল গাথা

বেঙ্কটে দেখায়ে তব স্বামিত্ব স্বরূপ
দিলে প্রভু মোর প্রাণে দাসত্বের রূপ।
লঙ্কাজয়ী রামরূপে বিরোধী নাশিলে
সপ্ততাল ভেদি' চাপ-বল দেখাইলে।
হে তুলসীদামধারি! অমৃত সমান
এক বস্তু যথা মিলিয়াছ নাহি ব্যবধান।
আমার মিলনে হর্ষে নবীন যৌবন
করিতে কি পার এবে অন্যত্র গমন?
॥২।৬।৯॥

ব্যাখ্যা—
শ্রীবেঙ্কটাচলে আসি বিরাজিত অর্চারূপে
প্রকাশি' স্বামিত্ব তব, বাঁধিয়াছো দাসরূপে।
সীতা অপহারী দুষ্ট রাবণ বিরোধী নাশি!
তথা নাশিয়াছো মোর দাসত্ব-বিরোধিরাশি।
আশ্রিত সুগ্রীবে মহা বিশ্বাসোৎপাদন তরে
সপ্তশাল বিঁধিয়াছো অনায়াসে এক শরে।
প্রাকৃত ছিদ্রে যথা, তব বাণ ভেদি' চলে
হেন পরাক্রমশীল বাহু রাম অবতারে।

হেন লীলা অনুভবে রাম রূপ হেরে সূরী
শীতল সুন্দর গুচ্ছ তুলসীর মালাধারী।
সপ্ত শাল ভেদে লক্ষ্য কালে রাম রূপ হেরি
অতি উপভোগ্য মানে অমৃত সমান সূরী।
এক তত্ত্ব যথা প্রভু মিলিয়ে আমার সনে
সূরী কহে, হর্ষে পাও তুমি নব যৌবনে।
নিত্যসূরী অনুভাব্য হেন পরতত্ত্ব তুমি
অনুভব দেছো মোরে সে পরত্ব প্রকাশনী।
নিত্যসূরী যথা দশা তোমার বিরহে মম
এ প্রাণ ধারণে তিলে নাহি হব সক্ষম।
নিত্যসূরী ত্যাগে প্রভু তোমার সম্ভব যবে
তখনি তো মোরে ত্যাগ তোমার সম্ভব হবে!
এ মিলন দশা প্রভু কেমনে যে যাবে ছাড়ি
যাবে যদি যেতে হবে আমারেও সাথে করি।
সূরীবরে[১] অতি প্রেমে প্রভু কহিয়াছে আগে
সূরী যদি ছাড়ি যায় হায় কি করিব তবে!
উত্তরে তবে সূরী সেই শঙ্কা দূর করে
এবে সেই সূরী কহে—'প্রভু, না ছাড়িহ মোরে'
এ ভাবনা-বিপর্যয় সূরীর অন্তরে মরি
ভগবৎ-তত্ত্বের মহাবৈলক্ষণ্য—হেরি।
পূর্বে[২] সূরী কহিয়াছে—তোমারে কভু না ছাড়ি
একে একে যত তার হেতু কহিয়াছে সূরী।
এবে কহে তুমি মোরে ছেড়োনা ছেড়োনা কভু
হেতু তার একে একে কহি শুন ওহে প্রভু!
তুমি স্বামী আমি বস্তু কেমনে ছাড়িবে মোরে?
নিকট বেঙ্কটে আসি স্থিত অর্চা অবতারে।
হেন আগমন কিগো মোরে ছাড়িবার তরে!
রাবণের হন্তা তুমি কর বিঘ্ন বিনাশন
তোমার বিশ্লেষরূপ বিঘ্ন মোরে দিবে পুন?
আশ্রিত রক্ষণে তব সপ্তশাল বিদারণ
মো হেন আশ্রিতে এবে করিবে কী বরজন?
আশ্রিত রক্ষণ কালে তুলসীর মালাধারী—
এবে কি ছাড়িতে পার হে রক্ষক? কহে সূরী।

১—সহ—২।৬।১
২—সহ—২।৬।৪

এক বস্তু যথা মিলি রাখোনিকো ব্যবধান
হেন মিলনের পরে সম্ভবে কী বরজন ?
মোরে মিলি হর্ষে যদি রূপশোভা অভিনব
হেন মোরে অত্যাদর, ত্যাগ কিগো সম্ভব ?
নিত্যসূরী-নায়ক প্রভু পরত্ব লক্ষণ
দাসে ত্যাগে কোথা শক্তি বৃথাই মনন।
এক বস্তু যথা মোরে মিলিয়াছ আসি
এবে একা যাবে চলি দিয়ে দুঃখরাশি !
এতেক কারণ আমি কহিনু নিশ্চয় করি
অতএব তব ত্যাগ অসম্ভব, কহে সূরী।

॥২।৬।৯॥

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে, ওহে সূরী না যাইব তোমা ছাড়ি
তুমিও ছেড়োনা মোরে এই অনুরোধ করি।
সূরী কহে, ত্রিকালের সর্ববিধ বন্ধু প্রভু !
তোমারে ত্যজিতে মোরে সম্ভব না হবে কভু।

মূল গাথা

বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে
মোর মাতা পিতা তথা মোর আত্মা বন্ধু হ'য়ে।
সদা মম উপকারী কেমনে ত্যজিতে পারি !
আসি দেখা দেছো যদি নির্হেতুক কৃপা করি।
অনাদি কল্যাণ গুণে পূর্ণ ত্রিলোকনাথ
শীতল তুলসীমালী শীতল বেঙ্কটে বাস।

॥১।৬ ১০॥

ব্যাখ্যা —

কালত্রয়ে উপকারী মাতৃসম প্রিয়কারী
পিতৃসম হিতকারী বন্ধুসম সহকারী।
সাংসারিক পিতা মাতা বন্ধু যদি বরজিল
তাদের কর্ত্তব্য তবে একা তুমি পরিপাল।

তথা হি—

"স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ ·····কৃপয়া পর্যপালয়ৎ।"

(রাঃ সুঃ—৩৮।৩৪।৩৫)

তুমি হেন উপকারী পেয়েছি তোমারে হরি
হেন উপকার স্মরি' কেমনে ত্যজিতে পারি !
তুমি যে গো সর্বকালে সর্ববিধ বন্ধু পুন
অবন্ধু ভাবিয়া তোমা সম্ভবে কি বরজন !
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিয়াছ মোর সনে
'দূরে সরি যাবো' চিন্তা সম্ভবে কি মোর মনে !
তব কল্যাণগুণ ব্যাপ্ত শত্রু-মিত্র দলে
বিশ্ব মহারক্ষক তুমি যে গো সর্বকালে।
তব গুনগন তব রক্ষন প্রকার তথা
অনুভবে জানিয়াছি তুমি সর্বাধিক সদা।
বিকায়েছি তব পায় তব দাস্য করিবারে
সে দাস্য স্বীকার তরে এসেছো বেঙ্কটাচলে।
নিকটে পাইয়া এত কেমনে ছাড়িয়া যাবো
অনুভবি' দাস্য করি চিরকাল পড়ি রবো।
সূরী উক্তি শুনি প্রভুর অতিশঙ্কা নিরসন
শোভে পুষ্প কণ্ঠমালে হৃষ্ট মনে অবস্থান।

॥২।৬।১০॥

দ্বিতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক—একাদশ গাথা
(দশক পাঠ ফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসেতে সমর্থ হয় গো যারা
কুলগোত্র নির্বিচারে ভাগবতগণ তারা।

মূল গাথা

তুলসীকিরীটধারী কমল নয়ন যাঁর
তাঁর গুণে অবগাহি' শ্রীশঠকোপ 'মার'১।
রচিত সহস্রগীতি, তার মাঝে এ দশক
সঙ্গীতে সমর্থ যেবা সে-ই কেশব-সেবক।

॥২ ৬।১১॥

১—'মার'—শঠকোপ সূরীর তামিল নাম ; অর্থ—শত্রুর মৃত্যুভ-বাধক।

ব্যাখ্যা—
এ দশকে শুনি সূরীর শঙ্কা-নিরসন বাণী
প্রভুর আভরণ অঙ্গ শোভে যে উজল মণি।
নিজ প্রতি প্রভুর ব্যামোহ গুণে অবগাহি'
স্বয়ং ব্যামুগ্ধ পুন শ্রীশঠকোপ সূরী।
গাহিল সহস্রগীতি তাহে এ দশক যেবা
স্বরে লয়ে রুচি সহ সঙ্গীতে করয়ে সেবা।
কুলগোত্রাদি তার কিছু নহে প্রয়োজন
চিহ্নিত কেশবদাস হবে সে যে চিরন্তন।
॥২।৬।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক — সপ্তম দশক

দশক তাৎপর্য—
মোর পূর্বে পরে কিংবা যত বংশধর
কেশবের অভিমান সবারি উপর।
এত কহি হৃষ্ট সূরী এই দশক গাথায়
তাঁহার স্বরূপ-গুণ-চেষ্টাবাচী নাম গায়।
বিরহ ব্যথায় পূর্বে[১] সূরীর স্খলিতা গতি
তেমতি তাহার দেহকান্তি মলিনা অতি।
জলাভাবে শুষ্ক ক্ষেত্রে বর্ষণে শ্যামল যথা
পূর্ণ নীলমেঘ প্রভু[২] প্রীতি বারি ঢালে তথা[৩]।
সে বর্ষণে আনন্দ-প্রবাহ বহি' যায়
সে মহাপ্রবাহে সূরী[৪] অবগাঢ় রয়।
সে প্রীতিপ্রবাহে ডুবি সূরী করে দরশন
বৈকুণ্ঠ মণিবর্ণ[৫] রূপঘন বিমোহন।
তবে সূরী কহে প্রভুর উৎকুল এ কৃপাবারি
অধস্তাৎ[৬] উপরি বর্ষে সপ্ত সপ্ত বংশ পরি।
নিজ বংশধরে প্রভুর মদীয়ত্ব অভিমান
হেরি সূরী দিলা এবে কেশবীয়[৭] অভিধান।
তবে সূরী কহে উচ্চে ডাকি যত যত জনে
হেন মহা পক্ষপাত করে প্রভু মোর সনে।
প্রভুর হেন পক্ষপাত গুণ অনুসন্ধানে
এবে অনুভবে তাঁরে কেশবাদি দ্বাদশ নামে।
সর্বেশ্বর কোন জীবে যবে আত্মসাৎ করে
উৎকুল সে কৃপা বহে তার যত বংশধরে।
দৃষ্টান্ত মুখেতে তবে কহিছেন ব্যাখ্যাকার
বিভীষণ সুগ্রীব আর ঘণ্টাকর্ণ মালাকার।
বিভীষণে পক্ষপাত রাবণ পর্যন্ত গত
মরণ অবধি তার বৈরীভাব ব্যবস্থিত।
তথা হি—
মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।
(বিভীষণ প্রতি শ্রীরামের বাক্য—রাঃ যুঃ ১১২।২৬)
ঋষির আবাস নাশ জানকীর অপহার
জটায়ু হনন তথা আরো কত অপচার।
হেন দুষ্ট রাবণের জীবনদশায় হায়
হিত কথা কেহ কহে বিরোধ করয়ে তায়।
এবে তার জীবনান্ত, কহে প্রভু রামচন্দ্র
তার হিত কার্যে মোর প্রতিষেধ এবে বন্ধ।
আত্মার কল্যাণ তার সাধিবারে অবসর
বিভীষণ, অদ্য আমি পেয়েছি যে অতঃপর।

১—সহ—২।৪।১; ২—২।৫।৪; ৩—২।৫।২; ৪—২।৬।৮;
৫—২।৬।১; ৬—২।৬।৭; ৭—২।৮।১।

হে অনুজ, এবে কর তার দেহ সংস্কার
তুমি আমি সমভাব এই হিত কার্যে তার।
সখা সুগ্রীবের শত্রু অগ্রজে বিনাশে প্রভু
তাহার রোদনে পুনঃ রামনেত্রে বহে অশ্রু।
তথা হি—"সঞ্জাতবাষ্পঃ পরবীরহন্তা।"
(রাঃ কিঃ—২৪।২৪)

মাল্যদানে মাল্যকারে পরমানুগ্রহবলে
কৃষ্ণকৃপা তাহা হ'তে সন্ততি পর্যন্ত চলে।
তথা হি—"ধর্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্বকালং ভবিষ্যতি।
যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি॥
(মালাকার প্রতি কৃষ্ণ—বিঃ ৫।১।৯)

ঘণ্টাকর্ণে১ কত কৃপা অনুজ পর্যন্ত গত
প্রভু-কৃপা ফলে ভক্ত বংশপরম্পরা যত।
গোবিন্দ-আচার্য কহে, "এ দশক কীর্ত্তনে২
হইলাম শ্রীবৈষ্ণব"। এই কথা সূরী ভণে।
মহান্ ব্যামোহবান৩ সূরী যথা ভগবানে
ব্যামোহে সেবয়ে তথা প্রভু তার সন্তানে।

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
আমার সম্বন্ধী পুনঃ তাহারও সম্বন্ধী'পরে
উথলে প্রভুর কৃপা হেন অতি প্রীতি মোরে।

মূল গাথা

মোর অধো ঊর্দ্ধ ভরি' সপ্ত জন্ম ধরি যারা
তারা হয় 'কেশবীয়া' প্রভুর হেন কৃপাধারা।
এ হেন সমৃদ্ধি মোদের, ভাগ্য হেন বিলক্ষণ
'শ্রীবৈষ্ণবে' হয় ইহা অতীব পরম ধন॥
মোর নিত্য স্বামী যিনি, যিনি মোর নীলমণি
রাতুল নয়ন পুনঃ নিত্যসূরী-পতি যিনি।
মোর পরমোপকারী তিনি স্বামী 'নারায়ণ'
এ সম্পদ্ তাঁরি কৃপা, তাঁরি যে গো মহাদান॥
॥২।৭।১॥

ব্যাখ্যা—
'কেশব' নামেতে প্রভুর দুই অর্থ হয় হেথা
বিরোধী বিনাশশীল, আর ঘনকেশী তথা।
তথা হি—
"যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দনঃ।
তস্মাৎ কেশব নাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি॥"
(বিঃ ৫।১৬।২৩)

সর্ব নির্বাহক তিনি, তিনি পুনঃ সর্বেশ্বর
সূরী কহে, 'সর্বেশ্বরীয়' মোর যত বংশধর।
আমার সম্বন্ধ হেরি বংশধরে হেন প্রীতি
তাঁহার প্রীতির ফলে তাদের উত্তমা গতি।
কোন বৈষ্ণবের অভিমানে কেহ রহে যদি
প্রভু-কৃপা হবে তারে পাবে সে পরমা গতি॥
মোর বংশধর অধঃ ঊর্দ্ধ সপ্ত জন্ম ধরি'
প্রভুর অভিমান-বলে 'কেশবীয়া' কহে সূরী।
যথা—একাহমপি কৌন্তেয় ভূমিস্থং উদকং কুরু।
কুলং তারয়তে তাত সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ॥"
(মহাভারত—যুধিষ্ঠির প্রতি কৃষ্ণবচন)
মহাভাগ্য পাইয়াছি ভগবৎকৃপাবলে
মোর প্রাপ্ত ফল তথা মোর সম্বন্ধীরে ফলে।
ভক্তলুব্ধ ভগবান এ হেন চাতুর্যে ভরা
অছিলায় কৌশলে জীবে তিনি দেন ধরা।
তথা—'বিধিরাবৃণোৎ' (সহ—২।৭।৬)

১—হরিবংশ—১৫৫

২—এই দশকে—'কেশব', 'নারায়ণ' ইত্যাদি দ্বাদশ নামের কীর্ত্তন আছে। দ্বাদশ নামের উচ্চারণ দ্বাদশ তিলক হইতেছে 'শ্রীবৈষ্ণবত্ব-আপাদক।' সেইজন্য সূরী বলিতেছেন এই দশক কীর্ত্তন করিয়া আমি 'শ্রীবৈষ্ণব' হইলাম।

৩— সহস্র-গীতিতে অষ্টম শতকে নবম দশকটির নাম হইতেছে—'মহতো ব্যামোহবতী দশক' অর্থাৎ সূরী সেই দশকে ভগবৎসম্বন্ধী সমস্ত ভাগবতের দাস্য করিতেছেন। এইজন্য এই দশকটি সূরীর 'দীর্ঘব্যামোহ দশক'। এ দশকেও সেইরূপ ভগবান সূরীর যাবৎ সম্বন্ধীকেও কৃপাপূর্বক স্বীকার করিয়া অলভ্য লাভ মনে করিতেছেন। এইজন্য এই দশকটি (২।৭) হইতেছে শ্রীভগবানের 'দীর্ঘব্যামোহ দশক'।

শ্রীবৈষ্ণব-সম্পদ বাড়য়ে এমতি
প্রভুদত্ত এ সম্পৎ, তাই নিরবধি।
নিজে শিরে বহি' বহি' প্রভু হেন কৃপাবারি
করে প্রবাহিত তাহা ভক্ত-বংশধর'পরি।
এইভাবে আসে চলি' কৃপার প্রবাহ মরি
আজও ভক্তে ধন্য করে আর্দ্র-সিঞ্চিত করি।
হেন অভিনিবেশের হেতু কর অবধান
জিজ্ঞাসু শ্রোতারে ডাকি সূরী কহি যান—
জীবের নিত্য স্বামী প্রভু তিনি সৌন্দর্যের খনি
নলিন নয়নযুগ অঙ্গশোভা নীলমণি।
হেন শোভা প্রদর্শিয়ে করি মোরে নিত্যদাস
নিত্য অনুভাবয়ি রাখে বাঁধি তাঁর পাশ।
'নারায়ণ'১ নাম তাঁর সকল জীবের গতি
না হেরি পরন্তু নিজ স্নেহী সর্ব জীব প্রতি।
তাঁহারে বিমুখ জীবেও ত্যাগেতে অশক্ত তিনি
জীব-দোষ নাহি ধরে জীবেরে বৎসল২ তিনি।
অর্দ্ধ সমিধ৩ আর আর অর্দ্ধ সাবিত্র্য৩ ত্যজি'
রহ গো নিশ্চিত তাঁর নির্হেতুক কৃপা ভজি'।

॥২।৭।১॥

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
নারায়ণ অর্থ সূরী করেন এবে বিশ্লেষণ
তাঁহার মহিমা তথা লীলা করে বরণন।

মূল গাথা

অখিল ভুবনপতি মোর 'নারায়ণ'
বেদময় নিয়ামক সে আদি কারণ।
নিত্যসূরী-স্তুত তিনি নাথ কমলার
গজদন্ত ভঙ্গকারী কৃষ্ণ অবতার॥

॥২।৭।২॥

ব্যাখ্যা—
উভয়বিভূতি-নাথ 'নারায়ণ' সর্বস্বামী
বেদই প্রমাণ তায় সর্ব বেদ-বেদ্য তিনি।
তথা হি—"নারায়ণঃ পরব্রহ্মঃ……" (উপনিষৎ)
নিজ বিভূতির তিনি কার্য৪ তথা কারণ৫
জলাহরণাদি ফল, সৃষ্ট বস্তু নিয়মন,
ক্রিয়ার সাধন তিনি ক্রিয়াসাধ্য কার্য পুনঃ।
তিনি সর্ব জনয়িতা আমার জনক পিতা
তিনি পুনঃ লক্ষ্মীদেবী, তিনি পুনঃ লক্ষ্মীপতি।
তিনি নিত্যসূরী-স্তুত, সংসারীর স্তুতিপাত্র
উচ্চ নীচ নির্বিচারে সকলেরই তিনি স্তুত্য।
অনায়াসে কুবলয়াপীড় দন্ত ভগ্ন করি
কংসনিধনে মোদের তিনি পরমোপকারী।
তিনি যে মাধব তিনি কমলার প্রাণধন
মোর পিতা মোর স্বামী 'শ্রীমন্ নারায়ণ।'

॥২।৭।২॥

১—নারায়ণ—'নারাণাং অয়নং'। যাহার ক্ষয় নাই তাহাই 'নার' বস্তু। (রিঙ্-ক্ষয়ে, ন রিঙ্—নারঃ), সমস্ত পদার্থই এই 'নার' বস্তু। যিনি 'নার' বস্তুর অয়ন বা আশ্রয় বা গতি তিনিই 'নারায়ণ'।

২—বৎসল—'দোষাণাং গুণত্বেন স্বীকারঃ বাৎসল্যঃ'। দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া গুণ বলিয়া স্বীকার করার নাম বাৎসল্য। যথা—গাভী সদ্যোজাত তাহার বৎসের গাত্রের রুধির লালা ইত্যাদি সমস্ত ময়লাকে ঘৃণা না করিয়া উপভোগ্যরূপে লেহন করিয়া তাহার বৎসের গাত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহা গাভীর বাৎসল্য গুণ।

৩—'অর্দ্ধ সমিধ অর্দ্ধ সাবিত্র্য'—যজ্ঞের হোমাদিতে 'সমিধ' এবং 'সাবিত্র্য'—দুইটি পৃথক্ অঙ্গ আছে। এই হোমে উভয় অঙ্গ সিদ্ধ হইলে যজ্ঞ সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধির অর্দ্ধেক কারণ 'সমিধ' এবং অর্দ্ধেক কারণ 'সাবিত্র্য' বলা যায় না। সমস্ত হোমই এই সিদ্ধির কারণ হয়। সেইরূপ আমার বংশপরম্পরা পর্যন্ত সকলেরই ফলসিদ্ধির কারণ জীব বা তাহার কর্ম নহে, এই সিদ্ধির জন্য সর্বেশ্বরই একমাত্র কারণ।

৪ কার্যবস্তু—ঘটাদি সৃষ্ট বস্তু।

৫ কারণবস্তু—মূল প্রকৃতি, মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি।

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বে১ সুরী কহে মোরা মহাভাগ্যে ভাগ্যবান
এবে কহে, লক্ষ্মী-কৃপা এ সৌভাগ্যে সে কারণ।
প্রভুর বল্লভা রমা, তাঁর বশীভূত প্রভু
কমলা-করুণা যারে, তারে না ছাড়য়ে কভু।

তথা হি—

"জামাতা দয়িতস্তবেতি ভবতি সম্বন্ধদৃষ্ট্যা হরিং পশ্যেম………।" (শ্রীগুণরত্নকোষ—পরাশর ভট্টর)

মূল গাথা

মোর মুখে 'মাধব' এই নাম উচ্চারণে
আসিয়া বসিলা মোর মাঝে প্রভু হৃষ্ট মনে।
মোর কৃত পাপরাশি করিলেন বিনাশন।
ভবিষ্যতে পাপ স্পর্শ করে পুনঃ নিবারণ।
মোর পাপ নিবারণে উজল তাঁর দিব্যকান্তি
পুষ্কল বিগ্রহ তাঁর যেন নীলগিরি ভ্রান্তি।
পরম উপভোগ্য মম অমৃত সমান তিনি
নির্দোষ বিশুদ্ধ তথা ইক্ষুরসখণ্ড গণি।
হেন প্রভু স্বামী তিনি 'গোবিন্দ' আমার
তাঁর রূপে গুণে ডুবি ঝরে অশ্রুধার॥

॥২।৭।৩॥

ব্যাখ্যা—

মোর মুখে 'মাধব' শ্রীনামের উচ্চারণে
অন্য নাম হ'তে প্রভু এ নামেরে শ্রেষ্ঠ মানে।
তারতম্যে অজ্ঞ তাঁর এ নামে আর অন্য নামে
হেন মোরে প্রাপ্তি তরে কত না কৌশল জানে।
'মাধব' নাম উচ্চারণ এ অছিলা ধরি হরি
আমারে করিলা কৃপা এই মাত্র সূত্র ধরি।

আমার উদ্ধারে ভাবিছেন প্রভু
চিন্তার নাহিক শেষ—
ভাবে এ জনমে বহুদিন তার
গেছে, অল্প অবশেষ॥
হায় আমি আর এ জনমে তার
লাভেতে বিফল হবো।
এত ভাবি প্রভু রহে মুহ্যমান
কেমনে সফল হবো!

যথা—'ব্যর্থানি এব বহূনি দিবসানি গতানি ইতি বুদ্ধা কালমতীতং চ মুমোহ'। (তিঃ বঃ ১৯)

'মাধব' এই নাম শুনি মোর মুখে
পাইয়ে অছিলা এবে।
অতীব আগ্রহে আমার উদ্ধারে
প্রযতনে প্রভু তবে।
প্রয়োজনান্তরে১ রাখিব না তারে
করিব না পরিহার।
উপায়ান্তরে২ তার মতি গতি
যাইতে দিব না আর॥
করিয়া দিব যে শরণাগত
দানিব অভয় তারে।
মোর ব্রত তবে করিব পূর্ণ
লভিব তাহারে কোলে।

তথা হি—

'অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।'
(রাঃ যুঃ ১৮।৩৩)

আমারে আনিয়া হৃদয়ে রাখিতে
অসমর্থ সুরী হায়।
এতেক ভাবিয়া পশিল আসিয়া
মোর মনোমাঝে তায়॥
মোর পাপরাশি নাশিল তখনি
প্রাপ্তি-বিরোধী তাঁর।
গুরু লঘু কিবা মানিল না তবে
করে সবে পরিহার॥

তথা হি—

"গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

---

১ সহ—২।৭।১

১—প্রয়োজনান্তর—ঈশ্বর-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন।

২—উপায়ান্তর—ঈশ্বর-প্রাপ্তিতে তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপায়।

মোর পাপ তাপ যত দুঃখ আর
নিজ দুঃখ বলি মানে।
সে পাপ বিনাশে তাঁর এই ব্যথা
করে সে যে অবসানে ॥

তথা হি—ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
(রাঃ অঃ ২।৪৭)

অতীব চতুর অতি কৌশলে
সাধে সে আপন কাজ।
রূপ মাধুরিমা করিলা প্রকাশ
আমার অন্তর মাঝ ॥
রাতুল নলিন যুগল নয়ন
উজল দিব্য কান্তি।
পুষ্কল কিবা বিগ্রহখানি
যেন নীলগিরি ভ্রান্তি ॥
ও রূপ হেরিনু সকলি ভুলিনু
মরি কিবা বিমোহন।
সে রূপ পাথারে সিনান করিনু
ভরিল যে প্রাণ মন ॥
তার উপভোগ আনন্দসাগর
অমৃতেরে কিসে গণি
ঋজীষরহিত১ অবস্থবিহীন২
ইক্ষুরসখণ্ড মানি।
এ হেন স্বীকার করয়ে আমায়
প্রভু নিজ উপকারে।
এ হেন সে কৃপা নির্হেতুক তাঁর
ঢালে প্রভু মোর পরে।
তিনি মোর স্বামী আমি বস্তু তাঁর
তারই বস্তু লাভ তরে।
দাস্য স্বীকারে গোবিন্দ রূপেতে
কৃষ্ণরূপে অবতরে ॥

১—ঋজীষরহিত — দ্রব্যান্তরের সংসর্গজ দোষরহিত, অর্থাৎ জীবের অপেক্ষা নিজ উপকারার্থেই ঈশ্বর জীবকে কৃপা করেন।

২—অবস্থবিহীন — ইক্ষুরসের পাকসম্বন্ধীয় দোষবর্জিত, অর্থাৎ ঈশ্বরের এই কৃপা নির্হেতুক, জীবের কোন প্রকার কর্মের ফলে নহে।

তথা হি—
"দাস্তং স্বীকর্ত্তুং প্রাদুর্ভূত গোপকিসলয়ঃ খলু।"
(পেঃ আঃ তি—৭।১১)

॥২।৭।৩॥

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বংশপরম্পরায় করে মোর সম উজ্জীবিত
প্রভুর এ শকতি হেরি সূরী অতি বিস্মিত।

মূল গাথা

'গোবিন্দ' 'গোপাল' 'কুম্ভনর্ত্তক' কহি কহি
নাচি ঘুরি ফিরি পুনঃ তাঁর গুণগণ গাহি।
হেন নৃত্য হেন গীত শিখায়ে সে প্রভু মোরে
বিনাশি এ পাপরাশি আমারে স্বীকার করে।
পুনঃ মোর সপ্ত সপ্ত জন্মগত বংশধরে
গুণগণ দেছে হেন যাহে তাঁরে প্রাপ্তি করে।
অঘটন ঘটনেতে তিনি অতি পটীয়ান
হেন পরমোপকারী 'মহাবিষ্ণু' তাঁর নাম।

॥২।৭।৪॥

ব্যাখ্যা—

গোরক্ষণ গুণ গাহে 'শ্রীগোবিন্দ' নাম
হেন গুণ বৈকুণ্ঠেও নহে বিদ্যমান।
যাগাদি ব্রাহ্মণে যথা ঐশ্বর্য প্রকাশ করে
আভীরের গর্ব তথা নিঃসরে নর্ত্তন দ্বারে।
পূর্ণ কুম্ভ রাখি তারা শিরে তথা দুই করে
নানা অঙ্গভঙ্গী করি' মহানন্দে নৃত্য করে।
'অবাকী অনাদরঃ'১ কহে পরম ধামেতে যাঁরে
সে কুম্ভনর্ত্তক হেথা, নাচে নব শস্য করে২।

১—'অবাকী অনাদরঃ'—শ্রুতিঃ।

২—প্রতি বৎসর নব শস্যের উদ্‌গমে কৃষক বা গোপেরা প্রথম উদ্‌গত শস্যের পাতা লইয়া নর্ত্তন করিয়া থাকে।

হেন গোপকুলে জন্ম গোপাল-অবতার
মরি মরি হেথা কত গুণের ভাণ্ডার।
আশ্রিত-পরতন্ত্র তিনি তাই উক্ত গুণগণ
স্মরি গাহি অনুভবি করায় যে নর্তন।
নিত্যসূরী সনে একই পংক্তিতে গণনা মোরে
করে প্রভু, সূরী কহে মো হেন এ সংসারীরে।
পঙ্কে পতিত মণি মাণিক্যে উঠায়ে যথা
প্রক্ষালন করি রাখে আপন অঙ্গেতে তথা।
আমারে স্বীকার করি নাশে পাপরাশি মোর
স্বযত্নে এ পাপ নাশে নহি কভু শক্তিধর।
নিজ লাভ তরে প্রভু হেন মহা উপকারে
একা মোরে নহে করে সপ্ত জন্ম বংশধরে।
প্রভু মোর সর্বেশ্বর সর্বশক্তিমান
চিন্তা মাত্রে করে নিজ কার্য সমাধান।
সর্ব জীবে ব্যাপ্তি তাঁর এই স্বার্থ নির্বহনে
হেন উপকারক খ্যাতি তাই 'বিষ্ণু' নামে।

॥২।৭।৪॥

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দ্রাবিড় প্রবন্ধ জ্ঞাতা যামুন-শিষ্য *মালাকার*
তাঁর পাশে এ গাথার ব্যাখ্যা শুনে ভাষ্যকার১।
ব্যাখ্যা শুনি *রামানুজে* সন্দেহ অন্তরে
এ অর্থ সঙ্গত কিবা? পুছে মালাকারে।
পূর্ব গাথাবলী সহ তবোক্ত এ গাথা অর্থ
সঙ্গতি যে করিবারে প্রভু আমি অসমর্থ।
উক্তি শুনি *মালাকার* অসন্তুষ্ট মনে
কহে, এই অর্থ শুনি *যামুনে* বদনে।
কিবা অর্থ যাচে তব কহ মোরে এইবার
অর্থ শুনি 'বিশ্বামিত্র-সৃষ্টি'২ কহে *মালাকার।*
রামানুজ অর্থ করে—প্রভু সূরী লাভ তরে
নিজ অতি রূপ শোভা দেখায়ে প্রলুব্ধ করে।
*ভট্টরস্বামীর*৩ অর্থ সেও অতি সুন্দর—
অত্যুজ্জ্বল প্রভু লভি' সূরী সূরি-পরিকর।
ভরতাদি পরিকরে পুনর্মিলনে যথা
রামের উজ্জ্বল বপু, প্রভু অত্যুজ্জ্বল তথা।

মূল গাথা

'বিষ্ণুর' প্রকাশ যেন স্বর্ণকান্তি জ্যোতি ঘন
সুবর্ণ কমল হেন কর পদ নেত্র ঘটা।
রুচির প্রকাশ-জনু নীলমণি গিরি তনু
ঝলমল চন্দ্রে যেন ছুটে কিরণের ছটা॥
শঙ্খ চক্র শোভে করে জ্যোতি জিনি রবিকরে
দশদিক আলো করে প্রভায় প্রভায় তার।
উজল কিরীট কান্তি ছুটে চারিভিতে দীপ্তি
স্বামী 'মধুসূদন' মূর্তি তাঁর জ্যোতি-সার॥

॥২।৭।৫॥

ব্যাখ্যা—

জ্যোতির্ময় রূপ খানি হেরি সূরী বিমোহিত
একে একে বরণয়ে রূপ শোভা যত যত।
অবরুদ্ধ নদীজল সেতুদ্বার উদ্‌ঘাটনে
দুকূল ভাসায় যথা সেই জলপ্লাবনে।
তথা স্বর্ণকান্তি জ্যোতি প্রভু-দিব্যদেহ হোতে
নিঃসরিয়া তেজোরাশি আলো করে চারিভিতে।
যথা হি—

'শোভয়ন্ দণ্ডকারণ্যং তেজসা রাশিমূর্জিতম্।'
(রাঃ আঃ—৩৮।১৫)

নীলমণি গিরি যেন শোভা তার তনুরুচি
স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় দেহ নীল রাত মাখামাখি।
হেম কমল জিনি চরণকমল শোভা
আমার পতনস্থল মরি কিবা মনোলোভা।
তাঁর করযুগশোভা সোনার কমল জিনি
আলিঙ্গনে সুশোভন অতি সুশীতল মানি।
কান্তিময় সে লোচন সুশীতল দৃষ্টি তায়
কনক কমল হায় তার কাছে তুচ্ছ হয়।
ভুবনে তুলনা নাই উপমা কোথায় তাঁর
তাহার তুলনা তিনি এই কথা জেনো সার।

১—ভাষ্যকার—শ্রীভাষ্যরচয়িতা রামানুজস্বামী।
২—বিশ্বামিত্র সৃষ্টি—শ্রীভগবানের সৃষ্টি হইতে বিশ্বামিত্রের পৃথক্ সৃষ্টির ন্যায় অদ্ভুত অর্থ।
৩—ভট্টর স্বামী—রামানুজের জ্ঞানপুত্র, গোবিন্দাচার্যের শিষ্য।

করতলে পেয়ে স্থান শ্রীমান্ পাঞ্চজন্য
অধরামৃত পানে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে ধন্য।
তথা হি—
"ভোজ্যে নিরুপ্যমানে লোকবিক্রোন্তাধরামৃতং
শয়নস্থানং সমুদ্রবর্ণকরতলম্।" (নাঃ তিঃ—৭।৮)
শোভে চক্র তাঁর করে প্রভা কোটি সূর্য জিনি
উপমা দিবার মাত্র রবিরে উপমা মানি।
তথা হি—'কোটিসূর্যসমপ্রভঃ'।
সর্ব আভরণ কান্তি অবকুণ্ঠিত লাজে
সর্ব অধিরাজ তাঁর কিরীটের কান্তি আগে।
আশ্রিতবিরোধি-নিরসনশীল স্বামী মোর
'মধুসূদন' নাম তাই তিনি পূর্ণ সর্বেশ্বর।
॥২।৭।৫॥

——

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রভুর বিষয়ে মোরে করিতে বিহ্বল
তাঁহার প্রয়াস যত, তাঁর কৃপাফল।

মূল গাথা

'মধুসূদন' বিনা অন্য উপায় নাহিক আর
এত কহি নাচি গাহি তথা করি স্তুতি তাঁর।
হেন দশা হেন স্থিতি বাঁধিয়াছে মোর মন
তার তরে প্রতি জন্মে করে প্রভু প্রযতন।
সম্মুখে পরিত ঘেরি' করে মোরে অবরোধ
যা'তে পলাইতে নারি করিবারে প্রতিরোধ।
হেন অবরোধে মূল নির্হেতুক কৃপা তাঁর
একা মোরে উদ্ধারিতে 'ত্রিবিক্রম' অবতার।
॥২।৭।৬॥

ব্যাখ্যা—
'বিরোধীর নিরসন সদাই স্বভাব যাঁর
সে মধুসূদন বিনা অন্যোপায় নাহি আর।'
এই উক্তি অনুগুণ অনুষ্ঠান করে সূরী
তিনি ভিন্ন অন্যোপায় অন্য ফল পরিহরি।
তাঁর প্রিয় স্তুতি গীতি নাচি গাহি মোর প্রীতি
জন্ম জন্ম ধরি প্রভুর তাহে প্রযতন অতি।
সাংসারিক প্রয়োজনে হইয়া বিকল
প্রভুরে ভুলিয়া যাহে না কাটাই কাল।
তার তরে মোর সাথে প্রভু জন্ম জন্ম ধরি
অবতরি রহে মোর সম্মুখে পরিত ঘেরি।
কোন বস্তু পাইবারে কোন লোভী ব্যক্তি যথা
তাহার সম্মুখে গিয়া সুযোগ সন্ধানে তথা।
আমারে পাইতে হরি মোর জন্ম জন্ম ধরি
সম্মুখে পরিত ঘেরে মোর সনে অবতরি।
কর্মফলে মোর জন্ম, কৃপাফলে অবতরি
একা মোরে উদ্ধারিতে রাখে সে কৃপায় ঘেরি।
বিরোধী কর্মের ত্যাগে অশক্ত আমরা যথা
কৃপা-কার্য নিবারণে প্রভু শক্তিহীন তথা।
বধার্হ কাকের[১] প্রতি লক্ষ্যভ্রষ্ট রাম-শর
কৃপাপরতন্ত্র তিনি কৃপার প্রভাবে তাঁর।
তথা হি—
'বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্যপালয়ৎ।'
(বাঃ সুঃ—৩৮।৩১)
সর্বজীব শিরোপরে শ্রীচরণ ধরিবারে
ত্রিবিক্রম রূপে যথা প্রভু আসি অবতরে।
তথা তিনি একমাত্র মোরে কৃপা ঘেরিবারে
ত্রিবিক্রমরূপে আসি দরশ দানিল মোরে।
॥২।৭।৬॥

——

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
গুণানুসন্ধানে পুনঃ তব স্তুতি নতি তরে
আমারে দিয়াছ মন, যে তব চিন্তায় ফেরে।

মূল গাথা

ওহে 'ত্রিবিক্রম' প্রভু তব রক্ত পদ্মনেত্র
তব বিম্বাধর পুনঃ স্বচ্ছ স্ফটিক বর্ণ।
অনুভবি' করি যাহে তব পদে স্তুতি নতি
হেন মন দেছো মোরে
দেছো মোরে হেন মতি।

১—বধার্হ কাক—অসহ্য অপরাধে অপরাধী, বধের উপযুক্ত কাকরূপী ইন্দ্রপুত্র 'জয়ন্ত'।

হেন মন দানে পুনঃ তব অভিমত যথা
আদানেও সমর্থ তুমি হে প্রভু 'বামন' তথা।

॥২।৭।৭॥

ব্যাখ্যা—

সর্বজীবে পদধারী ওহে ত্রিবিক্রম স্বামি !
দেখায়ে মোহন রূপ পদতলে নেছো টানি।
রাতুল কমল নেত্র রাত তব বিম্বাধর
তাহে মৃদু মন্দ হাসি মরি কিবা মনোহর।
কিবা দন্তপংক্তি তার স্বচ্ছ স্ফটিক যেন
সর্ব অলঙ্কৃত অঙ্গ শুদ্ধ স্ফটিক বরণ।
নিরন্তর অনুভব দেছো মোরে হেন রূপে
ইতর বিষয়ে রতি যাহে দূরে পলায়েছে।
যাহে স্তুতি নতি করি ধরি তব শ্রীচরণ
প্রভু তুমি অনুক্ষণ দেছো মোরে হেন মন।
জন্মে জন্মে ছিল মন অতীব চপল যাহা
ইতরবিষয় ভোগে, অভোগ্য অযোগ্য তাহা।

তথা হি—"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ।" (গীতা)

সেই মন বিতাড়িয়া দেছো নব দিব্য মন
তোমার ভাণ্ডার হ'তে ওহে করুণানিধান।

তথা হি—"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ।" (গীতা)

এই মন করে সদা প্রীতিভরে প্রণমন
মোর নিত্যধন তব অতি ভোগ্য শ্রীচরণ।
আদান প্রদান হেন একা মোর প্রতি নয়
হেন কার্য সাধিয়াছ যথা প্রয়োজন হয়।
দেখায়ে বামন বেশ তথা রূপ মনোহর
শোধি' বলিরাজ মন কর কার্য দুষ্কর।
কৌশলে হরিয়াছ তার ভূমি-অভিমান
তব গুণ কেবা জানে ! অসীম সামর্থ্যবান।

॥২.৭।৭॥

—

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্বামীবর কৃত যত মোর প্রতি উপকার
তিলেক প্রত্যুপকারে মোর সাধ্য নাহি আর।

মূল গাথা

মরকতমণি পদ্ম-বিলোচন হে 'বামন'
তব রূপ-শোভা হেরি আলিঙ্গনে ধায় মন।
মম দুষ্ট মন তুমি করিয়াছ বিনাশন
তব পদ নমি' পুনঃ গাহে পরিশুদ্ধ মন।
হেন মন দিয়া কর জন্ম-দুঃখ নিবারণ॥
হেন উপকারে প্রভু কোন প্রতি-উপকার
অসম্ভব, হে 'শ্রীধর'! কি উপায় করি তার॥

॥২।৭।৮॥

ব্যাখ্যা—

'বামন' শব্দে অর্থ হেথা বিগ্রহ সুন্দর
কিংবা সমীচীন দাতা মহান উদার।
'মম মরকত মণি' এই অর্থ শুনি
রূপের সৌন্দর্যে হেন ডুবিয়াছি আমি।
'পদ্ম-বিলোচন' কহে সুন্দর শীতল
এই দুই গুণে ভরা নয়ন কমল।
মরকতমণি রূপ ভাসিল যে মোর মনে
কমলনয়ন জাগে প্রত্যক্ষসমান জ্ঞানে।
হেন অনুভবে হয় অভিলাষ আলিঙ্গনে
সে না পেয়ে ডাকি তোমা সকাতর আহ্বানে।
এইভাবে তব রূপ গুণ গাহি' অনুরাগে
পেয়েছি বিশুদ্ধ মন প্রণমি প্রণমি পদে।
এই মন পেয়ে মোর জন্ম হ'ল নিবারণ
নষ্ট চির দুষ্ট মন যাহে দুঃখ-বিনাশন।
অমৃতে বিষেতে যার নাহি ভেদজ্ঞান
তুমি তথা ক্ষুদ্র বিষয় সম প্রীতিমান।
হেন দুষ্ট মন মম করি বিনাশন
একমাত্র শুদ্ধ মন ক'রেছো প্রদান।
হেন তব মহা উপকারে প্রতি-উপকার
করিতে অশক্ত আমি উপায় না দেখি আর।
আমি অকিঞ্চন, তথা সর্বপরিপূর্ণ তুমি
তব উপকার 'শ্রীধর' করিতে কি পারি আমি !

॥২।৭।৮॥

—

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বিরহ-ব্যথার অস্থির গতি
নর্ত্তন যেন ভাসে।
সে ব্যথা ভুলিয়া তব অনুভবে
প্রীতি মোরে পরকাশে॥
সেইভাবে মোরে করিলে ভাবিত
ইন্দ্রিয় যাহে বাঁধা।
ভক্তিভরে তোমা করি অনুভব
নিবৃত্ত যত বাধা॥
মোর মন মাঝে তব রূপ রাজে
হরষে ভরিল প্রাণ।
তোমার করুণা করিল সফল
তোমার এ অবদান॥

মূল গাথা

'শ্রীধর পদ্মবিলোচন' এত বলি অনুক্ষণে
ভক্তিভরে ডাকে সুরী নিশিদিন নারায়ণে।
ডাকিতে ব্যাকুল হ'য়ে অশ্রুধারে সে যে ভাসে
খর শ্বাস উষ্ণ বহে, তাহে ক্রূর পাপ নাশে।
মোর সুখ বৃদ্ধি লাগি আসি পশি' মোর মাঝে
দৃঢ় বিরাজিছ মরি নিজ 'হৃষিকেশ' সাজে॥

॥২।৭।৯॥

ব্যাখ্যা—

উর'পরে মহালক্ষ্মী 'শ্রীধর' যে নাম ধরো
পদ্মনেত্র অনুরাগে সুশীতল উজ্জ্বল
এভাবে ভাবিত সুরী ভাবে অনুক্ষণ
'হে শ্রীধর' 'হে রাতুল উৎপলনয়ন'।
তথা হি—"বক্ষস্থলেন শ্রিয়মুদ্বহন্ বিভুঃ।
বিস্তারি পদ্মোৎপলপত্রলোচনঃ॥" (বিষ্ণুধর্ম)
ভক্তিপরবশ সুরী হেন দেহযাত্রা তার
নিশি দিন এইভাবে কালক্ষেপ করি যায়।
এই ব্যাখ্যা করে ভক্তিদ্বারে যত পূর্বাচারী[১]
ভট্টার্য[২] অন্যথা কহে পূর্ব পূর্ব গাথা স্মরি'[৩]।
"বিরহে ব্যাকুলা সুরী প্রলপে দিন রাতি আর
[৪]চতুর্থ দশকে যথা এবে সেই দশা তার।
'সুখের সমৃদ্ধি লাগি' বাক্যে এই অভিপ্রায়
[৫]মিলনে প্রভু ও সুরী যত প্রীতি বিনিময়।
সহস্র বর্ষ ধরি' গ্রাহ যত ক্লেশ দিল
সেই ক্লেশ দূর করি গজেন্দ্রেরে উদ্ধারিল;
সুখবৃদ্ধি তরে তথা আসি' পশি' মোর মাঝে
[৫]ঢালি সব প্রীতি প্রভু অনুদিন বিরাজিছে।"
বিরোধী ইন্দ্রিয় মোর দেখিয়া পরম শেষী[৬]
নাশে তার বৈরীভাব, বরজিল দ্বারশেষী[৭]।
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী তুমি, তাই নাম 'হৃষীকেশ'
তুমি মোর নিত্য প্রভু, আমি তব নিত্য 'শেষ'।

॥২।৭।৯॥

—

১ পূর্বাচারী—রামানুজ ও তাঁহার পূর্ববর্ত্তী আচার্যগণ। যথা—নাথমুনি, যামুনাচার্য প্রভৃতি।
২ ভট্টার্য — রামানুজের জ্ঞানপুত্র গোবিন্দাচার্যের শিষ্য এবং কুরেশস্বামীর পুত্র।
৩ 'পূর্ব পূর্ব গাথা স্মরি' — সহঃ—২।৪ দশকে সুরীর বিরহদশা ও ব্যথা, এবং ২।৫ দশক হইতে ২।৭।১ অবধি মিলনদশার ভাব স্মরণ করিয়া।
৪ সহ—২।৪ দশক—'দ্রবীভূত চিত সুতা নাচিয়া নাচিয়া' (২।৪।১)
"দিবানিশি নিদ্রাহীন করিছে প্রলাপ
নীলোৎপল নেত্রে তার বহে জলধারা"
৫—'বৈকুণ্ঠের যত প্রীতি ঢালি সব মোর প্রতি' (২।৫।১)
(২।৫।১ গাথা হইতে ২।৭।১ গাথা অবধি)
৬ পরম শেষী—পরমাত্মা, ভগবান, সর্বেশ্বর। ৭ দ্বারশেষী—জীবাত্মা।

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আপন মনের প্রতি কহে সূরী অতঃপরে
প্রভু অতি উপকারী কদাচ না ত্যজ তারে।

মুল গাথা

পরমোপকারী মোর যিনি তিনি 'হৃষীকেশ'
ক্রুর রাবণ সম ভোগলিপ্সা করে শেষ।
নিত্যসূরীরে যথা, অনুভব দানে মোরে
ইহা দৃঢ় জানি শুদ্ধ চিত্তে! প্রণমহ তাঁরে।
এই তত্ত্বে জ্ঞান মাত্র পর্যাপ্ত যে নয়
তার গুণে মুগ্ধ হও না ত্যজহ তায়।
রূপে গুণে পূর্তি তাঁর সব জান ভালে
কত উপকারী মোর সব তো দেখিলে॥

॥২।৭।১০॥

ব্যাখ্যা—

'হৃষীকেশ' অর্থ হয় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর
সে ইন্দ্রিয় হয় তাঁরে জানিবারে পরিকর।
এ হেন ইন্দ্রিয় পেয়ে অনর্থ করিনু হায়
ইতরবিষয়-ভোগে বৃথা লাগাইনু তায়।
সে ইন্দ্রিয় বিশোধিয়া নিজ জ্ঞানে পরিকর
বানাইয়া করে তিনি অতি মহা উপকার।
দুষ্ট রাবণের কুলে তিনি নিরসয়ে যথা
ইতরবিষয় হ'তে ইন্দ্রিয় নিবারে তথা।
হেন নিবর্ত্তনে মাত্র নহে তার উপকার
নিত্যসূরীসম মোরে অনুভব দান তাঁর।
জ্ঞানপ্রসরণ-দ্বার ইন্দ্রিয়ের অধিপতি
ওরে মন! এ প্রকারে হয়েছো নির্মল যদি
জ্ঞানদানে উপকারী যিনি প্রণমহ তাঁয়
বাক্যেমাত্রে নহে, জানি দৃঢ়জ্ঞানে নম তায়।
জ্ঞানমাত্র পর্যাপ্ত নয়, মুগ্ধ হ'য়ে গুণে তাঁর
দৃঢ় করি ধর তাঁরে ত্যজিও না কভু তাঁয়।
নিজেরে অশুদ্ধ মানি' 'পরম পবিত্রবরে
মিলিয়া কেমনে আমি দূষিত করিব তাঁরে'—
এ ভাবনা কর ত্যাগ, না ত্যজিও কভু তাঁরে
তিনি 'পূর্ণ পদ্মনাভ' দোষ স্পর্শ নাহি করে।
রূপে গুণে পূর্তি তাঁর দেখিয়াছ ওরে মন
মহা উপকারী পুনঃ তিনি মন-বিমোহন।
এ বিষয় ত্যজি, মুগ্ধ ইতরবিষয়ে যদি
না পাবে উদ্ধার মন! হয়োনাকো হতবুদ্ধি।

॥২।৭।১০॥

——

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অতি বিলক্ষণ তবু অতীব সুলভ মোরে
মোর দাস্যে অতি প্রীত আমি ভিন্ন জানে না সে।

মুল গাথা

নিরবধি পরিমাণ তহি পুনঃ বর্দ্ধমান
'পদ্মনাভ' মহাশক্তিমান।
মৎপর-চিত্ত হ'য়ে মোরে পুনঃ বিরচিয়ে
নিজেরে করিল মোরে দান॥
এ হেন উদার তিনি কল্পতরু কিসে গণি
উপভোগ্য অমৃত সমান।
বর্ষুক বলাহক বেঙ্কটাচলে স্থিত
দিব্যসূরী-নায়ক প্রধান॥
হেন তিনি মোর স্বামী মোরে অতি অভিমানী
সূরী কহে, মোর দাস্যে সন্তোষ তাঁহার।
আশ্রিত গোপিনী যত তাদের বন্ধনে প্রীত
প্রীতিভরে তাই ধরে নাম 'দামোদর'॥

॥২।৭।১১॥

ব্যাখ্যা—

*সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি শ্রীনাভিকমলে যাঁর
যেন মহাশক্তিমান পরিমাণ নাহি তাঁর।
শক্তি অর্থে বুঝ হেথা অন্য যত গুনগন
প্রতি গুন হয় পুনঃ অসীম অপরিমান।*
হেন স্রষ্টা 'পদ্মনাভ' মৎপর মদেকপ্রাণ
সৃজিয়া আমারে পুনঃ মোরে করে আত্মদান।

এ হেন সে উদারতা কল্পতরু কিসে গণি
প্রার্থীরে সৃজিয়া ধন্য তারে সরবস্ব দানি।
অর্থীর প্রার্থনা মত কল্পতরু করে দান
সম্যক্ আত্মদানে কভু নহে সে সামর্থ্যবান।
কল্পতরু সে স্বয়ং নহে কভু ভোগ্যভূত
প্রভু কিন্তু উপভোগ্য যেন অতৃপ্ত অমৃত।
ঔদার্য-নিদান তাঁর বেঙ্কট-অচল
তাঁহারে আশ্রয় করি উদার অটল।
নিজেরে বিলায়ে যথা মেঘ করে বারি দান
সে বারিতে পায় যথা সর্বজীবে সঞ্জীবন।
তথা সে বেঙ্কট গিরি 'শ্রীশৈল' তার নাম
খাদ্য জল আশ্রয়াদি করে সরবস্ব দান।
এ হেন বেঙ্কটনাথ নিত্যসুরী-নির্বাহক
কৃষ্ণরূপে অবতরি' গোপীগনে সে সেবক।
বন্ধন তাড়নযোগ্য তাই 'দামোদর' নাম
হেন গুনে তাঁর দাস্যে বাঁধে মোরে সুরী ক'ন।

॥২।৭।১১॥

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — দ্বাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আমি যথা ব্রহ্মা রুদ্রে প্রভু করে ভক্তিমান
তাঁরাও স্বযত্নে তাঁর দরশন নাহি পান।

মুল গাথা

ভূমির সৃজনে পুনঃ প্রলয়ে রক্ষণে
অদ্বিতীয় হেতু যিনি তাঁহার বিজ্ঞানে।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি নহে সমর্থ কথনে
মোর স্বামী 'দামোদরে' সমুদ্রবরণে॥

॥২।৭।১২॥

ব্যাখ্যা—

গোপকুলে কৃষ্ণরূপে যিনি দামোদর
তিনি আদি সৃষ্টিকর্তা প্রলয়ে রক্ষক।
এ তত্ত্ব জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার!
ব্রহ্মা রুদ্র আদি কহে, তিনি যে অপার।
পরম স্বাধীন যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা
আশ্রিত-অধীন তিনি কে জানিবে এই বার্তা!
তিনি একা এ বিশ্বের ত্রিবিধ কারণ
নিমিত্ত, সমবায়ী আর উপাদান।

তথা হি—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"
(শ্রুতিঃ)

একদা সৃজিয়া বিশ্ব, প্রলয়ের কালে
আপৎ-সখারূপে পুনঃ তারে রক্ষা করে।
আশ্রিতের পরতন্ত্র তিনি পুনঃ 'দামোদর'
ঐশ্বর্য-মাধুর্যে হেন জানিতে শকতি কার।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি ভক্ত সদা প্রণমণকারী
আপনারে জ্ঞানী মানে তারাও কি অধিকারী?
নিজ প্রযতনে তাঁর জ্ঞানে শক্তি নাহি ধরে
তিনি না জানালে কভু তাঁরে কি জানিতে পারে!
গোষ্পদে পুরয়ে সিন্ধু হেন অঘটন যথা
নিজ গুন-অর্নব ভরে প্রভু মোরে তথা।
রূপ গুণ প্রদর্শনে প্রভু যদি কৃপা করে
মোরে যথা অন্য কারে, তবে সে জানিতে পারে।
শত শত প্রযতনে জানিতে শকতি কার!
রূপ গুন-কণা তাঁর প্রভু না জানালে তায়।

॥২।৭।১২॥

দ্বিতীয় শতক, সপ্তম দশক — ত্রয়োদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এই গাথা স্বয়ং যে অতি শক্তিমান
অভ্যাসকারীরে দেয় স্বামীর চরণ।

মুল গাথা

রূপে অতি জ্যোতির্ময় নীলমণি জিনি
নিত্যসূরী অধিপতি হেন কৃষ্ণ তিনি।
অতীব ব্যামুগ্ধ যারে সেই শঠকোপ স্বামী
রচিল দ্রাবিড় মালা দিয়ে সহস্র গাঁথুনি।
তার মাঝে এ দশক গীতি নামগাথাময়
স্বামীর চরণ দানে শকতি যে ধরে তায়।

॥২।৭॥১৩

ব্যাখ্যা—

রূপে জ্যোতির্ময় নীল মণির বরণ
প্রতি অঙ্গ শোভা, যিনি অমর প্রধান।
হেথা অনুভব দিতে তাঁর কৃষ্ণ অবতার
সূরীর সম্বন্ধী-প্রতি অতীব ব্যামোহ যাঁর।

তাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ শঠকোপ আড়্বার
রচিল সহস্র-গীতি শ্রেষ্ঠ ভাব, ভাষা, স্বর।
তার মাঝে এ দশক গীতিগাথা নামময়
স্বামীর চরণ দানে শকতি যে ধরে তায়।

এ গাথার প্রতি যার হয় মতি গতি
'কেশব-দাস' রূপে তার হয় পরিণতি।

॥২।৭।১৩॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক — অষ্টম দশক

দশক তাৎপর্য—

আপন সম্বন্ধী প্রতি শ্রীহরির প্রীতি হেরি
জগতের সর্বজনে আত্মীয়তা করে সূরী।
প্রভুই যে মোক্ষপ্রদ তাহা উপদেশ করে
তথাপি বিমুখ হেরি নিজ লাভে চিত্তভরে।
সূরী প্রতি সর্বেশ্বর পরিপূর্ণ যে ব্যামোহে
সে ব্যামোহ প্রবাহ যে সম্বন্ধী পর্যন্ত বহে।
ব্যামোহ প্রকার তাঁর পূর্ব দশকে কহে॥
আমার সম্বন্ধী প্রতি যদি এত প্রীত হরি
বিশ্বভরি আপন করি এ দশকে ভাবে সূরী।
তবে তো সবারে হবে প্রভুর হেন অতি প্রীতি
এই বার্ত্তা উপদেশে সূরী সর্ব জগ প্রতি।
কেহ কহে[১] এ দশকে ঈশ্বরত্ব উপদেশ
ভট্ট[২] কহে মুক্তিদাতা অভিপ্রায়ে ইহা শেষ।
উভয়ে প্রভেদ নাই দশক উভ তত্ত্বপর
যিনি মোক্ষপ্রদ হন তিনিই তো সর্বেশ্বর।

সূরী মাঝে সর্বেশ্বর 'অদ্বেষ' উৎপাদন করে
'আভিমুখ্য' 'রুচি' আদি উৎপাদয়ে পরেপরে।
সূরী যদি বরজয়ে প্রভু তারে নাহি ছাড়ে
এ অভিনিবেশ প্রভু সম্বন্ধী পর্যন্ত করে।
প্রভুর এ হেন প্রীতি করি অনুভব সূরী
হেন ভরসার বাণী প্রচারে জগত ভরি।
মোক্ষ ফলপ্রদ তিনি সবে উপদেশ করে
তাঁহার করুণামাত্রে এই ফল দিতে পারে।
লক্ষ্মী অনন্ত আদি শ্রেষ্ঠ নিত্যসূরীগণে
পায় নাই হেন ফল নিজে নিজে প্রযতনে।
সূরী কহে ওরে বিশ্ব পাবি তোরা এই ফল
যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, মোক্ষপ্রদ সর্বেশ্বর।
সাংসারিক ভোগ সুখে অশান্তির দুঃখ-সহ
মোক্ষ-সুখে নিত্য ভূমা সুখৈকতান সেহ।
হেন মোক্ষ-প্রায় ভোগ দানে মোর সম্বন্ধীরে
মোর নাথ সর্বেশ্বর প্রভু মনোরথ করে।
সংসারীরা হ'তে পারে এ হেন সে ভোগভাগী
হিত উপদেশ তাদের দেন সূরী এত ভাবি।

১—কেহ কেহ—কোন কোন পূর্বাচার্য।
২—ভট্ট—পরাশর ভট্টর স্বামী।

সূরীর হেন উপদেশে নাহি কোন ফলোদয়
যথা মাল্যবান১ কথা রাবণে বিফল হয়।
তবে সূরী ভাবি ত্যজি বৃথা কাল ব্যয়
নিজ লাভ অনুভবি তাহে মগ্ন রয়।

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
মুক্ত-প্রাপ্য ভোগ কহে প্রথম গাথায়
দশক-সংগ্রহ পুনঃ এই গাথা হয়।
এ গাথার প্রতি পদ করি অবলম্বন
এ দশকে পরে পরে গাথা সূরী কহে পুনঃ।

মূল গাথা

ভুজগ শয়নে শায়ী রমাপতি
মুক্তজীবের ভোগ্য যে অতি
ব্রহ্মা রুদ্র আদির নিদান পরম পুরুষ হরি।
জন্মসাগর উদ্ধার লাগি
দেবতা মানব তির্যগ্ আদি
অবতরি প্রভু,তরণী হইয়া মুমুক্ষু ঘাটে ফিরে ঘুরি॥
॥২।৮।১॥

ব্যাখ্যা—
মুক্ত-ভোগ্য পরিচয় ভুজগে শয়ন
শ্রুতিগত 'পর্যঙ্ক-বিদ্যার' বিশ্লেষণ।
'শেষ'রূপ শয্যা'পরি মহালক্ষ্মী সহ
বিরাজিত সর্বেশ্বর মহানন্দবহ
মুক্তি পেয়ে জীব যবে লভি' অনুমতি
করয়ে প্রবেশ তথা আনন্দিত অতি।
প্রভু তারে সমাদরে করয়ে আহ্বান
তবে সর্প শয্যা'পরি করে আরোহণ।
যথা হি—'তমেবম্বিৎ পাদেনাধ্যারোহতি।' (শ্রুতিঃ)
মাতৃপিতৃ-শয্যোপরি প্রজা যথা আরোহণ
মুক্ত জীব পায় ফল হেন চিত্ত-বিমোহন।

তাপত্রয়ে খিন্ন জীব যথা ভগবৎ-হ্রদে
অবগাহি সর্বতাপ দূর করে পদে পদে।
তথা হি—'ব্রহ্মপ্রবিষ্টোঽস্মি'। (ভাঃ—৪।৫০)
প্রভুর এ মহাশয্যা হয় ব্রহ্ম-হ্রদসম
সূরী পাশে ভাসে তথা এ হেন নাগ-শয়ন।
সুগন্ধ শীতল মৃদু এ অনন্তনাগ-শয্যা
প্রভুর প্রীতির তরে 'শেষজীর' এ কৈঙ্কর্য।
শেষজী ও লক্ষ্মী-সনে প্রভুর মিলনে মরি
এ ত্রিতয়ে পরস্পরে মিলয়ে যে হর্ষে ভরি'।
ধারণে অশক্ত 'শেষ' বিনা প্রভু কৈঙ্কর্য
'শেষের' মিলনাভাবে 'শেষী' তথা অধৈর্য।
ভক্ত-ভগবান-লক্ষ্মী আত্মগুণে প্রসারিত
পরস্পর আলিঙ্গনে পরস্পর ভোগ্যভুক্ত।
এ ত্রিতয়ে প্রত্যেকে স্ব-স্বরূপ অনুগুণ
পরস্পরে সেই রস করি তবে আস্বাদন।
আনন্দে বিভোর রহে যবে সহ-অবস্থান॥
তথা হি—
"রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমানা বনে ত্রয়ঃ*।
দেবগন্ধর্বসংকাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ শুভম্॥"
অনন্ত শয়নে লক্ষ্মী নারায়ণ দরশন
কৈঙ্কর্য করণ পুন, মুক্ত-প্রাপ্য ভোগস্থান।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি সভে কারণ যে নারায়ণ
সর্বাদি কারণ তিনি দেখি যে শ্রুতিবচন।
তথা হি—'ন ব্রহ্মা নেশানো এক এব নারায়ণ আসীৎ।
(তৈঃ নাঃ উঃ)
'কারণবস্তুই' ধ্যেয় তিনিই আশ্রয়নীয়
ব্রহ্মা রুদ্র নহে তথা তাঁহারই বিভূতিদ্বয়।
তথা হি—"আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিতাঃ সংসারবশবর্তিনঃ॥"
(বিষ্ণুধর্ম)
সুর নর তির্যগাদি-সজাতীয় অবতরে
প্রতি অবতার স্থলে মোক্ষ সে প্রদান করে।
ব্রহ্মা রুদ্র মধ্যে দেব উপেন্দ্র রূপেতে প্রভু
দশরথ বসুদেব গৃহে তিনি নরবপু।

১—মাল্যবান—রাবণের পিতামহ। তিনি রামচন্দ্রকে ঈশ্বররূপে জানিতেন এবং রামের প্রতি বিরোধ পরিহারের জন্য রাবণকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন। রাবণ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

* ত্রয়—শ্রীসীতাদেবী, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীলক্ষ্মণ।

বরাহ মৎস্য আদি তির্যক্ যোনিতে যথা
স্থাবর রূপেতে পুনঃ কুব্জ-আম্র হন তথা।
জটায়ু পক্ষীরে মোক্ষ দেন তিনি অবহেলে
পুতনা পিশাচী পুনঃ উদ্ধারে শিশুকালে।
দুস্তর সংসার-সিন্ধু পার হ'তে অভিলাষী
প্রভুর শরণ লয় জগমাঝে যে মনীষী।
তাহার তরণে নৌকা তিনি অতি অনুকূল
'বিষ্ণু-পোত' ব্যাপিয়া সে বন্ধ-মোক্ষ দুই কূল।
তথা হি—

"সংসারসাগরং ঘোরমনন্তক্লেশভাজনম্।
ত্বামেব শরণং প্রাপ্য নিস্তরন্তি মনীষিনঃ॥"

(জিতন্তা স্তোত্র)

॥২ ৮।১॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অদ্বিতীয় নায়ক সে তাহার সমন্ধ মাত্র
যথেষ্ট শকতি ধরে মোক্ষ দানে সে সমর্থ।

মূল গাথা

দুঃখজন্ম তরিবারে প্রবৃত্ত যে জন
তার জন্ম দেহ আদি করে নিবারণ।
পুনঃ করে দুঃখহীন মোক্ষের প্রদান
অদ্বিতীয় প্রভু তাঁর 'সম্বন্ধের জ্ঞান'।
হেন 'নিবারণে' 'দানে' হয় যে কারণ।
পুষ্পিত শীতল হ্রদে গজদুঃখ নিবর্ত্তক
গজের সম্বন্ধ-জ্ঞানই নিবর্ত্তনে প্রবর্ত্তক।

॥২।৮।২॥

ব্যাখ্যা—

পূর্বগাথা কহিয়াছে জন্ম-সাগর উদ্ধারে
এবে সূরী সে পদের আশয় বিবৃত করে।
'দুঃখ-জন্ম তরিবারে' প্রভৃতি সূরী-বচন
কহে দুঃখ নিবারণ তথা সুখ বিতরণ।
দুঃখপূর্ণ পুনঃ ষড়-বিকারাস্পদ দেহ
নিবারণে প্রযতনকালে অসমর্থ সেহ।
হেন দুঃখপূর্ণ জন্ম করি নিবারণ
দুঃখবিহীন মোক্ষ করে যে প্রদান।
সংসার বিমুক্তি মাত্র নহে মোক্ষ অর্থ হেথা
কহে ভগবৎ-লাভ পূর্ণ আনন্দ তথা।
তথা হি—'মুক্তির্মোক্ষ মহানন্দঃ।' (নির্ঘণ্টু)
দুঃখজন্ম নিবারণ তথা মোক্ষ মহানন্দ
প্রাপ্তি-হেতু কহে সূরী ভগবৎ-সম্বন্ধ।
যথা শ্রীমান গজেন্দ্রের এ সম্বন্ধ-জ্ঞান
মহা বিপদেতে তারে করেছিল ত্রাণ।
সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম সমর্পিল শ্রীচরণে,
ভাবিয়া শরণাপন্ন চরণ-সম্বন্ধ জ্ঞানে।
হেন আহ্বান হেন চরণে শরণ হেরি
গজ-দুঃখ নিবারণে কত ত্বরা মরি মরি।
ধৃত কুসুম তুলসী অদ্বিতীয় নায়ক সে
ঝাঁপাইলা হ্রদজলে গজদুঃখ নিবারিতে।
দুঃখ নিবারণ পরে মোক্ষ দান দিল তারে
প্রভুর সম্বন্ধ-জ্ঞান এ হেন শকতি ধরে।

॥২।৮।২॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ব্রহ্মা-ঈশান- কারণ বচন
উক্তি প্রথম গাথা।
বিস্তারি এবে কহে শ্রীপতির
দিব্য চেষ্টা তথা॥

মূল গাথা

সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা ব্রহ্মারুদ্ররূপী হন
পুনঃ নিজ অঙ্গে স্থান লভি' হন সত্তাবান
লক্ষ্মীরূপী হ'য়ে পুনঃ নিজ উর'পরে স্থিতা
হেন তাঁর দিব্য চেষ্টা সরবত্র প্রকটিতা।

॥২।৮।৩॥

ব্যাখ্যা—

বিশ্বের সৃজন কার্য অতি প্রয়োজন ভাবি
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তথা সংহারক হর আদি।
আপনি১ হইয়া, হরি দিয়া নিজ অঙ্গে স্থান
পরমাত্মা রূপে রহি করে উভে সত্তাবান।

তথা হি—

তদা দর্শিতপন্থানৌ সৃষ্টিসংহারকারকৌ
সৃষ্টিং ততঃ করিষ্যামি ত্বামাবিশ্য প্রজাপতে॥
(ভাঃ মোঃ—১৮৯।১৯)

মাতৃস্তনে বঞ্চিত শিশুর জীবন যথা
শ্রীঅঙ্গ আশ্রয় বিনা ব্রহ্ম রুদ্র দশা তথা।
প্রভু পুনঃ১ লক্ষ্মীরূপী নিজ বক্ষস্থলে স্থিতা
তাঁর অন্তর্যামীরূপে সাধে তাঁর লীলা-চেষ্টা।
লক্ষ্মীজীর ঐশ্বর্য সৌলভ্য পরত্ব হেন
ত্রয়েরই নিদান প্রভু, নির্বাহক তথা পুনঃ।
তিনি যে পরাৎপর অনুরূপ দিব্যচেষ্ট
নির্বাহ করিছে সদা সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য।
আদি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে শয়ান যে একার্ণবে
ব্রহ্মা রুদ্র আদি দ্বারে সৃষ্টি-সংহারে ভবে।
বিভিন্ন অধিকর্ত্তার অধিকৃত কার্য যত
সেই সেই কর্ত্তা দ্বারা প্রভু নিষ্পাদনে রত।
নিজ অধিকৃত কার্য স্বয়ং করে নির্বহন
পালন ও পরিত্রাণ তথা দুষ্টের দমন।
অতি-মানব২ দিব্যচেষ্টা তাঁর যত যত্র তত্র
সূরী কহে চাহি দেখ প্রকট যে সরবত্র।
॥২।৮।৩॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু হেন সর্বেশ্বর, যদি চাহ শ্রেষ্ঠ ফল
মুক্তিকামি! কর ত্বরা সমাশ্রয় পদতল।

মূল গাথা

ত্যজিয়া লালসা বিষয়পঞ্চকে
তথা মহারিপু ইন্দ্রিয়ে বঞ্চকে।
কর আশা সুখ-পারাবার সেই
পরম-পদেরই তরে।
অসুর হনন যাঁর চির ব্রত
নাশিবেন তিনি বাধাবিঘ্ন যত
করহ আশ্রয় সেই গুণময়
ডুবি' গুণে নিরন্তর॥
॥২।৮।৪॥

ব্যাখ্যা—

শব্দাদি বিষয় পঞ্চে লুব্ধ শ্রোত্র আদি যত
তথা পঞ্চেন্দ্রিয় উভে কর কর সুসংযত।
রক্তমাংস-গন্ধ দানে ব্যাঘ্রাদিরে যথা নাশে
ইন্দ্রিয়াদি নাশে জীবে তথা যে বিষয়-পাশে।
নিবারণ করি হেন ইন্দ্রিয়পঞ্চকে তুমি
সুখময় পরংপদ হও তাহে প্রাপ্তিকামী।
নিজ আত্মা ব্রহ্মে লীন হেন মুক্তি*ভাব ছাড়
অনন্ত পরমানন্দ পরংপদে১ মোক্ষ ধর।
'ব্রহ্মে লীন' স্ববিনাশ, ত্যজ হেন মোক্ষ আশ
মুক্তি স্থান পরমপদে, স্থিতি সর্বেশ্বর পাশ।
হেন শ্রেষ্ঠ ফলে ইচ্ছা কর ওহে মুক্তিকামি!
হেন ইচ্ছামাত্র মুক্তি অধিকারী হবে তুমি।
সেই অধিকারে তুমি পাবে শ্রীচরণতরী॥
প্রবল বিরোধী যত আছে তব তাঁর লাভে
প্রভু যে গো বিঘ্নহারী সব বাধা নষ্ট হবে।
প্রবল বিরোধী যত অসুরের কুল
তাঁর ব্রত বিনাশিতে সবারে নির্মূল।
প্রভু যথা সুখময় তথা তিনি সুখদায়ী
তাঁহার কল্যাণগুণে নিরন্তর অবগাহি',
পাবে শ্রেষ্ঠ সুখ ফল ইহা অতি সুনিশ্চয়
সদা কর আশ্রয়ণ, আশ্রয়ে নিয়ম নাই।

১—ব্রহ্মা হর আপনি হইয়ে; প্রভু পুনঃ লক্ষ্মীরূপী—সামানাধিকরণ্য-বৃত্তি অনুসারে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সর্ব বস্তু পদবাচ্য হইয়া থাকেন।(সহঃ ১,১,৪; পৃঃ ২৮)

২—অতি-মানব—সার্বেশ্বরিক।

১ পরমপদ—নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ।

এই তত্ত্ব জানি জানি, কহি আমি যথা তথা
আমার সম্বন্ধী তোরাও কহ কহ এই কথা।

যথা আড়বার বচন—

"অহমপি অবদং মদীয়া অপি বদন্ত।"

(পেঃ তিঃ বঃ ৯০।৯)

॥২।৮।৪॥

— —

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'দেব মানব তির্যগাদি অবতার পূর্বে কহি
অতঃপর সেই কথা বিস্তারিয়ে কহে সূরী।

মুল গাথা

নিরন্তর দুঃখময় জন্মের প্রবাহ যত
পঞ্চভূতে গড়া বস্তু নাশহীন প্রবাহতঃ১।
সবারি সৃজনে নিত্য অদ্বিতীয় হেতু হন
সৃষ্ট তার ত্রিলোকের রক্ষক যে তিনি পুনঃ।
এ হেন রক্ষার কার্য যুগে যুগে করে হরি
'হয়' 'কচ্ছ' 'মৎস্য' 'সুর' 'নর' আদি অবতরি।
তিনি মোর স্বামী তিনি মোর শুদ্ধি আপাদক
সেই তীর্থে অবগাহি' মহানন্দ অনুভব॥

॥২।৮।৫॥

ব্যাখ্যা—

নিরন্তর দুঃখময় জন্মের প্রবাহ যত
পঞ্চভূতে গড়া বস্তু নাশহীন প্রবাহতঃ।
সবারি সৃজন তিনি অদ্বিতীয় হেতু হন
সৃজনের কালে জীবে দেন দেহেন্দ্রিয় মন।
ভাবি মনে এই মার্গে লভুক সে উজ্জীবন॥
হেন দেহেন্দ্রিয় পেয়ে জীব মার্গভ্রষ্ট হয়
ঈশ্বরে ভুলিয়া হয় সংসারে আসক্ত হায়!
হেন দশা দেখি জীবে নিরাশ নহেক তবু
ক্রমে মোর প্রতি রুচি হবে তার ভাবি প্রভু।

হ'য়ে উদাসীন তবে করে অনুমতি দান
জীব-ইচ্ছা-অনুগুণ পালি' আপন বিধান১।
সংসার-বিষয়ে জীবের নিজ মতি গতি
প্রতিরোধ বিনা চলে বাড়ে বিষয়-রতি।
তবু প্রভু তাহারে যে নাহি করে বরজন
উত্তম কৃষক যথা কৃষিকার্যে প্রযতন।
একদা বিফল কৃষি তাহে নহে নৈরাশ
কৃষি করে পুনঃ পুনঃ যাবত না পুরে আশ।
জনম বিফল হেরি নিজ সৃষ্ট জীবগণে
পুনঃ পুনঃ জন্ম দেন যাবত সফল নহে।

তথা হি—

"অনলস এতন্নানারূপানি বিস্তারিতবতঃ বীজঃ।"

(পেঃ তিঃ বঃ ১৮)

জীবে হেন সৃষ্টি করি রক্ষা করে তারে হরি
অনাদিকালের স্রষ্টা সে অনন্তকাল ধরি'।
অনন্তকাল ধরি' নানারূপে অবতরি'
অধঃ-উর্দ্ধ-মধ্যলোকে২ ত্রিলোকের রক্ষাকারা।
'হয়' 'কচ্ছ' 'মৎস্য'রূপে শাস্ত্র প্রদানাদি মুখে
বিদ্যা প্রকাশক হ'য়ে অবতরে মহাসুখে।
'হয়গ্রীব' অবতার সর্ববিদ্যার সে আধার
পুরাণের প্রবর্তক কূর্ম মৎস্য অবতার।

তথা হি—

"আধারং সর্ববিদ্যানাং হয়গ্রীবং উপাস্মহে।"

(হয়গ্রীবস্তোত্র—বেদান্তদেশিক)

মধুকৈটভ বিনাশিয়ে অপহৃত বেদ উদ্ধারি'
ব্রহ্মারে প্রদান করে মৎস্যরূপে অবতরি।
বেদশিক্ষা করে দান মনু প্রতি কৃপা করি॥
নরবপু ধরি পুনঃ 'রাম' 'কৃষ্ণ' অবতারে
অনুষ্ঠেয় অর্থ যত তাঁহারা প্রকাশ করে।

তথা হি—

"মর্যাদানাং চ লোকস্য কর্তা কারয়িতা চ সঃ।"

(রাঃ সুঃ ৩৫।১১)

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

(গীতা ৩।২১)

---

১ পঞ্চভৌতিক পদার্থ — পরিণামশীল কিন্তু প্রবাহতঃ নিত্য; অনিত্য নহে।

১ পালি' আপন বিধান — জীবের ইচ্ছানুগুণ তাহার কর্ম, তাহার স্বেচ্ছাকৃত কর্মানুগুণ কর্মফলভোগ দান।

২ অধঃলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ লোক। মধ্যলোক—মহঃ, জনঃ, তপঃ লোক। উর্দ্ধলোক—সত্যলোক।

হেন অবতারকন্দ দেবাদিদেব যিনি
নর সুর নিত্যসুরী সকলেরই স্বামী তিনি।
তিনি মম তীর্থজল, অবগাহনের ঘট্ট
তিনি অতি শুদ্ধিমান, মম শুদ্ধি আপাদক।
নাশ করি তিনি মোর ইতর বিষয়াসক্তি
তাঁর প্রতি অনুরাগ উৎপাদনে করে শুদ্ধি।

॥২।৮।৫॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্ব গাথা-উক্ত সর্বগুণে গুণী স্বামী
কী প্রমাণ তাহে কহ, পুছে তবে সংসারী।
তদুত্তরে সুরী কহে, অর্জুন-নির্ণীত ইহ
অদ্য পুনঃ সে-বিচারে কিবা প্রয়োজন কহ।

মূল গাথা

যে চরণে সুরধুনী জন্মি পূত সনাতনী
সে চরণে সমর্পিল পার্থ পুষ্পচয়।
সেই পুষ্প শিব-শীর্ষে দেখি যে ভাসিল হর্ষে
কৃষ্ণের উৎকর্ষ তবে জানিল নিশ্চয়॥
তুলসীর মালাধর সর্বাধিক সর্বেশ্বর
এ বিষয়ে আছে কোথা সন্দেহের স্থান।
মোর কৃষ্ণ অবতার সর্বদেব-ঈশ্বর
অবতার-কন্দ যিনি তিনি নারায়ন॥

॥২।৮।৬॥

ব্যাখ্যা—
বামনাবতারে বিষ্ণু-পাদোদক হ'তে
সুরধুনী জনমিয়ে পতিতা যে এ জগতে।
সে সুরধুনীরে রুদ্র নিজ শিরোপরি ধরে
হেন বিষ্ণু-পাদোদক অশুদ্ধেরে শুদ্ধ করে।
তথা হি—"পাদোদকেন সঃ শিবঃ স্বশিরোধৃতেন।"
(আলবন্দার স্তোত্র—যামুনমুনি)
"পাবনার্থং জটামধ্যে যোগ্যোঽস্মীত্যেব ধারণাৎ।"
বামনাবতারে যবে ক্ষুদ্র শ্রীচরণ
কমণ্ডলু-জলে ব্রহ্মা করে প্রক্ষালন।
বেদমন্ত্র তথা পুরুষসূক্তাদির দ্বারা
চতুর্মুখে করে স্তুতি ঢালে কুণ্ড-জলধারা।
সে জলে প্রবিষ্ট তবে প্রভু সর্বেশ্বর
সুরধুনী রূপ ধরে হেন জলধার।
সেই প্রক্ষালিত জল পড়িল যে রুদ্রশিরে
ধরিল সে নীলকণ্ঠ আপনার জটাভারে।
পুত্রের শিরেতে যথা পাদোদক প্রোক্ষণ
তথা নীলকণ্ঠ-শিরে বিষ্ণু-তীর্থ[১] সুধারণ
ভক্তস্তুত-তীর্থ[১] স্পর্শে বামনের শ্রীচরণ
অতি দ্রুত বিস্তারি' হয় সে যে ত্রিবিক্রম।
যথা কৃষ্ণ তথা বামন এতদুভয় অবতারে
সংশ্লেষে সুখী সুরী, এবে কৃষ্ণোৎকর্ষ কহে।
ভারতসমরে পার্থ কৃষ্ণ-উপদেশে
রুদ্রপাশে পাশুপত-অস্ত্র অভিলাষে।
গমনে উদ্যোগ করে তাঁর সন্তোষের তরে
হেন শ্রম নিবারণে কৃষ্ণচন্দ্র কহে তারে—
"পুষ্পচয় সমর্পয় আমার চরণোপরে॥"
অর্জুন করিল তবে কৃষ্ণপদে পুষ্পার্পণ
অনন্তর রাত্রে তিনি করে স্বপ্নে দরশন,
সেই পুষ্প শিরে ধরি পশুপতি আগমন
প্রীতিভরে পাশুপত-অস্ত্র করে তারে দান।
সে পুষ্পই দেখে পার্থ, সজাতীয় পুষ্প নহে
পশুপতি-পার্শ্বে নহে দেখে তাঁর শিরোপরে।
শাস্ত্রমুখে নহে আপ্তপুরুষ মুখেতে জ্ঞান
সাক্ষাৎ যে পার্থ স্বয়ং করে ইহা দরশন।
দিব্যচক্ষু পেয়ে যথা বিশ্বরূপ দরশনে
কৃষ্ণের পরত্ব পার্থ হেথা তথা নিরূপনে।
যথা হি—নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব। (গীতা ১১।৪০)
এ হেন নির্ণীত যিনি সর্বাধিক সর্বেশ্বর
শীতল তুলসীমালী নারায়ণ পরাৎপর।
তাঁহার মাহাত্ম্য এবে হেন নষ্টবুদ্ধি কালে
বিচারের প্রশ্ন উঠে অতীব দুষ্কৃতিফলে।

॥২।৮।৬॥

---

১ তীর্থ—শুদ্ধ জল ; বিষ্ণু-তীর্থ—বিষ্ণুর পাদোদক।

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য---

কোন আপ্ত পুরুষেরে অনুসর' দরশনে
পরত্ব নির্ণয়ে নিজে কেন তুমি ভাব মনে।
প্রভুর দিব্য ইষ্টচেষ্টা রক্ষয়ে জগৎ-ভার
পর্যাপ্ত নহে কি ইহা পরত্ব প্রমাণে তাঁর।

মূল গাথা

শয়নোপবেশন স্থিতি তথা বিক্রমণ
বরাহরূপেতে পুনঃ অণ্ডভিত্তি উদ্ধরণ।
নিগীরণ উদ্গারণ সম্যক্ আলিঙ্গন
জগতের তরে স্বামীর ব্যামোহ যে সীমা হীন॥

॥২।৮।৭॥

ব্যাখ্যা—

'শয়ন' অর্থ হয় হেথা শয়ন সাগরে
ক্ষীরার্ণবে কিংবা লঙ্কাসাগরের তীরে।
ক্ষীরসাগরে শয়ন অনন্ত-শয্যার পরে
সেথা চিন্তামগ্ন প্রভু জীব-রক্ষণ তরে।
দক্ষিণ সমুদ্র তীরে শয়ন তাঁহারে
বিরোধী-বিনাশে তথা আশ্রিত-উদ্ধারে।

তথা হি—

"ততঃ সাগরবেলায়াং দর্ভানাস্তীর্য রাঘবঃ।
অঞ্জলিং প্রাঙ্‌মুখং কৃত্বা প্রতিশিশ্যে* মহোদধেঃ।
বাহুং ভুজগভোগাভং উপাধায়ারিসূদনঃ॥" (রাঃ যুঃ)

দক্ষিণ সমুদ্র তীরে শ্রীরাম-শয়ন যেন
নীল সাগরে শোভে অন্য নীল সাগর হেন।
'উপবেশন' অর্থ পরমপদে সিংহাসনে
অথবা দণ্ডক বনে কুটীরে ঋষি-আশ্রমে।

যথা হি—"উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণম্।"

'স্থিতি' অর্থ অবস্থান 'বেঙ্কট-গিরি'-পরে
অথবা রাবণ-বধে ধনুর্দ্ধর লঙ্কাদ্বারে।
বালি হননান্তর শ্রীরামের স্থিতিকালে
প্রভুর বিভিন্ন হেন স্থিতি জীব-মঙ্গলে।

তথা হি—

"অবষ্টভ্য চ তিষ্ঠন্তং দদর্শ ধনুরূর্জিতম্
রামং রামানুজং চৈব ভর্তুশ্চৈবানুজং শুভা।
(রাঃ কিঃ ১৯।২৫)

এ হেন সে স্থিতিকালে রামের পরত্ব হেরি
বালিবধে কহে 'তারা', রাবণবধে মন্দোদরী।

তথা হি—

"তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
(মন্দোদরী বচন—রাঃ যুঃ ১১৪।১৫)
"ত্বমপ্রমেয়শ্চ ……।" (তারা-বচন—রা কিঃ ২৪।৩১)

'বিক্রমণ' অর্থে ত্রিবিক্রম সঞ্চরণ
বলি-অপহৃত ভূমি পুনরুদ্ধারণ।
প্রলয়-সলিলে ডুবি' বরাহের রূপ ধরি'
নীর-কর্দম-মগ্ন অণ্ডেরে উদ্ধারে হরি।
অণ্ডরক্ষাতরে পুনঃ প্রলয়ের কালে
যতনে আচ্ছাদি তারে রাখয়ে উদরে।
প্রলয়ান্তে পুনঃ তারে করে তথা নিগীরণ
সদ্যোজাত বিশ্ব তবে করে বহির্দরশন।
হেন ভূমি-অভিমানী 'শ্রীভূমিদেবী'
আপন বিভূতি ত্রাণে অতি প্রীতিমতী।
বিশ্বরক্ষণ হেরি, হেরি ভূমিদেবী-প্রীতি
তাঁরে পূর্ণ আলিঙ্গনে প্রভু হরষিত অতি!
হেন স্বামী সর্বাধিক হেন সর্বেশ্বর
কে জানিবে তারই বিশ্বে কত মোহ তাঁর।

॥২।৮।৭॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সর্বথা উৎকৃষ্ট কেহ করে যদি প্রযতন
কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম নির্ণয়ে সে সক্ষম।

মূল গাথা

মোর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দিব্যচেষ্টা অগণিত
অবধি জানে না কেহ প্রতিটি অপরিমিত।
ভোজন ব্যাপার তাঁর যদি দেখহ বিচারি
কবল পর্যাপ্ত নহে, সমগ্র জগৎ-ভরি'।

* প্রতিশিশ্যে — দক্ষিণসাগরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রতি-শয়ন।

পুনঃ তাঁর ব্যাপ্তি দেখ অনন্ত অসীম সেহ
দশদিকে যত বস্তু উৎকৃষ্ট গেহ দেহ।
সরবত্র ব্যাপ্তি দেখি তাঁর পরিপূর্ণ রূপ
কোথাও বিচ্ছেদ নাহি, মরি কিবা অপরূপ॥

॥২।৮।৮॥

ব্যাখ্যা—

স্বাভাবিক সর্বেশ্বর কৃষ্ণরূপে অবতরি'
আমার অধীন রহে বিস্ময়ে কহে সুরী।
সে যে দেখায়েছে মোরে
তবে তো বুঝেছি তাঁরে
নিজ প্রযতনে কেহ কভু কী জানিতে পারে!
দেবাদি উৎকৃষ্ট কেহ কিছু বা জানিতে পারে
কোন্ চেষ্টা কত দূর জানিতে কি শক্তি ধরে।
কোন এক কার্য তাঁর ভোজন ব্যাপার যথা
বিচার করহ যদি জানিতে শকতি কোথা।
সমগ্র বিশ্ব, পুনঃ তাহে যত পদার্থ
একটি কবল গ্রাসে নহে তাহা পর্যাপ্ত।
তাঁর সর্ব তত্ত্ব পুনঃ অসীম অপরিচ্ছেদ্য
ব্যাপ্তি কার্য দেখ ভাবি' পরিপূর্ণ সরবত্র।
উৎকৃষ্ট *পরমপদ তত্র স্থিত দেহ গেহ*
নিত্যমুক্ত চেতন বা দিব্য অচিৎবস্তু সেহ।
সর্বদিকে আরো আরো যতেক প্রদেশ আছে
কোন ভাগ নহে ব্যাপ্ত সরবত্র সর্ব মাঝে।
এ হেন ব্যাপতি তাঁর ন্যূনতা কোথাও নাই
পরিপূর্ণ সর্ব মাঝে, বোধ অসম্ভব তাই।

॥২।৮।৮॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

একই বস্তু সরবত্র রহে ব্যাপ্ত পূর্ণভাবে
পুছে তবে সংসারী, কেমনে সে সম্ভবে?
সুরী কহে শুন শুন সর্বগত তত্ত্ব হেন
হিরণ্য[১] হননে মোরা করিয়াছি দরশন।

মূল গাথা

পুত্র প্রহ্লাদ কহে, প্রভু সরবত্র ব্যাপ্ত
কুপিত হিরণ্য কহে, বাক্য তব নহে সত্য।
এত বলি স্তম্ভ ভগ্ন করে সে যে খড়্গাঘাতে
তৎকালেই সেই স্থলে আবির্ভূত স্তম্ভ হ'তে,
নরসিংহ রূপ ধরি' সেই হিরণ্যেরে বধে।
মোর হেন স্বামী তার মহত্ত্ব বিচারে
সমর্থ কভু কি হবে কেহ অন্যে পরে?

॥২।৮।৯॥

ব্যাখ্যা—

হিরণ্য কহিল পুত্রে ঈশ্বর তো নাহি অত্র
পুত্র কহে ইহা মিথ্যা, সর্বেশ্বর সরবত্র।
প্রহ্লাদের উক্তি যথা কৃষ্ণের শ্রীমুখবাণী
তাঁর ব্যাপ্তি তিনি কহে,
'অতো ব্যাপ্তি সত্য জানি।
তথা হি—"ময়া ততমিদং সর্বং……।" (গীতা ৯।৪)
"ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াভূতং চরাচরম্॥"
(গীতা ১০।৩১)

হেন তত্ত্ব কথা যেবা করায় শ্রবণ
শ্রোতার কর্তব্য তার পদে প্রণমন।
তদুপরি পিতা প্রতি পুত্র উপদেশ
অনুকূল নহে যদি তথাপি বিশেষ।
পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ যে হয়
অধ্যয়ন-দশা পুনঃ শ্লাঘ্য অতিশয়।
হেন পুত্র-বার্তা হয় মন-প্রীতিকর
মুখে হরিনাম পুনঃ শ্রবণ মধুর।
পুত্র প্রহ্লাদের মুখে উক্ত ব্যাপ্তি-বার্তা শুনি
হিরণ্যের অসহন ক্রুদ্ধ হ'য়ে কহে বাণী—
সরবত্র ব্যাপ্ত যদি স্তম্ভে কেন নাহি তবে?
প্রহ্লাদ কহিল, "আমি দেখি যে স্তম্ভের মাঝে"।
তথা হি—পরকাল আড়্‌বার বচন—
"বিদ্যাশালায়াং অধীত্য আগতে স্ববালে,
মুখে একসহস্রং নাম সুন্দরতয়া বদতি, তত্র তস্য
কিঞ্চিৎ সহনশূন্যঃ পুত্রায় ক্রুদ্ধতি, অত্র নাস্তি কিল।"
তবে অতি ক্রুদ্ধ পিতা স্তম্ভে খড়্গাঘাত করে
সেই ভগ্ন স্তম্ভে তবে নৃসিংহ মূরতি হেরে।

---

১ হিরণ্য—প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু দৈত্য।

আপনে ব্যাপিয়া স্বয়ং আপন সন্তোষতরে
স্বয়ং সে সেই স্বয়ং স্বহস্তে খণ্ডিত করে।
অতএব স্বয়ং হ'তে হেন মূর্তি আবির্ভাবে
কাহারো কদাপি কোন সন্দেহ নাহিক হবে।
ভীষণ গর্জন তাহে উচ্চঅট্টহাস্য অতি
ক্রুদ্ধ অধর নেত্র তাহে ভ্রূভঙ্গ ভ্রূকুটি।
আবির্ভাবমাত্র এই মূরতি ভীষণ
তখনি যে মৃতপ্রায় হিরণ্যের প্রাণ।
আশ্রিত-রক্ষণে হেন নরসিংহ অবতার
হেন দিব্যচেষ্টা করে প্রভু মোর পরাৎপর।
এ হেন স্বভাব তাঁর বিচারে কে শক্তিমান
তিনি যারে জানায়েছে জানে সেই ভাগ্যবান।

॥২।৮।৯॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সুরী-উপদেশে তবু সংসারী বিমুখ হেরি
প্রভু-রূপগুণ নিজ অনুভবে হৃষ্ট সুরী।

মুল গাথা

সুখময় মোক্ষধাম, মিশ্রসুখ স্বর্গপদ
তাহে পুনঃ আরো যত নরকাদি দুঃখপ্রদ।
তার মাঝে সুর নর তির্যগ আদি জীব
সকলেরি তরে যিনি সর্ব আদিভূত বীজ।
যিনি সৃষ্ট সর্ব পদার্থের মধ্যে রহে ব্যাপ্ত
তিনি যে গো পরম বৈকুণ্ঠধামে বিরাজিত।
নবঘন শ্যামল সুন্দর দিব্যরূপে
হেথা দরশন করি তাঁরে পুনঃ কৃষ্ণরূপে।
অবতরি' কৃপা করি রহে যে অধীন মম
হেন পরবস্তু পুনঃ এ হেন সুলভতম॥

॥২।৮।১০॥

ব্যাখ্যা—
সর্বদা সুখদ সে যে শ্রেষ্ঠ পরমপদ
পরিমিত সুখদায়ী তথা পুনঃ সুরলোক।
নিকৃষ্ট নরক তথা সর্বথা দুঃখভাগী
এ ত্রিতয় মাঝে যত সুর নর তির্যগাদি।
সকলেরই সর্ববিধ সৃজন-কারণ[১] তাহে
সৃজন করিয়া যেবা সর্ববস্তু ব্যাপ্ত রহে।
তথা হি—
"তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" (তৈঃ উঃ)
এ হেন ব্যাপ্তিতে সারা বিশ্ববস্তু সত্তাবান
তাঁহার প্রবেশে ধরে ভিন্ন বস্তু ভিন্ন নাম।
তিনি দেহী পরমাত্মা সর্ববিশ্ব দেহ তাঁর
তাঁহার পরত্ব তত্ত্ব ধরে যে হেন আকার।
হেন স্থিতিমাত্র বিনা আপন ব্যাবৃত্তি যথা
স্বয়ং প্রকাশ পায় বিরাজয়ে প্রভু তথা।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিরাজিত নবঘন সুন্দর
শ্যামল দিব্যরূপে নিত্যসুরী মনোহর।
তথা হ'তে কৃষ্ণরূপে অবতরি এ জগতে
রহে মোর পরাধীন তার খেলা কেবা বুঝে।
পরত্বের সীমা পুনঃ সৌলভ্যের সীমাভূমি
করুণায় প্রদর্শিল তাহে ধন্য মানি আমি।

॥২।৮।১০॥

দ্বিতীয় শতক, অষ্টম দশক—একাদশ গাথা
(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—
এ দশক অভ্যাসেতে যে হয় প্রবণ
মুক্ত-প্রাপ্য ভোগ্যে ধন্য হয় সেই জন।

মুল গাথা

রক্তিম নয়ন তল নীল তনুধারী স্বামী
রূপ গুণ আদি যুত তাঁর দিব্য স্তুতি খানি।
মধুকর গুঞ্জিত প্রদেশে বসতি যাঁর
দ্রাবিড় সহস্রগীতি রচিল সে আড়্বার।

---

১ সর্ববিধ সৃজন-কারণ—সৃজনের ত্রিবিধ কারণ—
(১) নিমিত্তকারণ, (২) উপাদানকারণ ও (৩) সমবায়ী-কারণ।

তার মাঝে এ দশক অভ্যাসে সমর্থ যাঁরা
উপর আকাশে বিলক্ষণ অবস্থানে তাঁরা।
নিয়মন করে পুন পরমপদের ধারা॥

॥২।৮।১১॥

ব্যাখ্যা—

ভূমিতল সম বিশাল প্রভুর নয়নতল
তাহে পুন রক্তিম নীলতনু অলঙ্কার।
হেন সর্বেশ্বরে রূপ গুণ কাব্য ছন্দে গানে
রচিলা যে শঠকোপ দ্রাবিড় প্রবন্ধ' নামে

মধুভরা পুষ্পিত উদ্যানে বসতি তাঁর
মধুকর গুঞ্জিত সুগন্ধিত চারিধার।
প্রবন্ধে সহস্র ঝারি এ দশক শীর্ষধারা
অভিনিবেশের সনে অভ্যাসে সমর্থ যাঁরা।
উপর আকাশে বিলক্ষণ অবস্থানে তাঁরা॥
প্রভুর বিষয়ে মন রাখে দৃঢ়বদ্ধ স্থিত
উৎকৃষ্ট সে মহাপদ করে তাঁরা অলঙ্কৃত।
এ হেন পরম পদে করে তাঁরা নিয়মন
পরিকর সহ মোর হয় যাহে সুখস্থান। ॥২।৮।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

দ্বিতীয় শতক — নবম দশক

দশক তাৎপর্য—

মোক্ষলাভে সমাদর সুরীর হেরিয়া হরি
মোক্ষদানে উদ্যত দেখিয়া কহেন সুরি।
তোমার কৈঙ্কর্যে প্রভু হয় অভিলাষ মোরে
কৈঙ্কর্য প্রকার তবে নবমে নির্ণয় করে।
সুখ১ পারাবার সেই পরম পদের তরে
নিজ পরিকর সহ সুরী অভিলাষ করে।
তবে তারে মোক্ষদানে প্রভুরে উদ্যত হেরি
নিজ ইষ্ট মোক্ষ যথা নিবেদয়ে তাঁরে সুরী।
হেন মোক্ষ নাহি চাহি যাহা মম সুখ তরে,
তব প্রয়োজনে যথা তথা মোক্ষ দাও মোরে।
হেন মোক্ষ নির্কর্ব পূর্বে কেন কর নাই ?
তদুত্তরে সুরী কহে শুনহ সংসারী ভাই।
নিজ গুণ অনুভবে ডুবায়ে রাখিলা প্রভু
অবসর নাহি পাই এ হেন নিষ্কর্ষে কভু।

অদ্যাপিও সে ব্যামোহ সে আদর মোর প্রতি
তদ্রূপই হেরিয়া চিত্তে হইনু যে দৃঢ়মতি।
প্রভুরে কহিনু 'তুমি তিষ্ঠ ক্ষণকাল'
তোমার সম্মুখে করি প্রাপ্য বিচার'।*
এ দশক বিশ্লেষণে *গোবিন্দ আচার্য* ক'ন
ইহার রহস্য অর্থ কহি কর অবধান।
সর্বেশ্বর 'সর্বশেষী'১ জীব তাঁর 'নিত্যশেষ'১
শেষী যে 'উপায়' নিত্য, তিনি নিত্য পরমেশ।
যদ্যপি উপায় তিনি জীবেরও যে কৃত্য আছে
উপায় স্বীকারে তথা ফলের বিচারে পিছে।

*—পরম ইষ্ট প্রাপ্য বস্তু যে কী তাহা নির্দ্ধারণ করিব। অর্থাৎ হে প্রভু তোমার কৈঙ্কর্যই যে পরম প্রাপ্য কিন্তু মোক্ষলাভ নহে তাহাই তোমার সম্মুখে বিচার করিব।

১—'শেষ'—অচিৎবৎপরতন্ত্র দাস। ১ শেষী—প্রভু।
২—রাঃ অঃ—৭২।২৪,৫২।

১—সহ—২।৪।৮

পরম স্বতন্ত্র প্রভু যথা ইচ্ছা ফল দান
করিলে করিতে পারে জীব তুমি সাবধান।
অন্য প্রয়োজনে যদি হও হে শরণাগত
সেই ফল দানিবে যে, তিনি সর্বফলপ্রদ।
ফলের প্রার্থনা কালে কর কর সুবিচার
তব স্বরূপানুরূপ করহ নিষ্কর্ষ তার।
'তোমার সন্তোষ যাহে সেই ফল দাও মোরে'
ইহাই স্বরূপানুরূপ নাহি চাই অন্য ফলে।
মোক্ষ লাভে অনুভব পরমানন্দ কিবা
আত্ম দরশনে পুন সুখে অনুভব তথা
অথবা নরক তাহে নির্বন্ধ নাহিক কভু
তোমার সন্তোষ যাহে তাই মোরে দাও প্রভু!
জীব-স্বরূপানুরূপ ইহাই যে শ্রেষ্ঠ ফল
হেন ফলে দৃঢ় সূরী, হেতু প্রভুর কৃপাবল।
হেন 'শেষ' 'শেষী', উপায় ফল দেখি রামায়ণে
ভরত ও লক্ষ্মণের জ্ঞানে ও অনুষ্ঠানে।
রাম-বনবাস পরে ভরত আচ্ছন্ন শোকে
'রাজন্' সম্বোধন শুনে মাতা কৈকেয়ীর মুখে।
অতীব অসহমান রাজসভা মধ্যে আসি
বিলপয়ে নানা ভাবে তবে মহা দুখে ভাসি।
আক্রোশিয়া কাঁদি বলে 'শেষত্ব স্বরূপ' মম
অপহার করে মাতা তথা রাজসভ্যগণ।
তথা হি—
একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্তে ধ্যানবর্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতে নৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্॥ (বি: ধ:)
সভাসদগণ তথা বশিষ্ঠাদি পুরোহিত
ভরতেরে কহে, ভুঞ্জ রাজত্ব কর প্রজাহিত।
তথা হি বশিষ্ঠ বচন—
"পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
তদ্ ভুঙ্‌ক্ষ মুদিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়॥"
(রা: অ:—৮২।৭)
এ হেন গর্হিত বাক্য শুনি পুরোহিত মুখে
বিলপয়ে সভা মধ্যে নিন্দা করে পুরোহিতে।
তথা হি—"বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্।"
(রা: অ:—৮২।১০)
গুরু পুরোহিত যদি শাস্ত্রনিয়ম লঙ্ঘনে
বিনয়ের সহ তাঁরে নিবেদিবে নির্জনে।

তথা না করিয়ে ভরত সভামধ্যে পুরোহিতে
সংযম হারায়ে তবে নিন্দা করে মহাদুঃখে।
আমি আর রাজ্য উভে রামবস্তু ভরত কয়
এক 'শেষ' অন্য 'শেষে' কোথা নিয়ামক হয়!
শেষবস্তু আমি যদি রাজ্য শাসনে সমর্থ
শেষবস্তু রাজ্যও তবে মোর শাসনে নহে ব্যর্থ।
যদি বলেন রাম বনে দশরথ পরলোকে
দেশ অরাজক তবে জ্যেষ্ঠেই পালিবে লোকে।
তবে মোর নিবেদন কহি গুরো তব পাশে
হেন ধর্মকথা কহ, মোর স্বরূপ নাহি নাশে।
রাজ্য যথা অচৈতন্য পুন রাম-পরতন্ত্র
আমি তথা অচিৎ-বৎ, নহি কভু স্বতন্ত্র।
রাম হ'ন মোর শেষী রাম-শেষ তথা আমি
রামে কৈঙ্কর্যমাত্র সুখরূপ নিত্য মানি।
রাম-ত্যক্ত রাজ্য আমি করি যদি অপহার
তবে দশরথপুত্র কে মোরে কহিবে আর।
তথা হি—
"কথং দশরথাজ্জাতো ভবেৎ রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যং চাহং চ রামস্য ধর্মং বক্তুমিহার্হসি॥"
(রা: অ:—৮২।২)
অরণ্যে গমনকালে রাম কহে লক্ষ্মণে
তুমি রহ অযোধ্যায় মাতা সীতা রক্ষণে।
এত শুনি লক্ষ্মণ কহে করি অনুনয়
অনুচর ক'রে মোরে লয়ে চল যথা হয়।
তুমি কায়া আমি ছায়া ইহাই স্বরূপ উভে
আমারে বিশ্লেষ করি কেমনে অরণ্যে যাবে।
তব প্রয়োজনে সিদ্ধ মোরে যদি লহ সাথে
তোমার কৈঙ্কর্য করি আমিও কৃতার্থ বটে।
তথা হি (লক্ষ্মণ বচন)—
"কুরুষ্ব মামনুচরং বৈধর্ম্যং নেহ বিদ্যতে।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি তব চার্থং প্রকল্প্যতে॥"
(রা: অ:—৩১।২৪)
'কুরু' পরস্মৈপদ 'কুরুষ্ব' আত্মনে কহে
রাম-প্রয়োজন কার্য লক্ষ্মণ যাচিয়া লহে।
আদর্শ 'শেষের' ইহা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ফল
এই ফললাভে তার ফলদাতা ঈশ্বর।

চিত্রকূটে যবে রাম বৈদেহী সহ রহে
তবে তিনি অনুচর লক্ষ্মণে সাদরে কহে।
লক্ষ্মণ বিচার' রম্য নীর ছায়াযুত স্থান
বিরচয় পর্ণশালা যাহে সুখে অবস্থান।
এই বাক্যে অনুজেরে কহিছেন রাম
তুমি নির্বাচন কর উপযুক্ত স্থান।
এত শুনি লক্ষ্মণ ভাবিলেন মনে মনে
পরতন্ত্র মোরে প্রভু নাশিবে স্বাতন্ত্র্যদানে।
আমি পরতন্ত্র দাস তিনি যে স্বতন্ত্র স্বামী
আমারে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য ছাড়িবে তিনি।
'শেষত্ব স্বরূপ' নাশ ভয়ে সে সংযতাঞ্জলি
সীতার সমীপে রামে প্রার্থয়ে লক্ষ্মণ স্বরী।

তথা হি—"এবমুক্তস্তু রামেন লক্ষ্মণঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
সীতা সমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ॥"
(রাঃ আঃ—১৫।৬)

তব ধর্ম মম ধর্ম পৃথক্ যে জানি
হে কাকুৎস্থ! আমি দাস, তুমি মোর স্বামী।
তুমি যে স্বতন্ত্র প্রভু আমি পরতন্ত্র সদা
স্বয়ং বিচারি স্থান আদেশ করহ তথা।

তথা হি—
"পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে।
স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তাং ইতি মাং বদ॥"
(রাঃ আঃ—১৫।৭)

হেন পরতন্ত্র-স্বরূপ জীবে স্বাভাবিক হয়
ঈশ্বর-বিমুখ হ'য়ে জীব তাহা ভুলি যায়।
হেন পারতন্ত্র্য মার্গ তৃণ আচ্ছাদিত তবে
মার্গ পুন পরিষ্কৃত সেই তৃণ উচ্ছেদে।
হেন ফল লাভ জীবের প্রার্থনা ও মতিগতি
করয়ে প্রতীক্ষা প্রভু ইহা তাঁর চিররীতি।
কৈঙ্কর্য ও পারতন্ত্র্য জীবে পরম পুরুষার্থ
পুরুষের অর্থনীয়১ হয় ইহা সরবত্র।
হেন পারতন্ত্র্যে দাস্যে স্বরীর অভিলাষ
প্রার্থনা করয়ে এবে স্বরী প্রভু পাশ।
স্বরীর প্রার্থনা শুনি হেরি তার মতি
সেই ফল প্রদানিয়ে হ'ন হৃষ্ট অতি।

১—অর্থনীয়—প্রার্থনীয়।

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সর্ববিলক্ষণ মোক্ষ প্রার্থনা না করি তবু
তোমার শ্রীপদযুগ মস্তকে ধরহ প্রভু।

মূল গাথা

না চাহিব সুমহাপদ হোক্ যত উজ্জ্বল
ধর প্রভু শিরে মোর রাত চরণকমল।
আর্ত্ত দাস নিবেদয়ে ত্বরায় পুরাও আশ
গজেন্দ্রের আর্ত্তি প্রভু যথা করেছিলে নাশ।
॥২।৯।১॥

ব্যাখ্যা—
পূর্ব দশকেতে প্রভু স্বরী প্রতি হৃষ্ট মন
এবে কহে, চাহ তুমি 'মোক্ষপদ' করি দান।
স্বরী কহে, প্রভু মোর মোক্ষে নাহি প্রয়োজন
প্রভু কহে, এই মোক্ষ 'সুমহাপদ' বিলক্ষণ।
পরম পুরুষার্থ ইহা মোক্ষ অতি সমীচীন
সালোক্যাদি১ চতুর্বিধ দশা ইথে সমধিক।
স্বরী কহে, নাহি চাহি হোক যত উজ্জ্বল
ধর প্রভু শিরে মোর রাতুল চরণতল।
অন্তঃরক্ত বহি শ্যাম কান্তিময় শ্রীচরণ
শীতল ও সুরভিত জিনি মহা উৎপল।
হেন রূপ গুণ যুত চরণকমল মরি
ধর মোর শিরোপরি মোর আর্ত্তি দূর করি।
বকমুখগ্রন্থিবৎ২ তব পদে মোর মাথে
হেন দৃঢ় করি প্রভু যোজয় সাথে সাথে।

যথা হি—
"যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ
শিরসা ধারয়িষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥"
(রাঃ অঃ—৯৮।৮)

১—সালোক্যাদি—সালোক্য, সারূপ্য সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি।

২—বকমুখগ্রন্থিবৎ — বকের ওষ্ঠ যোজনার ন্যায় দৃঢ়ভাবে অথবা শিকলের গ্রন্থি যোজনার ন্যায় কিংবা আভরণের অগ্রভাবে পরস্পর বন্ধন যোজনারন্যায় দৃঢ়ভাবে।

বশিষ্ঠ পুছিলা যবে বিরহী ভরতে
সদাই অশান্ত তুমি কবে মন শান্ত হবে ?
স্বামী হেথা আসি শিরে মুকুট ধরিবে যবে
তাঁর পদ মোর শিরে ধরি' শান্ত হবো তবে।
ঈশ্বর যে ক্রমনিষ্ঠ যথাক্রমে কার্য করে
সূরী কহে, এসো ত্বরা বিলম্ব যে নাহি সহে।
প্রভু কহে, মোর কার্যে হেন ত্বরা কোথা কহ
সূরী কহে, হেন ত্বরা গজেন্দ্র মোক্ষণে তব।
পরম আপদে তার হ'য়ে আর্ত্তিনিবর্ত্তক
ঝাঁপিয়া পড়িলে হ্রদে হে পরমোপকারক।
তথা হি—"পরমাপদমাপন্ন মনসাচিন্তয়দ্ধরিম্।" (ভাঃ)
প্রভু কহে, হস্তী পশু বিরাট আকার
তার অনুরূপ অতি মহা দুঃখ তার।
শুণ্ড মজ্জনে তার দেহান্ত আগতপ্রায়
আছে কী তোমার সূরী হেন মহা আর্ত্তি ভাব।
সূরী কহে, গজেন্দ্রের রিপু হয় এক গ্রাহ
মোর রিপু পঞ্চগ্রাহ কাম ক্রোধ আদি সেহ।
সহস্র দেব-বৎসর গজেন্দ্রের দুঃখ তথা
অনাদি কাল হ'তে মোর দুঃখভোগ হেথা।
সেথা ক্ষুদ্র হ্রদ, হেথা জন্ম-মহাসাগর
গজের শরীর নাশ, আত্মনাশ যে আমার।
গজ পদ ধরে গ্রাহ, মোরে বাধা দেয় মন
এবে প্রভু বিচারহ গজে মোরে তরতম।
গজদুঃখ নিবর্ত্তন সূরী উপকার মানে
তব উপকার ইথে মানিছ বল কেমনে ?
প্রভু পুছে, সূরী কহে উভয়ে সম্বন্ধ-জ্ঞানে।
গজে যথা মোরে তথা সম্বন্ধ সমান জানি
উভয়েরই সমভাবে তুমি যে গো হও স্বামী।
তাই গজে মোক্ষণ মোর উপকার মানি।
উভয়েই তব দাস উভয়েই শেষভূত
এ সম্বন্ধ বিচারিলে ত্যাগ কী সম্ভব তব ?
প্রভু কহে মোর পাশে কি অপেক্ষা কহ তবে
সূরী কহে, অনুরাগ চাহি প্রভু তব পদে।
প্রভু কহে, দিব তাহা আর কি অপেক্ষা কহ
সূরী কহে, তব পাদপদ্ম মোর শিরে ধর।

॥২।৯।১॥

—

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রথম গাথায় সূরীর অপেক্ষা কায়িক ফল
দ্বিতীয়ে মানস ফল জ্ঞান ভক্তি অবিচল।

মূল গাথা

তুমি মোর নিত্যস্বামী আমি তব দাস চির
তব রাত পাদপদ্মে শোভিত করিব শির।
হে ঘন অঞ্জনবর্ণ জ্যোতির্ময় নীলমণি
তব জ্ঞানহস্ত দাও কৃপা করি ওহে স্বামী।
যাহে লভি রাতুল চরণকমল তব
বিলম্ব না সহে আর কত কাল বসি' রব॥

॥২।৯।২॥

ব্যাখ্যা—

চরণ কৈঙ্কর্য তরে মোর এত ব্যাকুলতা
হেতু তার জান তুমি উভয়ে সম্বন্ধ তথা।
বহুকাল গেছে বৃথা বিলম্ব না সহে আর
আর্ত্ত-প্রার্থনা হেন স্বাভাবিক সে আমার।
প্রভু পুছে, মনোবৃত্তি হেন তব কেবা দিল ?
সূরী কহে, শ্রীবিগ্রহ-শোভা তব শিখাইল।
হে ঘন অঞ্জনবর্ণ জ্যোতির্ময় নীলমণি
তুমি 'শেষী' বুঝায়েছে এ হেন বিগ্রহখানি।
প্রভু কহে, ভাল কথা, কর্ত্তব্য কি কহ এবে
মহাভাগ্য মানি ইথে সূরী নিবেদয়ে তবে।
স্বযতনে অলভ্য হেন তব দুটি শ্রীচরণ
আপনে করিয়ে কৃপা কর প্রভু মোরে দান।
যদি কহ, 'ইতিপূর্বে জ্ঞান ভক্তি প্রাপ্তিকালে
আমার চরণ দুটি লভিয়াছ জান ভালে'।
তথা হি—
"অজ্ঞাননিবৃত্তিং মত্যানন্দং দত্তবান।" (সহঃ ১।১।১)
হেন মত্যানন্দ দানে১ তব অভিপ্রায় মাত্র
তোমার চরণদানে, মোর ইচ্ছা অপর্যাপ্ত।
বাস্তবরূপেতে যাহে লভি' তব শ্রীচরণ
হেন তব জ্ঞান-হস্ত কর প্রভু প্রসারণ।

১ মতি—জ্ঞান ; আনন্দ—প্রীতি, ভক্তি।

আমি ডুবিতেছি প্রভু অজ্ঞান জলধিতলে
জ্ঞান-হস্তদ্বয়ে তব টানিয়া লহগো তুলে।
দাশরথি২-বার্তা কহে গোবিন্দ-আচার্য প্রতি
কূপ হ'তে উদ্ধারিতে উভহস্ত টানে যদি।
তবে উদ্ধরণ কার্য অনায়াস হয় যথা
জ্ঞান-হস্ত প্রসারণ প্রভুর কার্যকরী তথা।
তব উভ জ্ঞান-হস্ত কর প্রভু মোরে দান
পরভক্তি, পরজ্ঞান, সে পরম ভক্তিধন।
সে ধনে হইয়া ধনী পাবো তব শ্রীচরণ॥
প্রভু কহে তথা হোক, পুরাইব মনস্কাম
সূরী নিবেদন করে ত্বরা কর গুণধাম।

॥২।৯।২॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্বে গাথাদ্বয় চাহি' কায়িক মানসিক ফল
তৃতীয় গাথায় সূরী প্রার্থয়ে বাচিক ফল।

মূল গাথা

ওহে মোর চক্রধারী উপকারা কৃষ্ণধন!
ইতরবিষয় হ'তে নিবারিয়ে মোর মন।
কফরুদ্ধ কণ্ঠ মোর অন্তিম দশায় প্রভু
কৃপা কর শ্রীচরণ-গুণ যেন গায় তবু॥

॥২।৯।৩॥

ব্যাখ্যা—
কৃপায় দেছেন প্রভু অপরূপ দরশন
মনোহর রূপ তাঁর হস্তে ধৃত সুদর্শন।
দরশনে বুঝিয়াছি, আমার বিধেয় যথা
সাংসারিক প্রবণতা অনর্থের হেতু তথা।
এ হেন বৈরাগ্য মোর শাস্ত্রমুখে আসে নাই
দেখাইয়ে রূপশোভা মোরে বাঁধিয়াছ তাই।
যতই দুর্গতি হোক দেহ-উৎক্রমণ কালে
'দুঃখ নিবারয় প্রভু' এ হেন প্রার্থনা ভুলে,
তব চরণযুগলে নিরন্তর স্তুতি স্মৃতি
করিবারে পারি তবু কফরুদ্ধ কণ্ঠ যদি।
প্রভু কহে, সে তো জীব-সুকৃতির ফল
সূরী কহে, জানি প্রভু, কৃপাই সম্বল।
কৃপার সঙ্কল্প তব যদি এ দাসের প্রতি
অবশ্য ফলিবে মোরে অন্তঃকালে স্তুতি-স্মৃতি।
কেবল আমার প্রতি কর প্রভু হেন কৃপা
অন্যের যা প্রয়োজন, সে সব তুমি বুঝিবা।

॥২।৯।৩॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ দশকে সূরী কহে সারতম প্রাপ্যধনে
স্রকচন্দনাদিবৎ সদা প্রভু প্রয়োজনে।
হেন প্রয়োজন প্রভু সাধিবারে লহ মোরে
'শেষত্ব' ও 'পারতন্ত্র্য' সূরী কহে অতঃপরে।
এই গাথা বিশ্লেষণে আচার্য গোবিন্দ কহে
ত্রিবিধ জীব তারা দাস্য সর্বেশ্বরে সদা চাহে।
এ কৈঙ্কর্যে নিত্য ও মুক্ত স্বয়ং আনন্দিত হয়
তথা পুনঃ সর্বেশ্বরে আনন্দ প্রদানে তায়।
বদ্ধ জীব আস্তিক যারা দুঃখময় এ সংসারে
স্বেচ্ছামত পূজাদিতে সুখী করে সর্বেশ্বরে।
প্রভুরে ভুলয়ে যারা মোহমুগ্ধ এ সংসারে
হেরিয়া তাদের লীলাময় সুখে লীলা করে।
নিত্য, মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ, এই চারি জীব হ'তে
সূরীর আশয় ভিন্ন এ গাথার প্রার্থনাতে।
অজ্ঞান নিবৃত্ত পুনঃ লব্ধজ্ঞানভক্তি সূরী
যাচে, 'প্রভু লহ মোরে তব স্বার্থে সুবিচারি'।
এ প্রসঙ্গে পিল্লৈ১ পুছে গোবিন্দ আচার্যবরে
'তব স্বার্থে স্বীকারহ' কেন সে প্রার্থনা করে?
ঈশ্বরের নিত্য দাস হয় যে জীবস্বরূপ
কৈঙ্কর্য প্রার্থনা তার হয় স্বরূপানুরূপ।
তাহা নাহি যাচি সূরী যাচে যাহা ইচ্ছা তব
স্বীকার করহ মোরে — ইহার কি হেতু কহ।

---

২ দাশরথি, গোবিন্দ — শ্রীরামানুজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শিষ্যদ্বয়।

১ পিল্লৈ—পিল্লৈতিরুনরৈয়ূররৈয়র্ আচার্য।

গোবিন্দাচার্য কহে জীবের প্রকৃত স্বরূপ
'যথেচ্ছ বিনিয়োগার্হ' তথা 'পারতন্ত্র্য' রূপ।
এই দুই রূপ হয় 'শেষত্ব' লক্ষণ১
জীব নিত্য 'শেষ' দাস, 'শেষী' তথা নারায়ণ।
সর্বতো যে পরগত২ জীব-দাসত্ব স্বীকার
'বৈষ্ণব-সর্বস্ব' ইহা প্রাপ্য-তত্ত্ব ইহা সার।
'মোক্ষধামত প্রার্থনা কর' প্রভু যবে কহে
সূরী নাহি যাচে তাহা প্রভুর যা স্বার্থ চাহে।
এ 'শেষত্ব' 'পারতন্ত্র্য' সূরী যাচে প্রভু পাশে
প্রাপ্যফলসার ইহা রহে সূরী তারই আশে।

মূল গাথা

'মোরই সেবা কর সদা' বলি' দাও সেবা ভার
মোর হৃদে বসি সদা করো সেবা অঙ্গীকার ।:
'তব প্রয়োজনে প্রভু স্বীকার করহ মোরে'
ইহাই প্রার্থনা মম, নাহি জানি অন্যে পরে।
মোর এ প্রার্থনা প্রভু করহ স্বীকার
স্বরূপানুরূপ ইহা পুরুষার্থ-সার ॥

॥২।৯।৪॥

ব্যাখ্যা—

'সেবা কর' তবাদেশ'৪ স্বতন্ত্রতা পরিহরে
'মোরই সেবা কর' বাক্য অপ্রাপ্ততা৫ দূর করে।
'আমারই যে সেবা কর অন্য সব সেবা ছাড়ি'
সর্বকালে সর্বদেশে হেন সেবা রাখ ধরি'।
দূর হতে তবাদেশ পর্যাপ্ত নহেক তবু
মোর হৃদি মাঝে পশি' হেন আজ্ঞা কর প্রভু।
স্থাবর-প্রতিষ্ঠ পুনঃ রহিয়া অন্তরে
স্বীকার করহ মোরে তব স্বার্থ তরে।
চন্দনে সুলিপ্ত মাল্য ধারকেরই প্রতি যথা
তোমারই প্রীতির তরে মোরে স্বীকারহ তথা।

কৃপায় ক'রেছ মোরে স্বরূপেতে জ্ঞানবান
করুণায় দাও এবে অনুরূপ ফলদান।
পুরুষের অর্থনীয় তারে পুরুষার্থ কয়
পুরুষার্থ উৎকর্ষ হেথা করয়ে নিশ্চয়।
এ উৎকর্ষ একে একে সূরী কহি' যায়
'মুক্তি' সমীচীন ফল, প্রভু যদি চায়।
হেন মুক্তি সমীচীন স্বেচ্ছায় প্রভুর দানে
তিনিই করিবে দান তাঁর নিজ প্রয়োজনে।
পুরুষার্থ-সার ইহা সূরীর নির্ণয়
বৈষ্ণব-সর্বস্বধন শাস্ত্র-সার কয়।

॥২।৯।৪॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বগাথাত্রয়ে সূরী যাচিয়া ত্রিবিধভাবে
কায়িক বাচিক তথা মানসিক ফল লভে।
ত্রিবিধ কৈঙ্কর্য হেন হেরি প্রীত ভগবান
সূরী কহে মোর স্বার্থে দিও না এ সেবাদান।
বিশেষ প্রার্থনা হেন শুনিয়া সূরীর মুখে
এবে প্রশ্ন করে তারে ভগবান মনোসুখে।
কি ভাবনা ল'য়ে মনে এ হেন প্রার্থনা তব
কহ প্রকাশিয়ে যাহে বুঝিতে সক্ষম হবো।
সূরী কহে, শুন প্রভু করি তাহা নিবেদন
দেহেন্দ্রিয় আত্মা আদি তাহে মোর কিবা জ্ঞান।
কেহ বলে দেহ আত্মা, কেহ বলে ইন্দ্রিয়,
কেহ বলে মন আত্মা, কেহ বলে প্রাণ সেহ।
কেহ বলে বুদ্ধি আত্মা, কেহ বলে তাহা নহে
জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা, জ্ঞানগুণক তাহে।
এ সকল তত্ত্বে মোর কোনই নির্বন্ধ নাই
মোর আত্মা দেহ আদি সকলি তোমার হয়।

---

১ 'শেষত্বং'—'যথেচ্ছবিনিয়োগার্হত্বং', 'অচিৎবৎপারতন্ত্র্যং'।

২ পরগত স্বীকার—কৈঙ্কর্য জীবের প্রাপ্য ফল বটে, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছার অনুগুণ কৈঙ্কর্যই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ফল, স্বেচ্ছানুগুণ কৈঙ্কর্যকরণ জীবের স্বরূপ নহে। 'পরগত' শব্দের ইহাই অর্থ। পরগত—অর্থাৎ পরবস্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় মত।

৩—২।৯।১—'সুমহাপদ নাহি চাহি'।

৪ তবাদেশ—'ক্রিয়তাং ইতি মাং বদ।' (রাঃ আঃ ২১।৭)

৫ অপ্রাপ্ততা—স্বরূপ-বিরুদ্ধতা।

তথা হি—
"স্বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥ (আলবন্দারস্তোত্র)

মূল গাথা

সুখাবহ সে পরম মোক্ষপদ কিবা
ত্রিদিব নরক কিবা যাহা ইচ্ছা দিবা।
জন্মহীন বহুজন্মা হে স্বামী আমার
তব অনুভবে মগ্ন রাখ নিরন্তর।

॥২।৯।৫॥

ব্যাখ্যা—

নিত্য সংসারী তাবা নিত্যসূরী সম
অনুভবে মহাসুখী হেন মোক্ষধাম।
পরিমিত-সুখ স্বর্গ, দুঃখময় সে নরক
শরীরাবসানে প্রাপ্ত হই না কেন যাহা হোক্।
স্বরূপ নির্ণয়ে তাহে কোন প্রতিরোধ নাই
আমার স্বরূপ তবে একে একে কহি' যাই।
জন্মশূন্য যিনি পুনঃ বহুজন্মা স্বামী মোব
তাঁর যত দিব্যলীলা করে নানা অবতার।
যথা হি—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"
পুনঃ যত রূপগুণ তাঁর মাঝে বিদ্যমান
জ্ঞানী আত্মা মোর নহে কিছুমাত্র বিস্মরণ।
জীবে বিদ্যমান যত অস্থির গুণ দোষ আছে
বিস্মরণযোগ্য সবে আত্মস্বরূপের কাছে।
স্বামী-অনুভবে আত্মা সর্বদা নিমগ্ন রয়
দিব্য আত্ম-স্বরূপের ইহাই যে পরিচয়।
'স্বামী' শব্দে হয় আত্ম-শেষত্বের নির্ণয়
'বিস্মরণ বিনা' শব্দে জ্ঞাতৃত্বের পরিচয়।
'সর্বদা' শব্দে আত্মার নিত্যত্ব কথন
'অনুভব' শব্দে তার ভোক্তৃত্ব স্থাপন।

॥২।৯।৫॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দেবাদি বস্তুতে যথা বিভিন্ন স্বভাব দান
নিয়ত করিয়া সবে করিয়াছ উৎপাদন।
তেমতি গো আমারেও তব অনুভব দানে
করহ নিয়ত প্রভু, যাচি তব শ্রীচরণে।

মূল গাথা

দেবতা আনন্দবহুল তথা গোচরাগোচর
জ্যোতিষ্কমণ্ডল তার উৎপাদক সর্বেশ্বর।
মোর কায় মন বাক্য তব সেবা করি' নিত্য
সদানন্দে রহে মগ্ন কর মোরে হেন ভৃত্য।
লভি' সদা অনুভব করি তব স্তুতি নতি
সেইভাবে এস প্রভু, শ্রীচরণে এ মিনতি।

॥২।৯।৬॥

ব্যাখ্যা—

ভোগ্যবস্তু ভোগস্থান তথা ভোগোপকরণে
ধনী যারা এ হেন সে আনন্দিত দেবগণে।
নয়নগোচর যত অচেতন বস্তুচয়
চেতনপদার্থ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
চন্দ্র সূর্য আদি যত জ্যোতিষ্ক সুখকর
সকলেরই উৎপাদক তুমি প্রভু সর্বেশ্বর।
'বহু হবো', এ সঙ্কল্পে যত যত চিদ্-অচিতে
সৃজিয়া আপনে তবে প্রবেশি' পুনঃ তাহাতে।
চিদচিদ্‌বিশিষ্ট যে তুমি বিশ্বময়
আপন সংকল্প মত হ'লে ব্রহ্মময়।
তথা হি—"তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।"
(তৈঃ আঃ ৬।২)
সদা যথা মম মন তব অনুভবে
রহে আনন্দিত, কর সে সংকল্প এবে।
মোর বাক্য সদা যাহে কহি' কহি' তব কথা
আনন্দে মগন রহে কর প্রভু কর তথা।
যাবৎ কায়িক কার্য তব প্রিয় সেবাময়
হোক্ প্রভু এই ভিক্ষা, করি যে গো দয়াময়
প্রীতিকরী হেন মোর করনপ্রিতায় তথা
সেবা করি ধন্য হই, এস প্রভু এস তথা।

॥২।৯।৬॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — সপ্তম গাথা,

গাথা তাৎপর্য —

অভিনিবেশের সনে সর্বকালে ক্রিয়মাণ
কৈঙ্কর্য স্বীকার তরে কর প্রভু আগমন।

মূল গাথা

শ্রীচরণ শতদল লভি যাহে অবিচল
করিয়াছ তাই প্রভু মোরে আত্মদান।
মধুর রূপেতে এস হৃদি আলো ক'রে বস
হেরি নিরন্তর যাহে তৃপ্ত নহে মন॥

॥২।৯।৭॥

ব্যাখ্যা—

অতিশয় উপভোগ্য তব শ্রীচরণতলে
নিরন্তর প্রাপ্তিরূপ ফল যাহে মোরে ফলে।
তথা প্রভু করিয়াছ তুমি মোরে আত্মদান
কৃপায় সম্মুখে এবে কর প্রভু আগমন।
নহে যদি আগমন, নহে বাহ্য দরশন
অন্তরে প্রবেশি' কর অন্ধকার বিনাশন।
তিষ্ঠ তথা নিরন্তর হইয়ে নিশ্চল
সর্বাবস্থে সর্বকালে যাহে অবিচল।
হেরিয়া সেবিয়া তোমা তৃপ্ত নাহি হবে মন
সেইভাবে এস, হৃদে বসো, দাও দরশন।

॥২।৯।৭॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

উভয়ে সম্বন্ধ প্রভু তুমি 'শেষী' আমি 'শেষ'
যৎকিঞ্চিৎ কাল হৃদে পাই যদি সংশ্লেষ।
তবে করি তব দাস্য তাহাতেই তৃপ্ত হব
পুনরপি এ মিলন নাহি হোক্ সম্ভব।

মূল গাথা

স্বামীরূপে আসি যদি আমার অন্তরে
বসো একবার, হোক্ অতি অল্পকাল তরে।
ভবিষ্যতে কোন কালে না চাহিব পুনর্বার
ক্ষণে আস্বাদনে বুঝি তুমি মম ভোগ্য-সার।
নিত্যসূরী-উপভোগ্য তুমি যে নিরতিশয়
মোর আস্বাদনে তুমি অতৃপ্ত শর্করা-ফল।

॥২।৯।৮॥

ব্যাখ্যা—

দুইভাবে ব্যাখ্যা দেখি সূরীকৃত এ গাথার
যামুনোচার্য পুনঃ *রামানুজে* ভাষ্যকার।
শ্রীযামুনে কহে, যদি অর্ধক্ষণকাল তরে
স্বামিত্ব সম্বন্ধ অনুরূপ মম অন্তরে।
প্রবেশিয়ে একবার কর প্রভু অবস্থান
ভবিষ্যতে কভু করিব না হেন নিবেদন।
জ্বর-সন্নিপাত রোগী কহে যথা আর্তিভরে
আর্দ্র কর মোর শুষ্ক জিহ্বা বারেকের তরে।
তথা সূরী কহে প্রভু এসে অর্ধক্ষণ তরে
আর্তি মোর যাবে দূরে শান্তি হবে অন্তরে।
প্রভু অতি উপভোগ্য ক্ষণভর দরশনে
আর্তি দূরে যাবে তবে, সূরী ভাবে মনে মনে।
উপভোগ্য প্রভু বেদসিদ্ধ নিত্যসূরী-পাশে
হেন ভোগ্য অতিশয় তিনি মোরে পরকাশে।

যথা হি—"যত্রর্ষয়ঃ প্রথমজা যে পুরাণাঃ।"
(যজুঃ—অষ্ট ৩)

তোমার ভোগ্যতা প্রভু দেছো মোরে আস্বাদন
শর্করা বা পক্ক ফল তথা যেন রসঘন।
একে সে শর্করা বৃক্ষ তাহে পরিপক্ক ফল
মরি কত উপভোগ্য তুলনা কোথায় বল।
সর্ববিধ ভোগ্য একা প্রভু নিত্যসূরিগণে
তথা অতিশয় ভোগ্য তিনি হন মোর সনে।
এ হেন নিরতিশয় ভোগ্যভূত স্বামী তুমি
এ ভোগ্যতা অভিজ্ঞানে ভাগ্যবান তথা আমি।
মোর মাঝে স্বামীরূপে অতি অল্পকাল তরে
তিষ্ঠ যদি, অন্য কিছু না চাহিব কোনকালে।
ভাষ্যকার কহে, এই ব্যাখ্যান সুন্দর বটে
সূরীর প্রকৃতি অনুগুণ ইহ নহে তবে।
সূরীর ঈশ্বর লাভ হোক্ নাহি হোক্ তথা
অল্পকাল মিলনেতে মিটিবে না তাঁর ব্যথা।
'যৎকিঞ্চিৎ কাল' অর্থে যে কোন বা কাল
তাহার ফলিত অর্থ হয় সর্বকাল।

'শেষী' তুমি আমি 'শেষ' এ সম্বন্ধ অনুগুণ
আমার হৃদয়ে পশি' কর যদি অবস্থান।
তবে আমি ইহা ছাড়া অন্য কিছু নাহি চাহি
তব অনুভব পেয়ে দিবা নিশি তুষি' রহি।

॥২।৯।৮॥

—

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বেদ-বিমল নিত্যসূরীর নিত্য অনুভাব্য স্বামী
তার অনুভবধারার সন্ধান পেয়েছি আমি।
স্বামীসনে নিত্যসূরীর তথা মোর সম্বন্ধ
উভয়েরই তুল্য হেরি 'শেষী-শেষ' ভাবে বন্ধ।
নিত্যসূরী নিত্য 'শ্লিষ্ট' আমি কিন্তু অশ্লিষ্ট
এ হেন প্রভেদ উভে মোর দশা অতি ক্লিষ্ট।

মূল গাথা

আমিই জানি না মোরে দেহে তথা আত্মীয়েরে,
দেহ 'অহং', দৈহিক 'মম', ভাবি করি সমাদরে।
আমি তুমি, তথা মোর যা কিছু তারাও তুমি
দিবিষৎ-স্তুত্য তুমি, ওহে দিবিষৎ-স্বামী॥

॥২।৯।৯॥

ব্যাখ্যা—

আমার এ অনর্থ হায় ভগবৎ-কৃত নয়
মম ভ্রম পরিহারে তাঁর যত্ন অতিশয়।
সম্মুখে পরিত মোর ঘেরি' তিনি সঞ্চরয়
বিনাশ সাধনে মোর আমি যে তৎপর হায়!
ভিল্ল হস্তগত শিশু ভিল্ল-গৃহে পুষ্ট যথা
রাজপুত্র আপনারে 'ভিল্ল বলি' মানে তথা।
ঈশ্বর-সম্বন্ধী মোর স্বরূপ সে নাহি জানি'
'আমি তাঁহার' নাহি ভাবি,
সদা ভাবি 'আমার আমি'!
এ হেন ভাবনা ল'য়ে আমি চির অবস্থিত
কোন অনুতাপ নাই নিশ্চিন্ত ও হৃষ্ট চিত।
কৈঙ্কর্যই কৃত্য সদা তাহা না ভাবিনু
অকর্ম করিয়া বৃথা জন্ম কাটাইনু।

তথা হি—'অহং সর্বং করিষ্যামি'।
(রাঃ অঃ ৩১।২৫ লক্ষ্মণ বচন)
'দুষ্কর্মাহং ব্যর্থ এব অতিষ্ঠম্'। (পেঃ তিঃ ৮২)

আমিই যে তুমি তথা মোর ধন জনও তুমি
কৃপা কর প্রভু যাহে এই জ্ঞান লভি আমি।

তথা শাস্ত্রবচনানি—

"অহং মনুরভবম্ সূর্যশ্চেতি।" (বৃঃ উঃ ১।৪।১০)
"মত্তঃ সর্বং অহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে"
(বিঃ ১।১৯।৮৫)
"অহং ব্রহ্মাস্মি"। (শ্রুতিঃ)

অন্যত্র পালিত পুত্র লভিয়া সম্বন্ধ জ্ঞান
আমি রাজপুত্র বলি করে যথা অভিমান।
ঈশ্বর-সম্বন্ধ জ্ঞান লভিয়া যে জীব তথা
'আমি ব্রহ্মাত্মক' বলি দৃঢ়ভাবে কয় কথা।
'আমিই যে তুমি' অর্থে তোমার শরীর যথা
'মোর ধন জনও তুমি' এ উক্তিও হয় তথা!

তথা হি—

"ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয়ৈ বা যে ধনান্বিতাঃ।
যস্তে সমাধি গচ্ছন্তি যস্তৈতে তস্য তদ্ধনম্॥"
(ভাঃ উঃ পঃ—ধৃতরাষ্ট্র প্রতি বিদুর)

স্বরূপের হেন সিদ্ধি দেখি নিত্যসূরিগণে
সর্ববস্তু মাঝে সদা তাঁরি অনুভব মনে॥
সর্বত্র বসতি তাঁর 'বাসুদেব' নামে নামী
সর্বশরীরক সেই সর্ববস্তুবাচী তিনি।

তথা হি—

"জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকং
অশোষলোপাদিনিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশং
স বাসুদেবো ন যদোঽন্যদস্তি॥"

হেন সর্বপদবাচ্য তুমি নিত্যসূরী-স্তুত্য
সর্ববস্তু 'শেষ', তুমি 'শেষী' সর্বোৎকৃষ্ট।
আমিও যে 'শেষ' তব এ সম্বন্ধ ভুলি রহি'
তোমার অলাভে তাই রহি এ অনর্থ বহি'।

॥২।৯।৯।৮

—

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে সূরী তব 'অহংকারে' 'মমকারে'
এবে দেখি অনুতপ্ত তাহা তো আমারি বরে।
তবে কেন ব্যাকুলতা ? কর মোরে নির্ভর
সূরী কহে, কর ত্বরা দিয়াছি তোমারে ভার।

মূল গাথা

সপ্ত বৃষ জয় করি বিনাশিয়ে লঙ্কাপুরী
জ্যোতির্ময় তনু কিবা ঝলসে নয়নে।
আমারে বিশ্বাস নাই সদা পলাইতে চাই
দৃঢ় করি বাঁধো ত্বরা সুবর্ণ চরণে॥

॥২।৯।১০॥

ব্যাখ্যা —

নীলাদেবী তরে জিনি প্রতিবন্ধে সপ্ত বৃষ
সীতাদেবী তরে পুনঃ করি লঙ্কা ভস্মীভূত,
আশ্রিত-বিরোধী নাশে বীর-শ্রী উজ্জ্বলতর
সে বিরোধী সম মোর বিরোধী বিনাশ কর।
আত্মা তথা ধন জ্ঞানে মদীয়ত্ব অভিমান
এ বিরোধি নাশি' দেখো তদীয়ত্ব জ্ঞানদান।
এত ভাবি মোর প্রতি নিশ্চিন্ত থেকো না প্রভু
আমারে বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস কোরো না কভু।
তোমারে ছাড়িয়া পুনঃ যাইব যে দূরে সরে
অতয়ে প্রার্থনা প্রভু রাখ বেঁধে রাখ মোরে।
রক্তপাদপদ্ম তব ধর এই দুষ্ট-শিরে
আর না পলাতে পারি হেন দৃঢ় বাঁধো মোরে।
তব দুটি শ্রীচরণ মরি কত শক্তি ধরে
লৌহে বা প্রস্তরে জ্ঞান[১]
অনায়াসে দিতে পারে।
তব শ্রীচরণদানে হও প্রভু তৎপর
ত্বরা কর বিলম্ব না কর প্রভু অতঃপর।
শ্রীপাদের দিব্য রেখাসম যেন অতি সত্য
তব পদে মোর শির যুক্ত যেন রহে নিত্য।
এ হেন উৎকর্ষ সাধি থেকো না নিশ্চিন্ত তবু
সঁপিও না মোর হস্তে, এ মিনতি রেখো প্রভু।
কাতর প্রার্থনা যাহা সূরী করে উপক্রমে[২]
সেই সে প্রার্থনা পুনঃ করে উপসংহারে[৩]।

॥২।৯।১০॥

দ্বিতীয় শতক, নবম দশক — একাদশ গাথা
(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসেতে সমর্থ যে জন
পায় নিজ শিরোপরি প্রভু-শ্রীচরণ।
যে ডাকে আমারে তারে ত্যজিব না প্রভু কহে
আশ্রিত-বিরোধী-নাশে ধরে সুদর্শন করে!

মূল গাথা

করে যাঁর সুদর্শন তাঁহার আশ্রিত জন
শঠকোপসূরী-কৃত এই দশ গীতি
যেবা করে চিন্তা নিত্য সে লভে পরম বিত্ত
চিরতরে হয় তার বৈকুণ্ঠে বসতি॥

॥২।৯।১১

ব্যাখ্যা—

সদা সুদর্শনধারী-ধ্যানকারী দিব্যসূরী[৪]
শঠকোপ-বিরচিত দিব্যসূক্তি হিতকারী।
অনর্থ-বিনাশী এই সহস্র-গীতির মাঝে
হিতকারী এ দশক অভ্যাসেতে সমর্থ যে।
'অহংকার' 'মমকার' এ মহা অনর্থ-গন্ধ
সমূলে বিনাশি' প্রভু দানে সজীব সম্বন্ধ।
নিজ প্রয়োজন তরে করয়ে স্বীকার তারে
স্বরূপানুরূপ ফল দানে এ দশক প্রকারে।

॥২।৯।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

---

১ অচেতন লৌহে চুম্বকত্ব শক্তি দান ; অচেতন প্রস্তরে চৈতন্য দান—অহল্যা উদ্ধার।

২ উপক্রমে—এ দশকের প্রথম গাথায়, নিজ মস্তকে প্রভুর শ্রীচরণ যোজনা সূরী কর্তৃক প্রার্থনা।

৩ উপসংহারে—এ দশকের দশম গাথায়।

৪ দিব্যসূরী—আড়্‌বার।

দ্বিতীয় শতক — দশম দশক

দশক তাৎপর্য—

করণত্রয়ে সেবা সূরীর প্রার্থনামতি
তাহার পূরণে প্রভু হয় মনোযোগী অতি।
হেনকালে বনগিরি সূরীর মানসে স্ফুরে
তাহারে ও সম্বন্ধীরে প্রাপ্যফল ভূমি'পরে।

দশক সঙ্গতি—

যামুনাচার্য তথা শ্রী*ভাষ্যকার*
ভিন্নভাবে অর্থাপত্তি করে এ গাথার।
পূর্ব দশক নির্ণয়ে কৈঙ্কর্য পরমপদে
যামুন কহে, তার তরে শ্রীশৈল[১] ভজহ এবে।
ভাষ্যকার কহে, অর্থ নাহি হয় যুক্তিযুত
পূর্ব দশকানুগুণ নহে ভাবসম্মত।
তথা কৈঙ্কর্যে সূরীর অতি ত্বরা[২] দেখা যায়
তেমতি প্রার্থনা সূরী করে প্রভুর রাঙ্গা পায়।
অবশ্য পাবে এ ফল তব দেহ অবসানে
প্রভুর সান্ত্বনাবাক্য সূরী-মন নাহি মানে।
এ দেহেই কৈঙ্কর্যকরণে সূরীর অভিলাষ
প্রভু তবে চিন্তয়ে পুরাইতে তার আশ।
ভূমিতলে বিচরিয়ে শ্রীপর্বতে[১] আগমন
রম্য সে একান্ত স্থান হেরি' প্রভু হৃষ্ট মন!
অর্চারূপে[৩] তবে তথা রহি' অবস্থিত
সূরীরে কহেন প্রভু হ'য়ে হরষিত।
তোমারে দরশদানে মোর হেথা আগমন
সর্বদা কৈঙ্কর্যে হেথা কর মোর দরশন।
অর্চারূপ দরশনে সূরী হ'য়ে অভিভূত
প্রাপ্য ফল মানে তবে প্রভুসনে শ্রীপর্বত।
হেন প্রাপ্য হয় পুনঃ সম্বন্ধী পর্বত যত
সন্নিহিতাসন্নিহিত আরো যত পর্বত।
তথা সন্নিহিত গ্রাম গমনের মার্গ তবে
সবারেই প্রাপ্য বলি সূরী হৃষ্ট অনুভবে।
এইভাবে পুষ্ট সূরী করে উপদেশ দান
এ দশকে এই অভিপ্রায় *ভাষ্যকার* ক'ন।

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী কহে সর্বজীবে অতিশয় পুরুষার্থ
'শ্রীশৈল প্রাপ্তি' ইহা কভু নাহি হয় ব্যর্থ।

মূল গাথা

বর্দ্ধমান উজ্জ্বলতা বাল্যকাল জেনো হেন
এই কাল অতীতের পূর্বে কর সমাশ্রয়।
বর্দ্ধমান কান্তিমান মায়ীর আদৃত স্থান
'শ্রীপর্বত' শোভে যাঁহা বর্দ্ধমান বালোদ্যান।
প্রাপ্তি-বিরোধী যত সবে করি দূর
যেই জন সমাশ্রয়ে সে বড় চতুর।

॥২।১০।১॥

ব্যাখ্যা—

সূরী করে উপদেশ শ্রীপর্বত সমাশ্রয়'
'করি বলি' সংসারী করে যে বিলম্ব তায়।
বিলম্ব হেরি সূরী কহে, ইথে ত্বরা কর হায়!
জীবনে বিশ্বাস কিবা কাল যে বহিয়া যায়।
যথা হি—'বয়োহস্যাস্বতিবর্ত্ততে'।

(রাম বচন সীতার উদ্দেশ্যে)

জান নাকি দিন যায় আয়ু তব হয় ক্ষীণ
যতই বিলম্ব কর ব্যর্থ যায় প্রতিদিন।
গত দিন ফিরাইতে নাহিক শকতি কারো
ব্যর্থ দিন কাটায়ো না আজই সমাশ্রয় করো।
প্রভু পদে শ্রদ্ধা ত্যজি বিষয়ান্তরে তব
যাবৎ না দৃঢ় রুচি, তাবৎ আশ্রয়ণ কর।

---

১ শ্রীশৈল, শ্রীপর্বত — দক্ষিণভারতে দুইটি পর্বত শ্রীপর্বত বা শ্রীশৈল নামে আখ্যাত। উত্তরাংশে বেঙ্কটাচলকে উত্তর শ্রীপর্বত এবং দক্ষিণাংশে তোতাদ্রি পর্বতকে দক্ষিণ শ্রীপর্বত বলা হয়। দক্ষিণ শ্রীপর্বত বনাদ্রি বা বনগিরি নামেও প্রসিদ্ধ।

২ সহঃ—২।৯।১, ২।৯।২, ২।৯।১০

৩ অর্চাবতার 'সুন্দরবাহু'।

কদাচিৎ প্রভু পদে কারো শ্রদ্ধা উপজয়
হেন রুচি নিবৃত্তির পূর্বেই ধরহ তায়।
প্রাপ্য ফলে বিশ্বাস যদি হয় উপজাত
করণ-পাটব কালে হও তবে সমাশ্রিত।
অতএব বাল্যকালে কর প্রযতন
বিবেক বিচার সহ কর সমাশ্রণ।

তথা হি বিরোধিন :—

"বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্দ্ধক্যং সমুপস্থিতম্ ॥
(বিঃ—১।১৭।৩৫)

ভক্তিভরে কারে তবে করিবে গো সমাশ্রণ
এবে সূরী শ্রদ্ধাভরে কহিছেন সে বচন।
অভিবর্দ্ধমান কান্তি অত্যাশ্চর্য শক্তিমান
সর্বেশ্বরে অর্চারূপে যথা নিত্য বাসস্থান।
এ হেন সে 'শ্রীপর্বত' দাস্যকরণযোগ্য
বর্দ্ধমান উজ্জ্বল বাল্য দাস্যকর্ত্তা উপযুক্ত।
দাস্যের স্বীকর্ত্তা তিনি বর্দ্ধমানকান্তি মায়ী
সূরী কহে এ ত্রিতয়ে১ অতীব উৎকৃষ্ট জানি।
হেন শৈল অপ্রাপ্তি যে অনর্থ বলিয়া মানে
এ প্রাপ্তিতে যত বাধা যত্ন যার বিদূরণে।
লভে যেবা এই দেশ বাধা বিঘ্ন করি দূর
ত্বরা সমাশ্রয়ে তাঁরে সেই অতি সুচতুর।
॥২।১০।১॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'শ্রীপর্বত' 'বনগিরি' তাহাও যে দিব্যস্থান
সে দেশের সমাশ্রণ পরম যে প্রয়োজন।

মুল গাথা

ত্যজ ত্যজ নারীমোহ ভজ সেই গিরি গেহ
চন্দ্রচুম্বি সেই শিখরিকা।
তিঁহ অগতির গতি কুরু তাঁর স্তুতি নতি
লভ সে পরম উজ্জীবিকা ॥
॥২।১০।২॥

ব্যাখ্যা—

চতুরা অঙ্গনা প্রতি ত্যজি' হীন ব্যবহার
তাদের চাতুরীজাল কর পুন পরিহার।
পাতে চাতুরীর জাল নিত্য তারা নানাভাবে
বশীকরণের ফাঁদ, পরিহর সেই সবে।
পার্থিব বিষয় যেন কুম্ভীর হাঙ্গর
টানিয়া ডুবায়ে রাখে সংসার-সাগর।
সুন্দর শ্রীভুজে রহি' পাঞ্চজন্য শঙ্খখানি
হর্ষভরে করে মরি সদাই গম্ভীর ধ্বনি।
সেই সে 'সুন্দরবাহু' নারায়ণ১ শঙ্খধর
তাঁহার বসতিস্থল যেবা বনগিরিবর।
হয় অনুকূল দেশ আশ্রিত রক্ষণে
সমাদরে সমাশ্রয়' অভিনিবেশের সনে।
চন্দ্রচুম্বী শিখরিকা হেন বনগিরিবরে
কর কর স্তুতি নতি প্রাপ্য ফল লভিবারে।
॥২।১০।২॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

শ্রীশৈলে সংশ্লিষ্ট যেবা সেব সেই গিরিবরে
তাহাও পর্যাপ্ত জেনো তব ফলসিদ্ধি তরে।

মুল গাথা

ফলহীন ব্যাপারেতে ছাড় অধ্যবসায়
ধর তারে ওরে মন! যাহে ফলসিদ্ধি হয়।
ঘনশ্যাম নারায়ণ-বাসস্থান বনগিরি
তার পার্শ্বগিরি সমাশ্রয় সমাদর করি।
ইহাও সার্থক কর্ম দিতে তোমা মহাফল
এই সমাশ্রয় বিনা অন্য কর্ম নিষ্ফল।
॥২।১০।৩॥

---

১ ত্রিতয়—১। দাস্যকরণের উপযুক্ত পাত্র
২। দাস্যকর্ত্তা
৩। দাস্য-স্বীকর্ত্তা

১ সুন্দরবাহু—বনগিরি নামক শ্রীপর্বতের পাদদেশে সর্ব আড়্বার-আচার্য কর্তৃক পরিপূজিত অর্চাবতার।

ব্যাখ্যা—

সুরী কহে, 'ফলহীন' কার্যে নাহি প্রয়োজন
স্বর্গ সুখ, পরংপদ, অবতারে দৃষ্টি দান।
নিজ মনে ডাকি সুরী কহে শুন ওরে মন
প্রয়োজনহীন কার্য নাহি কর অনুষ্ঠান।
বন্ধ মোক্ষ১ উভে নাহি প্রয়োজন ওরে মন
অধ্যবসায় তবে কর উভে বরজন।
নবঘন শ্যামবর্ণ রূপে সৌন্দর্যের খনি
সর্বতো করিয়া দান সে সুন্দর রূপখানি।
সদাই বিরাজমান তিনি যেই দিব্য দেশ
সেই দেশ প্রাপ্য মোর সেই সর্ব ফল-শেষ।
উদ্যানশোভিত গিরি ধরে 'বনগিরি' নাম
ভোগ্যতা প্রকর্ষে তার ব্যামোহিত করে মন।
হেন বনগিরি সন্নিহিত যে পর্বত মনি
সম্বন্ধের গুনে তারেও মোর প্রাপ্যফল গনি।
তার প্রাপ্তি তরে কর অধ্যবসায়
ইহা বিনা অন্য কিছু কর্ত্তব্য না হয়।

॥২।১০।৩॥

— —

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক – চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কর্মবন্ধ ছেদন তথা দাস্যে উজ্জীবন
তার তরে সর্বেশ্বর আসি করে বাস
সেই বনগিরিবরে সমাশ্রয় যেবা করে
তারি কর্ম সমীচীন ছিন্ন বন্ধপাশ॥

মূল গাথা

কর্মপাশ ছেদি' দাস্যে উজ্জীবন দানিবারে
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী আসি যথা বাস করে।
সেই মেঘচুম্বি স্থান যার 'বনগিরি' নাম
তোমার কর্ত্তব্য এবে তারে কর সমাশ্রণ॥

॥২।১০।৪॥

১ 'সুমহাপ্রকারমপি ন বদাম।' (সহ—২।৯ ১)

ব্যাখ্যা—

'দৃঢ় কর্মপাশ ছেদি' দাস্যে উজ্জীবন' বাক্য
অর্থ করে *কুরপতি*১ 'উজ্জীবন' ধরি' মুখ্য।
এ হেন সে উজ্জীবন সুদুষ্কর সমাপন
'বনগিরি'-কৃপা বিনা, কর তারে সমাশ্রণ।
কর্মপাশ মুখ্য করি *ভাষ্যকার* কহি যায়
দুই ব্যাখ্যা একত্রিলে অর্থ সম্যক্ ভায়।
মুরোসুরে শত শত পাশে বাঁধে কৃষ্ণপুরী
তথা কর্মপাশ বাঁধিয়াছে মোদের দৃঢ় করি।
কৃষ্ণ যথা মুর-পাশ নাশে খণ্ড খণ্ড ক'রে
মোর২ কর্ম-পাশ নাশে প্রভু তথা অবতরে।

তথা হি—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্যাপি সমন্তাচ্ছতযোজনম্
আচিতা মৌরবৈর্পাশৈঃ ক্ষুরান্তৈর্দ্বিজোত্তম।
তাংশ্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ষিপ্ত্বা চক্রং সুদর্শনম্
ততঃ মুরঃ সমুত্তস্থৌ তং জঘান চ কেশবঃ॥"

(বিঃ ৫।২৯।১৬,১৭)

ভক্তের বিরোধী নাশে তথা উজ্জীবনে
প্রভু আসি অবতরে নানা যুগে নানা নামে।

তথা হি—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৮)

আশ্রিত রক্ষনে ধরে মহাগিরি গোবর্দ্ধন
যাহে রক্ষা পায় যরি যতেক গো-গোপীগন।

তথা হি—

"ততস্তৎ গোকুলং সর্বং গো-গোপীগোপসঙ্কুলম্।
অতীবার্ত্তং হরির্দৃষ্ট্বা মৈত্রেয়াচিন্তয়ত্তদা॥

(বিঃ ৫।১১,১৩)

পুনঃ হেথা আসি প্রভু বসে বনগিরি'পরি
সেথা গিরিধারী হেথা গিরিতে বসতিকারী
উভয় ব্যাপারে তাঁর আপৎ-সখত্ব গুন
পাইল প্রকাশ মরি অভিলাষ-অনুগুন।

১ কুরপতি—কুরেশস্বামী, রামানুজের প্রধান শিষ্য।
২ মোর—সুরীর।

এ হেন সে বনগিরি উচ্চ যুগ্ম শৃঙ্গধর
মেঘমালা আসি' যাহা চুম্বয়ে বারংবার।
হেন মেঘ-ঘনশ্যাম উজ্জল বরণ যাঁর
মনোহর রূপে আসি শ্রীপর্বতে অবতার।
অদ্বিতীয় গিরি বর 'মালিরুংশোল্'[1] নাম
অদ্বিতীয় কৃত্য তব এ পর্বত সমাশ্রণ।

॥২।১০।৪॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শ্রীশৈলের বাহিরে যে পর্বত তাহারও প্রাপ্তি
সম্যক্ উপায় দিতে সর্বেশ্বর-সেবাবৃত্তি।

মূল গাথা

নানাবিধ শক্তিযোগে ক্রূর পাপ-বৃদ্ধি নাশে
ধর্মকার্যে উদ্যোগ ধর্মলাভ বৃদ্ধি আশে।
যেথা স্বচ্ছ সরোবরে আবৃত সে 'বনগিরি'
যথায় নিবাস পুনঃ চক্রধারী মোর হরি।
তাহার বাহিরে অবস্থিত গিরি যেবা হয়
তার সমাশ্রণ তরে গমনই অমোঘ উপায়॥

॥২।১০।৫॥

ব্যাখ্যা—
ইতর বিষয়াসক্তি হেন পাপে নাহি ভরি।
সুরীর মনের মলা সুদর্শন ভস্ম করি।
সে নির্মল মন সম স্বচ্ছ জল শোভাযুত
'শ্রীপর্বত' যথা মোর চক্রধারী বিরাজিত।
যথা হি—'রমণীয়প্রসন্নাম্বুসজ্জনমনো যথা।
(রাঃ বাঃ ২০)
এ হেন 'শ্রীপর্বতের' বাহিরে যে পর্বত
তারে সমাশ্রণ-তরে গমনও যে ফলপ্রদ।
এ গমন সমীচীন উপায় বলিয়া জ্ঞান
হবে তব ভগবদ্-অনুভব ও অনুষ্ঠান।

॥২।১০।৫॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শ্রীপর্বতে সংলগ্ন মার্গের চিন্তন মাত্র
আত্মহিতে সমীচীন, সন্দেহ নাহিক অত্র।

মূল গাথা

ইতর বিষয়াসক্তি ত্যজি কর মার্গে বুদ্ধি
যেবা মার্গ আছে যুক্ত শ্রীপর্বত সনে।
শিকা'পরি ননীভোজী তথা শিশুসহ মৃগী
যথা, সেই গিরি লগ্ন মার্গ চিন্ত মনে॥

॥২।১০।৬॥

ব্যাখ্যা —
করি বরজন চির ইতর বিষয়াসক্তি
শ্রীপর্বত-লগ্ন মার্গে করহ উপায়বুদ্ধি।
শিকার উপরে স্থিত স্থাপিত যে নবনীত
আশ্রিতের বস্তু বলি ভোজনে যে অতি প্রীত।
আশ্রিতের সেবা নিতে প্রভু রাজে যে পর্বতে
শিশুসহ মৃগী যথা আশ্রিত রহে তাতে।
রক্ষ্য-রক্ষকের হেন অবিশ্লিষ্ট দিব্যস্থান
প্রাপ্য গিরি মার্গ তাহে কর লগ্ন মনপ্রাণ।
সে মার্গের চিন্তামাত্র উত্তম উপায়
সেই মার্গে প্রবৃত্তিতে প্রাপ্য লাভ হয়।

॥২।১০।৬॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
'শ্রীগিরি' গমন করি নিরন্তর বাস
আত্মবস্তু করে তাহে উজ্জীবন লাভ।

---

[1] মালিরুংশোল্ — বনগিরির তামিল নাম। ইহার অর্থ — উদ্যানশোভিত দুইটি পর্বত। মাল্—পর্বত, ইরু—২টি, শোল্—উদ্যান। উক্ত বনগিরিতে ২টি উচ্চ শিখর আছে। এই গিরিটি উদ্যান ও নদীতে শোভিত।

মূল গাথা

চিত্ত সমীচীনোপায় নরকে না ডুবি হায়!
তুমি উদ্ধরণকারী তাঁর নিত্য যে আলয়।
নিরমল কলানিধি যাহারে আশ্রয় করে
'তিরুমালিরুংশোল্' পর্বত প্রাপ্তির তরে।
তাহার দক্ষিণ মার্গ ধরি হও অগ্রসর
সে অভিগমন তব দিবে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ফল ॥

॥২।১০।৭॥

ব্যাখ্যা—

সমীচীন বলি' জানো মোর উপদেশে
বিলক্ষণ পুরুষার্থ করহ বিশ্বাসে।
প্রভুর বিমুখ যেবা নরকেতে তার গতি
স্বর্গসুখ মানে সে যে তাঁর প্রতি যার মতি।

তথা হি—

'যত্বয়া সহ সঃ স্বর্গঃ নিরয়ো যত্বয়া বিনা।'
(রামপ্রতি সীতাবাক্য—রাঃ অঃ ৩০।১৮)

এইভাবে ব্যবস্থিত সুখ দুঃখ প্রতি জনে
প্রভুর আভিমুখ্য সুখ, বিমুখতা দুঃখ আনে।
নরক দুঃখের ন্যায় ভূদেবী-বিরহ-ক্লেশ
প্রভু অবতরে তবে মহা বরাহের বেশ।
উদ্ধারিল মগ্ন ধরা প্রলয়-জলধি কূপে
হেন নিত্য সুহৃদ্ সে অর্চা-অবতার রূপে।
শ্রীমন্দিরে বিরাজিত এই শ্রীপর্বত-অঙ্গে
যার শিরে নিরমল কলানিধি চন্দ্র চুম্বে।
'কলা' শব্দে শশীকলা সাধারণ অর্থ বটে
পিল্লান্১ স্বামী অর্থ হেথা করিছেন ভিন্নভাবে।
'কলা' শব্দে জ্ঞান অর্থ, 'নিধি' তো আকর কয়
জ্ঞানের আকর এই গিরি কর আশ্রয়।
জ্ঞানলাভে হেতু তবে বুঝ হেন শ্রীপর্বত
তাহার দক্ষিণ মার্গ হয় প্রাপ্য অভিমত।
সে পথে গমন করি ধর এবে শ্রীপর্বতে
এ অভিগমন তব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য মুখ্যমতে।

॥২।১০।৭॥

১ পিল্লান—রামানুজ শিষ্য, কুরুকাধিনাথস্বামী।

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী কহে সংসারী শুন কহি তব হিত
অনুদিন শ্রীপর্বত প্রদক্ষিণা সমুচিত।

মূল গাথা

সদা নিজ অনুভবে শক্তি প্রদান করি
সে শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখি' শক্তি উৎপাদনকারী।
তিনি মায়াধীশ তাঁর বাসস্থান বনগিরি
যাঁহা প্রদক্ষিণা করে সদা আসি নিত্যসূরী।
সেই শ্রীপর্বত কর প্রদক্ষিণা অনুদিন
হেন অনুষ্ঠান তব হবে অতি সমীচীন।

॥২।১০।৮॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুর আশ্রয়ণে হয় এ দেহে নিদান
শক্তি দানে, করে প্রভু যিনি শক্তিমান।
এ হেন সে দেহ নাহি করে প্রভু-পদাশ্রয়
ইতর বিষয়ে ডুবে, মহান্ অনর্থ পায়।
হেন জীবে আত্মদান অনুভব ও শক্তি বল
প্রদানিতে আসি প্রভু বিরাজেন ভূমিতল।
শ্রীদেবী সনে সেথা করেন যে সঞ্চরণ
এ হেন আশ্চর্য লীলা করে মায়ী নারায়ণ।
হেন দিব্য শ্রীপর্বতে আসি নিত্যসূরীগণ
করে প্রদক্ষিণা সুখে, কর ইহা চিন্তন।
বন গমনের কালে যথা জানকী ও লক্ষ্মণ
শ্রীরামচন্দ্রের পিছে করিল অনুগমন।
তথা সর্বেশ্বর প্রভু আসি বিরাজিত হেরি
নিত্যসূরী আসি করে প্রদক্ষিণা দিব্যগিরি।
নিত্যসূরীগণ সাথে মোরা করি প্রদক্ষিণা
অনুকূল বৃত্তি ইহা কৈঙ্কর্য অতুলনা।
এই গাথা কালক্ষেপে কহিছে বেদান্তী স্বামী১
প্রদক্ষিণা গৌরব স্বচক্ষে দেখেছি আমি।
একদা আচার্যদ্বয় পিল্লৈতিরু২ ভট্টবীর৩

১ বেদান্তী স্বামী—শ্রীভট্টর স্বামীর জ্ঞানী গুণী সন্ন্যাসী শিষ্য।

২ পিল্লৈতিরু নরৈয়ূরৈর স্বামী—পূর্বাচার্য, রামানুজ শিষ্য।

৩ ভট্টবীর—পরাশর ভট্টর স্বামী—পূর্বাচার্য, রামানুজের জ্ঞানপুত্র, গোবিন্দাচার্যের শিষ্য।

করিছেন প্রদক্ষিণা রঙ্গনাথ শ্রীমন্দির।
অন্যে প্রমে চারিপাশে কত না ত্বরিতে
উভয়ের প্রদক্ষিণা মন্থরগতিতে।
শ্রীমন্দির গোপুরে গৃহ প্রদক্ষিণা-অঙ্গন
হেরি চলে গিয়ি' যেন তৃপ্ত নহে দু'নয়ন।
সেবক হইয়ে আমি উভয়েরে অনুসরি'
করিনু অনুগমন হেন দিব্যভাব হেরি।
নিত্যসূরী যাত্রা সম অনুদিন প্রদক্ষিণা
করে যদি, চিরতরে ঘুচে ভবযন্ত্রণা।
হেন প্রদক্ষিণা তবে জানি অতি সমীচীন
'শ্রীপর্বত' প্রদক্ষিণা কর প্রেমে অনুদিন।

॥২।১০।৮॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শ্রীপর্বত আশ্রয়ের চিন্তায় অধ্যবসায়
হয় ফল-সিদ্ধি হেতু করহ বিশ্বাস তায়।

মূল গাথা

প্রবল পাপেতে তুমি হয়োনাকো নির্মজ্জিত
শ্রীপর্বত সমাশ্রণ-চিন্তা মনে সমুচিত।
গজসঙ্ঘ সমাশ্রিত দিব্য বনগিরি স্থান
বকীনাশী কৃষ্ণচন্দ্র যথায় বিরাজমান।
সেথা সমাশ্রণে কর অধ্যবসায়
হবে ফল-সিদ্ধি ইথে জানিবে নিশ্চয়।

॥২।১০।৯॥

ব্যাখ্যা—
নিজ মহা পাপ নাশে অতি অসমর্থ তুমি
যদি চাহ নিবারিতে, মোর উপদেশ[১] শুনি।
কর তথা অনুষ্ঠান জানি অতি সমীচীন
শ্রীপর্বত আশ্রয়ণ কর চিন্তা অনুদিন।
পাপিনী পুতনা যেবা সংহারিল আচম্বিতে
সে তব প্রবল পাপ অবহেলে বিনাশিতে।

সুদূর বৈকুণ্ঠ হ'তে করে আসি নিত্য বাস
হেথা ভূমিতলে যথা বনগিরি দিব্যদেশ।
মোর প্রভু দিব্য গজে[২] বিরাজিত দেখি হেথা
তাঁহার আশ্রয়ে বসে শত শত গজ তথা।
তথা হি—'উত্থানবালগজঃ খলু।' (পেঃ তিঃ ৩৭।২)
'দক্ষিণগজঃ।' (তিঃ নেঃ দঃ ১০)
এ হেন সে 'শ্রীপর্বত' 'বনগিরি' নাম যার
আশ্রয়ণে মনোরথ করি চলো অনিবার।
এ অধ্যবসায় তব, নিদান বিক্রয় লাভে
পরমার্থ ফল-সিদ্ধি জানিহ অবশ্য পাবে।

॥২।১০।৯॥

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পরম প্রাপ্য হয় শ্রীপর্বতই সর্বভাবে
দশকোপক্রমে কহি, কহে উপসংহারে।

মূল গাথা

'তব ফলসিদ্ধি লাভে শ্রীপর্বত সমাশ্রণ
ইথে যত অবিশ্বাস কর কর বরজন'।
বেদার্থ বিশদীকৃত গীতার আচার্যরূপে
সেই কৃষ্ণচন্দ্র যেথা বিরাজেন অর্চারূপে,
যেথা নৃত্য করে পুনঃ ময়ূর ময়ূরীগণ
চারিধারে শোভে সদা কুসুমিত উদ্যান।
সেই 'শ্রীপর্বতে' তব প্রবেশই যে প্রয়োজন॥

॥২।১০।১০॥

ব্যাখ্যা—
পরতন্ত্র আত্মারে যদি স্বতন্ত্র ভাবনা
আত্ম-অপহার কহে ত্যজ সে বাসনা।
তথা হি—
"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥"
চক্ষু-অগোচর তাই সর্বেশ্বরে অবিশ্বাস
কাপট্য প্রধান ইহা করিবে তোমারে নাশ।

১ মোর উপদেশ—সংসারীর প্রতি স্বরীর উপদেশ।

২ দিব্যগজ—শ্রীভগবান

ত্যজ আত্ম-অপহার ত্যজ এই অবিশ্বাস
সাত্ত্বিক ও প্রামাণিক হ'য়ে কর বিশ্বাস।
তিনি সর্ব প্রাপ্য বস্তু তিনি যে রক্ষকবর
এ হেন সে তত্ত্ব সর্বশাস্ত্র প্রমাণগোচর।
বেদসার গীতাশাস্ত্র যাঁহার শ্রীমুখ-বাণী
যে আলয়ে সমাদরে নিত্য বিরাজিত তিনি।
যথা নৃত্য করে পুনঃ ময়ূর ময়ূরীগণ
চারিধারে শোভে সদা কুসুমিত উদ্যান।
এ হেন শ্রীপর্বতে প্রবেশই যে প্রয়োজন
ব্যর্থ বলিয়া ভাব অন্য যত প্রযতন।

॥২।১০।১০॥

——

দ্বিতীয় শতক, দশম দশক — একাদশ গাথা
(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক সমাদরে নিত্য যে অভ্যাস করে
নিবারি' সংসার দেয় শ্রীহরি-চরণ তারে।

মূল গাথা

নিজ প্রয়োজনে যাঁর এ বিশ্ব সৃজন
তাঁর গুণগণে যিনি পূর্ণ জ্ঞানবান।
সে উদার শঠকোপ রচিলা সহস্রগীতি
শ্রোতা বক্তা যাহে লভে সুবিশদ জ্ঞান ভক্তি
তার মাঝে এ দশক ধরে হেন মহাবল
সংসার-বিমুক্ত করি দেয় প্রভু পদতল॥

২।১০।১১

ব্যাখ্যা—

নিজ প্রয়োজনে বিশ্ব করিয়া সৃজন
তাহাতে ভরিল প্রভু চেতনাচেতন।
দেহেন্দ্রিয় দিল জীবে যাহে সে প্রভুরে ভজে
সে উপকরণে জীব শব্দাদি বিষয়ে মজে।
বারেক বিফল হ'লে তারে প্রভু নাহি ত্যজে
পুনঃ সৃষ্টি করে ভাবি, একদা লাগিবে কাজে।

প্রভুর হেন গুণগণে যিনি পূর্ণ জ্ঞানবান
অজ্ঞান নিবারি' প্রভু করে যাঁরে ভক্তিমান।
হেন শঠকোপ সূরী রচিলা সহস্র-গীতি
শ্রোতা বক্তা লভে যাহে সুবিশদ জ্ঞান ভক্তি।
সূরীর জ্ঞানের হেতু স্বয়ং ঈশ্বর
কৃপায় রচিলা সূরী এ প্রবন্ধসার।
প্রবন্ধ করিল কৃপা বস্তু নিরূপণে
এ দশক যুক্ত করে দয়াল-চরণে।
সংসার-সম্বন্ধ সবাসনা নাশ করে
প্রভুর চরণে যুক্ত করে যে তৎপরে।
জ্ঞানদানমাত্র নহে এ দশকে দান
প্রয়োজন সিদ্ধ করে হেন অবদান।

॥২।১০।১১॥

——

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

——

তৃতীয় শতক — প্রথম দশক

দশক তাৎপর্য —

তৃতীয় শতকে প্রথম দশকে
বনাদ্রিনাথের রূপ
আপাদ মৌলি অবয়ব-শোভা
আভরণ অনুরূপ।
ব্রহ্মাদিরও যাহা বাক্যে অগোচর
হেন রূপ দরশনে
সুরীর হৃদয় ডুবিল তাহাতে
সেই শোভা বরণনে।

গত দশকেতে প্রভুর কল্যাণগুণগণে
সুরীর অজ্ঞান নাহি নিজ মুখে তিনি ভণে।
এবে সুরী কহে তার আছে এক অজ্ঞানে
রূপের বিষয়ে প্রভুর সম্যক্ বরণনে।
প্রাগুক্ত অজ্ঞান জীবে কর্মনিদান তার
এ দশকে অজ্ঞানে নিদান বিষয়-ভার[১]।
সম্যক্ প্রভুর রূপ নিত্যসুরীও নাহি জানে
এ রূপ বিষয়ে তারাও অক্ষম বরণনে।
কল্পক তরুটি যে নিবিড় ও বহু শাখা
প্রতি গ্রন্থি পুষ্পিত সুন্দরতা ভরা যথা।
তথা অনুভব করে সুরী প্রভুর রূপখানি
অপরূপ প্রতিস্থানে অনুপ সৌন্দর্য-খনি।
বেদ কিংবা বৈদিকও তথা ব্রহ্মা রুদ্র কেহ
প্রভুর এ হেন রূপ জানিতে অক্ষম সেহ।
স্বেচ্ছায় আসিয়া প্রভু দেন যদি দরশন
জন্মবৃত্তে হীন জনও রূপ হেরি মুগ্ধ মন।

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মূর্তিমান সৌন্দর্য বরণনে অক্ষম
দিব্য অবয়ব-শোভা তথা দিব্য-বিভূষণ।
অবয়বে প্রতি অঙ্গে বিন্যাস দর্শন করি
আপাদ-কিরীট প্রভুর, অতীব বিস্মিত সুরী।

১ বিষয়-ভার—শ্রীভগবানের অসীম রূপসৌন্দর্য।

মূল গাথা

তব শ্রীমুখের জ্যোতি মরি কিবা অদভুত
কিরীটের জ্যোতিরূপে হ'য়েছে কি বিকসিত!
চরণকমলে তব অপরূপ দিব্য ছটা
তব পদ্মাসনে পুনঃ তাহা বিকসিত কিবা!
তব শ্রীবিগ্রহজ্যোতি সর্বাঙ্গের অলংকার
কটিতে সুবর্ণ জ্যোতি তথা তব পীতাম্বর।
যবে হেরি সম্মিলিত জ্যোতির তরঙ্গমালা
শ্রীপতি! বিচারি কহ, তব রূপছটা খেলা॥

॥৩।১।১॥

ব্যাখ্যা—

তব শ্রীমুখের তেজ কিরীটেতে বিকসিত
কিংবা কিরীটের জ্যোতি শ্রীমুখে প্রতিফলিত!
'শেষত্ব' প্রতি-সম্বন্ধী হয় 'শেষিত্বস্বরূপ'
শেষিত্বের পরাধীন হয় শেষত্বের রূপ।
শেষিত্ব লক্ষণ তব দেখি তব শ্রীমুকুটে
সেই সে মুকুট ছটা চরণ অবধি ছুটে।
চরণযুগলে জ্যোতি হ'য়ে পুনঃ সম্মিলিত
তব পদ্মাসনরূপে হ'য়েছে কি বিকসিত!
তব চরণারবিন্দ প্রাপ্যের চরমাবধি
হেন পাদপদ্ম হ'তে ছুটে জ্যোতি ঊর্দ্ধগতি।
সমুদ্রে পতিত তৃণ তরঙ্গ-তরঙ্গাঘাতে
ভাসে যথা স্থানান্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হ'তে।
তথা প্রভুর রূপ-ছটা তরঙ্গে তরঙ্গে মরি
ছুটিয়াছে চারিধারে, হেন অনুভবে সুরী।
তোমার শ্রীঅঙ্গভরি যত আভরণকুল
শ্রীবিগ্রহকান্তি লেগে করে কি গো ঝলমল!
তব কটিদেশে কান্তি পীতাম্বরে বিকসিত
অথবা অম্বরছটা কটিদেশে সুমিলিত।
জ্যোতির্ময় তব স্বর্ণ-সুন্দর কটিদেশে
শ্রীবিগ্রহ-পীতাম্বর-ভূষা ছটা মিলে পাশে।

ছটায় ছটায় হেন ওতপ্রোত সম্মিলন
অতুলন, নাহি গণি জলে জল সে মিলন।
চিরম্লিষ্টা লক্ষ্মীদেবী সৌন্দর্যে মূর্তিমতী
তোমার সৌন্দর্যে একীভূত ওহে শ্রিয়ঃপতি।
সর্বময় জ্যোতির্ময় এ হেন সে রূপশোভা
জানিতে শকতি কার অতীব যে মনোলোভা।
বিচারিয়ে কহ প্রভু কোন জ্যোতি আদিভূত ?
তুমি আমি নিত্যস্মুরী এ বিষয়ে অজ্ঞাত।

যথা হি—"স্বতঃ সর্বজ্ঞঃ স্বেনাপি স্বস্বভাবং
জ্ঞাতুং অশক্যঃ।" (সহ—৭।৮।৩)

॥৩।১।১॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
তব মহা সৌন্দর্যে ভুবনে তুলনা নহে
অতয়ে লৌকিক স্তুতি তব অপকর্ষ কহে।

মূল গাথা

তব নেত্র পদ করে কমল তো সম নয়
শ্রীবিগ্রহকান্তি কি গো কষিত কাঞ্চন হয়!
উপমানমুখে তোমা স্তব করে এ সংসারে
হে পরমজ্যোতি তাহে তব অপকর্ষ করে॥

॥৩।১।২॥

ব্যাখ্যা—
ভক্ত তব অনুভবে অধো ডুবি যায়
সেই অনুভব বাক্যে প্রকাশ না পায়।
বিচারিলে তব কর পদ নেত্রচয়
তামরস জাতি মাত্রে উপমা কি হয়!
ইহাদের দিব্যরূপ তথা গুণগণ
তুলনা নাহিক কোথাও অতি অতুলন।
নয়নের সুশীতল দরশনে পরাজিত
ভক্তের পতনস্থান রাতুল চরণ যুগ।
পতিত ভক্তেরে তুলি' কর করে আলিঙ্গন
তাদৃশী স্থিতি যে প্রভুর অবয়ব গুণগণ।
হেন অনুভবে স্মুরী একে একে কহি যায়
ক্রম নাহি রহে ইথে নেত্র পদ কর কয়।
তথা হি—
"অত্যন্তভক্তিযুক্তানাং ন চ শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ।"
'নেত্র' শব্দে মুখকান্তি, 'পদ' কহে চরণছটা
মধ্যে অবয়ব শোভা বুঝ 'কর' শব্দে তথা।
পূর্ব পাণ্ডুরের উক্তি হেথা করি' নিগমন
স্মুরী হেথা কহে প্রভুর প্রতি অঙ্গ রূপ গুণ।
অগ্নিদ্রব ঘৃষ্ট স্বর্ণ নহে কভু উপমান
বিগ্রহকান্তির বর্ণে, সে যে অতি অতুলন।
তথা হি—
"প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণীয়সাম্।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তং পুরুষং পরম্॥"
(মনু—১২।১২২, ১০০।২২)

এ সংসারে দৃশ্যমান প্রাকৃত পদার্থ হ'তে
তব অঙ্গ বৈলক্ষণ্য, অতীব উৎকর্ষ তা'তে।
না জানিয়ে করে স্তুতি সাংসারিক উপমানে
সে স্তুতি সূচনা করে তব অপকর্ষ দানে।
তুমি অধিগম্য বটে বেদ আদি শাস্ত্রমুখে
সে বেদও অক্ষম তবু যথাযথ বর্ণিতে।
বিষয়[১] না দেখি' যদি করে তার অভিধান
উৎকর্ষ কেমনে হবে, অপকর্ষ সে বিধান।
রত্নে না দেখিয়া দেয় গৈরিক শিলা উপমান
তবে হেন উপমানে রত্নেরে যে নিন্দা দান।
ওহে জ্যোতির্ময় প্রভো, সর্ববস্তু বিলক্ষণ
স্মুরী কহে তুমি যে গো অদ্বিতীয় নারায়ণ।

তথা হি—"নারায়ণঃ পরো জ্যোতিঃ।" (নাঃ অঃ উঃ)

॥৩।১।২॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
অজ্ঞানী রহুক দূরে, জ্ঞানী প্রভুদত্ত জ্ঞানে
স্মুরীও বর্ণিতে নারে প্রভু-রূপগুণগণে।

---

১ বিষয়—যে কোন পদার্থ, এ স্থলে ভগবদ্বিষয়।

মূল গাথা

তুমি যে গো পরবস্তু তুমি যে গো পরংজ্যোতি
তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নহে সে জ্যোতির পতি।
হেন জ্যোতি-বিরহিত যত বস্তু বিদ্যমান
কেমনে হইতে পারে বল তব উপমান!
হেন পরজ্যোতি তুমি হেন সে পরাৎপর
তোমার সৌলভ্য সীমা 'গোবিন্দ অবতার'।
কোনই শকতি নাহি কথনে প্রকার তার॥

॥৩।১।৩॥

ব্যাখ্যা—

সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে তথা কথঞ্চিৎ আধিক্য যারে
'তেজৈশ্বর্যে তব সম কেহ নাহি', কহে তারে।
হেথা কিন্তু তথা নয় তুমি প্রভু পরাৎপর
কোথাও তব সম নাই, তুমিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিধর।

তথা হি—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' (কঠঃ উঃ)

বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হেন আছে সংসারে
যাহার সদৃশ কিংবা অধিক আছে পরে পরে।
হেন কোন ব্যক্তিরে তবু তোষামদি' কহে
সম বা অধিক তব এ জগতে কেহ নহে।
তুমি কিন্তু তথা নয় তুমি প্রভু পরাৎপর
তোমার উপমা নাই তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যোতীশ্বর।
নিজ রক্ষায় অক্ষম তবু তারে লোকে কয়
সর্ব দেশ রক্ষক আপনি যে মহাশয়।
হে সত্যসঙ্কল্প! তব সঙ্কল্পলবলেশে
বিস্তীর্ণ এ বিশ্বভূমি সৃষ্ট হয় নিমেষেতে।
জগৎ সৃজন করি তব শ্রীবিগ্রহ কাঁতি
হর্ষভরে উথলয়ে হেন তাহে অতি প্রীতি!
হেন তব পরত্বের সীমা দেছো অনুভব
কহি' নাহি পারি পুন সৌলভ্যের সীমা তব।
হেন পরবস্তু ভূমে গোবিন্দরূপে অবতরি
গোপীগৃহে ভক্ষয়ে নবনীত চুরি করি।

তথা হি—"মনসা ন চিন্তয়িতুং শক্যতে নবনীতভক্ষণং।" (তিঃ বিঃ—১৮)

হেন পরবস্তু হেন অপহ্নব লীলা১ যাঁরি
চিন্তনে ধারণে তথা কথনে না যায় মরি।

॥৩।১।৩॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তোমারে বিমুখ হ'য়ে সংসারী যে ক্লেশ পায়
কৃপায় তাদের অভিমুখ কর মহাশয়।

মূল গাথা

তব নাভিপদ্ম'পরি সৃষ্ট জীব যত যত
পুষ্প সম শ্রীবিগ্রহে অনুরাগে অসমর্থ।
অনুরাগ দেছো বিষয়ান্তরে মতান্তরে২
দিয়াছ তুলসী আদি তাহে অনুরাগ তরে।
তাহে অনুরাগে তারা নহে যদি সক্ষম
এ মহাপৃথিবী তবে হবে নাকি দুঃখধাম।

।৩।১।৪॥

ব্যাখ্যা—

শ্রীনাভিকমলোপরি জীবসৃষ্টি ব্রহ্মা দ্বারে
সৃজন ক'রেছো হেন তোমারে ভজন তরে।
মধুস্যন্দি অতিশয় ভোগ্য তব শ্রীবিগ্রহে
মন নিবেশিতে নারে, চাহে বিষয়ান্তরে।
কর্মবশ্য জীব তারা নিজ নিজ কর্মফলে
অনুগুণ মনোবৃত্তি আপনি বাড়িয়া চলে।
তদুপরি দেছো তাদের নানা মতবাদে১ মতি
এই মতি দেয় বাধা, তোমাতে বাড়ে না মতি।
তোমার বিষয়ে রতি মতি কবি বরজন
ইতর বিষয়ে হয় অনুরাগে সে প্রবণ।
হেন বিপরীত বুদ্ধি দিবে তারে মহাক্লেশ
সংসার-নিবৃত্তি নাহি, হবে নাশ পরিশেষ।

তথা হি—'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।' (গীতা—২।৬৩)

---

১ অপহ্নব লীলা — সৌলভ্য লীলা। ২ মতান্তর, নানা মতবাদ—শূন্যবাদ (বৌদ্ধ মত), মায়াবাদ (শাঙ্কর মত), সাংখ্যবাদ (কাপিল মত) ইত্যাদি।

হেন নাশ নিবারণে মধুস্যন্দি পুষ্পসম
অতি উপভোগ্য তব রূপ দেছো অনুপম।
দে'ছো পুন পাবক শ্রীতুলসী আদি যত
যাহে তব অতি প্রীতি, সকলেরই ভোগ্যভূত।
সক্ষম কি হবে তারা, তব প্রতি অনুরত
নহে যদি, সর্ব জীবে পাবে দুঃখ শত শত।
॥৩।১।৪॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সাক্ষাৎ সঙ্গতি হয় তৃতীয় পঞ্চম গাথা
চতুর্থ গাথায় কহে প্রাসঙ্গিক ক্লেশ কথা।
ভক্ততরে গোবিন্দের ননীচুরি লীলা
'কহিতে অক্ষম' সূরী তৃতীয়ে কহিলা।
প্রভু কহে, সুদুষ্কর লোকে হেন গুণগান
অজ্ঞান নিবৃত্ত তব তুমি জ্ঞানী ভক্তিমান।
নিত্যসূরী হইতেও তোমারে ব্যাবৃত্ত মানি
মোর হেন লীলা গানে নহে কি সমর্থ তুমি?
সূরী কহে, মোরে বটে করেছো উৎকর্ষ দান
সসীম তো কর নাই তব লীলা লীলাধাম?
অসীম যে লীলা তার গান কি সম্ভবে কভু?
কেমনে সক্ষম হবো কহ তাই কহ প্রভু।

মূল গাথা

স্বাভাবিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় তনু তুমি
স্বাভাবিক জ্ঞানরূপী সরবজ্ঞ গুণমণি,
উচ্চ নীচ সকলেরই ব্যাপক ও রক্ষক
ভূত ভাবী বর্ত্তমান কালত্রয় নির্বাহক।
তব গুণগণ হেন সম্যক্ কথনে প্রভু
সূরী কহে, এ দাসের শকতি না হবে কভু।
॥৩।১।৫॥

ব্যাখ্যা—

অতীব বিকস্বর জ্যোতির্ময় শ্রীবিগ্রহ
তপস্যার ফল নহে স্বতঃ স্বাভাবিক সেহ।
এ হেন সে দিব্যরূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়
রজ তম সংমিশ্রণ-গন্ধ নাহি তায়।
সর্ব দিব্য তনু ভরি আত্মগুণ প্রকাশয়
তাহে পুন উর্জিত তেজোরাশি উজ্জ্বলয়।
আমাদের দেহ হয় পাপপুণ্য কর্মকৃত
তব দিব্য তনু হয় স্বেচ্ছায় সুগৃহীত।
দুরূপেতে সর্বব্যাপী তবু রূপ প্রকাশন
কেবল ধর্মত্রাণ তরে বহু মুখে শাস্ত্র ক'ন।
তথা হি—"শরীরগ্রহণং ব্যাপিন্ ধর্মত্রাণায় কেবলম্।"
(বিঃ—৫।১।৫১)
রূপের দরশ আশে ভক্ত যবে বেয়াকুল
তারে দরশন তরে প্রভু ধরে দিব্যরূপ।
তথা হি—
"ন তে রূপং ন চাকারং নায়ুধানি ন চাস্পদম্।
তথাপি পুরুষাকারঃ ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে॥"
(জিতন্তা স্তোত্র)
তব জ্ঞানরাশি হয় অজাত অনাদি জ্ঞান
স্বত সরবজ্ঞ পূর্ণ কল্যাণ গুণগণ।
সকলেরই স্বামী তুমি দূরে যেতে অপারগ
সর্ব মাঝে ব্যাপ্ত সর্ব নির্বাহক ও রক্ষক।
ভূত ভাবী বর্তমান কালত্রয়ও নির্বহন
অনন্ত কল্যাণ গুণ দিব্য রূপ বিলক্ষণ।
যুগপৎ সম্যক দরশন ও শুদ্র জ্ঞান
সর্বরক্ষকত্ব পুনঃ সর্ব নির্বাহক গুণ।
কেমনে সে দরশনে সম্যক্ বরণনে
কোথায় শকতি পাবো, অসম্ভব গণি মনে।
॥৩।১।৫॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক—ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'সম্যক্ কহিতে নারি' সূরী কহে গত গাথা
বেদ যদি কহি' পারে, কোথা তবে তব বাধা?
প্রশ্নোত্তরে সূরী কহে, বেদেরও তো এই দশা
স্বামী-কথা কহিবারে বেদেরও যে নাহি ভাষা।

মূল গাথা

বেদ অধ্যয়নকারী তথা চতুর্বেদ আর
স্বর্গলোকে ব্রহ্মলোকে যতেক প্রকার তার।
তথা সাধুগণ তব কল্যাণ গুণগণে
সদাই নিরত থাকে কভু নাহি বরজনে।

তবু তোমা রূপে গুণে সম্যক্ যে নাহি জানে
মো কেমনে কহি' পারি তব হেন রূপে গুণে।
হে কিরীটি-তুলসীক হে কমলা-উরসিক
তব স্তুতি উপযোগী কোথা পাব হেন বাক্য।
॥৩।১।৬॥

ব্যাখ্যা—

বেদের যতেক শাখা স্বর্গলোকে তথা হেথা
ভিন্ন ভিন্ন সব শাখা১ ভিন্ন স্বাধ্যায়ী তথা।
সাধু বেদার্থের জ্ঞানী তব সাধু গুণগণে
সদাই নিরত তারা ধ্যানে তথা চিন্তনে।
তবু নহে অধিগত সম্যক্ যে তব গুণে ॥
যথা এক বর্ষা-বিন্দু সমুদ্রেরে নাহি ভরে;
তথা তব গুণসিন্ধু বিন্দুমাত্র কহি' পারে।

তথা হি—

অন্তত্রাতদ্‌গুণোক্তির্জগবতি ন তদুৎকর্ষচৌর্যৈঃ পরেষাম্
স্তুত্যত্বাদ্ যাবদর্থা ভণিতিরপি তথা তস্য নিঃসীমকত্বাৎ।
আম্নায়ানামসীম্নামপি হরিবিভবে বর্ষবিন্দোরিবাব্ধৌ ৫ ৪
সম্বন্ধাৎ স্বাত্মলাভো ন তু কবলনতঃ স্তোতুরেবং কিং মে ॥
(শ্রীরঙ্গরাজস্তব২।১০)

সদ্য বিকশিত পুষ্প অতীব সুগন্ধ ভরে
তার সনে শ্রীতুলসী যে কিরীট অলঙ্কারে
সে কিরীটি বরণনে বেদও হয় ভ্রান্ত শ্রান্ত
তদুপরি লক্ষ্মী-সংশ্লেষে তিনি হৃষ্ট পুষ্ট।
অদ্বিতীয় রূপ গুণ তথা বিভূষণগণ
অদ্বিতীয় লক্ষ্মীদেবী, তথা সহ-অবস্থান।
বর্ণনে শকতি নাই, নাহি ভাষা নাহি জ্ঞান।
॥৩।১।৬॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বেদ ছাড়, বৈদিকও কহে যদি তব কথা
তাদের স্তুতিও করে তব তেজ ম্লান তথা।

মূল গাথা

বহু স্তোতা আছে, যথা তব সৃষ্ট চতুর্মুখ
অপর দেবতা তথা জ্ঞানী রুদ্রাদি প্রমুখ।
সর্বদেব মিলিয়াও স্তুতি যদি করে তবে
তোমার কল্যাণ গুণ মলিন কি নাহি হবে!
॥৩।১।৭॥

ব্যাখ্যা—

প্রভু কহে, ওহে সূরী, বহু স্তোতা করে স্তুতি
সূরী কহে, বেদ হ'তে অধিক কি সে শকতি!
তোমারই সঙ্কল্পে সৃষ্ট সেই সব স্তোতা
প্রথম সৃজন তব চতুর্মুখ ধাতা।
তোমার আদেশে পুন ব্রহ্মা উৎপাদিল
সুর নর আদি জীব জগতে ভরিল।
অসীম তোমার রূপ তথা তব গুণে
তাদের সসীম জ্ঞান জানিবে কেমনে!
জ্ঞানাধিক রুদ্রদেব তিনি যদি চায়
তোমার অবধি তবু দেখিতে না পায়।
রুদ্রাদি সকলদেব মিলি যদি করে স্তুতি
তথাপি সম্যক্ স্তুতি নাহি হবে সে শকতি।
তব গুণে কোন দেবে নাহি যদি পূর্ণ জ্ঞান
মিলিত স্তুতিও তবে তোমারে মালিন্য দান।
॥৩।১।৭॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

রুদ্রাদির স্তুতি অসম্যক্, পূর্ব গাথা কয়
ব্রহ্মার স্তুতিও তদ্রূপ, কয় এ গাথায়।
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বটে ব্রহ্ম-ভাবনাবান১
তবু তাঁর স্তুতি তোমা করিবে অবজ্ঞা দান।

---

১ স্বর্গলোকে ব্রহ্মলোকে বেদের ও রামায়ণাদির শাখা বহুবিস্তৃত।

১—ত্রিবিধ ভাবনা—(১) কর্মভাবনা, (২) ব্রহ্মভাবনা, (৩) ব্রহ্মভাবনা।

মূল গাথা

তব বিগ্রহখানি নির্মল তেজবান
সঙ্কোচবিকাশহীন১ সদা নিরমল জ্ঞান।
ব্যাপ্ত তুমি সর্বস্থলে সর্ববস্তু-আত্মা তুমি
সদা অতি নিরমল রূপে গুণে জ্ঞানে গুণী।
নিরমল পূর্ণ জ্ঞান হেন এক ব্রহ্মা যদি
আসিয়া তোমার পাশে তোমারে করয়ে স্তুতি।
সর্বময় নিরমল ওহে সর্বশেষী প্রভু
তব জ্যোতি সুনির্মলে মালিন্য স্পর্শিবে তবু॥

॥৩।১।৮

ব্যাখ্যা—

তোমার বিগ্রহখানি শুদ্ধসত্ত্বময় জানি
তাহে নিরবধি তেজবান।
সদা পূর্ণ বিকসিত সঙ্কোচ বিরহিত
একরূপ নিরমল জ্ঞান॥

তথা হি—'সদৈকরূপায়।' (বি: ২।১)

সংসারী যে কর্মবশ্য সে কারণে যে অবশ্য
দেহে জ্ঞান ক্ষয় বৃদ্ধি পায়।
তুমি সদৈকস্বভাব নাহিক অন্যথাভাব
সঙ্কোচ বিকাশ তাতে নয়॥
সর্ববস্তু আত্মা তুমি সর্বগুণাশ্রয়-ভূমি
সরবত্র ব্যাপ্ত নির্বাহক।
তুমি যে গো সর্বেশ্বর তুমি যে গো পরাৎপর
অদ্বিতীয় সবার নায়ক॥
নিরমল পূর্ণজ্ঞানী কল্পিত এক ব্রহ্মা যদি
সেই জ্ঞানে করে তোমা স্তুতি।
সে জ্ঞান তো নিত্য নয় আয়ু অন্তে নষ্ট হয়
তাই জ্ঞানে রহিবে গো ত্রুটি॥
ব্রহ্মা-আয়ু নির্দ্ধারিত স্তোত্র তাই পরিমিত
সর্বভাবে নির্দোষ না হয়।
অন্তরে বাহিরে তুমি পূর্ণ নিরমল স্বামী
মালিন্য পরশ পাবে তায়॥

॥৩।১।৮॥

— —

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পরত্ব কথনে মাত্র অক্ষম যে নয়
তোমায় সৌলভ্যগুণও তদ্রূপই হয়।

মূল গাথা

কুণ্ঠাহীন তীক্ষ্ণচক্র সুদর্শন দক্ষিণ করে
আর্ত্ত ও প্রপন্ন এক গজেন্দ্রেরে রক্ষা তরে।
গরুড় সঞ্চারে আসি ভূমে আবির্ভূত হরি
আশ্রিতে বাৎসল্যগুণ অতীব বিস্ময় হেরি।
অকুণ্ঠিত জ্ঞান তথা সত্যসঙ্কল্প তব
বৈকুণ্ঠে রহিয়া রক্ষা আশ্রিতে তো সম্ভব!
অস্ত্র ধরি অবতরি' যদি রক্ষা নাহি কর
তিরোহিত হবে তায় তব তেজ বিকস্বর॥

॥৩।১।৯॥

ব্যাখ্যা—

'কুণ্ঠাহীন' শব্দে অর্থ অতীব উজ্জ্বল কান্তি
শত্রুদেহ পরশেতে শান-ঘৃষ্ট হেন ভ্রান্তি।
হেন জ্যোতির্ময় চক্র তীক্ষ্ণ অতিশয় মরি
দক্ষিণ করেতে ধরি আবির্ভূত হয় হরি।

তথা হি—

'রূপপূর্ণজ্যোতি: দক্ষিণে নিত্যস্থিত:।' (তি: ৭)

গজেন্দ্রের আর্ত্তনাদ কণ্ঠে যবে প্রবেশিলা
আশ্রিত রক্ষণে হরি আপনারে ভুলি গেলা।

১—সঙ্কোচ-বিকাশহীন—শ্রীভগবানে জ্ঞান সদাসর্বদা সম্পূর্ণ বিকশিত। কখনও কোনও সঙ্কোচ হয় না, যখন যে গুণের যতটুকু প্রয়োজন, তখন তিনি সেই গুণ ততটুকু প্রকাশ করেন। অপ্রকাশিত সমস্ত গুণই তাঁহাতে সর্বদা সর্বথা বিদ্যমান থাকে। যখন কোন গুণেরই প্রকাশ তাঁহাতে দেখা যায় না, তখন ভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া থাকেন।

কতই না ব্যাকুলতা মরি তায় কত ত্বরা
বৈকুণ্ঠ হ'তে নিমেষেতে অবতীর্ণ হ'ন ধরা।
গজের এ অনুরাগ আদর্শ ও মূর্তিমান
অনুরাগ-নিরূপক গজেন্দ্রের হেন মন।
শুণ্ডে পদ্ম ধরিয়া সে অতি অনুরাগভরে
চক্রধারী বিমোহন রূপ দরশন তরে।
হেন পদ্ম হয় যথা অম্লান সমর্পণ
অতি ত্বরা হরি তথা আসি দেন দরশন।
গরুড়জী সঞ্চারি' অবতরে ত্বরা অতি
সঙ্কল্পেরও১ অগ্রে চলে এই বিহগের গতি।
তাহাও পর্যাপ্ত নহে ভাবি মনে প্রভু তবে
নিমেষে বিহগে টানি' পড়িলেন ভূমিতলে।
গজ-দুঃখে অতি ত্বরা আলুথালু বেশ
পড়িলেন ভূমিতলে হেন মহাক্লেশ।
হেন ক্লেশ হেন ত্বরা সুদর্শনে ভুলি গেলা
তদুপরি সঙ্কল্প জ্ঞান তাহাও যে বিস্মরিলা।
সত্যসঙ্কল্প তিনি কার্যকরী ইহা ক্ষণে
এ সঙ্কল্পজ্ঞান মুখ্য জীব-রক্ষোপকরণে২।
নানাকার্যে প্রেরিত উৎকণ্ঠা বিনা তায়
সাধিয়া প্রভুর কার্য উজ্জ্বলতর হয়।
তথাপি বৈকুণ্ঠ হ'তে আপন সঙ্কল্প জ্ঞানে
যদি রক্ষা করিতেন যতেক সংসারিগণে।
গজেন্দ্র-রক্ষণে যদি নহে আলুথালু বেশ
কে জানিত কে বুঝিত তাঁহার রক্ষক-বেশ।
গজক্লেশ-ম্লান হ্রদে হ'য়ে অতীব অধীর
নিমেষে পড়িলা আসি তাহে অবনত শির।
আর্ত রক্ষণে ভ্রষ্ট-বিবেক ও অতি ত্বরা
ইথে তব তেজ হয় নিরবধি সর্বভরা।
স্বস্থানে স্থিত হ'য়ে সঙ্কল্পে রক্ষণ যদি
বল প্রভু, তেজ তব তিরোহিত হবেনা কি!
॥৩।১।৯॥*

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বেদ-অধিগম্য তুমি সর্বেশ্বর পরাৎপর
সর্ববিশ্ব ভরি' তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেব ঈশ্বরাভিমানী
তোমারে যে করে স্তুতি, বিস্ময় না মানি।

মূল গাথা

চতুর্বেদে প্রমাণিত বিকস্বর তেজ তুমি
বারংবার করি সৃষ্টি তোমার এ বিশ্ব ভূমি।
যথাক্রমে কর তারে নিগীরণ উদ্গীরণ
পুনঃ কর অবহেলে উদ্ধরণ বিক্রমণ।
এ হেন তোমারে সর্বেশ্বর পরাৎপর জানি
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র তথা নিজ নিজ স্বামী মানি।
তোমারে করিছে স্তুতি নানাভাবে অতিশয়
তুমি সর্ব বিলক্ষণ বিস্ময় কি আছে তায়!
॥৩।১।১০॥

---

১ শ্রীভগবানের সঙ্কল্পের গতি অপেক্ষা গরুড়জীর গতি অধিক দ্রুত। গরুড়জীর গতি অপেক্ষা আশ্রিত-দুঃখ নিবর্তনে তাঁহার ত্বরা অধিক বেগবতী।
২ জীব-রক্ষণ-উপকরণ—উপকরণ অর্থে উপায়।

* এই গাথাটি আচার্যগণ কর্তৃক প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ইহাতে আছে শ্রীভগবানের আর্তত্রাণপরায়ণ এবং আশ্রিত-বাৎসল্য-বিবশ—এই দুইটী গুণের বাস্তব পরিচয়। ইহা বিবৃত হইয়াছে যে আশ্রিতপরবশ ভগবান যদি (গজেন্দ্রের মোক্ষণের ন্যায়) অত্যন্ত ত্বরাযুক্ত হইয়া, লক্ষ্মীজী বিষ্বক্সেন প্রভৃতি পার্ষিদবর্গ এবং নিজ বসন ভূষণ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া আশ্রিত-দুঃখ নিবর্তনের জন্য স্বয়ং না আসিয়া, তাঁহার সত্যসঙ্কল্পরূপ সঙ্কল্পজ্ঞানের দ্বারাই শ্রীবৈকুণ্ঠে বসিয়াই সমস্ত আশ্রিতের (এবং সংসারী জীবেরও) কেবল সঙ্কল্প দ্বারাই দুঃখ নিবর্তন করিতেন তাহা হইলে তাঁহার নিরবধিক উজ্জ্বল স্বরূপের উপরে কালিমা আবৃত হইয়া যাইত। তাঁহার এই মানসিক ত্বরা যদি তাঁহার বাক্যে এবং শ্রীবিগ্রহে অভিব্যক্ত হয় (যেমন হইয়াছিল গজেন্দ্রের জন্য) তাহা হইলে তাঁহার নিরবধিক তেজ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাই তাঁহার সৌলভ্যের এবং আশ্রিত-পারতন্ত্র্যের বিশেষ বৈলক্ষণ্য।

ব্যাখ্যা—

তুমি বেদরূপ পুনঃ বেদ প্রমাণিত
তব জ্ঞান তব পূজা ইহাতে কথিত।
ইহার যথার্থ অর্থ আস্তিকে প্রকাশ
নাস্তিক জানে না তাহা থাকে অপ্রকাশ।

তথা হি—

"আদৌ বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতিরুপকুরুতে সেতিহাসৈঃ পুরাণৈঃ
ন্যায়ৈঃ সার্দ্ধং ত্বদর্চাবিধিমুপরি পরিক্ষীয়তে পূর্বভাগঃ।
ঊর্দ্ধো ভাগস্ত্বদীহাগুণবিভবপরিজ্ঞাপনৈস্ত্বৎপদাপ্তৌ
বেদ্যো বেদৈশ্চ সর্বৈরহমিতি ভগবান্ স্বেন চ ব্যাচকর্থ॥"
(শ্রীরঙ্গ—উত্তর ১৯)

পূর্বভাগ কহে তব আরাধনারূপ
উত্তরভাগেতে কয় আরাধ্য স্বরূপ।
নিজ মুখে কহিয়াছ তুমি বেদবেদ্য
বেদমুখে আপনারে কর প্রতিপাদ্য।

তথা হি—'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।' (গীতা)

বেদ কহে তুমি সর্বরক্ষক তাই সর্বস্বামী
বারংবার রক্ষা কর এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি।
প্রলয়ে জীবেরে রাখ দেহেন্দ্রিয় বিবর্জিত
যথাকালে সৃজ তারে ভোগ মোক্ষে অধিকৃত।
প্রলয়পয়োধিজলে মগ্ন ধরা উদ্ধারিলে
বরাহরূপেতে অবতরি' তারে রক্ষা কৈলে।
প্রলয় আপদকালে রক্ষি' তারে স্ব-উদরে
প্রলয়ান্তে উদগীরহ ভোগ-মোক্ষ অধিকারে।
হেন সর্ববিধ রক্ষাকর্ত্তা তুমি সর্বেশ্বর
বিষম সৃষ্টির হেতু জীবে কৃত কর্ম তার।
তুমি সর্বরক্ষক সর্বস্বামী সর্বেশ্বর
সর্বলোক করে স্তুতি যথা নিজ অধিকার।
জটাধর রুদ্রদেব ভালে চন্দ্রকলা ধরে
জটা হয় তপোবেশ চন্দ্রকলা শোভা তবে।
তাহার জনক পুনঃ ব্রহ্মা চতুর্মুখ
তার সাথে দেবরাজ ইন্দ্রপ্রমুখ।
তাহারা তোমায় স্বামী জানি করে স্তোত্র গান
তাহাতে বিস্ময় কোথা, তুমি আদি ভগবান।
তব কীর্ত্তি কহি শুন ওহে অদ্বিতীয় স্বামী
সৃজিয়া একার্ণব তাহাতে শয়ান তুমি।
তাহে তব নাভিপদ্মে ব্রহ্মা কর উৎপাদন
তোমারি নির্দেশে তাঁর সুর নরাদি সৃজন।
হেন তব সৃষ্ট তারা করে তব স্তুতিগান
তাহাতে বিস্ময় কোথা এ সবই তোমারি দান।

॥৩।১।১০॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — একাদশ গাথা
(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক মনে প্রাণে করিলে চিন্তন
জনমের আবর্ত্তন হইবে খণ্ডন।

মূল গাথা

সংসার-বিজয়ী তথা কীর্ত্তিমান বৈষ্ণবগণ
বসতি-বিশাল সেই কুরুকাপুরীর স্থান।
সেথায় নিবাস যাঁর হেন শঠকোপ সূরী
বেদবেদ্য প্রভুজীরে নিঃসংশয়ে সমাশ্রয়ি'।
রচিল সহস্র-গাতি তার মাঝে এ দশক
অভ্যাসকারীরে হয় সংসার-নিবর্ত্তক॥

॥৩।১।১১॥

ব্যাখ্যা—

যে সকল শ্রীবৈষ্ণব সংসারের মোহজয়ী
তাহে পুনঃ কীর্ত্তিমান তাঁদের নিবাসভূমি।
বিশাল কুরুকাপুরী তার নির্বাহক যিনি
সেই শঠকোপ সূরী, তাঁর বেদবেদ্য স্বামী।
সাক্ষাৎ দরশনে হ'য়ে দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী॥
রচিলা সহস্র-গীতি তার মাঝে এ দশক
অভ্যাসকারীর হয় সংসার-নিবর্ত্তক।

॥৩।১।১১॥

আড্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক — দ্বিতীয় দশক

দশক সঙ্গতি—

গত দশকেতে স্যূরী পরত্বের অনুভবে
অশক্ত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়-সঙ্কোচ ভাবে।
তার শোক নিবর্ত্তনে আশ্বাসিয়া কহে হরি
বিষয়১ মহান তাই এ হেন অশক্তি হেরি।

দশক তাৎপর্য—

শ্রীভট্টার্য২ গোষ্ঠীপুর অবস্থানকালে
অনুজ *শিরাং পিল্লৈ*৩ পুছিছেন তারে।
'পরত্বের অনুভবে স্যূরী যে অশক্ত হয়
দিব্যদেশে অর্চা-অনুভবেও সন্তোষ নাই।
অবতার অনুভবে পশ্চাদ্‌ভাবী বিশ্লেষ
তাহা অসহন ভাবি' স্যূরী পায় মহাক্লেশ।
দক্ষিণ শ্রীপর্বতে৪ অর্চা-অবতারে স্যূরী
মুহুর্মুহু অনুভবি' তবু তৃপ্ত নহে হেরি।'
ইথে কি কারণ কহ অভিলাষ শুনিবার
উত্তরে ভ্রাতারে কহে শ্রীভট্টর পরাশর।
*পর, ব্যূহ, বিভব আর অর্চা-অবতারে*৫
সরবত্র পূর্ণ প্রভু রহে নির্বিচারে।
যথা পরবস্তু তথা বিভব অর্চা-অবতারে
অপূর্ণ যে মনে করে বুঝ বুদ্ধিদোষ তারে।
সমুদ্রের তীরে কেহ দেখিলে নয়নভরে
যতদূর দেখা যায় ততটি দেখিতে পারে।
তা হ'তেও বহু দূর বিস্তৃত মহাসাগর
বিষয় মহান বলি' দরশন দুষ্কর।
*তথা অর্চা-অবতারে*৬ *অনুভবে স্যূরী লুব্ধ*
অসীম সে রূপে গুণে অন্ত নাহি পেয়ে ক্লিষ্ট!
অতীব তৃষিত যথা শীতল সুগন্ধি জল
পাশে হেরি তবু পানে বাধা হেরি বেয়াকুল।

তথা সন্নিহিত হেরি দিব্য অর্চা অবতারে
মহাভিনিবেশ সনে যদি অনুভব করে।
বিষয় অসীম বলি' অনুভবে তৃপ্ত নয়
নিজ দেহেন্দ্রিয় দোষ ভাবি মহাক্লেশ পায়।
প্রভুর উপকার যত স্যূরী তবে ভাবে মনে
তাঁর কৃষিকার্য৭ জীবে নিজ অনুভব দানে।
জগৎ সৃজন করি সেই সে জগতে
স্বয়ং আসি' অনুভবে অর্চারূপেতে।
অন্তর্যামীরূপে পুনঃ রহি জীব-অন্তরে
তাহাদের সত্তা আদি সকলি নির্বাহ করে।
হেন উপকার-পরম্পরা মোরে নিষ্ফল
তাঁর লাভে অনুভবে কবে বা হবো সফল।
এত ভাবি মগ্ন স্যূরী ব্যসন-সাগরে
বিনষ্ট হইনু এবে কহে শোকভরে।
প্রভু কহে, ওহে স্যূরী করণ-সঙ্কোচ তব
মোর অনুভবে বাধা হেন মনে নাহি ভাব।
করণ-সঙ্কোচশূন্য নিত্যস্যূরিগণও তারা
মোর পূর্ণ অনুভবে হয় তারা দিশাহারা।
তব শোক পরিহারে, তব অভিমত যথা
উত্তর শ্রীপর্বতে৮ আসি বিরাজিব আমি তথা।
তথা হ'য়ে সন্নিহিত অনুভবি' ইচ্ছামত
কর দুঃখ নিবারণ হ'য়ে তাহে সমাহিত।
এত কহি প্রভু তারে নিজ অবস্থিতি সেথা
পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে নাশে স্যূরীর মনোব্যথা।
স্যূরী চাহে অনুভব দক্ষিণ অচলেতে৯
কেন দরশন দান উত্তর পর্বতে?
তদুত্তরে বলা যায়, শিশু কোন স্তন তরে
ক্রন্দন করয়ে যদি, স্তন্য দানে শান্ত করে।

---

১ বিষয়—অনুভাব্য ঈশ্বরের পরত্ব বিষয়।
২ শ্রীভট্টার্য—আচার্য পরাশর ভট্টরস্বামী।
৩ শিরাং পিল্লৈ—পরাশর ভট্টরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেদব্যাস ভট্টর স্বামী।
৪ দক্ষিণ শ্রীপর্বত—বনগিরি (সহ—২।১০)
৫ পরবস্তু—নারায়ণ; ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। বিভব—রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার। অর্চাবতার—শ্রীরঙ্গম, বেঙ্কটাচল, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি বিভিন্ন দিব্যদেশস্থ অর্চাবিগ্রহ।
৬ অর্চা-অবতার—বনগিরি দিব্যদেশের অর্চা-অবতার 'শ্রীসুন্দরবাহু'।
৭ কৃষিকার্য — কৃষকের ফল লাভের জন্য চেষ্টার ন্যায় জীব লাভের জন্য ঈশ্বরের ধারাবাহিক কার্যক্রম।
৮ উত্তর পর্বত—বেঙ্কটাচল, অর্চাবতার — শ্রীবেঙ্কটেশ ভগবান।
৯ দক্ষিণ পর্বত—বনগিরি, অর্চাবতার — শ্রীসুন্দরবাহু ভগবান।

দক্ষিণ বা বাম স্তনে শিশুর লালসা যদি
সেই স্তনদানে মাতা ভুলায় তাহার মতি।
হেথা সূরী বেয়াকুল প্রভুর অনুভব-মোহে
উত্তর দক্ষিণ গিরি কোন ভেদ নাহি তাহে
এক কালে এক বস্তু হয় যে ধারক
অন্যকালে সেই বস্তু হয় যে বাধক।
উদরপীড়ায় খাদ্য প্রতিকূল যাহা
পীড়া অবসানে অনুকূল হয় তাহা।
প্রভু-প্রদর্শিত গুণ সূরীর ধারক হয়
কভু দশা বিশেষেতে সে গুণই বাধক হয়।
কবে যে ধারক পুনঃ কবে যে বাধক হবে
প্রেমান্ধের এ নিয়ম সেও নাহি জানে তবে।
উভয় পর্বতে প্রভুর সৌলভ্য সমান
নয়নগোচর হ'য়ে দেন দরশন।
দক্ষিণে দয়ার পাত্র বিমুখ সংসারী যারা
উত্তরে বানর ভীল, প্রভু-অভিমুখ তারা।

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভুরে কহিছে সূরী, জগতেরে সৃষ্টি করি'
দেছো মোরে দেহেন্দ্রিয় যাহে তব মার্গ ধরি'।
ইতরবিষয়ে তারে লাগাইয়ে দুঃখ পাই
কবে অভিমুখ হ'য়ে তব প্রাপ্তি বল তাই।

মুল গাথা

ভূমি জল সহ মোর স্রষ্টা মেঘবর্ণ স্বামি!
তব দত্ত দেহ পেয়ে অন্য মার্গে ভ্রমি আমি।
হেন ক্রুর দিন ক্রুর পাপ নাশি' ব্যাধি হর
কবে তোমা প্রাপ্ত হবো বল প্রভু বল বল।

॥৩।২।১॥

ব্যাখ্যা—

সৃজিয়া ত্রিবিধ জল[১] সৃজিলে যে অণ্ডভূমি
দেহেন্দ্রিয়হীন জীবে দয়নীয় হেরি তুমি।
তোমার ভজনে দিলে করণ ও কলেবর
ওহে মম মেঘবর্ণ হেন তব উপকার।

১ ত্রিবিধ জল—নদীজল, বর্ষাজল ও স্রোতজল।

হেন দানে যদ্যপি গো সর্বজীবে উপকার
'মোর' শব্দে সূরী ভাবে উপকার আপনার।
এ হেন মমত্বজ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞানের সার
সূরী ভাবে মোরই তরে প্রভুর এ উপকার।

বর্ষা উৎপাদনে কেহ যদি করে অনুষ্ঠান[১]
সেই বর্ষা সর্বভূমি ক'রে দেয় সঞ্জীবন।
তেমতি ভাবয়ে সূরী মোর তরে এ সৃজন
সমস্ত জগৎ ভরি' পায় তাহে সঞ্জীবন।
হেন উপকার প্রতি-উপকার বিনা তাহে
মেঘ-উপকার সম, তাই 'মেঘবর্ণ' কহে।
যবে হ'তে দেছো প্রভু এ করণ-কলেবর
দেছো মতি তব পদে করিবারে নমস্কার।
বিনা মোর প্রার্থনায় দেছো তব করুণায়
দুর্লভ মনুষ্যজন্ম দিলে মোরে দয়াময়।
কর্ম-অনুগুণ যদি বলে কেহ এ সৃজন
কেমনে হইবে ইথে, তাঁর করুণার স্থান?
সূরী কহে, কর্ম-অনুগুণ হয় বটে সৃষ্টি তাঁর
যুগপৎ সর্ব-সৃষ্টি করুণার কার্য তাঁর।

তথা হি—

"অচিদবিশেষিতান্ প্রলয়সীমনি সংসরতঃ।
করণকলেবরৈর্ঘটয়িতুং দয়মানমনাঃ॥"

(শ্রীরঙ্গঃ স্তব—উত্তরার্দ্ধ)

একই দিনে যত কারারুদ্ধে কারা-বিমোচনে
যথা রাজ-করুণার কার্য বলি সবে ভনে।
তথা ভিন্ন কর্মভোগী যত জীব একই দিনে
দেহেন্দ্রিয় পায় সবে প্রভুর করুণাগুণে।
প্রভু মোরে দিলে দেহ আমার হিতসাধনে
সেই দেহ করিয়াছি মার্গভ্রষ্ট প্রতি দিনে।
গোবিন্দাচার্য[২] কহে, নৌকা হ'লে লক্ষ্যভ্রষ্ট
স্রোতে ভাসি সিন্ধু পশি' আপনারে করে নষ্ট।
তথা এই দেহ-নৌকা ভগবানে লক্ষ্যহীন
সংসার-স্রোতে ভাসি' আপনারে করে লীন।

১ অনুষ্ঠান—জলবর্ষণ হইবার জন্য বর্ষদেবতা ইন্দ্রাদির পূজায় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান।

২ গোবিন্দাচার্য—রামানুজের জ্ঞাতি ভ্রাতা শিষ্য, পূর্বাচার্য।

এ সংসারে স্থিতিকাল স্বল্পপঞ্চ সুরী কহে
অতি 'ক্রুর দিন' তারা অগ্নিসম নাহি সহে।
প্রভুর বিরহে পুনঃ হেন অগ্নি দ্বিগুণিত
রামবিরহে লঙ্কায় সীতা যথা অবস্থিত।
মোর এ বিরহ-ব্যাধি তথা জন্ম-ব্যাধি নাশ
কর উন্মূলিত করি মোর ক্রুর পাপরাশ।
যথা হি—

রাক্ষসানাং ক্ষয়ং কৃত্বা সূদয়িত্বা চ রাবণম্।
লঙ্কামুন্মূলিতং কৃত্বা কদা দ্রক্ষতি মাং পতিঃ॥"

(রাঃ সুঃ ২৭।৬)

'কবে তোমা প্রাপ্ত হবো' তোমার শ্রীমুখে শুনি
সেই মোর সিদ্ধি-পত্র, নিশ্চিন্ত রহিব জানি'।
পাবো কিনা পাবো ভাবি' সুরী যে নিরাশ হয়
পূর্বাচার্যগণ কহে উক্ত বাক্যে অভিপ্রায়।
হেন অর্থ সমীচীন নহে, কহে *ভাষ্যকার*১
সুরীর নৈরাশ্য নহে এই বাক্যে অর্থ সার।
নিরাশ দশায় হেন সুরী প্রাণ নাহি রয়,
নিরাশ হইয়া সুরী কহে নবম গাথায়,
দশমে দরশ দানে প্রভু তারে সমাধায়।

॥৩।২।১॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে, তব দেহে আসিতে আমার ধাম
অসমর্থ যদি সুরি! আমি যাব তব ঠাম।
বামনের বেশে যবে ছিনু মহাবলী-পাশে
পাওনি কি দরশন তার পাশে তুমি এসে?
না হোল দরশ তথা সুরী কহে ভাগ্যদোষে!

মূল গাথা

বলবান মহাবলী বিক্রমিলে হে বামন!
তব বহু মায়া হয় বহু জনম কারণ
মহান প্রবল পাপরাশির যে বন্ধন
ছিন্ন হবে কবে প্রভু পাব তব শ্রীচরণ॥

॥৩।২।২॥

ব্যাখ্যা—

হেন মহা কঠিনতা এ ভূমি ও জনগণ
স্বয়ং প্রভু প্রবেশিল১ তবু নহে আর্দ্র মন।
অসুর-প্রকৃতি মহাবলী মনে যে বিনয়
এ ভূমির জনগণে তার বিন্দুমাত্র নয়।
শুক্রাচার্য বাধা দিল তাঁরে 'বলি' না মানিল
হেন ত্রিভুবন প্রভু কর বিক্রমণ।
অতুল সৌন্দর্যখনি তব শ্রীবিগ্রহখানি
শ্রীদেবী ও ভূমিদেবী সেবে শ্রীচরণ॥
হেন মৃদু পাদপদ্ম গিরি কণ্টকারণ্য
পদক্ষেপ কর প্রভু বিক্ষেপ না তায়।
এ বামনবেশ মরি ইন্দ্র তরে নাহি ধরি'
কহে সুরী মোর অর্থে হেন অবতার॥
তোমার শ্রীমুখ-বাণী তব মায়া অলঙ্ঘিনী২
এই বাণী মোরে প্রভু হইল সফল।
সত্ত্ব আদি গুণ ভেদে বহু রূপ ধরে সে যে
সুর নর আদি নানা তার কর্মফল॥
এ হেন মায়ার বলে বহু নানা জন্ম মিলে
জনম-সাগরে আজও নাহি মিলে তল॥
অনাদি সংসার-পান্থ অনন্ত পাপেতে বদ্ধ
অনুভব-অবিনাশ্য২ তুমি মাত্র আশা।
পাপরূপী এ শৃঙ্খলে করহ ছেদন মূলে
বাসনারাশির সহ, তুমিই ভরসা॥
সবাসনা পাপরাশ সমূলে করি বিনাশ
তব মহা পদযুগ কৃপা কর দানে।
মোর লঘু আত্মা'পর দাও তব পদভার
রহে যাহে স্থিরভাবে তোমার চরণে॥
*তব পদ সমাশ্রয়ে নিত্য সংসারীর ত্রাণ*৩
কবে বা লভিব তাহা কর কৃপা কর।
*সমাশ্রয়ে শুভকাল হয় যে গো সর্বকাল*৪
কবে হবে সেই কাল বল প্রভু বল॥

॥৩।২।২॥

---

১ ভাষ্যকার—রামানুজ।

১ বামনরূপে মহারাজ বলীর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।
২ তব মায়া অলঙ্ঘিনী—'মম মায়া দুরত্যয়া।' (গীতা)
অনুভব-অবিনাশ্য—যে পাপরাশি মানসিক অনুভবেও নষ্ট হয় না।
৩ নিত্য সংসারীর ত্রাণ—'অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।'
৪ শুভ হয় সর্বকাল—'স এব দেশকালশ্চ।' (রাঃ যুঃ)

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে, তব পূর্বে মোর বামনাবতার
তাই তুমি পাও নাই সে-বেশ দর্শন মোর।
আশ্রিতা কৃষ্ণার১ মঙ্গল-সূত্র২ সংরক্ষণে
পাণ্ডবের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রেছি অতি যতনে ।
হেন কৃষ্ণ-অবতারে দরশ কি পাও নাই ?
সূরী কহে, সেকালেও দরশ যে নাহি পাই ।

মূল গাথা

অশ্বদণ্ড নহে কভু হনন সাধন
সেই দণ্ডে করে প্রভু সমরে হনন।
যুদ্ধভূমে সর্ব সৈন্য করে বিনাশন॥
ক্রূর দেহে সম্বন্ধ যত মোর পাপরাশি
ছেদনেও ছিন্ন নহে, মনে হয় অবিনাশী ।
তোমারে প্রাপ্তির এক অমোঘ উপায়
বল স্বামী বল মোরে, হও হে সদয়॥

॥৩।২।৩॥

ব্যাখ্যা—

ভারতসমরে সৈন্য সহায়তা আশে
দুর্যোধনার্জুন যান শ্রীকৃষ্ণ সকাশে।
পর্যঙ্ক-উপরি তবে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সুপ্ত
দুর্যোধন শিরোদেশে, পাদদেশে ব'সে পার্থ।
প্রবুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তবে আগে দৃষ্টি পড়ে
পাদদেশে উপবিষ্ট অর্জুন সখারে।
দুর্যোধন কহে, পূর্বে সমাগত আমি হেথা
অর্জুনে দেখেছি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কহেন তথা।
বাদাবাদ ছাড়ি কৃষ্ণ পুছিলেন প্রয়োজন
দোঁহে কহে সেনা লাগি হেথা আগমন !
কৃষ্ণ কহে, কেহ লহ নারায়ণী সেনা
অন্যে লহ মোরে, আমি অস্ত্র ধরিব না ।

সেনা ল'য়ে দুর্যোধন হইলা সন্তোষ
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণে পেয়ে অসীম উল্লাস।
কৃষ্ণ ধরে অশ্বদণ্ড অর্জুনের রথোপরে
সেই দণ্ড যত সৈন্য নাশে ভারত-সমরে।
উজ্জ্বল দাবাগ্নি যেন ধায় ভীষ্ম আদি রথী
কৃষ্ণ কালমেঘ যেন বর্ষে সেই অগ্নি প্রতি।
আশ্রিত পাণ্ডব প্রতি হেন পক্ষপাত মায়া
সূরী কহে, 'মোর-স্বামী'
মোরই তরে হেন দয়া।
মোর দেহে এ ক্রূরতা দুর্যোধন সম নয়
অনুকূলভাবে রহি নানাভাবে বাধা দেয়।
আপনারে মহাশক্তি-ঈশ্বরে বিরক্তি মতি
দেহ তাই মহাশত্রু তাহা জানি ক্রূর অতি।
এ হেয় শরীর হেতু মোর পুঞ্জীভূত পাপ
ছেদনেও জাগে পুনঃ, যথা রাবনের মাথ।
হেন দেহ জন্য তথা নিবৃত্তি-উপায়
স্বয়ং করহ মোরে দিও নাকো দায়।
স্বযত্ন উপায় যদি করি অবলম্বন
বিফল হইব তাহে ইতরে আসক্ত মন।
দেহে চির কারারুদ্ধ মুগ্ধ সেই সহবাসে
মোহ ছাড়ি, নিত্যসূরী-অনুভাব্য সেই দেশে।
গমনে উপায় কর যাহে পুরে মনস্কাম
সর্ব পাপ বিনাশিয়ে দাও তব মোক্ষধাম।
যথা হি—'সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।' (গীতা ১৮।৬৬)

॥৩।২।৩॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

রাম কৃষ্ণ আদি মোর বিভব অবতারে
প্রাপ্তি তব নহে যদি, বল এবে মোরে।
অন্তর্যামী স্থিত আমি তোমার অন্তরে॥
প্রভু কহে, দরশন পাও নাই কি গো সেথা ?
সূরী কহে, পুরে নাই মোর অভিলাষ যথা।

---

১ কৃষ্ণা—দ্রৌপদী।
২ মঙ্গল-সূত্র—পতির মঙ্গলের জন্য সধবাস্ত্রী কর্তৃক সর্বদা ধারণীয় অলংকার বিশেষ।

মূল গাথা

ব্যাপ্ত জ্ঞান ব্যাপ্ত ছটা তেজস্বরূপ তুমি
সঙ্কোচবিকাশহীন সরবত্র পূর্ণ স্বামী।
ইতর বিষয় ক্ষুদ্র, যেথা যত কিছু হয়
সর্ববস্তু বরাজিয়া তব পদতল তায়।
গণি প্রভু সর্বোত্তম সুমহা সম্পদ
কৃপায় উপায় কর বারহ বিপদ।

॥৩।২।৪॥

ব্যাখ্যা—

জ্ঞান স্বরূপে তথা পরিপূর্ণ সর্বস্থানে
সঙ্কোচবিকাশহীন পূর্ণ ব্যাপ্ত সর্ব স্থানে।
সর্বদেশ সর্ববস্তু বিরতি কোথাও নাই
পূর্ণতম ব্যাপ্তি তব তুমি সর্ব স্বামী তাই।
সরবত্র হেন ব্যাপ্তি, স্বার্থ তব আছে মূলে
কোন জীবে গ্রহণের অবসর পাবে;ব'লে।
এক ব্যক্তি গ্রহণার্থে যথা অবরোধ গ্রাম
একের উদ্ধারে তথা তুমি ব্যাপ্ত সর্বধাম।
অন্তর্যামীরূপে স্থিতি আমার অন্তর মাঝে
ধরিতে আমারে প্রভু, যবে সাত্ত্বিকতা জাগে।
তখনই করিতে চাহ অনুকূল তব প্রতি
তথাপিও তব পদে হোলো না আমার মতি।
প্রভু ব্যতিরিক্ত বস্তু ক্ষুদ্র বলি মানে সূরী
'বিষয় প্রাবণ্য' নৈচ্য কহে মোরে আছে ঘেরি।
হেন নৈচ্য দূর করি মহতী সম্পদ ফলে
তোমাতে প্রবণ যেন হই তব কৃপাবলে।
বিষয়-প্রাবণ্য নৈচ্য, সম্পদ প্রাবণ্য তাঁরে
দোঁহার বিশেষ জানি সূরী যে প্রার্থনা করে।
প্রভুর কৈঙ্কর্য-শ্রী এ হেন সম্পদে মানি
সর্বোত্তম ফল জীবে, মুক্তি তাহে কিসে গনি।
সংসারীর সেবা দুঃখ, কহে সাধারণ শাস্ত্র
বিশেষ বিধানে ফল 'প্রভু-সেবা' সর্বশ্রেষ্ঠ।
যথা হি—
'সত্যানৃতং তু বাণিজ্যং যেন কেনাপি জীব্যতাম্
সেবা 'শ্ব-বৃত্তি'রাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ।
(মনু—৪।৬)

কায়া প্রতি ছায়া যেন কর তাঁর সেবা
নিত্য অনুচররূপে এ সেবা করিবা।
যথা—'ছায়াবাসত্ত্বং অনুগচ্ছেৎ।'
(আড়্বার দিব্যসূক্তিঃ)
'কুরুষ মাং অনুচরং।'
(রাঃ অঃ—রাম প্রতি লক্ষ্মণ বাক্য)
অন্তর্যামীরূপে নও, এসো নয়নগোচর
রাম কৃষ্ণ আদি রূপে মোর অগ্রে অবতর।
হেরিয়া নয়ন ভরি করি সেবা প্রাণ ভরি
হেন মোর অভিলাষ, পুরাও প্রভু কৃপা করি।

॥৩।২।৪॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আসি দাও দরশন—এই তব নিবেদন,
প্রভু কহে করিয়াছি নানা রূপে আগমন।
রামরূপে সহস্র বহু, কৃষ্ণে বর্ষ শত
আসিয়া রহিনু ভুমে সাধি কার্য যত।
সূরী কহে, তেমতি হে আসি একবার
দরশন দিয়া প্রভু কর উপকার।
স্থির স্থিতি দানে যদি তব অভিপ্রায় নয়
গজেন্দ্রে প্রহ্লাদে যথা ক্ষণস্থায়ী দেখা দাও।

মূল গাথা

ক্ষণতরে আসি যদি দিয়ে তব দরশন
তবে যদি নাহি কর মোর আর্ত্তি নিবারণ
এ হেন স্বভাব যদি করিয়াছ নির্দ্ধারণ।
কোথা গেলে কিসে পাবো কার্যকরী দরশন ?
ওহে মোর গুচ্ছপূর্ণ অতসী কুসুম বর্ণ
ওহে মোর স্বামী প্রভু ! বলো মম ধর্ম কর্ম।

॥৩।২।৫॥

ব্যাখ্যা—

ক্ষণ তরে আসি যদি দিয়ে তব দরশনে
হৃদে কিংবা স্বপ্নে যথা, বসো প্রভু মোর মনে।
তোমার বিরহে যার ধারণ-অভাব দশা
তারে দিতে পার তুমি শত আশা ও ভরসা।

তোমার বিরহে মনে এ হেন স্বভাব যদি
হেন আর্তি মোরে হেরি, কেমনে নিশ্চিন্ত অতি।
তব অতি উপভোগ্য মনোহর রূপখানি
অতসী কুসুম শ্যামবরণ হে মোর স্বামী!
কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি হীন আমি হেন রূপে মুগ্ধ
মন প্রাণ হারী হেন দিব্যরূপে তুমি যুক্ত।
কি সাধন অনুষ্ঠানে কোথায় কাহারে ভজি
স্বযত্ন-সাধন করি মহান অনর্থে ডুবি।
স্বযত্নে তোমারে প্রাপ্তি অতীব দুষ্কর হয়
বরণ করহ যারে সে-ই তো তোমারে পায়।
তথা হি—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।' (শ্রুতি)

॥৩।২।৫॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
না মানি বিধিনিষেধ মগ্ন বিষয়ান্তরে১
তোমার চরণ লাভে ভাগ্য কবে হবে মোরে।

মূল গাথা

বিধি নিষেধের বাণী কোন কিছু নাহি মানি
মজি অল্প-সার ফলে ভুলেছি তোমায়।
সৃজ লক্ষ লক্ষ প্রাণী পরম পুরুষ তুমি
রাতুল ও পদে কবে দিবে স্থান হায়!

॥৩।২।৬॥

ব্যাখ্যা—
সুরীর প্রয়াস হয় প্রভুপদে অনুরাগে
তাহা ছাড়া অন্য কিছু সুরী মনে নাহি জাগে।
প্রভু কহে, মোক্ষফলে কৃত্য কর এবে,
'করিব তাহাই' সুরী উত্তরে না ক'বে।
ইতর বিষয়াসক্তি আয়াস বহু যে তায়
'তেয়াগিব' হেন কথা সুরী তবু নাহি কয়।
বিধিনিষেধের বাণী সুরী বশীভূত নয়॥

প্রভু পুছে, কত কাল হ'তে তব হেন দশা
সুরী কহে, সর্বকালে ছিনু হেন সর্বনাশা।
মোরে ছাড়ি কি হেতু বিষয়ে মতি এত কাল?
সুরী কহে, বাঁধে মোরে অল্প-সার বস্তুজাল।
কণ্টক পুষ্পে অল্প মধু তবু তার তরে
সর্বাঙ্গ কণ্টক-বিদ্ধ ভ্রান্তজনে করে।
এ হেন সে সুখলব সংসারবিষয়ে
ধাইতেছি সর্বশক্তি! তোমা তেয়াগিয়ে।
প্রভু কহে, দীর্ঘকাল কাটাইলে বৃথা
এবে তব হিত তরে কহ মর্মকথা।
সুরী কহে, অসংখ্য প্রাণী সৃজন যে করিয়াছ
ভিন্ন ভিন্ন দেহ মাঝে প্রতি আত্মা বাঁধিয়াছ।
নিজ কর্ম অনুগুণ নানা ভোগাসক্তি দেছো॥
অবিদ্যমান জীব উৎপাদনে তুমি শক্তিমান
দুষ্কর কি বিদ্যমান মোরে তব গুণদান।
নিরবধি তেজোময় রাতুল চরণ তব
পেয়ে মোর শিরে ধরি বল কবে ধন্য হবো।

॥৩।২।৬॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক— সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
গত গাথায় সুরী প্রভুর চরণ প্রার্থনা করে
তাঁর তরে ত্বরা করি চিত্ত চাহে চারিধারে।
না পেয়ে হতাশ চিত্ত, সুরী তারে ডাকি কহে।
জাননা স্বভাব তাঁর, চাহিলেই পাবে কি তাঁরে!

মূল গাথা

চিত্ত মোর জান নাকি অজ্ঞান আধারে থাকি
জন্মে জন্মে ডুবিয়াছ দুঃখ পারাবারে।
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় সত্য জ্ঞান জ্যোতির্ময়
তোমার ইচ্ছায় কভু পাবে কি তাহারে॥

॥৩।২।৭॥

ব্যাখ্যা—
চিত্ত! দুঃখ ভোগে মোরা রুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদি বৃথা
তারে তুমি জান নাকি, কর্মফলে তিনি ধাতা।

---

১ বিষয়ান্তর—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়।

ইতিপূর্বে সর্বকাল বন্ধের কারণ ছিলে
অজ্ঞান আঁধারে ডুবি অপকর্ম করেছিলে।
তথা হি—
"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" (গীতা)
যে জ্ঞানেতে জ্ঞানী তুমি অজ্ঞানের নামান্তর
শিল্পনিপুণতা তাহা, সত্য-জ্ঞান নাহি তার।
তদুপরি ভাবী ভাগ্যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি
দিতে পারে পাপ কর্ম পাপ জন্ম পাপে মতি।
হেন কালে ওরে মন, ধর তাঁরে দৃঢ় করি
এ বিপদে যিনি জ্ঞানী যিনি তব ত্রাণকারী।
পরম পুরুষ তিনি সর্বদা ও সরবত্র
অবিচ্ছেদে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হ'য়ে অবস্থিত।
সর্বকালে সর্বদেশে কোন বস্তু নাহি ছাড়ি
অন্যূন ও পরিপূর্ণ সর্ববস্তু ব্যাপ্ত মরি।
তিনি সত্যজ্ঞানে পূর্ণ জ্যোতির্ময় কৃষ্ণধন
তাঁর প্রাপ্তি সম্ভব কি হবে মোরে কদাচন।
তোর স্থিতি-অনভিজ্ঞ হেন কোন পুরুষেরে
বিচারিছ কিরে মন তাঁহারে প্রাপ্তির তরে।
নিত্য চেতনের জ্ঞান তাও সঙ্কোচ-বিকাশার্হ
কৃষ্ণ[১] সদাই নিরন্তর সত্য-জ্ঞান-জ্যোতির্যুক্ত।
সত্য-জ্ঞান-জ্যোতিরূপ তিনি সর্বনির্বহন
অবতারে সুলভ[২] বটে, এবে কিরে পাবি মন!

॥৩।২।৭॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সাধনানুষ্ঠানশীল দর্শনে বিলম্ব দেখি
কাঁদিয়ে প্রভুরে ডাকে হ'য়ে প্রাণে মহাদুঃখী।
সূরী কহে, সাধনবিহীন আমি অকিঞ্চন
দরশন দাও বলি', কোথা করি আহ্বান!

মূল গাথা

মোর যত পাপরাশ না করিনু তার নাশ
তব পদে অবিচ্ছিন্ন ধ্যানে মোর নাহি আশ।
কল্যাণগুণপূর্ণ কৃষ্ণ পরংজ্যোতি মোরে
বল কোথা গিয়া কাঁদি তব দরশন তরে॥

॥৩।২।৮॥

ব্যাখ্যা—
তিলে তৈল সম পুনঃ দারু-বহ্নি সম
আত্মাসনে আছে মিলি মোর পাপ অগণন।
বিধিমার্গে কর্ম দ্বারা সে পাপ করিনি নাশ
তব প্রাপ্তি-বিঘ্ন এরা করে মোর সর্বনাশ।
পুনঃ তব পদযুগে নিরন্তর করি ধ্যান
তব দরশনে যত্ন করি নাই কোন দিন।
বিবাহেতে গৃহকর্ত্রী সদা নানা কার্যে লিপ্ত
আপন ভোজনে তার অবসর নহে প্রাপ্ত।
তেমতি ইন্দ্রিয়গণে আহার দানেতে ব্যস্ত
নিজ হিত কার্যে' সূরী দৃষ্টিদানে অসমর্থ।
গোবিন্দ-আচার্য কহে 'অবিচ্ছিন্ন' শব্দ হেথা
অন্বিত পাপের যোগ সূরীর আত্মধ্যানে তথা।
প্রভু কহে, তুমি দোষী তথাপি তোমারে সূরী
হীন বলি' আমি কি গো আশ্রিতে ত্যজিতে পারি!
তথা হি—
'বিদিতঃ স হি ধর্মজ্ঞঃ শরণাগতবৎসলঃ।,
(রাঃ যুঃ—রাবণ প্রতি সীতা)
সূরী কহে, কৃষ্ণ তুমি কল্যাণগুণময়
জ্যোতি দিয়ে গড়া রূপে অনুভব দেছো মোয়।
তব দরশন লাভে অতি বেয়াকুল ডাকি
মোর এই ক্রন্দন তব কর্ণে যাবে নাকি!
ক্রন্দনের স্বর মোর ক্ষীণ মশকের মত
এই স্বর কোথা হ'তে হবে তব শ্রুতিগত।

॥৩।২।৮॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য —
যত অবতারকালে দেছো তব দরশন
কোন ভেদাভেদ নাই উচ্চনীচ সর্বজন।

---

১ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার (মনুষ্যাদি রূপে অবতার কালেও) সদা সর্বদাই সত্যে ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তাহাদের অজ্ঞানের ভাণ অভিনয় মাত্র।

২ সুলভ—নয়নগোচর, অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে অবতার কালে সকলের নয়নগোচর।

এ হেন সে কালে মোর জনম না হ'ল হায় !
এবে প্রাপ্তি বহু দূর সূরী যে নিরাশ তায় ।

মূল গাথা

ঘোর পাপরূপী বন-গুহাতে করিয়া বাস
ঘোর পাপী ভ্রান্ত নানা মার্গে ভ্রমিতেছে দাস।
ঘন ঘন ডাকি কাঁদি অতীব ব্যাকুলভাবে
তব কর্ণে পশিল না, জানি না কি গতি তবে
গো-পালক কৃষ্ণরূপে পুনঃ ত্রিবিক্রমরূপে
অবতারকালে তুমি রক্ষা কৈলে সর্বলোকে।।
এ হেন সে শুভকালে হ'ল না জনম মোয়
ওহে ত্রিলোকের স্বামী !
এবে কোথা পাই হায় !

॥৩।২।৯॥

ব্যাখ্যা—

আমি তব বস্তু তুমি বস্তুমান-সার
এ হেন স্বরূপজ্ঞানে নাহিক নির্ভর।
তুমি সিদ্ধোপায়১ বলি নাহি মোর দৃঢ় জ্ঞান
নানা মার্গে২ ভ্রমিয়াছি তাহে নহে শান্ত মন ।
ঘোর পাপ সংসার সে বন-গুহায় আমি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া এবে ফুকারি ফুকারি ডাকি।
সে ক্রন্দন শুনি তুমি করুণা করিয়া
'ধর বলি' তব হস্ত দেছো প্রসারিয়া।
তোমার সে হস্ত ধরি' করি আকর্ষণ
হেন শক্তি নাই তাই করি যে ক্রন্দন।
বহু জন্ম হ'য়েছিনু নানা বিষয়ের দাস
তোমারে ধরিতে পুনঃ নানা মার্গে বুদ্ধিনাশ ।
কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গ ধ্রুবত্ব প্রয়াস যত
অতীব দুষ্কর মোর চিরসাধ্য সাধ্যাতীত ।

তথা হি—

'অনেকজন্মসংসিদ্ধিঃ……।' (গীতা)
'বহূনাং জন্মনাং অন্তে……।' (গীতা ৭।১৯)

সর্বকাল বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'য়েছি ব্যাকুল
কাঁদিয়া কাঁদিয়া এবে নাহি পাই কূল।
তুমি দয়াহীন তথা আপদেতে নহে ত্রাতা—
এতেক ভাবনা করি নহে মোর ব্যাকুলতা।
তব অবতারকালে জন্ম কেন নাহি হল
এত ভাবি কাঁদি প্রভু, এত ভাবি বেয়াকুল।
গোপরূপে অবতরি কৃষ্ণরূপে উপকারী
গো-গোপের রক্ষা তরে তুমি গোবর্দ্ধনধারী।
ইতরবিষয়ে১ তথা ইতর উপায়ে২ তায়
বহু জন্ম কাটাইনু গেল যে বৃথায় হায় !
গো-গোপী দেখায়েছে যে পথ 'শরণাগতি'
সে পথই যে শ্রেষ্ঠ পথ কেন তাহে নহে মতি ।
'অন্য সব মার্গ ছাড়ি' আমারে শরণ লহ'
সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ বলি নিজ মুখে তুমি কহ ।

তথা হি—

'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।'
'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'
(গীতা ১৮।৬৪,৬৬)

পুনঃ প্রভু স্বকৃপায় তব বামনাবতারে
ত্রিবিক্রমরূপে পদ ধর সর্বজীবশিরে।
তবে জন্ম নাহি হলো, হায় এবে কিবা করি
স্বযত্নে পাবো কি প্রভু ! কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ধরি।
হেন ভাবনায় সূরী অতীব নিরাশ
কহিছে 'শরণাগতি' একমাত্র আশ।

॥৩।২।৯॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরীর নৈরাশ্য হেরি' প্রভু ভাবে মনে মনে
আমার প্রাপ্তিতে তার বিলম্ব যে অসহনে।

---

১ সিদ্ধোপায় —ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভগবানই স্বতঃসিদ্ধ উপায়।

২ নানা মার্গ — ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় বা মার্গ।

১ ইতরবিষয়—ঈশ্বরব্যতিরিক্ত অন্য সর্ববিষয়।

২ ইতর উপায় — ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরব্যতিরিক্ত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অন্যান্য উপায়।

এত ব্যাকুলতা হেরি প্রভু দেন দরশন
উত্তর শ্রীপর্বতে১ আসি করিছেন অবস্থান।
হেন দরশনে সূরী শান্ত চিত্ত হৃষ্ট মন ॥

মূল গাথা

মৃত্যুকালে যমদূত ইহ-জন্ম পাশ যবে
ছেদনে প্রবৃত্ত হয়, জীব বেয়াকুল তবে।
মোহে অন্ধ, এ সংসার ছাড়িতে না চায়
ছাড়িবারে ক্লেশে তার অন্ত নাহি হায়।
এরূপ সূরীর ক্লেশ করিবারে নিবারণ
কৃষ্ণরূপে অবতরি দেন তারে দরশন।
তাঁর দরশনে ধন্য সূরী চিত্ত হয় শান্ত
মরণোন্মুখ আত্মা ফিরে পায় নিত্যত্ব ॥

॥৩।২।১০॥

ব্যাখ্যা—

আজীবন কৃত যত অপরাধ সমুদয়
গণনা করিয়ে তাহা যমরাজ বিলিখয়।
জীবনের অন্তে তার ফল অনুভবকালে
যমদূতগণ আসি তারে টানাটানি করে।
মৃত্যুতে ছেদনকালে এ দেহ-বন্ধন
সংসারের মোহে করে আকুল ক্রন্দন।
জীব চাহে সংসারে যমদূত টানে তারে
এমত দুঃসহ ক্লেশ কে তাহা বর্ণনা করে।
হেন সজাতীয় ক্লেশ সংসারে সর্বত্র হেরি
গোবিন্দাচার্য কহে, পরিত্রাহি ডাকে সূরী।
*দাশরথি*২ কহিছেন, জীবের এ ক্লেশ যথা
প্রভুর বিরহে সূরীর হেন মহাক্লেশ তথা।

হেন ক্লেশ নিবারণে সূরী প্রতি কৃপা করি
দেন দরশন, বেদবেদ্য-অগোচর হরি।
কৃষ্ণরূপে শ্রীপর্বতে৩ সাক্ষাৎ দরশনে
বিরহ-ব্যথিত সূরী ধন্যাতিধন্য মানে।
আপনার চিত্তে ডাকি কহিছেন সূরী তবে
এবে হও সুস্থির ডুবি' পূর্ণ অনুভবে।
অনাশ্য আমার আত্মা ছিল যাহা নাশ-মুখে
ফিরিয়া পাইল প্রাণ, প্রভু হেরি' সম্মুখে।
আত্মবস্তু নিত্য তবু প্রভুর দাসত্ব বিনে
এ আত্মার নাশ গণে মর্মজ্ঞ বৈষ্ণবগণে।
পরমাত্মা 'শেষী' প্রভু, আত্মা তাঁর 'শেষ' দাস
প্রভুর দাসত্ব বিনা হয় শেষত্বের নাশ।
তথা হি—

'কিঞ্চিৎকারেণ বিনা শেষত্বং ন জীবতি।'

(আড়্বার বচন)

শেষত্বই নিরূপক শেষবস্তু আত্মা প্রতি
হেন নিরূপক নাশে নিরূপ্যেরও সেই গতি।

॥৩।২।১০॥

তৃতীয় শতক, দ্বিতীয় দশক — একাদশ গাথা
(দশক পাঠ ফল)

গাথা তাৎপর্য—

জ্ঞানানন্দ নিত্য তথা ঈশ্বরের 'শেষ'
হেন আত্মবস্তু সাথে অচিৎ-সংশ্লেষ।
অবিদ্যা বাসনাসহ দেহ তার নষ্ট হয়
এ দশক অভ্যাসের হেন ফল সুনিশ্চয়।

॥৩।২।১১॥

১ উত্তর শ্রীপর্বত—বেঙ্কটাচল।
২ দাশরথি—রামানুজের শিষ্য ও ভাগিনেয়, মহাজ্ঞানী গুণী আচার্য।
৩ কৃষ্ণরূপে শ্রীপর্বতে — বেঙ্কটেশ অর্চাবিগ্রহরূপে বেঙ্কটাচলে।

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু ॥

তৃতীয় শতক — তৃতীয় দশক

দশক তাৎপর্য—

শ্রীবেঙ্কটেশ পদে সর্বাবস্থা সর্বকালে
সর্ববিধ কৈঙ্কর্যে সূরী যে প্রার্থনা করে।
পরমপুরুষ তিনি হেন অর্চা-অবতারে
সৌশীল্যাদি গুণগণ সূরী অনুভব করে।
গত গাথায় কহে সূরী 'দরশনে চিত্ত শান্ত
মরণোন্মুখ আত্মা ফিরে পায় নিত্যত্ব'।
আপন স্বরূপ লাভে অনুরূপ দাস্যতরে
এ দশকে পূর্ণভাবে সূরী মনোরথ করে।
দেহ-বদ্ধ আত্মা, জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ে সঙ্কোচ হেরি
যথা ইচ্ছা দাস্যে সূরী অক্ষম হেরিয়া হরি।
সাক্ষাৎ দরশ তথা দাস্যদানে কী উপায়
ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রভু কোন মার্গ নাহি পায়।
অবতারে অসম্ভব, অন্তরাত্মায়১ সুদুষ্কর
সূরীর কৈঙ্কর্য, প্রাপ্তি কোনতেই লভ্য নয়।
প্রভু অনুভব করে, সূরী আর্ত হ'য়ে ভাবে
সাক্ষাৎ কৈঙ্কর্য পাবো কোথায় কবে কিভাবে?
সূরীর নৈরাশ্য তথা নাশোন্মুখ দশা হেরি
প্রভু কহে, তব মনোরথ পূর্তি তরে সূরী!
বেঙ্কটাচলেতে আসি দেখ অবস্থান করি।
সাক্ষাৎ দরশে কর সর্বথা কৈঙ্কর্য সেথা
বর্তমান দেহে তব, এ দেহ না দিবে বাধা।
তব দেহেন্দ্রিয়ে জ্ঞানে সঙ্কোচ যে রহে হেথা
সর্বসেবা উপযোগী নহে, ভাবি' যদি ব্যথা।
জেনো নিত্যসূরী যারা আদি হ'তে দেহে জ্ঞানে
সর্বথাই উপযোগী মোর কৈঙ্কর্য করণে
সদা মোর অনুভবে সর্বথা কৈঙ্কর্যে তারা
ব্যর্থ হ'য়ে পায় ক্লেশ, ইহাই কৈঙ্কর্যধারা।
এ হেন সে নিত্যসূরী তারাও আসি এ স্থানে
কৈঙ্কর্যে নিরত রহে সদাই নিশ্চিন্ত মনে।

হেন শ্রীবেঙ্কটাচলে প্রাণভরি কর সেবা
এই দেহে সর্বদাস্য কর তব ইচ্ছা যেবা।
তবে প্রদর্শিয়ে বেঙ্কটেশ নিজ রূপখানি
হইলেন কৃতকৃত্য সূরী-চিত্ত সমাধানি।
পর ব্যূহ, অবতার, অন্তর্যামী, অর্চা আর
স্বরূপেতে ঐক্য তথা রূপে গুণে পূর্ণতায়।
পুনঃ নিত্য বিভূতিতে করণীয় দাস্য যত
দেহ-অনুগুণ যদি হয় ন্যূনতারহিত।
কৈঙ্কর্য-বিরোধী দেহ জানি তার অনুগুণ
বিরাজেন হেথা অর্চারূপে সেবার অনুকূল।
করুণা বাৎসল্য আদি গুণের প্রকাশ হেথা
হয় যদি স্ফুটতর, অনুভবও যদি তথা।
হেন অনুভব তরে যদি নিত্যসূরিগণ
তথা হ'তে হেথা আসি অনুভবে নিমগন।
সূরী কহে করি' দাস্য সেই দিব্যদেশে বসি
হেন অর্চা অবতারে প্রাণ ভরি' দিবানিশি।
ক্ষুধিত পুরুষ যথা ভোজ্য বস্তু পেয়ে হাথে
জল-ছায়া স্থল দেখি ভোজনেতে মনোরথে।
শ্রীপর্বতে বেংকটেশ অর্চা-অবতারে হেরি'
কৈঙ্কর্য করনে সেথা মনোরথ করে সূরী।
সমস্ত কৈঙ্কর্যকারী একই স্বভাব তায়
কৈঙ্কর্যের ইচ্ছা১ আগে, পরে তাহে ডুবি রয়।
তথা হি রাম প্রতি লক্ষ্মণ বাক্য—
"অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।"
(রাঃ অঃ)

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

শ্রীবেঙ্কটাধিপের শ্রীচরণ তায়
সর্ব দেশে সর্ব কালে সর্ব অবস্থায়।
সর্ববিধ কৈঙ্কর্য কর্তব্য যে হয়॥

১ অন্তরাত্মা—পরমাত্মা।

১ কৈঙ্কর্য—কিঙ্করের বৃত্তি। ধর্মক্ষেত্রে—ভগবৎ-সেবা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মূল গাথা

কল কল নির্ঝর মণ্ডিত বেঙ্কটে
বিরাজে পরাৎপর মম স্বামী সুন্দর।
অনন্তকাল আমি নিবাসি' তাঁহার তটে
সেবিতে নিরন্তর অভিলাষী কিঙ্কর।

॥৩।৩।১॥

ব্যাখ্যা—

বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ অনন্ত কাল ধরি'
অতীতে অনন্ত কাল সেই কালও স্মরি' স্মরি'।
বালক-স্বামী[১] যথা নগরে বা বনবাসে
শ্রীরাম-কৈঙ্কর্য করে সদা রহি সহবাসে।
সীতা সনে রাম যবে চিত্রকূটে বিহরয়ে
তখনও লক্ষ্মণ যথা কৈঙ্কর্যে নিরত রহে।

তথা হি—"রমমানা বনে ত্রয়ঃ।" (রাঃ আঃ)

তথা আমি সহচারী বেঙ্কটে বা অন্যদেশে
করিব কৈঙ্কর্য সদা হেন মোর অভিলাষে।
লক্ষ্মী সহ নারায়ণ যবনিকা অন্তরালে
রহে যথা পতৎগ্রহ[২] দীপস্তম্ভ সেই স্থলে।
তথা দোঁহার করুণায় অনুমতি পেয়ে দাস
সেথা রহি 'অন্তরঙ্গ কৈঙ্কর্যের' অভিলাষ।
সূরী মনে এ ভাবনা সূচনা করয়
যুগল কৈঙ্কর্যে ইচ্ছা সর্ব অবস্থায়।
ইহার ফলিত অর্থ, কৈঙ্কর্য প্রার্থয়ে সূরী
সর্ব দেশে সর্বকালে সর্ব অবস্থায় মরি।
শ্রীরঙ্গনাথ-গায়ক *তিরুবররঙ্গস্বামী*[৩]
এই গাথা গান কালে অতীব বিহ্বল তিনি।
'অনন্তকাল ধরি নিরন্তর সেবা করি'—
এই পদ গান করে অতি দীর্ঘকাল ধরি।

১ বালকস্বামী—লক্ষ্মণ।

২ পতৎগ্রহ—পূজাগৃহের একটি বিশেষ বর্তন যাহাতে শ্রীচরণামৃত প্রভৃতি প্রসাদী জল নিক্ষেপ করা হয়। (পতনশীল জলের গ্রহণকারী পাত্র—পতৎগ্রহ)।

৩ তিরুবররঙ্গস্বামী—শ্রীযামুনাচার্যের পুত্র শ্রীরঙ্গনাথ অর্চাবিগ্রহের সন্নিধিতে নিত্য গান করিতেন।

অক্ষম হইল পদ গাহিবারে আগুবাড়ি
হেথাই সমাপ্ত করে সেবা-ভাবে অবগাহি।
'সেবিতে নিরন্তর অভিলাষী কিঙ্কর'
সূরী কহে, সর্ব সেবা চাহে মম অন্তর।
সহস্থিত বালস্বামী, বিশ্লেষিত ভরত যথা
সর্ববিধ কৈঙ্কর্য সূরীও চাহেন তথা।
স্বাভিমত সেবা ছাড়ি প্রভু-অভিমত সেবা
সূরী যে প্রার্থনা করে ভরতের সেবা যেবা।
রাম বনবাসে, পুন দশরথ লোকান্তরে
মাতুল-আলয় হ'তে ভরত শত্রুঘ্ন ফিরে।
কৈকেয়ী-'রাজন্' বলি সম্বোধয়ে ভরতেরে
হেন সম্বোধন শুনি ভরত মরমে মরে।
'রাজা হ'য়ে পাল প্রজা' সভায় বশিষ্ঠ কহে
রাম-পরতন্ত্র ভরত স্বতন্ত্রতা নাহি সহে।
বশিষ্ঠের বাণী শুনি ভরত ক্রন্দন করে
নানাবিধ বিলপয়ে সভা মধ্যে নিন্দে তারে।

তথা হি—

'বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্।

(রাঃ অঃ—২।৮২।১০)

ভরত কহিছে তবে আমি নহি স্বতন্ত্র
রাজ্য যথা আমি তথা শ্রীরামের পরতন্ত্র।

তথা হি—'রাজ্যং চাহং চ রামস্য ধর্মং বক্তুং ইহার্হসি।'

(রাঃ অঃ—২।৮২।১২)

কৈঙ্কর্যে চাপল্যবান ভরতের দশা যথা
কৈঙ্কর্যের অভিলাষী সূরীরও প্রার্থনা তথা।
সেবায় ইচ্ছা নহে মাত্র তার অনুষ্ঠান তরে
প্রবৃত্ত হইতে সূরী এবে প্রযতন করে।
জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া তিন কার্যের সোপান
শাস্ত্র পাঠে উপদেশে জ্ঞানের অর্জন।
জ্ঞানার্জন পরে মনে ইচ্ছার উদয়
ইচ্ছা পরিপক্ব হ'লে অনুষ্ঠানে লয়।

তথা হি—(আড্‌বার বচন)—

'অনুষ্ঠানেন বিনা পূর্ত্তির্নাস্তি।'

'অহঙ্কার-মমকার'[৪]সহিত কৈঙ্কর্য যাহা
সর্বথা যে বর্জনীয় স্বরূপ-বিরুদ্ধ তাহা।

৪ অহঙ্কার মমকারসহিত — আমি কৈঙ্কর্য করিতেছি, আমারই তনু মন ধন দিয়া করিতেছি—এই ভাবনা।

'অহংকার-মমকার'[১]রহিত কৈঙ্কর্য হেন
স্বরূপানুরূপ তাহা জেনো সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।
তব এ কৈঙ্কর্য নিত্য জানিবে নিশ্চয়
সর্ব দেশে সর্বকালে সব অবস্থায়।
অতিশয় সুখরূপ কৈঙ্কর্য-স্বরূপ
মুক্তিতেও বিলক্ষণ স্বরূপানুরূপ।

তথা হি—'কৈঙ্কর্যলক্ষণবিলক্ষণমোক্ষাধিকারঃ।'

আপন চিত্তেরে ডাকি উপদেশ দেন সুরী
এসো দোঁহে মিলি প্রভুর সকল কৈঙ্কর্য করি।
পুনঃ তিনি কহিছেন ডাকি ভাগবতগণে
সবে মিলি দাস্য করি নিজ নিজ তনু মনে।
শ্রীহরির বাসস্থল সুরীর অতীব প্রিয়
তথাকার জল স্থল সবই অতি উপাদেয়।
বেঙ্কটের নির্ঝরিণী, তার কল কল ধ্বনি
সুরী তাহে হৃষ্ট অতি সে পবিত্র ধ্বনি শুনি।
সুরী ভাবে সেই ধ্বনি ডাকে ভাগবতগণে
আয় তোরা বেঙ্কটেশ-কৈঙ্কর্যের অনুষ্ঠানে।
বেঙ্কট পর্বতবাসী যত ভক্তগণ
কোলাহল করি যাত্রী করয়ে লুণ্ঠন।
সুরী মনে জাগে পুনঃ সেই কোলাহল ধ্বনি
তাও সুরীর উপাদেয় বেঙ্কটবাসী মানি'।
শ্রীহরির বাসস্থল সুরীর এতই প্রিয়
ভালমন্দে অন্ধ তিনি সবই তার উপাদেয়।
কৈঙ্কর্য স্বীকারে প্রভুর অনুকূল এই দেশে
স্বয়ং অবতরি তিনি অতি প্রীত নিত্যবাসে।
দেহ মুক্ত জীব যবে অর্চিরাদি মার্গদ্বারে[২]
প্রবেশি' পরম পদে সেথা যে কৈঙ্কর্য করে।
বদ্ধ দেহে এই দেশে সে কৈঙ্কর্য যাহে পায়
তারি তরে প্রভু আসি হেথা দিব্য দেশে রয়।

এ হেন বেঙ্কটাচলে বিরাজিত বেঙ্কটেশ
তিনি 'পরাৎপর' শেষী,
আমি যে তাঁহার 'শেষ'।
রূপ শোভা অনুপম তুলনা নাহিক দেখি
দূর হ'তে দরশনে রূপ-জালে বদ্ধ আঁখি।
এ হেন সুন্দর রূপে জ্যোতি যেন মূর্তিমান
বেঙ্কট গিরিতে আরোপিত দীপ হেন ভান।
পর্বত আলোকিত করে এ হেন রূপের ছটা
উজল পর্বত হ'তে পুনঃ তাঁর রূপ ঘটা।
আমি তাঁর নিত্যদাস তিনি মোর নিত্যস্বামী
সৌলভ্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ করে মোর হৃদয় তিনি।
॥৩।৩।১॥

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক —দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পরিপূর্ণ কৈঙ্কর্যে সুরীর অভিলাষ হয়
প্রভু কহে, এই দেহে তাহা তব লভ্য নয়।
শরীর-বিমুক্ত যবে পরম পদেতে বাস
তবে হেন পরিপূর্ণ কৈঙ্কর্যে মিটিবে আশ।
সুরী কহে, নিত্যসুরী আসি হেথা করে সেবা
তবে মোরে এই দেহে সেই সেবা নাহি দিবা!

মূল গাথা

আমার পিতার পিতা তাঁর পিতা তাঁর পিতা
আরোহণ ক্রমে সর্ব পুরুষের প্রভু তথা।
নিত্যসূরীগণ তথা মুখ্য নিত্যসূরী[৩] সহ
পুষ্পিত বেঙ্কটে আসি বিরাজিত ইহ।
অনন্ত গুণময় তিনি শ্যামসুন্দর
তিনি মোর নিত্যস্বামী নিত্যদাস আমি তাঁর।
॥৩।৩।২॥

---

১ অহঙ্কার মমকার রহিত কৈঙ্কর্য—প্রভুর প্রয়োজনে তিনি আমাকে দিয়া কৈঙ্কর্য করাইয়া লইতেছেন। আমার তনু মন ধন তাহারই প্রদত্ত বস্তু। এতদ্দ্বারা তিনি আমাকে দিয়া কৈঙ্কর্য করাইয়া লইতেছেন। এই ভাবনা লইয়া কৈঙ্কর্যকরণ।

২ অর্চিরাদি মার্গ—'দেবযান' মার্গ। যে মার্গ দিয়া মুক্ত জীব পরমপদ বৈকুণ্ঠে গমন করে। এই মার্গে প্রথমে আছে 'অর্চিলোক' বা 'অগ্নিলোক'। এই জন্যই এই মার্গের নাম 'অর্চিরাদি মার্গ'।

৩ মুখ্য নিত্যসূরী—শ্রীবিষ্বক্‌সেনজী।

ব্যাখ্যা—

দাসের দাস দাসের দাস

তার দাস তার দাস ।

তার দাস হেন অবরোহণক্রমে আমি দাস ।

স্ব-স্বরূপ১ নিরূপনে যথা পরিচয় ক্রম

পর-স্বরূপ২ নিরূপনে তথা আরোহণ ক্রম ।

তথা হি—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-

বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

(শ্বেঃ উঃ)

মোর তথা মোর পূর্বপুরুষের প্রভু যিনি

নিত্যস্থরীগণ তথা বিম্বক্সেন সহ তিনি ।

অপ্রাকৃত দিব্য পুষ্প সমুদয় সাথে ল'য়ে

অবতরি' শ্রীবেঙ্কটে অর্চারূপে বিরাজয়ে ।

স্থাবরে বানরে তথা ভিল্ল আদি জীবগণে

প্রথমে করিলা ধন্য তাদের দরশ দানে ।

এ হেন সৌশীল্য গুণ৩ অনুভবি' মুগ্ধ হ'য়ে

পুষ্প বরিষয়ে স্থরী অর্চা অঙ্গে হর্ষভরে ।

ভূমিস্থা শ্রীবৈকুণ্ঠের পরত্বানুভবে মুগ্ধ

নিত্য স্থরীগণ তথা হেথায় সৌলভ্য-বিদ্ধ ।

ভূবৈকুণ্ঠ৪ বেঙ্কটের ভূমির স্বভাব মরি

শাখাস্থিত পুষ্প হয় বিকসিত ভূমে পড়ি' ।

সেথা দিব্যবিগ্রহের অনুভব সংখ্যাতীত

তারই অনুভবে হয় সর্বকাল সুব্যতীত ।

গুণগণ অনুভবে সময় না পায়

এ গুণে সাবধি বলি তাই মনে হয় ।

শ্রীবেঙ্কটে বন গিরি মণি সম পুষ্পশাখা

শরভ সিংহশিশু মৃগ আদি মরি শোভা ।

প্রভু পুনঃ স্বয়ং আসি বিরাজেন অর্চারূপে

নিজেরে করিতে দান উচ্চ নীচ সর্ব জীবে ।

এ হেন উদার যিনি তাঁর যত গুনগণ

প্রকাশিত রহে হেথা যাহে জীব কল্যান ।

শ্যাম সুন্দর দেহ মরি রূপ শোভা তারে

হেন রূপ দরশনে আঁখি ফিরাইতে নারে ।

বিগ্রহ শোভাও যদি নাহি রহে তাহে কিবা

তিনি মোর নিত্যস্বামী তাঁরে ত্যাগ অসম্ভবা।

এ হেন সুন্দর শ্যাম বংশগত পিতৃধন

নিরন্তর কৈঙ্কর্য প্রার্থয়ে যে মোর১ মন ।

॥৩।২।৪॥

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে সদা মোর দাস্যই প্রার্থনা যদি

তাহে কি গো হবে তব অনুভবে সমৃদ্ধি ।

স্থরী কহে, সমর্পয় যদি নিরপেক্ষ জনে২

যাচকেরে সমর্পণ 'কৈমুত্য' সিদ্ধ গণে ।

মূল গাথা

তুমি মায়ী, তুমি স্বামী বিভূষিত রূপখানি

কমলনয়ন পুনঃ বিম্বাধর নীলমণি ।

অনাদি অনন্ত গুণী নিত্যসূরী-শিরোমণি

সুজল বেঙ্কটাচলে আসি বিরাজিত তুমি ।

॥৩।৩।৩॥

ব্যাখ্যা—

রূপে-গুণে অদভুত তুমি সর্বজীব স্বামী

মনোহর রূপখানি সর্ব আভরণশালী ।

নয়নযুগল শোভা রক্তোৎপল কিসে গণি

দরশনে হেন নেত্র মতি যায় বিভ্রমি' ।

অঙ্গশোভা মোহিয়া যে পাগল করিয়া দেয়

অন্য কোন আভরণে অপেক্ষা নাহিক তায় ।

নয়ন সৌন্দর্য হেন তাহে বিম্বাধর পুনঃ

তাহে পুনঃ মৃদু হাসি দরশন বিমোহন ।

---

১ স্বস্বরূপ—জীবের স্বরূপ ।

২ পরস্বরূপ—ঈশ্বরের স্বরূপ ।

৩ সৌশীল্যগুণ—মহতো মন্দৈঃ সহ নৈরন্তর্যেণ সংশ্লেষঃ ।

৪ ভারতে ৮টি ভূবৈকুণ্ঠের মধ্যে অন্যতম ।

১ মোর—শঠকোপ স্থরীর ।

২ নিরপেক্ষ জনে—যাহারা তোমার দর্শন প্রার্থনা করে নাই, এরূপ বেঙ্কটাচলবাসী নরবানরগণ ।

হেন সে *বদন শোভা* তাহে অতি মুগ্ধ সূরী
লিখিয়াছে দাসখত অনিমিষে হেরি হেরি।
শুদ্ধ স্বচ্ছ নীলমণি *অবয়ব শোভা* হেরি।
রূপসাগরের তলে ডুবিল যে মহাসূরী।
স্বচ্ছজল হ্রদ যথা এ হেন বেঙ্কটগিরি
সেও শ্রমহারী তথা যথা অর্চারূপে মরি।
প্রভু বিরাজেন হেথা, তাহারি প্রভাবে হয়
শ্রীপর্বতে হেন শোভা এ হেন বৈভব তায়।
এ হেন সে অর্চা প্রভু অসঙ্খ্যেয় গুণাধার
সর্বগুণই স্বাভাবিক নিত্য তথা হিতকর।

তথা হি—

"যথা রত্নানি জলধেরসঙ্খ্যেয়ানি পুত্রক।
তথা গুণা হ্যনন্তস্য অসংখ্যেয়া মহাত্মনঃ॥"
(মাৎস্য—১)

নিত্য ধামে এ সকল গুণ অনুভব দানে
প্রভু যে নির্বাহ করে যত নিত্যসূরীগণে।
প্রভু পদে রুচিমান ব্যক্ত তাঁর প্রাপ্তি তরে
তাহাদেরও অনুভব দানে হেথা ধন্য করে।
॥৩।৩।৩॥

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী কহে, আমি হেয়, প্রভু মোর সঙ্গ চাহে
নিত্যসূরীরে আত্মদান কহ কি বিস্ময় তাহে!

মূল গাথা

নিত্যসূরী নিয়ামক ইথে তাঁর কীর্ত্তি কোথা
নীচ অকিঞ্চন মোর বিরহেতে তাঁর ব্যথা।
মোর লাভ তরে তিনি শ্রীবেঙ্কটে অবতরে
পূর্ণ অনুভব দিয়ে বাঁধে মোরে পাশে১ তাঁরে।
মোর সঙ্গ লাভে তাঁর শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল
এই জ্যোতি শ্রীবেঙ্কটে চারিভিতে ঝলমল।
॥৩।৩।৪॥

১ পাশ—জাল।

ব্যাখ্যা—

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রূপে জানী নিত্যসূরী ঈশ
ইথে কিবা কীর্ত্তি তাঁর কি বৈভব কিবা যশ!
হেন সর্বেশ্বর আসি শ্রীবেঙ্কটে অবতার
কানন বানর ভিল তারা সবে সহচর।
এ হেন সৌশীল্য গুণ১ হেন অর্চা অবতার
হেয় জীবে উদ্ধারিতে এ হেন উৎকর্ষ তাঁর।
সূরী কহিছেন পুনঃ, আমি নীচ অকিঞ্চন
মোরে লাভ করিবারে প্রভুর হেথা আগমন।

তথা হি—

"অমর্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ··· ··· ··· ॥"
(আলবন্দার স্তোত্র)

সকল দোষের খনি আত্মগুণ কিছু নাই
এ হেন অধমে তাঁর কত কৃপা শুন তাই।
শ্রীবৈকুণ্ঠপতি তিনি নিত্যসূরী করে গান
অতি নীচ হীন মোরেও দিয়াছেন হেন মান।
দিয়াছেন ইন্দ্রিয় যাহে তাঁর রূপ গুণ
নাম গাহি প্রাণ ভরি' অনুভবে মাতে মন।
হেন তাঁর উদারতা উৎকর্ষের নিদর্শন
মোর সঙ্গ লোভে পুনঃ অর্চারূপে আগমন।
নিত্যসূরী-সঙ্গ তাঁর তাদের সত্তার তরে,
মোর সঙ্গ অভিলাষী নিজ সত্তা লভিবারে।
দুই দার-পরিগ্রহে যথা প্রথম পত্নীরে
লোক-অপবাদ ভয়ে বাহ্যিক আদর করে।
তথা নিত্যসূরীগণে প্রভুর আদর গণি
মোরে কিন্তু দিয়াছেন তাঁর দেহ মন খানি।
আমারে লভিতে তাঁর এই ফাঁদ বিস্তার
হেথা আসি অর্চারূপে শ্রীবেঙ্কটে অবতার।
বিমুখ জীবেরে তাঁর সঙ্গ যথা অহৃদয়
তথা নয় মোর সঙ্গ, সে যে অতি সহৃদয়।
প্রমাণ কহি যে শুন মোর সনে সঙ্গ-পরে
তাঁহার বিগ্রহে উঠে কান্তি উজ্জ্বলতা ভ'রে।
লক্ষ্মীজী-সংশ্লেষ হর্ষে যথা তিনি উজ্জ্বল
তথা তার রূপছটায় শ্রীপর্বত২ ঝলমল।
॥৩।৩।৪॥

---

১ সৌশীল্য—সকলমনুজনয়নগোচরতা।
২ শ্রীপর্বত—উত্তর শ্রীপর্বত—বেঙ্কটাচল।

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — পঞ্চম গাথা।

গাথা তাৎপর্য—

নিত্যসুরীরে যদি আত্মদান করে হরি
তাহা তো উৎকর্ষ নহে ইতিপূর্বে কহে সুরী।
প্রভুর উৎকর্ষ হয় হীন মোরে আত্মদান
ইথেও অসন্তোষ তাঁর এ গাথায় সুরী ক'ন।
মো হ'তেও হীনতর প্রভু করে অন্বেষণ
করিবারে আত্মদান, হেন জীব নাহি পান।

মূল গাথা

জ্যোতিরূপ আদি মূর্ত্তি সর্বলোক সেব্য ধাম
ঐশ্বর্যে পূর্ণ বটে ইথে কি উৎকর্ষে মান!
বৈদিকগণের সর্ববেদের অমৃতরূপী
দোষহীন গুণে পূর্ণ বেঙ্কটেশ শ্রেষ্ঠ অতি।

॥৩।৩।৫॥

ব্যাখ্যা—

সুরী কহে শ্রীবিগ্রহ নিরবধি তেজোরূপ
জ্যোতিতে আবৃত দেহ জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপ।
তথা হি—
"নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।" (শ্রুতিঃ)

জ্যোতি দিয়ে গড়া তনু হেন হয় ভান
কান্তি তনু মাখামাখি যেন নহে আন।
উভে পুনঃ নিরপেক্ষ উভে নিরবধি
হেন রূপ বরননে কোথায় শকতি!

তথা হি—'তেজসা রাশিমূর্জিতম্।'
পূর্ব গাথাদ্বয়ে কহে প্রভু নিত্য সর্ব-ঈশ
এবে কহে সর্ব-সেব্য তিনি সর্ব পরমেশ।
'নমিব না' বলে কেহ প্রভুর দর্শনে সেহ
অবশ হইয়া নমে হেন দিব্য তার দেহ।

তথা হি—
"দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং তথা কান্তং প্রতপন্তমিবৌজসা।
যথার্হং কেশবে ভক্তিমবশাঃ প্রতিপেদিরে॥"
(ভাঃ সঃ ৭৫)

মোর প্রভু জ্যোতিরূপ সর্বসেব্য সর্বেশ্বর
তিনিই যে 'আদিমূর্ত্তি' সুরী কহে অতঃপর।
যিনি ব্রহ্ম তিনি আদি সর্বকারণকারণ
শ্রুতির কারণবাক্যে ইহাই যে বরণন।
তথা হি—
'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি......তদ্ ব্রহ্ম।' (তৈঃ উঃ)

পুনঃ সেই আদি মূর্ত্তি যিনি সর্বকারন
তিনিই আশ্রয়নীয় করে শ্রুতি বরনন।

তথা হি—
'কারণং তু ধ্যেয়ঃ, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং,
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।' (শ্রুতিঃ)

যিনি আদি মূর্ত্তি তিনি হন সর্বসেব্য
তিনিই জ্যোতির্ময় রূপী কহিতেছে সুরীবাক্য।
এ হেন ঐশ্বর্য গাহি অতঃপর সুরী কয়
ইহা নহে মোর স্বামীর উৎকর্ষের পরিচয়।
বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদই যাদের ধন
হেন বেদবেদ্য তিনি অমৃত সমান।

তথা হি—"সা হি শ্রীরমৃতা সতাং।" (অহির্বুধ্ন্য মন্ত্রে)
"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।"

বেদ কহে, আনন্দগুন তাঁর সর্বগুনসার
গুনসার সুরী কহে দোষহীনতায় তাঁর।

দোষরহিত গুণ তাহাই গুণসার
দোষ অর্থে কহে সুরী গুণাগুণ বিচার।
তাঁরে সমাশ্রণকালে 'ইহ যোগ্য হয়'
'ইহ পুনঃ যোগ্য নয়'—এ বিচার নয়।

রক্ষকের তৃপ্তি যদি রক্ষ্যবর্গের কিয়ৎলাভে
অকিঞ্চন জীব তবে কোথা গেলে রক্ষা পাবে!

পূর্ব গাথা সুরী কহে নিত্যসুরীনাথ প্রভু
মোরে লাভ তরে পুনঃ পাতিয়াছে ফাঁদ তবু।

অর্চা-অবতাররূপে এই রূপ সুবিস্তার
দোষহীন গুনে পূর্ন বেঙ্কটেশ অবতার।
নীচ হীন মোর তরে হেন লোভ যদি তাঁর
ইহাই লক্ষন হয় তাঁর দোষহীনতার।

এতাবৎ নহে তাঁর উৎকর্ষের নিদর্শন
এ হ'তেও অধিক পুনঃ আছে তাঁর অনুষ্ঠান।
অন্বেষিয়া মো হ'তেও অপকৃষ্ট প্রাপ্তি আশে
নাহি পেয়ে দুঃখে প্রভু নিরম্বু উপবাসে।

নীচ হীন জনে যত দোষ তাহে গুণ মানে
আশ্রয়ণ কালে প্রভু আপন বাৎসল্য১ গুণে।
ইহা তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ 'বাৎসল্য জলধি' তিনি
এ গুণেই তাঁর যত উৎকর্ষ বলিয়া গণি।

॥৩।৩।৫॥

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

রক্ষ্যবর্গ হীন যদি নিজ নিজ গুণগণে
তদুপরি বদ্ধ যদি নানা পাপে নানা ঋণে।
তবু যদি সেবে তাঁরে অভিনিবেশের সনে
যত বাধা বিঘ্ন সব ভস্মসাৎ জনে জনে।

মূল গাথা

অসত্য যে ঋণত্রয় সর্ব পাপরাশি
হয় তারা ভস্মীভূত আপনি বিনাশি'
অঞ্জলি বন্ধন করি 'বেঙ্কটেশ নমো' বলি
ডাকিতে সমর্থ যদি, সর্ব বিঘ্ন যায় চলি'।

॥৩।৩।৬॥

ব্যাখ্যা—

দেবঋণ ঋষিঋণ পিতৃঋণ ঋণত্রয়
মোক্ষলাভে বাধা এরা সর্বশাস্ত্রে কহি যায়।

তথা হি—

"ঋণানি ত্রীন্ অপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥"

(মনু—৬।৩৫)

ব্রহ্মচর্যে ঋষিঋণ যজ্ঞে দেবঋণ
প্রজা উৎপাদনে যায় তথা পিতৃঋণ।

তথা হি—

"ব্রহ্মচর্যেণর্ষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।"

(যজুঃ—কাঃ ৬)

পাপ উৎপাদনে হেতু দেহ তথা গুণত্রয়
অনিত্য সকলি এরা তাই যে 'অসত্য' হয়।
'সর্বপাপ দগ্ধ হয় আপনি বিনাশ পায়'
উক্ত পদ ব্যাখ্যা করি *যামুন-আচার্য* কয়।
এ হেন সে ব্যাখ্যা শুনি *ভাষ্যকার রামানুজ*
ব্যাখ্যা বরণন করে বেদান্তের অনুগুণ।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ২ ভ্রমমূলে, ভ্রমনিবর্তক
শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ কিন্তু যথাভূত সত্যাত্মক।
অতয়ে শাস্ত্রীয় বাক্য অনুগুণ অর্থ যাহা
একে একে *রামানুজে* অর্থ কহিছেন তাহা।
পাপ অর্থে অঘ ইহার দুই যে প্রকার
পূর্ব ও উত্তর অঘ শাস্ত্রের বিচার।
জ্ঞানোৎপত্তি পূর্বে অঘ নাম যে 'পূর্বাঘ'
জ্ঞানোৎপত্তি অনন্তরে হয় 'উত্তরাঘ'।
বুদ্ধিপূর্ব স্বেচ্ছাকৃত হয় যে পূর্বাঘ
অনিচ্ছায় প্রামাদিক কৃত উত্তরাঘ।
জ্ঞানোদয় অনন্তরও দেহের সম্বন্ধ তরে
কভু কভু জ্ঞানীগনও পাপেতে প্রমাদ করে।
তখনি মনেতে তার আসে অনুতাপ—
হায় হায় করিলাম হেন পাপ কাজ!
হেন অনুতাপে সেই পাপের বিনাশ
এই উত্তরাঘে তাই হয় যে অশ্লেষ।
শরণাগতিতে হয় পূর্বাঘের নাশ॥

তথা হি—

(১) "উত্তরপূর্বয়োরশ্লেষবিনাশৌ।" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩)
(২) "এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।"

(ছাঃ ৪।২।৪)

প্রভুর কৃপায় অতো সর্বপাপ নাশ হয়
হয় তারা ভস্মরাশি ইহা সত্য৩ অতিশয়।

---

১ বাৎসল্য—দোষাণাং গুণত্বেন স্বীকারঃ—বাৎসল্যম্ (দোষকে গুণ বলিয়া স্বীকার করা) যথা সদ্যোজাত বৎসের প্রতি প্রসবিত্রী গাভীর গুণ।

২—প্রত্যক্ষ দ্রব্যও ভ্রমমূলক হইতে পারে এবং প্রত্যক্ষের দ্বারা সেই ভ্রমের নিবর্তনও হইতে পারে। যথা—অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম, আলোকে সেই ভ্রম নিবর্তনপূর্বক সত্য রজ্জু জ্ঞান।

৩—উপরে লিখিত আছে 'অসত্য' এখানে বলিতেছেন 'সত্য'। ইহার অর্থ—জীবকৃত যত পাপ তাহা অসত্য অর্থাৎ নাশযোগ্য। পুনরায়—সমস্ত পাপই প্রভুর কৃপায় ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে—ইহা সত্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয় সমুদ্র-শরণাগতি
রামের কৃপায় বিফল ব্রহ্মাস্ত্র সমুদ্র প্রতি।
শ্রীরামে অবজ্ঞাভরে সিন্ধু মহা পাপ করে
তবে প্রভু ক্রোধভরে সংহারে ব্রহ্মাস্ত্র ধরে।
তখনি প্রণমে সিন্ধু শ্রীরামেরে কর জোড়ে
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র সর্ব পাপ ক্ষমে তারে।
অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র তবে সিন্ধুর বিরোধীগণে
নিক্ষেপিল প্রভু তারে বিরোধীর বিনাশনে।
বিরোধী পাপের রাশি যাহে নিবর্তন
তার তরে প্রার্থনার নাহি প্রয়োজন।
যথাযথ ভাবে যদি কৈঙ্কর্য করিয়া যাবে
তোমার বিরোধীবর্গ আপনি নিবৃত্ত হবে।
ইতর বিষয়ে যদি আসক্তি বর্জন
প্রভুর সেবায় যদি হ'য়ে রুচিমান।
স্বরূপানুরূপ১ যদি কৈঙ্কর্যের অনুষ্ঠান
নির্বিঘ্ন সমাপ্তি তবে, প্রভু প্রীতি সম্পাদন।
হেন স্বরূপানুরূপ সেবা নহে গুরুভার
'বেঙ্কটবাসিনে নমো' উক্তি বদ্ধাঞ্জলি আর।
মন-সহ নহে যদি উক্তিমাত্র পর্যাপ্ত
সকল বিরোধী-নাশে অমোঘ যে যত্র তত্র।
প্রভুর কৈঙ্কর্য হয় জীবের স্বরূপ
বেঙ্কটবাসিনে২ শব্দে ইহাই যে রূপ।
এ কৈঙ্কর্যে নাহি স্থান 'অহঙ্কার-মমকারে'
ন-মম এই 'নমঃ' শব্দ ইহাই নির্ণয় করে।
অসংগত পদদ্বয় বিরোধী বিনাশ
'মমকার' বিরোধী 'নমঃ' শব্দ তার নাশ।
প্রভুরে প্রার্থনাকালে অঞ্জলি বন্ধন
জীব-স্বরূপানুরূপ এই অনুষ্ঠান।
অথবা প্রভুর কৃপা করিয়ে স্মরণ
প্রার্থনায় করে ভক্ত অঞ্জলি বন্ধন।
কিংবা সর্বেশ্বরে হেরি অর্চারূপে অবস্থান
কৃতজ্ঞতা ভরে করে অঞ্জলির বন্ধন।

১ স্বরূপানুরূপ কৈঙ্কর্য—অহঙ্কার মমকার রহিত কৈঙ্কর্য।
২ বেঙ্কটবাসিনে—আমার সমস্ত কার্য বেঙ্কটবাসী প্রভুর জন্য কৈঙ্কর্য।

নামের মহিমা-জ্ঞান করিয়ে স্মরণ
'বেঙ্কটেশ নমো' বলি অঞ্জলি বন্ধন।
নামী হ'তে নাম বড় করিলা যে নামী
দ্রৌপদী আহ্বানে হেন মহিমা যে জানি।
"গোবিন্দেতি যদাক্রন্দৎ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্।
ঋণং প্রবৃদ্ধমেব মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি॥" (ভাঃ উঃ ৪৯)
'গোবিন্দ' আহ্বান শুনি কৃষ্ণ-চিত্ত অভিভূত
আমি দূরে তবু নামে ডাকি সে যে নির্বৃত।
কৃষ্ণারে প্রশংসা করি নিজ মনে পায় ব্যথা
বিপদেতে উদ্ধারিতে আমি না যাইনু তথা।
মোর নামই কার্য করে আমি কিছু না করিনু
হেন মনস্তাপ মোর আজিও না বিস্মরিনু।
নামী হ'তে নাম বড় নামীরই ইচ্ছায় হয়
নাম-শক্তি শব্দ-শক্তি উভয়ে মিলিত তায়।

॥৩।৩।৬॥

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রথম গাথায় সূরী কৈঙ্কর্য প্রার্থনা করে
হেথা শ্রীপর্বত দেন সেই সে প্রার্থিত ফলে।
তথা হি—
'অৎচ্যুতি কৈঙ্কর্যং কর্তুং বাঞ্ছামো বয়ম্'। (সহ ৩।৩।১)

মূল গাথা

ব্রহ্মেন্দ্রাদি সহ মহা ধূপ দীপ পুষ্প নীরে
বহি' ল'য়ে শ্রীবেঙ্কটে সাদরে প্রণাম করে।
তারা হয় উজ্জীবিত পায় সাম্য মোক্ষফলে
প্রভুর কৈঙ্কর্য তথা শ্রীপর্বত-কৃপাবলে।

॥৩।৩।৭॥

ব্যাখ্যা—
মহান্ পবিত্র ভাবি' আরাধনোপকরণ
পুষ্প ধূপ দীপ জল ল'যে যত দেবগণ
মাধবী মালারে ভাবি বৈজয়ন্তী মালা হেন
সাদরে বেঙ্কটে চলে করিবারে সমর্পণ।
ভাবে মনে পাবো প্রভুর করুণার অবদান॥

ভক্তি-সমর্পিত হেরি প্রভুর পুনঃ মনোলোভা
এ পূজায় পরস্পরে হয় মরি হেন শোভা।
শ্রীবেঙ্কটে পুজে যারা পুজার আগ্রহে হেথা
রাজপুত্রকৃত১ চম্পা-মালা সমর্পণ যথা।
শ্রীবেঙ্কটে পুজে ব্রহ্মা আদি যত দেবগণে
ভুমিষ্ঠা তারাও পুজে সেই দেবগণ সনে।
প্রয়োজনান্তরপর২ যতেক দেবতাগণ
শ্রীপর্বত-কৃপায় এঁরা৩ অনন্ত প্রয়োজন৪।
হেন উপাদান ল'য়ে পূজনে প্রণামে এঁরা
হন ক্রমে উজ্জীবিত উর্দ্ধক্রম পরম্পরা।
অন্তে করে শ্রীপর্বত ইহাদিগে মোক্ষ দান
ঈশ্বরের সাম্যাপত্তি যাহে তাঁরা প্রাপ্ত হন।
তথা হি—

'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' (শ্রুতিঃ)

১। 'মম সাধর্ম্যমাগতা'। (গীতা)

২। 'স্বসাদৃশ্যং যথা স্যাৎ তথা কৃপাং কুর্যাৎ।'
(আড়্বার বচন)

কিংবা এই 'সাম্য' মোক্ষ আত্মস্বরূপ আবির্ভূত
অথবা আপন সম ফল দেন শ্রীপর্বত।
তথা হি—

'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং
পরমং সাম্যমুপৈতি।' (শ্রুতিঃ)

শ্রীবেঙ্কটেশ পদ আপন মস্তকে ধরি
স্বফলে সফল করি স্থিত শ্রীপর্বত সূরী।
তেমতি প্রনত শিরে বেঙ্কটেশ পদতল
হেন স্বসদৃশ ফল প্রদানে বেঙ্কটচল।
এ কৈঙ্কর্য লাভে যদি বেঙ্কটই উপায়
তবে প্রভু সিদ্ধোপায় কেমনে কহয়?
তদুত্তরে কহিছেন, বেঙ্কটেশ বেঙ্কটাচলে
যথা ইচ্ছা মনো সুখে স্বৈর সঞ্চার করে।
তেমতি বিহরে প্রভু আচার্যের অন্তরে॥
যথা হি—

"সুভগ চিত্রাকূটোঽসৌ গিরিরাজোপম গিরিঃ।
যস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে॥"
(রাঃ অঃ)

শ্রীবেঙ্কট গিরি হেন আচার্য সমান
আচার্যের কৃপা করে স্বসদৃশ ফল দান।
॥৩।৩।৭॥

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ষষ্ঠ গাথায় সূরী ইতিপূর্বে কহিছেন
শ্রীপর্বত করে যত বিরোধীর নিবর্ত্তন।
পুরুষার্থ প্রদানেতে প্রভুর কি প্রয়োজন
শ্রীপর্বত স্বয়ংই যে জীব-পুরুষার্থ হন।

মূল গাথা

**পর্বত-সহায়ে শিলা-বর্ষ হতে রক্ষাকার
তথা পদাশ্রয় দানে শ্রীবামন অবতার।
হেন রক্ষক-নিবাস বেঙ্কটের সেবা কর
সর্বপাপ নিবর্ত্তনে এই গিরি শক্তিধর।**
॥৩।৩।৮॥

ব্যাখ্যা—
জীব-দুঃখ-নিবৃত্তির গিরি সদা পরিকর
গো-গোপেরে আর্ত্ত হেরি কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধর।

১—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দক্ষিণ দেশে দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর জিলা হইতে একদা কয়েকটি ভক্ত রাজপুত্র শ্রীভগবানের চরণে মালা সমর্পণের উদ্দেশ্যে মালা কিনিবার জন্য বাজারে গিয়া দেখিল কেবল একটি মালীর কাছে মাত্র একটি চাঁপা ফুলের মালা আছে। সকল রাজপুত্রেরাই সেই চাঁপার মালাটি কিনিবার আগ্রহে পরস্পরে নীলামের ডাকের ন্যায় ক্রমশঃ দাম বাড়াইয়া সর্বশেষে একজন রাজপুত্র তাহার অধিকারে সমস্ত রাজ্য দিয়া এই মালাটি ক্রয় করিয়া শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়াছিল। এতদ্দ্বারা রাজপুত্রের শ্রীভগবানের চরণে পুষ্প নিবেদনের জন্য আকুলতার গুরুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২ প্রয়োজনান্তরপর—যাহারা ভগবৎপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য স্বার্থে পূজা করে। ৩ এঁরা—ভুমিষ্ঠাগণ।

৪ অনন্য প্রয়োজন—যাহারা ভগবৎপ্রাপ্তি এবং তাঁহার প্রসন্নতার জন্য পূজা করে।

সপ্ত অহর্নিশি গিরি করিয়া ধারণ
শিলাবৃষ্টি হ'তে ব্রজে করিলেন ত্রাণ।
বামনাবতারে পুনঃ হৃত রাজ্য উদ্ধারেতে
শ্রীপাদ সঞ্চার করি আচ্ছাদয়ে শ্রীপর্বতে
আশ্রিত রক্ষণে তাঁর পর্বত ধারণ
সর্বজীব উদ্ধারে গিরি আচ্ছাদন।
শ্রীবেঙ্কট-পর্বতে 'হেন পরাৎপর
আসিয়া নিবাস করে সেই সর্বেশ্বর।
সেই সর্বেশ্বর ছাড়ি ধর তাঁর বাসস্থান
হেন শ্রীপর্বত সর্বপাপ করে নিবর্তন।
প্রভুর অচল গৃহ হয় শ্রীপর্বত সুরী
আচার্যস্থানীয় তিনি হন সর্বপাপহারী।

॥৩.৩।৮॥

— —

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পাপ নাশি' প্রাপ্য দেন স্বয়ং শ্রীপর্বত সুরী
ইতিপূর্বে কহিয়াছে শ্রীশঠকোপ সুরী।
এবে কহে শ্রীপর্বতে উত্তর শিখর
সেথা বেঙ্কটেশ, সেব শ্রীচরণ তাঁর।

মূল গাথা

জনম মরণ জরা ব্যাধি আদি দুঃখহারী
গোপাল বেঙ্কটনাথ জেনো ইহা সুনিশ্চয়।
কমল বিকস্বর চরণযুগল তাঁরি
কায় মন বাক্যে ভজ যাহে সর্বদুঃখ যায়॥

॥৩।৩।৯॥

ব্যাখ্যা—

জনম মরণ জরা ব্যাধি আদি দুঃখ যত
বিনাশকরণে প্রভু শ্রীবেঙ্কটে অবস্থিত।
হেন দুঃখ নাশে তাঁর আগ্রহ না হবে যদি
অর্চারূপে তবে কেন হইবে হেথায় স্থিতি।
জীব-দুঃখে উদাসীন রহিতেন যদি প্রভু
দুঃখহীন বৈকুণ্ঠ ছাড়ি হেথা না আসিত কভু।
জীব-দুঃখে প্রভু হন সে হ'তে অধিক দুঃখী
তাই দুঃখ নিবর্তনে অর্চারূপে হেথা স্থিতি।
দুঃখনাশে প্রভু যদি নাহি হন তৎপর
অল্পশক্তি জীবে তবে দুঃখনাশ সুদুষ্কর।
উপভোগ্য হয় অতি বিবিধ সেবন
বেঙ্কটেশ গোপালের অমিয় চরণ।
অচির বিকস্বর নব কিশলয় যেন
কায় মন বাক্যে সেব চরণযুগল হেন।
নিরন্তর বাণী তব করুক চরণ-গান
বিস্মরণ নাহি হোক্ মনে তাঁর চিন্তন।
কর পদ শির সদা করুক সেবন
আপনি পলাবে তবে স্বরূপের রিপুগণ।
করণত্রয়ে তব হেন নিবেশন
নষ্ট করে চিরতরে জনম মরণ।

॥৩।৩।৯॥

——

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

শ্রীপর্বত তার উদ্যান তার সরোবর
তাহে পুনঃ বেঙ্কটেশ অর্চা অবতার।
নির্বিশেষে সমাশ্রয় সর্বোপায়-সার॥

মূল গাথা

যাহার ভজন লাগি পেয়েছ এ তনু মন,
জরা দশার আগে, তাহা কর তাঁরে নিবেদন।
নাগশায়ী প্রভুর যে পরম আদৃত স্থল
ফলে ফুলে জলে ভরা ভজ সে বেঙ্কটাচল॥

॥৩।৩।১০॥

ব্যাখ্যা

এ দেহ-সম্পত্তি তব ঈশ্বর-প্রদত্ত হয়
তারে না লাগাবে কভু ইতর বিষয়।
ঈশ্বরভজনে তারে কর নিবেদন
কায় মন বাক্যে কর বেঙ্কটে গমন।

তথা হি—

'বিচিত্রা দেহসম্পত্তিঃ ঈশ্বরায় নিবেদিতুম্।'

জীবনের কাল হয় অতি পরিমিতা
বৃদ্ধকালে দেহেন্দ্রিয়ে আসে শিথিলতা।
মনে শ্রদ্ধা দেহে শক্তি করণপাটবকালে
কায় মনে চল তবে আশ্রিতে বেঙ্কটাচলে।
অনন্তশয়নে শায়ী প্রভু সর্বেশ্বর
সাদর নিবাস তাঁর শ্রীবেঙ্কটাচল।

বিস্তৃত আকারে এই শ্রীপর্বতপুরী
ফণীসম জ্ঞান, যেন শ্রীঅনন্তপুরী।
তাই প্রভু অবতরি' হন বিরাজিত
এ অনন্তপুরী পরে অতি হরষিত।
তার প্রিয় শ্রীপর্বত ফল ফুল জলসহ
সময় থাকিতে আসি ভজিতরে সমাশ্রয়।
॥৩।৩।১০॥

— —

তৃতীয় শতক, তৃতীয় দশক — একাদশ গাথা
(দশক পাঠ ফল)

এ দশক অভ্যাসেতে সমর্থ যাহারা
বেঙ্কটেশ পদে দাস্য-যোগ্য হয় তারা।
স্বরূপের অনুরূপ কৈঙ্কর্যের প্রার্থনায়
এ দশক অতুলন তুলনা নাহিক তায়।
বাসনার অনুগুণ কৈঙ্কর্যসম্পদ লভি'
শত্রু মিত্র সকলেরই শ্লাঘ্য হ'য় অতি সুখী।
॥৩।৩।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতুল্য অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক — চতুর্থ দশক

দশক তাৎপর্য—

সূরী দেখে প্রভুর দেহ সর্বজগৎ
সর্ব শব্দরাশি পুনঃ তাঁহারি বাচক।
পঞ্চভূত, ভৌতিক তথা মুখ্যবস্তুচয়
যথা-তত্ত্ব বরননে হেথা সূরী দাস্যময়।
নিরন্তর সেবাবাঞ্ছা করিলা তৃতীয়ে সূরী
বেঙ্কটে প্রকট রূপে বাঞ্ছাপূর্তি লাগি হরি।
তথা করণত্রয়ে সকল কৈঙ্কর্যে সাধ
চতুর্থে স্বীকারে তাহা প্রভুরও মনের ভাব।
উভয়েই অতি প্রীত মিলিত যে শ্রীবেঙ্কটে
তথাপি যে পূরিল না উভয়ের মনোরথে।

একধা কৈঙ্কর্যে সূরীর এতই অনুরাগাধিক্য
অন্য কৈঙ্কর্যে আর রহিল না সে সামর্থ্য।
গুণানুসন্ধান করি অবসন্ন তার মন
চলিতে না চলে পদ নেত্রদ্বয় ঘূর্ণমান।
প্রভুর স্বরূপ রূপ বসন ভূষণ
অগণিত গুণ লীলা বিভূতির দরশন।
যথা যথা স্থানে তাদের নহেক স্ফুরণ
একত্রে প্রভুর অঙ্গে করে দরশন।
প্রভু হ'তে গুণ যথা নহে পৃথক্ স্থিত
বিভূতিও তদ্রূপ তাঁহে অনুস্যূত।

মুক্ত জীব অনুভবে যত লীলাবিভূতিতে
জড় ও চেতন বস্তু তদীয়ত্ব আকারেতে।
কর্ম নিবন্ধন ইথে স্মরণ অভাব
তারতম্য নাহি ইথে সবে তদীয়ত্বভাব।
যথা—'নোপজনং স্মরণ্' শ্রুতি—(মুক্ত পুরুষের আত্মীয়-
রূপ স্মরণাভাব, সকলকেই ভগবানের বস্তুরূপে স্মরণ)
জ্ঞানের উৎপত্তিকালে সূরী যবে বিস্মরণ
সংসারী জীবের কথা, তবে সূরী প্রীত র'ন।
মহান পুরুষ যারা তাদের বিরহ সূরী
সহিতে না পারে কভু এ হেন স্বভাব মরি।
জ্ঞান-পরিপাককালে সর্বজীবে তুল্য ভাব
সকলি বিভূতি প্রভুর, তদীয় আকারে১ সব।
ঈশ্বরের গুণ যথা তাঁর বিভূতিও তাই
তদীয়ত্ব আকারেতে কোন তারতম্য নাই
স্ব-স্বরূপ রূপ আদি সম্যক্ প্রদর্শন
সূরিরে দানিলা প্রভু, পায় তিনি দিব্যজ্ঞান।
ভাসিল সূরীর মনে আদি-অন্ত তত্ত্ব কথা
বিভূতি-বিভূতিমান এই তত্ত্ব যথা যথা।
বিভূতি কারণ-পঞ্চভূত ভৌতিক তথা
দর্শনীয় মানিক্যাদি আস্বাদনীয় রস যথা।
শ্রবনীয় সঙ্গীতাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্য যত
মোক্ষ আদি পুরুষার্থ সবই সূরীর অধিগত।
সুর নর তির্যগাদি যত যত জীবগণ
প্রকৃতি-পুরুষ২ তথা সর্বজীব কারণ।
সকলই বিভূতি প্রভুর তিনি যে বিভূতিমান
জড় ও চেতন মধ্যে প্রবেশি' মিলিত হন।
জীব মধ্যে রহি' প্রভু জীব-দোষে অসংস্পৃষ্ট
অতো জীবের সুখে দুঃখে নাহি প্রভুর কোন স্পর্শ।
তিনি জীব নিয়ামক উজ্জ্বল জ্ঞানের খনি
ইতর যতেক বস্তু তাঁহার বিভূতি গণি।
তথা হি—"অনশ্নন্নন্য অভিচাকশীতি।" (শ্বেতাঃ)
এ বিভূতি-বস্তুবাচী যত যত শব্দ হেন
জড়াভ্যন্তরে চেতন জীবেরে বুঝায় পুনঃ।
তার অন্তর্যামী পরমাত্মপদে সমর্পন॥

১ তদীয় আকার—সমগ্র বিশ্বের বস্তুনিচয়ই তত্ত্বতঃ 'তদীয়', অর্থাৎ সর্বেশ্বরের বিভূতি।
২ প্রকৃতি-পুরুষ—জড়বস্তু ও চেতন বস্তু।

সর্ব শব্দে অর্থ হয় এই ভাবে সমাপন
চিদচিদ্-ঈশ্বর সংঘাত বাচক জান।
অতো সর্ব শব্দ ব্রহ্মে পর্যবসান
বুঝায় অসাধারন অর্থ, যথা নারায়ন।
সকল পদার্থ তথা তার বাচক শব্দ সব
অন্তর্গত বিভূতির, সূরী করে অনুভব।
এ হেন বিভূতি-তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি
নিজেরে কৃতার্থ মানে কৈঙ্কর্যেতে লুব্ধ সূরী।
সর্ব দাস্যে১ অসমর্থ, হইয়া ব্যাকুল সূরী
বাচিক কৈঙ্কর্যে তবে হইলা প্রবৃত্ত মরি।
পুনঃ এ বাচিক দাস্যে বিচারিতে নাহি পায়
কি ব'লে গাহিব তারে ভাবিয়া আকুল হয়।
পরিশেষে সূরী নিজ মনোরথ অনুগুণ
প্রভুর বাচিক দাস্যে এ দশক সমাপন।

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বরের গুণগণ ও বিভূতি-কারণ তথা
রাখি হৃদে কহে সূরী সংক্ষেপে এই গাথা।
অতঃপর গাথাচয় কহিবে বিস্তারে
এ গাথায় উক্ত বস্তু, একে একে তারে।

মূল গাথা

কিয়ে অদ্বিতীয় গুণী বন্দ্য সবাকার
কিয়ে ভূমি অগ্নি কিয়ে শীতল সাগর।
কিয়ে বায়ু কিয়ে ব্যোম বিধু অংশুমান
কিয়ে সর্ব নামে কৃষ্ণে করিব আহ্বান।

॥৩।৪।১॥

ব্যাখ্যা—

আদ্য গাথা হ'তে পুনঃ এ অবধি সূরী
যত যত গুণ প্রভুর অনুভব করি।
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস২ পুরাণে কথিত
ভুজ উদ্ধৃত করি উচ্চ ঘোষিত।
গুণগণ মণ্ডিত অতি বিলক্ষণ
অদ্বিতীয় ঈশ্বর! তোমার কী নাম?

১ সর্বদাস্য—কায়িক বাচিক মানসিক দাস্য।
২ ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারত।

অদ্বিতীয় গুণবান সমধিক শূন্য হেরি
বিভূতিও তথাবিধ অনুভব করে সূরী।
ক্ষমা আদি গুণবতী শ্রীপাদোৎপন্না 'ভূমি'
সদৃশরহিত পুন, এ নামে কি নামী তুমি?
বিশ্ব-উৎপাদনে ভূমির কাঠিন্য নিবারণে
ডাকিব কি 'জলরাশী' শীতল সাগর নামে।
জল-ভূমি সম্মিলনে দ্রবীভাব নিবারণে
জলের শোষক 'অগ্নি' ডাকিব কি সেই নামে?
অগ্নির উষ্ণতা পুনঃ শীতল করিতে দেখি
সৃষ্টি-কার্য নির্বহণে তুমি বায়ু বলিব কী?
'আকাশ' সে ব্যাপ্ত বস্তু সর্বাশ্রয়-বৃত্তিবান
নিশ্বাসে বা বস্তুচয়ে অবকাশ করে দান।
পঞ্চভূত মধ্যে সর্ব দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত রয়
অন্য ভূতচতুষ্টয় প্রলয়ে তাহে হয় লয়।
ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুৎব্যোম ইতি ভূতপঞ্চক
সৃষ্ট যত বস্তু তাদের উপাদান হেতুভূত।
এ হেন আকাশ নামে তুমি কি গো নামী
কোনটি আসল নাম কহ প্রভু শুনি।
যত সৃষ্ট বস্তু তুমি তার উপলক্ষণে
চন্দ্র সূর্য রূপে তুমি প্রকাশিত এ ভুবনে।
তাপ নিরসনে চন্দ্র, সূর্য পুনঃ দেয় তাপ
সর্ব সৃষ্ট বস্তুরূপে তুমি বিশ্ব-নির্বাহক।
সূর্য চন্দ্র কিংবা বল যত বস্তু বিশ্ব ভরি
সকলি কি তব নাম কোন বস্তু নাহি ছাড়ি'।

তথা হি—
"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্।" (গীতা)

সর্ববস্তু স্বয়ং প্রভু সূরীর যে হেন জ্ঞান
এ সব বিভূতি তাঁরে প্রকাশয়ে অতঃপর।
অর্জুন ডাকিয়াছিল হে কৃষ্ণ[১] বলিয়া যথা
'অদ্বিতীয় গুণী' বলি সূরী হেথা ডাকে তথা।
কোনটি তোমার আসল নাম
প্রভু খুঁজি নাহি পাই
সূরী কহে সর্ব নামে হয় তব পরিচয়।

॥৩।৪।১॥

১ গীতা—১১।৪১।

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্ব গাথায় উক্ত ভূমি আদি ভূতগণে,
তার কার্যাবলী সূরী কহে এবে যথাক্রমে।

মূল গাথা

কি নামে ডাকিব তোমা মোরে জ্ঞান নাহি তার
কহিব 'ভূধর' কিবা সুন্দর 'জলধর'।
'উজ্জল তারকা' কিবা, 'জিহ্বা কৃত স্বরগ্রাম',
'জ্ঞানের উপযুক্ত প্রাণ', কিবা প্রভু তব নাম।
সূরী কহে কহ স্বামী! অরবিন্দলোচন!
গুণগণ মণ্ডিত ওহে কিয়ে কৃষ্ণ গুণধাম।

॥৩।৪।২॥

ব্যাখ্যা—
তোমার কৃপায় প্রভু লভেছি তোমার জ্ঞান
ইয়ত্তারহিত তাই নাহি জানি যোগ্য নাম।
ভূমিতে কাঠিন্য যত্র একত্রে রাশিকৃত
ডাকিব কি তোমারে গো 'ভূমিধর পর্বত'।
অথবা ঔদার্য তথা শৈত্যগুণে সম্মিলন
'শ্যাম জলধর' নামে করিব কি আহ্বান?
অগ্নির তেজাংশ ল'য়ে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
উপলক্ষি' কহি তোমা 'তারকা উজ্জ্বল'।
বায়ু-কার্য হয় শব্দ, শব্দ-কার্য স্বরগ্রাম
'জিহ্বাকৃত স্বরগ্রাম' কহিব কি তব নাম।
আকাশের গুণ শব্দ, তাহা হ'তে অর্থজ্ঞান
অতয়ে শব্দ হয় জ্ঞানের সমীচীন প্রাণ।
'জ্ঞান সমীচীন প্রাণ' নামে কি ডাকিব আমি?
কিবা তব যোগ্য নাম কহ প্রভু কহ শুনি।
দ্রব্যের কারণ যিনি, গুণেরও কারণ তিনি
পদার্থের সাথে সাথে গুণেরও সৃজন জানি।
তন্তুগত শৌক্লে যথা পট্টও শুক্লগুণে গুণী॥
সর্বত্র স্বরূপে ব্যাপ্ত যথা মোর কৃষ্ণধন
তথা হয় ব্যাপ্ত তাঁর কল্যাণ গুণগণ।
নেত্রসৌন্দর্য তাঁর বাঁধিয়াছে এ দাসেরে
পঙ্কজনয়ন কৃষ্ণ সর্বকালে স্বামী মোরে।

॥৩।৪।২॥

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্ব গাথায় কহি, সর্বজগৎ ব্রহ্মাত্মক
এবে কহিছেন সূরী তার রূপের অনুভব।
জগৎ আকারে তথা শ্রীবিগ্রহ দ্বারে তবে
সূরী ধন্য ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অনুভবে।

মুল গাথা

অঞ্জনবরণ কিয়ে পঙ্কজনয়ন
কণক কিরীটি কিয়ে, শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
অরুণ চরণ কিয়ে, প্রবাল অধর
কোন্‌টি আসল নাম শঙ্খচক্রধর?

॥৩।৪।৩॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুজীর সঙ্গ করে জীব নয়নের দ্বারে
নয়ন-সৌন্দর্য তার প্রথমে বর্ণনা করে।
হেন নেত্র আকর্ষণে তাঁর বিম্বাধরে সূরী
মুগ্ধ হ'ন তাহে তাঁর মৃদুমন্দ হাসি হেরি।
হেন নেত্র-শোভা তথা হেন মৃদুমন্দ হাস
হেরি সূরী মুগ্ধ পুনঃ করে শ্রীচরণে আশ।
চরণে পড়িয়া সূরী হেরে শ্রীবিগ্রহ-শোভা
আপাদ কিরীট হেরে মরি কিবা মনোলোভা।
জ্যোতির্ময় কিরীট হয় 'শেষত্বের' পরিচয়
কিরীট অনুভবে নিজ 'শেষত্বে' বিভোর হয়।
আপন স্বাতন্ত্র্য স্মরি তবে উপজয় ভয়॥
সেই ভয় নিবারণে লক্ষ্মী-সম্বন্ধ হেরে
শ্রীবৎসচিহ্ন পুনঃ হেরে প্রভুর উরপরে।
বিভোর দর্শনে সূরী সুকোমল অঙ্গচয়
তাহার রক্ষায় শঙ্কা, তাহে উপজয়ে ভয়।
তবে সূরী অনুভবি' শঙ্খচক্র দুই করে
সেই ভয় নিবারণে নিজ শঙ্কা দূর করে।
শুদ্ধ স্বচ্ছ মাণিক্যের উজ্জলতা অদ্বিতীয়
বিগ্রহ-সৌন্দর্য তাঁর বরণনে নাহি কেহ।
প্রতি অঙ্গ অনুভবে কহিছে বিস্ময়ে সূরী
ইহাই কি তব নাম? অপরূপ মরি মরি!

॥৩।৪।৩॥

—

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বাচার্য মধ্যে একে পুছিছে অপরে
প্রভুর স্মরণে উপায় কিবা কহ মোরে।
প্রত্যুত্তরে কহে অন্যে, বিস্মরণ উপায় তাঁর
আগে কহ, দিব পরে তব প্রশ্নের উত্তর।

এ বাক্যে আশয় কহি কর অবধান
প্রভু বিনা সর্ব বস্তু-নামরূপে নাহি স্থান।
সর্ববস্তু মাঝে তিনি করি প্রবেশন
সত্তা নাম রূপ তার করে আপাদন।
অতএব কোন বস্তু নিরূপণ কালে
প্রভুর স্মরণে তবে সত্তা তার স্ফুরে।
জাতি সাথে গুণ-স্মৃতি[১] অবশ্যই হবে
দ্রব্যত্বের সাথে তথা প্রভু-স্মৃতি তবে।
লৌকিক দ্রব্যেতে গুণ-বিশ্লেষণই বেশ
হেথা সর্ব বিশেষণ প্রভু যে বিশেষ।
দ্রব্যবিশিষ্ট প্রভু বিশিষ্ট প্রধানে
হেন পক্ষ বুদ্ধি হয় বেদান্তের জ্ঞানে।
'চিদচিদ্‌বিশিষ্ট'[২] প্রভু, ইহা জ্ঞানসার
প্রভু যে 'প্রকারী',[৩] চিদচিৎ তাঁর 'প্রকার'।
যতেক প্রকার হয় বিভূতি তাঁহার
প্রভু যে বিভূতিমান্ ইহা শাস্ত্র-সার।
এ হেন ভাবনা ল'য়ে সূরী হেথা কয়
বিশেষ বিভূতি তাঁর তেজোবস্তুচয়।

তথা হি—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্॥"
(গীতা ১০।৪১)

---

১ জাতি ও গুণ—জাতি, যথা—গো-জাতি।
গুণ, যথা—শৃঙ্গ, গলকম্বল, পুচ্ছ, চতুষ্পদ।

২ চিদচিদ্বিশিষ্ট ঈশ্বর—চিৎ—চেতন আত্মা, অচিৎ—জড়বস্তু, সমস্ত বস্তুই জড় ও চেতন মিশ্রিত। এই জড় ও চেতনবিশিষ্ট হইতেছেন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। সমস্ত জড় ও চেতনমিশ্রিত বস্তু হইতেছে 'ব্রহ্মাত্মক'।

৩ প্রকারী—বিশেষ্য, প্রকার—বিশেষণ।

মূল গাথা

জাতি-মাণিক্য কিংবা স্বর্ণ-মুকুতা তুমি
কিংবা সমীচীন বজ্র, উজ্জ্বল দীপধ্বনি।
আদি তেজোময় ধাম, তুমি পুরুষোত্তম
লয়কালে পিতা তুমি অচ্যুত নির্মল॥

॥৩।৪।৪॥

ব্যাখ্যা—

উত্তম আকরজাত মাণিক্য যে তুমি গণি
কান্তিময় স্বর্ণ তুমি উজল মুকুতা মণি।
উজল দামিনীসহ সুমহান বজ্র তুমি
নিরন্তর প্রজ্বলিত সুন্দর দীপ তুমি।
কিংবা তুমি সুপ্রকাশ দীপ-শিখা সমুজ্জ্বলে
তুমি তেজ-অংশ পুনঃ শ্রীআদিত্যমণ্ডলে।
যাবৎ জ্যোতিষ্কবস্তু বিভূতি তোমার
বিভূতিক আদিজ্যোতি তুমি যে সুন্দর।

তথা হি—

"কার্যানাং কারণং পূর্বং বচসাং বাচ্যমুত্তমম্।
যোগিনাং পরমাং সিদ্ধিং পরমং তে পদং বিদুঃ॥"

(জিতন্তা স্তোত্র)

বিদ্যমান সর্ব কার্যে তিনিই কারণভূত
সর্ব জ্যোতিষ্কের তিনি আদি মহাজ্যোতিরূপ।

যথা হি—

"অত্যর্কানলদীপ্তং তৎস্থানং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
যয়ৈব প্রভয়া রাজন্ দুষ্প্রেক্ষং দেবদানবৈঃ॥"

(মহাভারত, আঃ ১৬৩।১১)

আদি তেজোরূপী বিষ্ণু, বিভূতি তাঁহার
প্রদীপ্ত পরমপদ পরম সুন্দর।
তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পুনঃ, আয়ুধ ভূষণ
বিভূতিরই অন্তর্ভুক্ত ইথে নাহি আন।
'শ্রীবৎসচিহ্ন[১]' তাঁর বিভূতির প্রকৃতি অংশ
'কৌস্তুভ'রূপেতে ধৃত জীবসমষ্টি বংশ।

এ হেন বিভূতিচয়ে তিনি যে বিভূতিমান
তিনিই যে সর্বেশ্বর আদি পুরুষোত্তম।
জ্ঞান হয় গুণধন ঈশ্বরের প্রাপ্তি যাহে
জ্ঞানাভাবে আত্মবস্তু নষ্টপ্রায় সুরী কহে।
জ্ঞানাভাবকালে মোরে পিতৃত্ব জ্ঞাপন করি'
না ত্যজিয়া রক্ষিলা অচ্যুতস্বরূপ ধরি।
এ হেন 'অচ্যুত' পুনঃ অতীব নির্মল
আমার রক্ষণে প্রভু মানেন স্ব-ফল।
এ পদের অন্য ব্যাখ্যা করে ব্যাখ্যাকার
পূর্বে রস ব্যাখ্যা, এবে তত্ত্ব ব্যাখ্যা তার।
প্রলয়কালেতে নাম রূপ ভ্রষ্ট জীব যবে
স্বামীরূপে নিজবস্তু-সত্তা রক্ষা লাগি তবে।
সম্মিলিত তার সাথে মহান্ 'অচ্যুত'ভাবে॥
এ মিলনে তাঁরে জীব-দোষ স্পর্শ নাহি করে
নাম-রূপ দানে জীবে এই মিলনের ফলে।
জীবে তথা সর্বেশ্বরে এ মিলন হেন ধন
দোঁহে যেন একই বস্তু জ্ঞানী করে দরশন।

॥৩।৪।৪॥

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তেজ-বস্তুরে তাঁর বিভূতি কহিয়া সুরী
এবে কহে রসতত্ত্ব তাহাও বিভূতি তাঁরি।

মূল গাথা

অচ্যুত অমল কিয়ে ভবৌষধি-সার
বিশুদ্ধ অমৃত কিয়ে ইক্ষুরসাধার।
ঘৃত মধু-রস কিয়ে, কিয়ে স্বাদু ফল
ভোগ্যভূত দুগ্ধ কিয়ে, কি নাম আসল?॥

॥৩।৪।৫॥

ব্যাখ্যা—

নিত্যবিভূতিসহ সর্বদা স্থিতি তাঁর
সর্বদোষ-বিবর্জিত অনন্ত কল্যাণাধার।
দূরস্থ তবুও নাশে সবার আপদ
সর্বজনে সর্বক্লেশে অমোঘ ঔষধ।
তথা হি—'বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।'

---

১ (বিঃ পুঃ ১।২২।৬৮, ৬৯);

আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥
শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তেন সমাশ্রিতম্।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে॥

প্রভুগাত্র সংস্পর্শে বায়ু বহি' বহি' যায়
বিনাশে যে ভবরোগ সে পরশ-মহিমায়।
তথা হি—
"কাবেরী তোয়মাশ্রিত্য বাতোপ্যত্র প্রবর্ত্ততে।
তদ্দেশবাসিনাং মুক্তিঃ কিমুতদেশবাসিনাম্॥"
ঔষধ সকৃৎসেব্য অপথ্য সহন হয়
প্রামাদিক-পাপ[1] তাহে নহে মুক্তি প্রত্যবায়।
তথা হি—'ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।' (গীতা)
বুদ্ধিকৃত পাপে হেতু যতেক অজ্ঞান
জ্ঞানোদয়ে হয় সেই পাপ নিরসন।
সমুদ্রে মথন বিনা সঞ্জাত অমৃত তার
সে অমৃতরস সম ইক্ষুরস-খণ্ড সার!
কটু অম্ল ক্ষার মধু কষায় লবন
ষড়রস মিশ্রিত যতেক ওদন।
মধুরসে ভরা তথা ঘৃতরসবান॥
সর্বদাই উপভোগ্য অতি স্বাদু ফল সেহ
শর্করা মিলিত দুগ্ধ অতীব সে উপাদেয়।
যথা হি—'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং।'
(শ্রীভাঃ ১।১।৩)
কোন্‌টি তোমার আসল নাম কহ প্রভু শুনি
অথবা সকলি তুমি সর্ব নামে নামী। ॥৩।৪।৫॥

—

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বেদ আদি শাস্ত্র-কথা, গীতি শব্দরাশি তথা
সকলি বিভূতি তব ইথে নাহি অন্যথা।
যেথা যত শ্রেষ্ঠ গুণ সকলি বিভূতি তব
তোমার বিগ্রহ তথা গুণও যে সেই মত।

মূল গাথা

বেদগত ফল কিয়ে বৈদিক অনুষ্ঠান
বিমোহন গান কিয়ে উৎকৃষ্ট যত স্থান।
কর্মসিদ্ধিদায়ী কিয়ে, কিয়ে কৃষ্ণ নাম
কিয়ে মায়ী আদি দেব, তুমি কী ব্যামোহবান!
কি ব'লে ডাকিব তোমা ওহে মম গুণধাম॥
॥৩।৪।৬॥

ব্যাখ্যা—
প্রমাণের সারভূত যে বেদ আদি প্রমাণ
সেই বেদাত্মক তুমি, তাই বেদ প্রয়োজন।
বেদে কোন অংশে কহ তব আরাধনা
অন্য অংশে আরাধ্যের স্বরূপ-কথনা।
অতো বেদে কোন অংশ নহে যে নিষ্ফল
সর্ববেদ-বেদ্য তুমি বেদরূপী ফল।
তথা হি—
'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যম্।' (গীতা)
পুরাণ ও ইতিহাস[1] যাহে বৈদিকানুষ্ঠান
বিশদ করিয়া কহে সেও তব অবদান।
তথা হি—
"ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্ বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥"
(বার্হ স্মৃ—)
বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র আদি কর্ত্তা তার তুমি
তোমারি বিভূতি তারা, তাই তুমি এ নামে নামী?
যে গানে ব্যামুগ্ধ করে তনু মন প্রাণ
সেই গানে তব নামে করিব কি আহ্বান?
উত্তম বিভূতি বলি' পূর্বে যত কহিয়াছি
তা' হতেও শ্রেষ্ঠতর বস্তু তুমি কহিব কী?
সুসাধ্য সুফল বস্তু হেন ফল হেন কর্ম
সবই তুমি তাই তোমা কহিব কি সেই ধর্ম?
এক গোণী[2] ধান্য রোপি' ফল যথা লক্ষ গোণী
তোমারে আদেশমাত্রে তথা প্রীত রহ তুমি।
শরণে আগত জীবে তুমি সর্ব কার্যকারী
সে অভয়দাতা 'কৃষ্ণ' নামে তোমা ডাকিব কী?
তথা হি—
'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'
(গীতা ১৮।৬৬)

---

[1] প্রামাদিক-পাপ— জ্ঞানোৎপত্তির পরেও দেহসম্বন্ধ-জনিত এবং পূর্ব পূর্ব বাসনা ও রুচিজনিত জীব অবশ হইয়া পাপকর্ম করিয়া থাকে — ইহাই প্রামাদিক পাপ।

[1] ইতিহাস—রামায়ণ ও মহাভারত।
[2] গোণী—পরিমাপ — কাঠা।

গুহ্যতম বাক্য হেন ভক্তেরে কহিয়া যান
আশ্রিতে ব্যামোহবান--ইহা তব নিদর্শন।
এ 'ব্যামোহবান' নামে করিব কি আহ্বান ?
তথা হি—
'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।' (গীতা ১৮।৬৪)
*ভট্টার্য*১ *গুরুরে শিষ্য যতি*২ করে নিবেদনে
কোন আশ্রিতের তরে হেন বাক্য কি কারণে।
গুরু কহে, শুন কৃষ্ণের আশ্রিতে ব্যামোহ-কথা
অতীব রহস্য ইহা না কহিবে যথা তথা।
সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশবন্ধ বিকীরণ
বস্ত্র আকর্ষণ তার করে যবে দুঃশাসন।
দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করে, দুঃশাসন-রক্তে যবে
মোর কেশ বন্ধ হবে, এই শোক যাবে তবে।
এ কেশ বন্ধনে কৃত্য পাণ্ডব যে নাহি জানে
সভামধ্যে হেঁটমুণ্ডে রহে বসি পঞ্চজনে।
তবে প্রভু আশ্রিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষণে
যুদ্ধে নিয়োজিলা পার্থে গীতার ব্যাখ্যানে।
আশ্রিতা দ্রৌপদী প্রতি এ হেন ব্যামোহ তাঁর
কহি যান গীতাশাস্ত্র না বিচারি' অধিকার।
যুদ্ধে তরে দৌত্য করে, পরমপুরুষ যিনি
আশ্চর্য ব্যামোহ তাঁর মহামায়ী তাই তিনি।
তথা হি—
"কৃতার্থাঃ ভুঞ্জতে দূতাঃ পূজাং গৃহন্তি চৈব হি।
কৃতার্থং মাং সহামাত্যস্বমর্চিষ্যসি ভারত॥"
(ভাঃ উদ্যো, ৯৪।১৮)
তার সৃষ্ট ব্রহ্মাদিও সর্বথা অধীন তাঁর
তিনি কিন্তু মদধীন৩ কি আশ্চর্য অতঃপর।
॥৩।৪।৬॥

—

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ গাথায় সুরী কহে ঐশ্বর্যাদি পুরুষার্থ
সকলি বিভূতি প্রভুর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ।

১ ভট্টার্য—রামানুজস্বামীর জ্ঞানপুত্র, গোবিন্দাচার্যের শিষ্য।
২ যতি—সন্ন্যাসী বেদান্তীস্বামী।
৩ মদধীন—সুরীর অধীন।

মূল গাথা

হে উজ্জ্বল মণিবর্ণ! তোমারে কি ব'লে ডাকি
দিবিষদ্-দেব তুমি, কিংবা দিবিষদ্-আদি?
দিবিষদ্-ভোগ্য পুনঃ তাদের সর্বস্ব ধন
অবিনাশী সম্পদ্ অবিনাশী সুরধাম।
ন্যূনতারহিত মোক্ষ—কি নামে ডাকিব আমি
কোন্‌টি তোমার আসল নাম,
কহ প্রভু কহ শুনি?
॥৩।৪।৭॥

ব্যাখ্যা—
পূর্ব গাথায় কহে সুরী, প্রভু দিবিষদ্-আদি
সেথা অর্থ ব্রহ্মাদির সৃষ্টিকর্তারূপে আদি
হেথা কিন্তু 'দিবিষদ্' অর্থ হয় নিত্যসুরী।
তাহাদের নির্বাহক তথা আদি সত্তাধারী।
ব্রহ্মেন্দ্রাদি সৃষ্টি করি সেই পদে রাখি তারে
ত্যাগ করে তারে প্রভু, সুখ ফল ভোগ তরে।
নিত্যসুরী নহে তথা কৃষ্ণই সর্বস্ব ধন
'বাসুদেব সর্বং' সদাই যে চিন্তন।
তিনিই যে পিতা মাতা, তিনিই যে অন্নজল
প্রভুরে সর্বস্ব বলি' ভাবে নিত্যসুরিদল।
তাদের নিত্যতা তথা তাদের এ সর্বজ্ঞতা
প্রভুরই ইচ্ছায় হয় নতুবা সকলি বৃথা।
তুমি 'দিবিষদ্-দেব' তাদের আশ্রয়ণীয়
তুমি 'দিবিষদ্-ভোগ্য' সুস্বাদু উপাদেয়।
ভোগ্য অন্ন পেয় জল তাম্বুল যে চর্বনীয়॥
নিত্যসুরী বিষয়েতে তুমি যে সর্বস্ব ধন।
কহিতে শকতি নাই তব হেন গুণগণ॥
অল্প কিছু কহিয়াছি অনেক তো বলি নাই
কহিতে অনন্ত গুণ শকতি কোথায় পাই।
'অবিনাশী সম্পদ' কিবা, 'অবিনাশী সুরধাম'
এরাও বিভূতি তোমার, ইথে কোন নাহি আন।
সর্বোৎকৃষ্ট মোক্ষ তুমি,
'আত্মপ্রাপ্তি' মোক্ষ নয়
ভগবৎ-প্রাপ্তিই মোক্ষ সর্বথা কৈঙ্কর্যময়।

যত যত উর্জিত সকলি বিভূতি তব
একে একে গণয়িতে কোথায় শকতি পাব।
পূর্বে যত উর্জিত বিভূতি গাহিনু তব
হে উজ্জ্বল নীলমণি, শ্রীবিগ্রহে বিরাজিত।

॥৩।৪।৭॥

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
জগৎপ্রধান যাঁরা ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবে
তাঁরাও বিভূতি তব কহিছেন সূরী এবে।

মূল গাথা

সৃজিয়া সর্ব বিশ্ব ভুবন
জীব রক্ষণ তরে।
তাহাদের দ্বারা বন্দিত হ'য়ে
র'য়েছো আদর ক'রে॥
মধুভরা ফুল তুলসীর মালা-
ধারী কহ মোর স্বামি
কি নামে তোমারে ডাকিব হে প্রভু
হে মোর কৃষ্ণ মায়ি!
উজ্জ্বল মানিক কিয়ে, ব্রহ্মা চতুর্মুখ
জটাধারী রুদ্র কিয়ে দেবতা-প্রমুখ।

॥৩।৪।৮॥

ব্যাখ্যা—
জীব-রক্ষণে তথা তাহার উদ্ধার তরে
কত না আদরে সৃজ বিশ্ব তুমি বারে বারে।
সৃষ্ট জীবগণ যাহে করে তব স্তুতি নতি
তেমতি যে প্রীতি তব তেমতি যে তব স্থিতি।
মধুভরা পুষ্প তথা তুলসীর মালাধারী
লিখে দিছি দাসখত রূপ-গুণ-চেষ্টা হেরি।
আশ্চর্য গুণ চেষ্টা মায়ী মোর কৃষ্ণধাম
কি নামে ডাকিব বল কোন্‌টি আসল নাম?
'উজ্জল মাণিক' কৃষ্ণ পূর্ব গাথায় কহে সূরী
সেই সে মোহন রূপ এবে না ভুলিতে পারি'।
পুনঃ সম্বোধয়ে তায় 'উজ্জল মাণিক' কিবা
তত্ত্বরূপী জটাধারী রুদ্র কিবা মুখ্যদেবা?
কিংবা রুদ্র-পিতা ব্রহ্মাদেব চতুর্মুখ?
রুদ্র ব্রহ্মা দোঁহে ইহ বিভূতি-প্রমুখ।
কি-নামে ডাকিব বল হে বিভূতিমান!
তব বিভূতির সীমা কারো নাহি জ্ঞান।

॥৩।৪।৮॥

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রভুর বিভূতিচয়ে গণি প্রতিটিরে
কহিতে অক্ষম সূরী, সামান্যে নির্দেশ করে।
কার্যকারণরূপ চেতনাচেতন যত
সকলই বিভূতি প্রভুর তাঁর দেহরূপে স্থিত।

মূল গাথা

আশ্চর্য গুণ চেষ্টা হেন মায়ী কৃষ্ণ মোর
আয়াসেতে সিন্ধু মথি' উঠায় অমৃত সার।
হেন স্বামী অচ্যুত অনন্ত অনন্তশায়ী
প্রলয়ে আপদ কালে সর্বজীবে রক্ষাদায়ী।
ভূমি নিগীরণ পুনঃ তাহে উদ্গীরণ
সর্বজীবোপরি তিনি হেন প্রীতিমান।
হেন গুণমণ্ডিত অনন্ত বিভূতিমান
কহয়িতে সে বিভূতি সূরী নহে সক্ষম।
সামান্য নির্দেশে কহে চেতনাচেতন যত
সকলি বিভূতি প্রভুর তাঁর দেহরূপে স্থিত।

॥৩।৪।৯॥

ব্যাখ্যা—
অতুল 'সৌলভ্য গুণ' আশ্চর্য চেষ্টা যত
পরম পুরুষ তবু যশোদা-বন্ধনে ধৃত।
হেন অনুসন্ধানে ছয়মাস কাল ধরি
সূরী ভেল মূরছিত 'কীদৃশ সৌলভ্য' বলি।

যতেক দেবতাগণ প্রয়োজনান্তরপর১
তারও প্রয়োজনে 'সুধা' মথিলা আয়াসকর।
'অচ্যুত' 'স্বামী' তিনি আশ্রিতেরে কদাচন
নাহি ত্যজি', করে রক্ষা তাহারে যে সর্বক্ষণ।
স্বরূপ ও রূপ গুণ লীলা ও বিভূতি তাঁর
প্রতিটি অনন্ত তার নাহি সীমা নাহি পার।
আশ্রিত রক্ষণে প্রভু রহে সদা চিন্তামগ্ন
করিয়া নিদ্রার ভান অনন্তশয়নে লগ্ন।
তিনি পুনঃ সর্বজীবে হেন প্রীতিমান
প্রলয় আপদে স্বয়ং করেন রক্ষণ।
সারা বিশ্ব স্ব-উদরে করি নিগীরণ
প্রলয় বিপদ অন্তে পুনঃ উদগীরণ।
হেন মহাগুণী কৃষ্ণ অনন্ত বিভূতিমান
সে বিভূতি কহিতে সূরী নহে সক্ষম।
বিভূতি কথনে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিজ বাণী—
অনন্ত বিভূতি মোর কহিবারে নাহি জানি।
তথা হি—
"নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরন্তপ।"
(গীতা—১০।৪০)
তথা সূরী কহে এবে অনন্ত বিভূতি তাঁর
একে একে গণয়িতে শকতির নাহি পার।
যত চেতনাচেতন সমগ্র বিভূতি তাঁর
তিনি যে 'প্রকারী', পুনঃ সবাই 'প্রকার' তাঁর।
॥৩।৪।৯॥

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
যত চেতনাচেতন অন্তরাত্মারূপে ব্যাপ্ত
তথাপি তাদের দোষে নহে তিনি সংস্পৃষ্ট।

মূল গাথা

যত চেতনাচেতন দেহ প্রভুর তিনি দেহী
সর্ব বস্তু পদবাচ্য তিনি হ'য়ে দেহধারী।
হেন সম্মিলন যদি তথাপি গো সর্বকালে
চেতনাচেতন-দোষে তাঁরে নাহি স্পর্শ করে।
জ্ঞানের মুরতি তবু ইন্দ্রিয়ের অগোচর
সেই তাঁরে পায়, তাঁরে এ হেন ভাবনা যার।
॥৩।৪।১০॥

ব্যাখ্যা—
চেতনাচেতন বাচক যতেক শব্দচয়
প্রভু যে 'প্রকারী' তাই, তাঁহে সমাপন হয়।
বহুবিধ অচেতন বহুবিধ দোষ পায়
তার শ্লিষ্ট আত্মা যত সে দোষ পরশে তায়।
জড়ে পরিনাম আদি আত্মায় সুখ দুঃখ আদি
শত শত দোষ তাহে, পরমাত্মা নহে ভাগী।
ইহার কারণ শুন কহিতেছি সুনিশ্চয়
দেহে প্রবেশের হেতু দোঁহে ভিন্ন ভিন্ন হয়।
আত্মার প্রবেশ দেহে কর্ম-নিবন্ধন
পরমাত্মা প্রবেশের কৃপাই কারণ।
কর্মফলাধীন তাই আত্মা দুঃখ পায়
স্বেচ্ছাধীন প্রভু তাই ফল ভোগ নাই।
তথা হি—
'সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি'।
(শ্বেতাঃ উঃ)
প্রভু পুনঃ জ্ঞানমূর্তি প্রকাশ-স্বভাব
ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে তাঁরে জানিতে অভাব।
জড়দেহ-সংসর্গে আত্মা সুখী দুঃখী বটে
দেহের বিকার বাল্য জরা আদি নাহি তাতে।
উভয়েরই দোষ তথা পরমাত্মায় নাহি ঘটে।
উভয়ের মধ্যে স্থিত তবু প্রভু নির্দোষ
এ হেন ভাবনা তব ল'য়ে যাবে তাঁরি পাশ।
হেন ভাবনায় ভক্তি যদি তাঁরে উপজয়
অথবা শরণাগতি উত্তম চরমোপায়।
প্রভুর প্রাপ্তিতে দোঁহে অতিশয় সুনিশ্চয়॥
ভক্তি বা প্রপত্তি বিনা অন্তিম স্মরণও যার
প্রভুরে পাইবে তবু হেন উদারতা তাঁর।
'ব্যাপক' সে নির্দোষ 'ব্যাপ্য'-দোষ নাহি তায়
চিদ্ আত্মা জড় দেহ উভয়েই ব্যাপ্য হয়।
॥৩।৪।১০॥

---

১ প্রয়োজনান্তরপর—ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত বস্তুতে আসক্ত।

তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশক—একাদশ গাথা

(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসে সমর্থ যে ভক্তবর
লভিবে সে নিত্য মোক্ষ, নিত্য সেবা নিরন্তর।
নিত্য স্মূরী করে লীলা-বিভূতি 'তদীয়' জ্ঞান
সংসারে রহিয়াও স্মূরী হেন অনুভব পান।

সর্বেশ্বরে তথা তাঁর বিভূতিরে হেন জ্ঞান
স্মূরী প্রতি তাই তাঁদের অতীব যে অভিমান।
বিভূতির নিরূপক এ দশকে মোহ যাঁর
তার প্রতি নিত্যস্মূরী-প্রীতি বহে অনিবার।

॥৩।৪।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক—পঞ্চম দশক

দশক তাৎপর্য—

সারা বিশ্ব দেহ প্রভুর বিভূতি নিচয়
গণয়িতে পূর্বে স্মূরী হর্ষে মাতি রয়।
পঞ্চমে কহিছে স্মূরী এ হেন বিভূতিমানে
গান করি মুগ্ধ নহে, নিন্দে হেন মূর্খজনে।
প্রভুর গুণানুভবে বিকৃত যে দেহ মনে
ভূয়সী প্রশংসা করে স্মূরী তারে মনে প্রাণে।
গত দশকেতে স্মূরী ভগবদ্ অনুভবে
তাহারি বিভূতি সারা বিশ্ব দেখিয়া এবে।
হরষিত গরবিত প্রভুর মহিমা গুণে
নিন্দে অনুভবহীনে শ্লাঘা অনুভবী জনে।
সংসারী জনের শোক দেখি কেহ দুঃখ পায়
প্রভুর অনুভবে স্মূরীর হর্ষে কেহ হৃষ্ট হয়।
ভগবদ্-অনুভবে স্মূরী সদা ডুবি রয়
সংসার-প্রাবণ্যে হেতু সংসারী পুছয়ে তায়।
স্মূরী কহে ইথে হেতু সংসারী কার্যধারা
শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্যে সদা আছে ডুবি তারা।
এ কর্মের ফল অল্প অস্থির ও সুদুর্লভ
না জানিয়া তাহে লুব্ধ হেতু পূর্ব পূর্ব পাপ।

হেন হেয় ফল লাভে অবশে যতন করে
বহু পাপ কার্য করে লোকচক্ষু অগোচরে।
তাহাদের লাভালাভে হর্ষ শোক নিরন্তর
নরকেতে প্রবেশের দ্বার ইহা অনন্তর।
সম্পূর্ণ পৃথক হেথা সূরী-কার্যধারা
তিনি হন বীতরাগ সাত্ত্বিকাগ্রেসরা।
শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কার্য কদাপি না করে
সাংসারিক হর্ষ শোক নাহি অতঃপরে।
প্রভুজীর গুণগণ অনুভবে হর্ষভরে
ইতর বিষয়ে মজি' নাশভয়ে ভীতি তারে।
ভগবৎ-কামী সূরী, শাস্ত্র বিধি তায়
'কাম' নহে 'প্রেম' নাম ধরে সে হেথায়।

তথা হি—'আত্মা···নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' (শ্রুতিঃ)

ভগবদ্-অনুভবে মুক্তগণেও সেই ভাব
প্রভুর অনুভবে মহা গর্ব করে অনুভব।

যথা হি—'অহমন্নমহং'। (শ্রুতিঃ)

দেবর্ষি নারদাদি মহা জ্ঞানী গুণী তাঁরা
ভগবৎ-সমাগমে নাচে গায় হর্ষে ভরা।

তথা হি—'সর্বসংযমনির্মুক্তো নারদঃ সর্বধর্মবিদ্।'

বিরক্তের অগ্রগণ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান
সীতার দর্শনে তার মহা হর্ষে ভরে প্রাণ।
কিষ্কিন্ধ্যা নিকটে ফিরি কহে সাথী কপিগণে
কর সুখে মধুপান মথিয়া এ মধুবনে।
যথা হি—

"অব্যগ্রমনসো যূয়ং মধু সেবত বানরা।
অহমাবরয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরিপন্থিনঃ॥
(রাঃ সুঃ—৬২।১)

তোমরা যথেচ্ছ ভুঞ্জ নিবারিব আমি তারে
এ বনের রক্ষক দধিমুখ কপিবরে।
দধিমুখ অভিযোগ করিল সুগ্রীব পাশে
'হনুমান আদি যত কপি মধুবন নাশে'।
এত শুনি সুগ্রীব ভাবিলেন মনে
সময় ব্যতীত দেখি সীতার অন্বেষণে।
আমি ক্ষিপ্র দণ্ডদাতা জানে কপিগণে
তথাপি মথন করে মোর মধুবনে।
সীতার সন্ধান এরা পেয়েছে নিশ্চয়
হনুমান ভিন্ন হেন অন্য কেহ নয়।
তথা হি—

"নৈষামকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ।
বনং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম বানরৈঃ॥
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনুমতা॥
(রাঃ সুঃ—৬৩।১৭)

এত ভাবি শ্রীজানকী চরণে প্রণতি
সুগ্রীব উদ্দেশে করে হ'য়ে হর্ষমতি।
ভাবিলা সে কপিগণে হর্ষে প্রকর্ষ এত
হর্ষ নিষ্কাসনে যদি মধুবন নাহি পেতো।
নিজ নিজ লাঙ্গুলে ঋষ্যমুক গিরিগাত্র
প্রহার করিত সবে নাহিক সন্দেহ অত্র।
নতুবা এ কপিগণ নিজ হর্ষের তরঙ্গে
করিত কাপেয় বৃত্তি১ শ্রীরাম লক্ষ্মণ অঙ্গে।

সুরী উপভোগ্য প্রভু অতৃপ্ত অমৃত জিনি
প্রাণ-ভরি পূর্ণ পানে সুরী যেন হর্ষখনি।
এ হেন শ্রীভগবানে অনুভবে প্রীতিপূর্ণ
সুরীর মনের ভাব কহিতে মর্মজ্ঞ ধন্য।

জ্ঞানহীন তামসিক অন্যপর২ রাজসিক
বিপরীত জ্ঞানে জ্ঞানী যারা।
যদিও আস্তিক পুনঃ নাহি তার অনুষ্ঠান
আস্তিক্য-সেবক নহে তারা॥
শাস্ত্রপাঠে বহু শ্রম বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন
তর তম না বিচারে মনে:
মতি দেবতান্তরে৩ ক্ষুদ্র ফলে মন ভরে
শ্রেষ্ঠ পরমার্থ নাহি জানে॥
ছাড়ি দেবতান্তরে ধরি যারা সর্বেশ্বরে৪
নাহক শিথিল তাঁর গুণে
উপরে কথিত যত ভিন্ন অধিকারী তত
সবে নিন্দে সুরী জনে জনে॥
*ভগবদনুভবে শিথিলাঙ্গ মন হবে
এ হেন সে শ্রেষ্ঠ অধিকারী।
হীন জন্ম বৃত্ত আদি তাহে জ্ঞানহীন যদি
তার মুই দাস কহে সুরী॥*

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
আলোল বিলোল৫ হ'য়ে হ্রদতীরে অবতীর্ণ
আশ্রিত শ্রীগজেন্দ্রের আর্তিনাশে অতি তূর্ণ।
প্রভুর এ সৌলভ্য গুণ করি অনুসন্ধান
যে জন শিথিল নয় তুচ্ছ তার দেহ প্রাণ।

মূল গাথা

**হ্রদমাঝে গ্রাহ-ধৃত অতি আর্ত্ত গজেন্দ্রেরে
ঘনশ্যাম মোর স্বামী কৃষ্ণ তারে উদ্ধারে।**

১ কাপেয় বৃত্তি—সীতার অনুসন্ধান প্রাপ্তিরূপ মহা হর্ষের নিঃসরণ স্থান (মধুবন) যদি না থাকিত তাহা হইলে তারা প্রত্যেকেই আসিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বলিত 'আমরা সীতার সন্ধান আনিয়াছি', তখন সকলের এই চাপড় খাইয়া তাঁহাদের প্রাণ আর বাঁচিত না।

২ অন্যপর—সংসারী বস্তুতে আসক্তি। ৩ দেবতান্তর—বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতা। ৪ সর্বেশ্বর—বিষ্ণু ভগবান।

৫ আলোল বিলোল—আলুথালু।

তাঁর গুণ গাহি ঘুরি উড়ি যে না নৃত্য করে
সে জীবনে কিবা কাজ, বল্‌রে সংসারী মোরে।
॥৩।৫।১॥

ব্যাখ্যা—

চরণ সরোজ' পরি অরবিন্দ সমর্পণে
গজেন্দ্র সন্ধান করে পুষ্পিত উদ্যানে।
সন্ধান না পেয়ে চলে দূরে পদ্মসরোবরে
পশি' তথা শুণ্ডে এক পঙ্কজে চয়ন করে।
হস্তীপদ পঙ্কে মগ্ন পঙ্কজ চয়ন কালে
তবে সেই পদ গ্রাহ ধরে যথা শক্তিবলে।
জল মধ্যে গ্রাহ বলী গজ অসহায়
ক্ষুদ্র জলজন্তু মুখে অবরুদ্ধ তায়।
গজ আকর্ষয়ে তীরে গ্রাহ টানে জলে
দিব্য সহস্র বর্ষ এই যুদ্ধ চলে।

তথা হি—

"গজ আকর্ষতে তীরে গ্রাহ আকর্ষতে জলে।"

জলক্ষেত্রে জলজন্তু বলী গ্রাহ জয়ী হয়
হেন স্থলে বলী হস্তীর বলক্ষয় পরাজয়।
শাপভ্রষ্ট গ্রাহের যে ছিল পূর্ব স্মৃতি
জানিত সে এই হ্রদে পাইবে সে গতি।
সুবৃহৎ জন্তু যবে আসিবে এ হ্রদে
তারে অবরুদ্ধ করি মুক্তি তবে পাবে।
শ্রীহরি আসিয়া তবে এই শাপ বিমোচন
করিবেন গ্রাহজন্ম হ'তে তারে মুক্তি দান।
হেথা অবরুদ্ধ-পাদ হস্তী মহাদুঃখ পায়
ধৃতপদ্ম শুণ্ড তার জলে নিমজ্জিতপ্রায়।
প্রাণপণ চেষ্টা যাহে পদ্ম ম্লান নাহি হয়
শ্রীচরণে নিবেদনে আর্তিভরে আবেদয়।
তার হেন আবেদন এ হেন শরণাগতি
হেরি প্রভু অবতীর্ণ আর্তিনাশে ব্যগ্র অতি।

গ্রাহমুখ-গ্রস্ত পাদে শ্রীকর পরশে তাঁর
হেন মুখ শৃঙ্খলা ছেদি তারে করে দূর।
শ্রীকর-পরশ পেয়ে গজেন্দ্র উৎফুল্ল-প্রাণ
শুণ্ডে শুদ্ধ পুষ্প প্রভু-পদে করে সমর্পণ।
প্রভুর এ মহা কৃপা কেবা করে বরননে
গজেন্দ্রের আর্তি নাশে তথা পুষ্প স্বীকরনে।

তথা হি—

'আর্তিশ্রবণমাত্রেণ তদানীমেব
আলোলবিলোলমধ্যশীর্ষমাগত্য পতেৎ।'
(আড়্‌বার বচন)

গজদুঃখ নাশকালে মোর কৃষ্ণ ঘনশ্যাম
রূপ গুন রাশি হয় উজ্জ্বল অনুপম।
হেন কালে তাঁর কৃপা গজের অধীনে স্থিতি
বিস্মরি' দেখে তাঁর ভক্তপরাধীন গতি।
গজদুঃখাপহ তিনি বিশল্যকরণী১ যথা
হেন কৃপা নিদর্শন তুলনা কে পাবে কোথা!
গজে কৃত উপকার বন্ধন-মোচন হেরি
এ স্বভাবে প্রভু পদে স্বয়ং বন্দীকৃত সূরী।
জন্মে জ্ঞানে বৃত্তে গজের
নাহিক উৎকর্ষ কোন
রুচি মাত্র জানি, প্রভুর মহা উপকার হেন
সূরী কহে হেন কৃষ্ণ 'স্বামী' যে আমার
আমি তাঁর ক্রীতদাস কি ভাবনা আর!
এই বাক্য ব্যাখ্যাকালে *শ্রীভট্টর* গুরু কহে
হেন শত গুণপণা শুনিয়া সংসারী তাহে।
অতি নির্বিকার তবু হেন বহির্মুখ রহে॥
প্রভুর ব্যাপার কহি কর অবধান
জীবের বিপদে তিনি শুনিলে আহ্বান।
স্থিতস্থলে রহয়িতে একান্ত অক্ষম
মুখ্য বিকৃত-তত্ত্ব২ প্রভুরে গণন।
নাম তাই আপৎসখা বিপদবারণ॥

১ বিশল্যকরণী—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া অচৈতন্যপ্রায়। জাম্বুবানের নির্দেশে হনুমান পর্বত হইতে বিশল্যকরণী ঔষধ লইয়া আসিলেন, প্রয়োগে দুই ভ্রাতা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

২ বিকৃত-তত্ত্ব—সাধারণশাস্ত্র শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন তিনি 'অবিকারী-তত্ত্ব', তাঁহার কোন বিকার নাই। কিন্তু বিশেষশাস্ত্র ব'লতেছেন — ভক্তের আপদে তাহার আর্তিতে তাঁহার হৃদয় বিকৃত হইয়া পড়ে — তিনি 'বিকৃত-তত্ত্ব'।

গজেন্দ্র মোক্ষণে যিনি পরমোপকারী
হেন সে স্বামীর মোর উপকার স্মরি'।
তাঁর গুণ কহি পুনঃ প্রীতি ভরি গাহি গাহি
একস্থানে রহিতে না পারি উঠি ঘুরি ঘুরি।
নৃত্য করি বিহ্বল যেবা নাহি হয় তায়
জনমি হেথায় দেহেন্দ্রিয়ে কিবা কাজ হায়!
সুরী কহে, এ সংসারে বৈষ্ণব বা অন্য কেহ
তোমরা সকলে জান বৃথায় জনম সেহ।

॥৩।৫।১॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
গজেন্দ্র-সুরীরে প্রভুর হেন মহা উপকার
সুরী ভাবে মোরই প্রতি হেন উপকার তাঁর।
সংসারবিষয়ই দুঃখ—এই জ্ঞানশূন্য যারা
তাদেরও বিরোধী নাশ করে প্রভু জানি' যারা।
শিথিল না হয় যদি জন্ম তার বৃথা হায়।
জনমিয়ে করে সে যে মহাপাপ সঞ্চয়।

মূল গাথা

সসাগরা ধরাবাসী তাহাদের হিংসা করি
আপন পোষণকারী দৃঢ় অস্ত্রে সঞ্চারী।
এ হেন অসুর যারা তাদেরও মঙ্গলদাতা
কমলা-বল্লভ যিনি শত্রু-মিত্র ভয়ত্রাতা।
শ্রেষ্ঠ রাগে গাহি তাঁরে আনন্দে বিভোর হ'য়ে
উড়িয়া ঘুরিয়া চলি কভু পুনঃ নম্র দেহে।
যেবা না সঞ্চরে হেন এই মহা সংসারে
তার জন্ম পাপ দুঃখরাশি সঞ্চয়ের তরে॥

॥৩।৫।২॥

ব্যাখ্যা—
প্রাণিহিংসা স্বাভাবিক অসুর-প্রবৃত্তি তথা
এ বৃত্তি প্রভুরই দেওয়া ইথে অপরাধ কোথা।
উত্তরে কহি, সবে একদেশ বান্ধব
হিংসে যদি অন্যেরে তাহাই তো অপরাধ।
হেন একই দেশবাস ঈশ্বরের রক্ষা-সেতু
সেই বাস হয় পুনঃ অসুরের হিংসা হেতু।
তথা হি—
"তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যাঃ ভবৎবিষয়বাসিনঃ*।
নগরস্থ বনস্থো বা ত্বমো রাজা জনেশ্বরঃ॥"
(রাঃ আঃ ১।২০)

আপনার নেত্র অগ্রে যেবা সুখে সঞ্চরে
তারাই হিংসার হেতু, অসহন অসুরেরে।
অন্যেরে শোষণ করে আপন পোষণ তরে
তারাই অসুর লোক-হিংসা অস্ত্র ল'য়ে ফেরে।
জীবের রক্ষণে সদা প্রভু একব্রত যথা
পরহিংসা লাগি সদা অসুরে প্রকৃতি তথা।
তথা হি—
'অভয়ং সর্বভুতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।'
অসুরের অমঙ্গল বিচারিয়ে কৃপানিধি
স্বয়ং হিত উপদেশে তথা পুনঃ শ্রীলক্ষ্মীজী।
তথা হি—
মিত্রভাবেন সংপ্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।'
(রাম-বচন—রাঃ যুঃ)
'ভবেয়ং শরণং হি বঃ।' (সীতা-বচন—রাঃ যুঃ)
দোঁহে ভাবে অসুরের দোষাংশ উন্মূল করি
শুদ্ধ অংশে রক্ষিব সিঞ্চিয়া মঙ্গল-বারি।
কমলাবল্লভে সুরী গাহে হেন গুণ গান
উত্তরোত্তর পায় শীর্ষ রাগ যথা স্থান।
এই গুণগানে শ্রেষ্ঠ রাগে ক্রমে সর্বরাগ
মিলিত হইয়া মিটায় নিজ নিজ মনোসাধ।
গাহিতে গাহিতে পুনঃ হয় প্রীতি পরবশ
ঘুরে ফিরে নানা ভাবে হইয়া ভাবের বশ।
কভু বক্রভাবে চলে কভু নম্রীভাব হয়
পদ নাহি স্পর্শে ভূমি হেন নৃত্য করি যায়।
এইভাবে যেবা নাহি সঞ্চরে এ সংসারে
তার জন্ম পাপ দুঃখরাশি সঞ্চয়ের তরে।
অসুর-প্রকৃতি জীবে আসুরিক ভাব নাশে
সংসারীরে সুরী দেয় হেন হিত উপদেশে।

॥৩।৫।২॥

---

* ভবৎবিষয়বাসিনঃ—আপনারই রাজ্যে বাস করি।

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জ্ঞানহীন পশু যারা উপকার নাহি জানে
তৎপ্রায় জনগণে বিপদের নিবারণে,
ব্রত যাঁর, তাঁর মহাগুণ অনুসন্ধানে
শিথিল নহেক যারা, রহে ভববন্ধনে।

মূল গাথা

ধরি গোবর্দ্ধন গিরি শিলাবর্ষ রোধ করি
গো-গণে রক্ষিয়া করে মহা উপকার।
তার গুণ গান করি ভূমিতে লুটায় মরি
ভাবাবেশে ঘুরি পুনঃ যেন উড়ি' যায়॥
হেন ভাব নাহি যার সদ্‌গতি নাহি তার
দুঃখের তরঙ্গময় নরকেতে স্থান।
তাদের অন্তিমকালে যমভট আসি বলে
নবযাত্রি! কর নিরয়েতে সঞ্চরণ॥

॥৩।৫।৩॥

ব্যাখ্যা—

বাৎসরিক মহাভোজে ইন্দ্রেরে প্রদান তরে
গোবর্দ্ধন-তটে গোপ পূর্ণ আয়োজন করে।
কৃষ্ণ কহে, আমি আছি, ইন্দ্রে নাহি প্রয়োজন
সভে মিলি এই মহাভোজ কর মোরে দান।
এত বলি কৃষ্ণ সুখে করিলা ভোজন
বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্র অতি ক্রুদ্ধ মন।
প্রতিশোধ আরম্ভিলা শিলা বর্ষে অনিবার
গো-গোপগণের'পরে, নাহিক বিরাম তার।
তবে প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রিতে রক্ষার তরে
অঙ্গুল্যাগ্রে উঠাইয়া গিরি গোবর্দ্ধন ধ'রে।
ইন্দ্র হয় সুরপতি নহেক অসুর
ক্ষুধার তাড়নে তার কর্ম হয় ক্রুর।
এত ভাবি কৃষ্ণ তারে না করে শাসন
ইন্দ্র-হস্ত পীড়াবধি ধরে গোবর্দ্ধন!
সপ্ত অহর্নিশি ইন্দ্র বর্ষিলা পাষাণ
হস্তপীড়া-কষ্টে করে বর্ষ অবসান।
কৃষ্ণ তবে গোবর্দ্ধন রাখে যথাস্থান
হেন কৃষ্ণ-কৃপাবলে গো-গোপের ত্রাণ।

যথা নিত্যসুরী তথা গণ্ডে পুনঃ সংসারীরে
প্রভুর রক্ষণ কার্য সর্বত্র একই চলে।

যদিও রক্ষিলা প্রভু গাভীসনে গোপগণে
গোগণে কহিয়া সুরী গো-রক্ষারে শ্রেষ্ঠ মানে।
শিলা বর্ষে বাতাঘাতে গো-গোপ পীড়িত যত
প্রভু মোর আপনারে মানে যে ব্যথিত তত।
গো-গোপের ক্লেশ নাশে ভাবে নিজ উপকার
এ উদার উপকারে নাহিক তুলনা তার।

এ হেন রক্ষণ-পাত্রে অনিমেষ মাত্র চাই
ইহা ছাড়া রক্ষিতের অন্য কোন কৃত্য নাই।
পরমব্রহ্ম যিনি 'অবাকী ও অনাদর'[১]
পর-উপকারে তাঁর লীলা যত অবতার।
ইহা নহে স্তুতিবাক্য, নহে অতিবাদ
পর-উপকারই হয় প্রভুর স্বভাব।

বিরোধী নিবারি মোর প্রভু মহা উপকারী
সুরী কহে, তার স্তুতি বিনা কি রহিতে পারি।
তাঁর গুণ গাহি গাহি বারে বারে সর্বকালে
মস্তক ভূমিষ্ঠ করি, ঘুরি উড়ি নাচি চলে।
প্রভুপদে হেন ভাব যে নাহি পোষণ করে
দুঃখের তরঙ্গময় নরক যে তার তরে।

তথা হি—

'যত্বয়া সহ সঃ স্বর্গঃ নিরয়ো যত্বয়া বিনা।'

(রাঃ অঃ ৩০।৪৮)

জীবনান্তে যমভট আসি খুঁজি খুঁজি তারে
কহে, নবযাত্রী চল, রহিবে মোদের ঘরে।

॥৩।৫।৩॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নীলাদেবী লাভ তরে করে সপ্ত বৃষ বদ্ধ
এ হেন প্রণয়ী কৃষ্ণ, তার গুণে যে না বিদ্ধ।

---

১ 'অবাকী অনাদরঃ' — অর্থাৎ কাহারো সহিত কথা বলেন না, কাহাকেও আদর করেন না। (শ্রুতিঃ)

তার জন্মে কিবা লাভ কিবা প্রয়োজন
পুরী কহে, সে জনার বিফলে জনম।

মূল গাথা

পুষ্প-পরিমলবাহী সুকেশী শ্রীনীলাদেবী
প্রাপ্তি তরে যিনি একা সপ্ত বৃষে পরাভবি'।
বিম্বাধরে মন্দ হাস 'বীর-শ্রী' মণ্ডিত হেন
তাঁর প্রণয়িত্ব গুণে মুগ্ধ নহে যেই জন।
নানা অঙ্গভঙ্গী সহ নাচি যে না করে গান॥
হোক্ না সে বৈষ্ণব শোভা নাহি তায়
শ্রীবৈষ্ণব কুলে তার জনম বৃথায়। ॥৩।৫।৪॥

ব্যাখ্যা—

সুগন্ধিত কুসুমিত কেশগন্ধবতী নীলা
তারে দিতে উপহার সপ্ত বৃষে যে বাঁধিলা।
নিজ প্রিয়তমা তরে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি
সপ্ত বলীবর্দ্দী সনে এককই যুদ্ধ করে।
প্রিয়ার প্রাপ্তিতে তার বিলম্ব যে নাহি সহে
যত বলী বিরোধীরে একই সাথে বদ্ধ করে।
নীলা দেবী রহে মুগ্ধা তাঁর প্রণয়িত্ব গুণে
প্রতীক্ষায় অধীরা যে বীর কৃষ্ণ আলিঙ্গনে।

তথা হি—

"তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্ত্তারং পরিষস্বজে॥"
(রাঃ আঃ ৩০।৩৯)

প্রীতির স্বরূপ কৃষ্ণ প্রণয়িত্ব গুণ তথা
উভয়েই অনাদি যে, এ গুণে তুলনা কোথা।
এই গুণ স্মরি, নমি, মঙ্গল নাহি গাহি
ভাবাবেশে নাহি নাচে নানা অঙ্গভঙ্গী করি,
তার সাথে বৈষ্ণবের কিবা প্রয়োজন
বৃথা শ্রীবৈষ্ণব কুলে তাহার জনম।
এই গাথা ব্যাখ্যা কালে *স্বামী কলিবৈরীদাস*
পরিস্ফুট করিবারে কহে এক ইতিহাস।
রঙ্গনাথ শ্রীমন্দিরে পুন্নাগ বৃক্ষের১ তলে
বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ গূঢ় কালক্ষেপ২ করে।
গ্রাম্য বৈষ্ণবগণ হেন কালে আসি তবে
বিঘ্ন করে তাহাদের অন্তরঙ্গ অনুভবে।
বিঘ্ন পেয়ে অনুভবে মরমী বৈষ্ণবগণ
'বিঘ্নদাতা বৈরী' বলি করে তাদের ভর্ৎসন।
॥৩।৫।৪॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আশ্রিত বিরোধিবর্গ নিরসন তরে
বিলক্ষণ দিব্যরূপ ধরি' অবতরে।
তাঁর গুণ চিন্তনে যে নহে বিকৃত
তারে আমি কিসে গণি, সে অবস্তুভূত।

মূল গাথা

সাধু-নির্যাতনকারী কংসের নিধনে
আদি জ্যোতির্ময় রূপ রাখিয়া স্বস্থানে।
সেইরূপে অবতরি' হেথা জনম গ্রহণ
বেদমূল পরবস্তু কৃষ্ণ সে পরম ধন।
ভাবাবেশে তার গুণ গাহি নাচি বীথি বীথি
যে না ফিরে সে তো নহে 'মানুষ' পদবী বাচী।
হোক্ না কেন বেদপাঠী,
হোক্ কেন শাস্ত্রজ্ঞানী
হোক্ না কেন জপযোগী,
হোক্ না কেন ধ্যানে ধ্যানী।
॥৩।৫।৫॥

ব্যাখ্যা—

সাধু অর্থে হয় হেথা দেবকী ও বসুদেব
যার ত্রাণে অবতরে কৃষ্ণরূপে আদিদেব।
দুষ্কৃতে দমন আর সাধুর উদ্ধার
হেন অবতারে হেতু নিজ ইচ্ছা তাঁর।

যথা হি—

"পদ্মপত্রবিশালাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্॥"
(রাঃ বাঃ—১৪।৩০)

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৮)

---

১ পুন্নাগ বৃক্ষ—শ্রীরঙ্গমন্দিরের প্রাঙ্গনস্থ চন্দ্রপুষ্করিণীর তটে পুন্নাগ নামক পুষ্পবৃক্ষ।

২ কালক্ষেপ—ভগবদ্বিষয় আলোচনা।

ংসের বিনাশ সাধে তিনি আদি জ্যোতিরূপ
ান আদি গুনগনে গঠিত যে এই রূপ ।
াদি জ্যোতি রাশি তাঁর স্বরূপ যেমতি হয়
তমতি স্বরূপ তাঁর গুনগন সমুদয় ।
ন্ধ জীব ভ্রান্ত হয় তাঁর নরবপু হেরি
ানী জন ধন্য হয় সে রূপ দর্শনে মরি ।
হেন সে জ্যোতি রূপ শ্রীবৈকুণ্ঠে স্থিতি তার
সেথায় রহিয়া তথা ধরাধামে অবতার ।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" (গীতা ৪।৬)

নিত্যসূরী নিত্যধামে তাঁরে অনুভবে যথা
হেথা অবতরে রূপের অনুভব দিতে তথা ।
সংসারে নিমগ্ন জীব না চাহে উদ্ধার
তথাপি উদ্ধার লাগি তাঁর অবতার ।

তথা হি—
"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো
দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তিঃ ॥" (শ্রুতিঃ)
"দিব্যং স্থানমজরং চাপ্রমেয়ং দুর্বিজ্ঞেয়ং চাগমৈর্গম্যমাদ্যম্ ।
গচ্ছ প্রভো রক্ষ চাস্মান্ প্রপন্নান্
কল্পে কল্পে জায়মানঃ স্বমূর্ত্ত্যা ॥"
(ভারঃ মৌশ)

যুগে যুগে অবতার রূপে নানা বর্ণ ধরি
কৃতে[১] শশীবর্ণ অন্য যুগে ঘনশ্যাম মরি ।
বিনা গর্ভ সংযোগ তাঁর প্রাদুর্ভাব
সংসারীর পালনার্থে হেন লীলা ভাব ।

তথা হি—
নৈষ গর্ভত্বমাপেদে ন যোন্যামবসৎ প্রভুঃ ।
প্রাদুর্ভবতি লোকানাং পালনার্থং স্বলীলয়া ॥
(মহাভারত)

মিথুন সংসর্গ বিনা শক্তির প্রভাবে যথা
'যুবনাশ্ব'[২] গর্ভে হয় উৎপাদিত 'মান্ধাতা' ।
স্বেচ্ছায় অবতার যত শ্রুতিই[৩] প্রমাণ
বেদ-প্রতিপাদ্য তিনি নাহি কোন ভ্রম ।
জন্ম প্রকার তার বর্দ্ধন প্রকার
স্মরি স্মরি সুরী বিস্ময় অপার ।

তথা হি—"তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্ ।" (তৈঃ উঃ)

তাঁর গুন নাচি গাহি প্রতি বীথি ভাবাবেশে
মহা বীথি দীর্ঘ বীথি[৪]
তির্যগ্ বীথি নির্বিশেষে ।
যে না ফিরে সে তো নহে মানব পদবী বাচী
হোক্ না কেন সে বিদ্বান
হোক্ না কেন বেদপাঠী ।
হোক্ না কেন সে জপসিদ্ধ শাপানুগ্রহকারী,
তবু তো মনুষ্য নয়, মাত্র নরবপুধারী ।
মানব জনম ফল ভগবৎ-সমাশ্রন
তাঁর অনুভবে পুনঃ বিদ্ধ হবে মন প্রান ।
ইথে প্রতিকূল যেবা সে মোর উপেক্ষা মাত্র
নিশ্চয় মনুষ্য নহে মনুষ্য আকৃতি মাত্র ।
পূর্ব দশকেতে সূরী বিভূতির গণনায়
উচ্চ নীচ নাহি দেখে বিচার নাহিক তায় ।
এ দশকে দশা সূরীর মুমুক্ষু-ভাবনা
তাই নিন্দা করে এবে প্রতিকূল জনা ।

॥৩।৫।৫॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ঈশ্বর পরম ভোগ্য ভাবি শিথিলতা যার
সকল জ্ঞানের ফল হয় হস্তগত তার ।

---

১ কৃতে—সত্যযুগে ।

২ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা যুবনাশ্ব পুত্রার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞকালে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলে ভুলক্রমে পুত্রোৎপত্তিশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রপূত জল পান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই শক্তিপূত জলের প্রভাবে তাহার গর্ভোৎপন্ন হইল। সময়ে তাহার পেট কাটিয়া পুত্র জন্মে, তাহার নাম 'মান্ধাতা'।

৩ শ্রুতি প্রমাণ—'অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।'

৪ এই বিষয়ে, মিলক্ আম্বান্ স্বামীর চরিত্র দ্রষ্টব্য। (৩।৫।৮—সহস্র গীতি)

মূল গাথা

জন্মশূন্য তবু যিনি সুর নর স্থাবরে
নানা মায়াজন্ম১ ধরি নানাভাবে অবতরে।
সেই মহা উপকারী ক্ষীরসিন্ধু নিদ্রা যায়
উপভোগ্য ইক্ষুরস-খণ্ড২ মধু সুধা তায়।
তাঁর রূপ গুণ স্মরি মৌন কভু নাহি রহে
স্তুতি নতি নর্ত্তন, সর্ব জ্ঞানে জ্ঞানী করে।

॥৩।৫।৬॥

ব্যাখ্যা—

সুর নর তির্যক্৩ বরাহ স্থাবর
নানারূপে অবতরে গুণের সাগর।
তাঁহার জনমে হেতু কিছুই তো নাই
অকর্মবশ্য তিনি স্বাধীন সদাই।
কর্মবশ্য জীবে যাহা একান্ত অসম্ভব
নানা মায়া-অবতারে তাহা বুঝা দুঃশক।
কৃষ্ণ অবতারে তার ধৃতবস্ত্রে আবির্ভাব
রাম অবতারে পুনঃ তিনিই চার মূর্ত্তিধর।
অদ্বিতীয় উপকারী এ হেন উৎপত্তি তাঁর
তাহা স্মরিবারে হায় কারেও না দেখা যায়।
গর্ভজাত বলি তাঁরে দোষ দেয় বহুজনা—
এত কহি খিন্ন সুরী স্মরি তাঁর গুণপণা।
জীবে আভিমুখ্য তথা উদ্ধারের তরে
এ হেন সে পরবস্তু আসি অবতরে।
অবতারকালে যদি হেন আশা নাহি ফলে
জন্মশূন্য তত্ত্ব পুনঃ জন্মে অভিলাষ করে।
পুনশ্চ জনম তাঁর তপস্যার ফলে
অনিরুদ্ধ-ব্যূহ৪ রূপে শ্রীক্ষীর সাগরে।
অনিরুদ্ধ-ব্যূহ হয় অবতার কন্দমূল
রাম কৃষ্ণ অবতারে ইঁনিই যে বীজরূপ।

তথা হি—

'সমুদ্রে সর্পে শয়ানং বীজং'। (আড়বার সূক্তি)

সংসারীর জন্মরূপ মহাসিন্ধু নিবারণে
ক্ষীর সমুদ্রে তিনি শয়ান যে হৃষ্ট মনে।
হেন মহা উপকারী রূপে গুণে সুবিশাল
ক্ষীর সাগরে তিনি ফলিত রসাল ফল।
অতি উপভোগ্য ফল সর্বরস সার
দৃষ্টি মাত্রে ভোজনীয় বর্জিত অসার।
উপভোগ্য ইক্ষুরস, চোষ্য রসখণ্ড আর
পেয় সুমধুর মধু, অমর অমৃত সার।
সংসারী জীবের তরে মহা উপকারী যিনি
রূপে গুণে রসে পুনঃ হেন উপভোগ্য তিনি।
কোন কোন ভাগ্যহীন এই পুরুষোত্তমে
অসূয়া করয়ে তাঁর হেন মহা রূপে গুণে।
অনসূয়া মাত্র গুণে প্রভু হ'য়ে হৃষ্ট অতি
সর্ব জ্ঞানে জ্ঞানী করে যার অনসূয়া মতি।

তথা হি—

"ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।" (গীতা ৯।১)

জীব-দোষে গুণ বলি ঈশ্বর স্বীকারে
ঈশ্বরের গুণে দোষ জীব চিন্তা করে।
ঈশ্বরে বাৎসল্য আছে, জীবেতে অসূয়া
পাবে উদ্ধারের পথ হও অনসূয়া।

শঙ্খনিধি পদ্মনিধি১ করিয়া গ্রহণ
সিন্ধু অপসারি' কৃষ্ণ দ্বারকা পত্তন।
দ্বারাবাসী-শত্রুসনে সম্মুখ সমরে
নিজ বক্ষে শরাঘাত ল'য়ে রক্ষা করে।
অলপ বিবাদে তবু শ্রীকৃষ্ণের সনে
করে তাঁরে নিন্দাবাদ আত্মীয় স্বজনে।

তথা হি—

"দাস্যমৈশ্বর্যদানেন জ্ঞাতীনাং চ করোম্যহম্।
অর্ধভোক্তা চ ভোগানাং বাগ্দুরুক্তানি চ ক্ষমে॥"

(ভারত)

---

১ মায়া—আশ্চর্যভূত; ২ খণ্ড—ইক্ষুরস খণ্ড—মিশ্রি।
৩ তির্যক্—মৎস্য আদি অবতার, স্থাবর—কুব্জাম্র বৃক্ষ।
৪ অনিরুদ্ধ ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে অনিরুদ্ধ একটি 'ব্যূহ-অবতার'। অনিরুদ্ধ হইতেই রাম কৃষ্ণ আদি 'বিভব-অবতার'।

১ শঙ্খনিধি পদ্মনিধি—কুবের কর্তৃক কৃষ্ণকে প্রদত্ত ২টি মহানিধি। ইহাদের গুণ এই যে, ইহারা যাহার কাছে থাকে তাহার আর কোন ঐশ্বর্যের অভাব থাকে না।

স্যমন্তক মণি জ্ঞাতি কৈল আত্মসাৎ
কৃষ্ণের উপরে ডালে হরণ অপবাদ।
হেন মহা উপকারী গুণময় অবতারে
মৌন ভঞ্জন করি[১] স্তুতি কর প্রাণ ভ'রে।
ভগবৎ জ্ঞানে জ্ঞানী হয় তারা সর্ব-জ্ঞানী
এ জ্ঞানের ফলে তারা ভগবৎপ্রেমে ধনী।
তথা হি—'এক বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানম্'। (শ্রুতিঃ)
প্রেম পরবশ হ'য়ে তারা বাক্ তনু মনে
সদাই বিভোর রহে স্তুতি নতি নর্তনে।

॥৩।৫।৬॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আশ্রিতেরে পক্ষপাত হেন কৃষ্ণ মহাগুণে
যে না মুগ্ধ ফিরে মাত্র নিজ দেহ পোষণে।
তাদের জনমে হায় কিবা হিত কার্য হয়
হিতকারী বৈষ্ণবের কোনই সহায় নয়।

মূল গাথা

দুর্মতি দুর্যোধনে নাশি শত ভ্রাতা সনে
পঞ্চ-পাণ্ডবেরে কৃপা কৈল পুনঃ মনে প্রাণে।
আসুরিক কুরু গোষ্ঠী বিনাশিল সেই জনে॥
জ্যোতির্ময় হেন কৃষ্ণে স্মরি নাহি নাচে গায়
অশ্রুধারে দ্রুতচিত্ত যেবা পুনঃ নাহি হয়।
জড়দেহ পুষ্টকারী তারা যে বৃথায় হায়
উত্তম পুরুষে তারা কোন উপকারে নয়।

॥৩।৫।৭॥

ব্যাখ্যা—

কুরু পাণ্ডবের শান্তি স্থাপনের তরে
সঞ্জয় সহিতে কৃষ্ণ বহু চেষ্টা করে।
দুর্যোধন কহে, সুচ্যগ্র মেদিনী না দিব
বহু পরিবার মোদের সকলি ভুঞ্জিব।
হেন ক্রূর বার্ত্তা শুনি আশ্রিত রক্ষণ তরে
কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডবেরে যুদ্ধেতে উদ্বুদ্ধ করে।
অর্জুন কহেন 'কৃষ্ণ স্বজন বন্ধু না বধিব
রাজ্যে প্রয়োজন নাহি ভিক্ষা করি কাটাইব।'
তথা হি—'যেষামর্থে রাজ্যং ভোগসুখানি চ
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।'
(গীতা—১-৩৩, ৩৫)
'শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।' (গীতা ২।৫)
কৃষ্ণ তবে বিচারিলা আসুরিক কুরুগণে
নিঃশেষে বিনাশিয়া করি ধর্ম স্থাপনে।
কৃষ্ণৈক-শরণ হেরি পঞ্চ পাণ্ডু পুত্রগণে
উজোরিয়া পূর্ণ কৃপা দিল জয় মহারণে।
তথা হি—
"কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
কৃষ্ণঃ পরায়ণন্তেষাং জ্যোতিষামিব চন্দ্রমাঃ॥"
(ভাঃ)
যস্য মন্ত্রী চ গোপ্তা চ সুহৃচ্চৈব জনার্দন।
হরিস্ত্রৈলোক্যনাথঃ স কিন্নু তস্য ন নির্জিতম্॥"
(ভাঃ)
যুদ্ধজয়ে কুরু নাশে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তবে
সর্ব পরিকর নিজে হইলেন সর্বভাবে।
আসুরী কৌরব সেনা সম্যক্ নাশিয়া
স্থাপিলেন ধর্মরাজ্য আশ্রিতে রক্ষিয়া।
প্রজ্বলিত দীপ যথা অন্ধকাররাশি পাশে
তথা জ্যোতির্ময় কৃষ্ণ সর্বাসুরী শক্তি নাশে।
অস্ত্র ধরিবনা বলি' কৃষ্ণ পরব্রহ্ম-স্বামী
প্রগ্রহ কণ্টক যষ্টি করেতে ধরিয়া তিনি।
মঞ্জীরমণ্ডিত পদ সারথীর বেশে
শোভিছে অর্জ্জুন-রথে মরি কি আবেশে।
দুষ্টের দমনকারী আশ্রিতের পরবশ
তাঁর হেন গুণ স্মরি যেবা নাহি হয়ে বশ।
ধূরি ফিরি নাহি নাচে, নেত্র নহে অশ্রুপুত
দেহে শিথিলতা নাহে, চিত্ত নাহে বিগলিত।
তথা হি—
"আহ্লাদশীতনেত্রাম্বু পুলকীকৃত গাত্রবান্।
সদা পরগুণাবিষ্টো দ্রষ্টব্য সর্বদেহিভিঃ॥"
(বিষ্ণুতত্ত্ব)

---

১ মৌন শব্দের ২টি অর্থ—(১) অদ্বয়া, (২) নির্বাক্।

শরীর পোষণে মাত্র প্রযত্ন তাহার
দীর্ঘ মাংসল বলী দেহমাত্র সার।
এ হেন অধম জীব দেহচিন্তা সার যারে
উত্তম মানবে তারা লাগে কোন্ উপকারে!
উত্তম পুরুষ সদা ভগবদ্-অনুভবে
রহে মগ্ন, বিনা যত্ন দেহ ম্লান করে তবে।
হেন সে বৈষ্ণবগণে ভগবৎ-আলাপনে
কোন্ উপকার সাধে দেহমাত্র-সার জনে।
তথা হি—'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।' (গীতা ১০।৯)
জনমের প্রয়োজন ভক্ত-সহায়তা তরে
স্বাত্মা তথা স্ববিভূতি ঈশ্বরও অর্পয়ে তারে।
এ বিষয়ে *মহাপূর্ণ*১*-কূরেশ*২*-সংবাদ*
অতি উপাদেয়জ্ঞানে কহিবারে সাধ।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী রাজা করে চক্ষু উৎপাটন
মহাপূর্ণ কূরেশ উভে বৈষ্ণব প্রধান।
অতি বৃদ্ধ মহাপূর্ণ কূরেশের অঙ্কে রহি
দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়, কূরেশ যে একা তহি।
দুঃস্থ একাকী জনে করিবারে সহায়তা
কতিপয় ব্রহ্মচারী আসি উপনীত সেথা।
কূরেশে বৈষ্ণব দেখি তথা অসহায়
গমনে উদ্যোগ করে না হয় সহায়।
কূরেশ ডাকিয়া তবে কহিছে তাদের তথা
ওহে ব্রহ্মচারিগণ শুন শুন মোর কথা।
একাকী বৈষ্ণবে দেখি তবে কেন যাও
বৈষ্ণব তো দীন হীন কভু নাহি হয়
ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর বিভূতির সহ
বৈষ্ণবে কিঙ্কিৎকারে সতত উৎসাহ।

॥৩।৫।৭॥

—

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বেঙ্কটেশ-স্বভাবজ্ঞ বিদ্বান যাঁহারা
তাঁহাদের প্রশংসায় অজ্ঞ যে আমরা।
সরবজ্ঞ নিত্যসূরী তাঁহারাই জানে
তাঁদের প্রশংসাবাক্য সর্বতো কথনে।

মূল গাথা

নির্ঝর শোভিত গিরি বেঙ্কটাধিপতি হরি
স্বামী-নামাবলি গাহি পাগলের প্রায়।
গ্রামে গ্রামে নাচি ফিরে
লোকে হাসে তারে ঘিরে
সে মহান্, নিত্যসূরী-সেব্য গণি তায়॥

॥৩।৫।৮॥

ব্যাখ্যা—
মনোহর শ্রমহর নির্ঝর শোভে যায়
সুশীতল জলধারা কুলু কুলু বহে তায়।
এ হেন শ্রীবেঙ্কটে বিরাজিত স্বামী মোর
তার নামগানে যেবা সদাই রহে বিভোর।
*স্বরূপ রূপ ও গুণ বিভূতিবাচক*১ *যথা*
যত যত নামাবলি উন্মত্ত হইয়া তথা।
গাহি গাহি চলি যায় গ্রামে গ্রামে প্রবেশয়
শুনিয়া সংসারিগণ উন্মাদ বলি কয়।
ব্যঙ্গ করি হাসি হাসি তারে কহে নানা কথা
উন্মাদ বলিয়া কহে, কথা শুনি পাই ব্যথা।
বৈষ্ণব সে প্রান্ত নহে প্রান্ত যে সংসারিগণ
অনিত্যে ডুবিয়া মজে অল্পে ও অস্থিরে মন।
অবৈষ্ণবের বহিষ্কার বৈষ্ণবের অঙ্গীকার
তাহাই উপাদেয় বলি চাহে বৈষ্ণবাগ্রেসর।
তথা হি—
"অন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্ মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসনম্॥"
(রাঃ যুঃ ১৬।১৫—বিভীষণ প্রতি রাবণবাক্য)
এ বিষয়ে কহি এবে *'মিলকাল্বান্ ব্যাপার'*
তাঁর দৃঢ় বৈষ্ণবতা দেখি লাগে চমৎকার।
নৃপতি আহুত এক বিদ্বান মহাসভায়
স্বমত স্থাপনে 'মিলকাল্বান্স্বামী' যায়।

---

১ মহাপূর্ণস্বামী—রামানুজের মন্ত্রপ্রদ গুরু।
২ কূরেশস্বামী—রামানুজের প্রধান শিষ্য।

১ স্বরূপ, রূপ, গুণ ও বিভূতিবাচক নাম। (এই গ্রন্থে তৃতীয় শতক, চতুর্থ দশকে দ্রষ্টব্য)।

রাজা কহে এ সভায় নাহি তব অধিকার
স্বামীজী পুছিলা তবে হেতু কি ইহার ?
মোর জ্ঞান বিদ্যা তথা করহ বিচার ॥
বেদ তথা অন্য শাস্ত্র এক এক করি
করহ পরীক্ষা রাজা কহিবারে পারি।
রাজা কহে, জ্ঞানী তুমি ইথে নহে কোন আন
আপনি 'বৈষ্ণব' তাই এ সভায় নাহি স্থান।
এত শুনি মহানন্দে বহির্বাস উড়াইয়া
নাচিতে নাচিতে যায় সেই সভা তেয়াগিয়া।
অতএ সমাজ হয় প্রতিকূল বৈষ্ণবের
প্রাতিকূল্য বর্জনে স্বামী হর্ষভরে নৃত্য করে।

তথা হি—
"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥"

জনবহুল স্থানে কিবা নির্জন স্থানে তায়
সর্বত্র প্রবেশি' নাচে গাহে উন্মত্তের প্রায়।
তাহা দেখি লোকে হাসে করে পরিহাস
তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই ভাবে পরবশ।

যথা হি—
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেৎ অসঙ্গঃ।
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ॥
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"
(শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২।৩৯,৪০)

হেন বৈষ্ণবোত্তমে মর্মজ্ঞ যাহারা হয়
সেই নিত্যসূরিগণে তার মহাগুণ গায়।
শ্রীঅর্চার সান্নিধ্যেতে সাক্ষাৎ অনুভব
নাচো গাও প্রাণ ভরি ইহাই কর্তব্য তব।
তথা হি—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্'। (শ্রুতিঃ)

॥৩।৫।৮॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
কৈবল্যমুক্তি[১] তথা ইতর বিষয়াবলী[২]
পুরুষার্থবুদ্ধি নিন্দা করিয়া কহেন সূরী।
হও পরবশ করি ভগবদ্-অনুভব
নাচো গাও প্রাণ ভরি ইহাই কর্তব্য তব।

মূল গাথা

অমরগণের সেব্য যিনি সর্বলোকস্বামী
তাঁর দরশন তরে ওহে পূর্ণযোগকামী।
যোগাভ্যাসকালে করি আত্মদরশন
কৈবল্য-মুক্তির সুখে কেন হে বন্ধন ?
তারে নিন্দি কহে সূরী, অনন্যপ্রয়োজন[৩]
দৃঢ়ভাবে প্রভু-অনুভবে হও নিমগন।
হর্ষে মাতি নাচো গাও, ইহাই পরম ধন ॥

॥৩।৫।৯॥

ব্যাখ্যা—
নিত্যসূরী তথা ব্রহ্মা রুদ্রাদির সেব্য যিনি
সর্বলোক নিয়ামক যিনি সর্বলোকস্বামী।
তাঁর দৃঢ় দরশনে পূর্ণ যোগাভ্যাসকামী ॥
মধ্যপথে[৪] জ্ঞানাকার জীবাত্মবস্তু হেরি
পরমাত্মা সনে তার সমত্ব ভাবনা করি।

---

১ কৈবল্যমুক্তি—পরমাত্মাপ্রাপ্তি (ভগবৎপ্রাপ্তি) এবং জীবাত্মাপ্রাপ্তি — উভয় অবস্থাতেই সংসার-বিমুক্তি হইয়া থাকে। যাহারা কেবল জীবাত্মা প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন ও আত্মানুভব-সুখেই তৃপ্ত থাকেন, ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মহানন্দ লাভের আর চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের মুক্তিকে 'কৈবল্যমুক্তি' বলে।

২ ইতরবিষয়—ভগবদ্-বিষয় ব্যতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় (সাংসারিক বিষয়)।

৩ অনন্যপ্রয়োজন—যাঁহারা ভগবানের ভজনা করেন কেবল তাঁহাকে প্রাপ্তিই যাঁহাদের প্রয়োজন, অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, তাঁহারা অনন্যপ্রয়োজন।

৪ মধ্যপথ — অর্ধ যোগসিদ্ধিকালে। সম্যক্-যোগসিদ্ধিতে পরমাত্মবস্তুর দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

তাহে মুগ্ধ হয়ে মনে যোগসিদ্ধি ভাবি' লয়
কৈবল্যমুক্তিতে কৃতকৃত্য চরম দশায়।
তথা হি—
'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।'
(আমার স্বরূপের সহিত প্রকৃতি-বিনির্মুক্ত সমস্ত আত্ম-বস্তুর জ্ঞানৈকাকার সাম্যভাবের যিনি উপলব্ধি করেন।)
এত ভাবি আত্ম-যোগে অধ্যবসায় করি
নিয়ত যে তারে নিন্দি অতঃপর কহে সুরী।
গুণময় প্রভু-পদে অনন্যপ্রয়োজনে
হর্ষে মাতি নাচো গাও গুণ অনুসন্ধানে।
রে সংসারি! ইহা তব কৃত্য সমীচীন জেনো
সংসার-বিমুক্তি হবে পাবে সে পরম ধন।
যে সংসারী বেদপাঠে[১] তথা শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী
যেবা জপসিদ্ধ যোগী,[১] আভিজাত্যে যেবা ধনী।
ঈশ্বরে অনাসক্ত যদি, বিদ্যা বুদ্ধি কিবা করে!
সর্বেশ্বরে পূজে যেবা ক্ষুদ্র প্রয়োজন[২] তরে
সকলেই হতবুদ্ধি, সভে সুরী-নিন্দা করে।
॥৩।৫।৯॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পূর্বে নিন্দা করে সুরী কৈবল্যকামীরে
এবে উপদেশ দেন ডাকি' সংসারীরে—
প্রভু গুণানুসন্ধানে যে শিথিল হয়
শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ পায় জানিবে নিশ্চয়।

মূল গাথা

যিনি কর্ম, কর্মফল, যিনি সর্বকারণ
যিনি স্বামী মণিবর্ণ রক্তিম লোচন।
নিত্যসুরী উপকারী এ হেন পরম দেবে
দৃঢ়ভাবে হৃদে রাখি সদা গুণ অনুভবে।
শিথিল হইয়া চিত্তে কর নৃত্য কর গান
ত্যজ তব অজ্ঞান, ত্যজ তব লাজ মান।
কর স্তুতি কর নতি—শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ইহা
সুরী কহে, নিঃসংশয় নিশ্চয় কহিনু তাহা
॥৩।৫।১০॥

ব্যাখ্যা—
পুণ্য পাপ রূপ কর্মে জীবই আশু কারক
স্বয়ং ঈশ্বর এই অনুষ্ঠানে নির্বাহক।
পুণ্য কার্যে প্রবর্তন, পাপ কার্যে নিবর্তন
পাপ পুণ্য ফল দানে কর্তা এক প্রয়োজন।
হেন কার্য নির্বহনে পুনঃ তার ফল দানে
কারণ একক প্রভু নহে অন্য কোন জনে।
রূপে তিনি মণিবর্ণ ধ্যানের যে শুভাশ্রয়
কান্তিময় নীলমণি রাজীব লোচন তায়।
হেন সে মোহন রূপ অনুভবে নিত্যসুরী
কৃপায় সে অনুভব দিছে মোরে প্রভু হরি।
হেন রূপ গুণ তাঁর নিবেশয়ি নিজ মনে
দ্রুতচিত্ত হও তবে অনুভবি মনে প্রাণে।
ত্যজি তব অজ্ঞান ত্যজি' তব লাজ মান
কর তাঁর স্তুতি নতি কর নৃত্য কর গান?
ইহাই তো পরমার্থ জানিবে গো সুনিশ্চয়
ইথে কোন নাহি আন, নিঃসংশয় সুরী কয়।'
॥৩।৫।১০॥

তৃতীয় শতক, পঞ্চম দশক—একাদশ গাথা
(দশক পাঠ ফল)

গাথা তাৎপর্য—
আমার এ হেন প্রভুর রূপে গুণে যেবা মুগ্ধ
তার বিঘ্নকারী পাপ এ দশক করে দগ্ধ।

মূল গাথা

নিবৃত্ত দাসেরে নিজ কৈঙ্কর্যে ব্যাপৃতকামী
গুণপূর্ণ অচ্যুত অমর-স্বামী মোর স্বামী।
তাঁর গুণে অবগাহি' শিথিল শঠারি যিনি
সংসারীর হিত লাগি' যতনে রচিলা তিনি।

---

১ সহস্রগীতি—৩।৫।৫
২ ক্ষুদ্র প্রয়োজন—প্রাকৃত ভোগ (ঐহিক সাংসারিক সুখ ও পারলৌকিক স্বর্গসুখ)। যোগাভ্যাসে আত্মবস্তু উপভোগ। (পরমপ্রয়োজন — ভগবদ্-অনুভব-সুখ)।

সহস্রগীতির মাঝে এ মহা দশক তায়
অভ্যাসে প্রবল পাপরাশি ভস্মীভূত হয়।

॥৩।৫।১১॥

ব্যাখ্যা—

প্রাপ্য ও প্রাপক প্রভু একেক নিশ্চয় যার
পূর্ণ দাস করি তারে দিলেন কৈঙ্কর্য তার।

যথা হি—(লক্ষ্মণ বচন রাম প্রতি)

'অহং সর্বং করিষ্যামি'। (রা: আ:)

'ক্রিয়তং ইতি মাং বদ'। (রা: আ:)

কল্যাণগুণময়, শ্রীশ্রিতে অচ্যুত যিনি
নিত্যসূরী-স্বামী যিনি,
তিনি পুনঃ মোরও স্বামী।

নিত্য কিঙ্কর তারা তেমতি মোরেও প্রভু
কৈঙ্কর্য করা'য়ে ল'ন ত্যাগ নাহি করে কভু।
শ্রবণে বা শাস্ত্র পাঠে এ কথা তো শিখি নাই
মোর প্রতি তাঁর অনুষ্ঠান দেখি জানি তাই।
প্রভু-গুণ চিন্তা বিনা কাল যার নাহি কাটে
এ গুণে শিথিল যারা তারে যেবা সাধুবাদে।
তারে উদাসীন যারা তারে যেবা নিন্দাবাদে॥
হেন শঠকোপ সূরী অতি যত্নে রচিয়াছে
অমৃত সহস্রগীতি সংসারীর হিত যাতে।
তার মাঝে এ দশক অতীব মহিমাময়
অভ্যাসে প্রবল পাপরাশি ভস্মীভূত হয়।

॥৩।৫।১১॥

আড়্বার দিব্যসূরী অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক—ষষ্ঠ দশক

দশক তাৎপর্য—

ঈশ্বর বিমুখ জীবে ত্যজিতে অশক্ত সূরী
নেত্র অগোচর প্রভু দুর্লভ তাদের হেরি,
কহেন তাদের এবে সুলভ অর্চা-অবতারে
মহিমা বর্ণিয়া সূরী কহে ভজ ভজ তাঁরে।
প্রভুর চরণে যেবা কৈঙ্কর্যেতে রুচিমান
তাহারেই দেন তিনি আপন কৈঙ্কর্যদান।
নিজ প্রীতি ছাড়ি যদি প্রভুরই সন্তোষ তরে
কৈঙ্কর্য করয়ে কেহ আদর্শ জানিবে তারে।
তথা হি—'স্বার্থরহিতপরার্থ কৈঙ্কর্যং।'
এ হেন কৈঙ্কর্যে তবে রুচি নাই যার
পূর্ব দশকে সূরী করে নিন্দা তার।
তাঁর দাস্যে রত যেবা তাঁরে প্রশংসয়ে
দাস্যহীন যেবা পুনঃ তারে উপেক্ষয়ে।
নিজ কর্মফলে জীব হ'য়ে মার্গভ্রষ্ট
অজ্ঞান আঁধারে ডুবি হয় ক্রমে নষ্ট।
অতয়ে না ত্যজি' তারে হিত লাগি তায়
সূরী কহে উপদেশ যাহে জ্ঞানোদয়।
জগতজননী সীতা তারে অজ্ঞানী রাবণ
ইঙ্গিতে কুভাব কহে শুনি জননী তখন।
'তুমি নীচ শশবৎ'—করিয়া ভৎর্সন
করুণায় কহে পুনঃ কল্যাণ বচন।
বাঁচিবার ইচ্ছা যদি নাশ যদি নাহি চাও
শত্রুভাব পরিহরি রামের শরণ লও।
অপরাধী জনে ক্ষমা তাঁহার স্বরূপ হয়
তিনি পুরুষোত্তম তাঁহারে নাহিক ভয়।
তথা হি—

"মিত্রং ঔপায়িকং কর্তুং রামঃ স্থানং পরিপ্সতা।
বধং চানিচ্ছতা ঘোরং ত্বয়াসৌ পুরুষর্ষভঃ॥

(রা: সু:—২২ সর্গ)

সীতা যথা তথা এই 'শঠকোপ স্যুরী'
করে হিত উপদেশ সংসারীরে হেরি।
সংসারী-ভাবয়ে প্রভু অগোচর অতি দূরে
তাই অতি দুর্লভ তিনি আমাদের তরে।
তাঁর গুণ জ্ঞানলেশ সৌলভ্যের জ্ঞানলেশ
না হেরিয়া জীবে স্যুরী করে হিত উপদেশ
শুনরে সংসারী জীব প্রভু অতি গুণশীল
আশ্রিতের তরে তিনি সুলভ অতিশয়।
সুদুর্লভ ভাবি তাঁরে থেকোনা থেকোনা দূরে
হেন অজ্ঞান ত্যজি করহ আশ্রয়॥
সুলভ ভকতে দাসে দুর্লভ[১] সে অন্য পাশে
তাঁহার সৌলভ্য গুণে সীমা কহি যাই।
তিনি পরবস্তু বটে অগোচর সর্বঘটে,
'অর্চারূপে'[২] তারে মোরা সবে দেখা পাই॥
সংসারী-অর্চনা তরে অর্চারূপে অবতরে
'অর্চা-অবতার' নামে বিদিত যে তাই।
তাঁহার মহিমা কথা তাঁহার বৈভব তথা
শুন সবে একে একে এবে কহি যাই॥
পরম পদেতে তিনি পরবস্তু 'সর্বস্বামী'
অদ্বিতীয় রূপে গুণে মোদের অগোচর।
রাম কৃষ্ণ রূপ ধরি ধরায় আসি অবতরি
ইতর জাতীয় রূপে বিভব-অবতার॥
স্বেচ্ছাগৃহীত তনু অপ্রাকৃত জ্যোতিঘন
সুপ্রকট-কালে মাত্র মিলে দরশন।
করি সাধু পরিত্রাণে পুনঃ লীলা অবসানে
নিজ ধামে প্রভু তবে করেন গমন।
অর্চা কিন্তু তথা নয় আশ্রিতের অভিপ্রায়[৩]
অনুগুণ শ্রীবিগ্রহ করেন ধারণ॥
ভূত ভাবী বর্ত্তমান সর্বকালে সর্বক্ষণ
দিয়ে দরশন তবে হরষিত মন॥

সর্ব প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যাঁহার অধীন স্থিতি
তাঁর স্থিতি আদি সব আশ্রিত-অধীন।
গৃহে ক্ষেত্রে দিব্যদেশে অর্চারূপে তিনি এসে
নিত্য দরশন দেন নিতুই নবীন॥
হেন অর্চা-অবতারে গুণপূর্ত্তি হয় তারে
জ্ঞান শক্তি আদি গুণে তিনি পূর্ণধাম।
সর্ব অপরাধ-সহ আশ্রিতে করুণা স্নেহ
তার ইচ্ছা যথা তথা করে পূর্ণকাম॥
তথা হি—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"
(গীতা)
হেন অর্চা-অবতারে অর্চকে নির্বাহ করে
অর্চক-অধীন তিনি ভোজনে শয়নে।
আসনোপবেশনে বস্ত্র আদি বিভূষণে
রহে পরিতুষ্ট তার আদর যতনে॥
হেন অর্চা-অবতারে অনুভব দান করে
পুনঃ দেন বাস্তব দর্শন ভাষণ।
কৃপা যদি হয় কারে সংসার বিমুক্ত করে
অর্চার বৈভব সীমা না যায় কথন॥
উপায়ে 'প্রপত্তি' শ্রেষ্ঠা, সৌলভ্যের পরাকাষ্ঠা
তথা অর্চা অবতার শরণ্য নিপুণ।
যত আড়্বারগণ করেছেন সমাশ্রণ
অর্চা-অবতার পদে জানি তাঁর গুণ॥
তথা হি—'দিব্যস্যুরয়ঃ অর্চাবতারে প্রপত্তিং অকুর্বন্।'
(শ্রীঃ বঃ ভূঃ)

পরবস্তু বিভব-অবতার গুণপনা কহি
দশকান্তে অর্চার বৈভব বাখানে স্যুরী॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জগৎকারণ পুণ্ডরীক রূপ গুণগণ
যাঁহারে আশ্রয় করে, কর তাঁরে সমাশ্রণ।

মূল গাথা

কমলনয়ন রাত দিব্য রূপ মনোহর
প্রলয়েতে সপ্তলোকে রাখে আপন উদর।
সুর নর ভূমি ব্যোম্ অন্য অন্য যত যত
সকলি হইয়া যিনি সরবত্র রহি' ব্যাপ্ত।

---

১ 'ভক্তিমতাং দাসানাং সুলভঃ অন্যেষাম্ দুরাসদঃ।'
২ অর্চারূপ—অর্চাবতাররূপ।
৩ আশ্রিতের অভিপ্রায় ··করেন ধারণ—"আশ্রিতাদরবিষয়ো যদ্ রূপং তদ্ রূপবান্।" (অর্থপঞ্চক)

ঋজু অকুণ্ঠিত জ্ঞানে সৃজিলেন জগভরি।
লীলা বিভূতিরে তাঁর কিবা জ্ঞান শক্তি মরি।
ঘন তেজোময় তিনি অদ্বিতীয় মূর্তিত্রয়'
কর তাঁরে স্তুতি নতি, পলাইবে যমভয়।

॥৩।৬।১॥

ব্যাখ্যা—

রাতুল কমল নেত্র শ্রীবিষ্ণুর নিরূপক
তিনি ব্রহ্ম শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ যে সমর্থক।
তথা হি—
"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।"
(ছাঃ উঃ—১।৭।৬)
"যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ পুণ্ডরীকাক্ষসংগকঃ।
স বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।"
(বিষ্ণু ধর্ম)
দিব্য মনোহর রূপে যিনি হেন মূর্তিমান
তিনি আদি-কারণ কল্যাণ গুণবান।
প্রলয়ে আপৎ-সখা সারা বিশ্বরক্ষা লাগি
সপ্ত লোকে রক্ষা করে আপন উদরে রাখি।
তিনি আদি কারন নিমিত্ত ও উপাদান
দেবস্থান ও ধরা ধাম করি আগে নির্মান।
সুরে নর তির্যক্ স্থাবর তাহে পূরন॥
জীব দেহ জীবস্থান গঠনে ভূতপঞ্চক১
মহৎ-তত্ত্ব অহঙ্কার তাদের কারণভূত।
'অন্য' 'অন্য' অচিৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব২
'যত' শব্দে ইহা ভিন্ন সর্ববস্তু হয় উক্ত।
সর্বরূপে স্বয়ং তিনি আবির্ভূত আপনে
সরবত্র রহে ব্যাপ্ত ঋজু অকুণ্ঠিত জ্ঞানে।
তথা হি—'বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।' (শ্রুতি)
সর্ব-শরীরক তিনি এ জগৎ ব্রহ্মাত্মক
তাই সর্বজগৎ ব্রহ্ম, শ্রুতি তারসম্পাদক।
জ্ঞানের আর্জব অর্থে প্রয়াসশূন্যতা
কিংবা জীব-সৃষ্টি পূর্ব কর্ম-অনুগতা।
তথা হি—'ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।' (শ্রুতিঃ)

জগৎ সৃজিয়া পুনঃ ব্যাপ্ত রহি সর্বমাঝে
রহি' তথা করে লীলা লীলাবিভূতির সাজে।
লীলাবিভূতিরে কহি, তা হ'তে উৎকর্ষময়
নিত্য বিভূতির কথা সংসারীরে সূরী কয়।
কোটি সূর্যানলদীপ্ত সেই নিত্যধাম
বিরাজিত তাহে তিনি ঘনজ্যোতি গুণধাম।
তথা হি—'অতর্কানলদীপ্তং তৎস্থানং।' (শ্রুতিঃ)
'তেজোময়' পদে হেথা সর্বগুণ অভিধান
গুণাধিক পরবস্তু পদে কর সমর্পণ।
অদ্বিতীয় তিন মূর্তি করিয়া ধারণ
নির্বাহেন তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও পালন।
ব্রহ্মা-রুদ্র-অন্তরাত্মা রূপে তিনি বিরাজিত
তাই শাস্ত্র মাঝে ত্রিমূর্তি রূপে পরিচিত।
হেন পরবস্তু যিনি উভয়-বিভূতিমান৩
সর্বগুণে গুনবান কর তারে সমাশ্রন।

॥৩।৬।১॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য --

পুণ্ডরীকনেত্র যিনি জগত কারণ পুন
গত গাথা সূরী কহে, কর তারে সমাশ্রণ।
জীব কহে, পরবস্তু তিনি অতি দূরস্থিত
কেমনে তাঁহার পদে হ'তে পারি সমাশ্রিত?
নররূপে অবতীর্ণ রামচন্দ্র তাঁর পদে
সূরী কহে, স্তুতি নতি বিচার করহ তবে।

মূল গাথা

ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র মূর্তিত্রয়ের আদিভূত
পাপরাশি বিনাশের যিনি মূলভূত।
ক্ষীরোদ সাগরশায়ী দেব দেব তিনি
লঙ্কানাশী রাম রূপে আসিলেন নামি।

---

১ ভূতপঞ্চক—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

২ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—১ মূল প্রকৃতি; ২-৪ মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব; ৫-৯ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; ১০-১৪—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ পায়ু, উপস্থ; ১৫-১৯—পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম্; ২০-২৪—ইন্দ্রিয় ভোগ্য পঞ্চবিষয়—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ।

৩ উভয়বিভূতি—লীলাবিভূতি ইহজগৎ এবং নিত্যবিভূতি শ্রীবৈকুণ্ঠ।

পাপনাশী ধানুকী সে পঙ্কজনয়নে
কর স্তুতি কর নতি সদাই অক্রমে।

॥৩।৬।২॥

ব্যাখ্যা—

জগৎ প্রধান ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র দেবত্রয়
তাদেরও কারণভূত তিনি দেবদেব হয়।
জগতের পাপরাশি যত যত বিদ্যমান
তাহার উদ্যোগমাত্র সবে হয় অন্তর্ধান।

তথা হি—

"বেদাপহারগুরুপাতকদৈত্যপীড়া-
ত্থাপদ্বিমোচনমহিষ্ঠফলপ্রদানৈঃ।" (স্তোঃ রঃ)

সেই দেবদেব হয় ব্রহ্মাদির আশ্রয়নীয়
জীবের বিপদহারী অতীব সে মহনীয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠ হ'তে নামি' ক্ষীরসাগরশায়ী
আর্ত্তের আহ্বানে ধরায় ত্বরায় গমন লাগি।
তিনি পুনঃ অবতীর্ণ দুষ্কৃত দমনে
সিন্ধুতীরে ব্রহ্মাদির কাতর আহ্বানে।
ধনুর্দ্ধারী রামরূপে অতীব সামর্থ্যবান্
লঙ্কার দহন আর রাক্ষসের বিনাশন।
পরবস্তু রামরূপে ধরিয়া মানব-তনু
সর্বপাপ করে নাশ করে ধরি মহাধনু।
তাঁর অবস্থানমাত্র সর্বজীবে সর্বপাপ
সমূলে বিনাশ পায় সদা তাঁর এ স্বভাব'
তদুপরি আয়ত সে কমলনয়ন-শোভা
পাপীও ত্যজিতে নাবে এ হেন সে মনোলোভা।
হেন গুনধাম যেবা হেন সে নয়ন মরি
তারে স্তুতি নতি কর অক্রমে ভাবে ভরি।
যথা হি—'জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ।'

॥৩।৬।২॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পরতত্ত্ব রাম যদি মর্যাদা-পুরুষ হয়
তবে কৃষ্ণ-অবতারে করহ সমাশ্রয়।

মূল গাথা

প্রেমভরে নিত্যসূরী যে পরমে স্তুতি করে
জ্যোতির্ময় যেবা গোপী-কর ধরি' নৃত্য করে।
সেই ভব্য মণিবর্ণ কুম্ভ-নর্ত্তকে মরি,
নাগ-শয়নে যেবা ক্ষীরসাগরোপরি।
হেন স্বামী-শ্রীচরণে দিবানিশি নিরন্তর
স্তুতি করিবারে মন নিবেশয় অতঃপর॥

॥৩।৬।৩॥

ব্যাখ্যা—

প্রেমভরে নিত্যসূরী অক্রমেতে স্তুতি করে
সমাধিকশূন্য যিনি সেই পরবস্তুবরে।
হেন স্তব স্তুতি নতি স্বফল বলিয়া মানে
জ্যোতি উজ্জলতর যত স্তব স্তুতি শুনে।
সর্বজীব 'শেষবস্তু', 'সর্বশেষী' তিনি হন
শেষের স্বরূপ হয় শেষী-প্রীতি সংবিধান।

তথা হি—

'শেষিণোঽতিশয়াধানং শেষভূতস্য স্বরূপং কিল।'

এ হেন সে পরবস্তু কৃষ্ণরূপে অবতরি
নির্বাধ করয়ে নৃত্য ব্রজে গোপী-কর ধরি
পরধামে নিত্যসূরী সনে তাঁর যে মিলন
হেথা ব্রজধামে গোপীসনে কৃষ্ণ-সম্মিলন।
তিনি নীলমণি-বর্ণ রূপের সাগর
যে দেখেছে সেই রূপ সে তার কিঙ্কর।
কর ধরি নর্ত্তনে বঞ্চিত যাহারা
সেই ব্রজবাসীগণে করি' আত্মহারা।
কুম্ভনর্ত্তকরূপে সর্ব বিমোহন রূপ
দেখাইয়ে ধন্য করি দেন যে অপার সুখ।
এ কুম্ভনর্ত্তন শ্রম করিবারে নিবারণ
নাগ-শয়নে প্রভু সুখভরে নিদ্রা যান।
এ হেন অনন্তশায়ী সর্বেশ্বর স্বামী মোর
কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ এ মহা সুযোগ তোর
এ সুযোগ হারায়োনা চিন্ত তাঁর শ্রীচরণ
পূজনে স্তবনে তাঁর নিবেশয় নিজ মন।
ইথে যে সম্মতি মাত্র—ইহাই তো প্রয়োজন
তবে প্রভু তব মনে করাইবে নিমগন।

সংসারীরে আহ্বানিয়ে সূরী অতঃপর কহে
অন্য উপদেশে প্রয়োজন নাহি আর।
নিত্যসূরী স্তুত্য যিনি তব ভজনীয় তিনি
তিনি পুনঃ সর্বেশ্বর সর্ব পরাৎপর ॥
যেবা তব স্তোত্রগানে স্বফল বলিয়া মানে
হেন শ্রীবিগ্রহে ভজ মোর উপদেশ।
তব অনুমোদন করি অবলম্বন
তোমার মিলনে তাঁর উদ্যম অশেষ ॥
তোমারে পাইতে যিনি বিমোহন রূপখানি
করে প্রদর্শন তারে কর সমাশ্রয়।
তোমার মিলনে যেবা করে গর্ব-অনুভবা
তারে কর স্তুতি নতি সে তব আশ্রয় ॥
অনন্তশয়ন-শায়ী তিনি যে গো সর্বস্বামী
তাঁহারে দিবসযামী কর স্তোত্র গান।
তোমার যা কিছু আছে সমর্পিয়া তাঁর কাছে
নিবেশয় নিজ মন কর তাঁর ধ্যান ॥
ইতর বিষয়ে মন করে সদা সঞ্চরন
বিচারিয়ে সেই মনে কর নিবারন
মোর কৃষ্ণ রূপ গুনে কর চিন্তা অনুখনে
সেই সর্বেশ্বরে কর মন নিবেশন ॥

॥৩।৬।৩॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বরাভিমানী দেব ব্রহ্মা রুদ্র আদিগণ
তারাও সঞ্চরে মোর প্রভুগুণ করি গান।

মুল গাথা

সর্বেশ্বরে তব মন কর কর নিবেশন
মায়ীগুণে মুগ্ধ মোর উক্তিমাত্র নহে হেন।
দেবগণ-নিয়ামক ইন্দ্র চতুর্মুখ আর
স্বামী-অভিমানী যিনি শিরে বহে জটাভার।
তারাও যে গুণমুগ্ধ আর্জব গুণযুত
ফিরে স্মরি' স্তুতি করি প্রভুপদ-পঙ্কজ ॥

॥৩।৬।৪॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুর সৌন্দর্য তথা দিব্যচেষ্টা গুণগণ
গত গাথা সূরী কহি 'তাহে নিবেশয় মন'।
এবে কহে মায়ী তিনি আশ্চর্য রূপে গুণে
একা আমি মুগ্ধ নহি, মুগ্ধ যত দেবগণে।
তাঁর গুণে মুগ্ধ তারা—উক্তিমাত্র নহে হেন
রে সংসারি! ভাব মনে দেবগণ আচরণ।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যারা উচ্চ অধিকারী
তাঁদেরও আশ্রয়ণীয় এ হেন পরত্ব তাঁরি।
দেবতা-শাসক ইন্দ্র বিশ্বস্রষ্টা চতুর্মুখ
রুদ্র যে সংহারকর্তা নিজ অধিকারে সুখে।
সাধকের বেশে রুদ্র শিরে ধরি জটাভার
ত্যজি যেন অন্য-প্রয়োজনে১ করে সঞ্চার।
প্রভুর সে রূপ গুন স্মরি স্মরি পুষ্ট মন
সেই পুষ্ট স্মৃতি কণ্ঠে স্তোত্র রূপে বহে পুনঃ।
এই ভাবে স্তুতিপুষ্টে তুষ্ট মনে স্তোত্র গাহি
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি সঞ্চরে ঘুরি ফিরি।
মোর প্রভু যিনি হেন গুনবান শীলবান
চরন আশ্রয় করি তাঁরে তুমি কর ধ্যান।

॥৩।৬।৪॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সকল ঐশ্বর্য তথা সকল বিভূতিযুত
সর্ব পরাৎপর প্রভু কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত।

মুল গাথা

ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু ব্যোম রবি শশী
দেবাদি সকল মাঝে আত্মারূপে বসি।
নিত্যসূরীপতি তিনি কৃষ্ণরূপ ধরি
অবতরে পদ্মনেত্র বক্রকেশধারী ॥

॥৩।৬।৫॥

১ অন্যপ্রয়োজন—প্রভুর প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা—

সদা গতিশীল বায়ু স্থানদ কঠিন স্থল
অবকাশপ্রদাকাশ গভীর সাগর জল।
তাপদ উজল অগ্নি নিজ গুণে যুত সভে
তথা সে প্রকাশ দায়ী তপন চন্দ্রমা উভে।
আরো আরো বস্তুচয় সুর নর জীব যত
এ জগৎ-শরীরক, এ সবারি আত্মভূত।
জগৎ-আকার তিনি, তিনি নিত্যসুরীপতি
তিনিই তো অবতারে অদ্বিতীয় কৃষ্ণরূপী!
শ্যামল বিগ্রহখানি তাপত্রয় নিবর্ত্তক
অরুণ কমলনেত্র বাৎসল্যের প্রকাশক।
কুটিল কুঞ্চিত কেশ মরি মনোহর শোভা
মরি কি মধুর রূপ, মরি কিবা মনোলোভা।
নরবপু পরাৎপর এ মহিমা জানি জানি,
কহে সুরী, ভক্ত জনে দিয়া তনু মনখানি।

॥৩।৬।৫॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

উপদেশাপেক্ষা কোন না রাখিয়া সুরী কহে
অতি উপভোগ্য মম নরসিংহ অবতারে।
তিনি মোর রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ সম
হেন মহা উপভোগ্য সর্বকালে তিনি মম।

মূল গাথা

জনম মরণ শূন্য অদ্বিতীয় নরসিংহ
কোপ কৃপা একাধারে হেন যার শ্রীবিগ্রহ।
নিজ পদে ভক্তে স্থান দিতে যিনি অবতরে
তিনিই তো রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ মোরে।
তিনি মোর সর্বভোগ্য নিত্যসুরী প্রতি যথা
হেন স্বামী বিনা অন্যে নাহি চাহি—এই কথা।
রূপে গুণে অদ্বিতীয় অরুণ নয়নবান্
আশ্রিতে বাৎসল্যময় তিনি যে অতি মহান।

।৩।৬।৬॥

ব্যাখ্যা—

কর্মকৃত উৎপত্তি নাশহীন মোর স্বামী
ষড়বিকারাস্পদ[১] নহে তার তনুখানি।
জনম মরণশীল যত বস্তু 'শেষ' তাঁর
তিনি স্বাভাবিক 'শেষী' চিদচিৎ সবাকার।
আশ্রিত রক্ষার তরে ধুম্র মাঝে অবতরি
সুন্দর অপরূপ নরসিংহ মূর্তি ধরি।
কোপ সহ কৃপা তথা একই কালে অবস্থিত
হিরণ্যেরে কোপ তথা প্রহ্লাদ কৃপা পাত্রভূত।
আশ্রিত প্রহ্লাদ আসি পদতলে পায় স্থান
বিরোধী হিরণ্য নাশে হেন তাঁর অবস্থান।
হিরণ্য বিষয়ে কোপ অতীব যাহার
সেই ক্ষণেই প্রহ্লাদেরে কৃপা যে অপার।
কেমনে সম্ভব কেহ পুছে *ভাষ্যকারে*
নহে অসম্ভব তিনি কহেন উত্তরে।
অতি ক্রুদ্ধ সিংহী যবে গজের উপরে
নিজ বৎসে স্তন্য দানে তবু কৃপা করে।
আশ্রিত-বিরোধী পরে যবে ক্রোধ অতিশয়
আশ্রিত বাৎসল্য রস তখনও বহিয়া যায়।
হেন অদ্বিতীয় মূর্তি দুটি অরুণ নয়ন
কোপেতে রক্তিম তথা বাৎসল্যে অরুণ।
হিরণ্যেরে দুর্গম প্রহ্লাদে সুগম
পরম পুরুষ হেন পরম মহান।
আশ্রিতে ব্যামোহবান বিরোধীর নাশক্ষম
হেন মূর্তি বিলক্ষণ হেন মূর্তি সুমহান।
রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ একাধারে যেন
বিলক্ষণ দিব্যমূর্তি পরম উপভোগ্য হেন।
নিত্যসুরীগণে প্রভু যথা সদা স্নেহবান
তেমতি আমারও প্রতি তাঁর সদা অভিমান।
নিত্যসুরী নিত্য যথা ব্যামুগ্ধ তাঁহারই প্রতি
সুরী কহে অন্যে ছাড়ি তাঁরই প্রতি মোর মতি।

॥৩।৬।৬॥

---

১ ষড়্‌ভাবকার—১ অস্তি, ২ জায়তে, ৩ বিবর্দ্ধতে, ৪ পরিণমতি, ৫ অপক্ষীয়তে, ৬ নশ্যতি।

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সুলভ, দুর্লভ নহে—কর তাঁরে সমাশ্রয়
সর্ব দুঃখ দূর হবে, ইথে নাহি সংশয়।

মূল গাথা

সর্বকালে প্রাণ মম, পূর্ণ আত্মা, পূর্ণামৃত
কান্তিময় জ্যোতির্ময় মণিবর্ণ কুন্তনট।
নিত্যসূরী মুনিগণের পক্কফল ইক্ষুরস
নিঃসংশয়ে সমাশ্রয় সর্ব দুঃখ হবে নাশ।

॥৩।৬।৭॥

ব্যাখ্যা—

অন্তহীন কাল হ'তে আপন স্বরূপ ভুলে
ইতর বিষয়ে মগ্ন আছিলাম, হেন কালে।
অতি ভোগ্য সুধারূপে পশিয়া হৃদয়ে মোর
মিলি আত্মা সনে তাঁর কান্তি অতীব উজোর।
আমার সংশ্লেষে তাঁর মলিনতা শঙ্কা করি
পলাইয়ে গেছি দূরে ছিলাম যে হেন পাপী।
এবে দেখি মোর সাথে
মিলি বাড়ে তাঁর জ্যোতি
ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয় দীপ্তিমান অতি।
ভিতরে পশিয়া মোরে রূপে গুণে করে বশ
নানা মনোহারী চেষ্টা পিয়াইয়ে লীলারস।
তিনি পুনঃ নীলমণি অঞ্চলে বাঁধিতে যোগ্য
এ হেন সুলভ তিনি এ হেন সে উপভোগ্য।
নিত্যসূরী মুনিগণে পক্কফল ইক্ষুরস
অতি উপভোগ্য মরি 'সর্বগন্ধ সর্বরস'।
তথা হি—'সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ।' (ছাঃ—৩।১৪)
হেন রসে কর পান রসিকেরে সমাশ্রয়
এতো নহে নিম্ন রস অতৃপ্ত অমৃত সেহ।
পরিশুদ্ধ কর মন হও ইথে নিঃসংশয়
অতীব সুলভ প্রভু কভু তো দুর্লভ নয়।
পরম শুভাশ্রয় জানি কর সমাশ্রয়
সবাসনা পাপরাশি দুঃখ যত নাশ পায়।
তথা হি—'অগ্নৌ তুলং ভবেৎ।' (শ্রুতিঃ)

॥৩।৬।৭॥

—

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

হে সংসারি! সত্ত্ব-রুচি তথা উদ্ধরণ তরে
'উপায়' রূপেতে ধর চক্রবর্ত্তী শ্রীকুমারে[১]।

মূল গাথা

দুঃখমাত্র উৎপাদক সদসৎ কর্মশূন্য
রজ তমো পরপারে স্থিত যেন জ্যোতিপূর্ণ।
যার কর্ম সপ্তলোক নিগীরণ উদ্গীরণ
আকর্ষক যমভটে যিনি ক্রুর বিষসম।
সেই দশরথসুত বিনা আমি অন্য কারে
হব না শরণাগত তিনিই উপায় মোরে।

॥৩।৬।৮॥

ব্যাখ্যা—

সূরী জানে, পুণ্য পাপ উভকর্ম দুঃখদায়ী
সংসার-বিমুক্তি পথে উভয়েই বিঘ্নকারী।
তথা হি—
'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি।' (শ্রুতিঃ)
হেন পাপ পুণ্য কর্মে যিনি নহে বশীভূত
উভয় কর্মেরই যিনি নিয়মন গুণযুত।
'অনশ্নন্নন্য অভিচাকশীতি।' (শ্বেতাঃ উঃ)
রজ তমো পরপারে দিব্য জ্যোতির্ময় দেশে
যিনি জ্যোতির্ময় দিব্যমঙ্গল বিগ্রহ বেশে।
তথা হি—'ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে'
'তমসঃ পরস্তাত'
'বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু…।' (শ্রুতিঃ)
এ হেন পুষ্কল, তাঁর বিভূতিরে একদেশে
প্রলয়ের উপক্রমে রক্ষার্থে উদরে পোষে।
প্রলয়ান্তে সেই ধনে করি উদ্গীরণে
রাখে পুনঃ যথাস্থানে কত না যতনে।
ধ্রুচরণে সমাশ্রিত তাহার অন্তিমকালে
জ্ঞানহীন দশা যদি অনুস্মৃতি যায় ভুলে।
তবে যমদূত যদি করে আসি উৎপীড়ন
তারে ক্রুর বিষসম যিনি হেন সুমহান।

---

১ চক্রবর্ত্তীকুমার—মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র।

হেনকালে আশ্রিতে নাহি ত্যজি', জ্ঞান দানি'
যেবা রক্ষা করে মরি, এহেন অচ্যুত যিনি।
সেই দশরথ-সুত চক্রবর্তী সুকুমার
আশ্রিতবৎসল বিনা কারে বা ভজিব আর।
রাবণবধের পরে বানর গণনাকালে
কোন কোন মুখ্য সেনা গণনায় নাহি মিলে।
তখন শ্রীরামচন্দ্র তাহাদের প্রাণদানে
পূর্ণ করি সমসংখ্যা ফিরিলেন হৃষ্ট মনে।
হেন দশরথ-সুত রামচন্দ্র বিনে
সুরী কহে না লইবে অন্যের শরণে।
আচার্য ভট্টর[১] যবে এই স্থানে ব্যাখ্যা করে
শিষ্য বেদান্তী তারে পুছিলা বিনয়ভরে।
পরবস্তু নারায়ণ তথা নানা অবতার
নানা অর্চা শ্রীবিগ্রহ যবে অনুভব তাঁর।
সর্বত্রই রহে সুরী হেন প্রশংসামুখর?
কহেন ভট্টর তবে এ প্রশ্নের সমাধানে
অন্যত্র কীর্তন হেন স্মরি' পাবনত্ব গুণে।
'উপায়ত্ব'গুণে যবে সুরী করে নিশ্চয়
রামচন্দ্র পদে তবে করে তিনি সমাশ্রয়।
যতি[২] কহে তদুত্তরে কোন কোন ভক্তবরে
শ্রীরামে 'পাবন' বলি কীর্তয়ে প্রেমভরে।
ভট্ট কহে, অগস্ত্যে প্রভু দেন 'পাবনত্ব' বোধ
সুরীরে প্রকাশে প্রভু 'ভোগ্যতম' অনুভব।
তথা হি—(অগস্ত্য বচন)—
'পাবনঃ সর্বলোকানাং ত্বমেব।' (রাঃ আঃ)
'সিরিয়াত্তান্' নামে অন্য শিষ্য পুছে তাঁরে
আপনার পক্ষপাত দেখি রাম অবতারে।
সর্ব উৎকর্ষ রামে শুনি তব অভিধানে॥
মোরা জানি মহাগুণ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানে
যাহা অতি অনুপম যাহা নাহি শ্রীরামে।
আশ্রিত পাণ্ডব তরে বাঁধি কণ্ঠে দূত-পত্র
দূতরূপে চলে কৃষ্ণ, দুর্যোধন-সভা যত্র।
ভট্টর কহেন ইথে শুন সমাচার
ছত্রপতি রাজারূপে রাম অবতার।

---

১ ভট্টর—পরাশর ভট্টরস্বামী'
২ যতী—সন্ন্যাসী। পরাশরভট্টরস্বামীর গুণী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসী শিষ্য বেদান্তীস্বামী।

হেন তাঁরে দূতরূপে করিতে প্রেরণ
কোন অধিকারী নাহি আছিল তখন।
দৌত্যকার্য করিবারে সুযোগ না পাই
কৃষ্ণরূপে পুনঃ আসি সে সাধ মিটাই।
তথা হি—সুরীবাক্য—
'স এব পশ্চাৎ অদ্বিতীয় দূতঃ।'
আশ্রিতের পরতন্ত্র কৃষ্ণ-অবতারে গুণ
পাণ্ডবের দৌত্যকার্যে সেই গুণ অনুন।
এ গাথায় এ প্রসঙ্গে রামানুজে-অনুভব
কহিছেন ব্যাখ্যাকার, যাহা পুনঃ অভিনব।
রামানুজ আরাধনে বিগ্রহ বালক এক
এতেক জানিয়া একদিন শ্রীবৈষ্ণব এক।
আনি রামচন্দ্র মূর্তি তাঁরে করে দান
তাহা দেখি রামানুজ হরষিত মন।
মূর্তি হেরি কহিছেন সেই শ্রীবৈষ্ণবেরে
'শরণ-গ্রহণ' শর্ত নাহিক ইঁহারে।
যথা হি—'মামেকং শরণং ব্রজ।' (গীতা ১৮।৬৬)
রামচন্দ্র প্রাপ্তি তরে 'আভিমুখ্য' মাত্র চাই
হেন 'আভিমুখ্য' জীবে তাহাও নাহিক পাই।
'পরভক্তি' দশা জীবে ভাবিয়া দুর্লভ অতি
'আভিমুখ্য' মাত্রে তাই শরণ্য রামের প্রীতি।
ঈপ্সিত বস্তু দানে বিশ্বাস অর্চা-অবতারে
ইহা অতি প্রয়োজন বিশ্বাসই মিলায় তাঁরে।
বর্ষাসের অন্নজল ভরিয়া নৌকার পরে
বিশ্বাসে বণিক যায় অগাধ সাগর পারে।
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি যদি অর্থ উপার্জনে
বিশ্বাস কি নিরর্থক ভগবান সমাশ্রয়ে।
॥৩।৬।৮॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ দশকে একে একে সুরী উপদেশ করে
সমাশ্রয় পরবস্তু, রাম কৃষ্ণাদি অবতারে।
পরবস্তু অতি দূরে কহে তারে সংসারী
অবতারও বহুপূর্বে কেমনে আশ্রয় করি!

দশকান্তে সূরী কহে অর্চা-অবতার হয়
অতীব সুলভ তারে করহ সমাশ্রয়।

এ দশকে এ গাথাই সূরীর মুখ্য অভিপ্রায়
একে একে অর্চার মহিমা হেথা কহি যায়।

মূল গাথা

শরণ্য পুরুষ যিনি তিনি যে স্বয়ং তব
পিতা মাতা ভ্রাতা আদি সম্বন্ধে বিরাজিত।
তিনি পুনঃ নিত্যসূরী-উজ্জীবন হেতুভূত
ব্রহ্মা রুদ্রের অন্তর্যামী তাঁদেরও কারণভূত।
তিনিই তো অর্চারূপে হেথা আসি বিরাজিত
কোরো না সংশয় ইথে হও তাঁরে সমাশ্রিত॥

॥৩।৬।৯॥

ব্যাখ্যা—

সাংসারিক পিতা মাতা পাও তুমি কর্মবেশে
তাদের সম্বন্ধ নষ্ট হয় সেই কর্ম নাশে।
প্রভু নিত্য পিতা মাতা নহে নষ্ট কোনকালে
মোদের সর্বার্থ সিদ্ধ তাঁহার এ সম্বন্ধ বলে।

তথা হি—'ভূতানাং অব্যয়ঃ পিতা।' (বিঃ সঃ নাঃ)

সাংসারিক পিতা মাতা তব মহাপৎকালে
ত্যজিয়া চলিয়া যায় আশ্রয় নাহিক মিলে।
পুত্র যদি জন্ম লয় অতীব কুক্ষণে
তারে ল'য়ে পিতা মাতা বিপদ যে গণে।
প্রভু কিন্তু পিতা মাতা আপদে বিপদে যত
সর্ব প্রকারে তিনি মোদের রক্ষণে রত।

যত চেতনাচেতনে উৎপাদক পিতা হন
জীবের অশ্রু হেরি তিনি স্বয়ং অশ্রুলোচন।
পিতা মাতা ভ্রাতা পুনঃ নিবাস শরণ তিনি
সর্ববিধ বন্ধু তিনি সর্ব ফলদাতা স্বামী।

যথা হি—

'মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্
গতির্নারায়ণঃ…।' (সুবাল উঃ)
"পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃদারামিত্রাদয়োঽপি বা।
একৈককলাভায় সর্বলাভায় কেশবঃ॥"

জীব কিন্তু কভু নিজ রক্ষক না হয়
পিতৃধন পেয়ে তারে বিপথে চালয়।

তথা হি—

"বিচিত্রা দেহসম্পত্তিরীশ্বরায় নিবেদিতুম্।"
"তবদত্তম্ শরীরম্ অপথে ভ্রমামি।" (সূরীবচন)

হেন প্রভু তিনি নিত্য সূরীগণ-নির্বাহক
তাঁর অনুভবে তারা সদা পূরিত পুলক।
ব্রহ্মা রুদ্র-অন্তরাত্মা তাদেরও কারণভূত
ত্রিমূর্তির মধ্যস্থলে তাহাদেরও নির্বাহক।

এ দুর্লভ পরতত্ত্ব সম্মুখে না আশ্রয়—
এত ভাবি, না করিও শঙ্কা না করিও ভয়।
হে সংসারি? কহি শুন প্রভুর সঙ্কল্প মতি
দুর্লভতা পরিহরি অর্চা যে সুলভ অতি।
অবতরি গৃহে ক্ষেত্রে নানা দিব্যদেশে তথা
স্বেচ্ছায় বিরাজে তিনি সর্ব নেত্রগোচরতা।
দেশ কাল তথা বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য যিনি
অসামান্য নিত্যরূপ নিত্যসূরী যাঁরে ধ্যানী।
হেন তত্ত্ব, নাম দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন
বিগ্রহ স্বীকার করে ভক্ত-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন।
ভক্তের আদৃত দ্রব্য বিগ্রহের উপাদান
অর্চক-অধীন হয়ে করেন যে অবস্থান।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু বাঞ্ছা পূরনের তরে
এ হেন সুলভ হ'য়ে অর্চারূপে অবতরে।
ইথে না সন্দেহ কর তিনি সর্বশক্তিমান
না কর সংশয় তিনি অঘটন পটীয়ান।
ঋষি কহে প্রতিমা সে রচিত অজ্ঞের তরে
সূরী কহে 'সৌলভ্য সীমা'
প্রভুর অর্চা অবতারে।

যথা হি—

"অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি তিষ্ঠতি যোগিনাম্।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্॥

অর্চাই বৈকুণ্ঠনাথ সংসারীরে সূরী কয়
ইহা সত্য সম্যক্ কোরো নাকো সংশয়।
অর্চা-অবতার-দেশ প্রভুর বিভূতি নয়
অর্চার বিভূতি হয় বৈকুণ্ঠ অপ্তান্[১] কয়।

---

১ অপ্তান্—শ্রীদাশরথি স্বামী (রামানুজের ভাগিনেয়), মহা জ্ঞানী ও গুণী শ্রীবৈষ্ণব আচার্য।

যেবা যথা ভজে তাঁরে তথা বাঞ্ছা পূর্ণ করে
অমোঘ সঙ্কল্প তাঁর কেবা নিবারিতে পারে !
তথা হি—
'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' (গীতা)
"পাপং হরতি যৎ পুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্।" (বিঃ পুঃ)
শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীবিগ্রহে যত যত অলংকার
প্রভুর স্বীকৃত বলি যথা মোদের অত্যাদর।
তথা এই অর্চামূর্তি প্রভুর স্বীকৃত বলি
ভক্তিভরে ভজনীয় এ কথা না যেও ভুলি।
তাঁর অর্চা-পরিগ্রহ আশ্রিতের উপকারে
এ রূপ আদব তাঁর আশ্রিতে উদ্ধার তরে।
সৌলভ্যের সীমাভূমি হয় অর্চা অবতার
আশ্রিতেবে মহা কৃপা অর্চা নির্দশন তার।

॥৩।৬।৯॥

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
পরত্ব হ'তে সৌলভ্যের অবধিটি কহি
স্বঘট্ট১ কৃষ্ণাবতারে এবে প্রবেশয়ে সূরী।
কহিছেন কবে আমি হেরিয়া নয়নে
মগ্ন হবো অনুভবে শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
দুর্লভ বস্তুতে যদি সুলভত্ব গুণ রহে
সেই সে গুণেরই বলে তাঁর দরশন মিলে।
ভগবদ্ বিষয়ের কোন এক স্থলে
অতীব প্রবণ যারা অন্যত্র না চলে।
অন্যত্র পরত্ব যদি অন্যত্র উৎকর্ষ
তবু নিজ অনুভব-ঘাটে তার হর্ষ।
এ বিষয়ে মারুতিরে দেখহ প্রমাণ
রাম-প্রস্তাবিত মুক্তি নহে সমর্থন।
তথা হি—হনুমদ্ বাক্য—
"ভাবো নান্যত্র গচ্ছতি।" (রাঃ উঃ ১০৮)
তথা অর্চা অবতারে সৌলভ্য অধিক যদি
তবু সূরী অতি মুগ্ধ কৃষ্ণে দিব্য চেষ্টা হেরি।
সূরী কহে রাম বিনা না ল'ব শরণাগতি
আশ্রিত বাৎসল্য গুনে মগ্ন হ'য়ে হেন উক্তি।

মূল গাথা

জলধিবরণ কৃষ্ণ নিত্যসূরী নীলমণি
ফণীশায়ী জ্যোতির্ময় মম পূর্ণ প্রাণ গণি।
দুষ্ট শতে তথা তার সেনানীরে হিংসা তরে
তথা হ'তে অবতরি পঞ্চ শিষ্টে রক্ষা করে।
পাণ্ডব সারথী বেশে কৌরব সমরে যবে
নুপুর রণিত পদ কবে দরশন হবে ?

॥৩।৬।১০॥

ব্যাখ্যা—
নিত্যসূরী অনুভাব্য নীলমণি রূপ ধরি
তথা হ'তে নির্গত ক্ষীরার্ণবে ফণীশায়ী।
সিন্ধুতীরে ব্রহ্মাদির কাতর আহ্বানে তবে
বিপদেতে দেবগণে তারনে উপায় ভাবে।
তথা হ'বে ধরাধামে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ
নেত্র গোচর হ'য়ে যাহে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ।
নিত্যকাল নীলমণি-পরশে অনন্ত ফণী
বিকসিত ফণা তার উজ্জ্বল নীল মণি।
সে ফণী পরশে প্রভুর অতীব উজ্জ্বল তনু
ভুবন মোহন রূপে কৃষ্ণ ঘন জ্যোতি জনু।
হেন কৃষ্ণ প্রাণ রূপে মোরে ব্যাপ্ত সরবত্র
ধারক পোষক মোর তিনি মোর সরবস্ব।
দুষ্ট দুর্যোধন তার শত ভ্রাতা নাশ
তথা তার সেনানীরে করিয়া বিনাশ।
ভক্ত পঞ্চ পাণ্ডবেরে রক্ষার তরে
মোর প্রাণ কৃষ্ণ চন্দ্র আসি অবতরে।
কৃষ্ণাশ্রিত পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে
আশ্রিত রক্ষায় তিনি অর্জুন-সারথী রণে।
সর্বলোক সাক্ষিক এ সারথ্য অভিমান
অভক্তেও দরশন করে প্রভু সুখে দান।
তথা হি—
"পার্থং রথিনং আত্মানং চ সারথীং
সর্বলোক সাক্ষিকং চকার।"
(গীতা রামানুজভাষ্য উপক্রমণিকা)

১ স্বঘট্টে—আপন নিমজ্জন-ঘাটে অর্থাৎ নিজ অবগাহন স্থান কৃষ্ণ অবতারে।

সেনা ধূলি ধূসরিত কণ্টক-যষ্টি হাথে
শ্রীচরণে মঞ্জীর শোভে অর্জুনের রথে।
রথ তলে প্রভু যবে উতরিয়া চলি' রাজে
মঞ্জীরের রণরণি মধুর মধুর বাজে।
দরশনে সে চরণ কর্ণে সে মধুর ধ্বনি
কবে ধন্য হবে মোর শ্রবণ নয়নমণি।
এত বলি ব্যাকুলিত স্যূরী ইতি উতি চায়
দরশ শ্রবণ তরে করে তিনি হায় হায়!

॥৩।৬।১০॥

—

তৃতীয় শতক, ষষ্ঠ দশক — একাদশ গাথা
(দশক পাঠফল)

গাথা তাৎপর্য—

*নেত্র অগোচর বস্তু মানস নয়নে হেরি
ভূলোকের সর্বজীবে উপদেশে কৃপা করি।*
সেই শঠকোপ উক্ত সহস্রের এ দশক
ভক্তি দান করে তারে বারে বারে যে পাঠক।
*মানস গোচর অর্থে প্রত্যক্ষ সমান জ্ঞান
হেন জ্ঞানে জ্ঞানী হন শঠকোপ সুমহান।
শরভু জ্ঞান, শাস্ত্র জ্ঞান, তথা গুরু উপদেশ
এ সবে অভাব যদি নাহিক সুকৃতি লেশ।
অর্চা অবতারে যদি সৌশভ্য গুনের জ্ঞানী
ভগবদ্-ভক্তিধনে অচিরে সে হবে ধনী।
অবাপ্ত সমস্ত কাম যিনি সর্বেশ্বর
আশ্রিত বাৎসল্য হেতু করিয়া আদর,
ভক্তের অভিপ্রেত ধাতু কাষ্ঠাদি পাষানে
করিয়া স্বীকার প্রভু বিগ্রহোপাদানে।
বিরাজেন প্রতি মঠে গৃহে বা মন্দিরে
অর্চক-অধীন হ'য়ে স্নান পান করে।
এ সুলভ শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ঈশ্বর
হেন বুদ্ধি করি যেবা ভজে নিরন্তর।
জ্ঞানভক্তি-নিধি অর্চা এ মহা বিশ্বাস যারে
ভগবদ্ভক্তি ধনে ধনী হবে সে অচিরে।*

॥৩।৬।১১॥

—

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

—

তৃতীয় শতক—সপ্তম দশক

দশক তাৎপর্য—

দুর্লভ ঈশ্বর প্রতি সংসারী বিমুখ হেরি
'অর্চার'[১] সৌলভ্য গুণ উপদেশ করে স্যূরী।
বিফল হইয়া তবে স্যূরী শোকাবিষ্ট হয়
শান্তি তরে প্রদর্শয়ে প্রভু-ভক্ত মহিমায়।
প্রভু-রূপ গুণ দিব্য চেষ্টায় বিমুগ্ধ তাঁরা
হেরিয়া তাঁদের দাস্যে হ'ন স্যূরী আত্মহারা।
*স্যূরীর অশান্ত মনে শান্তি প্রদান তরে
ভাগবত-মহিমারে প্রভু প্রদর্শয়ে তাঁরে।
প্রভুর পাদুকা আর তাঁর নিজ ছায়া যথা
রহি' প্রভুর সাথে সাথে বৈষ্ণব সঞ্চরে তথা।*
প্রভুর প্রসঙ্গে তাঁরা সদা রহে নিমগণ
হেন শ্রীবৈষ্ণব পাশে ধায় স্যূরী মনপ্রাণ
তাঁদের মহিমা হেরি কহিছেন স্যূরী তবে—
ঈশ্বরের দাস নহি দাস আমি 'শ্রীবৈষ্ণবে'।
*তাঁহার দাসত্বে মাত্র নহে মোর অভিলাষ
হ'তে চাই আমি তাঁর দাসের দাসের দাস।
এই ভাবে ভাগবত-শেষত্বের[২] চরম সীমা
স্যূরী করে অনুভব প্রভু দিলা এ প্রেরণা।*

১ অর্চার—অর্চাবতারের।
২ শেষত্ব—একান্ত পরাধীনত্ব ও দাসত্ব।

প্রভুর দাসত্বে সূরী প্রাপ্য বলি কহে পূর্বে১
ভাগবত-দাস্যে পুনঃ প্রাপ্যরূপে চাহে এবে।
প্রাপ্য তবে দুটি হয়, এমতি সন্দেহ যদি
তদুত্তরে কহে সূরী প্রাপ্যদ্বয়ে একই গতি।
জীব 'ভগবৎ-শেষ'—প্রথম অবধি
'ভাগবত-শেষত্ব' তার চরম অবধি।
অচিৎবৎ পরতন্ত্র শেষত্ব স্বরূপ
ক্রয় ও বিক্রয়ে অই তাহার যে রূপ।
পিতৃগৃহে ক্ষেত্রে যথা পুত্র সত্ত্বাবান
ক্রয়ে বা বিক্রয়ে তথা অধিকার সমান।
অন্যথা পিতার সত্ত্বে ন্যূনতা দেখয়
তথা প্রভু-ভক্তে 'শেষত্বের' পরিচয়।
হেন অভিমত কহি' রামানুজে ভাষ্যকার
শত্রুঘ্ন-স্বরূপ কহে ভাগবত-দাস্য সার।
রাম অবতারে পালি' পিতার বচন
আদর্শ সামান্য ধর্ম করে নির্বহন।
স্বাভাবিক সর্ব পিতা তাঁর সর্বদাস্য করি
আদর্শ 'শেষের' সেবা দেখায় লক্ষ্মণ সূরী।
প্রভুর অভিমত যেবা সেই দাস্য সদা করি
আদর্শ পারতন্ত্র্য দেখায় ভরত-সূরী
ভগবৎ-দাস্য সীমা ভক্ত-দাস্যে হয় পূর্ণ
আপনি আচরি তথা দেখাইলা শ্রীশত্রুঘ্ন।
তথা হি—

২"গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘ
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নঃ নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ॥"
(রাঃ অঃ ১।১)

২মাতুল-নিমন্ত্রণে সেথা ভরত গমন
শত্রুঘ্ন অনিমন্ত্রিত সাথে লয়ে যান।
গমনের পূর্বক্ষণে শত্রুঘ্ন না জানে তাহে
পিতা তথা রামে ইথে অনুমতি নাহি চাহে।
ভরতের ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছারে মিলায়
নিজ শুভাশুভক্ষণ নাহি বিচারয়।২

রামের মোহন রূপ 'দৃষ্টি-চিত্ত-অপহারী'১
শত্রু-বুদ্ধি করে তারে, তাই সে শত্রুঘ্ন সূরী।
ভরতের পরতন্ত্র, তিনি শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য
রামরূপ বিঘ্ন যদি শত্রুঘ্নের সদা ত্যাজ্য।
এই হেতু তাঁর ইচ্ছা রামরূপ বরজনে
ভাগবত-পারতন্ত্র্য শত্রুঘ্নে 'অনঘ' ভনে।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন নিত্যসূরী অবতার
সকলেই 'শেষ' রামের সবাই চেতন-সার।
সবাই রামের হয় 'অনন্য পরতন্ত্র'
শত্রুঘ্নে অন্যথা দেখি, ইথে যদি লাগে দ্বন্দ্ব।
তাহা নিবারণ করে মরমজ্ঞ ভাষ্যকার
তার অর্থ বিশ্লেষণ শুনি লাগে চমৎকার।
শ্রীরামের অতি প্রিয় যে ভরত সূরী
শত্রুঘ্ন ভজিছে তারে শ্রীরামেরে ছাড়ি।
হেন প্রিয় বন্ধু প্রতি অনন্যভজনা
হেরিয়া শত্রুঘ্নে রাম অতি হৃষ্টমনা।
ভাগবত-শেষত্বের মহিমার বিশ্লেষণে
এই ভাবধারা বহে সর্ব ভাগবত মনে।

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক — প্রথম গাথা

দশক তাৎপর্য—
ভগবৎরূপে তথা তাঁর গুণগণে যিনি
মহামুগ্ধ ভাগ্যবান, তিনিই তো মোর স্বামী।

মূল গাথা

বর্দ্ধমান তেজোধাম পঙ্কজনয়ন শ্যাম
পরম পুরুষ ক্ষীরার্ণবশায়ী যিনি।
তিনি অতি উপভোগ্য তাঁর ধ্যানে যাঁর ভাগ্য
জন্ম বৃত্ত জ্ঞান তাঁর কিছুই না গণি॥
জন্ম জন্ম স্বামী মোর তাঁরি ভজনেতে আশ
তিনি মোর নিয়ামক আমি তাঁরি নিত্যদাস॥
॥৩।৭।১॥

১ পূর্বে—২।১ দশকে।
২ শ্লোকোক্ত 'গচ্ছতা', 'তদা' এবং 'নীত' এই তিনটি শব্দের অভিপ্রায় উপরি-উক্ত ছয়টি পংক্তিতে রামানুজ ব্যক্ত করিয়াছেন।

১ দৃষ্টিচিত্ত-অপহারী—'পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণী'। (রাঃ অঃ)

ব্যাখ্যা—

নিত্য তেজোময় মূর্তি প্রভু শুদ্ধসত্ত্বময়
অতয়ে নির্মল রূপ প্রকাশক অনাময় ।

তথা হি—

'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।'
(গীতা ১৪।৬)

'তেজসা রাশিমূর্জিতম্ ।'
'দিবিসূর্যসহস্রস্য ।'

হেন রূপ স্বরূপ ও ষাড়্‌গুণ্য প্রকাশক
স্বরূপ ও রূপে গুণে মিশ্রণে অভিনব ।

এ হেন বিগ্রহ-শোভা তাহে পুনঃ নেত্র-শোভা
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে দোঁহে মিলি পূর্ণ মনোলোভা ।
বিগ্রহ-সৌন্দর্যে যেবা হয় বিমোহিত
নেত্র-সৌন্দর্য পরে করে অভিভূত ।

যথা হি—'রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ ....' (রাঃ)

প্রভার সাগর রূপ আকর্ষন-ধাম
সে সাগরে বিকসিত কমলনয়ন ।
এ নয়নে বাৎসল্যাদি গুণের প্রকাশ
আকর্ষয়ে রূপ তাহে নয়নের ফাঁস ।
প্রভুর এ হেন রূপ নিত্য অতি উপভোগ্য
প্রতি দরশনে নব ভোগ্যতা যে অভিবৃদ্ধ ।
হেন অভিনব রূপ নব নব গুণসার
অনুভব দিতে ভক্তে হেথা তাঁর অবতার ।

শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী যিনি ক্ষীরসাগরে আসি
তথা হ'তে অবতরি' প্রকাশিলা রূপরাশি ।
হেন রূপগুণবানে অনন্যভজনে মগ্ন
তাঁরা মহাভাগ্যবান চিত্ত নিত্য তাঁহে লগ্ন ।
তাঁদের কৈঙ্কর্য লক্ষ্মী অতীব উজ্জ্বল
যথা বালস্বামী, বিভীষণ, নাগবর ।

তথা হি—

'লক্ষ্মণো লক্ষ্মীসম্পন্নঃ ।' (রাঃ)
'অন্তরীক্ষগতঃ শ্রীমান্ ।' (রাঃ)
'স তু নাগবরঃ শ্রীমান্ ।' (ভারতঃ)

ভক্তের মুকুট হয় প্রভুর চরণ
সে মুকুট পরিধানে ধরয়ে জীবন ।

যথা হি—ভরতবচন—

"যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ ।
শিরসা ধারয়িষ্যামি.........।" (রাঃ)

মহাভাগবত হেন মহাধনে ধনী
জন্ম বৃত্ত জ্ঞান তাঁর কিছুই না গণি ।
জন্ম জ্ঞান অভিমান ভজনের বাধা যত
অভিমানহীন যদি সে উত্তম ভাগবত ।
ভগবৎ-রূপে গুণে নির্জিত দাস যাঁরা
আমি যে তাঁদেরই দাস মোর নিয়ামক তাঁরা ।
তাঁদের সম্বন্ধ বিনা ঈশ্বর-সম্বন্ধ ক্ষয়
এই তত্ত্ব সুনিশ্চয়, নাহি ইথে সংশয় ।

এই গাথা-বিবরণ দশক সংগ্রহ-সার
পরে পরে গাথা তারে ক্রমে করে বিস্তার ।

॥৩।৭।১॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভুর অবয়ব-শোভা হেরি যাঁরা অভিভূত
তাঁরা মোর নাথ আমি তাঁহাদেরই দাসভূত ।

মুল গাথা

প্রভু নিয়মনকারী চতুর্ভুজ চক্রধারী
পরিশুদ্ধ নীলমণি মোর স্বামী কৃষ্ণধনে ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণত যাঁরা আমাদের প্রভু তাঁরা
দাস মোরা জন্মে জন্মে তাঁহাদের শ্রীচরণে ॥

॥৩।৭।২॥

ব্যাখ্যা—

নিজ দাসগণে প্রভু করে অতি সমাদর
তাঁহাদেব হিত লাগি সদা অতি তৎপর ।

এ হেন তদীয় বস্তু তাঁর আদরের ধন
সে দাসের দাস্যে প্রভু ডুবাইল মোর মন ।

তথা হি—আড়্‌বার বচন—

'দাসানাং মাং দাসং কৃতবান্ বিমলঃ ।'

নিজ দাসে কত প্রীতি তাঁর দাস্যে কত মতি
দেখাইলা প্রভু তাহা কৃষ্ণ-অবতারে ।

দৌত্যে সারথ্যে মরি দাসে বশীভূত করি
শোক ত্যাগ কর বলি করিল স্বীকারে ॥

তথা হি—'মা শুচঃ.........।' (গীতা ১৮।৬৬)

নানা জন্মে নানা জীবে কবে দাস করে লবে
তারি তরে অবতরি করে সঞ্চরণ।
এ হেন সে কৃত্য যাঁর দাসে হেন সমাদর
সে দাসের দাস্য তরে ধায় মোর মন ॥
সমরে সারথী যবে চক্র ধরিয়া তবে
দিবসেরে রাত্রি করি দাসের বিরোধী নাশ।
দাস প্রতি হেন সেবা কোথায় শুনেছে কেবা
দাস হিত তরে তাঁর সদা চিন্তা সদা আশ ॥

তথা হি—

"ইতীদমুক্ত্বা স মহানুভাবঃ
সস্মার চক্রং নিশিতং পুরাণং।
সুদর্শনং চিন্তিতমাত্রমাশু
তস্যাগ্রহস্তং স্বয়মারুরোহ ॥"
(ভারঃ—ভীষ্মপর্ব)

চতুর্বাহু মনোলোভা তাহে শঙ্খচক্র-শোভা
একাধারে সুন্দরতা তথা করে শত্রুক্ষয়ে১।
আশ্রিত রক্ষার তরে উদ্যোগ যতেক করে
সে রক্ষায় ততখানি নাহি প্রয়োজন তাহে ॥
ভট্টরস্বামীরে পুছে *'আনন্দ আল্‌বান্‌'* তবে
প্রভু চতুর্ভুজ কিংবা দ্বিভুজ পরমপদে ?
ভট্ট কহে, একায়ন২ তাঁরে যে দ্বিভুজ কহে
মোদের সিদ্ধান্তে তিনি চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ নহে।
মোদের আড়্‌বারগণ সম্যক্ দর্শন করে
জ্যোতির্ময় শ্রীবিগ্রহে চতুর্ভুজ রূপে তাঁরে।
কৃষ্ণে চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশে গোপীরে৩
দ্বেষী কংসে দ্বিভুজ যে ভাসয়ে অন্তরে।
অবতার কালে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ
বসুদেব প্রার্থনায় হইল দ্বিভুজ।

তথা হি—

১'হস্তপূর্ণরেখাবৎ শঙ্খাগ্নিসুদর্শন।'
(যোগিবাহন আড়্‌বার)

২'তিরুপ্পাবৈ'—(অণ্ডাল আড়্‌বার)

৩"জাতোঽস্মি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥"
(বিঃ পুঃ ৫।৩।১০)

বৈষ্ণব-*'নীলাগুরুরী'* পুছয়ে *'ভট্টরে'*
শ্রীবৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ কী প্রমাণ ধরে।
'ভট্টর' কহয় ইথে বহু যে প্রমাণ
শুন যে প্রকাশে ইহা মন্দোদরী বচন।

তথা হি—

'তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।'
(রাঃ যুঃ ১১১।১৪)

কল্পতরু শাখা সম অদ্বিতীয় ভুজ চারি
আড়্‌বার বচন ইথে প্রমাণ কহিতে পারি।
শাস্ত্রবচন তথা সিদ্ধের বচন মানি
ইহাই প্রমাণ-গতি কহিলেন ভট্টস্বামী।
সুরী কহে প্রভু পুনঃ নীলমণি নিরমল
হেন রূপ-মাধুরীতে বশীভূত ভাগবত।
হস্ত পদ প্রসারিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করে
অকিঞ্চন অনন্যগতি, অভিমান ভঙ্গ তরে।
প্রসারিত উভ হস্ত বুঝায় অকিঞ্চনে
অনন্যগতিত্ব অর্থ পদযুগে প্রসারণে।
সাষ্টাঙ্গ প্রণামে তাঁরে একান্ত অধীন ভাব
কায় মনে হেন দশায় পুষ্ট সদা ভাগবত।
যাঁরা নিত্য দাস্য করে প্রভুর চরণে
প্রভু প্রসন্ন সেই দাস্য স্বীকরণে।
হেন ভাগবত জনে জন্মে জন্মে প্রতিক্ষণে
সর্বতো দাস আমি বিক্রীত শ্রীচরণে।

॥৩।৭।২॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভুর শ্রীভুজে তথা মালার সৌন্দর্যে যাঁরা
বশীভূত দাসভূত আমার স্বামী যে তাঁরা।

মূল গাথা

স্বর্ণচক্র যাঁর বাহে তুলসী কুসুম আছে
সে পিতার তরুণ অরুণ পদযুগে।
প্রণমে যে বারে বার দাস মোরা সে সবার
শুধু এ জনমে নয় প্রতি যুগে যুগে ॥

॥৩।৭।৩॥

---

১ শত্রুক্ষয়—আশ্রিতের শত্রুক্ষয়।
২ একায়ন—বেদের একটি শাখাবিশেষ। এই শাখার মতাবলম্বীগণকে 'একায়ন' বলা হয়।

ব্যাখ্যা—

যিনি নিরুপাধি শেষা যাঁহার সৌন্দর্য হেরি
স্তুতি করে নিত্যসুরী তথা নিত্য সংসারী।
যাঁহার মোহন রূপ অনুভবে মুগ্ধ অতি
শ্রীবাল যুব বৃদ্ধ নির্বিশেষে করে স্তুতি।
তুলসীর মালা যাঁর পরশেতে মনোরম
করে মনোহর চক্র অস্ত্র তথা আভরণ।
সৌন্দর্যের অনুভবে বশীভূত দাসভূত
তাঁর হেন মহিমায় প্রনমনে যাঁরা রত।
তাঁদের মাঝারে হেরি 'তদীয়ত্ব' সুপ্রকাশ
যুগে যুগে জন্মে জন্মে সুরী হন তাঁর দাস।
হেন গুনী ভাগবতে কুল বয়ো নির্বিচারে
জ্ঞানী যারা নমি' তারা ধন্য হয় বারে বারে।
বাস্তব কাহিনী এক এ বিষয়ে কহি শুন
ফুটে যাহে 'ভাগবত-অভিমান' মহা গুণ।
এক বৃদ্ধ মহাসাধু নাম *পিল্লৈয়াপ্পান্*
*বেদান্তী*১ সমীপে গিয়া করিলেন নিবেদন।
তব পার্শ্বে তিরুবায়্মোড়ি২ ব্যাখ্যা শুনিবার
অতীব আগ্রহ প্রভু পুরাও বাসনা মোর।
বেদান্তী কহে, পিল্লৈ৩ পার্শ্বে করহ শ্রবণ
কহিবে বিশদ ব্যাখ্যা সে যে বিচক্ষণ
সাধু পুছে সে যে যুবা প্রণাম কর্ত্তব্য কিবা?
বেদান্তী কহে, যথা ইচ্ছা তেমতি করিবা।
গুরুর নির্দেশে *পিল্লৈ* তিরুবায়্মোড়ি
করে কালক্ষেপ সাধু শুনে প্রীতিভরি'।
নিত্য শুনে কালক্ষেপ প্রণাম না করে
উপদেষ্টা পিল্লৈ কিছু না বিচারে।
ভাগবত-মহিমার এই গাথা শুনি
পিল্লৈয়েরে পুছে—তব পদযুগে নমি?

পিল্লৈ কহে নাহি গুরুর হেন অনুমতি
বিনা তাঁর অনুমতি মোরে না শকতি।
এত শুনি সাধু যায় বেদান্তী সমীপে
নিবেদয়ে, সাধু-বৈভব জানিনু যে এবে।
প্রণাম করিতে যাই পিল্লৈ-চরণে
না করে স্বীকার তব অনুমতি বিনে।
এবে আজ্ঞা দাও প্রভু শিষ্যেরে তোমার
তবে করিবেন মোর প্রণাম স্বীকার।
'গুরোরাজ্ঞা গরীয়সী' পিল্লৈ বারিতে নারে
বৃদ্ধ সাধু নমে তাঁরে অতীব যে সমাদরে।
ভগবৎ-প্রভাবেতে দুরাচারী সাধু হয়
ভক্তনের হেন গুন সর্বশাস্ত্রে কহি যায়।
তথা হি—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"
(গীতা ৯।৩০)

'প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।'

হেন প্রভুর দাস যেবা তার দাস আমি
সুরী কহে, তিনি মোর শেষী মোর স্বামী।
॥৩।৭।৩॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভুর আভরন শোভায় বিমোহিত যে বৈষ্ণব
তাঁর দাস মোর স্বামী আমি দাস সবান্ধব।

মূল গাথা

কটিতটে পীতাম্বর রণিত কিঙ্কিনী আর
মাথায় মুকুট শোভে কণ্ঠে উপবীত হার।
নানা ভূষা নারায়ণে ভকতেরও ভক্তগণে
প্রতি জন্মে সবান্ধবে হবো তাঁর দাস।
॥৩।৭।৪॥

ব্যাখ্যা—

পীতাম্বর শোভিত কটি পুষ্পিত হেন ভায়
বিরহিনী গোপী মনে তাপ যে শীতল হয়।

---

১ বেদান্তীস্বামী — মহাজ্ঞানী গুণী শ্রীবৈষ্ণব আচার্য; ভট্টরস্বামীর শিষ্য।
২ তিরুবায়্মোড়ি — শ্রীশঠকোপ আড়বার রচিত দিব্যপ্রবন্ধ।
৩ পিল্লৈ — নম্বিল্লৈ — কলিবৈরীদাসস্বামী; বেদান্তী-স্বামীর শিষ্য।

তথা হি—

'কৌশেয়পুষ্পিতকটিতটং'। (আড়্বার বচন)

'পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।'

(শ্রীমদ্ভাঃ ১০।৩২।২)

একে সে পীতাম্বর তাহে বনমালাধর
তাহে পুনঃ স্ময়মান শোভে বদন কমল।
পুরুষেরও চিত্তহারী মন্মথেরও মন্মথ
হেন রূপশোভা পুনঃ আভরণ মণ্ডিত।

তথা হি—

"স্বরূপজ্যোতিরম্বরং বহুভূষণানি
ত্বৎস্বম্বরস্বর্ণকটিজ্যোতিঃ সম্মিলিতং কিম্?"

(শঠকোপ আড়্বার বচন)

কণ্ঠভরি মণিহার কটিতটে কিঙ্কিনি
পার্শ্বে স্বর্ণ উপবীত মেঘে যেন সৌদামিনী।
সৌন্দর্য সাগর হেন সুবর্ণ কিরীট শিরে
আরো নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
তদুপরি লক্ষ্মীদেবী নিত্য শোভে উরপরে
হেন নারায়ণ রূপ সুরী অনুভব করে।

*সর্ব জগতের 'শেষী' হেন লক্ষ্মীনারায়ণে
অনুভবে মুগ্ধ ভক্তে পূজে যারা একমনে।
তাঁরাই 'শেষিত্ব-সীমা' সে দাসের দাস আমি
ইহাই 'শেষত্ব-সীমা' সুরী কহে তাহা জানি।
শুধু এ জনমে নয় প্রতি জন্মে তাঁর দাস
প্রভুর দাসের দাস তাদের দাসত্বে আশ।*

॥৩।৭।৪॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ভজে যাঁরা প্রভু ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে
তাঁর দয়া তাহাদেরও প্রার্থনা পূরণে।

*হেন উদারতা গুণে মুগ্ধ যেবা মহাজন
তাঁরও যেবা দাস তিনি মোর স্বামী মহাধন।*

মূল গাথা

**রাজ্যহৃত দেবগণে দুর্গতি নিবারণে
অসুরে বঞ্চিয়া করে সর্ব সুধা দান।
এ হেন উদার পিতা তাঁহার কীর্ত্তনে রতা
সে মহাপুরুষ গুণ যেবা করে গান।
সেই সে দাসের আমি দাস, তিনি মোর স্বামী
জনমে জনমে তিনি করে মোরে ত্রাণ॥**

॥৩।৭।৫॥

ব্যাখ্যা—

একান্ত সাধুর যিনি একমাত্র স্বামী
অন্যপ্রয়োজনকামী দেবগণে যিনি।
দুর্গতি নিবারণে সাগর মথিল
বঞ্চিয়া অসুরগণে অমৃত দানিল।
কত না যতন তাহে কত না কৌশল
মোহিনীর বেশে করে অসুরে বিফল।
আপনারে আশ্রয়ে অর্থ লাভ তরে
উদার বলিয়ে তবু মানয়ে তাহারে।

তথা হি—

"আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
উদারাঃ সর্ব এবৈ তে·········।" (গীতা ৭।১৬)

*যাচক যাচিত বস্তু তারতম্য নাহি গণে
জীবের আভিমুখ্য মাত্র প্রভু বিচারয়ে মনে।*

এ হেন মহিমা তাঁর একে একে গণি গণি
প্রশংসামুখর যেবা তাঁরে সাধুত্তম মানি।
হেন ভাগবতগণে নিত্য স্মরি মনে মনে
নিত্য দাস রহে যাঁরা তাঁহাদের শ্রীচরণে।
তাঁহাদেরও দাস আমি ইহলোক পরলোক
তাঁরা মোর সুনিশ্চিত সংসারের উদ্ধারক।
মিলাইবে পুনঃ নারায়ণে পরলোকে মরি
নিত্যদাস সঙ্ঘে তথা হেন মহা উপকারী।

*বৈষ্ণব লক্ষণ কহি, শুদ্ধ স্বভাব তায়
সদাই দয়ালু সদা জীবদুঃখ নিবর্ত্তয়।
তাঁরাই রক্ষক মোর তাঁরা মোর স্বামী
তাঁহাদের পদযুগে নিত্য দাস আমি।*

॥৩।৭।৫॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্ব-উক্ত রূপ তথা গুণ সমুদয় ভাবে
অনুভবে মুগ্ধ যাঁরা আমার রক্ষক সবে।

মূল গাথা

কান্তিময় নীলমণি মাল্যধর চক্রপাণি
রক্ষক পরম কৃষ্ণ মূরতি মোহন।
মুগ্ধ যেবা করি ধ্যান তাঁরে মোর স্বামী জ্ঞান
জন্ম জন্মান্তর মোরে করে তিনি ত্রাণ।

॥৩।৭।৬॥

ব্যাখ্যা—

পরম রক্ষক যিনি অদ্বিতীয় নিয়ামক
কৃষ্ণ মোর, ভক্তে যিনি সর্বদাতা কল্পক।
ভক্তে যিনি প্রকাশয়ে চক্র আদি প্রহরণ
যাঁর কণ্ঠে শোভে মোহনীয় মধুস্যন্দিদাম।
শ্রীঅঙ্গ পরশে তার শোভা, গন্ধ অনুপম
তুলসী কুসুম দামে রূপ শোভা অতুলন।
স্বচ্ছ নীলমণিবর্ণ তাহে অঙ্গ জ্যোতির্ময়
এ হেন মোহন রূপ ভক্তে প্রভু প্রকাশয়।
যথা রূপ তথা গুণ উভে সমতুল
সেইরূপে গুণে বিদ্ধ যত সাধুকুল।
প্রভুর চরণে তাঁরা বিকায়েছে কায় মনে
এ হেন দাসের আমি দাস পুনঃ সর্বক্ষণে।
সেই ভাগবত যবে করে মোরে সমাদর
সমূলে নির্মূল তবে মোর জন্ম জন্মান্তর।

॥৩।৭।৬॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আশ্রিত বিষয়ে প্রভুর উপকারে অভিভূত
হেন ভাগবতে যেবা হয় পুনঃ দাসভূত।
সেই সে দাসের দাস সর্বদা আমার স্বামী
তাঁহাদেরই করুণায় হই উজ্জীবিত আমি।

মূল গাথা

জনম জনম ধরি ভক্তে উজ্জীবিত করি
অন্তে অর্চিরাদি মার্গে ল'য়ে নিজধাম পর।
আপন চরণতলে কৃপায় আশ্রয় দিলে,
এ হেন পিতার গুণ গাহে যেবা নিরন্তর।
তাঁরও গুণ গাহে যাঁরা আমার প্রভু যে তাঁরা
সদা মোর উজ্জীবনে তাঁরা মহাশক্তিধর।

॥৩।৭।৭॥

ব্যাখ্যা—

মেঘের ভিতরে পশি বর্ষারূপে আত্মা আসি
ধান্য মাঝে প্রবেশয়ি অন্নরূপ ধরে।
সে অন্ন পুরুষ পায় নারীগর্ভে প্রবেশয়
বদ্ধ আত্মা জন্ম লয় হেথা বারে বারে।
হেন জন্ম পরম্পরে সমূলে ছেদন করে
চরণে আশ্রিত দাসে, প্রভু যে আমার।
বৃদ্ধি করি তার ভক্তি প্রদানে অন্তিম স্মৃতি
দেহান্তে পরমাগতি সুনিশ্চিত তার।
অন্তে যদি জ্ঞানহারা প্রভু ঢালে কৃপাধারা
স্বয়ং স্মরিয়া তারে প্রদর্শয়ে পথ।
শত শত শিরামাঝে মধ্য ধমনী রাজে
তার দ্বারে হার্দ্য-প্রভু প্রকাশে আলোক।

তথা হি—

প্রাণং আদায় শরীরং বিহায় ধাবতি
প্রধাব্য অজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি। (আড়্‌বার বচন)

যায় ভক্তে সাথে লয়ে *অর্চিরাদি মার্গ* দিয়ে
নিজ নিজ লোকে পূজে দেবতা নিচয়।
সীমান্তে 'বিরজা' নাম করায়ে সে সিন্ধুস্নান
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে প্রভু তারে লয়ে যায়।
তবে পাপ পুন্য নাশি নিজ স্বরূপ প্রকাশি
আপন চরন তলে করেন স্বীকার।
হেন মহা উপকারী পরম পিতা সে মরি
স্ব-ফল মানয়ে মানে জীবে এ উদ্ধার।

তথা হি—

'পুণ্যপাপে বিধূয় যেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।' (শ্রুতি:)
"সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ
কিঙ্করা মম তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ।"

প্রভুর এ মহাগুণে বিদ্ধ মহাভক্তগণে
তাঁরও গুণে বিদ্ধ পুনঃ যেবা মহাজন।
সেই সে দাসের দাস তাঁর আমি নিত্যদাস
মোর পূর্ণ উজ্জীবনে[1] তাঁরা যে সক্ষম।

॥৩।৭।৭॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ হেন পরম পিতা তাঁরে শ্রিয়ঃপতি জানি
বিদ্ধ যেবা তিনি মোর স্বামী তাঁর দাস আমি।

মূল গাথা

শ্রিয়ঃপতি নারায়ণ তাঁর সৃজন ও রক্ষণ
তাঁর নাম গাহে যদি হোক্ নরকের পাপী।
যত বংশধর সহ মোদের 'নমস্য' সেহ
সে সবার নাম নানা জন্মে আমি জপি।

॥৩।৭।৮॥

ব্যাখ্যা—

প্রলয়ের শেষে যিনি, দেহেন্দ্রিয় বিবর্জিত
যত জীবে সৃজিলেন করিবারে উজ্জীবিত।
সৃষ্টি পরে পুনঃ তারে রক্ষা করে সর্বকালে
তাঁহারে যে করে ধ্যান হেন উপকারী ব'লে।
ব্রহ্মাস্ত্র হ'তেও রক্ষে স্বয়ং যদিও বাম।
সীতাদেবী যিনি লক্ষ্মী তাঁহারই ইচ্ছায় রাম।

তথা হি—

"স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সুরৈশ্চ সমহর্ষিভিঃ
ত্রীন্ লোকান্ সংপরিক্রম্য রাঘবং শরণং গত।"
(রামাঃ)

যস্যা বীক্ষ্য মুখং তদিঙ্গিতপরাধীনো বিধত্তেঽখিলম্।
(শ্রীস্তব—১ কুরেশস্বামী)

হেন লক্ষ্মী যাঁর উরে নিত্য সদা বিরাজিত
যাঁহার মহিমা জ্ঞানী নিত্যসূরী অজ্ঞাত।
হেন মহা উপকারী শ্রিয়ঃপতি নারায়ণে
গুণগান সদা গাহে যেই ভাগ্যবান গণে।

হোক্ না সে মহাপাপী কুম্ভীপাক নরকেতে
তিনি যে আচার্য মম সন্দেহ নাহিক ইথে।
নরকের মহাক্লেশে 'হা নারায়ণ' ডাকে
সে দুর্গতের ডাকে প্রভু, ক্ষমে তার যত পাপে।
তাঁর যত বংশধর তাঁরাও আচার্যরূপী
তাঁরাও নমস্য মোর নাম তাঁদের সদা জপি।

॥৩।৭।৮॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু হস্তে সুদর্শন হেরি মুগ্ধ যে বৈষ্ণব
তাঁর দাস যেবা হয় আমি যে তাঁহার দাস।

মূল গাথা

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ তা হ'তেও অধমর্ণ
চণ্ডাল হ'লেও মাথা পেতে দিব তবু।
যদি চক্রী নীলমণি নারায়ণে দাস তিনি
তাঁহারও দাসের দাস আমাদের প্রভু।

॥৩।৭।৯॥

ব্যাখ্যা—

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে প্রাপ্ত কুল যারা
অনুলোম প্রতিলোম জাত যারা তারা।
চণ্ডাল হ'তেও নীচ জন্ম ও বৃত্ত যার
যদি তিনি বিষ্ণুভক্ত মুগ্ধ রূপে গুণে তাঁর।
লক্ষ্মীদেবী উর পরে, চক্র ধৃত পুনঃ করে
নীলমণি বর্ণ তাহে, করি ধ্যান বারে বারে।
প্রভুর স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী যদি অবিরত
হ'য়ে ক্রীতদাস তাঁর মঙ্গলাশাসনে রত।

তথা হি—

"ভদ্রক্ষিণবক্ষসি বর্দ্ধমানায়া স্ত্রিয়ো মঙ্গলম্।
রূপব্যাপ্ততেজসো দক্ষিণে নিত্যস্থিরস্ত তেজ-
সুদর্শনস্ত ॥" (আড়্বার বচন)

তাঁর পদে দাস যিনি তাঁরও দাস হয়ে হেন
মমত্বের অভিমান সূরী যাচে পুনঃ পুনঃ।

॥৩।৭।৯॥

---

[1] পূর্ণ উজ্জীবন—ভগবৎদাস হইতে ভাগবতদাসত্ব-সীমা পর্যন্ত উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের চরণে কৈঙ্কর্য দানে সমর্থ।

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অঘটন সংঘটনে পটীয়ান্ প্রভু যিনি
তাঁর দাসগণে আমি দাসত্বের সীমা মানি।

মূল গাথা

শ্রীপদে প্রমিত ভূমি ত্রিভুবন নিগীরণি'
প্রলয়ে রক্ষক যিনি বটপত্রে বাস।
অদ্বিতীয় শিশুমতি অঘট-ঘটন শক্তি
হেন উপকারী পিতা তাঁহার যে দাস॥
তাঁহার দাসের দাস তাঁহারও দাসের দাস
তাঁর দাস-অনুদাস দাসত্বের সীমা হয়।
সূরী কহে তাহা চাই অন্য অভিলাষ নাই
ইহাই পরম ধন জানি ইহা সুনিশ্চয়॥

॥৩।৭।১০॥

ব্যাখ্যা—

একে ক্ষুদ্র শিশু, তায় বটকিশলয়-শায়ী
সারা বিশ্ব রক্ষা করে প্রলয়ে উদরে ধরি।
অদ্বিতীয় শিশুমতি কিছুই জানে না যেন
পতনের নাহি ভয় প্রলয়সাগরে হেন।
হেন অঘটন-ঘট-পটীয়ান শক্তিধারী
সর্বজীব রক্ষাকারী পিতা মহা উপকারী।
ঈশ্বরেরও পরম মহেশ্বর প্রভু যিনি
উক্ত শক্তি প্রকাশিয়ে লয়েছেন মোরে তিনি।
তথা হি—'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।' (শ্বেঃ উঃ)

পুনঃ যথা সর্বশেষী শেষিত্বের সীমা তিনি,
মোর অভিলাষ হ'তে শেষত্বের সীমাভূমি।
ভাগবত-দাসত্বের শেষত্বের মহাসীমা
প্রভুর দাসের দাস অধঃস্তন সপ্তভূমা।
তথা হি — "অহং তু নারায়ণদাসদাসঃ।
দাসস্য দাসস্য চ দাসদাসঃ॥
অন্যো ন ঈশো জগতাং নরাণাং।
তস্মাদহং ধন্যতমোঽস্মি লোকে॥"

॥৩।৭।১০॥

তৃতীয় শতক, সপ্তম দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ভাগবত-দাসত্বসীমা প্রকাশক এ দশক
অভ্যাসে পাইবে মুক্তি এই সংসার-নরক।

মূল গাথা

অহংকার-মমকার-মত্ত শত ভ্রাতা দুর্যোধনে
নাশে যে করিলা কৃপা পঞ্চ পাণ্ডব জনে।
তাঁর গুণগাথা-গানে রচিলা সহস্রঝারি
তাঁরই ভক্তকথা-সীমা এ দশকে গাহে সূরী॥
এ দশক অভ্যাসেতে সম্যক্ অভ্যস্ত যাঁরা
তাদের বিরোধী নাশে, সংসারে নিবৃত্ত তারা॥

॥৩।৭।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক — অষ্টম দশক

দশক তাৎপর্য—

বাহ্য দরশনে হরির ষষ্ঠে সুরী করে আশ
সপ্তে অনুভবি নিজ—হরিভক্ত-জন দাস।
অষ্টমে দরশ আশা পুনঃ তাঁরে উথলয়
সর্বেন্দ্রিয়সহ নিজে অতি শোকাতুর তায়।
ষষ্ঠ দশকে সুরীর তীব্র লালসা
নেত্র-অগ্রে ভগবানে দরশনে আশা।

তথা হি—(আড়্‌বার বচন)—

'রথাবর্ত্তকঃ স্বামী শব্দায়মানচরণৌ দ্রক্ষ্যতঃ কদা নয়নে।'

শ্রীবৈষ্ণব যারা তাঁর ছায়া বা পাদুকা সম
তারে প্রদর্শয়ে প্রভু নয়ন-সৌন্দর্য ঘন।
হেন নেত্রশোভা হেরি অভিভূত সুরী মনে
অনন্তর অসমর্থ ভাগবত-আলাপনে।
প্রভুর দরশে নয়ন অতীব উৎকুল হয়
অপর ইন্দ্রিয়গণেও সেই দশা সাথে পায়।
তাহা মাত্র নহে পুনঃ সকল ইন্দ্রিয়গণ
একে চাহে অপরের বৃত্তির অনুষ্ঠান।
কর্ণ চাহে দরশিতে নয়ন শ্রবণে
নেত্র চাহে তারে পান, বদন যে দরশনে।
হেন অভিলাষে তাদের চরম অবধি
প্রতীন্দ্রিয় চাহে সর্বেন্দ্রিয় কার্য সাধি॥
তথা অভিলাষে ভরা সুরীর মনে প্রাণে
স্বয়ংও তাহাতে ডুবে ক্ষুধার তাড়নে।
ক্ষামকালে[১] মাতা যথা আর্ত্ত মনে প্রাণে
নিজ তথা শিশুগণে ক্ষুধা নিবারণে।
যথা সীতাদেবী পুনঃ রাম অদর্শনে
আর্ত্তা প্রতি অঙ্গ সহ তাঁহার মিলনে।

যথা হি—(হনুমান প্রতি সীতা বচন)—

"যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃশোকাভিকর্ষিতৈঃ।
সংস্পৃশেয়ং সকামাহং তথা কুরু দয়াং ময়ি॥"
(রাঃ সুঃ ৪০।৩)

১ ক্ষামকালে—দুর্ভিক্ষ সময়ে।

তথা সুরী অতি আর্ত্ত সর্বেন্দ্রিয়ে মনে প্রাণে
প্রভুর মিলন আশে দরশনে পরশনে।
অভিনিবেশাতিশয়ে সুরীর উচ্চ কণ্ঠস্বর
শ্রোতা শুনি অভিভূত তার কথা পরস্পর।

তথা হি—

"দৌত্যকৃৎ নেত্রাভ্যাং একং অভিধায় পরিশুদ্ধালাপ-গীতিভিঃ এবং অবলোক্য।" ১(সুরীগাথা)

অচেতন ইন্দ্রিয়ে হেন শক্তি দেন সর্বেশ্বর
চক্ষুশ্রবা সর্পজাতি ইথে যে দৃষ্টান্ত তার।

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নিজ চিত্তে প্রবণতা প্রভুর মিলন তরে
অভিনিবেশের সনে সুরী বরণন করে।

মূল গাথা

(হে) কিরীটি ত্রিলোক-নম্য
অশেষ-শরণ চরণ হে।
(হে) প্রমাথিন্‌ গরুড়ধ্বজ
নব রুচি মেঘবরণ হে।
ইহ পরলোকে পরম পুরুষ
সার হ'তে সার ধন ওহে।
তোমারি ধেয়ানে হ'য়েছে মুগ্ধ
নিশিদিন মম মন ওহে।

॥৩।৮।১॥

ব্যাখ্যা—

প্রথম হইতে সুরী প্রাণের আবেগ ভরে
ভিন্ন গুণবাচী শব্দে আহ্বানে উচ্চৈঃস্বরে।
উভয়বিভূতিনাথ 'সর্বশেষী' প্রভু আর
ধৃত শ্রীকিরীটখানি ইথে পরিচয় তাঁর।

১ নেত্রকে দূতী করিয়া নায়কের সহিত সেই দূতীরূপী নেত্রের দ্বারা কথা বলিয়া মুখে পরিশুদ্ধ গীতি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি।

কিবা নিত্যভূমি পুনঃ কিবা এই লীলাভূমি
গুণাগুণ নির্বিচারে সর্বলোক-নাথ তুমি।
তব দুটী শ্রীচরণ শরণ্য অশেষ জীবে
সেই পদযুগ ধর এ দাসের শিরে এবে।
তব পদ-ভোগ্যতা পরিহরি যেই জন
ধায় তব পদযুগে চাহি অন্য প্রয়োজন।
কত না প্রয়াসে প্রভু সেই দেবতার তরে
মথিয়া অগাধ সিন্ধু সুধা দানিয়াছ তারে।
তব প্রেমিগণে আসি দিতে দরশন
স্বীকার করেছো প্রভু গরুড়ে বাহন।
দূর হতে দেখি তারা আসিবে তোমার পাশে
ধ্বজোপরি গরুড়েরে বাঁধিয়াছ সেই আশে
গরুড়-উপরে আসি আবির্ভাব কালে হেরি
মেরুপৃষ্ঠে কাল মেঘ হেন শোভা মরি মরি।
যথা হি—

"ততো মহতি পর্যঙ্কে মণিকাঞ্চনে
দদর্শঃ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘং।" (ভারঃ রাঃ)

গরুড়ের স্কন্ধোপরি যবে তব দরশন
শ্রেষ্ঠ পরবস্তু বলি জানয়ে যে সেই জন।
হেন রূপ শোভা হেন ঐশ্বর্য অপার
কহিতে শুনিতে ভাষা শকতি কাহার।
তব অনুভবে মোর হেন দশা যদি
কহিতে চিত্তের দশা না পাই অবধি।
তোমার বিশ্লেষ মোরে অতীব যে অসহন
কেমনে করিব হায় চিত্ত-ক্ষুধা নিবারণ।
তুমি প্রভু জগৎপিতা রক্ষ মোর শ্রান্ত মনে
জগতে রক্ষক আর কেবা আছে তোমা বিনে।

॥৩।৮।১॥

——

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক —দ্বিতীয় গাথা

দশক তাৎপর্য—

মনোবৃত্তি১ অনুবর্ত্তী বাক্যের ব্যাপার
বাক্য মোর চিত্ত-বৃত্তি করে অনুকার।

মূল গাথা

**বৈকুণ্ঠ হতেও অতি পরিসর মানি
আমার হৃদয়ে আসি বসিয়াছ তুমি।
তাহা দেখি বাক্য মোর কহিছে সতত
আমার শরণ্য তুমি, তুমি মোর পিতঃ।
তুমি হও দৃঢ় লঙ্কানায়কের ক্রুর বিষ।
ভূমি লাভ তরে ধর বঞ্চক বামন বেশ।**

॥৩।৮।২॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুরে আহ্বানি সূরী কহিতেছে বাণী
সদা কি রহিবে মনে সমীচীন গণি ?
মনে তব স্থিতি মোর মহালাভ মানি তায়
সাথে সাথে আত্মা মাঝে থেকো ওহে দয়াময়।
কভু মনোমাঝে তব বিস্মরণ যদি রয়
তার সাথে মোরেও যে বিস্মরণ সুনিশ্চয়।
সংসারী ভুলেছে তোমা তাই ডাক বিস্ময়ে
রয়েছো হৃদয়ে তাই বাক্য আজ ফুকারয়ে।
শরণ্য তুমি যে মম আশ্রিতের উপকারী
আশ্রিত-বিরোধী জনে তুমি যে বিরোধ-হারী।
দৃঢ়বদ্ধ সুবিভক্ত লঙ্কায় রাবণ
ক্রুর বিষ সম তারে করিলে নিধন।
বীর্য ঐশ্বর্য তার কিছুই না গণি
আশ্রিত উদ্ধারে তারে নাশিলে আপনি।
যথা লঙ্কা দর্শনে হনুমান বচন—

"অহো বীর্যমহোসত্ত্বমহোধৈর্যমহোদ্যুতিঃ।"
(রাঃ)

'বলি' পাশে দেখি তার ঔদার্য লক্ষণ
সেই সূত্রে দাও প্রভু ভক্তি মহাধন।
ইন্দ্র নিজ রাজ্য চাহে তারে রাজ্য দান
'বলি' তো চাহেনি তবু তারে আত্মদান।
ক্ষুদ্র তিনপাদ ভূমি করিয়ে যাচনা
দুই পাদ বিস্তারিয়ে করিলে বঞ্চনা।
তৃতীয় চরণ বলি মস্তকে স্থাপিলে
হেন বঞ্চনায় তারে পাদবদ্ধ কৈলে।

১ মনঃ পূর্বং বাগুত্তরং।

মহত্ত্বের অবিরোধী রাম-অবতার লীলা
স্বমহত্ত্ব বিনাশিয়ে বামনাবতার কৈলা।
বাক্য সদা স্তুতি করে প্রভু প্রতি প্রীতিভরে
প্রভু সদা লুব্ধ তথা ভক্ত বাক্য শুনিবারে।

॥৩।৮।২॥

—

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ গাথায় আড়্‌বার প্রভুরে আহ্বানি কহে
বাগ্‌বৃত্তি নিজ-বৃত্তি উভবৃত্তি কর চাহে।

মূল গাথা

তব কৃপাধন্য মোর বাগিন্দ্রিয় করে স্তুতি
পুনঃ কৃপা কর এবে হে বৈকুণ্ঠ অধিপতি।
রুদ্ধদ্বার অন্ধকার বংশ-গৃহে আসি
স্মিতকালে বালচন্দ্রকান্তি প্রকাশি।
দুগ্ধ নবনী চুরি করি তুমি খাও সেথা
আঁধারে ধরিতে নারে হেন চতুরালী তথা।
নবনী সন্ধানে রত তোমার অনুসন্ধানে
খুঁজিয়া বেড়ায় মোর কর যুগ সেই স্থানে॥

॥৩।৮।৩॥

ব্যাখ্যা—

বাগ্‌ যদি স্তবে তব কৃপাধন্য হয়
কর কহে কিবা হানি! যদি মোরে সেবা দাও।
নিত্যসূরী স্তুত্য তবু প্রিয় তব মোর স্তুতি
কি উৎকোচ দেছে কহ মোর বাক্য তোমা প্রতি।
মোর বাক্যে যদি তব এতই আগ্রহ
মোর করে সেবা নিতে কর অনুগ্রহ।

গোপ ক্ষুদ্র গৃহ আবৃত যে রাখে
অন্ধকারের রাশি।
সেই সে আঁধার ঘনীভূত পুনঃ
কৃষ্ণ বরণে মিশি॥
বদ্ধ কপাট সেই সে কক্ষে
ননী চুরি লাগি পশি।
হস্ত আলোড়নে শিকায় নবনী
পেয়ে তব মৃদু হাসি॥

সে হাসিতে তব দন্তপংক্তি
চন্দ্রকান্তি যেন।
লোকভয়ে দন্ত করো আচ্ছাদন
হাসি কর সংবরণ॥
তোমার বক্ষের শ্রীকৌস্তুভজ্যোতি
পুনঃ কর আচ্ছাদন॥
হেন মনোহর প্রভু যে তোমার
নবনী চৌর্য লীলা।
গো গোপীর প্রতি মরি কত প্রীতি
সকলি কৃপার খেলা॥

গাভীর নবনী গোপীর পরশ
তাই লোভনীয় অতি।
চুরি করি তাই চাও লভিবারে
এত ক্লেশ এত প্রীতি॥

সে আঁধার গৃহে চৌর্যে নিরত
তোমার সন্ধান তরে।
মোর কর যুগ করে আলোড়ন
ধরা দাও কৃপা ক'রে॥

॥৩।৮।৩॥

—

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

করবৃত্তি নিজবৃত্তি নেত্র কবে অভিলাষ।

মূল গাথা

কর যুগে প্রীতিভরে প্রণমিতে দেখি
ব্যাকুল সেবায় তব মোর দুটী আঁখি।
অনন্ত-শয়নে শায়ী ওহে নারায়ণ
তোমার দরশ লাগি কাঁদে দু'নয়ন।

॥৩।৮।৪॥

ব্যাখ্যা—

সর্বেশ্বরে নিবেদিতে স্বদেহ-সম্পত্তি যত
সূরী করে অভিলাষ প্রতি অঙ্গ মনোমত।
বাগিন্দ্রিয় স্তুতি যথা করদ্বয়াঞ্জলি তথা
বদ্ধাঞ্জলি প্রণমিয়ে সূরি গায় স্তুতি কথা।

স্বার্থসাধনে যারা করয়ে প্রণাম
কার্যসিদ্ধি অন্তে হয় প্রণামে বিরাম।
সূরী জ্ঞানে করদ্বয় প্রাপ্তি যে প্রণাম তরে
প্রণাম না করি নিজ সত্তা না ধরিতে পারে।
এ প্রণাম করাইয়ে তথা তাহা স্বীকরনে
আপনারও সত্তালাভ তাহা প্রভু স্থির জ্ঞানে।
সূরীর এ প্রণমন নিরন্তর প্রতিদিন
যথা স্পষ্ট মুক্তজীব নমে বিচ্ছেদহীন।

যথা হি—

"মুক্তানাং লক্ষণং হ্যেতদ্ যচ্ছ্বেতদ্বীপবাসিনাম্
নিত্যাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা নম ইত্যেববাদিনঃ।"

প্রণামের কারয়িতা রূপ গুণ তাঁর
যে পুন প্রণামকারী তাহার প্রকার।
অনুভবি নেত্রোপরি সূরী করে দরশন
অনন্ত সূরীর পরে শয়ান শ্রীনারায়ণ।
পরবস্তু স্পৃহনীয় অলঙ্কৃত নীলমণি
রতন খচিত মণি, সে মণিরে কিসে গণি।
লভিয়া যে শ্রীবিগ্রহ-পরশ উল্লাস ভরে
শ্রীমদ্ অনন্তসূরী ফণা বিকসিত করে।
হেন বিমোহন রূপ পুঞ্জ অনুপুঞ্জ করি
যথাযথ সাক্ষাৎ দরশ প্রার্থয়ে সূরী।
সূরীর নয়ন দুটী চাহে দরশন
পুন তার করযুগ চাহে প্রণমন।
স্বয়ং সূরীও চাহে সুবিশদ দরশনে
সাক্ষাৎ প্রণমনে সর্বেশ্বর নারায়ণে।

॥৩।৮।৪॥

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নেত্রবৃত্তি নিজবৃত্তি শ্রোত্র করে অভিলাষ

মূল গাথা

**বামনের বেশে তব শুভ আগমনে
গরুড় উপরে চড়ি কত না যতনে।
নেত্র মোর ধন্য হবে সেই দরশনে
প্রভুর পরশে তথা তাহার বহনে।
উল্লসিত পক্ষদ্বয় হবে বেদগানে॥
পুলকিত হব কবে সে ধ্বনি শুনিয়া।
ভাবি মোর কর্ণ রহে উৎসুক হইয়া॥**

॥৩।৮।৫॥

ব্যাখ্যা—

দরশন মাত্র চাহি মোর নেত্রদ্বয় কহে
করিব সকল ক্লেশ প্রভুর দরশ যাহে।
সুড়ঙ্গ কাটিব, তাঁরে হেরিতে সে ছিদ্রদ্বারে
প্রভুর দরশ আশে হেন ব্যাকুলতা তারে।
দরশন মাত্রে আশা আর কিছু নাহি চাহে॥

তথা হি—

'চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ নারায়ণঃ।' (সুবাল উঃ)

বামন বেশেতে সূরীর মহাভিনিবেশ
ত্রিবিক্রম[১] অনন্তরও বামন আবেশ।
নিজ পৃষ্ঠ পরে প্রভুর আরোহনে সঞ্চরনে
গরুড়জী হরষিত অতি উল্লসিত মনে।
এ হেন উল্লাসভরে যবে তিনি সঞ্চরে
বেদ-অলঙ্কৃত পক্ষ তবে বেদগান করে।
নিত্যসূরী গরুড়জী সে পরম ভাগবত
প্রভুর কৈঙ্কর্যে তাঁর উল্লাস এই মত।
এ হেন শ্রীপক্ষধ্বনি এ হেন শ্রীবেদগান
শুনিয়া নিশ্চয় যাহে প্রভুজীর আগমন।
হেন পক্ষধ্বনি গান শুনিবার তরে
কর্ণ দুটী প্রতীক্ষায় উৎসুক-ভরে।

॥৩।৮।৫॥

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী কহে কর্ণদ্বারে প্রভু তব কীর্তিগান
শুনিবারে বেয়াকুল নিরন্তর মোর প্রান।

---

১ ত্রিবিক্রম—বামন অবতারে পদবৃদ্ধিপূর্বক ত্রিভুবন আচ্ছাদনকালে 'ত্রিবিক্রম' অবতার।

মূল গাথা

রাগ তাল মধু-রসে তব কীর্ত্তি-কাব্যগান
শ্রোত্র করে কর্ণপুটে ভরি তাহা আস্বাদন।
ভরি ভরি লয় হরি' সেই রস মোর প্রাণ
চক্রধারী হেথা তোমা ভুঞ্জিবারে অবিরাম।
॥৩।৮।৬॥

ব্যাখ্যা—
তব কীর্তিরূপ ফল অতি উপভোগ্য ভাবে
পরিণত মহাকাব্য সুমধুর গানে তবে।
কাল-অনুরূপ রাগে সম্যক্ হইয়া গীত
সেই সুমধুর গান শুনি কর্ণ বিমোহিত।
কালপক্ক ফল যথা মধু সংমিশ্রিত যবে
বারে বারে আস্বাদনে তৃপ্তি তবু নাহি হবে।
তথা তব কীর্তিফল রাগরূপ মধু মাখা
অনিবার আস্বাদনে পরিতৃপ্তি নহে তথা।
তব কীর্ত্তিগান-ক্ষুধা মিটাইতে সাধ হেথা
ক্ষুধার অন্ন দাও প্রভু, আমার এ ক্ষুধা যথা।
সুলভ দুর্লভ কিছু না জানি বিচার করে
মোর প্রাণ চাহে তোমা নিরন্তর বারে বারে।
দীর্ঘ স্বর্ণ চক্রধারী ওহে প্রভু নারায়ণ
মোর প্রাণ চাহে সদা হেথা তব দরশন।
দেশের নির্বন্ধ১ তথা চাহে যাহা সুরী
বিষয়-নির্বন্ধ২ তথা কহে দৃঢ় করি।
তথা হি মন্দোদরী বচন—
"তমসো পরমঃ ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।"
(রাঃ সুঃ—১১৪।১৫)
॥৩।৮।৬॥

— —

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ইতি পূর্বে কহি যত ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ
এবে আক্রোশয়ে সুরী আপন হুতাশ।

১ দেশের নির্বন্ধ—এই সংসারে।
২ বিষয়-নির্বন্ধ—স্বর্ণ-কিরীটধারী নারায়ণ।

মূল গাথা

ওহে মোর প্রাণ মোর পূর্ণ অমৃত
ওহে মোর প্রভু আমি তব দাসভূত।
তোমার ঘটকরূপী গরুড়পক্ষারে
তথা তেজোময় চক্র তব পরিকরে।
আকুল অন্তরে আমি বহুকাল ডাকি
তবু নহে দরশন আমি অতি পাপী।
॥৩।৮।৭॥

ব্যাখ্যা—
তুমি যে ধারক প্রাণ তোমারে গো ছাড়ি
তব দেহরূপী আমি রহিতে কি পারি?
তথা হি—"মদাত্মাত্মা চ ত্বমেব।"
তুমি মোর অতি ভোগ্য পূর্ণ-অমৃত
তোমা ছাড়ি কেমনে গো রহিব জীবিত?
এ অমৃত নহে তব দত্ত দেবামৃত
শ্রেষ্ঠ সঞ্জীবনী মোর শ্রেষ্ঠ ভোগ্যভূত।
তথা হি—
"অমৃতাদপি অতিভোগ্যঃ অমৃতং খলু।"
(আড়্‌বার দিব্যসূক্তি)
দেবে যেবা দিল সুধা সাগর মথিয়া
আপনি অমৃত তিনি আমার লাগিয়া।
তব বিমোহন রূপ গরুড় উপরি
দেখাইয়া লিখায়েছো দাসখত মরি।
মহাপক্ষযুত পক্ষী বাহন তোমার
তোমা আমা মিলনেতে ঘটকের ভার।
এ হেন ঘটক যদি, অবিলম্বে তবে
ধারক ও ভোগ্য তোমা কেন না মিলাবে।
তব পরিকর চক্র তেজোময় সুদর্শন
অনুকূলে আভরণ প্রতিকূলে প্রহরণ।
তব আগমন মার্গে বিঘ্ন যদি উপজয়
ঐ চক্রধারে প্রভু বিনাশ করহ তায়।
গরুড়পক্ষীরে তথা তব চক্র পরিকরে
'প্রভুরে মিলায়ে দাও' বলি ডাকি বারে বারে।
আকুল অন্তরে আমি বহুকাল ডাকি
তবু নহে দরশন আমি অতি পাপী।

যথা হি—

"নন্দেন প্রাপ্তং মৎকর্ম সর্বং অস্মৎস্বামী বসুদেবো নাবাপ, পিতৃস্বরূপপ্রাপ্তে তুল্যত্বেঽপি সুকৃত-মকৃতবত্যা মম পাণিগ্রহণাদেব বসুদেবো ন প্রাপ্তবান্।" (দেবকী বচন)

"মনসি অনুধ্যানস্থিতং স্বামিনং খলু মনোদর্শনং অনবাপ্য আক্রোশতি বহুকালং।"

(আড়্বার দিব্যসূক্তি)

আমি তব 'বস্তু' তুমি হও 'বস্তুমান'
মোরে খুঁজি পাইবারে হও যত্নবান।
তুমি 'শেষী' আমি 'শেষ' স্বরূপ দোঁহারে
তুমি 'নিত্যপ্রাপ্ত'১ মোর সম্বন্ধ বিচারে।
তুমি নিয়ামক মোর আমি যে নিয়াম্য
নিয়মন করি মোরে করিবে যে ধন্য।
তুমি গো তোমারে দাতা আমি গ্রহীতা কেবল
যদি তোমা নাহি দাও সকলি বিফল।

স্বরূপ স্বভাবে তথা কৃত্য তব ইহা হয়
তুমি যদি নাহি রাখ কে রাখিবে বল তায়।
তুমি ভিন্ন কেবা দাতা কেবা মোরে স্বীকর্ত্তা
হোয়োনাকো প্রভু যথাযথ নিজ স্থিতি-হর্ত্তা।
যদি বিনাশহ দোঁহার এ সমস্ত সম্বন্ধ
বিনাশে অক্ষম তবু তব মহা সৌন্দর্য।

তোমার বিশ্লেষে হায় নিদ্রাহীন দুনয়ন
সংশ্লেষে অনুভব তরে নিদ্রা করে বরজন।

॥৩।৮।৭॥

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে—"শুন সুরী তুমি কি জাননা?
কালের অপেক্ষা থাকে পুরাতে প্রার্থনা।"
সুরী কহে—"তাহাও তো তোমারি অধীন
যে কালে মিটাবে আশ তাই সমীচীন।"

মূল গাথা

সৌন্দর্যে গঠিত তনু নয়ন কমল জনু
দলিত অঞ্জন জিনি অঙ্গের বরণ।
অনুষ্ঠানে বিদ্ধ প্রাণ তুমি ত্রিকাল মূর্তিমান
দেখা দাও প্রাণ যায় বিনা দরশন।

॥৩।৮।৮॥

ব্যাখ্যা—

তুমি তব সৌন্দর্য পৃথক্ তো নয়
মূর্তিমান সৌন্দর্য দেখি যে তোমায়।
জ্ঞাতা বস্তু প্রতি যথা 'জ্ঞান' বলি ব্যপদেশ
গুণের পূর্ণতা হেরি তথা যে গো সে নির্দেশ।

তথা হি—'তদ্গুণসারত্বেন তথা বদতি'।

সমগ্র বিগ্রহ হয় সৌন্দর্য আশ্রয়
প্রতি অঙ্গশোভা পুনঃ সুরী কহি যায়।
রক্তিমা, বিকাশ তথা মার্দব গুণে
কমল যে কথঞ্চিৎ উপমা নয়নে।
দলিত অঞ্জন জিনি অঙ্গের বরণ তব
নৈল্যগুণ মূর্তিমান সাক্ষাৎ অনুভব।
মূর্তিমান সুন্দরতা বিস্মরণ নহে যথা
কভু যে ভুলিতে নারি তব গুণপনা তথা।
তব প্রাপ্তি-কালে কোন নিয়ম যে নাই
ত্রিকাল যে তবাধীন সবে জানে তাই।

তথা হি—

"কালস্য চ হি মৃত্যোশ্চ জঙ্গমস্থাবরস্য চ
ঈশতে ভগবান একঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।"
(ভাঃ উদ্যোগ ৬৮।১২)

তব অনুপম রূপে তথা তব গুণগানে
বাঁধিয়া রেখেছে মনে ত্যাগ অসম্ভব মানে।
কাল রয় নাহি সহে দাও দাও দরশন
বল্ল করে ধন্য হবে আমার এ দু'নয়ন।

॥৩।৮।৮॥

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বিরোধীর নিরসনে তথা জীব রক্ষণে
জ্ঞান ও শক্তিমান! তোমা পাবো কবে সর্বক্ষণে?

---

১ নিত্যপ্রাপ্ত—নিত্যস্বাভাবিক সম্বন্ধযুক্ত।

মূল গাথা

তিন পদ ভূমি যাচো বলিরাজে ছলি
মল্লকুল সহ নাশ কংস মহাবলী।
ছেদিলে সহস্র বাহু বাণ-দর্পহারী
তোমারে লভিব কবে গরুড় সঞ্চারী।

॥৩।৮।৭॥

ব্যাখ্যা—

ভিখারী বামন বেশে আসে বলিরাজ পাশে
বলি পুছে আগমনে হেতু কহ তাই।
বামন কহিছে তারে এসেছি ভিক্ষার তরে
কহিব যে, যদি তব প্রতিশ্রুতি পাই।
প্রতিশ্রুতি আগে দেহ পশ্চাৎ কহিব সেহ
প্রতিশ্রুতি পেলে যেন ফিরিয়া না যাই।
ক্ষুদ্র ভিখারী হেরি মনে লঘু ভাব ধরি
কহে 'বলি', দিব আমি তব যাহা চাই।
শুক্রাচার্য গুরু তারে বহু সাবধান করে
দেবকার্য সাধিবারে ইঁহার আগমন।
প্রতিশ্রুতি নাহি দিবে নানা বিপদে ঘিরিবে
কহি তোমা মহারাজ! হও সাবধান।
গুরু বাক্য নাহি মানে নিজ প্রতিশ্রুতি দানে
দর্শনে বিমুগ্ধ বলি, বামনের রূপ।
বিগ্রহের শোভাখানি, অমিয় মধুর বাণী
তাহে পুনঃ মন্দস্মিত সুচারু শ্রীমুখ।
তবে প্রতিশ্রুতি শুনি ভিখারী কহিছে বাণী
তিন পদ ভূমি দাও এ মোর যাচনা।
তিন ক্ষুদ্র পাদ ভূমি এতেক যাচনা শুনি
বলী কহে পুরাইব নাহিক ভাবনা।
বামন বিচার করে উভয় সঙ্কট মোরে
রাজ্যলোভী ইন্দ্র আসি লয়েছে শরণ।
র'য়েছে বলির পাশ উদারতা ধর্মাভাস১
এত ভাবি উভয়েরে করিল রক্ষণ।
ক্ষুদ্রপাদ বিস্তারিল ত্রিভুবন আবরিল
তিলমাত্র অবকাশ নাহি কোন স্থল।
প্রকাশি তৃতীয় চরণ রাখিবারে চাহে স্থান
বলিরাজ পাতি দেয় আপন মস্তক।

১ ধর্মাভাস—দানে উদারতারূপ সামান্য ধর্ম।

ইন্দ্রে রাজ্য ফিরাইলা বলি মাথে পদ দিলা
পুরালে প্রার্থনা দোঁহে নিজ করুণায়।
তব বামনাবতারে কি মহাকৌশল ধরে
সূরী কহে, হে বঞ্চক! তব বঞ্চনায়।
বঞ্চিলে গো কৃষ্ণরূপে কংস মাতুলে
তার বিরোধীর সাথে তারে বিনাশিলে।
এ বিনাশে কত বুদ্ধি কত শৌর্য তায়
তব বধে কংস-বল সকলি বৃথায়।
কংস আত্মীয়তা করি তোমা আমন্ত্রণ ছলে
সেথা তব বধ লাগি গোপনে ব্যবস্থা করে।
হস্তী কুবলয়াপীড় মুষ্টিকাদি-বীর রাখে
মল্লযুদ্ধে তব বধে দিল আজ্ঞা নিজ মুখে।
কিশোর বালক বেশে আসি কংসদ্বারে
হস্তী মল্ল সাথে সেথা নাশিতে তাহারে।
সদলে বিনাশো কংসে নাশো তার কৃষ্ণ-দ্বেষ
তাহার বঞ্চনা নাশে তোমার বঞ্চক বেশ।
বলী বাণ-রাজে পুনঃ গর্ব খর্ব করিবারে
তব অভিনব লীলা কে বল বুঝিতে পারে।
দৈববলে বলীয়ান সে সহস্রবাহুধর
তোমারে অবজ্ঞা করে ভাবি নিজ বাহুবল।
গরুড়ে সঞ্চরি তবে কর যুদ্ধ অভিযান
সহস্র ভুজেরে ছেদি কর তারে হতমান।
কত না কৌশল তায় কত না বঞ্চনা
তুমি না জানালে প্রভু কেহ তা জানেনা।
রাজ্য লোভে 'ইন্দ্র' বৈরী, দান-ধর্মে 'বলি'
উভয়ে শরণাগত উভে রক্ষ ছলী।
কংসের বিরোধী দ্বেষ বাণের বিরোধী গর্ব
কংস-দ্বেষ নাশো তুমি, বাণ-গর্ব কর খর্ব।
উভয়-স্বরূপ জ্ঞান১ কৃপায় দিয়েছো প্রভু
আর কি রহিতে পারি তোমার বিশ্লেষে কভু।
যবে জ্ঞান নাহি ছিল সংসার লাগিত ভাল
এবে যদি জ্ঞান দিলে ছেদ এ সংসার জাল।
হে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি তব শীল আদি গুণে
করিয়াছ জ্ঞানী যদি তব তত্ত্ব নিরূপণে।

১ উভয়-স্বরূপ তোমার স্বরূপ (পর-স্বরূপ) এবং আমার স্বরূপ (স্ব-স্বরূপ)।

আর কি বঞ্চিতে পার তব সনে সম্মিলনে
আমিও রহিতে নারি তোমা বিনে এ জীবনে।
বলো প্রভু কৃপা করি কবে আমি ধন্য হব
তোমারে লভিব কবে, নহে প্রাণ অসম্ভব।

॥৩।৮।৯॥

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তোমার বিরহ ব্যথা আর কত ভুঞ্জিব ?
আর কত দিন বল কেঁদে কেঁদে বেড়াইব ?

মূল গাথা

ভেদিল অর্জ্জুন-বৃক্ষে জানুগতি যবে
রাতুল কমল তব চরণ শৈশবে।
দরশন আশে বল রব আর কতদিন
স্তুতি রচনায় তথা ক্রন্দনে তনু ক্ষীণ।

ব্যাখ্যা—

মহা ক্রুদ্ধ তরু-দ্বয় যমল-অর্জ্জুন
তোমা' পরি পতনেতে দোঁহে একমন।
দোঁহে কৃত-সঙ্কেত[১] ক্রোধের আবেশ হায়
কৃষ্ণ দরশনে তবু ক্রোধভাব নাহি যায়।
হেন ভাববদ্ধ তরুদ্বয়ের সকাশে
গমনই যে ভয়ঙ্কর, কে তাহে প্রবেশে।
নিবিড় বৃক্ষদ্বয়মাঝে ক্ষুদ্র ছিদ্র হেরি
প্রবেশই শিশুকৃষ্ণ জানুগতি মরি মরি।
সর্ব চক্ষু অন্তরালে নিবিড় সে বৃক্ষমাঝে
ভেদ করি চলি যাও অনায়াসে নিজ কাজে।
অকস্মাৎ উঠে তথা কট্‌কট্‌ মহাশব্দ
আচম্বিতে বৃক্ষদ্বয় পতিত হইল ভগ্ন।
শব্দ শুনি চাই ফিরি কমল নয়নে
ছিনি কমলের শোভা নয়নে চরণে।
হেন সে চরণ শোভা ঋষির[২] অভিলাষ
রচিলেন দিব্য শ্লোক যাহে পুরে আশ।

তথা হি—

"যমলার্জ্জুনয়োর্মধ্যে জগাম কমলেক্ষণঃ
ততঃ কটকটশব্দং সমাকর্ণন তৎপরঃ।" (হরিবংশ)

হেন রাতুল কমল চরন দরশ তরে
সে চরণ স্মরি' স্মরি' সূরী যে জীবন ধরে।

তথা হি—

"তুবরকমহাপাদপদ্মং শিরসি যোজয় শীঘ্রং।"
(আড়্‌বার দিব্যসূক্তি)

তব রূপ গুণ লীলা সবই যে অপার হয়
একান্ত অক্ষম তাই তব স্তুতি রচনায়।

তথা হি—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' (শ্রুতিঃ)

তব রূপ গুন লীলা স্মরি আর কতক্ষন
কাঁদি কাঁদি কাটাইব দাও প্রভু দরশন।

॥৩।৮।১০॥

তৃতীয় শতক, অষ্টম দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক পাঠকেরে দিবে পরমপদ
যাহে সাক্ষাৎ হয় ভগবদ্-অনুভব।
জাতি বিত্ত খ্যাতি আদি নাহিক বিচারে
সেই পারে একমনে যে অভ্যাস করে।

॥৩।৮।১১॥

---

১ কৃত-সঙ্কেত—পরস্পর বিচারপূর্বক একমত হইয়া।

২ ঋষি—বেদব্যাস।

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক—নবম দশক

দশক তাৎপর্য—

সংসারীর স্তুতি করি কাব্য গান গাহি
সাংসারিক দ্রব্য লাভে ফিরে চাহি চাহি।
তাহাদের ক্লেশ দেখি তবে এ দয়াল সুরী
প্রভু ভিন্ন অন্যে স্তুতি বারিছেন যুক্তি-ভরি।
পূর্ব দশকে সুরী প্রভুর বিরহ ক্লেশে
ডাকে তাঁরে আর্তিভরে দরশন অভিলাষে।
সুরীর এ ক্রন্দনধ্বনি হৃদয়ে পশিবে যার
চিত্ত তার দ্রব হবে ইথে কি সন্দেহ আর।
এত ভাবি সংসারীরে সুরী ইতি উতি চায়
বিরহ ক্লেশেতে নিজ সহকারী নাহি পায়।
সাংসারিক বস্তুলাভে তারা অতি যত্নবান
সংসারীর কাব্যগান করি করে সঞ্চরন।
সংসারীর এ দশা দেখি ভুলে নিজ ক্লেশ সুরি
বৃশ্চিক-জ্বালা ভুলে যথা উদ্যত খড়্গ হেরি।
আপন দুঃখের কথা সুরী ভুলি যায় এবে
পরানর্থ নিবারণে প্রযতন করে তবে।
তাহাদের কহে সুরী পরম কল্যাণ বাণী
তারা পূর্ববৎ রহে উপদেশ নাহি মানি।
কল্যাণ গুণময় শ্রিয়ঃপতি নারায়ণ
অতীব সুন্দর তনু কর তাঁরি স্তুতি গান।
হেন স্তুতি গানে কভু মিথ্যা নাহি রবে
স্তুতি শুনি নিত্যসুরী-তৃপ্তি না মিটিবে।

যথা হি—
"দাসানাং অমৃতভোজনায় বাঙ্‌মালা।"
(সঃ গীঃ—৩।৪।৭)

যাঁর কাব্যগান করি স্বাপেক্ষিত বস্তুলাভ
পরিজনে বিতরণে পুরে পুনঃ মনোসাধ।

তথা হি—
'অপেক্ষিতং সর্বং দদৎ তমবস্তুরহিতং উদারং।'
(সঃ গীঃ—৩।১।৫)

সে পরমোদার হয় উভয়বিভূতি নাথ
সর্বৈশ্বর্য পূর্ণরূপে ফিরে সদা তাঁর সাথ।
যথাশক্তি তাঁর স্তুতি যে কোন প্রকারে
হইবে যে যথাবাদ, অতিবাদ নহে।

সর্ব শব্দে বাচ্য তিনি পুনঃ সর্ব গুণে গুণী
তাঁর স্তুতি রচনায় তাই দোষ নাহি মানি।
তাঁরে কাব্য শুনাইতে অন্বেষণে নাহি শ্রম
সর্বত্র বিরাজে তিনি পুরাইতে মনস্কাম।

তথা হি—"সর্বত্রাস্তে কৃষ্ণঃ।"

অতীব সুলভ তিনি সর্ব পুরুষার্থ দাতা
তাঁর এই কাব্য পুনঃ, স্বয়ং-প্রয়োজন তথা।
এ হেন সে সর্বেশ্বরে কাব্য জ্ঞান পরিহরি
কেন তবে অল্পশক্তি মানবের স্তুতি করি।
কাব্যগান অনুগুণ তিল সামীচীন্য নাই
কেশহীন শির তারে 'ঘন-কেশ' কহি যাই।
বিকৃতনয়নে কহি 'পুণ্ডরীকাক্ষ' তুমি
এই ভাবে কাব্যগান রচিলে যে তুষ্ট দানী।
নিজ কাব্যগান শুনি ভৃতি-দান কালে
অর্থের অভাবে তবে ধান্য দিব বলে।
শতকাঠা ধান দিব কহি কিন্তু দান কালে
দিবে সে দু'চারকাঠা কোনরূপে অবহেলে।
কবি বহুকাল ধরি বহু মনঃক্লেশ করি
কাব্য রচিয়া সাথে প্রশংসাপত্র ধরি।
কাব্যের নায়কে যবে কাব্য শুনাইতে যায়
পথিমাঝে শোনে তিনি ইহলোকে আর নাই।
এত শুনি কবি তবে করে হায় হায়!
সর্ব পরিশ্রম তার বিফলেতে যায়।
অতয়ে এ কাব্যগানে নাহি কোন ফলোদয়
জীবনে মরণে ফল তুল্য মূল্য হয় তার।
এ হেন সে কাব্যগানে অনিষ্ট সাধয়
অবিদ্যমান গুণ যদি আরোপিত হয়।
স্তুত যিনি তাঁর পিতা মাতার অপকর্ষ যদি
তার কাব্যে পিতা মাতা 'শুদ্ধ অতি' কহে কবি।
তবে সেই চাটুবাণী স্মারক হইয়া আসে
বিস্মৃত সে অপকর্ষ কাব্যগানে পরকাশে।
প্রাপ্তবিষয়[১] ছাড়ি অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্তুতি
শ্রোতার নরকাবহ নাহি তার অন্য গতি।

১ প্রাপ্ত বিষয়—পরমপুরুষ ভগবান। অপ্রাপ্ত বিষয়—সংসারী ব্যক্তি।

প্রভুর 'অনন্যশেষ' তোমার স্বরূপ
তাঁর কাব্য গাহ, ইহা তব অনুরূপ।
ইতরের কাব্যগান দূরে পরিহর
সুরী কহে আমার এ উপদেশ ধর।
বিভীষণ উপদেশ রাবণে বিফল যথা
সুরীর হিত উপদেশ সংসারে নিষ্ফল তথা।
অবশেষে বিদ্যমান নিজ বৃত্তি কহি যান
প্রীতিভরে নিজ লাভ কহি কৈলা সমাপন।

তৃতীয় শতক, নবম দশক—প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ক্ষুদ্র বিষয় কাব্যগানে না পাইবে হিত যাহা,
মোর অনুষ্ঠান দেখি সুরী কহে বুঝ তাহা।

মূল গাথা

মোর উপদেশ তব ভাবনা বিরোধী
তবু কহি হে সংসারী! তব হিত লাগি।
ভ্রমর গুঞ্জিত বেঙ্কটাচলে
বিরাজয়ে মোর স্বামী।
মোর পিতা মরি গজেন্দ্রনাথ
তাঁরেই আমি যে জানি।
তাঁর স্তুতি বিনা জিহ্বা আমার
মধুর কাব্য-গীতি।
অন্য কারেও করিবে না গান
ইহা মোর দৃঢ় মতি।

॥৩।৯।১॥

ব্যাখ্যা—
সংসারীরে সুরী কহে পার্থিব বস্তুর তরে
কোরোনাক' কাব্যগান কোন মানবের পরে।
উত্তরে কহিছে তারা অপেক্ষিত বস্তুলাভে
বাধা যদি দাও তবে অবশ্য বিরোধ হবে।
সুরী কহে তথাপিও বিরত নাহিক হব
তোমাদের হিত লাগি অবশ্য এ কথা কব।
বস্তুর বাসনা কিংবা বিপদ বারণে আশ
শ্রীনামের গান কর পুরিবে সে অভিলাষ।

প্রহ্লাদ তো বলেছিল অসুর বালকগণে
গাহ গোবিন্দের নাম বিপদের নিবারণে।
তথা হি—
প্রাতর্দেবেতি কৃষ্ণেতি গোবিন্দেতি চ জপ্যতাম্
মধ্যাহ্নে চ পূর্বাহ্নে চ যোঽবসাদঃ১ স উচ্যতাম্।
(বিঃ ধঃ—প্রহ্লাদবচন)

যমদূত কর্ণমূলে যমরাজ কহে তাই
"বিষ্ণুবেরে নাহি ল'বে মোর অধিকার নাই।"
তোমাদের অমঙ্গল সহিতে না পারি
সেই হেতু হিতকথা কহি যে বিচারি।
তোমাদের এই বৃত্তি পরিহারে প্রযতন
নাহি দেখি, সে অবধি করিব যে সাবধান।
শুন মাত্র মোর কথা নহে অনুষ্ঠান তার
জ্ঞান, ইচ্ছা, কার্য ক্রমে হইবে যে সঞ্চার।
ক্ষুধিত ওদন তরে চরণ সেবয়ে যথা
সংসারীর পদ ধরি কহে সুরী হিত তথা।
দেখহ আমার দশা তোমরা সকলে
প্রভু কথা বিনা মোর জিহ্বা নাহি বলে।
আমি যে তাঁহারি বস্তু জিহ্বা যে করণ মোর
অতয়ে তাঁহারি বস্তু মোর জিহ্বা নিরন্তর।
তথা হি—"যন্তেতে তস্য তদ্ধনং।"
তাঁরই বস্তু দিয়া আমি তাঁরই গান সদা গাহি
অপর কা'রো কাব্যগান রচিতে যে নাহি চাহি।
তাঁরই দত্ত জিহ্বা পুনঃ তাঁরই গান গায়
মরি কত উপভোগ্য কহনে না যায়।
প্রভু তিনি, দাস আমি—উভয়েরই অতি ভোগ্য
তাঁর অতি ভোগ্য তাই আমারো যে ভোগ-যোগ্য।
মোর জিহ্বা গাহে গান সেই গান শুনি
প্রভু যে প্রসন্ন অতি হয়েন আপনি।
তাঁর প্রসন্নতা-দ্বারে আমারও যে ভোগ্য হয়
'শেষী-ভোগ্য' হ'লে তবে
'শেষ-ভোগ্য' যোগ্য তায়।

তথা হি—
'শেষী-অতিশয়-আধকত্বং শেষত্বং।'
শেষ-শেষী বিনিয়োগে উভে রসাস্বাদ হয়
এই তত্ত্ব মোর দ্বারে প্রভু তথা প্রকাশয়।

১ অবসাদ—ভাবী বিপদ।

নিজ ভোগ্য নিজ গান করে প্রভু মোর দ্বারে
আমি গাহি তাঁর গান কভুই না প্রীতিভরে।
আমি 'অনন্যার্হ শেষ'১ ইহাই স্বরূপ মোর
তাই গাহি তাঁরই গান নাহি গাহি অন্য কার।
মধুমত্ত অলিকুল প্রীতি নিঃসরণ তরে
পরস্পরে গুঞ্জন যথা গান রূপ ধরে।
তথা প্রভুর অনুভবে উথলি হরষ ভরে
নিঃসরিল কাব্যগান 'তেন্না তেন্না'
বোল মোরে।
সেই গীতি-বুলি শুনি প্রভু যে পুলকভরে
'তেন্না তেনে নানা' গায় মরি কী মধুর স্বরে।
রামায়ণ কাব্য-গান বেদেরও অধিক জানি
মোর কাব্যগান পুনঃ তা' হতেও অধিক মানি।
বেঙ্কট-গজেন্দ্র২ লাভে আমি গাহি কাব্য-গান
গান শুনি মোর গজ মোর পাশে বদ্ধ হন।
তিনি মোর নিত্য পিতা, স্বামী উপকারক
তাঁরই দত্ত জ্ঞানই মোর এ সম্বন্ধ-স্মারক।
তাঁরই গান বিনা তাই অন্য গান নাহি জানি
হিত লাগি সংসারীরে তাই এই জ্ঞান দানি।
ঈশ্বর-অপ্রাপ্তিকালে জীবের অসৎকল্প দশা
তথা মোরে প্রাপ্তি তরে প্রভুরও যে সদা আশা।
মোরে গান গাওয়াইয়ে শুনি তাঁর অতি প্রীতি
আসি তাই মোর পাশে সদা তাঁর অবস্থিতি।
তাই বলি রে সংসারী, গাও তাঁরই কাব্য-গান
তুইও পাবি মোর দশা নাহি হও সন্দিহান।
॥৩।৯।১॥

তৃতীয় শতক, নবম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
রূপে গুণে পরিপূর্ণ সমগ্র ঐশ্বর্যে ভরা
যিনি সত্য নিত্যপ্রাপ্ত, সেই সর্বেশ্বর ছাড়া
অসত্য, অল্প, অস্থির হেন জন খ্যাতি যার
সেই ক্ষুদ্র জনে খুঁজি তার গানে কিবা লাভ॥

মূল গাথা

নিজ সত্তা স্থির মানে নিজেরে ও নিজ ধনে
ঈশ্বরের সম বলি করে বহুমান।
এ হেন অজ্ঞানী জনে খুঁজি খুঁজি কাব্যগানে
রে সংসারী, বল তব কিবা প্রয়োজন?
'কৃষ্ণকুরঙ্গপুর' বিরাজিত সর্বেশ্বর
অর্চারূপে নিত্য স্থিত সেথা আমাদের তরে।
তিনি সর্ব পিতা নাথ পুনঃ মোর কুলনাথ
কেমনে ভজিতে চাহ তাঁরে ছাড়ি অন্য কারে॥
॥৩।৯।২॥

ব্যাখ্যা—
ঈশ্বরের সত্তা মানি যেবা রহে তাঁর অধীন
সেই হয় সত্তাবান অন্যে সবে সত্তাহীন।
তথা হি—
'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়াভূতং চরাচরম্।' (গীতা)
"নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ।
যস্মাৎ ইক্ষ্বাকুনাথেন বদ্ধ বৈরং মহাত্মনঃ॥" (রাঃ সুঃ)
ঈশাধীন নাহি মানি আপনার সত্তা মানে
নিজ ঐশ্বর্যেরে পুনঃ ঈশ্বরের সম জানে।
তার স্থিতি কত অল্প কত ক্ষণস্থায়ী
শুনরে সংসারী জন উপমার মুখে কহি।
তলে এক সূচী এক মেরু তদুপরে
হেন মেরুসম স্থিতি সত্তাহীন নরে।
ধর্মী যদি অন্বেষ্টব্য তুচ্ছ সে সম্পদ
হেন তুচ্ছ সম্পদে অভিমানী যে মানব।
তার কাব্যগানে তব, কিবা ফল সম্ভব?
জল স্থল ধান্যে ভরা কৃষ্ণমৃগপুর
প্রিয় স্থান বলি তথা রাজে সর্বেশ্বর।
অর্চারূপে নিত্য স্থিত আমাদের সাথ
তিনি সর্ব পিতা নাথ, মোর কুল-নাথ।
তাঁর কাব্যগান হয় অতি সমীচীন
তাঁরে ছাড়ি অন্যে ভজে সে যে অর্বাচীন।
তাঁর গুণগান কর স্ফুরিবে তোমায়
প্রতি রূপ প্রতি গুণ তাঁহারই কৃপায়।

---

১ অনন্যার্হ শেষ—ঈশ্বরেরই 'শেষবস্তু' বা একান্ত পরতন্ত্র দাস, অপর কাহারও নহে।
২ বেঙ্কট-গজেন্দ্র—বেঙ্কটাচলে শ্রীবেঙ্কটনাথ।

ছাড়ি হেন গুণময় 'প্রাপ্ত'[১] এই সর্বেশ্বরে
কেন গাহ অপ্রাপ্ত যে সেই গুণহীন নরে।

॥৩।৯।২॥

—

তৃতীয় শতক, নবম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
মহা উপকারক প্রভু করি বরজন
ক্ষুদ্র নরে চাটুগান কিবা প্রয়োজন।

মূল গাথা

সদা নিত্যধাম-পানে গমনের মার্গদানে[২]
ব্রতী যিনি, সেই পরমেশ্বরে কর গান।
ছাড়ি সেই পরমার্থে চাটুবাক্যে ক্ষুদ্র স্বার্থে
ক্ষুদ্র নরে কাব্যগানে বৃথা ধর কবি নাম॥

॥৩।৯।৩॥

ব্যাখ্যা—
মার্গদানে, নিত্যধামে, অনন্তকাল ধরি'
নিরন্তর অনুভবে কৈঙ্কর্য স্বীকারকারী।
তিনি আসি ধরাধামে সসীম শ্রীরূপ ধ'রে
অতি উপভোগ্য রূপ গুণেরে প্রকাশ করে।
তাঁর কাব্যগানে ফল শুন কহি যেবা
ঐশ্বর্য, পরমপদ, নিরন্তর সেবা।
তাঁর কাব্যগান ছাড়ি কোথা কর অন্বেষণ
ক্ষুদ্র স্বার্থে ক্ষুদ্র নরে করিবারে চাটু-গান।
কবি আসিতেছে দেখি সে যে যায় দূরে সরি',
কাব্য শুনি দেয় কিছু—মনে এতেক বিচারি।
কবি চলে পিছে তার চাটুগান শুনাইতে
শ্রবণান্তে দিবে কিছু ভৃতি এই লালসাতে।
এইভাবে গাতা শ্রোতা পরস্পর আচরণ
তবু কি ছুটিবে পিছে হে বিদ্বান কবিগণ।
বিদ্যমান দোষ ঢাকি অবিদ্যমান গুণ-কথা
সমাবেশে কত যত্নে গাহিয়াছ কাব্য-গাথা।
কাব্য শুনি ভ্রান্ত শ্রোতা ভাবে মনে মনে
কার কাব্য গাহিতেছে আমার শ্রবণে।
দূরে সরি যায় ভয়ে পাছে পরিশেষে
কবি আরোপয়ে মোরে মিথ্যা অপযশে।
হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ শব্দ সন্ধি ছন্দ-যোজনায়
কেন এই চাটু-কাব্য তুমি রচহ বৃথায়।
উপরি উপরি ভাবের উৎকর্ষ অবিচারি
কেন অধঃপথে যাও নীচপন্থা অনুসরি।
ক্ষুদ্র মানুষের কাব্যে বল কিবা ফলোদয়
তব বিদ্যা অনুরূপ কাব্য যে সার্থক হয়।

॥৩।৯।৩॥

—

তৃতীয় শতক, নবম দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
তব উপযুক্ত ধন ও মান যেবা দিতে পারে
তারই গান কর কবি ইহা কহি সুবিচারে।
তাহা ছাড়ি অন্য স্থলে কেন বৃথা পরিশ্রম
নিষ্ফল এ অল্পজীবী ক্ষুদ্র জীবে কাব্যগান।

মূল গাথা

অল্পজীবী ক্ষুদ্র নর তার গানে কবিবর
কতটুকু লাভ? তাহা রবে কতকাল?
উজ্জ্বল কিরীটধর নিত্যসূরী-অধীশ্বর
তিনি মুক্তিদাতা, তাঁর কাব্য কর গান॥

॥৩।৯।৪॥

ব্যাখ্যা—
হে বিদ্বান, শব্দ অর্থ জ্ঞানে তুমি জ্ঞানবান
রুচি, কাব্য, গান, ফল হোক্ তব অনুগুণ।
ক্ষুদ্র অল্পজীবী নরে কাব্যগানে যদি লাভ
অতি অল্প হবে তাহা রহিবে সে কতকাল?
সাংসারিক ব্যয়ে ঋণ, পরিশোধে অপর্যাপ্ত
তার তরে কেন রবে নৈচ্যভাবনায়[১] লিপ্ত।

---

[১] প্রাপ্ত—তোমার সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত।
[২] মার্গদান—দেহান্তে মুক্তিকালে অর্চিরাদি মার্গদান অথবা প্রভু নিজেকে প্রাপ্তির উপায়রূপ মার্গদান।

[১] নৈচ্যভাবনা—যার উদ্দেশ্যে কাব্য রচিত, কাব্যে তার বিদ্যমান দোষ আবরণ এবং অবিদ্যমান গুণপনা কথন।

পুনঃ যার তরে কাব্য করিলে রচনা
তারে শুনাইতে তুমি সুযোগ পাবে না।
কাব্যের নায়কে যবে কাব্য শুনাইতে যাবে
পথিমাঝে শুনিবে সে স্তুত কি মুমূর্ষু' তবে?
এ হেন বিষয় পরিহর তব কাব্যগান
ধর তাঁরে দিতে পারে যিনি তোরে মহাদান।

দীপ্তিমান মণিযুক্ত উজ্জল কিরীটবান্
তাঁর কাব্য গান ক'রে নিত্যসূরী জ্ঞানবান্।
নিত্যপারিষদ তাঁরা নিত্যধামে গায়ক
শুনি' শুনি' তৃপ্ত নয় নিত্যসূরী-নায়ক।
এ হেন সে নায়কের কর যদি কাব্যগান
করিবেন উজ্জীবিত দিবেন স্বরূপজ্ঞান।
দেহ-অন্তে মুক্তি দানি' সংসারবন্ধন
নিজ সাম্যভাব প্রভু করিবেন দান।

তথা হি—'মম সাধর্ম্যং আগতাঃ।' (গীতা)

॥৩।৯।৪॥

—·—

তৃতীয় শতক, নবম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অন্যের অনুপকারী কাব্যগানে তার
অপযশ মাত্র লাভ, কর পরিহার।
কল্যাণগুণময় সর্বফল করে দান
সেই সর্বেশ্বর-গানে হও এবে আগুয়ান।

মূল গাথা

দোষবহুল মানবের দোষ করি আবরণ
অল্প গুণ বিস্তারিয়ে যদি কর কাব্যগান।
স্বীকারের যোগ্য লাভ কিছুই না হবে
তোমাদের কবি নামে কলঙ্ক লাগিবে।
ন্যূনতারহিত যিনি পূর্ণ সর্ব ফল দানে
উদার সে নীলমণি, এসো তাঁরি কাব্যগানে॥

॥৩।৯।৫॥

ব্যাখ্যা—

দোষবহুল মানবের গত দোষ সবে
রহি' যায় বিস্মৃত কালের প্রভাবে।
সেই সেই দোষহীন বলি যদি কবি গায়
সে দোষ স্মারকরূপে অবশ্যই হবে তায়।
শ্রোতা তথা স্তুত উভে এ হেন অবশ্য পায়
মিথ্যা দোষে দুষ্ট শ্রোতা, স্তুত-দোষ প্রকাশয়।

পুনঃ তার গুণাভাষ বিস্তারিয়া কবি কয়
যাহে নিজ প্রয়োজন পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়।
এত ক্লেশ এত শ্রম সকলি বিফলে যায়
স্বীকারের উপযোগী লাভ কিছু নাহি পায়।
তদুপরি কবি নামে কলঙ্ক লাগিবে
মিথ্যা কথন তব শ্রোতারা জানিবে।
অতএব কহিয়ে তব হিত কথা শুন শুন
ক্ষুদ্র মানবের গান কর কর বরজন।
দোষগন্ধলেশহীন যিনি সর্বগুণে গুণী
যিনি সর্ব ফলদাতা উদার শ্রীনীলমণি।
তব ফলদানে তিনি অতীব উদার
ভুবনমোহন রূপ, রূপাভাস নাহি তাঁর।
সূরী কহে, হেন রূপ গুণেতে সন্দেহ নাই
তাঁরি দেওয়া অনুভবে আমি যে গো কহি যাই।
এসো তাঁরি কাব্য গাহ প্রতিবাদ নাহি তায়
যথা ইচ্ছা ফললাভ হইবে যে সুনিশ্চয়।

তথা হি—

"ভৌমং মনোরথং স্বর্গং স্বর্গে বন্দ্যং চ যৎ পদং।
দদাতি ধ্যায়তাং নিত্যমপবর্গপ্রদো হরিঃ॥"
"দেবেন্দ্র স্ত্রিভুবনমর্থমেকপিঙ্গঃ
সর্বর্দ্ধিন্স্ত্রিভুবনগাশ্চ কার্ত্তবীর্য্যঃ।
বৈদেহঃ পরমপদং প্রসাদ্য বিষ্ণুং
সংপ্রাপ্তঃ সকলফলপ্রদো হি বিষ্ণুঃ॥"
(বিঃ ধঃ)

॥৩।৯।৫॥

——

তৃতীয় শতক, নবম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জীবন নির্বাহ তরে যদি ক্ষুদ্র নরে গান
তা হ'তে যে শ্রেয় তব দেহ-ক্লেশে অর্থার্জন।

মূল গাথা

ওহে কবিবর গুণী এসো শুন হিতবাণী
জগতে শ্রীমান কেহ নাহি আমি জানি।
জীবিকার সম্পাদনে বস্তু যাহা প্রয়োজনে
কায়-ক্লেশে অর্জন করি যাও তুমি।
তব মধু কাব্যে তবে নিজ নিজ ইষ্টদেবে
কর যদি স্তুতিগান হইবে সফল।
সেই স্তুতি চলি যাবে কিরীটী শ্রীনাথ-পদে
তিনিই দিবেন তোমা প্রাপ্য ইষ্টফল।

॥৩।৯।৬॥

ব্যাখ্যা—

সুরী ডাকে কবিগণে শীঘ্র কর আগমন
দাবাগ্নি-তাপিত জীবে যথা হ্রদ প্রদর্শন।
জীবিকা নির্বাহে বস্তু যদি তব প্রয়োজন
আপনারে হেয় করি যাপিবে কি সে জীবন ?
কায়-ক্লেশে কার্য করি অর্থের অর্জনে
পার তবে করিবারে জীবন যাপনে।
*'গোবিন্দ আচার্য'*১ হেথা অর্থ বিশ্লেষয়ে
আহ্বানিয়া কবিগণে তবে তিনি কহে—
"ওহে কবি যদি কহ বস্তু প্রয়োজন যত
নাহি দিবে কায়-ক্লেশ জানি আমি ভালমত।
ভার বহন তথা ঘাস চয়ন আদি
কার্যে অনভ্যস্ত দেহে ভাব অসমর্থ যদি।
তবে কহি কাব্যগানেও যথেষ্ট অর্জন
হবে না ত' যাহে তব জীবন যাপন।"
সুরী কহে, এ জগতে উদার শ্রীমান নাই
কাব্য শুনি দিবে তব অনুরূপ যাহা চাই।
তবে মনঃক্লেশ করি কাব্যগানে কিবা ফল ?
নিরর্থক এই শ্রম, বিচারিয়ে জানি ভাল।
হে সংসারী ! যদি বল নিজ নিজ ইষ্টদেবে
করিব হে স্তুতিকাব্য শুদ্ধ মনেতে তবে।
সুরী কহে, ওহে কবি শুন মোর হিতকথা
স্বপ্রকৃতি-অনুগুণ রাজস তামস তথা।

নিজ নিজ ইষ্টদেবে ভজ কাব্যগান করি
সফল হবে তাহাও স্বীকার করিবে হরি।
উজ্জ্বল কিরীটধারী কল্যাণগুণময়
লক্ষ্মীনাথই সর্বাধিক সর্ব রক্ষক তায়।
সকল দেবের তিনি অদ্বিতীয় আশ্রয়
সর্বস্তুতি তাঁরি পদে পৌঁছায় সুনিশ্চয়।
হেন বুদ্ধি নাহি যদি তবু কর কাব্যগান
কাব্যের প্রভাবে তাহা পৌঁছে শ্রিয়ঃপতি স্থান।
রচিত যে সর্ব কাব্য শব্দ সমুচ্চয়ে
সর্বশব্দ অন্তে গিয়া তাঁহাতে পৌঁছয়ে।
সর্বশব্দবাচ্য তিনি ইহা শাস্ত্রসার
সর্বস্তুতিতে তাই তাঁর অধিকার।
সুরীর এ হেন বাক্যে শুন অভিপ্রায়
বেদান্ত জ্ঞানের সার ইহাতে আছয়।
শব্দ হয় বাচক তার বাচ্য বস্তু যত
সকলেই চিদচিৎ-ঈশ্বর সম্মিলিত।
জড়দেহ-অভিমানী জীবাত্মা যত চেতন
অন্তর্যামীরূপে তায় পরমাত্মা অবস্থান।
এ হেন সঙ্ঘাতত্রয়ে সৃষ্ট সর্ব বস্তুচয়
চিদচিৎ-বিশিষ্ট ঈশ্বর ইহাই বেদান্তে কয়।

তথা হি—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য
সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" (শ্রুতি)

সর্ববস্তুবাচ্য, তার বাচক সর্ব শব্দ
তাই পৌঁছে সর্বেশ্বরে সর্বাত্মক সর্বস্তোত্র।

তথা হি—

যে যজন্তি পিতৄন্দেবান্ ব্রাহ্মণান্ সহুতাশনান্
সর্বভূতান্তরাত্মানং বিষ্ণুমেব যজন্তি তে।

॥৩।৯।৬॥

তৃতীয় শতক, নবম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যতেক সংসারীগণ পার্থিব লাভ তরে
ক্ষুদ্র নরে কাব্যগান বরজন নাহি পারে।
প্রভুজীর কাব্যগান বিনা অন্যে কাব্যগানে
অক্ষম নিজেরে হেরি, সুরী প্রীত হন মনে।

---

১ গোবিন্দ আচার্য—শ্রীরামানুজের গুণী জ্ঞানী শিষ্য উত্তম বৈষ্ণব আচার্য।

মূল গাথা

ঔদার্যে শ্রেষ্ঠ যিনি কীর্ত্তিতে অসীম গণি
সহস্র নামেতে নামী তিনি।
হেন উপকারী প্রভু তাঁরে ছাড়ি অন্যে কভু
কাব্যগানে অক্ষম যে আমি।
মেঘসম করযুগ[১] গিরি যথা দৃঢ় ভুজ
এইভাবে মিথ্যা গুণ কহিবারে নারি।
তৃণসম অন্যজনে মিথ্যা চাটু উচ্চারণে
অশক্ত এ জিহ্বা মোর কহিতেছে সূরী।
॥৩।৯।৭॥

ব্যাখ্যা—

স্বরূপানুরূপ যাঁর অদ্বিতীয় উদারতা
হেন উদারতা গুণে নিরবধি কীর্ত্তি তথা।
এই উদারতা গুণে তিনি কত মূর্ত্তিমান
জগভরি দেখাইলা আচরিয়ে প্রভু রাম।
'শত্রুঞ্জয় হস্তী' সহ সিংহাসনও করি দান
নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে যবে বিরাজেন রাজা রাম।
'ত্রিজট' নামেতে সাধু আসি তথা উপনীত
গোদান প্রার্থনা করে নিজ অভিলাষ মত।
তাহারে কহেন প্রভু সরযূর পরপারে
যত গাভী আছে প্রভু ল'য়ে যান সকলেরে।
অনুরূপ উদারতা প্রকাশিয়ে নানাভাবে
লভিল অশেষ কীর্ত্তি তুলনা কোথায় পাবে।
গুনের প্রকাশে যিনি সহস্র নামেতে নামী
যত নাম তত গুন প্রকাশেন নামে তিনি।
নানা শব্দ যোজনায় রচিত এ নাম চয়
যাহার এ শব্দচয় তার কার্য রচনায়
নাম শব্দ গুন স্ফুরে তাঁহারই যে করুনায়।
হেন মহা উপকারী তারই কাব্য গান ছাড়ি
অন্য কারো কাব্যগান কভু না করিতে পারি।
ক্ষুদ্র নরে কাব্যগান মিথ্যা গুনে চাটুবানী
কহি যায় কবিগনে আমি অতি হেয় মানি।

দানে যার কৃপণতা তারে দাতা বলি গায়
'মেঘসম করযুগ' কহে তারে কাব্যে হায়।
উচ্চ নীচ নির্বিচারে সভে মেঘ জল দানে
নিঃস্ব হ'য়ে অবশেষে বিসর্জয়ে নিজ প্রাণে।
দান-কথা সোঙরিয়ে যার ভুজ কৃশ হয়
সেই ক্ষুদ্র নরে হায়, 'গিরি সম ভুজ' গায়।
'কত লোক বাঁচে আসি এই ভুজ-ছায়'
এই মিথ্যা চাটুবাণী কবি গেয়ে যায়।
ক্ষুদ্র নর যেবা তৃণসম এই ভূমি পরে
কভু অঙ্কুরিত পুনঃ কভু শুষ্ক হ'য়ে মরে।
স্বার্থ বা পরার্থ লাগি কোন কার্য নাহি জানে
অর্থ আশে তারে তোষে কবি মিথ্যাপূর্ণ গানে।
উদার ও কীর্ত্তিভরা শত শত নাম ধারী
হেন প্রভু ছাড়ি আমি ক্ষুদ্রে গান নাহি পারি।
॥৩।৯।৭॥

তৃতীয় শতক, নবম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আমি যদি অন্যে কাব্য গাহিতে উদ্যোগ করি
মোর বাক্য তবু প্রভু ভিন্ন না গাহিবে মরি।

মূল গাথা

বর্ত্তুল বংশের সম বাহু যার অনুপম
হেন নীলা-বল্লভ তিনি মোর প্রভু।
অখিল হেয় বিহীন অশেষ কল্যাণ গুণ
রূপ গুণে আত্ম-গুণে সংখ্যা নহে কভু।
চিরকাল তাঁর গানে অন্তে দেহ অবসানে
প্রভুর চরণতলে প্রবেশিতে মতি।
ক্ষুদ্র নরে কাব্যগানে মোর বাক্য উচ্চারণে
সক্ষম না হবো কভু রুদ্ধ জিহ্বা গতি।
॥৩।৯।৮॥

ব্যাখ্যা—

স্নিগ্ধ তথা বর্ত্তুল ঋজু বংশ শোভা জিনি
নীলাদেবী ভুজযুগ যেন সৌন্দর্যের খনি।

---

১ মেঘসম করযুগ—মেঘসম উদার দাতা দুটী হস্ত।

হেন নীলাদেবী মোর 'পুরস্কার'-স্বরূপিনী
বল্লভ কৃষ্ণপাশে সদাই অনপায়িনী।
উভসহাবস্থানে কাব্যগানে ভাগ্যবান
দেহ অন্তে দিব্যদেহে এ কৈঙ্কর্য আশাবান,
এবে কি করিতে পারি অন্য কারো কাব্যগান!
নীলা-শোভা অনুভবে অবতীর্ণ প্রভু যিনি
সর্ব হেয়-প্রত্যনীক কল্যাণ গুণে গুণী।
রূপে গুণে স্বরূপ-গুণে তিনি মহা গুণময়
প্রতি গুণ নিরবধি, গুণে সংখ্যা নাহি তায়।
হেন প্রভু গুণগণে প্রীতিভরে করি গান
জীবনান্তে এই দেহ হবে যবে অবসান।
লভিয়া যে দিব্যদেহ দাস্য অনুকূল
প্রভুর চরণতলে পশিতে ব্যাকুল।
স্তন-অন্ধ প্রজা যথা স্তন ভিন্ন নাহি জানে
তথাভিনিবেশ মোর প্রভুর চরণ গানে।
হেন দাস আমি মোর প্রভুর কাব্যগান ছাড়ি
অল্পজীবী ক্ষুদ্র জীবে কভু কি গাহিতে পারি?
জন্ম সাথে ব্যাপ্ত তার জীবনের শেষদিন
কাব্য সমাপ্তির পূর্বে হ'তে পারে প্রাণহীন।
প্রভু পদে মোর মনে ঐকান্তিক অনুরাগ
তিনি ভিন্ন অন্যে গান কভু কিগো সম্ভব?
মন যাহা আজ্ঞা দিবে বাক্যে তা' পালিবে
কণ্ঠের উপরে বাক্য কভু না উঠিবে।
সর্ব ইন্দ্রিয়ের মূল মনই নিশ্চয়
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় তারই দান হয়।
ব্যাখ্যাকার কহিছেন সূরীর অভিপ্রায়
গাথার তাৎপর্য যাহে সহজে বুঝায়।

নীলাদেবী-বল্লভ কল্যান গুনময়
সর্বেশ্বরে যাবজ্জীব সূরী কাব্যগান গায়।
দেহপাতে প্রভু-দাস্যে অনুকূল দেহ-গতি
লভি নিত্যদাস্যে ধন্য হ'তে তাঁর সদা মতি।
হেন সূরী তাঁর কাব্য ক্ষনজীবী ক্ষুদ্র নহে
মিথ্যা চাটু কাব্যগান কভু না করিবে তাহে।

॥৩।৯।৮॥

তৃতীয় শতক, নবম দশক—নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
মোর কাব্যে প্রীত মোর পরম উদার প্রভু
এবে কিগো অন্য গানে অধিকার সম্ভবে কভু।

মূল গাথা

সূরী কহে মোর জন্ম নহে ক্ষুদ্র কাব্যগানে।
হেয়হীন মহাগুণী উদার শ্রীচক্রস্বামী
হেথা মহানন্দ দেন নিজ স্বানুভব-জ্ঞানে।
কহে পরে নিত্যধামে প্রবেশয়ি দরশনে
মোক্ষ ও কৈঙ্কর্য সুখ তথা একে একে দানে।
অন্যে গান অসম্ভব হেন প্রভু গান বিনে।

॥৩'৯।৯॥

ব্যাখ্যা—
সূরী কহে সৃষ্ট আমি প্রভুজীর কাব্যগানে
যথা কহে সুমিত্রা তাঁর পুত্র শ্রীলক্ষ্মণে।
তথা হি—(লক্ষ্মণ প্রতি সুমিত্রা বাক্য)
'সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।' (রাঃ অঃ)
প্রভু দিছে বাক্য মোরে তাঁরি স্তুতি করিবারে
জন্মি নাই সেই বাক্যে ক্ষুদ্রে কাব্য গাহিবারে।
অন্যে কাব্য গাহি যদি জন্মে কিবা প্রয়োজন
প্রভু মোরে সৃষ্টি করে, হেতু তাঁরই কাব্যগান।
যদি পুছ, বেদও যাঁর অন্ত নাহি জানে
সমর্থ কি কভু তুমি তাঁর কাব্যগানে?
তদুত্তরে কহে সূরী, প্রকাশেন ভক্তে তিনি
তাঁহার প্রকাশ যথা তথা কাব্য গাহি আমি।
তথা হি—
'যতো বাচা নিবর্তন্তে।'
'ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে'।
হেয়হীন মহাগুণী তাঁর চক্র স্ফুরে মোরে
তাই গাহি তাঁর কাব্য রূপে গুণে পরিকরে।
প্রদর্শিয়ে রূপ গুন চক্র আদি পরিকর
স্বয়ং যে হন প্রভু কাব্যের বিষয় মোর।
হেন অনুভবে দানি মহাসুখ ইহলোকে
পুনঃ প্রদর্শয়ে নিত্যধাম-সুখ একে একে
পরিপাক করাইয়ে দেন প্রভু সর্ব সুখে।

মোক্ষসুখ তথা নিত্য কৈঙ্কর্যের মহানন্দ
প্রদানে সাদরে, তাঁরই মহাগুণে করি বন্ধ।

তথা হি—(রাম প্রতি ভরত বাক্য)

"অবেক্ষতাং ভবান্ কোশং কোষ্ঠাগারং পুরং বলম্
ভবতস্তেজসা সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া।"

(রাঃ যুঃ—১৩০।৫৫)

॥৩।৯।৯॥

তৃতীয় শতক, নবম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

*সর্বেশ্বর বিনা মোর অন্য কাব্যগানে আশ
মোর অনুরূপ নহে স্বরূপ যে হবে নাশ।*

মূল গাথা

কত জন্ম জন্ম ধরি মোর পিছে ঘুরি ঘুরি
মোরে উদ্ধারের তরে কত না আয়াস তার।
তবু সে বিফল হেরি মোরে কৃপা তরে হরি
জগৎ সৃষ্টি তবে পুনঃ করে সে বিচার॥
অবশেষে মোরে ধরি কবি রূপে সৃষ্টি করি
জগতের স্রষ্টা প্রভু পাঠাইলা মোরে এবে।
অতঃপর কোন কালে কোন ভাবে কোন ছলে
অপরের কাব্যগানে অতি অনুচিত তবে॥

॥৩।৯।১০॥

ব্যাখ্যা—

*অনাদি সে কাল ধরি মোর দেহ আত্মবৈরী
আমার উদ্ধারে বাধা দেয় অবিরাম।
এমিতে এমিতে ভবে কোন এক জন্মে তবে
হ'য়ে প্রভু অভিমুখ লভি উজ্জীবন॥
পেয়ে তাঁর দরশন হয় জন্ম নিবারণ,—
এতেক বিচারি প্রভু ক্রমশ ক্রমশ।
মোর পিছে ঘুরি ঘুরি মোরে ধরিবারে হরি
করেন যে এইভাবে বহু প্রযতন॥
আপন উদ্যোগে হরি তথাপি বিফল হেরি
পুনঃ পুনঃ লোক-সৃষ্টি মোরে ধরিবারে।
কৃষক ফললাভ তরে কেদার কর্ষণ করে
একদা সে ফলাভাবে পুনঃ কৃষি করে॥
তথা মোর উদ্ধারে প্রভু চেষ্টা বারে বারে
ইহা তাঁর কৃষি কাজ মোরে ধরিবারে॥*

তথা হি—

১'ভক্তিকর্ষকস্তু প্রাচীনকেদারঃ।' (আড়বার বচন)

*এই জন্মে ভবে হরি সম্মুখ অবরোধ করি
ধরি মোরে কবি করি পাঠাইল হেথা।
অতঃপর কোনকালে কোন ভাবে কোন ছলে
অপরের কাব্যগান অনুচিত তথা॥
জীব যদি অভিমুখে হর্ষে তারে প্রভু সুখে
সর্ব সুহৃদ তিনি ইথে নাহে আন।
প্রতি জন্ম জন্ম তারে ধিরি ধিরি প্রভু ফিরে
অভিমুখ হ'লে তারে ধরেন তখন॥*

তথা হি—

ঈশ্বরস্য চ সৌহার্দ্যং যাদৃচ্ছ সুকৃতং তথা
বিষ্ণোর্কটাক্ষশ্চাদ্বেষঃ আভিমুখ্যং চ সাত্ত্বিকৈঃ
সম্ভাষণং ষড়েতানি আচার্যপ্রাপ্তি হেতবঃ॥

॥৩।৯।১০॥

তৃতীয় শতক, নবম দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক শব্দে মাত্র করিলে অভ্যাস
অন্যে কাব্যগানে হেয় জন্ম করে নাশ।
*ক্ষুদ্র নরে কাব্য জন্মান্তরের কারণ
প্রভুগুণগানে কাব্য নাশিবে জনম।*

॥৩।৯।১১॥

১ জীব হইতেছে ভক্তিফলকামী কৃষকরূপ ঈশ্বরের কৃষিক্ষেত্র।

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

তৃতীয় শতক — দশম দশক

দশক তাৎপর্য—

প্রভু অবতরি ভূমে নিজ দিব্য বপুখানে
তথা দিব্য গুণগণে সূরীরে দর্শন দানে।
পূর্ণ মনোরথ সূরী প্রাণভরি স্তুতি করে
অতীব সন্তোষ ভরে ডাকি কহে সংসারীরে।
অষ্টমে বাহ্য দরশনে আশা নাহি মিটে হায়
সর্বেন্দ্রিয় সহ নিজ আর্ত্ত আহ্বানে তায়।
নবমে সংসারী ব্যস্ত ইতর-বিষয়১ তরে
ক্ষুদ্র নরে কাব্যগানে কত না যতন করে।
প্রভু-গানে যোজয়িতে সূরী উপদেশে কয়
বিফল হেরিয়া তারে নিজ বৃত্তি কহি যায়।
ঈশ্বরের কাব্য ভিন্ন অন্য গান নাহি গায়॥
সেই সংসারীরে ডাকি দশমে কহিছে পুনঃ
নিজ পূর্ণ অনুভব প্রভু-দিব্যরূপ গুণ।
সংসারীর মাঝে প্রভু আশ্রিতের তরে
অনুরূপ তনু ধরি আসি অবতরে।
যত অবতার তাহে দিব্যচেষ্টা যত যত
বিগ্রহ সৌন্দর্য তথা বেশ ভূষা সুশোভিত।
সুঘট আয়ুধে দিব্য, অঘট ঘটন শক্তি
সর্ব অনুভব দানে, যাহে মোর পরমভক্তি।
গাহি সেই রূপ গুণ আর কি ন্যূনতা মোর
রে সংসারী ভজ তাঁরে, ত্যজ ভব মোহ ঘোর।

তৃতীয় শতক, দশম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আশ্রিতের সংরক্ষণে বিরোধীর নাশে তায়
নানা অবতার ধরে এ হেন স্বামী আমার।
তাঁর পূর্ণ অনুভবে তথা তাঁহারই স্তবে
ধন্য আমি, এবে মোর কি আর ন্যূনতা র'বে।

মূল গাথা

কত নানা জন্ম ধরি নেত্রের গোচর হরি
শঙ্খ চক্র মহাধনু শার্ঙ্গ গদাধর।
সম্মুখ সমরে পশে রাক্ষস অসুরে নাশে
গাহি তাঁর গুণরাশি, কী ন্যূনতা মোর?
॥৩৷১০৷১॥

১ ইতর বিষয়—ভগবদ্বিষয় ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বস্তু লাভের জন্য।

ব্যাখ্যা—

কর্ম-অনধীন প্রভু কর্মাধীন জীবগণে,
অযোগ্য যোনিতে১ অবতরে জীব-রক্ষণে।
তাঁর নানা অবতার-লীলা অনুসন্ধানে
পাইয়াছি অধিকার কে মোর ন্যূনতা গণে!
সর্বেশ্বর প্রভু তাঁর পরত্বে মর্যাদা রাখে
জীব সনে তার সমভাবে যে সম্বন্ধ থাকে।
জীবের যতেক ক্লেশ স্বয়ং অনুভবি তাহা
করে নিবারণ প্রভু মরি তাঁর হেন দয়া।
এ হেন স্বভাবে তাঁর মোর পূর্ণ অনুভব
অতয়ে ন্যূনতা মোরে নাহিক যে সম্ভব।
হেন অবতার তাঁর বহুল প্রকার তায়
আশ্রিত রক্ষণে তথা মাধুর্যে লীলাময়।
হেন অবতার-কন্দ পরাৎপর নারায়ণ
জানি তবু ভক্ত-মন নহে সেথা নিবেশন।
নিজ অবতার লীলায় প্রভুর অতি সমাদর
দ্রুত চিত্ত কহি যান—'দিব্য জন্ম কর্ম মোর'।

তথা হি—
'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং'। (গীতা—৪।৯)

নিত্যসূরী অবতার-জন্ম জ্ঞানে মহাজ্ঞানী
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আড়্‌বারও মুগ্ধ অবতারে জানি।

তথা হি—
'তস্য ধীরা পরিজানন্তি যোনিম্'।

অবতার রসজ্ঞানে জ্ঞানাধিক জন
মাধুর্য রসের মাঝে রহে নিমগন।
জ্ঞানিগণ-অগ্রেসর এই শঠকোপ সূরী
হইল যে সংজ্ঞাহারা২ কৃষ্ণের সৌলভ্য স্মরি।

১ জীবের অযোগ্য যোনি—যথা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ যোনি।

২ কৃষ্ণ অবতারে দামবন্ধন লীলার সৌলভ্য গুণ অনুভবে—'কীদৃশী' এই বলিয়া তিনি বহুদিন মূর্চ্ছিত রহিয়াছিলেন।

এক অবতার স্মরি যদি হেন দশা হয়
না জানি কি দশা, বহু অবতার লীলায়।
অবতার বহু বহু[১] অসংখ্য যে হয়
জীবসংখ্যা গননীয় অবতারে সংখ্যা নয়[২]।
দেব-আদি যোনিভেদে অবতারে বহু ভেদ
প্রতি অবতারে পুনঃ অনুগুন লীলা ভেদ।
আবির্ভাব মাত্র নহে অবতারে উদ্ভব
জনম উদর হ'তে হেন তার লীলা-ভাব।
কর্মাধীন জীব গর্ভে রহে দশ মাস
রহিয়া দ্বাদশ মাস কৃষ্ণের উদ্ভব।
তথা হি—
'দ্বাদশমাসান্ উদরে ধৃত্বা তেন স্বভাবেন।'
(আড়্‌বার বচন)

সর্বকারণভূত পরবস্তু পরাৎপরে
নিজ কার্য-বস্তুর কার্য লাগি অবতরে।
অপ্রাকৃত দিব্যমুর্ত্তি শুদ্ধ সত্ত্বময়
ইতর-জাতীয় রূপে অবতীর্ন হয়।
ইন্দ্রিয়-অতীত যিনি চক্ষু অগোচরে
তিনি চক্ষু-গ্রাহ্য হ'য়ে আসি অবতরে।
তথা হি—
"মাংসচক্ষুর্বিষয়ত্বমাপাদনেন আগত্য প্রদর্শনং
সর্বদা নেত্রৈব দৃশ্যঃ তদ্বিগ্রহঃ কিল।"
(আড়্‌বার বচন)

শঙ্খ চক্র গদা ধনু সহ অবতার
যত সব নিত্যসুরী নিত্য সহচর।
প্রভুর স্বভাব ইহা জানিবে নিশ্চয়
ভক্তে তাহা প্রকাশয়ে অন্যে না বুঝায়।
তথা হি—'ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে।'
একাধারে প্রহরণ তথা তাঁরা আভরণ
জানি জ্ঞানাধিক দাস সেবয়ে চরণ।
সংসারী জানয়ে তাঁদের দিব্য প্রহরন রূপে
সুন্দের ভূষনরূপে নিত্যসুরী উপভোগে।
আড়্‌বার ও নিত্যসুরী আয়ুধেরে অনুভবে
প্রভুজীর দিব্য অঙ্গে দিব্য আভরন রূপে।

১ 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি।' (গীতা)
২ 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ।'

কল্পতরু ঘন শাখা প্রতি গ্রন্থি পুষ্পিত
তথা শ্রীবিগ্রহে দিব্যায়ুধগণে সুশোভিত।
দিব্যায়ুধে যুদ্ধ করে প্রভুর অন্তর জানি
যেথা যথা প্রয়োজন অনুরূপ শক্তিখানি।
বিষ্ণুর বাহন পুনঃ পক্ষীরাজ নিত্যসূরী
শোভে যেন স্বর্ণগিরি ঘন মেঘে শিরে ধরি।
নিত্যসূরী-অনুভাব্য সৌন্দর্য মূর্ত্তিমান
ধরাধামে অবতরি করে তার দরশন।
অনুভবে দরশনে দ্রবীভাব সূরী মনে
প্রতি স্মরণে তাঁরে তথা প্রতিটী কথনে।
তাঁর অদর্শনে নিজে ঈশ্বর বলিয়া মানে
সম্ভব যে রাজসিকে, এ হেন কল্পনা মনে।
দিব্যায়ুধ সহ পুনঃ গরুড়ের স্কন্ধ পরে
বিগ্রহ সৌন্দর্য হেরি তাঁহারে যে দ্বেষ করে।
আশ্রিত-বিরোধী পুনঃ সে রাক্ষস প্রকৃতিরে
যুদ্ধ করি দিব্যায়ুধে সদলে বিনাশ করে।
সমরে স্বজন হেরি বিরত সে অর্জ্জুনেরে
আশ্রিত-বিরোধী নাশে শ্রীকৃষ্ণ প্রবুদ্ধ করে।
আপন সঙ্কল্পমাত্র রহিয়া আপন স্থান
সম্পাদন করিতেন যদি ভক্ত রক্ষন।
তবে কে জানিত তাঁর মহিমা অপার
কে দেখিত কে বুঝিত গুনগন তাঁর।
তথা হি—(শঠকোপ আড়্‌বার বচন)
"অকুণ্ঠিতজ্ঞানৈকোপকরণো আশ্রিতজনান্ রক্ষসি
চেৎ ত্বদুজ্জ্বল তেজস্তিরোহিতং ন ভবেৎ কিম্?"
প্রভুর কল্যাণগুণ প্রেমভরে গাহিবারে
দিয়াছেন বর মোরে এবে কী ন্যূনতা মোরে।
অজ্ঞানী সংসারী মাঝে কৃষ্ণ অবতরি
নেত্রগোচর পুনঃ সম্ভাষণ করি।
আশ্রিত-বিরোধী শিশুপাল আদি নাশ
বিশ্বরূপ দেখি পুরে অর্জ্জুনের আশ।
হেন গুণগণ গান প্রাপ্ত আমি হেথা রহি'
কোনই ন্যূনতা মোর নাহি এবে তাই কহি।
নিত্যধামে হেন গুণ অনুভব প্রাপ্ত যারা
হেথা রহি ধন্য আমি, সেই অনুভবে সারা।

না লভি' পরমপদ কোন যে ন্যূনতা আর
নাহি মোর সুনিশ্চয়, সন্দেহ কোথায় তার।

॥৩।১০।১॥

——

তৃতীয় শতক, দশম দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রথম গাথায় কহি সর্ব শ্রীমদ্অবতার
দ্বিতীয়ে কহেন ব্যূহ, কৃষ্ণ অবতার আর।
উভয়ের গুণগানে হৃষ্ট সূরী তবে ভাবে
প্রভুর কৃপায় মোর বিরোধী যে নষ্ট এবে।

মূল গাথা

বিশাল সাগর মাঝে তেজোময় নাগ'পরে
শয়ান কমল নেত্রে একমনে চিন্তা করে।
যিনি ব্যূহ নারায়ণ, গাহি তাঁর গুণগণে
পুনঃ সূরী গাহে গুণ নীলমণি কৃষ্ণধনে।
স্তুতি নতি গীতি তথা সাথে সাথে নর্ত্তনে
হৃষ্ট সূরী কহে, নষ্ট আমার বিরোধীগণে।

॥৩।১০।২॥

ব্যাখ্যা—

বিশাল সাগর সে যে নারায়ণে অঙ্কে ধরি
স্পর্শ সুখে হৃষ্ট অতি, ন্যূনতা রহিত মরি।
প্রভুজীর বিশ্রাম তরে সুবিস্তৃত স্থান
শোভিত অনন্ত-শয্যা তাতে যে শয়ান।
এ হেন অনন্ত সূরী প্রভুর পরশ পায়
নিরবধি কান্তিমান আনন্দ না ধরে তায়।
সুখ-শয্যা সুগন্ধ শীতল ও মৃদুগতি
তদুপরি লক্ষ্মীদেবী সেবিছে চরণ দুটী।
প্রভুর নয়নযুগ সুন্দর মনোহর
নববিকসিত পদ্ম কিঞ্চিৎ উপমা তার।
মহালক্ষ্মী সংশ্লেষে সেথা অরুণ নয়ন
রাখে প্রভু নিদ্রাছলে অর্দ্ধ নিমীলন।
বিশ্বের সকল প্রাণী রক্ষণ-উপায়
একান্তে চিন্তয়ে প্রভু অনন্ত-শয্যায়।
ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভাবে রক্ষণ উপায়
স্থির করি রক্ষা কার্যে অগ্রসর হয়।
ভক্তের আহ্বানে তথা আর্তের রক্ষণ তরে
নাগপর্যঙ্ক ছাড়ি প্রভু আসি অবতরে।

তথা হি—

"নাগপর্যঙ্কমুৎসজ্য হ্যাগতঃ মথুরাং পুরীম্।"

(বিঃ পুঃ)

দীপ্ত মণি বর্ণ কৃষ্ণ অপরূপ রূপে আসে
ভক্তগণে দাসরূপে বাঁধিবারে রূপ-ফাঁসে।

তথা হি—

"দাস্যং শ্রীকর্ত্তুরাবির্ভূতো গোপরাজঃ খলু।"

(আড়্বার দিব্যসূক্তি)

সাথে আসে নিত্যসূরী নিত্যদাস পক্ষীরাজ
সূরী দেখে তার নাসা-অগ্রে রক্ত অলঙ্কার।
শ্রীবৎস চিহ্ন সম পক্ষীরাজ তার
স্বরূপের নিরূপক কহে আড়্বার।
অসুরাভিযানে যান আরোহি গরুড়োপরি
অসুরে নাশেন পুনঃ সে গরুড়ে সঞ্চারি।

যথা হি—

'ত্বদঙ্ঘ্রি-সম্মর্দকিণাঙ্কশোভিনা।' (আলবন্দারস্তোত্র)

অসুর বিনাশে যেবা প্রভু পরিকর
আশ্রিতের তিনি হন ভোগ্য অলঙ্কার।
দুষ্ট বলী লঘু শিষ্টে যবে করে অত্যাচার
সেই শিষ্ট নিজ জীবে রক্ষে প্রভু অনিবার।
সর্বশেষী মোর স্বামী কল্যাণ গুণবান
প্রেমভরে করি আমি তাঁর স্তুতি তাঁর গান।
প্রেমের আবেশে আমি স্থির যে রহিতে নারি
গান করি তার সাথে হর্ষভরে নৃত্য করি।
প্রভু উপভোগে হই প্রতিবন্ধ-শূন্য আমি
পূর্ণ উপভোগ দেন মোরে আমি ভাল জানি।

॥৩।১০।২॥

——

তৃতীয় শতক, দশম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভুর ভোগ্যতা স্মরি মোর প্রীতি বলাৎকারে
কৈঙ্কর্যে প্রবৃত্ত করি মোর দুঃখ দূর করে।

মূল গাথা

অতি ভোগ্য অদ্বিতীয় একমাত্র যিনি স্বামী
মোর স্বামী তথা পুনঃ ত্রিলোকের স্বামী যিনি।
ক্ষীর মধু সুধাসার ইক্ষু মিষ্ট পক্ক ফল
যিনি পুনঃ মধুস্যন্দি তুলসী কিরীটধর।
প্রণমি প্রণমি তাঁরে অনুভবে মগ্ন আমি
অতয়ে আমার মনে তিলমাত্র দুঃখ নাহি।

॥৩।১০।৩॥

ব্যাখ্যা—
অগণিত শ্রেষ্ঠ ভোগে যিনি মহা সম্মিলনী
যিনি ত্রিলোকের একমাত্র অদ্বিতীয় স্বামী।
ব্রহ্মাদি দেবেরও নাথ তিনি পুনঃ নাথ আমার
পরমোপভোগ্য সে যে তুলনা কোথায় তার।
তথা হি—
'ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবত্তরম্।
(রাঃ কিঃ)

অন্তরে বাহিরে মধ্যে তিনি সর্বরসধন
মূর্তিমান রস যেন উপভোগে অতুলন।
হস্তস্পর্শবিবর্জিত তিনি ইক্ষুদণ্ড
কাঠিন্যবিহীন যরি তিনি মধুখণ্ড।
পরমোপভোগ্য ক্ষীর অতৃপ্ত-অমৃত তিনি
অতীব যে মহাস্বাদু পরিপক্ক ফল গণি।
এ সব উপমা নহে স্বয়ং উপমেয়
হেন শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু তিনি অদ্বিতীয়।
গুণমাত্র নহে তিনি রূপেও উপভোগ্য-সার
মধুস্যন্দি-তুলসী-কিরীট শিরে অলংকার।
এ কিরীট কহে তিনি উভয় বিভূতিপতি
সর্ব পরবস্তু পুনঃ সবারি আশ্রয় অতি।
স্বরূপেতে তিনি 'শেষী' আমি 'শেষ' তাঁর দাস
প্রণমি প্রণমি তাঁরে উজ্জীবনে মোর আশ।
এ সম্বন্ধ ভাবি অনাসক্ত বিষয়ান্তরে
পূর্ণ অনুভবে প্রভুর দুঃখ মোর গেছে দূরে।
তথা হি—'রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।'

॥৩।১০।৩॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ইতর দেবতা ভজি দুঃখ নাহি যায় দূরে
সর্ব দুঃখ যায় যদি প্রভুরে আশ্রয় করে।

মূল গাথা

নিজ ভক্ত বাণরাজে সমরে রক্ষার তরে
ত্রিপুরঘ্ন রুদ্রদেব সদলে গমন করে।
সেই রুদ্রে পুত্রে তথা অগ্নি আদি দেবতারে
যুদ্ধ জয়ে কৃষ্ণ তবে পক্ষীরাজে সঞ্চারে।
হেন মায়ী গোপ চক্রধারী শ্রীঅচ্যুত হরি
সমাশ্রয়ে আমি সর্বদুঃখহীন কহে সুরী।

॥৩।১০।৪॥

ব্যাখ্যা—
বাণরাজ অনিরুদ্ধে১ যবে কারাবদ্ধ করে
তবে কৃষ্ণ অতি ক্রুদ্ধ সমরাভিযান তরে।
ভক্ত বাণ প্রার্থনায় রক্ষণে প্রতিজ্ঞা করি
সদলে আসেন তথা রুদ্রদেব অস্ত্র ধরি।
শার্ঙ্গধনু টঙ্কারে তথা পাঞ্চজন্য ঘোষে
মোহগত রুদ্র তবে কৃষ্ণের সকাশে আসে।
তথা হি—
"পারবশ্যং সমায়াতঃ শূলী কৃষ্ণেন তেজসা
পাঞ্চজন্যস্য ঘোষেণ শার্ঙ্গবিস্ফুর্জিতেন চ।"
এ মোহের হেতু রুদ্রদেব যে স্বয়ং জানে
ত্রিপুর দহনকালে শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রমে।
তাঁর চাপবল, দৃঢ় বক্ষ তাঁর শরশক্তি
রুদ্র-আত্মারূপে পুনঃ করেছেন কার্যসিদ্ধি।
সমুদ্র মথনে যথা স্বয়ং ভগবান হরি
কূর্ম মন্দরগিরি মোহিনীর রূপ ধরি।
পুনঃ আকর্ষয়ি রজ্জু অসুরে ছলনা করে
তথা জানি হেথা রুদ্র কৃষ্ণেরে মর্যাদা করে।
কৃষ্ণ হস্তে পরাজিত রুদ্র, পুত্র কার্ত্তিকেয়
দেব সেনাপতি যিনি তথা বৈশ্বানর সেহ।

১ অনিরুদ্ধ—কৃষ্ণের পৌত্র।

কৃষ্ণের আশ্চর্য শক্তি তবে সর্বদেব হেরে
দুইকর রাখি বাণের[১] অন্য ভুজ ছিন্ন করে।
সেই দুই করে কৃষ্ণে বাণরাজা স্তুতি করে
হেন উদারতা প্রভুর ভক্তই বুঝিতে পারে।

তথা হি—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্
পরেশং পরমাত্মানমনাদিনিধনং পরম্।"
(বিঃ পুঃ—৫।৩৩।৪১)

হেনমায়ী অচ্যুত কৃষ্ণ চক্রধারী হরি
আশ্রিতেরে রক্ষয়ে কভু নাহি পরিহরি।
অনিরুদ্ধে রক্ষে কৃষ্ণ পৌত্র জ্ঞানে নয়
শরণাগত সে তাই রক্ষয়ে প্রভু তায়।
হেন কৃষ্ণ সমাশ্রয়ে সর্বদুঃখহীন আমি
শরণাগতের প্রতি একান্ত দয়াল তিনি।

॥৩।১০।৪॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বৈদিকপুত্র আনয়ন ব্যাপার অনুষ্ঠানে
সর্বদুঃখ নষ্ট তায় কৃষ্ণাশ্রিত মোর মনে।

মূল গাথা

মৃত দ্বিজ অপত্যার্থে বৈদিক ব্রাহ্মণে পার্থে
সাথে লয়ে দিব্যরথে করিয়া গমন।
অনায়াসে একদিনে পুনঃ তাহে একই ক্ষণে
সর্বলোক অতিক্রমি করি আনয়ন॥
পূর্ণ দেহ সহ প্রাণ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান
সেই পুত্রগণে যিনি করে প্রদর্শন।
এ হেন সে কৃষ্ণধনে মোর পূর্ণ সমাশ্রণে
এবে মোর মনে সর্ব দুঃখ বিনাশন॥

॥৩।১০।৫॥

ব্যাখ্যা—

পার্থের প্রার্থনা শুনে কৃষ্ণ মোর সেই দিনে
মৃত দ্বিজ পুত্রগণে যায় আনিবারে।
বেদবিদ্ ব্রাহ্মণে তথা সখা অর্জুনে
সাথে লয়ে দিব্যরথে গমন যে করে॥

১ বাণরাজার সহস্র ভুজ ছিল।

পার্থ অতি গুণবান কৃষ্ণ একাবলম্বন
পিতা গোপ্তা আদি তার সবই জনার্দন।
বৈদিক ব্রাহ্মণও তবে ভক্তিমান কৃষ্ণপদে
উভ সাথে উর্দ্ধ পথ করে অতিক্রম॥

"পিতা গোপ্তা চ মন্ত্রী চ সুহৃচ্চৈব জনার্দনঃ।"

দিব্যরথে দাঢ্য দানি প্রকৃতির সীমাভূমি
অনায়াসে প্রভু উপস্থিত সেই স্থানে।
সে সীমায় দোঁহে রাখি পশিল প্রভু একাকী
নিরবধি তেজোময় আপন বৈকুণ্ঠধামে॥

তথা হি—

'অত্যর্কানলদীপ্তং তৎস্থানং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।'

হেন দীপ্তি দরশনে মাংস চক্ষু অসহনে
তাই প্রভু রাখে দোঁহে প্রাকৃত সীমান্ত স্থানে।
নিত্য মুক্ত জীবমাত্র প্রবেশে সমর্থ তত্র
জলে যথা প্রবেশয়ে মৎস্য মহানন্দ প্রাণে॥
ব্রাহ্মণের পুত্রগণে পূর্ব দেহসহ[১] আনে
সেই দিনে সেই ক্ষণে প্রদর্শয়ে ব্রাহ্মণে।
কালের প্রভাবলেশে নাহি অপ্রাকৃত দেশে
কোন পরিণাম দেহে ঘটেনি যে সেই স্থানে॥
বেশ-ভূষা অলঙ্কৃত দেহে ক্ষৌমবস্ত্র-ধৃত
স্বর্ণ উপবীত তাদের গলে শোভা পান।
হেন সুসজ্জিত আনি দ্বিজে পুত্রগণ দানি'
করে প্রভু উভয়ের সন্তোষ বিধান॥
শ্রীভট্টর[২] আচার্যেরে কোন ভক্ত প্রশ্ন করে
জন্মকালেই মৃত যদি এই দ্বিজপুত্রগণ।
হেন বেশ-ভূষা তবে ছিল কি তাদের সবে
অথবা শ্রীকৃষ্ণ দত্ত যবে আনয়ন?
ভট্টর কহেন তবে— "ঋষিপুত্র তারা সবে
জন্মকালে সঙ্গে ছিল এ বেশ ভূষণ।
দেবীগণ[৩]-অভিলাষে কর্মবন্ধ অবিনাশে
আনীত বৈকুণ্ঠে এই ঋষি-পুত্রগণ॥
কর্ম সমাপ্তির তরে পুনঃ আনয়ন করে
মোর কৃষ্ণ তথা হ'তে এই মর্ত্যধাম॥

১ পূর্বদেহ—মরণের পূর্বে দৃষ্ট দেহ।
২ পরাশর ভট্টর — রামানুজের প্রধান শিষ্য কুরেশ-স্বামীর পুত্র, রামানুজের জ্ঞানপুত্র, মহাজ্ঞানী ও গুণী বৈষ্ণবাচার্য।
৩ দেবীগণ—বৈকুণ্ঠে নারায়ণের মহিষী।

পুরী কহে, ইথে মোর নাহি দুঃখ ডর
প্রভুর করুণা লাভে, প্রার্থনা যে মোর।
সংসারে বিরক্তি মহা, অতি অনুরাগ তাঁয়
দিয়াছেন প্রভু মোরে নির্হেতুক করুণায়।

তথা হি—আড্বার বচন—

"তাবদ্ অবষ্টম্ভিতঃ পরং যথা বয়ং
ন প্রাপ্নুম্……নাশং অনুমন্যধ্ব কিম্? ইতি
"তং গৃহীত্বা যথা আক্রোশামি তথা বিরক্তির্জাতঃ।"
"মৃদ্ভূমিষ্টভূমিঃ সপ্তসাগরেভ্যো বিশালাকাশাচ্চ
অতীব মহান্ ততোঽপি মহান্ মম অভিনিবেশঃ"
ইতি মম অভিনিবেশ ইতি চ ভগবদ্বিষয়ে
ভক্তির্জাতা।

হেন প্রভু শ্রীচরণে করেছি আশ্রয়
কিছুমাত্র দুঃখ নাই নাহি কোন ভয়।

॥৩।১০।৫॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অপ্রাকৃত দিব্যমূর্তি কৃষ্ণরূপে অবতরি
দিব্যচেষ্টা প্রদর্শনে নেত্রগোচর মরি।
গুণগণ অনুভবে আমি ধন্য মানি
কিছুমাত্র দুঃখগন্ধ তাও নাহি জানি।

মূল গাথা

**নির্মল তেজপ্রভ জ্যোতির্ময়রূপে স্থিত
নররূপে অবতরে, জীব-দুঃখে অভিভূত।
নেত্রগোচর বটে কত না যতনে তবে
সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠিত করে নিজ দিব্যভাব জীবে।
হেন স্বামী মায়ী কৃষ্ণের কল্যাণগুণগণ
অনুভবে ধন্য আমি দুঃখহীন এ জীবন॥**

॥৩।১০।৬॥

ব্যাখ্যা—

শুদ্ধসত্ত্বময় পূর্ণ তেজরূপে অবস্থিত
বৈকুণ্ঠধাম হতে হেথা আসি আবির্ভূত।
সেথা তাঁর দিব্য রূপ তথা তাঁর দিব্য গুণ
সমভাবে রহে হেথা কিছুমাত্র নহে ঊন।
*মূল দীপ হ'তে অন্য প্রজ্বলিত দীপ যথা
তথাকার স্বরূপ ও স্বভাব পূর্ণ রাজে হেথা।*

তথা হি—

'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' [গীতা]

মাংসচক্ষু অগোচর নিত্যসূরী-সুগোচর
অবতরি আপনারে করে নয়নগোচর।
এ হেন সুলভ তবু কত কত ক্লেশ করি
নিজ অপ্রাকৃত ভাব সংসারীর মাঝে হরি।
কত নানা কৌশলে বহুধা বিদিত করে
সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠিত যাহে এ অজ্ঞানী সংসারে।
অনুকূল জীবে নিজ সৌন্দর্যের অনুভবে
প্রতিকূলে নির্দয় প্রহারেতে পরাভবে।

তথা হি—

"কৃত্বা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ।
মোহয়িত্বা জগৎ সর্বং গতঃ স্বং স্থানমুত্তমম্॥"

আপনার বস্তু মানি নিরপেক্ষ সংসারীরে
দিব্য বিগ্রহ নিজ, চক্ষুগোচর করে।
তাঁর বস্তু যথা নিত্যসূরী তথা সংসারী
উভয়েরই 'স্বামী' তিনি মনে হেন সুবিচারি।
প্রভুর স্বভাব যাহা নিত্যসূরীগণ জানে
তাহা জানাইলা প্রভু হেথায়ও সংসারী জনে।
আশ্রিতে পরাধীন আশ্রিত-বাৎসল্য কথা
দৌত্যে ও সারথ্যে তথা দেখাইলা প্রভু হেথা।
হেয়গুণবিরহিত কল্যাণগুণযুত
তথা মরি আশ্চর্য গুণচেষ্টা সমন্বিত।
এ হেন আমার স্বামী-কৃষ্ণ তাঁর গুণগণ
মোরে তিনি সম্যক্ অনুভব করে দান।
হেথা হেন ভাগ্যবান সর্ব দুঃখবিরহিত
চাহি যদি নিত্যধাম করিবে কি বঞ্চিত?
প্রাকৃত এ দেহ ছাড়ি' সেথা গিয়া দিব্যদেহে
চাহি যদি আলিঙ্গন, দিবে না কী?—সূরী কহে।

॥৩।১০।৬॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু নহে কর্মাধীন, এ বিভূতি সৃষ্টি তাঁর
লীলারস অনুভবে, তাই নাম 'লীলাধর'।
এই দৃষ্টিকোণে যদি দেখি, ভাবি জগতেরে
লীলাবিভূতির অন্তর্ভুক্ত না করিবে মোরে।

মূল গাথা

পুণ্য পাপ কর্মভার হ'য়ে নিয়ামক তার
দ্যুলোক নরক আত্মবর্গ সবে নির্বাহক।
জীব-কৃত কর্ম দেখি লীলা-অনুভবে সুখী
এ ভাবে পেয়েছি তাঁরে নাহি মোর দুঃখ শোক॥
॥৩।১০।৭॥

ব্যাখ্যা—

সুখ দুঃখ হেতু পুণ্য পাপরূপী
জীব-করমের নিয়ামক।
কর্ম অনুগুণ ভোগভূমি জীবে
দানে প্রভু তিনি বিধায়ক॥
দুঃখময় নরক যেবা অল্প সুখ স্বর্গ কিবা
উভয় ভূমির পুনঃ তিনি নির্বাহক।
কর্মকর্ত্তা ফলভোক্তা বদ্ধ আত্মা অধিকর্ত্তা
নিত্যমুক্ত আত্মা সবে প্রভুই চালক॥
সংখ্যাতীত বদ্ধ জীবে বিভিন্ন প্রকৃতি তবে
ভিন্ন ভিন্ন মতিভ্রমে ভোগে সুখ দুঃখ।
জীব সুখ দুঃখ হেরি' হাসে লীলাময় হরি
প্রভু লীলারস-ভোজী লীলারসে সুখ॥
সর্ব সুহৃদ্ যিনি যিনি পরম কারুণি
মতিভ্রান্ত জীব দুঃখে প্রভু-প্রীতি কেন তবে?
এই শঙ্কা নিরসনে কহেন ধর্মজ্ঞগণে
উপদেশে নাহি ফল প্রতিকূল ভ্রান্ত জীবে॥
হেন প্রতিকূল জীবে করুণায় প্রভু যবে
হিত কথা কহে তবে বিপরীত ফল।
এত বুঝি কৃপাময় প্রভু যে নীরব রয়
তার কর্ম-অনুগুণ দেন কর্মফল॥

তথা হি—(প্রতিকূল জীব ও ঈশ্বরে বাদানুবাদ)
১"ত্বং মেঽহং মে, কুতস্তৎ তদপি কুত, ইদং
বেদমূল প্রমাণাৎ, এতচ্চানাদিসিদ্ধাৎ অনুভববিভবাৎ,
তর্হি-সাক্রোশ এব। কাক্রোশঃ কস্য, গীতাদিষু মম
বিদিতঃ, কোঽত্র সাক্ষীঃ, সুধীঃ স্যাৎ, হন্ত ত্বৎপক্ষপাতী
সঃ—ইতি নৃ কলহে মৃগ্যমধ্যস্থবত্ত্বম্।"
"আদাবীশ্বরদত্তয়ৈব পুরুষঃ স্বাতন্ত্র্যশক্ত্যা স্বয়ং
তত্তজ্জ্ঞানচিকীর্ষণপ্রযতনামুৎপাদয়ন্ বর্ত্ততে।
তত্রোপক্ষ্য ততোঽনুমত্য বিদধত্তন্নিগ্রহানুগ্রহৌ
তত্তৎ কর্মফলং প্রযচ্ছতি ততঃ সর্বস্য পুংসো হরিঃ।"

প্রকৃত তাৎপর্য কথা ইথে যথা কহি তথা
যাহে এ বিষয়ে হয় শঙ্কা নিবারণ।
জীবের কল্যাণ তরে প্রভু প্রতি আত্মারে
কৃপায় চৈতন্য গুণ করেছে প্রদান॥
সেই সে চৈতন্য পথে নিজ নিজ রুচি ভেদে
মার্গ-ভ্রষ্ট জীব সাধে অনর্থ সাধন।
এ হেন স্বভাব তায় হেরি প্রভু নিরুপায়
জীব কর্ম অনুগুণ ফলের বিধান॥
এ হেন স্বভাব জীবে অনুভবি' প্রভু তবে
হাসিয়া কহেন চাহি লক্ষ্মীদেবী পানে।
"প্রতি জীব-হিত তরে দিয়াছি চৈতন্য তারে
আপন অনর্থ সাধে ল'য়ে সেই জ্ঞানে"॥
জগতের নির্বহণে বাঁধা প্রভু স্বনিয়মে
ইথে নহে ব্যতিক্রম নহেক লঙ্ঘন।
নিজ কৃত নিয়মেরে যদি নিজে ভঙ্গ করে
বিশৃঙ্খল হবে তবে বিশ্ব নির্বহণ॥

১ ভগবান ও অজ্ঞানী জীবের মধ্যে কলহ—ভগবান—রে জীব! তুমি আমার। জীব—না, আমি আমার। ভগবান—কেন বল? জীব—তুমিই বা কেন বলিতেছ বল। ভগবান—বেদই ইহার প্রমাণ। জীব—(আমি যে আমার) ইহাও আমার অনাদিসিদ্ধ অনুভব। ভগবান—কিন্তু সর্বশাস্ত্রই যে 'তুমি আমার' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। জীব—কোন শাস্ত্র কি বলিতেছে? ভগবান—আমার গীতায় সমস্ত কথিত আছে। জীব—ইহার সাক্ষী কে? 'ভগবান—সাক্ষী সাধু। জীব—হায়! হায়! সে তো তোমারই পক্ষপাতী।

কর্ম অনধীন তাঁর জগৎসৃষ্টি আদি তাঁর
তাঁর লীলাকার্য দিয়া মোরে অনুভবে প্রভু।
এ লীলাবিভূতি হ'তে করেন বিমুক্ত তাতে
কোন ভব-দুঃখ মোর নাহি হবে কভু॥

তথা হি—

"ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥"
(গীতা ৪।১৪)

ভববন্ধ বিমোচনে নির্ভর শ্রীচরণে
আশ্রিত আমি তাঁরই চরণকমল।
কোন চিন্তা নাহি মোর প্রভুরই যে সর্ব ভার
ভবদুঃখ বিনাশনে তিনিই সম্বল।

তথা হি—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
(গীতা ৭।১৪)

॥৩।১০।৭॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রীত যিনি নিত্য বিভূতির অনুভবে
পরম পুরুষ তিনি রক্ষে এ জগতে।
জগৎ রক্ষণে তাঁর স্বভাব অনুসন্ধানে
এবে কোন দুঃখ স্থান নাহি পায় মোর মনে।

মূল গাথা

যিনি দুঃখলেশহীন আনন্দে অবধিশূন্য
যাঁর রূপ কান্তি ব্যাপ্ত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।
কমলার ভোগ্য যিনি, যিনি মোর স্বামী
জ্ঞান স্বরূপ পুনঃ সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী।
হেন জ্ঞানদ্বারে যিনি সর্ববিধ অনুষ্ঠানী।
অপার মায়ী সে কৃষ্ণ তাঁর পদ সমাশ্রণে
কোন দুঃখগন্ধ আর নাহি স্থান মোর মনে।

॥৩।১০।৮॥

ব্যাখ্যা—

স্বর্গানন্দ হয় দুঃখমিশ্র তথা পরিচ্ছিন্ন
প্রভুর আনন্দ হয় সর্ব দুঃখগন্ধশূন্য।
'ব্যাপ্ত-কান্তি' অর্থে রূপে সমুদায় আভা
'সৌন্দর্য' কহয়ে প্রতি অবয়ব শোভা।
আপাদ-কেশ তাঁর সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ
প্রতি অঙ্গ লাগে যেন সৌন্দর্যের প্রস্রবণ।
ত্রিপাদ বিভূতি তাঁর তুল্য তরঙ্গিত বয়
এ হেন সৌন্দর্য তাঁর কানন-চন্দ্রিকা১ নয়
এ সৌন্দর্য কমলা-মিলনে পূর্ণ উথলয়।
কমলাবাসিনী লক্ষ্মী মূর্তিমতী পরিমল
পরম উপভোগ্যা প্রভুর পরম আনন্দস্থল।
তাঁহার সংশ্লেষে প্রভুর সর্বেশ্বরে পরিচয়
সৌন্দর্য উজ্জ্বলতর হৃদয় উল্লাসময়।
শ্রিয়ঃপতিত্ব তাঁর স্বরূপের নিরূপক
আনন্দময় শ্রিয়ঃপতি তিনিই তো সর্বেশ্বর।
হেন সর্বেশ্বর স্বামী স্বরূপেতে জ্ঞানাকার
সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী পুনঃ সর্বজীব নিয়ামক।
সর্বেশ্বর-মহালক্ষ্মী একান্ত স্থিতিকালে
রক্ষণ-বিচার জ্ঞানে পরম প্রাধান্য মিলে।
লক্ষ্মীজী-সহায়ে জ্ঞান করি অবলম্বন
জগৎ সৃজন প্রভুর পুনঃ তার নির্বহন।

তথা হি—

"যস্তা বীক্ষ্য মুখং তদিঙ্গিতপরাধীনো বিধত্তেঽখিলম্।"
(কুরেশ স্বামী-শ্রীস্তব)

এই উল্লসিত জ্ঞান সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁর
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েরে করি দেয় সঞ্চার।
তথা হি—"বহুস্যাম্ প্রজায়েয়…। (ছাঃ উঃ)
সংসার বিষয়ে জীবের আসক্তির ফলে
জ্ঞানহানি বলহানি রূপহানি চলে।
লক্ষ্মীভূত সর্বেশ্বর বিষয়ের জ্ঞান
সংসার বিষয়ে বৈরী ইহার বিধান।

---

১ কানন চন্দ্রিকা—কাননে চন্দ্র উদয় হইলে তাহার শোভা দর্শন করিবার কেহ থাকে না, সেইরূপ সৌন্দর্য দর্শনে কেহ না থাকিলে সে সৌন্দর্যকে 'কানন-চন্দ্রিকা' বলা হয়।

সঙ্কল্পরূপ জ্ঞান সৃষ্টি আদিতে সমর্থ
হেন শক্তিমান মোর প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র।
হেন কৃষ্ণ পদাশ্রয়ে অতি ধন্য আমি
তাই মোর মাঝে দুঃখ-লেশমাত্র নাহি।
*লক্ষ্মীজীর সান্নিধ্যেতে তাঁহার পুরুষকারে
সহকারী নিরপেক্ষ প্রভু যে উদ্ধারে।
আনন্দ স্বরূপ তিনি আনন্দ গুনে গুনী
আনন্দাবহ পুনঃ তাঁহার আশ্রিত আমি।*
আনন্দে ভরিলা মোরে নিরানন্দ দূর করি
মোর মাঝে লেশমাত্র কোন দুঃখ আর নাহি।
তথা হি—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" (শ্রুতিঃ)

॥৩।১০।৮॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অঘটঘটন-পটীয়ান বটদলশায়ী
তাঁর অনুভবপ্রাপ্ত মোর অপকর্ষ নাহি।

মূল গাথা

কল্যাণজ্ঞানে পূর্ণ তেজোমূর্ত্তি যিনি
তুলসীর মালাধারী মহামায়ী[১] মোর স্বামী।
মায়াবলে স্বাভিমত ক্ষুদ্র রূপ ধরি
প্রলয়ে রক্ষে বিশ্বে নির্হেতুক উপকারী॥
ব্রহ্মা রুদ্র আদি সবে যত জীব সহ।
ক্ষুদ্র উদর, তবু রাখে সবে তিঁহ॥
হেন অঘটনঘট-শক্তিমান যিনি
করেছি আশ্রয় তাঁরে দুঃখ নাহি জানি॥

॥৩।১০।৯॥

ব্যাখ্যা—

কল্যাণগুণী জ্ঞানী, মূর্ত্তি মহাতেজোময়
তুলসীর মালা মাত্র অলংকারে প্রীত হয়।
নিরবধি বহুবিধ আশ্চর্য শক্তিযোগে
শিশুরূপ ধরি' নিদ্রা নব বটদল ভোগে।

সপ্তলোক অনায়াসে সে ক্ষুদ্র উদরে ধরে
অঘটঘটন-পটীয়ান হেন শক্তি তাঁরে।
ব্রহ্মা আদি দেব সহ সর্ব চেতনাচেতনে
প্রলয়ে উদরে রক্ষি শয়ান নিশ্চিন্ত মনে।
*ক্ষুদ্র উদর পুনঃ সপ্তলোক রহে তথা
তবু বহু অবকাশ হেন শক্তি কবে কোথা।*
হেন সর্বশক্তিমান সর্বরক্ষক তিনি
সর্বজীবে উপকারী তিনি মোর স্বামী।
ব্রহ্মার রাত্রি যবে 'নৈমিত্তিক প্রলয়' আসে
রক্ষিতে জগতে তবে শক্তি রহে ব্রহ্মাপাশে।
সর্বেশ্বরই রক্ষক 'মহাপ্রলয়' কালে
শক্তিমান ব্রহ্মা আদি সর্বজীবে রক্ষা করে।
অনন্য-প্রয়োজনে করেছি আশ্রয় তাঁরে
এ হেন আমারে কোন দুঃখ কি থাকিতে পারে?

॥৩।১০।৯॥

তৃতীয় শতক, দশম দশক—দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জগৎ-শরীরী যিনি সর্ব সত্তা রক্ষা করে
আশ্রিত রক্ষায় দিব্য মূর্ত্তি ধরি অবতরে।
করেছি আশ্রয় তাঁরে, আর কি ভাবনা মোরে
কোনই অনর্থ আর স্পর্শ না করিতে পারে।

মূল গাথা

সর্বদা সর্বত্র ব্যাপ্ত শিথিলতা নাই কোন
জগৎ সৃজনে তিনি অদ্বিতীয় কারণ।
এ হেন অসীম বস্তু পঞ্চেন্দ্রিয় অগোচর
সর্ববস্তু-অন্তরাত্মা নিয়ন্তা তিনি সবার।
কোন বস্তুর কোন দোষে নাহিক পরশ যাঁর
সদাই উজল দীপ্তি শোভিছে স্বরূপে তাঁর।
হেন সে আশ্চর্য শক্তি মায়ী মোর কৃষ্ণস্বামী
তাঁর পদাশ্রয়ে সদা সর্বানর্থশূন্য আমি।

॥৩।১০।১০॥

---

১ মহামায়ী—বহুবিধ আশ্চর্য শক্তিযুক্ত।

ব্যাখ্যা—

সদাই সর্বত্র ব্যাপ্ত শিথিলতা নাই কোন
জগৎ সৃজনে যিনি ত্রিবিধ কারণ[১] পুনঃ।
তাহাও সঙ্কল্পমাত্র নিজ পূর্ণ জ্ঞানে
এ অসীম বস্তু নহে সসীম ইন্দ্রিয়-ধ্যানে।
চেতনাচেতন-অন্তরাত্মারূপে অবস্থানে
তথাপি যে স্পর্শ নহে তাহাদের দোষগণে।
তথা হি—
'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।' (শ্বেঃ শ্রুতিঃ)
অভিবৃদ্ধ দীপ্তি তাই তাহার স্বরূপ
সর্ব-অন্তরাত্মা তিনি জগৎ-শরীর রূপ।
অন্তরাত্মারূপে তিনি জগতের নিয়ামক
পঞ্চভূতে সৃষ্ট লীলা-বিভূতির নির্বাহক।
নিত্য বিভূতিতে সদা বিরাজিত দিব্যরূপে
হেথা আসি অবতীর্ণ পুনঃ তিনি কৃষ্ণরূপে।
অপ্রাকৃত দিব্যকান্তি দিব্যরূপ দিব্যতনু
ভ্রান্ত হয় মূঢ়জন, ইতর জাতীয় জনু।
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ 'আমার শরণ লও'
করিয়াছি আমি তায় তাঁহারই পদাশ্রয়।
তথা হি—'মামেকং শরণং ব্রজ'। (গীতা ১৮।৬৬)

১ ত্রিবিধ কারণ— নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ ও সমবায়কারণ।

বিমুখ অর্জ্জুনে যদি প্রভু করে অভিমুখ
অনুভবে বিদ্ধ মোর নিশ্চয় মিটিবে দুঃখ।
তাঁর পদাশ্রয়ে সদা অনর্থে যে শূন্য আমি
নিত্য ক্রীতদাস আমি, তিনি মোর নিত্য স্বামী।
॥৩।১০।১০॥

—

তৃতীয় শতক, দশম দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

এ দশক অভ্যাসিতে সমর্থ যে জনগণ
তারে আত্মসাৎ করি প্রদানে যে শ্রেষ্ঠ ধন।
বিশিষ্টজনের পাশে করে তারে শ্লাঘ্যমান
সমীচীন সঙ্ঘে[১] পশিবারে যাহে গুণবান।
হেন 'শ্রীবৈষ্ণব-শ্রী'তে ভূষিত করিয়া তারে
শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষ প্রভুজী প্রদান করে।
অবস্থিত করি পরে ত্রিবিধ আত্মার[২] নেতা
আত্মসাৎ করি, ভূরি দানে সে উদার দাতা।
অভিভূত করে তারে স্বীয় ঐশ্বর্য দানে
যাহে জীব সে ঐশ্বর্যে নিজ অন্তর্ভুক্ত মানে।
॥৩।১০।১১॥

১ নিত্যসূরিসঙ্ঘ। ২ বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য আত্মা।

—

আড়্‌বার 'দিব্যসূক্তি' অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

—

চতুর্থ শতক — প্রথম দশক

দশক তাৎপর্য—

চতুর্থ শতকের প্রথম দশকে সূরী
তুষ্ট চিত্তে পরহিতে অতীব যে দয়া করি।
রাজ্যভোগ অস্থির, আত্মভোগ অল্প, তাহা
সম্যক্ বিচারি কহে, শ্রীহরিই ভোগ্য মহা।
পূর্ব ত্রিশতকে কহি প্রাপ্য ও উপায় সার
এবে উপদেশে সূরী, ত্যজ উপায়ান্তর।
গত গাথা অনুভবে তুষ্ট সূরী প্রীতিভরে
সেই তুষ্টি প্রাপ্তি তরে উপদেশে সংসারীরে।
সংসারীরে কহে তব আশ্রিত-বিষয় হের
ক্ষুদ্র তাহা পরিহরি শ্রিয়ঃপতিরে ধর।
প্রথমোপদেশে[১] বৈরাগ্য-ভক্তিতত্ত্ব কহে সার
দ্বিতীয়ে[২] তদ্দত্ত দেহে কর স্তুতিনতি তাঁর।
এবে কহে না ভজহ অল্প ও অস্থির ফলে
প্রভুরে আশ্রয় কর পূর্ণফল লভিবারে।
ঐশ্বর্য কৈবল্য-মুক্তি[৩] উভয়ে যে অল্পফল
সর্বগুণাত্মক যিনি ভজ সেই সর্বেশ্বর।
করুণা প্রেরিত সূরী কহে এই হিতকথা
অযাচিত, রাবণেরে সীতা বিভীষণ যথা।

তথা হি—

"বদ্ধং কলস্ত পাশেন সর্বভূতাপহারিণা
ন নশ্যত্বমুপেক্ষয়ং প্রদীপ্তং শরণং[৪] যথা।"
(রাঃ যুঃ ১৬।২২)

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সার্বভৌম রাজা সেও হ'য়ে রাজ্যভ্রষ্ট
ভিক্ষাজীবী কাটে কাল জীবনাবশিষ্ট।
অতয়ে ভজহ তাঁরে 'নিত্যশ্রী' ভজে যাঁরে
ইতরে ভজনা ছাড়ি ভজ সেই সর্বেশ্বরে।

মূল গাথা

বহুকাল একছত্র শাসিল পৃথিবী
হ'তে পারে এ জন্মেই নিঃস্ব ভিক্ষাজীবী
অনিত্য সকলি হায় অর্থ পরিজন
ত্যজ তারে ভজ ত্বরা শ্রীহরিচরণ।

॥৪।১।১॥

ব্যাখ্যা—

দীর্ঘ দীর্ঘকাল ধরি ভুঞ্জে সসাগরা ধরা
সার্বভৌম রাজারূপে শাসন করিল যারা।
একছত্র রাজা যথা পৌণ্ড্রক মান্ধাতা
কার্ত্তবীর্যার্জ্জুন আদি রাবণ হিরণ্য তথা।

তথা হি—

"সমুদ্রপরিবৃতভূমিবিস্তারং সর্বং মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।"

হইলা বিলীন সবে বিরাট কালের গ্রাসে
রাজ্য ও ঐশ্বর্য তবু বিফল যে শতায়াসে।
রাবণ ত্যজিল ভ্রাতা, হিরণ্য ত্যজিল সুত
যতই ঐশ্বর্য তাহা হইল যে ধূলিভূত।
রাজ্য হয় মহাব্যাধি, চিকিৎসা-অতীত
মত্তদর্প নষ্ট, ভগবৎ-বিপরীত।

তথা হি—

"রাজ্যং নাম মহাব্যাধিরচিকিৎস্যো বিনাশনঃ
ভ্রাতরং বা সুতং বাপি ত্যজন্তি খলু ভূমিপাঃ।"

আজ যিনি রাজা কাল পথের ভিখারী
অর্থ বা ভোজন তরে ঘুরে পথে ফিরি।
লোকলজ্জার ভয়ে দিবসে না বাহিরয়ে
বাহিরি আঁধার পথে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লয়ে।
স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র ভিন্ন পূর্বে নহে ব্যবহার
এবে যে মৃত্তিকাভাণ্ড তাও পুনঃ ছিদ্রসার।
অন্ধকার পথে পুনঃ কুক্কুর দংশনে
ক্ষতপদ মহাক্লেশ ভুঞ্জে মনে প্রাণে।
পূর্বে যারা ভেটিবারে অনুমতি নাহি পায়
আজ তারা আসে মিলি হেরিবারে দুর্দ্দশায়।

১ সহস্রগীতি ১।২। ২ সহস্রগীতি ৩।১।
৩ কৈবল্য-মুক্তি—যে মুক্তির দ্বারা কেবল আত্মদর্শন পর্যন্ত সাধিত হয়, ভগবদ্দর্শন হয় না।
৪ শরণ—গৃহ।

পূর্বে যেবা নিজ হস্তে রাজ্য অর্থ করে দান
অপর করদ রাজ্যে, সে যে আজ হীনমান।
সে করদ রাজা আজ তাঁর প্রার্থনায়
হেলাভরে যাহা দেয় প্রাণ বাঁচে তায়।
'রাজ্যশ্রী' এ হেন যদি, ঐশ্বর্যেরও এই রীতি
ছাড় মোহ ভজ ভজ নারায়ণ, শ্রিয়ঃপতি।
দুঃখনিবর্ত্তক তাঁর যুগল চরণ
সে চরণযুগ ভজি' লভ উজ্জীবন।
সর্বভিক্ষাপ্রদ তিনি সর্বজীবে সুনিশ্চয়
কর ত্বরা অবিলম্বে ধর তাঁর পদদ্বয়।

তথা হি—১'তত্র নারায়ণঃ শ্রীমান্ ময়া ভিক্ষাং প্রযাচিতঃ।' (মৎস্যপুরাণ—রুদ্র-বচন)

ভরত কহিছে যথা, রাম-পদ মোর শিরে
অলংকৃত হবে যবে মোর দুঃখ যাবে দূরে।

তথা হি—'যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিব ব্যঞ্জনান্বিতৌ।' (রাঃ অঃ—ভরত-বচন)

জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী কোনই বিশ্বাস নাই
পদ্ম-দল-জল যথা এই আছে এই নাই।

তথা হি—
"জীবিতং মরণান্তং হি জরান্তে রূপযৌবনে।
সম্পদশ্চ বিনাশান্তা জানন্ কো ধৃতিমাপ্নুয়াৎ॥"

কল্য করিব বলি না রাখ বিচার
এখনই ধর দুটী চরণ তাঁহার।

"যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া॥"

অর্থে সামর্থ্যে যদি তুমি নিষ্কিঞ্চন
নাহি ভয় ইথে নাহি কোন প্রয়োজন।
মনে মনে কর তাঁর পদযুগ পরশন
ইহাই পর্যাপ্ত ইথে অন্যে নাহি প্রয়োজন।

তথা হি—
"আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়ং চ ভবতি স্মরতাং তং অহর্নিশম্॥"
[হরিবংশ—বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ]

তাই বলি, হে সংসারি কর কর অবধান
কর ত্বরা স্মর তার যুগল সে শ্রীচরণ।
স্মরণের সাথে সাথে ব্যাপ্ত মহাফল
এ স্মরণ উজ্জীবনে কভু না নিষ্ফল।

॥৪।১।১॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
রাজ্যভ্রষ্ট মাত্র নহে, নিজ ভোগ্য পত্নীগণে
দিয়া শত্রুগণে, কষ্টে রক্ষা করে নিজ প্রাণে।

মূল গাথা

**একদা সামন্তরাজে করি পদানত
কহে প্রদানিয়ে কর, ভুঞ্জ রাজ্যসুখ।
এ জন্মেই হেন মহারাজে করি পরাজিত
সে করদরাজ ভুঞ্জে তার পত্নী রাজ্য যত।
পরাভূত মহারাজ ত্যজি তার ধন জন
নির্জন কাননে দুঃখে রক্ষা করে নিজ প্রাণ।
হে সংসারি! ছাড় মোহ ত্যজহ বিলম্বন
কর ত্বরা, ধর শ্রীমন্-নারায়ণ শ্রীচরণ॥**

॥৪।১।২॥

ব্যাখ্যা—
একচ্ছত্র রাজা যবে সামন্তরাজেরে তবে
শাসন-বচনে কহে, 'দেয় কর' দিতে হবে।
পূর্ণ রাজস্ব দানে নাহি ইথে কোন আন
করদানে ভুঞ্জ রাজ্য, রক্ষা কর নিজ প্রাণ।
হেন রাজ্যকালে যত উপভোগ্য নারীগণে
করে সম্মোহিত নিজ ভোগলিপ্সা সম্পাদনে।
হেনকালে কোন অরি করি রাজ্য আক্রমণ
আত্মসাৎ করে তার রাজ্য তথা নারীগণ।
স্বপ্রাণ রক্ষণে দানি নিজ রাজ্য পত্নীগণ
নির্জন গহন বনে করে তবে পলায়ন।
সভয় ভাবনা সদা রাজ্য-চর চারিধার
সঞ্চরে গোপনে সেথা বিনাশিতে প্রাণ তার।
প্রাণভয়ে হেন চিন্তা জারে তারে নিরন্তর
এ প্রাণ রাখিতে তার প্রাণান্ত যাতনান্তর।

---

১ তত্র — শ্রীবদরিকাশ্রমে।

রাজ্যসুখে নারী-সুখে হেন যদি পরিণাম
ছাড় চিন্তা, ধর শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীচরণ।
তব প্রাপ্যবস্তু জেনো প্রভুর চরণ দুটী
কর ত্বরা সমাশ্রণে ইথে কোরো নাকো ত্রুটী।
শরণ্য-পুরুষ মহাপ্রভু নারায়ণ
তাঁর পার্শ্বে মহালক্ষ্মীদেবী বর্ত্তমান।
উভয় সমীপে কর কর সমাশ্রণ
পুরুষ-পুরুষকার অব্যর্থ মিলন।
পাপ ক্ষমা করাইতে লক্ষ্মী-অবতার
শরণ-প্রার্থনা মাত্রে প্রভুর স্বীকার।

॥৪।১।২॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সামন্ত-নৃপতিগণ চরণে পতিত হয়
তথাপি গর্বভরে ফিরিয়া না দেখে তায়।
হেন মহা অহংকারী যদিও সে মহারাজ
তারও দর্প চূর্ণ হয়, সে-ও হয় ধুলিসাৎ।

মুল গাথা

বিজিত সামন্ত রাজা আসি যার পদতলে
লুটায়, তবুও তাহে নাহি দেখে অবহেলে।
সিংহাসনে বসি হেরে নাট্য অভিনয়
সহর্ষে দুন্দুভি আদি বাজিছে সভায়।
হ'তে পারে সেও হায়! একদিন ধূলিমুঠি,
ছাড় মোহ, স্মর নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-চরণ দুটী॥

॥৪।১।৩॥

ব্যাখ্যা—

পরাজিত তবু তারা সামন্ত নৃপতি বটে
আসি পদতলে রাখে নিজ নিজ শ্রীমুকুটে।
লুটায় চরণতলে আপনার শিরভার
তবুও দেখে না ফিরে হেন মহাদর্প যার।
সিংহাসনে বসি' হেরে নাট্য অভিনয়
সহর্ষে দুন্দুভি উচ্চে বাজিছে সভায়।
মহাদর্পী মহারাজ সসাগরা ধরাতলে
তার'ও দর্প খর্ব হয় একদিন যথাকালে।
ধূলিসম সেই দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হয়
ক্ষণিক সে মহৈশ্বর্য, দেখা যায় তারও ক্ষয়।
অতএব ঝটিতি জাগো করো করো চিন্তন
পরবস্তু শ্রীকৃষ্ণের দুটী নলিনচরণ।
আশ্রিত সুলভ প্রভু, ভাঙো ভাঙো নিজ ভুল
তাঁহার চিন্তনে মাত্র সংসার যে ছিন্নমুল।

॥৪।১।৩॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঐশ্বর্যে গৌরবে তথা অস্থির কহিয়া সুরী
এবে কহে হে সংসারী! তুমিও তো ক্ষণস্থায়ী।

মুল গাথা

অগণন জীবগণ যুগ যুগ ধরি যারা
প্রবাহতঃ নিত্য তবু, অনিত্য সকলে তারা।
নিজে, নিজ গৃহে পুনঃ পার্শ্ববর্ত্তী দেশে তথা
দেখ চাহি মৃত্যু বিনা নাহি আর অন্য কথা।
তাল-তরু সম পদ মত্ত-হস্তী সংহারক
ধর কৃষ্ণ-পদযুগ সর্ববিঘ্ন বিনাশক॥

॥৪।১।৪॥

ব্যাখ্যা—

সিন্ধুমাঝে মজ্জমান তার যত চিন্তা সম
লোকযাত্রা চিন্তনে তব চিন্তা অগণন।
ধন জন যশ নিজ বাড়িবে কেমনে
এ চিন্তার পার নাই বাড়ে দিনে দিনে।
আপন প্রসিদ্ধি তরে পরহিত কার্য পুনঃ
নিজ হিত লাগি হায়! নাহি কোন চিন্তন।
অগণিত যুগ ধরি অগণিত নরপতি
অগণিত রাজ্য পালি' করে পুনঃ গতাগতি।

তথা হি—
'সহস্রযুগপর্যন্তং অহর্যদব্রহ্মণো বিদুঃ।'
"গঙ্গায়াঃ সিকতাধারা যথা বর্ষতি বাসবে
শক্যা গণয়িতুং লোকে ন ব্যতীতাঃ পিতামহাঃ॥"
[বিষ্ণুঃ ধর্মঃ]

প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে হেন জীবসংখ্যা অগণন
প্রতি জীব নাশমান জানে তাহা সর্ব জন।
ক্ষুদ্র জীব মৃত্যুকালে নিজে নষ্ট হয়
জগতে প্রসিদ্ধ যারা মৃত্যুকালে অন্যে লয়।
যথা ভগ্ন মহাদ্রুম ভগ্ন হ'য়ে নাশকালে
অন্য অন্য ক্ষুদ্র তরু তার সাথে নষ্ট করে।
চারিধারে যত দেখি সর্বত্র মৃত্যুর বাণী
সূরী কহে, সংসারি! সচেতন হও জানি।
তাল-তরু সম স্থিত অতি দৃঢ় পদ যার
সেই মত্তহস্তী-ঘাতী ধর পদযুগ তাঁর।
যত বাধা বিঘ্ন, যত প্রবল দুর্বল
সর্ব বিনাশন কৃষ্ণ অতি মহাবল ॥

॥৪।১।৪॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সম্পদ-সমৃদ্ধি যথা নহে কোন স্থির
অঙ্গনার আলিঙ্গনও তদ্রূপই অস্থির।

মূল গাথা

'দয়া কর' বলি যত সুন্দরী অঙ্গনাগণে
মৃদুতল্পে আলিঙ্গনে বাঁধে মহা ধনবানে।
ধনহীন যবে তারা জীর্ণবস্ত্র পরিধান
আসে অঙ্গনার পাশে, করে তারা বিতাড়ন।
সেই কটুবাণী তথা সেই কটু আচরণ
প্রণয়ের বার্ত্তা মানি করে সেথা বিচরণ।
অসার অনিত্য জানি ত্যজ ত্যজ মোহ তার
গাহ 'নীলমণি-গান' মোর স্বামী নিত্য সার।

॥৪।১।৫॥

ব্যাখ্যা—

সুখ শয়নোপরি মোহিনী সুন্দরীগণে
কত চাটুবাণী কহে কত না নৃপতি জনে।
কহে—দয়া করি কর বার্ত্তা আলাপন
পরিতৃপ্ত হব মোরা ধন্য হবে এ জীবন।
ভট্টপরাশর কহে—এ দয়া প্রার্থনা
সুন্দরীগণের নহে, নৃপতি-যাচনা।
তাহাদের রাখি সুখশয্যার উপরে
আপনি যে দাসরূপে বসে শয্যাতলে।
দুটী কর জুড়ি কহে—'কর দয়া মোরে'
কহ মন-অভিলাষ পুরাইব তারে।
অন্তরঙ্গ অঙ্গনার অধীন যে রহে
বহিরঙ্গ অনুচরে প্রভুত্ব সে করে।
নৃপতির কথা শুনি তবে এ সুন্দরীগণে
নীরব, তৎপর বেশবিন্যাস সংশোধনে।
হেন অনাদরে পুনঃ প্রেমের আকুতি ভরে
সে অঙ্গনাভোগে মরি কত স্তুতিবাদ করে।
কালবশে রাজা যবে হয় রাজ্যহীন
জীর্ণবস্ত্র পরিধানে হয়ে অতি দীন।
যায় সে অঙ্গনাপাশে কিছু অর্থ প্রাপ্তি আশে
দূর হতে বিতাড়য়ে কহি তারে কটু ভাষে।
শুনি সেই কটুবাণী দেখি কটু আচরণ
প্রণয়ের বার্ত্তা মানি করে তথা সঞ্চরণ।
হেন মোহ মানবের হেন দশা দুর্গতির
সদা ফিরে সাথে সাথে রাজা কিংবা ভিখারীর।
প্রভুকৃত্য তথা নয় তিনি সদা দাসগুক্তে
অযাচিত দান তাঁর, দাসগুণে সদা মুগ্ধ।

তথা হি—

"এষ সর্বস্বভূতস্তু পরিষঙ্গো হনূমতঃ
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তং তস্য মহাত্মনঃ।"
(রাঃ সুঃ—হনুমান প্রতি রামবচন)

হেন আচরণ দেখ' হনুমৎ প্রতি তাঁর
কোন দাস্যে ব্যাজ করি দেন তিনি দেয়-সার।

তথা হি—

"স্নেহো মে পরমো রাজন্……ভাবো নান্যত্র গচ্ছতি।"
(রাঃ উঃ—রাম প্রতি হনুমানবচন)

আশ্রিত বিষয়ে হেন অতি মহা উপকার
করে যেই সেই স্বামী নিত্য স্বামী যে আমার।
সে নীলমণির নাম কর উচ্চারণ
নাম উচ্চারণ মাত্রে লভ উজ্জীবন।
নামই অতি ভোগ্যভূত নামই যে জীবন
নামের ভোগ্যতা ছাড়ি নামী নাহি প্রয়োজন।

॥৪।১।৫॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কত রোগী বাঁচিয়াছে বৈদ্য যে গণয়ে তারে,
কত বাঁচে নাই তার গণনা সে নাহি করে।
যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদেরও দশা কহি
কত সুখে থাকে তারা, শুন এবে কহে সূরী।

মূল গাথা

বরষা প্লাবনে বারিবিন্দু লীন রহে যথা
সুখজীবী ভাবে যারা তাহাদেরও সুখ তথা।
পাপকর্মে তাহাদের ধীরে ধীরে হয় নাশ
সৃষ্টি হ'তে অদ্যাবধি সুখীর বৃথা সুখ-আশ।
জীবনে প্রকৃত সুখ তুমি যদি চাহ এবে
বিশাল সাগরশায়ী স্বামীপদ ভজ তবে॥

॥৪।১।৬॥

ব্যাখ্যা—

সংসারী জীব নিজ জীবনে সুখের মানে
সে জীবনে নাশ বলে মহাজ্ঞানী সূরীগণে।
বর্ষার প্লাবনে যথা জলবিন্দু মগ্ন রয়
তথা এই সুখজীবী সংসারসাগরে হায়।
জন্মে জন্মে পাপকর্মে লভি অধোগতি
সংসারসাগরতলে হয় তার স্থিতি।
সৃষ্টি হ'তে অদ্যাবধি হেন সুখজীবী তারা
প্রকৃত যে স্থির সুখ, তারা সেই সুখহারা।
স্থির সুখ যদি চাও শুন মোর হিতকথা
ক্ষীরার্ণবশায়ী স্বামী তাঁর পদ ভজ তথা।
কবে কোন জীব মোরে ডাকিবে আশ্রয়-তরে
সেই ডাক শুনিবারে সাগরে শয়ন করে।
হেন 'সর্বশেষী' যিনি তাঁর 'শেষভূত' তুমি
তব স্বরূপানুরূপ তাঁর সেবা সুখভূমি।

॥৪।১।৬॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরীরে সংসারী তবে কহে—অন্নপানাদিরে
ধারক ও ভোগ্যরূপে প্রয়োজন এ সংসারে।
সংসারি—রে! ভ্রম তব অন্নপানাদির আশা
তার তরে প্রভুপদে রাখ তুমি সে ভরসা।

মূল গাথা

সুদিনে তোমায় কত কত বালা এসে
ষড়রসময় মিঠা ভোজ্য দিয়া তোষে।
তব পরিতৃপ্তি পরে পুনঃ মধুর বচনে
সে মোহিনী-প্রার্থনায় তোষে পুনহু ভোজনে।
কুদিনে ক্ষুধিত হেরি তোমা তারা উপহাসে
ভজ রূপগুণময়, ত্যজি ছার মোহপাশে।

॥৪।১।৭॥

ব্যাখ্যা—

ভিক্ষাজীবী নরে যবে হয় কিছু অর্থাগম
অভিলাষ বাড়ে করে দাসী এক সম্পাদন।
গ্রাম্য বন্ধু বহু আসে দেয় তারে প্রলোভন
চব্য চোষ্য আদি নানা ষড়রস সুভোজন।
যথা শক্তি করি তায় উদর পূরণ
উত্থানরহিত ভূমে করয়ে লুণ্ঠন।
জলুকা রুধিরপানে স্বতঃই বিমুক্তমুখ
হ'য়ে ভূমে পড়ে রয়, তথা এ ভোক্তার দুখ।
হেনকালে স্নেহবতী বামাগণ আসি হেথা
তোষে তারে নানাভাবে তোষামোদ বাক্যে তথা।
অল্পাহারে দেহ তব তুষবৎ কৃশ হায়
তব কোন অমঙ্গলে মোদের রক্ষক নাই।
সে মধুর চাটুবাণী শুনি ভাবে ভ্রান্ত মনে
পূর্ণাহার পূর্ণ নহে মম উদর পূরণে।
তবে বামা মহাপিণ্ড গ্রাস লয়ে ধরে মুখে
ভোজন করয়ে তাহা তৃপ্তিভরে মহাসুখে।
হেনকালে ক্ষীণ যবে পুনঃ তার অর্থাগম
বামাগণ ত্যজি তারে ধরে অন্য ধনবান।
অর্থহীন অন্নহীন ক্ষুধার তাড়নে
সহৃদয় ভাব যায় পূর্ব বামাগণে।
করয়ে যাচনা নিজ উদরান্ন তরে
ফিরে নাহি চাহে তারা, অতি অনাদরে।
পূর্ববৎ ভিক্ষাজীবী করয়ে সঞ্চার
বুঝহ সংসারদশা, বুঝ তার ব্যবহার।
ত্যজ তার মোহপাশ অসার এ সংসার॥

জীবন ধারণে ধর সে অব্যর্থ সন্ধান
জগৎকারণ যিনি তুমি যাঁর সন্তান।
আদি সুন্দর জ্যোতি, জ্যোতির্ময় অপরূপ
তুলসীকিরীটধারী মোহনীয় দিব্যরূপ।
স্বরূপ ও রূপ পুনঃ কল্যাণ গুণগণ
সমুহিত করি হও অনুভবে নিমগন।
তিনি নিরবধি অন্ন, ভুঞ্জ তারে অনুক্ষণ
জীবন সুস্থির রবে ইথে কোন নাহি আন।

তথা হি—

"অহমন্নমহমন্নাদঃ।" (শ্রুতিঃ)

"সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতঃ।" (শ্রুতিঃ)

।৪।১।৭।

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক—অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

রাজ্যশ্রী রবে স্থির প্রজাগণে প্রীতি যদি
ভগবদ্-আশ্রয়ণ বিনা তাও যে নহেক সিদ্ধি।
ভগবদ্-আশ্রয়ণে যদি রাজ্যপাল হয়
সে রাজ্য অস্থির তবু আপন স্বভাবে তায়।
তাঁর লাভ তরে কর তাঁরে সমাশ্রণ
হে সংসারি! সার কথা কর অবধান।

মূল গাথা

গুণাধিক যদি হও, পরিপূর্ণ যশো মানী
রাজপুত্র হও যদি উদার গুণেতে গুণী।
সমভাবে মিলি সবে কর আপন অধীনে
সে সম্পদ্ অস্থির তবু প্রভুর প্রসাদ বিনে।
প্রভুর প্রসাদে যদি ভুঞ্জ রাজ্যৈশ্বর্য ভার
তথাপি ঐশ্বর্যভ্রষ্ট আপন স্বভাবে তার।
অনন্তশয়নশায়ী ভজ সেই নারায়ণে
প্রবণ হইয়ে লভ তাঁর পদ, চ্যুতি বিনে॥

॥৪।১।৮॥

ব্যাখ্যা—

রাজ্যশ্রী রবে না তব যদি নহে অধিকারী
হও না যত গুণাধিক হও না পূর্ণ যশোধারী।
অভিষিক্ত রাজপুত্র রাজ্য অধিকার তার।
তবু সে বিফল হবে যদি লোভী অনুদার।
উদার তবুও যদি ক্রোধন স্বভাব
প্রজা নাহি অনুসরে যতই অভাব।
সুলভ স্বভাব যদি করে আপন অধীনে
রাজ্যশ্রী দুর্লভ তবু প্রভুর প্রসাদ বিনে।
ভগবৎপ্রসাদে প্রাপ্ত যদি এই রাজ্যৈশ্বর্য
তবু ভ্রষ্ট সে ঐশ্বর্য আপন স্বভাবে নষ্ট।
নাশ নাই চ্যুতি নাই ধর মরি সে ঐশ্বর্য
ধর সেই পরিপূর্ণে যিনি সর্বৈশ্বর্য-উৎস।
শ্রীমদ্ অনন্তসূরী যাঁর নিরূপক
তথা নিত্য সহচর, সে সর্বপালক।
সেই নারায়ণ নামে হও হে প্রবণ এবে
অনন্তসূরীর সম পাবে নিত্যস্থান-পদে।

॥৪।১।৮॥

তৃতীয় শতক, প্রথম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঐহিক ভোগ অস্থির কহে পূর্ব অষ্ট গাথা
এবে সূরী কহে স্বর্গভোগও অস্থির তথা।

মূল গাথা

নানা ভোগ্য আভরণে বাসনা ত্যজিয়া
ইন্দ্রিয়বিজয়ে বনে তপঃক্লিষ্ট কায়া।
প্রভুর কৃপায় অন্তে স্বর্গলাভ বটে
তাহাও যে অস্থির চ্যুতি তারও ঘটে।
ভজ খগপতি-পতি অচ্যুত সে ফল
দৃঢ় করি ধর তাঁর চরণযুগল॥

॥৪।১।৯॥

ব্যাখ্যা—

ঐহিক যত যত ভোগ্যবস্তুচয়
তপস্যার তরে ত্যজি সবাসনা তায়।

শব্দাদি বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয়পঞ্চকে জয়
অরণ্যে নিবিষ্টকায় কায়ক্লিষ্ট তপস্যায়।
নহিলে প্রভুর কৃপা এ তপস্যা ফলাভাব
প্রভুরই কৃপার বলে দেহঅন্তে স্বর্গলাভ।
তথাপি এ স্বর্গভোগে অবসান পুণ্যক্ষয়ে
বিচারহ সংসারি! কী লাভ এ স্বর্গফলে।
সর্বেশ্বর নারায়ণে ধ্রুবপের নিরূপক
শ্রিয়ঃপতি অনন্তশয়ন গরুড়ধ্বজ।
তিনি সর্বশেষী স্বামী গরুড় ধ্বজায় যাঁর
তুলসীকিরীটী তিনি, তিনি শঙ্খচক্রধর।
হেন গরুড়ধ্বজ সর্বস্বামী-শ্রীচরণ
অবিলম্বে ধর দৃঢ় কর অবলম্বন।
উজ্জীবন লভি তাহে তাঁহারই কৃপাবলে
যার কোন চ্যুতি নাহি পাবে হেন নিত্যফলে।

॥৪।১।৯॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঐহিক ঐশ্বর্য তথা স্বর্গসুখ ফললাভে
অনিত্য কহিয়া সুরী 'আত্মলাভ' কহে এবে।
উক্ত দুটী ফলদ্বয় হ'তে আত্মদরশনে
মুক্ত আত্মা সে অধিক তথা নিত্য তাহা মানে।
আত্মা-অনুভব হ'তে ভগবদ্-অনুভবে
আনন্দ যে নিরবধি, তাঁরে সমাশ্রয় এবে।

মূল গাথা

আত্মদরশন জ্ঞান, ঐহিক ও স্বর্গফলে
অতি সঙ্কুচিত জানি উভয়েরে বরজয়ে।
আত্মলাভে মুক্ত১ বটে আত্মানন্দ সীমাবদ্ধ
অনুভবানন্দে প্রভুর নাহি জ্ঞান নহে লুব্ধ।
হেয়শূন্য সর্বেশ্বরে করহ সমাশ্রয়ণ
আত্মধ্যান পরিহর দিবে শ্রেষ্ঠ মোক্ষধন।

॥৪।১।১০॥

১ আত্মলাভে মুক্ত—কৈবল্যমুক্তি।

ব্যাখ্যা—

বাহ্য বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয় সংযম করি
তবে জীব হয় নিজ আত্মধ্যানে অধিকারী।
বাহ্য বিষয়-ভোগে চিরবাসনা বাসিত
সে মহাবাসনা যত আত্মধ্যানে নিয়োজিত।
আত্মধ্যান অনুভবে ধ্যানী এত মুগ্ধ অতি
ভগবদ্-আবির্ভাবেও নাহি চায় তাঁর প্রতি।
পঞ্চগব্য-রসে সাধে আপনার শুদ্ধি যথা
অন্য কোন ভোগ্য রসে নাহি কোন মতি তথা।
আত্মধ্যানানন্দে মুগ্ধ মহানন্দে নাহি জানে
নাহি করে দৃষ্টিপাত প্রভুজীর আগমনে।
সাংসারিক সুখ হতে আত্মজ্ঞানে সুখাধিক্য
তথাপিও সুরী কহে, এ জ্ঞানে সঙ্কোচ-মোক্ষ।
নিত্য মোক্ষে নিত্যসুরীর অসীম আনন্দ যত
তাহা জানি সুরী কহে আত্মানন্দ সঙ্কুচিত।
আত্মধ্যান ক্লেশকর, উপাসনা১ সুখরূপ
আত্মধ্যানে ডুবাইতে বিষয়-মোহ মহাকূপ।
আত্মধ্যানী ভরতের অন্তিম মৃগ-স্মৃতি
দিল তারে মৃগজন্ম পুনরায় দুর্গতি।
ভগবৎ শরণাগত অন্তিমস্মৃতি তারে
নাহি প্রয়োজন প্রভু স্বয়ং উদ্ধার করে।
অতয়ে করহ দৃঢ় সর্বাশ্রয়ে সমাশ্রয়ণ
সর্ব হেয়শূন্য তিনি, দিবে শ্রেষ্ঠ মোক্ষধন।

॥৪।১।১০॥

চতুর্থ শতক, প্রথম দশক — একাদশ গাথা

দশক পাঠ ফল—

নিজ অনুভব-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ স্মরি'
তাঁরে সমাশ্রয়ণ তরে সংসারীরে কহে সুরী।
তিনিই উপায় পুনঃ তিনিই উপেয়২ ভব
সে চরণ সমাশ্রয়ণে হবে চিরসিদ্ধি লাভ।

১ উপাসনা—শ্রীভগবানের উপাসনা।
২ উপেয়—প্রাপ্যবস্তু ভগবান।

তাঁহার মহিমা তথা স্বরূপ ও রূপ গুণ-
পূর্ণ এ দশক যে পূর্ণ অভ্যাসে ক্ষম।
তার সর্ব মহাদুঃখ হয় নিবর্ত্তন
সে যে সুখে অবিলম্বে লভে উজ্জীবন। ॥৪।১।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু ॥

চতুর্থ শতক — দ্বিতীয় দশক

দশক তাৎপর্য—

গত দশকেতে সুরী মোক্ষ-পুরুষার্থ কহে
অতীব দূরস্থ বলি লভিবারে শক্তি নহে।
পরমার্থ মোক্ষলাভে অতি ব্যাকুলতা তরে
মোহ প্রাপ্ত হয় পুনঃ, নায়িকা ভাবনা তারে।
ইতিপূর্বে তিনবার তিনটী দশকে[১] সুরী
হিত উপদেশ করে আহ্বানিয়ে সংসারী।
সংসারে অনিত্য তথা অস্থির অসার
সর্বেশ্বরই সার বস্তু সর্বগুণাধার।
সংসারে ঐশ্বর্য যত তাহাও অসার
ত্যজ সবে, সমাশ্রণ কর বস্তুসার।
শুনি কহে সংসারী, ইহসুখ ভুঞ্জি এবে
করিব যে প্রযতন দেহান্তে ঈশ্বরলাভে।
হিত উপদেশ ব্যর্থ হেরিয়ে সংসারী জনে
ঈশ্বর-প্রাপ্তিতে বাড়ে ব্যাকুলতা[২] নিজ মনে।
রাবণেরে বিভীষণ-হিতকথা হেন ব্যর্থ
ভগবৎ-সমাশ্রণে নিজে তবে কৃতকৃত্য।
হিরণ্যেরে প্রহ্লাদেরও হিত উপদেশ বৃথা
আপনার প্রেমভক্তি অত্যধিক বাড়ে তথা।
শস্যবৎ ভাসমান ক্ষেত্রে গজতৃণ[৩]
অনুদ্ধারে শস্য হয় নিষ্ফল যেমন।
সেই তৃণ উন্মূলনে শস্য শত শাখা ধরে
সংসার-লিপ্সার নাশে তথা সুরী-ভক্তি বাড়ে।
ঐহিক পারত্রিক সুখ তথা যে কৈবল্য মুক্তি
সবে গজতৃণসম ইহাই সুরীর যুক্তি।
ব্যাকুলতা আর্তি সুরীর অতি অভিবৃদ্ধ
সাক্ষাৎ দরশন বিনা তিলে নহে তৃপ্ত।
অবতারে যথা রূপ, বিপ্রকৃষ্ট দেশ কাল
তথা হেথা সম্মুখ অনুভবে বেয়াকুল।
হেন দরশন লাভে হইয়া বঞ্চিত সুরী
মোহপ্রাপ্ত বিরহিণী নায়িকার দশা ধরি।
হেন নায়িকার মাতা কন্যাবাক্য শুনি শুনি
অভিব্যক্ত করে তার বিরহিণী দশাখানি।
মারুতি দর্শন পেয়ে ভীমসেন নিবেদয়
সাগর-তরণকালে তব রূপে দেখা দাও।
শক্তিমান জানি তারে ভীম নিবেদন করে
তেমতি নায়িকাভাবে সুরী যে যাচয়ে তারে।
ভগবৎ-শক্তি জানি আপন চাপল্যবশে
নায়িকা-ভাবেতে সুরী কহে মহাভিনিবেশে।
ভূতকালিক রূপ গুন তথা দেশ কাল
এখনি করিব লাভ সর্বশক্তি সে দয়াল।

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বটদলশায়ী চরণতুলসী
লাভে আশা করে সুতা।

১ তিন দশক—১।২, ৩।৯, ৪।১—দশকত্রয়।
২ দশক—৩।৮, ৩।১০।
৩ গজতৃণ—শস্যের ন্যায় (ধান্যবৃক্ষের ন্যায়) এক প্রকার বৃহৎ তৃণ।

মূল গাথা

শিশু তবু অনায়াসে সপ্তলোক নিগীরণ
হেন অন্নে বশীভূত বটপল্লবে শয়ন।
সেই স্বামী-পদযুগে অর্পিত তুলসীদল
মুহুর্মুহু এই বাণী বলে যে বালা কেবল॥

॥৪।২।১॥

ব্যাখ্যা—

পাক-পূর্ত্তি শিশুকালে সপ্তলোক নিগীরণে
এত ভাবি সুতা মোর অতীব উদ্বিগ্ন মনে।
সর্ব অবস্থায় প্রভুর রক্ষকত্ব পূর্ণ তায়
প্রেমপরবশ সুতা সে ঐশ্বর্য ভুলি' যায়।
যখন যে রূপ তাঁর যখন যে লীলা-আশ
সেই ভাবে পূর্ণ কিন্তু অন্য ভাব অপ্রকাশ।
রাম-অবতারে যথা নিজেরে মানুষে জ্ঞান
শিশু-অবতারে তথা পূর্ণ শৈশববান।
তথা হি—'আত্মানং মানুষং মন্যে।' বাঃ যুঃ)
পরিপাকে যোগ্যাযোগ্য না করি বিচার
সপ্তলোক নিগীরণে রক্ষণ সবার।
শিশু তবু অনায়াসে এ হেন ব্যাপার
রক্ষক বস্তুর এই আদর্শ স্বভাব।
এত জানি সুতা মোর আপন রক্ষায়
চরণ-তুলসী বলি ঘন ফুকারয়।
হইয়া অন্নের বশ সদ্য বিকসিত দলে
জীর্ণ নহে সপ্তলোক, হেন যে শয়ান ভালে।
শৈশবেও প্রভু যথা রক্ষকত্বে সাবধান
তথা সুতা-মোহ তবু সজীব সম্বন্ধ জ্ঞান।
হে রক্ষক সর্বস্বামী! তোমারে প্রাপ্তির তরে
অবলা সুতার আশা নিরাশ কোরোনা তারে।
'শেষের' আশ্রয়স্থল 'শেষীর' পদযুগল
তাই সুতা অভিলাষে চরণতুলসীদল।
ব্রাহ্মণ উন্মত্ত তবু যথা বেদগান গাহে
তেমনি মোহেও সুতা অভ্যস্ত বস্তুই কহে।
'চরণতুলসী দাও' নিরন্তর হেন ভণে
'তুভবস্তু' কোথা পাব হেন কথা নাহি শুনে।
চরণতুলসী বাঞ্ছা হৃদয়েতে লীন তার
সান্ত্বনায় যুক্তি তর্কে নিবারণে সাধ্য কার।
নিরন্তর মোহ দশা তথাপি প্রলাপে বলে
তাহে ক্লেশ নাই, সবই আমার পাপের ফলে।

॥৪।২।১॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক—দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বে কহি নায়কের ঐশ্বর্যসূচক গুণ
এবে কহে গুণ তার মাধুর্যের অনুগুণ।
মোর সমবয়সিনী যার গোপী-উপকার
গোপী-সম প্রেমিকার রক্ষণে কি বাধা তার।

মূল গাথা

লতা সম ক্ষীণকটি গোপীগণ সনে
ধূর্ত্তপণা করিল যে শ্রীরাস অঙ্গনে।
তার শ্রীচরণোপরি সুগন্ধ তুলসী তায়
পাবো কবে? বলি কাঁদে পাপিনীর সুতা হায়।

॥৪।২।২॥

ব্যাখ্যা—

লতা সম ক্ষীণকটি সুন্দরী গোপিণীগণে
গোকুলের যত নারী বাঞ্ছা পরিপূরণে।
যে করিলা রাসলীলা করে করবন্ধনী
সমানুরাগিণী মোরে উপকারে কিবা হানি।
যথা হি—
"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণ অঙ্গনা।"
এত বলি সুতা মোর পরকীয়া ভাব তার
গোপন হৃদয় কথা আপনি করে প্রচার।
লাজ মান মর্যাদা সব দিয়া বিসর্জন
ফুকারিয়া মনোভাব করিতেছে বর্ণন।
হেন মোর কৃষ্ণধন তার দুটী শ্রীচরণে
সুগন্ধি তুলসী তরে লালসা যে মোর মনে।
চরণতুলসী যরি রাসলীলা নর্ত্তনে
গোপী তথা কৃষ্ণপদ-মর্দিত পর্যায়ক্রমে।

সুগন্ধি ভরিত মরি সে মহা তুলসী
কদম্ব সুগন্ধ পুনঃ মিলে তায় আসি।
সেই সে তুলসী পাতে অতি লালায়িত মন
পেয়ে ধন্য হব কবে, বলি করে ক্রন্দন।
কত যে পাপিনী আমি মোর প্রাণে কত সয়
অবলা সুন্দরী সুতা, হেন দশা তারে হায়।

॥৪।২।২॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
গ্রামমাত্র নহে যেবা দেশ-উপকারক
তার কাছে কোথা মোর প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক।

মূল গাথা

ছন্দোময় সমীচীন বেদমালা স্বরে গানে
করে যার স্তুতি নতি মহাঋষি মুনিগণে।
রক্তিম চরণে তার যে স্বর্ণতুলসী তায়
এনে দাও বলি কাঁদে কন্যা মোর উভরায়।
অবসাদে শিথিলাঙ্গ আলুথালু কেশমালা
প্রবল পাপিনী আমি তাই সুতার এত জ্বালা

॥৪।২।৩॥

ব্যাখ্যা—
বেদ সদা শব্দ তথা ছন্দ সহ হয় ধন্য
স্বরূপ ও রূপ গুণ-বাচী অংশে সামীচীন্য।
তথা হি—
"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"
"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।"
বিস্তৃত এ বেদ পুনঃ বিভূতি তাহার
হেন বেদ গাহে তাঁর মহিমা অপার।
নিত্যসূরীগণ, সনকাদি মুখ্য ঋষিগণ
হেন বেদ স্বরে ছন্দে করে সদা যার গান।
তাঁর দুটী শ্রীচরণে রাতুল যে শোভা মরি
বাতুল হইল সুতা সেই শোভা হেরি হেরি।
জীব তরে অনুরাগ প্রকাশি চরণ পুনঃ
অনুরক্ত রঞ্জিত বিস্তারে চরণ হেন।

ভক্তাভক্ত না বিচারি সর্বজীব শিরোপরি
ত্রিবিক্রম রূপে দেন রক্তিম চরণ মরি।
এ হেন চরণে স্বর্ণ তুলসীর অলঙ্কার
এনে দাও বলি সুতা কাঁদে বহে অশ্রুধার।
স্কন্ধে অর্পিত মালা না করে স্বীকার
চরণতুলসীমালে মাত্র নিষ্ঠা তার।
অবসাদে শিথিলাঙ্গ আলুথালু কেশমালা
প্রবল পাপিনী আমি তাই তার এত জ্বালা।

॥৪।২।৩॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
অবতার কাল সে যে সুদূর অতীত সবে
এবে দরশন তারে নহে কভু সম্ভবে।
মাতার এ বাক্য শুনি নায়িকা কহিছে এবে
দাও নিত্যধামবাসী-চরণতুলসী তবে।

মূল গাথা

হেয়হীন কল্যাণ গুণগণে যেবা নিষ্ঠ
তার উপকারী যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সিদ্ধ।
চরণের অলঙ্কার কনক তুলসী তার
পাপিনীর সুতা কহে দিয়া কর উপকার।

॥৪।২।৪॥

ব্যাখ্যা—
নির্দোষ কল্যাণগুণ প্রতিটি উদার হেন
সেই গুণে অনুভবী সম্যক যে নিমগন।
শীলগুণ বীরগুণ রূপগুণ আদি যত
যে গুণে যে মগ্ন অন্য গুণে হয় সে বিরত।
নানাবিধ ব্রহ্মবিদ্যা, তাহে একে নিষ্ঠা যারে
তাহাতেই মগ্ন সে যে অন্য অঙ্গে রাখে দূরে।
নিজ অনুভূত গুণ, যে অঙ্গে তায় অধিক মানে
প্রতিটির মহিমা গায় শত মুখে জনে জনে।
নবনীত চৌর্য ধূর্ত রাস কপটতা আদি
যত বিলক্ষণ গুণ ভক্ত মনে দেয় বাঁধি।

হেন উপকারী তার শ্রীচরণ অলঙ্কার
স্বর্ণ তুলসী দিয়ে সাধ মাতা উপকার।
যিনি সর্বগুণাকর চরণতুলসী তারে
না পাতি খুঁজিছো সুতো, আমারি পাপের তরে।

॥৪।২।৪॥

— —

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পরাৎপর বৈকুণ্ঠনাথ অতীব দুর্লভ
চরণ-তুলসী তার কেমনে সুলভ।
হেন মাতৃবাক্য শুনি নায়কী কহিছে তবে
শুন মাতা মোর কথা কর সুবিচার এবে।
মো সম নায়িকা তরে যেবা সপ্ত বৃষে বাঁধে
বল কিবা আছে বাধা তার পদ-তুলসীতে।

মূল গাথা

নায়িকা নীলার তরে বাঁধে সপ্ত বৃষভেরে
যেই কৃষ্ণ বলরাম নর্ত্তন-কুশল।
চরণ-তুলসী তার দাও বলে অনিবার
দিন দিন তনু ক্ষীণ ঝরে অশ্রুজল॥

॥৪।২।৫॥

ব্যাখ্যা—

স্বাভিমত স্বানুরূপ১ অতীব সুন্দরী নীলা
তারে ভুজ-আলিঙ্গনে অসাধ্য সাধন কৈলা।
সপ্ত বলবান বৃষ একত্রে বিজিত করি
বাঁধে সবে এক সাথে হেন বলবান অরি।
বিজয়ের হর্ষে কৃষ্ণ কুম্ভ-নর্ত্তন২ করে
নীলাদেবী-পিতৃপণ৩ জিনে নীলা লভিবারে।
শ্রীকৃষ্ণের এ লীলায় পুরে নীলা-প্রার্থনা
হেন উপকারী কৃষ্ণ পুরাবে মম বাসনা।

সে চরণে সমর্পিত সুন্দর তুলসী মালা
আনি দাও, রাখ প্রাণ, কহে অনিবার সুতা।
দিন দিন তনু ক্ষীণ ঝরে তার অশ্রুজল
মাতা কহে তার এ ব্যাধি আমারই পাপের ফল।

॥৪।২।৫॥

— —

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্বপৌরুষ রাখে কৃষ্ণ নীলাদেবী উপকারে
আত্মরূপ পরিহরে ভূমিদেবী উদ্ধারে।
সর্বরক্ষক এবে বরাহের রূপ ধরে
তার পদতুলসীরে সুতা অভিলাষ করে।

মূল গাথা

রূপে গুণে উত্তমা ভূমিদেবী লাভ তরে
আদি সুন্দরকালে বরাহের রূপ ধরে।
অনায়াসে দন্তধারে মগ্ন ধরা উদ্ধারে
চরণে তুলসী তার শোভে মহা অলঙ্কারে।
এ হেন তুলসী তরে মুগ্ধা অতি মোর সুতা
সদা কহে এই কথা—হেরিয়া ব্যথিতা মাতা।

॥৪।২।৬॥

ব্যাখ্যা—

সৌন্দর্যে ও স্নেহগুণে উত্তমা ভূ-দেবী-যিনি
অতীব যে শ্লাঘনীয়া প্রধানা মহিষী তিনি।
প্রলয়ে নিমগ্ন ধরা৪ করিবারে সুরক্ষণ
মালিন্য আক্রান্ত হ'য়ে মধ্যে তার বর্ত্তমান।
প্রণয়িনী মলিনাঙ্গ সেথা নিজ রূপ ধরি
অসংস্কৃত দেহে প্রভু 'বরা-রূপে'৫ অবতরি।

---

১ স্বাভিমত স্বানুরূপ — শ্রীকৃষ্ণের অভিমত মত এবং তাঁহার অপরূপ রূপের অনুরূপ।

২ কুম্ভনর্ত্তন—কৃষ্ণাবতারকালে গোকুলে গোপেরা কোন উৎসবে মাথায় এবং দুহাতে পূর্ণকুম্ভ লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নর্ত্তন করিত, ইহা কুম্ভনর্ত্তন।

৩ পিতৃপণ—নীলাদেবীর পিতা পণ করিয়াছিলেন যে, সাতটী বলবান বৃষভকে যিনি একা পরাজিত করিয়া বাঁধিতে পারিবেন তাঁহাকেই তিনি কন্যা অর্পণ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫৮।৩৩,৪৫) নাগ্নজীতি বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৪ নিমগ্ন ধরা—ধরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভূমিদেবী বা ভূ-দেবী।

৫ বরারূপ—বরাহরূপ।

বরাহ-কল্পাদি কালে জলকর্দমাক্ত অঙ্গে
রক্ষিলা সে মগ্ন ধরা উদ্ধারিয়া তীক্ষ্ণদন্তে।
দন্তে অণ্ড-ভিত্তি ছেদি উঠাইল জল হ'তে
দিব্য তেজোময় দেহ দন্ত-অলঙ্কৃত তাতে।
ধরার উদ্ধার-পরে সনকাদি মুনিগণ
রোমান্তস্থা১ হ'য়ে করে পূজা স্তুতি প্রণমন।
শ্রীচরণে অর্পিত পূজার তুলসীমালা
তার তরে মুগ্ধা সুতা হ'য়ে পাগলিনীপারা।
'তুলসী-তুলসী' বলে পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহারা॥

॥৪।২।৬॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সাগর মথিয়া মহালক্ষ্মী যিনি উরে ধরে
চরণতুলসী তাঁর তনয়া লালসা করে।

মূল গাথা

নিত্য শ্রী কমলা রমা, অতীব আদরে তারে
রাখে যিনি আপনার মালাধর উরপরে।
তাঁর চরণার্পিত তুলসীর মালা তায়
লাভে বেয়াকুল সুতা কবে সুস্থা হবে হায়!

॥৪।২।৭॥

ব্যাখ্যা—
অনিন্দ্যসুন্দরীরূপে কমলাবাসিনী তারে
কত না আদরে যেবা রাখে নিজ উরপরে।
সেই উরে শোভে মরি সুবাস কমলমালা
যাহে সুখে বাস করি' লক্ষ্মীদেবী করে আলা।
দেবেরে অমৃতদানে প্রভু সিন্ধুমন্থন—
তাতো নহে, লক্ষ্মীদেবী লাভে এই প্রযতন।
সাগর মথিয়া যবে লক্ষ্মীজীর সমুত্থান
দেবতা-গোচরে তিনি হরি-বক্ষস্থলে যান।
তথা হি—
"পশ্যতাং সর্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ।" (বিঃ পুঃ)

হেন প্রিয়ঃপতি তাঁর শ্রীচরণে সমর্পিতা
তুলসীর মালা লাভে লালায়িতা মোর সুতা।
এ হেন বাঞ্ছিতা মালা অলাভে সে সংজ্ঞাহারা
ভূমে নিপতিতা রহে হ'য়ে পাগলিনী পারা।
ওরে ও সুন্দরীগণ, কবে এই দশা মুক্তি
হ'য়ে কান্তিমতী হবে তোরা যথা, মোর পুত্রী।

॥৪।২।৭॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রিয়তমা জানকীর বিরোধী নিবারে যিনি
সুতা চাহে সে রামের চরণতুলসীখানি।

মূল গাথা

সীতা লাগি রোষে যাঁর হ'লো লঙ্কা ভস্মসার
সে রাম চরণোপরি যে তুলসী ভায়।
তারে সদা চাহে সুতা মানে নাক' কোন কথা
ওরে পূর্তিমতীগণ কি করি উপায়।

॥৪।২।৮॥

ব্যাখ্যা—
জানকী অনন্যা যিনি তাঁহার উদ্ধার তরে
লঙ্কা মাঝে রামচন্দ্র অক্লেশে প্রবেশ করে।
চন্দ্র সূর্য অগ্নি যথা প্রবেশ করিতে ডরে
পাঠাইলা শরানল সেই লঙ্কা দহিবারে।
সে শরে পরশি রাম করি তারে বলীয়ান
ভয়ঙ্কর লঙ্কা মাঝে পাঠাইলা প্রভু রাম।
প্রভু বলে বলীয়ান প্রবেশি শরাগ্নি তথা
লঙ্কা করে ভস্মসাৎ রোধিতে শকতি কোথা।
হেন সে প্রণয়ী রাম চরণ যুগলে তাঁর
সুগন্ধি তুলসীমালা শোভে অতি মনোহর।
সেই তুলসীর পুষ্পে সুতা মোর সদা চাহে
ওহে পূর্তিমতীগণ, কি উপায় করি তাহে।

॥৪।১।৮॥

---

১ রোমান্তস্থা—বরাহের শ্রীঅঙ্গে রোমরাজির মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া।

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — নবম গাথা

নায়কের দিব্যায়ুধ যত দেখিবারে সাধ
অক্ষম কহিতে সবে, সুতা এত অবসাদ।

মূল গাথা

পূর্ণা সখিগণ শুন তোমাদের কন্যা সম
আমার তনয়া নহে, সে যে পাগলিনীপ্রায়।
কভু শঙ্খ চক্র বলে কভু বা তুলসীদলে
নিশিদিন ডাকিতেছে, কি করিব বল হায়।

॥৪।২।৯॥

ব্যাখ্যা----

ওরে পূর্ণা সখিগণ ! মোর কন্যা-কথা শুন
তোদেরও তো কন্যা আছে নহে মোর কন্যা সম।
কি বলিব তার দশা, কি কহিব তার কথা
ভগবৎগুণে মগ্ন সে ভাবে বিভোর সদা।
বাক্যে কহিবারে নারি দেখিয়া বুঝহ সবে
সে তার নায়কগুণে সদাই আবিষ্ট ভাবে।
তথা হি—

"আহ্লাদশীতনেত্রাম্বুপুলকীকৃতগাত্রবান্
সদা পরগুণাবিষ্টো দ্রষ্টব্যঃ সর্বদেহিভিঃ।"

নায়ক বিরহে তার অতি অবসন্ন দেহ
মনোভাব প্রকাশয়ে কত না আয়াসে সেহ।
কভু 'শঙ্খ' উচ্চারয় অতীব আয়াস তায়
কিছু সুস্থ হলে তবে কহে 'চক্র' পুনরায়।
অনুভবে দৃষ্ট বস্তু সুতা মোর কহি যায়
অবসন্ন দেহ তাই শক্তি নাই বর্ণনায়।
চক্রের তীক্ষ্ণতা তথা শঙ্খের শ্বেতিমা তায়
কহিবারে নাহি পারে মাত্র 'শঙ্খ-চক্র' কয়।
শঙ্খ চক্র মাঝে উরে হেরি তুলসীর মালা
'তুলসী তুলসী' বলি কাঁদি উঠে মোর বালা।
এইভাবে একে একে যত আভরণ তায়
কহে মাত্র, বর্ণনে একান্ত অক্ষম হায়।
দিবানিশি অবিরাম এইভাবে কহি যায়
শুনিব কি নিবারিব ? কি করি বল না হায়।

॥৪।২।৯॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তোমার অধীন সুতা কহে নাগরিকাগণ
হিতবাক্যে এবে তারে কর কর নিবারণ।
মাতা কহে, কি কহিব, কন্যা নাহি মানে মোরে
অতি অবসন্না সে যে নায়ক-মিলন তরে।

মূল গাথা

মোর মুগ্ধা কন্যা মোর বচন না মানে তায়
নহে মম বশীভূত, কি করি এখনে হায়।
কৌস্তুভমণিধারী কৃষ্ণপদ-শ্রীতুলসী
না পাইয়ে অবসন্না চিন্তা তার অহর্নিশি।
বিরহে বিবর্ণ ভেল, ভাবি ভাবি তনু ক্ষীণ
ক্ষীণ প্রতি অঙ্গ পুনঃ কৃশ কুচযুগ পীন॥

॥৪।২।১০॥

ব্যাখ্যা—

মম সুতা মুগ্ধা অতি নায়কে তাহার
নায়ক-বিরহে প্রাণ রাখা তার ভার।
কর্ণপাত নাহি করে মোর হিত উপদেশে
আমার অধীন নয়, নহে পুনঃ মোর বশে।
বিরহবেদনা-ভার সুতা যে সহিতে নারে
হেন মহা ব্যথা হেরি' না পারি ত্যজিতে তারে।
প্রদীপ্ত কৌস্তুভ মণি সদা বক্ষে শোভে যাঁর
সেই কৃষ্ণ-শ্রীচরণতুলসীতে মোহ তার।
সেই কৃষ্ণ সে তুলসী হইয়া বঞ্চিতা সুতা
যত মনোব্যথা তার আগে কহিয়াছি তথা।
এবে শুন দেহ তার বিরহে ব্যথিত কত
বরন বিবর্ন ভেল, প্রতি অঙ্গ যত যত।
সকলই যে কৃশ ভেল দিবানিশি নিদ্রাহীন
ভাবি ভাবি পীন কুচযুগে এবে ভেল ক্ষীন।
সুতার এ দশায় মাতা ধৈরয ধরিতে নারে
বেশভূষা দুর্দশা আর না কহিতে পারে॥

॥৪।২।১০॥

চতুর্থ শতক, দ্বিতীয় দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যেই জন এ দশক করিবে অভ্যাস
নিত্যস্থূরী সম কীর্ত্তি রহে তারি পাশ।
স্থূরীর আর্ত্ত মোহদশা কৃষ্ণের বিরহে
দেশকালাতীত বস্তু লভিবারে চাহে।
নিত্যস্থূরিগণও যথা, তথা অধিকারী
তথা ভাগ্যবান এই দশক অভ্যাসকারী।
অদর্শনে আর্ত্ত হেরি করে আর্ত্তি নিবর্তন
কৃষ্ণ আসি দেখা দিয়ে, যথা আর্ত্ত গোপীগন।

তথা হি—

"তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১০।৩২।২)

॥৪।২।১১॥

—

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরুকৃপাবিন্দু॥

—

চতুর্থ শতক — তৃতীয় দশক

দশক তাৎপর্য—

পূর্ব পূর্ব দেশকালে প্রভুর অবতার যত
দরশন লালসায় পূর্বে স্থূরী মোহগত।
ঐকান্তিক প্রেমীভক্ত পেয়ে প্রভু অতি প্রীত
প্রার্থনা পূরণ করে যথা তার মনোমত।
স্থূরী প্রতি এই প্রীতি করে প্রভু প্রদর্শন
এই অনুভবে স্থূরীর আত্মা দেহেন্দ্রিয় প্রাণ।
প্রতি সত্তা হয় যেন প্রভু সাথে সম্মিলন
বসন ভূষণ তাঁর কীর্ত্তি মহিমাগুণ।
মন বাক্য আদি স্থূরী সমর্পয়ে মনে মনে
স্রক্‌চন্দনাদি মানি প্রভুজীর শ্রীচরনে।
পূর্ব পূর্ব দেশকালে প্রভুর অবতার যত
কেমনে দর্শন পায় আড়্‌বার সেই মত।
এই তত্ত্ব উদ্ঘাটনে পূর্ব *আচার্যগন*
কিভাবে নির্বাহ করে ব্যাখ্যাকার কহি যান।
শিশু যদি কাঁদি' বলে 'চাঁদ আনি দাও'
মাতা যথা প্রিয় ভোজ্যে তোষয়ে তাহায়।
তথা প্রভু দানি' অন্ত গুণে অনুভবানন্দ
সন্তোষ সাধয়ে স্থূরীর —কহে *আচার্য গোবিন্দ*[১]
কোন অসম্ভাব্য বস্তু যদি কেহ চায়
অনুরূপ সম্ভাব্য দানে তোষয়ে তাহায়।
তথা প্রভু সম্ভাব্য যোগ্য অনুভব দানি
তুষ্ট করে আড়্‌বারে কহে *শৈলপূর্ণ*[২] জ্ঞানী।
বনগমনের বাণী শুনিয়া পুত্রের মুখে
কৌশল্যা সঙ্কল্প তবে গমনেতে রাম-সাথে।
রাম তবে বুঝাইল অতিভক্তিভরে
'ধর্মহানি ত্যজ' মাতা রহ রাজ-ঘরে।
এত শুনি মাতা হয় দুঃখ বিস্মরণ
প্রাণভ'রে করে রামে মঙ্গলাশাসন।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কহে, 'শোক নাহি কর'[৩]
সেই বাক্যে অর্জ্জুনের বিগত সন্দেহ[৩]।
ভট্ট[৪] কহে সর্বেশ্বর কালচক্র প্রবর্তক
ইচ্ছামাত্রে তাই তিনি কালোপাধি নিবর্তক
কালত্রয়ে বিদ্যমান যত বস্তুচয়
বর্তমানকালে তথা প্রতিভাত হয়।

১ গোবিন্দাচার্য—শ্রীশৈলপূর্ণের শিষ্য।

২ শৈলপূর্ণ—শ্রীযামুনাচার্যের শিষ্য।

৩ 'মা শুচঃ', 'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ'।

৪ শ্রী পরাশর ভট্টর—শ্রীগোবিন্দাচার্যের শিষ্য।

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নীলাদেবী শ্রীজানকী আদি প্রণয়িণী তরে
যথা তব সদা স্থিতি তথা হবে মোর পরে—
এই আশে সত্তা মোর বিকায়েছে তব পায়
সূরী কহে, এবে আমি অতি ধন্য মানি তায়।
তব যত্ন যবে যবে আশ্রিত-বিরোধী নাশে
মঙ্গলাশাসন তবে না করিনু তব পাশে।
তথাপি হৃদয়ে মোর তব উপভোগ্য করি
স্বীকার ক'রেছো প্রভু, 'অহো ভাগ্য' কহে সূরী।

মূল গাথা

বিম্বাধরা নীলা তরে বলী সপ্ত বৃষভেরে
সাথে বাঁধি শ্লথ কৈলে কুকুদে[১] তথায়।
পুনঃ সে জানকী তরে নাশো বলী রাবণেরে
গজদন্ত ভঙ্গ কর কংসের সভায়॥
হায় আমি সে সময় না পূজিনু তব পায়
না করিনু জয়গান মঙ্গলাশাসন।
তব পুষ্প-অঙ্গ তরে মোর মনে অঙ্গীকারে
তৃপ্ত তুমি, মানি তাহা লেপন-চন্দন॥

॥৪।৩।১॥

ব্যাখ্যা—

নীলাদেবী অনন্যা যে, অনিন্দ্যসুন্দরী পুনঃ
তারে আলিঙ্গন তরে ভাঙ্গি বিবাহের পণ।
বলী সপ্ত বৃষে একা কৃষ্ণ একসাথে বান্ধে
শ্লথ করে বল-উৎস সপ্ত কুকুদে স্কন্ধে।
এ মহা শৌর্যের কার্যে চিন্তা মাত্র লাগে ভয়
তাঁর পার্শ্বে রহি তদা না কৈনু সহায় হায়!
মায়ামৃগে ধায় যবে রাম তবে লক্ষ্মণ
কহি 'রক্ষোমায়া' তথা না করিনু সাবধান।
প্রাকারবেষ্টিত লঙ্কা মহাবলী রক্ষোরাজ
তার বধে মহাযুদ্ধে লিপ্ত যবে লঙ্কা-মাঝ।
রাক্ষসের মায়াযুদ্ধ তথা বলাবল তায়
কহে বিভীষণ, সেথা মুই না কহিনু হায়!
দন্তী হস্তী সাথে যুদ্ধ কিশোর বালক যবে
পাশে রহি না করিনু মঙ্গলাশাসন তবে।
মথুরানাগরীগণ তারা ভয়ে বলেছিল
'অসম এ যুদ্ধ হেন' হিংসক কংসের ছল।

আপদকালেতে হেন নাহি মঙ্গলাশাসন
না পূজিনু শ্রীচরণ — হেন বিপর্যয়ে।
না করিনু সমাশ্রয় তব পুষ্প-পাদদ্বয়ে
নাহি হয় তদা মোর হেন ভাগ্যোদয়ে॥
তবু যাই বলিহারি তব কৃপা মরি মরি
বরষে যে মোর 'পরে কহনে না যায়।
তব পুষ্প-অঙ্গে ধন- লেপনাই চন্দন
করেছ হৃদয়ে মোর, কে বুঝিবে তায়॥
যথা সে কুব্জার ঘরে অঙ্গীকার করেছিলে
রুচির চন্দনে তার, নিজ উপভোগ তরে।
তথা কত করুণায় ক্ষুদ্র মোর এ হৃদয়
চন্দন রূপেতে মরি করিয়াছ অঙ্গীকারে[১]॥

তথা হি—

"সুগন্ধমেতদ্ রাজার্হং রুচিরং রুচিনাননে।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্॥"

(বিঃ পুঃ ৫।২০।৬)

॥৪।৩।১॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মোর গান তথা স্তুতি আদি বাক্য যত
সর্বেশ্বর-উপভোগ্য, মোর ভাগ্য এত।

মূল গাথা

সুগন্ধ কুসুমে ভরা মালা সম
(মোর) বাগ্-পরিমল মালা।
মম বাক্কৃত স্তুতি ও ছন্দ
পীতাম্বর আলা॥

---

১ কুকুদ—স্কন্ধোপরি স্থূল মাংসপিণ্ড।

১ অঙ্গীকার—স্বীকার।

দীপ্তিমন্ত ভূষণের সম
(মোর) অঞ্জলি তব প্রিয়।
জগরক্ষক পরমেশ্বর
পিতা তুমি অদ্বিতীয়॥

॥৪।৩।২॥

ব্যাখ্যা—

নিত্য ধৃত যেবা মালা তা' হ'তে অধিক আলা
মম বাক্-কৃত মালা প্রভুর ধারনে।
আমি যে তাঁহারি বস্তু বাক্‌মালা মম বস্তু
অতো মালা তাঁরই বস্তু সুসিদ্ধ প্রমাণে॥
মনোরূপী চন্দনে যে সুগন্ধ বর্ত্তমানে
তা হ'তে অধিক পরিমল এই মালা।
নানা পুষ্প ভাবনায় এ মালা গ্রথিতা তায়
মম বাগ্‌জাতা মালা পরিমলোজ্জ্বলা॥
মম বাক্য উক্তিচয় দীর্ঘ পীতাম্বর হয়
সহস্রগীতির ছন্দে সূত্রাকারে তায়।
সেই সূত্র বৃদ্ধি পায় পীতাম্বর দীর্ঘ তায়
সূত্রের বিস্তারে তাহা হয় শোভাময়॥
অঞ্জলিবন্ধন পুনঃ তাঁর দিব্য আভরণ
প্রতি অঞ্জলি দ্বারে তেজ বাড়ে তার।
যথা 'শেরপাণ্ডিয়ন্'১ কৌস্তুভ আভরণ
ভক্ত-নামাঙ্কিত হ'য়ে মর্যাদা বিস্তার॥
হেন পরমেশ্বর রক্ষক ঈশ্বর
রক্ষা তরে বিশ্বে করে নিগীরণ উদগীরণ।
মোর পিতা অদ্বিতীয় অদ্বিতীয় শ্রীবিগ্রহ
অদ্বিতীয় কৃপা, মোরে মানে নিজ আভরণ॥

॥৪।৩।২॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মোরে তব সর্বভোগ্য বস্তুরূপে পরিণমি
ওহে প্রভু সর্বেশ্বর কৃতকৃত্য আছ তুমি।

মূল গাথা

অদ্বিতীয় হে সৃজন ইচ্ছায়
দুই তিন বহু হ'লে।
ক্ষিতি অপ্ তেজ আদি পঞ্চভূত
হ'লে আপনার বলে॥
চন্দ্র সূর্য, অন্তরাত্মা
তুমি আনন্দে ভ'রি।
সিন্ধু মাঝারে নাগের উপরে
রয়েছ শয়ন করি॥
তব বিগ্রহ- ভোগ্যবস্তু-
রূপে মোরে পরিণমি।
নিজ মনোদুঃখ ক'রেছ গো দূর
কৃতকৃত্য এবে তুমি॥

॥৪।৩।৩॥

ব্যাখ্যা—

প্রলয়ের কালে সর্বজগৎ
রাখি আপনার মাঝে।
ছিলে অদ্বিতীয় সৃজিলে যে পুনঃ
যেখানে যেমন সাজে॥

তথা হি—

'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'।
(শ্রুতিঃ)

সৃষ্টি-আদিতে সৃজিলে যে তুমি
'প্রকৃতি' 'মহান' দুটী।
তব দেহরূপে করি উৎপাদন
তার মাঝে হও দেহী॥
অব্যক্ত 'প্রকৃতি' ব্যক্ত 'মহান'
ব্যক্তাব্যক্ত দেহ।
'কারণ' ও 'কার্য' উভ দেহ মাঝে
আত্মারূপে বিরাজহ॥
'মহান' হইতে 'ত্রিবিধাহঙ্কার'
সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ।
অহংকারত্রয় হইতে সৃজিলে
'ইন্দ্রিয়', 'ভূতগণ'॥

---

১ শেরপাণ্ডিয়ন্ পিরান্—শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানের একটী অলংকারের (কৌস্তুভ অলংকার) নাম। এই অলংকারটী পাণ্ড্যদেশের রাজা 'শেরপাণ্ডিয় তব্বি পিরান্' কর্তৃক শ্রীভগবানকে অর্পিত হইয়াছিল বলিয়া এই অলংকারটী অনুরূপ নামে চিহ্নিত হইয়াছে। এই প্রথা অনুযায়ী শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানের বহু অলংকারের নামকরণ হইয়াছে।

সাত্ত্বিক অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়
তামসিকে পঞ্চভূত ।
চন্দ্র সূর্য আদি বহুবিধ
'কার্যবস্তু' যত ॥
সৃজিয়া সবারে সবার মাঝারে
সূক্ষ্মরূপে প্রবেশহ ।
চেতনের১ মাঝে রহি' সূক্ষ্মরূপে
তার সনে প্রবেশহ ॥
অচেতনে যত পরমাত্মারূপে
পশি' নামরূপ দেহ ॥

তথা হি—

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকবরাণি ।" (শ্রুতিঃ)

"তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ তচ্চাভবৎ ।" (শ্রুতিঃ)

ব্রহ্মাদি যত সৃষ্ট জীবগণ
যা'তে করে সমাশ্রয় ।
তাই সিন্ধু'পরে অনন্ত উপরে
বিরাজ হে নারায়ণ ॥
সৃষ্ট জীবচয়ে তুমিই আশ্রয়
তারি তরে এত শ্রম ।
রক্ষ করুণায় নাম যে সার্থক
মহানাম 'নারায়ণ' ॥
তব বিগ্রহের ভোগ্য বস্তুচয়
স্রক্ চন্দন পুনঃ ।
বস্ত্র আভরণ আদি যত কিলে
মোর মাঝে সম্পাদন ॥
এ হেন সৃষ্টির প্রয়োজন মানি
মোরে কৃপা বরিষণ ।
তা হ'তে অধিক দেখি প্রভু এবে
তব দুঃখ নিবারণ ॥

॥৪।৩।৩॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পুতনা নিধনকালে সেবায় বঞ্চিত তবু
মোর প্রাণে করে নেছো তব শিরোমালা প্রভু ।

মূল গাথা

স্তন পান ছলে পিশাচী পুতনা
সংহার কর যবে ।
বিগ্রহ তব নারিনু সেবিতে
হোলোনা জনম তবে ॥
তথাপি তোমার উজল কিরীটে
পুষ্প মালার সম ।
বামন ! মাধব ! রেখেছো গাঁথিয়া
প্রাণরূপী মালা মম ॥

॥৪।৩।৪॥

ব্যাখ্যা—

পুতনার হিংসা কার্য অতীব যে ভয়ঙ্কর
অবশ্যই প্রয়োজন মঙ্গলাশাসন তার ।
জগৎ রক্ষক যেবা তাহার নিধনে আশ
জগদ্রূপসংহারে পুতনার অভিলাষ ।
কৃষ্ণ বিশ্বপ্রাণ তার নাশে সর্ব বিশ্ব নষ্ট
শরীরী নিহত যদি শরীর অবশ্য ভ্রষ্ট ।
বঞ্চকী পুতনা করে মাতৃরূপে আগমন
শিশু কৃষ্ণ মুখে দেয় কালকূটে ভরা স্তন ।
স্তন্যদ্বারে শুষি লয় পিশাচী পুতনা প্রাণ
এ হেন সে গোপ-মায়ী অঘটন পটীয়ান ।
হেন মায়ী শিশু কৃষ্ণে আসি মাতা যশোমতী
নির্ভয়ে স্তন্য দানি কৃষ্ণে করে শান্তমতি ।
তবে এ আপৎকালে মঙ্গলাশাসন তারে
করিতে না ছিল কেহ, মোর জন্ম হোলো নারে ।
অসহায় বামন ক্ষুদ্র শত্রু মাঝে প্রবেশনে
না ছিল তখনও কেহ তার মঙ্গলাশাসনে ।
মহালক্ষ্মী মাধবের মঙ্গল নিদান তবে
তাঁহারও মঙ্গলগান সহ-অবস্থান যবে ।
মোর ভাগ্যে হয় নাই কোন মঙ্গলাশাসন
তবু প্রভু দিয়াছেন মহা করুণার দান ।
তাহার আপন দীর্ঘ কিরীটে
ধারণীয় মালা রূপে ।
আমার প্রাণেরে কত না আদরে
করিলা স্বীকার তবে । ॥৪।৩।৪॥

---

১ চেতন—জীবাত্মা ।

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক—পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

মোর স্নেহ ভক্তি আদি প্রভু অঙ্গীকার করে
বসন ও ভূষণরূপে কত না আদর ভরে।

মূল গাথা

স্নেহ[১] যে আমার তাও যে তোমার
হেমপ্রভ ভাস্বর।
কিরীটাদি যত আভরণ আর
পরণে পীতাম্বর।
সেই স্নেহ পুনঃ কীর্তি তোমার
ত্রিলোক ঘোষিছে যাহা।
ওহে চক্রধারী ওহে কৃষ্ণ স্বামী
জগতে জানাই তাহা।

॥৪।৩।৫॥

ব্যাখ্যা—

স্পৃহনীয় কিরীটাদি বহু আভরণ রূপে
সুরীর স্নেহেরে[১] প্রভু অঙ্গীকার করে সুখে।
প্রভুজী স্বয়ং সুরীর স্নেহের বিষয় হয
এ স্নেহেরে কেন তবে প্রভু-আভরণ কয়?
উত্তরে কহিছে, আভরণ কান্তি বৃদ্ধি করে
তথা যে সুরীর স্নেহে প্রভুজীরও কান্তি বাড়ে।
এ স্নেহেরে পুনঃ প্রভু অনুরূপ বস্ত্র মানে
কটিদেশে পীতাম্বর মানি বহুমান দানে।
হেন বহুবিধ বস্ত্র জানি স্নেহে প্রীতিভরে
বস্ত্ররূপে মানি 'স্নেহ' সাদরে শ্রীঅঙ্গে ধরে।
একদা শ্রীরঙ্গমে শ্রীবৈষ্ণব রজক এক
শ্রীরঙ্গনাথের বস্ত্র বিশোধিয়া সম্যক্।
অতীব যতনে আনি রামানুজে আগে ধরে
বিধৌত সে বস্ত্র হেরি রামানুজে প্রীতিভরে।
বস্ত্র লয়ে উপনীত রঙ্গজীর শ্রীচরণে
প্রদর্শিয়ে বস্ত্র সেই করে তবে নিবেদনে—
নয়নকমলে প্রভু কর অবলোকন
তব কটি-অনুরূপ বস্ত্র করে বিশোধন।
বস্ত্র হেরি প্রভু প্রীত ভাষ্যকারে ডাকি ক'ন
"রামানুজে! এ রজক হয় মোরে 'স্নেহবান'।
কৃষ্ণ অবতারে কৃত রজকের অপরাধ[২]
ক্ষমিলাম, আর মোরে নাহি কোন মনস্তাপ।"
পুনহু প্রভুর যেবা বিশ্বব্যাপী মহা কীর্তি
সমুদ্রের ঘোষ সম সারা বিশ্ব করে স্তুতি।
মোর 'স্নেহে' প্রভু তাঁর হেন কীর্তি বলি মানে
মোর প্রতি অসীম সে করুণার নিদর্শনে।
এই কৃপা বহি যায় সুদর্শনচক্র-দ্বারে
চক্র-রূপ গুণে মোরে অনন্যার্হ দাস করে।
হেন তমঃপ্রদ ভূমে মোর তমো নিবারণে
করে মহা উপকার কৃপাময় সুদর্শনে।

॥৪।৩।৫॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক— ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য---

তব কোন উপকারে আমি নহি কোন যোগ্য
তবু মম সত্তা হয় তোমার ধারক ভোগ্য।
আমার সমীপে তব নহে আগমন যদি
তথাপি তোমার সত্তা হয় মোর ধারকাদি।
মোরে তব এত স্নেহ প্রণয়াতিশয় তথা
সেই গুণে প্রভু আমি আছি তব পদে বাঁধা।

মূল গাথা

শঙ্খ চক্রে শোভিত হস্ত
তুমি প্রভু নারায়ণ।
প্রলয়ে বাঁচাতে করিলে হে তুমি
নিগীরণ উদ্গীরণ॥

---

১ স্নেহ—এ স্থলে স্নেহের অর্থ ভক্তি। যথা—'স্নেহ যে পরমো রাজন্ ভাবো নান্যত্র গচ্ছতি।' (রামপ্রতি হনুমান বচন)

২ রজকের পূর্ব অপরাধ—কৃষ্ণ অবতারে রাম কৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও রজক তাঁহাকে বিশোধিত বস্ত্র প্রদান করে নাই। তাহার এই আচরণে দুই ভ্রাতাই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রূপ গুণ স্মরি কাঁদি ডাকি যদি
নাহি মিলে দরশন।
তথাপি আমার শিরোভূষা সদা
রণিত ও শ্রীচরণ। ॥৪।৩।৬॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুর প্রণয়াতিশয়ে সুরী হয় মহামুগ্ধ
কাঁদি কাঁদি ডাকে তারে হ'য়ে অদর্শনে ক্ষুব্ধ।
বিরোধীর কাল সম চক্র সুদর্শন করে
বাম করে শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ শোভা ধরে।
প্রভুর এ ভুজদ্বয় অতীব সৌন্দর্য তায়
পাঞ্চজন্য শোভা মরি ধৃত পুষ্প হেন ভায়।
সুদর্শন আভরণ আপৎকালে সখা সম
হেন শঙ্খ চক্রধারী প্রভু মোর নারায়ণ।
প্রলয়-আপদে সারা বিশ্ব রাখে স্ব-উদরে
আপদান্তে উদগীরণে পুনঃ তারে রক্ষা করে।
একই সাথে ক্লেশদান নিগীরণে উদগীরণে
সবই নিজ বস্তু তাই সবই রাখে সংরক্ষণে।
মাতা পিতা ক্লেশ দেয় সন্তানের হিতে যথা
প্রলয়ে উদরে রক্ষে জগৎকারণ মাতা।
প্রলয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, সৃজন উজ্জীবন তরে
জীবে তাঁর হিতকার্য জন্মে জন্মে বারে বারে।
তোমায় আমায় এ সম্বন্ধ নিত্য তথা মধুময়
তব দরশন তরে কাঁদি ডাকি উচ্চরায়।
অবশ্য আসিবে জানি' দরশন দানে
যথা তুমি এসেছিলে গজেন্দ্র মোক্ষণে।

তথা হি—

"নামগ্রাহং চ নাথস্য শীতলকাহলধ্বনিঃ।"

তবে যদি কোনক্রমে নহে তব আগমন
তবু শিরোভূষা মোর রণিত ও শ্রীচরণ।

তথা হি—

"শিরসা ধারয়িষ্যামি ন মে শান্তি ভবিষ্যতি।"
(ভরত বাক্য)

নেত্র বিমোহন যথা তব দুটি শ্রীচরণ
তথা যে মঞ্জীরধ্বনি হৃদি কর্ণ রসায়ন।

॥৪।৩।৬॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক—সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তোমা প্রতি প্রেম তথা অনুকূল বৃত্তি মম
নহিলেও মোর সত্তা প্রভু তব প্রাণ সম।

মূল গাথা

চরণ প্রসারি ভূমি বিক্রমিলে
ত্রিবিক্রমের বেশে।
হে বামন, তুমি বাঁধা পড়ি গেলে
অঞ্জলি পুট পাশে।
পারিনা যে প্রভু বাঁধিতে যে কভু
তীর্থ কুসুম ডোরে।
তথাপি তোমার জ্যোতির্ময় রূপ
প্রাণ সম ভাবে মোরে॥

॥৪ ৩ ৭॥

ব্যাখ্যা—

চরণ বিস্তারকালে আবরয়ে সর্বভূমি
নূপুরে মঞ্জীর বাজে মরি কি মধুর ধ্বনি।
সে রণিত পদযুগে অঞ্জলি বাঁধয়ে যারা
তাহাতে সন্তোষ তব, তাহাদেরই দাও ধরা।
চরণ অঞ্জলি-সাধ্য করিলে প্রকাশ
এ হেন সুলভ তুমি কে করে বিশ্বাস।
ত্রিবিক্রম লীলা তবু কহিছে 'বামন'
বামন-আবেশে সুরীর হেন বিদ্ধ মন।
এ হেন চরণে পুষ্প তথা অম্বু সমর্পণে
দাস্য করণে স্বরূপের সিদ্ধি সর্বজনে।
হেন প্রাপ্ত পদসেবা না করিনু হায়
মোর প্রতি তব প্রেম তবু না ফুরায়।
তব জ্যোতির্ময় রূপ বাক্য অগোচর
মোর প্রাণে মানো নিজ জীবন আধার।
তথা হি—'অহমন্নমহমন্নাদ……।' (শ্রুতিঃ)

॥৪।৩।৭॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী বিনা সর্বেশ্বর, সর্বেশ্বর বিনা সূরী
উভয়ে রহিতে নারে—এ দশা কহিতে নারি।

মূল গাথা

লভিয়া আমারে কত না হর্ষ
তব, হে বিশ্বময়।
হে জ্ঞান মূরতি ওহে জ্যোতির্ময়
ওহে প্রভু প্রেমময়।
মম আত্মা তুমি তব আত্মা আমি
দিলে পরিচয় সার।
মোর প্রতি তব প্রণয়ের কথা
কহিতে শকতি কার॥

॥৪।৩।৮॥

ব্যাখ্যা—

আমারে লভিয়া তব অতি উল্লসিত মন
সপ্তলোক ব্যাপ্তি হেতু দেহ কান্তি নবঘন।
এক ব্যক্তি প্রাপ্তি তরে যথা গ্রাম অবরোধ
তথা মোরে প্রাপ্তি তরে ব্যাপ্তি তব সপ্তলোক।
আমার প্রাপ্তিতে তোমার দেহ মন জ্যোতির্ময়
তোমার আলোকে পুনঃ সপ্তলোকও দীপ্ত হয়।
সর্বশরীরী তুমি হও যদি উল্লসিত
তব হর্ষ-পরশেতে সর্ব বিশ্ব হরষিত।
জ্যোতির্ময় জ্ঞানময় স্বরূপে ও রূপে তুমি
জ্ঞান দানি' বুঝায়েছ কী সম্বন্ধ তুমি-আমি।
মোর স্বরূপ তবাধীন তব স্বরূপ মোরে তথা
তুমি যে আমার আত্মা আমি তথা তব সত্তা।
শ্রীযামুনে[১] ব্যাখ্যাকালে কোন সাধু পুছে তারে
এ স্থানে ব্যাখ্যা তব বোধগম্য নহে মোরে।
ঈশ্বর জীবের আত্মা তাহা তো বুঝিতে পারি
জীব ঈশ্বরের আত্মা---এ কথা বুঝিতে নারি।
মুনি[২] কহে, "জীবন-সত্ত্বা স্বতঃ ঈশ্বর-অধীন
কর্ম প্রতিবন্ধ তাই মানে যে স্বাধীন।
পরম স্বরাট প্রভু পরম স্বাধীন
স্বেচ্ছায় হইতে পারে জীবের অধীন।
প্রভুর ইচ্ছায় জীব হইল যে তাঁর অধীন
তাঁহারই ইচ্ছায় পুনঃ প্রভু তার পরাধীন।"
হেন উভয়ের স্থিতি কহিতে শকতি কার
তব-মম হেন স্থিতি বুঝি লাগে চমৎকার।

॥৪।৩।৮॥

১ যামুন—(যামুনাচার্য) রামানুজের পরমগুরু।
২ মুনি—যামুনমুনি।

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কিছু যে বুঝিতে পারি প্রভু তব করুণায়
কহিতে শকতি নাই তব প্রণয়াতিশয়।

মূল গাথা

লঙ্ঘিত সীমা কীর্তি মহিমা
গাহে সে শকতি কার।
প্রেম সীমাভূমি দোষহীন তুমি
পরম পরাৎপর॥
নিত্যসূরী যাঁরা তব রূপে গুণে
তাঁরাও পার না পান।
তবু করে স্তুতি সেই ভরসায়
আমার এ স্তুতি গান॥ ॥৪।৩।৯॥

ব্যাখ্যা----

তোমার প্রণয়-কথা অনুভবি' অনুভবি'
বিস্ময় লাগে মনে অধো অধো যাই ডুবি।
তব প্রণয়িত্ব গুণে পার নাহি দেখা যায়
অপার যে বস্তু তারে কহনে শকতি কায়।
হেন কীর্তিসিন্ধু তব কূল নাহি লাগে মোরে
কূলই যদি নাহি পাই কেমনে কহিব তারে।
যত অনুভবি তব প্রেমগুনে ডুবি যাই
যত ডুবি তত ওঠে প্রেম উন্মুক্ত তায়।
তব প্রতি প্রেম মোরে স্থির হ'তে নাহি দেয়
প্রেমেতে ব্যামুগ্ধ তাই কহি উন্মাদের ন্যায়।
স্তুতি করে নিত্যসূরী উন্মত্তের ন্যায় যথা
তব মহিমার গানে আমারও প্রয়াস তথা।

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি তব গুন মহিমায়
নিত্যসূরী নাহি জানে বেদও তথা অসহায়।
তথাপি উদ্যম মোর নিবারিতে নারি তায়
এ যে মহাব্যাধি মম মরি মরি হায় হায়!

তথা হি—

তন্ত্বেন যস্য মহিমার্ণবশী করাণুঃ
শক্যো ন মাতুমপি শর্বপিতামহাদ্যৈঃ।
কর্তুং তদীয়মহিমস্তুতিমুদ্যতায়
মহ্যং নমোঽস্তু কবয়ে নিরপত্রপায় ॥

(আলবন্দারস্তোত্র)

মিথ্যাশূন্য পরাৎপর তুমি পরসত্য জ্যোতি
আমারে মিলনে তব জাত-কান্তি সত্য অতি।
পরম ভক্তিযুত নিত্যসূরী-স্তুতি যথা
তাহা ভাবি আমিও যে উচ্চ গাহি তব কথা।
স্তবনে সমর্থ বলি নহে এ উদ্যোগ তারে
অক্ষম তবু স্তুতি বিনা রহিতে না দেয় মোরে।

॥৪।৩।৯॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আমি সর্বলোকে তথা ঈশ্বরও স্বয়ং যদি
এক কণ্ঠে এ বিষয়ে করে গুণগণে স্তুতি।
তবু অসমর্থ তাহে মোর শক্তি কিসে গণি
হেন স্তুতি বিনা প্রাণ ধারণে অক্ষম আমি।

মূল গাথা

অসীম তোমার মহিমা যে তাই
তুমিও জান না প্রভু।
এ বিশ্বের সহ তুমি আমি গাহি
পার কি গো পাবে তবু!
তুমি যে আমার মধু ক্ষীর রস
অমৃত রসের সম।
জানি বা না জানি স্তুতি বিনা দেহে
প্রাণ কি রহিবে মম! ॥৪।৩।১০॥

ব্যাখ্যা—

তোমার কৃপায় আমি নিবৃত্ত-অজ্ঞান
তব দত্ত জ্ঞানে আমি জ্ঞানী ভক্তিমান।
সাথে লয়ে সপ্তলোক জ্ঞানী বা অজ্ঞানী
তথা শক্তিমান তুমি সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী।
সবে মিলি এক কণ্ঠে তব স্তুতি করি যদি
তবুও অপূর্ণ রবে বিষয়[1] যে নিরবধি।
প্রশ্ন যদি কর, তব এ উদ্যম কেন তবে?
অবধান করি শুন হেতু কহি এই স্তবে।
সর্ব রসপূর্ণ তুমি, পুনঃ প্রণয়িত্ব গুণ
যত অনুভব দিয়া করেছো যে আকর্ষণ।
তুমি হেন উপকারী, তুমি হেন ভোগ্য অতি
হেন রস আস্বাদনে আমি যে ব্যামুগ্ধ মতি।
তুমি মোর ক্ষীর মধু অমৃতের রস ঘন
জানি বা না জানি, স্তুতি বিনা
না রহিবে প্রাণ।

॥৪।৩।১০॥

চতুর্থ শতক, তৃতীয় দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রণয়িত্ব গুন প্রভুর সুরী করে বরনন
স্বয়ং অনুভবে যেবা, মিথ্যাশূন্য এ কথন।

তথা হি—

'ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।'

(রাঃ বাঃ)

করয়ে অভ্যাস যেবা পঠন পাঠনে
নিত্যধাম লীলাধাম তাহার অধীনে।
লীলাধামে সগৌরবে রহিয়া সুস্থির
নিয়ময়ে নিত্যধামও হইয়ে সুধীর।
'শ্রীবৈষ্ণব-শ্রী'র সহ রহি দীর্ঘকাল হেথা
শাসিবে উভয় ধাম *শ্রীরামানুজ*[1] যথা।
না হইবে অপহৃত অল্পায়ু *ভট্টর*[2] সম
কহিছে *বেদান্তীস্বামী*[3] মনোদুঃখে নিমগন।

॥৪।৩।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু ॥

---

১ বিষয়—সর্বেশ্বর ও তাঁহার গুণরাশি।

১ শ্রীরামানুজ—ইহধামে ১২০ বৎসর যাবৎ প্রকট থাকিয়া শ্রীবৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন প্রচার ও নিয়মন করেন।

২ ভট্টরস্বামী — পরাশর ভট্টরস্বামী। মহান বৈষ্ণব-আচার্য। অল্প বয়সেই সর্বেশ্বর তাঁহাকে লইয়া যান।

৩ বেদান্তীস্বামী—পরাশর ভট্টরস্বামীর গুণী ও জ্ঞানী শিষ্য।

চতুর্থ শতক — চতুর্থ দশক

দশক তাৎপর্য—

গুণ অনুভবে সুরীর হর্ষের প্রকর্ষ হেরি
তার নাশ রক্ষিয়া নিজ রক্ষা তরে হরি।
হলেন অন্তর্হিত যবে, তবে সুরী আর্তিভরে
সদৃশ বস্তুরে হেরি প্রভু বলি ভ্রম করে।
পরিশেষে ডাকি তাঁরে
কাঁদি কাঁদি সুরী যাচে
এসো প্রভু দেখা দাও, তবেই ত' প্রাণ বাঁচে।

সর্বেশ্বরে প্রণয়িত্ব গুণ অনুভব করি
মিলনের মহানন্দে 'উন্মাদ-আরূঢ়' সুরী।
হেন নিরবধি প্রীতি সম্ভাবিবে সুরী নাশ
তথা নিজ সত্ত্বা হানি নিবারণে করি আশ।
এ হেন সংশ্লেষ-রসে উর্দ্ধ প্রবাহ তরে
সাময়িকভাবে প্রভু অন্তর্হিত আপনারে।
এ হেন বিশ্লেষে প্রভু সাধে তার নিজ কাজ
আর্তি আর অবসাদে সুরী উন্মুক্ত আজ।

ধনলুব্ধ হেরি যথা ধনপট অপগতা
সদৃশ বস্ত্রেতে বদ্ধ বস্তুরে সন্ধানে যথা।
তথা সুরী সর্বেশ্বরে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য তারে
হেন যে যে বস্তু হেরে প্রতিটি পরীক্ষা করে।
ভেদ দরশিয়ে তবু নিবর্তনে অক্ষম
মহা অবসাদ তথা ক্লেশ ভুঞ্জে অনুক্ষণ।
জানকী-বিয়োগে রামের এই দশা হয়
অন্বেষণে ফিরে সদা উন্মত্তের প্রায়।
নদ নদী তরুলতা সবারে পুছয়
সীতারে দেখেছো কি রে বলহ আমায়।

তথা হি—

"কচিচ্চদ্ভ্রমতে বেগাৎ কচিদ্বিভ্রমতে বলাৎ।
কচিন্মত্ত ইবাভাতি কান্তান্বেষণতৎপরঃ।" (রাঃ আঃ)

অবসন্ন আর্তসুরী ধরে যে নায়কী ভাব
প্রণপয়ে নানাভাবে প্রকাশয়ে সন্তাপ।
নায়িকার হেন দশা তথা সে প্রলাপ কথা
দেখি নায়িকার মাতা অতীব যে আর্ত্তা তথা।

বহুধা সান্ত্বনা বাক্যে সুতারে বুঝায় এবে
প্রবোধ না মানে তায় মাতা হতবুদ্ধি তবে।
হেনকালে আসি স্বামী দেন দরশনে
সুরী প্রকৃতিস্থ হয় প্রভু আশ্বাসনে।

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রতিবেশী সখিনীরে সুতা দশা কহে মাতা
বচন-আচরণে তারে উন্মাদিনী গণি তথা।
নায়িকার হেন দশা করেছে নায়ক তার
মোরা কি করিতে পারি তিনি যে গো সর্বেশ্বর।

মূল গাথা

**সহচরি! তনয়ার প্রলাপবচন শুন
কত কি যে বলে হায় সে যে পাগলিনী সম।
ভূমি'পরে রহি' বলে, 'মরি বামনের ভূমি'
আকাশে দেখায়ে বলে নাথের 'বৈকুণ্ঠ' তুমি।
উচ্চ দিকে কর জুড়ি নাথের বিগ্রহ স্মরি
অশ্রুধারা ঝারি বলে 'সমুদ্র-বরণ হরি'।
অতীব ব্যামোহবতী মোর সুতা দেখ সখি
উপায় কি করি বল তোরা তো সৌভাগ্যবতী॥**

॥৪।৪।১॥

ব্যাখ্যা—

ভূমি পরে অবস্থিতা সাদরে জড়ায়ে ধরে
কহে 'মোর বামনের', আবরে শ্রীপদে তারে।
স্বর্গ মাত্র নহে সে যে মর্ত্ত্যও আবরিল
তাঁর 'সিদ্ধাশ্রমে' পরে বিশ্বামিত্র নিবাসিল।

তথা হি—(শ্রীরামপ্রতি বিশ্বামিত্র বাক্য)

"ময়া তু ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে।"
(রাঃ বাঃ ২৯।২৯)

এ স্থিতির পূর্বক্ষণে, স্থিতি গমনে শয়নে
নিয়ম ছিলনা কোন মোর তনয়ার মনে।
যদি বলি 'তুমি ভ্রান্তা' সে বলে 'মা ভ্রান্তা তুমি'
'সর্বগন্ধ' স্পর্শ পেয়ে এত গন্ধবতী ভূমি।

যদি বলি 'উঠ পুত্রি' এ ভূমি তো বামনেরে
সে বলে মা একই কথা ভেদ কোথা তারে মোরে।
ভূমিবিক্রমণ-লীলা অতীত কালিকা যাহা
ভাবের আবেশাতিশয়ে বর্ত্তমান দেখে তাহা।
তথা পুনঃ যেবা দেশ লোকান্তরে অবস্থিত
সুতারে ভাসিছে তাহা এই দেশ সন্নিহিত।
ঋষি আর্ষ্টিসেন-আশ্রমে রহিয়া পাণ্ডবগণ
কৃষ্ণের কৃপায় পায় বৈকুণ্ঠের দরশন।
আকাশের প্রতি সুরী ছুটী কর জোড় করি
সঙ্কেতে দেখায়ে দেয় নাথের বৈকুণ্ঠপুরী।
কহিবারে যায় সুতা কহিতে না পারে
হায় তার একি দশা! মাতা যে ফুকারে।
এ হেন বৈকুণ্ঠে মোর নাথ সদা অবস্থিত
তবু নহে দরশন এত ভাবি ক্রেত-চিত।
সুতা অতি ব্যাকুলিতা বিগ্রহ দরশ তরে
বিগ্রহ প্রকাশি নাথ উন্মাদ করিলা তারে।
শ্রীঅঙ্গ-বরণ হেরি সমুদ্র-বরণ কহে
সুতা মোর অভিভূতা নেত্রে জলধারা বহে।
মিলনের পরে পুনঃ তার বিশ্লেষের দশা
অতীব বিরহ ব্যথা মিলনের তীব্র আশা।
সদৃশ পদার্থ পুনঃ এ মিলনে উদ্দীপনা
আমার তনয়া তাই করে পাগলিনীপনা।
বল সখি, কিবা করি সুতা-ব্যথা নিবারণে
দে-রে উপদেশ তোরা যাতে তার চিত্ত মানে।
তোরা ত' জানিস সব এই ব্যথা নিবারণে
উপায় কহয় এবে, করিব তা ভাবি মনে।

॥৪।৪।১॥

—

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যা বলে যা করে এবে দেবী সম সুতা মোর
কিছুই বুঝিতে নারি ভাব যে অপার তার।

মূল গাথা

বলয়া-অলঙ্কৃতা সুতা কহে করজোড়ে
'সমুদ্র-শয্যা' দেখ উপকারী নাথ তরে।
দেখায়ে রক্তিম রবি 'শ্রীধরমূরতি' বলে
শিথিল হইয়া তবে ভাসে যে নয়নজলে।
স্থির রহি কণ্ঠে উচ্চারয়ে 'নারায়ণ' ধ্বনি
মাতা বলে, মৃগী-দেবীর
ক্রিয়াকাণ্ড নাহি জানি॥

॥৪।৪।২॥

ব্যাখ্যা—

এ গাথায় নায়িকার বচন ও অনুষ্ঠান
ইথে ভাবধারা তার করি যায় বিশ্লেষণ।
বলয়া-অলঙ্কৃতা সুতা কহে কর জোড়ে
সমুদ্র যে শয্যা মোর উপকারী নাথ তরে।
শুনিয়ে সমুদ্র-ঘোষ ভাবের আবেশে সুতা
সাথে সাথে ভাবে নাথের মহা-উপকার কথা।
বৈকুণ্ঠ হইতে নামি ক্ষীর সাগরে স্থিতি
জীব-উদ্ধারে তার ত্বরা হেতু হেন গতি।
তথা হতে নামি আসে পুনঃ লবণ সাগরে
আরো অতি ত্বরা জীবে মহা উপকার তরে।
সারানিশি সিন্ধু-ঘোষ শুনিয়া প্রভাত যবে
আদিত্যের অনুভব নায়িকা মনেতে জাগে।
প্রভাতের কালে যথা আদিত্য উদয়ে মরি
রবির কিরণ সাথে অরুণ বরণ হেরি।
লক্ষ্মীজীর হেম কান্তি সাথে নাথের অঙ্গছটা
ভাবনায় কহে সুরী 'শ্রীধরমূরতি' তথা।
তথা হি—(সীতা বাক্য)

"অনন্যা রাঘবেনাহং ভাস্করেণ প্রভা যথা।"

(রাঃ যুঃ ১২১।২০)

মাতা পিতা সাথে দেখি ক্ষুধার্ত্ত শিশু যথা
এ হেন সে ভাবে মরি শিথিলা হইলা সুতা।
অতীব যে আর্ত্তি তবে দু নয়নে অশ্রু বহে
অতি কষ্টে কোন ক্রমে 'হা নারায়ন' কহে।
'শ্রীমন্নারায়ন' নাম কহিতে অশক্তা তায়
নারায়ন শব্দমাত্র অতি কষ্টে উচ্চারয়।
সুতার এ দশা হেরি মাতা অসহায়া অতি
সখিরে ডাকিছে 'মাতঃ', ভাবি অবলম্ব-গতি।
নিরন্তর শ্রীনাথের ঐকান্তিক ভাবনায়
বিরহেতে খিন্না তবু অঙ্গে রুচি প্রকাশয়।

'বালমৃগী দেবী' মোর সুতা তাই কহে মাতা
এবে তার ক্রিয়াকাণ্ড, মোর জ্ঞান-বহির্ভূতা।

॥৪।৪।২॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বিরহিণী সুতার প্রবৃত্তি নাহি কহা যায়
অগণিত দেখি মাতা প্রকাশে অশক্তা তায়।

মূল গাথা

**অনলে জড়ায়ে কহে, 'আমার অচ্যুত'
শরীর না দহে ভাবি অতি যে বিস্মিত।
শীতল অনিল বহে আলিঙ্গিয়া তারে
'আমার গোবিন্দ' বলি আদর যে করে।
তুলসী ও কুসুমের সুবাসে সে সুবাসিতা
হেন রূপ-গুণবতী বালমৃগী মোর সুতা।
এ বিরহ কালে তার যতেক ব্যাপার
সে কথা কহেন মাতা বহু যে প্রকার॥**

॥৪।৪।৩॥

ব্যাখ্যা—
অনলে দাহক বলি জানে সুতা চিরতরে
এবে সে যে ভ্রান্তমতি তাহারে জড়ায়ে ধরে।
*অনল শিখারে ভাবে নায়কের অঙ্গকান্তি
আলিঙ্গিয়া তারে তাই পায় নিজ মনে শান্তি।*
তথা হি—
"উটজে আসীনং রামং তেজসা রাশিমূর্জিতম্।"
(বিঃ পুঃ)

আড়্বার বচন—
"যুদ্ধোজ্জ্বলঃ সুমুত্রোহগ্র্যাক্রান্তঃ সর্বত্র
দীপ্তিজ্বালয়া সহ গচ্ছন্নিব।" (আড়্বার সূক্তি)
*উজ্জ্বল অনল হেরি সুরীর ভাবনা মনে
মাণিক্য-কবচ অঙ্গে নাথ আসে আলিঙ্গনে।
সে যে মোর 'অচ্যুত' আর না ত্যজিবে মোরে
আসিয়াছে মোর পাশে
মোর নাশ রোধিবারে।*

*এ হেন 'অচ্যুত' নাম অগ্নির স্তম্ভন-মন্ত্র
সুতারে না দহে ভাবে মাতা 'নাম' হেন যন্ত্র।*
প্রহ্লাদে নিক্ষেপে যথা ভীষণ অনলে
ঈশ্বর স্মরণে এই অনল শীতলে।
তথা হি—"তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ।" (বিঃ পুঃ)
পদ্ম সরোবরে যথা সুশীতল জল
প্রহ্লাদের চারিভিতে হয় সে অনল।
তথা হি—"পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্বাণি দিশাং।" (বিঃ পুঃ ১।১৭।৩৯)
*শীতল অনিল দহে যত বিরহিনী দেহ
সুতা যে জড়ায়ে ধরে তারে ক্লেশ নাহি সেহ।
নায়কের গুণে হেন বায়ুরে প্রভাব*
তার প্রাণ হ'তে হয় বায়ুর উদ্ভব।
তথা হি—"প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত।" (পুঃ সূঃ)
*বায়ু আলিঙ্গিয়া কহে 'আমার গোবিন্দ'[১]
বৎসের রক্ষণে যথা গাভীর আনন্দ।
আলিঙ্গনে আর্তি যায় পায় সে আনন্দ*
এ আনন্দ পেয়ে কহে 'আমার গোবিন্দ'।
বিরহিণী সুতা-অঙ্গে সুবাসিত পরিমল
পাইয়া বিস্মিতা মাতা ভাবে ইহা কৃপাফল।
বায়ু তথা পরিমল দুই এক হয় মিলে
আলিঙ্গিয়া সুতা-অঙ্গ ডুবায় যে পরিমলে।
কিংবা ইতিপূর্বে সুতার নায়ক মিলনে[২]
অঙ্গের সে পরিমল স্থির সর্বক্ষণে।
পেয়েছি এ হেন সুতা আমি অতি পুণ্যবলে
আমার পাপের ফলে তার এ দুর্দশা ফলে।
হায় হেন বালমৃগী সুতা হেন বিরহিণী
কি যে বলে কি যে করে কিছুই নাহিক জানি।

॥৪।৪।৩॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
মোর মৃদু সুতা কোন ব্যথা সে সহিতে নারে
নায়কের নিঠুরতা কত ব্যথা দেয় তারে।

১ গোবিন্দ নাম—গোবর্দ্ধন ধারণে গো-বৎস রক্ষণের জন্য ইন্দ্রপ্রদত্ত নাম।
২ মিলন—সহস্রগীতি (৪।৩)।

মূল গাথা

পূর্ণচন্দ্র হেরি সুতার দীপ্তমণি ভান
গিরি হেরি কহে এসো 'ঈশ্বর মহান্'।
ঘন বর্ষ-মেঘে কহে, 'ওই নারায়ণ'
এত বলি নৃত্য করে আনন্দে মগন।
এতাদৃশ নানা উক্তি নানা আচরণ
মুগ্ধ সুতা রহে নানা ভাবে নিমগন॥

॥৪।৪।৪॥

ব্যাখ্যা—

পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়ে সমীপস্থ জনে বালা
কহে মোর সর্বেশ্বর 'দীপ্ত-মণি' জগৎ-আলা।
চন্দ্রে আহ্বানিয়া পুনঃ কহে সুতা আর্দ্র মনে
শীত-কান্তিময় রূপে এসো মোরে আলিঙ্গনে।
পুনঃ সমীপস্থ এক পর্বত দর্শনে
'মহান্ ঈশ্বর' প্রিয় এসো বলি আহ্বানে।
বিশাল শরীর দেখি সুতা ভাবে মনে মনে
বিরাট চরণযুত ত্রিবিক্রম ভগবানে
*কুরুকাধিনাথস্বামী*১ হেন অর্থ ব্যাখ্যানে
*বেদান্তীস্বামী*২ ভিন্ন ব্যাখ্যা করে এই স্থানে।
বহুকাল বারিবর্ষে নির্মল শ্যাম তৃণ তরু-
শোভিত যে গিরিবর শোভে শ্যাম মহাতনু।
শ্যামল বিগ্রহ হেরি ভাবে সুতা, লজ্জাভরে
নীলবস্ত্রে ঢাকি বঁধু নীরবে অপেক্ষা করে।
তারে ডাকি কহে সুতা এসো এসো লজ্জা বৃথা
তোমার মিলন আশে আমি ব'সে আছি হেথা।
সর্বজীবে রক্ষাতরে বারি বরিষণ করে
হেন ভাবে মোর সুতা স্ফুরে 'নারায়ণ' তারে।
ভাবে নারায়ণ আসে নির্হেতুক রক্ষা তরে
বর্ষাকালে শিখি যথা, সুতা মোর নৃত্য করে।

---

১ কুরুকাধিনাথস্বামী — রামানুজের প্রধান শিষ্য। রামানুজের নির্দেশে সহস্রগীতির প্রথম ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন।

২ বেদান্তীস্বামী—পরাশর ভট্টরস্বামীর শিষ্য, সহস্রগীতির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা লেখক।

মোহন নায়ক তার পাত্তিয়া মোহন ফাঁদে
হেন নানাবিধ ভাবে অবলায় মোহে বাঁধে।

॥৪।৪।৪॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সুতার আর্ত্তি অবসাদ কতকাল রবে আর
না জানি মা, কহে মাতা যত সখীগণে তার।

মূল গাথা

পরশিয়া সুকুমার মহাবৎসগণে
'গোবিন্দ-চারিতা' এরা, সুতা মোর ভণে।
কালসর্পে হেরি তার পিছে পিছে যায়
'নাথের শয়ন' বলি ধরিবারে ধায়।
কি আছে অদৃষ্টে তার ভাবি' অঙ্গ শিহরয়
কাণ্ডাকাণ্ড নাহি জানে কখন কি করে হায়।
দুষ্কর করম ফলে প্রসব ক'রেছি সুতা
মায়ী ব্যামোহিতা করি নাচায় এ মুগ্ধ লতা॥

॥৪।৪।৫॥

ব্যাখ্যা—

বয়সে অল্প রূপেতে মহান
দর্শনীয় বৎসপালে।
আলিঙ্গিয়া সবে যায় 'গোবিন্দ',
ঐ দেখ সুতা বলে॥
রক্ষিয়া তাদের মোর গোবিন্দে
নাম যে সার্থক হয়।
বৎস তাহার পরশে চারনে
হৃষ্টপুষ্ট হয়।
এ হেন সে কালে কাল-ভুজঙ্গ
চলি যায় সুতা দেখে।
তার পিছে পিছে ধেয়ে চলে পুনঃ
অতীব যে মনোসুখে॥

বৎস যথা প্রিয় সর্পও তেমতি
নাহি কোন ভেদ জ্ঞান।
তাহারা নাথের উভে পরিকর
চায় সুতো আলিঙ্গন॥
সর্পে ধরিয়া করিয়া আঘ্রাণ
'বঁধুরে শয়ন' বলে।
গুল্ম ভিতরে প্রবেশে সর্প
তথা প্রতীক্ষা করে॥
বলে মোর নাথ আসিবে হেথায়
দিব্যভাবনা তারে।
ভাবের আবেশে সুতো যে বিভোর
নাহিক জীবনে ডরে।
কখন কি হয় কিছু নাহি জানি
সে জীবনে সদা ভয়।
তার নাশ যদি নাথেরও বিনাশ
ইহা জানি সুনিশ্চয়॥
সর্ব-কারণে যদি হেন নাশ
কার্যবস্তু নাহি রবে।
সর্ব জগৎ উপসংহার
হইবেক পুনঃ তবে॥
আমি যে পাপিনী সুতার জননী
তাই হেন তার গতি।
কিংবা পুণ্যবতী পুজিয়া কৃষ্ণ
তাই হেন দিব্য মতি॥
অলভ্য লাভে ধন্যা যে আমি
কৃষ্ণ বাঁধা সুতা-পাশে।
ব্যামোহিয়া তারে নিজ সূত্রধারে
নাচাইছে নিজ বশে॥
না জানি কি জানি হবে পরিণামে
আমার সুতার দশা।
ভয় কি নির্ভয় কহা নাহি যায়
কৃষ্ণই যে সর্ব আশা॥

॥৪।৪।৫॥

—

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কৃষ্ণ প্রতি মোর সুতা উন্মাদিনী ভাব
তার মূলে তায় কৃষ্ণে উন্মাদ স্বভাব।

মূল গাথা

**'কুম্ভনট'[১] হেরি হয় 'গোবিন্দ' প্রত্যয়
এত ভাবি সুতা মোর ধাইয়া যে যায়।
মধুর 'বেণুধ্বনি' শুনি কৃষ্ণের ভাবনা
অতীব ব্যামুগ্ধা তাহে কত যে জল্পনা।
'গোপীর নবনী' হেরি বলে কৃষ্ণ-ননী
বকীস্তন্যপায়ী কৃষ্ণে সুতা উন্মাদিনী॥**

॥৪।৪।৬॥

ব্যাখ্যা —

কুম্ভ ধরি নৃত্য হেরি নটে মাতা নিবারণ
সুতার প্রকৃতি জানি হেন মাতৃ-আচরণ।
যে কোন সে কুম্ভনট সুতা কৃষ্ণ ভাবি তায়
নিষেধ না মানে হায়, তার প্রতি ধেয়ে যায়।
মাতা কহে কৃষ্ণ নহে, এরা ভিক্ষা করি চলে
মুগ্ধা সুতা নাহি মানে, নিশ্চয় সে কৃষ্ণ বলে।
বেণুর মধুর ধ্বনি জানে মরি কি মোহিনী
সবারে মোহিয়া চলে জ্ঞানী কিবা অজ্ঞানী।
বেণুগান মোহে সর্পে তথা কৃষ্ণ গাভীগণে
বেণুগানে পাগলিনী মরি যথা গোপীগণে।
হেন বেণুনাদ শুনি গোপীসম মুগ্ধা সুতা
কৃষ্ণের এ বেণুলীলা স্মরি অতি ব্যাকুলিতা।

তথা হি—(আড়্বার বচন)
'মোহয়ৎশ্রবণগানং।'

কৃষ্ণ পুনঃ কত মায়ী কত তার ছল
বংশীনাদে কথা কয় কতহু কৌশল।

তথা হি—

"দিবসং সর্বং গবাং পৃষ্ঠতো গতবান্
ইদানীং পিত্রাদিনাং পরবশোঽভবং বিশ্লেষং
প্রাপ্তবাংস্তুতঃ ইতি বদতি সঃ।"
"একো দিবসঃ সহস্রকল্পং যাতা ইতি বদেৎ সঃ।"

(আড়্বার বচন)

---

১ কুম্ভনট—মাথার কুম্ভ লইয়া যাহারা নৃত্য করে। গোকুলে গোপেদের এই নৃত্য পূর্বে প্রচলিত ছিল।

নবনীত হেরি যদি সুতা গন্ধ পায়
কৃষ্ণভুক্ত এ নবনী বলি মুগ্ধা তায়।
এ হেন মোহের হেতু আমার সুতায়
কৃষ্ণের প্রণয় হেরি উন্মাদিনী তায়।
পুতনা রাক্ষসী আসে কৃষ্ণের বিনাশে
তাহারে বিনাশি কৃষ্ণ বারে নিজ নাশে।
আপন জীবন রাখি সাধে সুতার উপকার
এই মহা উপকারে সুতা ক্রীতদাসী তার।

॥৪।৪।৬॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জ্ঞান দশায় পুনঃ অজ্ঞান দশায় তার
নাথই সর্বস্ব সুতার সে বিনা না জানে আর।

মূল গাথা

'উন্মাদ-আরূঢ়া' দশায় কহে মোর সুতা
জগৎ কৃষ্ণের সৃষ্টি নাহি যে অন্যথা।
'ভস্মধারী' দেখি কহে 'সর্বস্বামী-দাস' মরি
কহে 'নারায়ণ-মালা' 'তুলসী কুসুমে' হেরি।
জ্ঞান দশায় পুনঃ অজ্ঞান দশায় তথা
অনন্য-অধীনা সুতা নায়কের লক্ষ্মী যথা।

॥৪।৪।৭॥

ব্যাখ্যা—

সুতার উন্মাদ দশায় তত্ত্বাবধান তরে
মাতা ফিরে সদা সাথে মৈত্রেয় যথা পরাশরে[১]।
বিরহিনী সুতা তার উন্মাদ দশায়
'কৃষ্ণের সৃজন বিশ্ব' কহিছে মাতায়।
যদিও সে উন্মাদিনী হেন বাক্যে অর্থে তার
নাহি কোন বিভ্রম, সত্য কথা শাস্ত্র-সার।

তথা হি—

"বিষ্ণোঃ সকাশাৎ উদ্ভূতং জগৎ।" (বিঃ পুঃ)
"কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।"
(মহাভাঃ রাজসূয়ে)

প্রায়শ্চিত্ত তরে তথা বঞ্চনা করিবারে
ভস্মধারী হেরি হেরি, মুগ্ধা সুতা কহে তারে।
এরা সর্বেশ্বর-দাস মৃত্তিকা-তিলকধারী
ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করি ঈশ্বরে যোজয়ে মরি।
ভ্রান্ত হোক শুদ্ধ হোক বস্তুর ভাবনা যথা
ঈশ্বরে যোজনা করে হেন ঐকান্তিক সুতা।
ঈশ্বর-বিষয়ে তত্ত্ব-বহির্ভূত যে বিষয়
ঈশ্বর বিষয় বলি তারে যদি ভ্রম হয়।
তবে সে প্রকৃত-তত্ত্ব দরশনে সুতা মোর
যথার্থ দর্শন করে যদিও সে মোহঘোর।
সুরভিত তুলসী কুসুম মালা দরশনে
কহে সুতা এই মালা নারায়ণ-সমর্পণে।
উন্মাদ দশায় তবু সত্যজ্ঞান সত্য কথা
ভাসয়ে সুরীর মনে হেন ভাগ্যবতী সুতা।
অনন্যা যে লক্ষ্মীজী তাঁহার বিকল্প যোগ্যা
হয় এই সুতা মোর তাঁর সম উপভোগ্যা।
ঈশ্বর-উদ্দেশ্য বস্তু মহালক্ষ্মী যথা
উভয়ের উদ্দেশ্য বস্তু মোর সুতা তথা।

॥৪।৪।৭॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অতি দুরবস্থা তবু মোর সুতা মনে প্রাণে
সর্বেশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নাহি জানে।

মূল গাথা

ঐশ্বর্যময় রাজা হেরি 'শ্রিয়ঃপতি' ভান
চিত্র, মূর্ত্তি আদি হেরি তারে স্ফুরে 'ত্রিবিক্রম'।
দেবালয় হেরি কয় 'সমুদ্র-বরণ ধাম'
ভয়ে মোহে তথা তার হেন ভাব অবিরাম।
কৃষ্ণের প্রাবণ্য হয় সত্তাগত এ সুতার
তাহার চরণ দুটী সদা করে সমাদর।

॥৪।৪।৮॥

ব্যাখ্যা—

সমগ্র ঐশ্বর্যবান নেহারিয়ে নরপতি
কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হেরি সুতা ভাবে শ্রিয়ঃপতি।

---

১ মৈত্রেয় যথা পরাশরে—বিদ্যাশিক্ষার জন্য মৈত্রেয় ঋষি গুরু পরাশর ঋষিকে সর্বদা অনুসরণ করিতেন।

তথা নাথমুনি বার্ত্তা অতি শিক্ষাপ্রদ
সদৃশ বর্ণনা শুনি তদ্ভাব ভাবিত।
একদা শ্রীনাথমুনি গিয়া স্থানান্তরে
ইষ্টদেবে সেবমান একান্ত অন্তরে।
হেন কালে তথা গিয়া সুতা করে নিবেদন
এক বালা, দুই ভিন্ন, বানর এক আগমন।
তবে মুনি ভাবে মোর গৃহে কৃপা-আগমন
নিশ্চিত যে রাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমান।
এতেক নিশ্চয় করি দ্বারে কারে নাহি দেখে
পুছিতে পুছিতে যায় 'অগ্রে গেছে' কহে লোকে।
শুনি অগ্রে যায় তবু নহে দরশন
নিরাশ হইয়া পড়ে ভূমে অচেতন।
তীব্র শোকাবেগে মুনি হেন অদর্শনে
দেহত্যাগে দিব্যধামে করিলা প্রয়াণে।
অন্য এক বার্ত্তা মুনির[১] খ্যাত ইতিহাসে
যাহে তাঁর দিব্যচিন্তা সাক্ষাৎ প্রকাশে।
একদা নৃপতি এক সামন্ত মস্তক পরে
পদধরি গজ স্কন্ধে আরোহণ করে।
হেন দৃশ্য দেখি স্ফুরে নাথমুনির অন্তরে
যেন ব্রহ্মাদির মাথে পদ ধরি সর্বেশ্বরে।
আরোহণ করিতেছে পক্ষীরাজ পৃষ্ঠপরে॥
হেন মহামুনি, মহাভাবের আবেশে তার
পড়ে ভূমে সংজ্ঞাহীন, সভে লাগে চমৎকার।
নীল রক্ত আদি বর্ণ, চিত্রপট রেখা আদি
নাথের রূপের সাথে ঈষৎ সাদৃশ্য যদি।
গুণাগুণ কোন কিছু না করি বিচার তাঁর
সাক্ষাৎ দেখে সুতা ত্রিবিক্রম অবতার।
সাক্ষাৎ অনুভবি যুগল চরণ তাঁর
ধৃত সর্ব জীব মাথে, অপার আনন্দ ভার।
মহানন্দে নাচে সুতা হইয়া উৎপ্লুতা তায়
মাতৃস্তনে মুক্ত বৎস মহানন্দে যথা ধায়।
কোন স্থানে সুরেখিত দেখে যদি শিলাচয়
রঙ্গনাথ শ্রীমন্দির ঐ দেখ সুতা কয়।
এ প্রাবল্যে সুতা মোর জ্ঞানবতী অবস্থায়
বন্ধুগণে দেখি ভাব-প্রকাশিতে করে ভয়।

[১] মুনি—নাথ মুনি।

যবে জ্ঞান ভ্রষ্ট-দশা মোহ-কথা প্রলাপয়ে
অবিরাম কৃষ্ণপদে অনুরাগ মোহে তয়ে।
কৃষ্ণের প্রাবল্য মরি সত্তাগত এ সুতার
কৃষ্ণের চরন-চিন্তা চলে অবিরাম তার।
॥৪।৪।৮॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
নায়ক সে কৃষ্ণ মোর নায়িকা সুতারে হায়
ব্যামুগ্ধা করয়ে যাহে প্রলপয় মূর্চ্ছা হয়।

মূল গাথা

জ্ঞান ও বৈরাগ্য আদি পূর্ণ সন্ন্যাসীরে হেরি'
মোর সুতা কহে, দেখ ওই 'সর্বেশ্বর হরি'।
সর্ববিশ্বভূমি রক্ষে রাখিয়া উদরে
নিরপেক্ষ নিশ্চিন্ত হেন স্থিতি তারে।
'নীলমেঘে' 'কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি' মহোল্লাসে নৃত্য করে
মোহন গোগণ দেখি
আনন্দ আর ধরে না রে।
তার পিছে পিছে যায় এ হেন সে মোহ তায়
এ হেন দুর্লভ পুত্রী, মায়ী তারে ব্যামোহয়।
এ ব্যামোহ প্রজল্পয়ে[১] পাগলিনী পারা
পুনহু নীরব সে যে হ'য়ে সংজ্ঞাহারা॥
॥৪।৪।৯॥

ব্যাখ্যা—
জ্ঞান আদি গুণে পূর্ণ বিরক্ত ইতরে
সন্ন্যাসীরে হেরি সুতা সমাদর করে।
কহে, দেখ "ঐ মোর সর্বেশ্বর হরি
কেমন নিশ্চিন্ত মরি নাহি কোন অরি।
সর্বরক্ষক বিশ্বপ্রলয়ে উদরে রক্ষি'
অপেক্ষা নাহিক আর এবে যে নিশ্চিন্ত লক্ষ্যি'।"
ব্যামোহ-দশায় হেন রহে যে অজ্ঞান
শেষভূত জীবে শেষীরূপে করে জ্ঞান।

[১] প্রজল্প—বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা।

নীল মহামেঘ হেরি' সম্মুখ আকাশে
ঐ মোর কৃষ্ণ বলি কত না উল্লাসে।
মন ভরি' কৃষ্ণরূপে আনন্দে উথলি পড়ে
ঘুরি ফিরি নৃত্য করে স্থির না রহিতে পারে।
মেঘ দরশনে যেন উদ্ভবে পক্ষ তারে
হেন মনে হয় সুতা 'উড়ি উড়ি' নৃত্য করে।
মেঘে কৃষ্ণস্ফূর্তি মহাভক্ত-ভাগ্যে হয়
হেন বার্তা ভাগবত-ইতিহাসে দেখা যায়।
"রাজেন্দ্রচোলে নাম মহাভাগবত হয়
বর্ষাকালে নিজ শস্য দেখিবারে বাহিরয়।
মেঘ দরশনে তবে হ'য়ে মূরছিত
নিমেষে তখনি তিনি ভূমে নিপতিত।
এক সাথী অনুচর উঠায়ে তাহারে
বহিয়া লইয়া যায় তাহার দুয়ারে।"
চারুদর্শনীয় গাভী যবে নেত্রে পড়ে
সুতা যায় পিছে পিছে কাহাকে না ডরে।
নায়কী ভাবয়ে মনে কৃষ্ণ মোর গাভী-সাথে
আসিছে নিশ্চয় কোন সন্দেহ নাহিক ইথে।
হেন ভাবে বিমোহিল কৃষ্ণ যে সুতারে মোরে
দুর্লভ এ পুত্রী মোর বহু তপস্যার ফলে।
নায়ক কৃষ্ণ যে মায়ী মরি কত শক্তি ধরে
উৎপাদয়ে হেন দশা মোর সুতা নায়িকারে।
তার উৎপাদক পিতা মাতা গুরুজনে
লজ্জা ভয় কোন ভাব নাহি তার মনে।
তথা হি—
'ভয়বো কিং করিষ্যন্তি।' (হরিবংশ)
হেন ব্যামোহনফলে 'প্রচ্ছন্নে' নায়ক'পরে
তদুপরি 'মূর্চ্ছা দশা', কেহ নিবারিতে নারে।
তথা হি—বিরহিণীর দশ দশা—
"চিন্তাত্রজাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশাদশঃ॥"
॥৪।৪।৯॥

— —

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বিরহ-ব্যথিতা সুতার দুর্দশার কথা হায়
কত কহি সখি বল, এবে কি উপায় তায়?

মূল গাথা

মোহে বালা প্রীতিভরে ইতি উতি চায়
বলে নাথ অতি দূরে, করে হায় হায়।
ঘন খর শ্বাস বহে, ঝরে পুনঃ অশ্রুধার
কৃষ্ণনাম উচ্চারয়ে দেহ পরবশ তার।
'স্বামী মোর এসো' বলি বিরহিণী ফুকারয়
পাপিনীর মুগ্ধা সুতা, কি করি বল না তায়॥
॥৪।৪।১০॥

ব্যাখ্যা —
প্রেমপরবশ-দশা ভাবনা-নিয়ম নাই
নানাবিধ চিন্তাধারা সুতা-মনে বহি যায়।
কখনো ক্রন্দনা করে আনন্দে বা দুঃখভরে
কখনো বা শিথিলাঙ্গ, কভু মূরছিয়া পড়ে।
কভু ভাবে কৃষ্ণ মোর নিকটে আছয়ে এবে
সাদরে দর্শন তরে ইতি উতি চায় তবে।
দরশন নাহি পেয়ে করে হায় হায়
'নাথ গেছ দূরে সরি' এ ভাবনা তায়।
চাহে দূরে আরো দূরে তবু অদর্শনে তারে
নিত্যধাম অবধি সে বিহ্বল-নয়নে হেরে॥
ব্যর্থ পরিশ্রমে অঙ্গ রোমাঞ্চিত স্বেদময়
বহে ঘন খর শ্বাস অশ্রুধারা বহি যায়।
নায়কের অদর্শনে মোর সুতা নায়িকার
দেহখানি হয় ক্রমে ম্লান তথা ক্ষীণতর।
আসন্ন যে মৃত্যু দশা এ বিনাশে প্রতিবন্ধ
নায়কে মিলন তরে বাঁধি রাখে আশাবন্ধ।
তার হেন দুর্দশায় 'কৃষ্ণ পাশে' ভাবি মনে
আর্তা ডাকে 'এস স্বামী'
মোর ব্যথা নিবারণে।
মুহুর্মুহু সংজ্ঞাহারা সে প্রেম-ব্যামোহে সুতা
বল সখি কিবা করি, তার এ পাপিনী মাতা।

নায়ক আনয়নে চেষ্টা কিংবা এ দুঃখ সহন
সান্ত্বনা বচনে হায় না মানে সুতার মন।
কুরেশের নেত্র নাশে১ তাম্মকার দুঃখ যত
তথা এ মাতার দুঃখ কহিতে যে সাধ্যাতীত।

॥৪।৪।১০॥

চতুর্থ শতক, চতুর্থ দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ দশক যেই জন করয়ে অভ্যাস
অনাদি অবিদ্যা তার হয় যে বিনাশ।
নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে নিবাস তাহার
নিত্যসুরী করে তারে সাদরে সৎকার।

নিত্য তথা সাক্ষাৎ প্রভুর অনুভবে
নিরন্তর তাঁর পদ প্রেমভরে সেবে।
প্রভু যথা শেষিত্বের কিরীটে উজ্জ্বল
শেষত্ব-মুকুটে তথা স্বরূপ নির্মল।

॥৪।৪।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

চতুর্থ শতক — পঞ্চম দশক

দশক তাৎপর্য—
অসীম বিভূতি যাঁর অসীম আনন্দখনি
পেয়ে দরশন সেই বৈকুণ্ঠনাথেরে মুনি।
করি স্তুতি-গান কহে অতীব আনন্দভরে
অপ্রাপ্য কিছুই নাই, কেহ নাই সম মোরে।
পূর্ব দশকে সুরী বিরহে ব্যথিত অতি
এবে পেয়ে দরশন অতি উল্লসিত মতি।
অজ্ঞানী সুরীরে প্রভু জ্ঞানদান দশক২ হতে
বিরহের ক্লেশ দান এই অবধি দশকেতে৩।

প্রভু কৃষিকার্য করে নিজ ফল আস্বাদনে
ফল হয় সুরী প্রাপ্তি, তৎকৃত স্তুতিগানে।
এবে৪ প্রভু দরশনে পূর্ণ হেরি রূপ গুণে
অতি বিদ্ধ সুরী করে নানা স্তুতি গান।
পূর্ণ দিব্য অনুভব হেন স্তুতি গান সব
অতীব সজীব মরি অতি অনুপাম।
এ দশক ব্যাখ্যাকালে গোষ্ঠীতে *বেদান্তী*৫ বলে
'ব্যাপ্তাকাশ দশকের'৬ পরে এ দশক।
হোত্ব অতি মধুময় মোর মনে হেন লয়
তিঁহ হইত অতিশয় ভাবের পূরক॥

---

১ কুরেশের নেত্রনাশ—শৈব চোলরাজার বৈষ্ণবধর্ম উৎসাদনে প্রতিরোধ করার ফলে সেই রাজা রামানুজের প্রিয়তম শিষ্য কুরেশস্বামীর নেত্রদ্বয় জীবন্ত উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। কুরেশস্বামী বহু যন্ত্রণা ভোগের পর কোনক্রমে জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

২ শঠকোপ সুরী বিরচিত প্রথম প্রবন্ধ 'তিরুবিরুত্ত' দিব্য প্রবন্ধের প্রথম দশক হইতে —(অসত্য স্থিতং জ্ঞানঃ···)

৩ এই অবধি দশক —এই 'তিরুবায়মোড়ি' দিব্যপ্রবন্ধের ৪।৪ দশক অবধি।

৪ এবে—৪।৫ দশকে।

৫ বেদান্তী—সন্ন্যাসী বৈষ্ণবাচার্য বেদান্তীস্বামী (পরাশর ভট্টরস্বামীর শিষ্য)।

৬ ব্যাপ্তাকাশ দশক—সহঃ গীতির ১০।৯ দশক, অর্থাৎ অন্তিম দশকের পূর্ব দশক 'অর্চিরাদিমার্গ' বিবৃত আছে। এই ৪।৫ দশকটিতে ভগবানের পূর্ণ অনুভবের বিবৃতি আছে। এইজন্য বেদান্তীস্বামী বলিয়াছেন, এই দশকটি 'ব্যাপ্তাকাশ দশকের' পরে বিবৃত হইলে উপাদেয় হইত।

সীতার বিশ্লেষে যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ তথা
সুগ্রীবাদি পরিকর সহ সে রাবণে।
উৎকল্প করিয়া নাশে নাশিয়া বিরহ ক্লেশে
স্বামী ও স্বামিনী পরিকর সম্মিলনে ॥
তথা সুরীর যত যত বিরহের ক্লেশ শত
বিনাশিয়ে মিলে হরি তাহার সকাশে।
আপন বিভূতিদ্বয় নিজ রূপ গুণচয়
কোনটি না হীন করি পূর্ণ পরকাশে ॥
দিলা প্রভু দরশন তারে সুরী মন প্রাণ
উথলিয়া পড়ে মহা উল্লাস উত্তাল।
সবে করি একতান প্রভু কহে গাহ গান
এত বলি সুরী করে দেয় করতাল ॥
যত সজীব অনুভবে একে একে সুরী তবে
দেখে আর করে যদি সেই স্তুতিগান।
এই গান প্রাণভরা সুরী তাহে আত্মহারা
সাথে সাথে করে তাঁর মঙ্গলাশাসন ॥
বিরহের মোহভ্রমে সুরী গত দশকেতে
যত ভ্রান্ত কথা কয় বিভিন্ন গাথাতে।
মোহ ভাঙ্গি এ দশকে বিভিন্ন গাথায়১ হরি
দেখাইলা সত্য তথ্য করুণায় দেখে সুরী।

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
আশ্রিত রক্ষণে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ যিনি
সেই সর্বেশ্বর গানে মহা ভাগ্যবান আমি।

মূল গাথা

সর্ববস্তু বিলক্ষণ সর্ববস্তু প্রবর্ত্তক
নাশরহিত গুণী ক্ষমাবান নিয়ামক।
হেন স্বামী যিনি পুনঃ আশ্রিতের রক্ষক
আশ্রিত রক্ষণে যিনি অশ্বমুখ বিদারক।
তাঁহার প্রণামে, তাঁর গানে ভাগ্যবান আমি
জনমে জনমে আর ন্যূনতা যে নাহি জানি।
॥৪।৫।১॥

ব্যাখ্যা—
আপনার 'শেষিত্ব' ইতরে 'শেষত্ব' যথা
হেন বিলক্ষণ স্থিতি সম্যক্ প্রকাশে তথা।
আত্মা পরমাত্মা উভে জ্ঞানাকারে সাম্য তায়
প্রভু পুনঃ বিভু শেষী নিয়ামক আশ্রয়।
তিনি সর্ব বস্তুগত সেথা পরিপূর্ণ ব্যাপ্ত
সর্ববস্তু নিয়মন তাঁর এই ব্যাপ্তি-সিদ্ধ।
তিনি পুনঃ বস্তুমান সর্ব বস্তুর স্বামী
তাই বস্তু-ব্যাপ্ত রহি অতি আনন্দিত তিনি।
সপ্তলোকে তিনি তাঁর আজ্ঞাচক্র প্রবর্ত্তক
স্বস্থানে রহিয়া পুনঃ সর্বলোক নির্বাহক।
সপ্তলোক অর্থ হেথা বুঝহ বিভূতিদ্বয়
নাশরহিত উভে প্রভু তার পতি হয়।
অতএব প্রভু তিনি নাশরহিত গুণে গুণী
নির্বহন করে উভে আপনার রাজ্য মানি।
এ রাজ্য শাসনে তাঁর নাহি নিষ্ঠুরতা
ক্ষমাবান নিয়ামক রাম রাজ্যে যথা।
তথা হি—'রামো রাজ্যমুপাসিত্বা।'
কুমার্গীয় প্রজাগণে তার হিত তরে
করায় শাসন যথা রাম রাজ্যে করে।
ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন প্রকৃতির অনুগুণ
প্রভুর শাসনকার্য ইথে কোন নাহি উন।
আশ্রিতের শত্রু যেবা সেই দুষ্টগনে
যথাযোগ্য শাসে প্রভু আশ্রিত রক্ষণে।
সর্বশক্তিমান তবু রহিয়া স্বস্থানে
এ শাসন নহে তাঁর হেন শত্রুগণে।
ইতর জাতীয়রূপে ধরি অবতার
পাত্র অনুসারে প্রভু তারে ব্যবহার।
স্যমন্তক মণি আদি পরিভব কালে
জ্ঞাতিগণে ক্ষমে প্রভু কৃষ্ণ অবতারে।
তথা হি—
"দাস্যমৈশ্বর্যবাদেন জ্ঞাতীনাং চ করোম্যহম্
অর্ধভোক্তা চ ভোগানাং বাক্দুরুক্তানি চ ক্ষমে।"
আশ্রিত সখার শত্রু কেশী অশ্বাসুরে
ব্যাদিত বদন ধরি কৃষ্ণ দ্বিধা করে।

১—গাথা ৪।৪—২, ৭, ৮, ১০ ৪।৫—১, ২, ৪, ৮

তথা হি—

"ব্যাদিতাস্যো মহারক্ষঃ সোহসুরঃ কৃষ্ণবাহনা
নিপপাত দ্বিধা ভূমৌ বৈদ্যুতেন যথা দ্রুমঃ।"

(বিঃ পুঃ ৫।১২।১৪)

হেন শত্রুনিসূদনে ভাবি প্রভু-জয় গায়
পুনঃ পুনঃ কর জোড়ি সূরী পূর্ণ প্রণময়।
তাঁর কাব্যগান করি তাঁকে পুনঃ সমর্পয়
এ অম্লান মালা প্রভু, শিরে ধরি রাখে তায়।

তথা হি—"তৎ সর্বং বৈ শিরসা ধারয়ামাহম্।"

প্রভু কৃপাবান আমি ভাগ্যবান কহে সূরী
মোর এ কৈঙ্কর্য তাঁর এ হেন স্বীকার মরি।
ক্রমে ক্রমে মোর হেথায় ন্যূনতা নাই
নিত্যসূরী সম কৃত্য হেথা করিবারে পাই।

॥৪।৫।১॥

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নিজ হেন মহৈশ্বর্য, হেতু তার সূরী কয়
'শ্রিয়ঃপতিত্ব প্রভুর'—এ হেন স্বরূপ তায়।
ঈশ্বর প্রসাদে ব্রহ্মা তাঁর অভিপ্রায় জানে
ব্রহ্মার প্রসাদে পুনঃ নারদ যে পূর্ণ জ্ঞানে।
নারদ প্রসাদে বাল্মীকি রচে রামায়ণ
তাই এই মহাকাব্য হয় যে মহা প্রমাণ।

তথা হি—(বাল্মীকি প্রতি নারদ বচন)

"মৎপ্রসাদাৎ যথাবৎ সম্প্রপশ্যসি।" (রাঃ রাঃ)

সূরী কহে মোর কাব্য তা হ'তে অধিক খ্যাত
লক্ষ্মী তথা নারায়ণ উভয় করুণাজাত।
উভয় প্রবন্ধ[১] গাহে সীতার চরিত্র মহা
ইথে কোন নাহি ঊন, উভে সমতুল তাঁহা।

যথা হি—(বাল্মীকি বচন)

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।"

(শঠকোপ আড়্বার বচন)

"লক্ষ্মীকান্ত কবির্বৎকিঞ্চিদহমভ্যন্তবান্।"

সব কৃষ্ণ মুখে গাহি ঋষি শুনায় একা রামে
সূরী শুনাইলা উভে[২] উভে মঙ্গলাশাসনে।
হেন ভাগ্যবান সূরীর এ গাথায় কাব্যগান
গাহিছেন তারে যিনি লক্ষ্মীধর নারায়ণ।

মূল গাথা

অঞ্জননয়নী কমলবাসিনী
শোভে যাঁর উরপরি।
অরুণ বরণ বিশাল নয়ন
পূজে যাঁরে নিত্যসূরী॥
সুযোগ্য ভাষায় সুমধুর স্বরে
করি যে তাঁহার স্তুতি।
মোর পাপচয় সকলি যে ক্ষয়
আমি যে ধন্য অতি॥

॥৪।৫।২॥

ব্যাখ্যা—

অসিত নয়ন মহালক্ষ্মীজীর নিরূপক
যথা রূপে তথা গুণে ঈশ্বরের অভিমত।
এ নয়নে একবার স্বামী প্রতি দৃষ্টি দানি
শীতল করিয়া দেয় স্বামীর বিগ্রহখানি।

যথা হি—

"নমঃ শ্রীরঙ্গনায়ক্যৈ যদ্ভ্রূবিভ্রমভেদতঃ
ঈশেশিতব্য বৈষম্য নিম্নোন্নতমিদং জগৎ।"

লক্ষ্মীজী কটাক্ষপাতে কেহ যে নরেশ
কটাক্ষ অভাবে কেহ ভিক্ষুকের বেশ।
কমলের শোভা তথা কমলের পরিমল
মিলিয়া গঠিত তনু রূপে গুণে নাহি ভুল।
হেন কমলারে প্রভু ধরে সুখে উরপরে
হেন বাসস্থানে লক্ষ্মী কমলেরে বিস্মরে।
শ্রীজানকী শ্রীরামের পাণিগ্রহণান্তরে
এই মত বিস্মরণ হয়েন যে মিথিলারে।
নেত্রের অঞ্জনপ্রভা প্রভু অঙ্গ করে শ্যাম
রমার অঙ্গ-কান্তি লেগে প্রভুনেত্র অরুণিম।
উভয়ের নেত্রে মরি এ ঘন সম্বন্ধবান
অরুণ ও বিশাল নেত্র তাই 'পুণ্ডরীক' নাম।

১ উভয় প্রবন্ধ—ঋষি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য 'রামায়ণ'।
দিব্যসূরী শঠকোপ আড়্বার রচিত দিব্যপ্রবন্ধ 'সহস্র-গীতি'।

২ উভে—লক্ষ্মী এবং নারায়ণ উভয়কে।

এ হেন যে পুণ্ডরীক শ্রিয়ঃপতি যিনি
নিত্যধামে বাস তাঁর নিত্যসূরী-স্বামী।
নিত্যসূরী লক্ষ্মীজী তথা শ্রিয়ঃপতি
সহাবস্থিত তাঁরা বৈকুণ্ঠে বসতি।
এ হেন সে স্তুতিকালে পূর্ণ কাব্যগান
শুনাইলা সবে সূরী মহাভাগ্যবান।
বিষয়ানুরূপ বাক্য করিয়া যোজনা
কাব্যগানে ভাগ্যবানে বিশুদ্ধ ভাবনা
সুঘটিত পদচয় যোগ্য ভাব সমন্বয়
অতি সুমধুর স্বর হৃদি কর্ণ মুগ্ধ হয়।
অন্য অন্য স্তুতি যথা ভাব স্মরি ব্যক্ত হয়
সূরী কহে মোর কাব্য এ হেন প্রকার নয়।
প্রভু কহে, 'সূরি! এবে মোরে গাহ নাহে আন'
তখনি স্বতঃই তার জিহ্বা-দ্বারে স্ফুরে গান।
জিহ্বা'পরি বসি পশি' সমীচীন নিজ কাব্য
গাহে প্রভু পরিশুদ্ধ সুপ্রেম ও অতি ভোগ্য।
সূরী কহে, 'জিহ্বা গাহে পরে ভাবি অর্থ তারে
হেন গান করাইয়ে প্রভু ক্রীতদাস করে।
সর্বশক্তি ঈশ্বর অন্তর্যামীরূপে মরি
উপদেশি জ্ঞান শক্তি কাব্য রচাইলা তাঁরি।
পুনঃ সেই গীতিকাব্য তিনি করাইলা গান
নিজে সব করি প্রভু মোরে করে ভাগ্যবান।'
স্বাচার্য নিকটে উপদেশ জ্ঞান ও শক্তিলাভ
করে বলি যথা শ্রেষ্ঠ ভাগবতে অনুভব।
তথা সূরী ভাবে তার সর্ব জ্ঞান ও শক্তি বল
সাক্ষাৎ ঈশ্বর হ'তে হয় তাঁর সর্বলাভ।
স্বয়ংসিদ্ধ জাতরতি পুরুষের জ্ঞান ভক্তি
এইভাবে উপজাত প্রভুরই সঙ্কল্পশক্তি।
গত তৃতীয় দশকে সূরী গাহিয়াছে পুনঃ
তার দেহ মন বাক্য সবই প্রভুর আভরণ।
অতএ ভাবয়ে সূরী কাব্য প্রনয়ন গান
এ সব প্রভুরই কার্য সূরী মাত্র মাধ্যম।

তথা হি—(পরকালস্বরী বচন)—

"অয়মস্মদীয় ইতি মাং লেখিতবান্ কৃষ্ণপুরবাসি-
স্বামিন্ কৃষ্ণপুরং অগাপয়ৎ...... .....।"

অবশ্য ভোক্তব্য মোর যত যত পাপচয়
ধরাধামে স্তুতিকালে সকলি বিনাশ পায়।
সাক্ষাৎ ভগবদ্-অনুভব শক্তিময়
সে মহা মহিমা সূরী ঘোষিছে জগৎময়।

॥৪।৫।২॥

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যিনি সর্বগুণময় উভয়বিভূতি যাঁরি
তাঁর কাব্য গানে আমি মহানন্দ অধিকারী।

মূল গাথা

**নিরবধি আনন্দের চরম অবধি যিনি
নিত্য অনন্ত গুণ বিভূতির ধনে ধনী।
যাঁর নেত্র নিত্য স্বাভাবিক মহানন্দ দানে
চিরকাল করি তাঁর স্তুতি, স্বরে কাব্যে গানে।
সাক্ষাৎ অনুভবে আশ্রয় লভিয়া তাঁর
সূরী কহে, আছি ডুবে মহানন্দে সে অপার॥**

॥৪।৫।৩॥

ব্যাখ্যা—

গত গাথায় স্তুতিফল পাপনিবর্তন
এ গাথা স্তুতিফল আনন্দবর্দ্ধন।
আনন্দে চরমসীমা চলে যাহা অবিরাম
যে আনন্দ চ্যুতিহীন যিনি এ আনন্দবান।
শ্রুতির আনন্দবল্লী যাঁর আনন্দ করে গান
আনন্দাবহ যাঁর বিভূতি ও গুণগণ।
পুনঃ যার নেত্র করে স্বতঃই আনন্দ দান॥
যাঁর আনন্দে হ'য়ে জিত নিত্য মুক্ত সূরীগণ।
'নাথ' বলি সদা যার দাস্যে রহে নিমগন॥

তথা হি—

'কমলনয়নং দিবিষৎস্তুত্যং প্রধানং নাথং।'

(সহঃ ৪।৫।২)

হেম পরবস্তু যিনি অনন্ত আনন্দধন
সে আনন্দ সীমাহীন নহে পুনঃ পরিচ্ছিন্ন।

তাই আনন্দ অনুভব সীমাহীন কাল ধরি
স্বরমালা যুক্ত করি প্রভু-কাব্য গান করি।
স্তুতিকালে লভে সূরী প্রভুজীর সংশ্লেষ
কহে তবে, এ সংশ্লেষে আনন্দের নাহি শেষ।
এ হেন আনন্দ পেয়ে পরম আনন্দময়
এই সর্বেশ্বরে তবে করে সূরী সমাশ্রয়।
প্রভু সূরী উভে তুল্য আনন্দগুণময়
স্বতঃই আনন্দ প্রভুর স্বয়ং যে ব্যক্ত হয়।
সূরীর আনন্দোদয় প্রভু-সমাশ্রয়গত
সে মূল আনন্দ হ'তে সূরীর আনন্দজাত।

তথা হি—'এষ হ্যেবানন্দয়াতি।' (তৈ: আ:)

॥৪।৫।৩॥

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সর্বেশ্বর যিনি নিত্যমুক্ত সূরী-অধিপতি
তিনি নিত্যসংসারী এ হেন অধম প্রতি।
কত মহা উপকার সাধিয়াছে মরি
তাহার ইয়ত্তা নাহি কহিবারে পারি।

মূল গাথা

অন্য প্রয়োজন বিনা প্রভুজীরে সেবে যারা
পাপ নিবর্তনে তাদের আসি তিনি দেন ধরা।
পক্ষীরাজ-স্বামী তথা সুদর্শনচক্র-স্বামী
বাক্ স্বর মালা দিয়া তারে স্তুতি করি আমি।
লভেছি আশ্রয় তাঁর মম প্রাণ তিনি তাই
মোরে উপকার-সীমা জানিতে শকতি নাই॥

॥৪।৫।৪॥

ব্যাখ্যা—

সাংসারিক বস্তু তরে যারা না ভজনা করে
প্রভু-প্রাপ্তি আশে মাত্র সমাশ্রন করে তারে।
পরম কৃপায় প্রভু সে আশ্রিতগন তরে
অতীব যে সমাদরে পাপ নিবর্তন করে।
প্রভুর আশ্রিত যারা প্রভুমাত্র প্রয়োজনে
তাহাদের নাহি পাপ — এই শঙ্কা নিরসনে।
সূরী কয়, আশ্রিতের পাপ বলি গণি তাহা
প্রয়োজনান্তরে পুনঃ আসক্তির হেতু যাহা।
প্রয়োজনান্তর ল'য়ে ভজে যারা প্রভুজীরে
সেই প্রয়োজন দানি' প্রভু ত্যাগ করে তারে।
প্রয়োজনান্তর বিনা যে তাঁরে আশ্রয় করে
তাঁরে তিনি দেন ধরা সর্ব তাপ যায় দূরে।
প্রভুর প্রতাপ হেরি আশ্রিতের উপকারে
সর্ব পাপ তাপ সব সভয়ে পলায় দূরে।
আশ্রিত রক্ষণে তিনি সদা নিমগন
এ রক্ষণে তাঁর নিত্য নানা প্রযতন।
আর্ত-আশ্রিত পাশে গমনের তরে প্রভু
গরুড় বাহনে তাঁর নাহি পরিহরে কভু।
বলবান সুদর্শন সদা ধৃত তাঁর করে
আরো নানা প্রযতন আশ্রিত-রক্ষণ তরে।
এ হেন সে স্বামী মোর তাঁরে স্তুতি করিবারে
স্বতঃই জিহ্বায় মোর সুর সহ বাক্য স্ফুরে।
মনের ভাবনা বিনা স্বতঃই জিহ্বা কণ্ঠ ভরি
স্বতঃই স্ফুরয়ে গীতি তার কৃপা বলিহারী।
রসনা চালনা মোর হয় মরি যত যত
সকলি যে পরিনামে শব্দরূপেতে ভত।
করিতে করিতে স্তুতি অনুভবানন্দে তাঁরে
করিনু আশ্রয় মরি অতীব আনন্দভরে।
সর্বলোকে স্বাভাবিক তিনি অদ্বিতীয় প্রান
সর্বজীবে নিয়মন তথা আশ্রিতের প্রান।

তথা হি—

'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা।' (শ্রুতিঃ)

মোর সর্বপ্রান তিনি মোর উজ্জীবন তরে
কত মহা উপকার অত্যন্ত নিহীন মোরে।
বিভু তিনি অণু মোরে আনন্দ চরম সীমা
প্রদানিয়ে ধন্য করে, মরি মরি কি মহিমা!
সর্বশরীরী তিনি মানে হেয় এ শরীরে
অলভ্য-লাভ, পুনঃ বহে তারে নিজ শিরে।
হেন উপকারে মোর, মানে নিজ উপকার
অনুভবি মুগ্ধ ডুবি, বাক্য মন অগোচর।

॥৪।৫।৪॥

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি প্রভু অর্জ্জুনেরে যথা
ধীরে ধীরে উপযোগী উপদেশ করে তথা।
মোর উপযোগী করি নিজ গুণচেষ্টা তারে
প্রভু প্রদর্শয়ে ধীরে, হেন তাঁর কৃপা মোরে।
এ স্বভাব অনুভবি' মোর যত বিঘ্ন নাশি'
তথা তার কাব্য গানে আনন্দসায়রে ভাসি।

মূল গাথা

সহনযোগ্য করি রূপ গুণ লীলা তাঁরে
প্রকাশয়ি ধীরি ধীরি পূর্ণ জ্ঞানী করে মোরে।
তিনি নিত্যসুরি-পতি তিনি পুনঃ মোর স্বামী
তাঁর তরে কাব্য রচি, সেই কাব্যগানে আমি।
সদা পরিতৃপ্ত পুনঃ সদা মহানন্দময়
মোর যত পাপ তাপ বায়ুবেগে ভস্ম হয়॥

॥৪।৫।৫॥

ব্যাখ্যা—

অতীব যে ধীরে ধীরে গোষ্পদে সমুদ্রে ভরে
তথা সুসহন করি প্রভু উপদেশে মোরে।
যত তার গুণচেষ্টা ধীরে ধীরে প্রবেশয়
যাহে সহিবারে পারে ক্ষুদ্র মোর এ হৃদয়।
তথা অনুভাবয়ে প্রভু মোরে এ দশকে
তাঁর রূপ গুণ লীলা দেখাইয়ে একে একে।
তিনি বন্ধুমান স্বামী নিজবন্ধু স্থিতি হেরি
করে নির্বহন তারে সমীচীন ব্যবহারি।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র বন্ধু পরিপাক নাহি জানে
মোরে স্বামী ধন্য করে নিজ অনুভব দানে।
প্রভু যে অসীম, তাঁর প্রকারও অসীম পুনঃ
নিত্যধামে জ্ঞানপূর্ণ নিত্যসুরী বর্ত্তমান।
তবু অনুভাবয়ে মোরে তাঁর তত্ত্ব শত
পুনঃ তার সর্ববস্তুর প্রকারেও যত যত।
হেন উপদেশে তাঁর অর্জ্জুনেরে কৃপা যথা
ততোধিক মোর প্রতি ইথে নাহি অন্যথা।
অর্জ্জুন কহিলা যবে —'ধর্মাধর্ম নাহি জানি
আমি তব বন্ধু, মোরে শোধন করহ স্বামী।'
তবে যথা ক্রমে ক্রমে জ্ঞান দানি ধীরে ধীরে
কর তারে পূর্ণ জ্ঞানী করি' তব নির্ভরে।
প্রথম উপদেশে দিয়া প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞান
কর্মযোগ অভিধানি তৎপরে জীবাত্ম-জ্ঞান।
পরে ভগবদ্-জ্ঞান উৎপাদিয়া অনন্তর
উপাসন জ্ঞান পুনঃ কহয়ে অতঃপর।
অর্জ্জুন বুঝিল যবে উক্ত মার্গ সুদুষ্কর॥
তার শোক নিবারনে কহিলে চরম বাণী
তোমারেই সমাশ্রম তোমারেই নির্ভর মানি।
তব উপদেশে মোরে কোন ক্রম নাহি তারে
তব গুণ দিব্যচেষ্টা সকলি জানাও মোরে।
প্রবাদ যে অর্জ্জুনেরে গীতা-উপদেশকালে
'বিষ্ণুচিত্ত'১ সবই শুনে স্থিত রহি সেই স্থলে।
অর্জ্জুনে এ হেন শিক্ষা কিবা ফল নাহি জানি
মোরে এই উপদেশ সার্থক বলিয়া মানি।
প্রভুর হেন উপকার স্মরি স্মরি তবে সুরী
রচে সূক্তিমালা স্তুতি 'দিব্যপ্রবন্ধ' গড়ি।
হেন দিব্যস্তুতি গাহি, কৈঙ্কর্যে আনন্দময়
মোর পাপ তাপ যত বায়ুবেগে ভস্ম হয়।
পাপফল ভস্ম কর্ম সবারি বিনাশ
ইথে নাই মোর কোন যত্ন বা প্রয়াস।
ইহা নিবারনে প্রভুর সঙ্কল্প কেবল
একদা কটাক্ষমাত্রে হয় যে সফল।
সর্বেশ্বরে সমাশ্রমে বিনষ্ট যে এ সকল
আকাশ বা সিন্ধু হ'তে হোক না যত বিশাল॥

॥৪।৫।৫॥

---

১ বিষ্ণুচিত্তস্বামী—একজন আড়বার। তাঁহাকে গরুড়জীর অবতার বলা হয়। অর্জ্জুনকে উপদেশের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজায় (গরুড়জীরূপে) স্থিত হইয়া বিষ্ণুচিত্তস্বামী সেই উপদেশ শুনিয়াছিলেন। এই হেতু শ্রীবিষ্ণুচিত্তস্বামী বলিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীভগবান কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদত্ত উপদেশ সব শুনিয়াছিলেন।

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত চরণে কৈঙ্কর্য লাভ
পূর্বে কহি, এবে কহে অলভ্য কি আছে আর?

মূল গাথা

সুন্দর শ্যামল তনু লোচন কমল জনু
সুন্দর পুতলী মরি শোভে মাঝে তার।
সেই অমরাধিপতি করি সুরে লয়ে স্তুতি
মজিয়াছি, লভিবারে বাকী কিবা আর!

॥৪।৫।৬॥

ব্যাখ্যা—

মরি কিবা অপরূপ শ্যামল বিগ্রহ-শোভা
আয়ত বিশাল নেত্র তাহে কিবা মনোলোভা।
তার মাঝে শোভে শ্যাম সুন্দর তারকা পুনঃ
অল্প অঞ্জন চূর্ণে অনুলিপ্ত দু'নয়ন।
এ মহাসুন্দর রূপ অতি অতুলন
ইথে আভরণে কোন নাহি প্রয়োজন।
আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা
হেন অপরূপ রূপ অতি মনোলোভা।
হেন মহাসৌন্দর্যের ভোগে যত নিত্যসূরী
হেন স্বামী অনুভবি দাস্য করে মরি মরি।
হেন অবয়ব-শোভা ভোক্তা নিত্যসূরী সব
অতো এই পরবস্তু স্তুতিগান অসম্ভব।

সুরী কহে তা তো নয়, তাঁহার করুণা পেয়ে
উপযোগী শব্দে গাঁথি রম্য স্বরে চলি গেয়ে।
যত গাই তত পাই তাঁর অনুভব
নাহিক অলব্ধ কিছু লব্ধ মোর সব।
পাইয়াছি এ কৈঙ্কর্য পেয়েছি এ অনুভব
ইতঃপর মোরে কভু নাহি কিছু দুর্লভ।
সর্বভয় বিদূরিত ছিন্ন সর্ব সংশয়
অন্য দুঃখনিবর্তক নাহি আর সুরী কয়।

তথা হি—'অথ সোঽভয়ং গতঃ।' (শ্রুতিঃ)

॥৪।৫।৬॥

——

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরী কহে মোর পূর্তি প্রভুরই কৃপায়
এ পূর্তিতে প্রভু মূল নাহিক সংশয়।

মূল গাথা

বড়র কথাই নাই সম যাঁর নাহি পাই
রক্ষিলা গো-গোপ তিনি ধরি গোবর্দ্ধন।
তিনি সর্বলোক-স্বামী তাঁর কণ্ঠে দিনু আমি
সূক্তিমালা, কার ভাগ্য আমার মতন॥

॥৪।৫।৭॥

ব্যাখ্যা—

সর্বকালে সকলেরই আত্মারূপী অদ্বিতীয়
সম বা অধিক তাঁর কোন স্থানে নাহি কেহ।

তথা হি—

'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকো কুতোঽন্যঃ।' (শ্বেঃ উঃ)

পরাবস্থা অবতার তথা অর্চাবিগ্রহ
বিশেষ আকারে তাঁর যথা যথা নির্বাহ।
সুর নর তির্যক্ যত কিছু অবতারে
তার অনুরূপ পুনঃ যত অর্চা-শ্রীবিগ্রহে।
সেই সেই স্বজাতীয় যত কিছু বস্তুচয়
কোথাও কখন তার সম বা অধিক নয়।
প্রভু সর্বলোক-স্বামী তিনি সর্ব বস্তুমান
নিজবস্তু দুঃখ পায় তাঁর অতি অসহন।
ইন্দ্র ক্ষুধা-কোপে যবে গো-গোপেরে বিনাশনে
ঘোর শিলা বর্ষে, তবে রক্ষণে আশ্রিতগণে।
পর্বত উদ্ধৃত করি ধরি প্রভু ছত্রাকারে
শিলাবৃষ্টি হ'তে রক্ষা করিলা সে গো-গোপেরে।
হেন মহা উপকারী নিজবস্তু দুঃখহারী
হেন যত গুণগণে অদ্বিতীয় মরি মরি।

পরত্ব দশায় তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত
অবতার কালে গুণ উজ্জ্বল প্রকাশিত।
দিবালোকে দীপ যথা পরত্বে বিকাশ
অন্ধকারে দীপবৎ অবতারে সুপ্রকাশ।
হেন অবতারে গুণে পূর্ণ প্রকাশ যত
তার গানে প্রভু মোরে সক্ষম ক'রেছো তত।

তাঁর মহা গুণগানে গীতিমালা গ্রন্থনে
পুনঃ এ মোহনমালা তাঁর কণ্ঠে সমর্পনে।
মহাভাগ্যবান আমি তাঁর মহা করুণায়
আমার ন্যূনতা কোথা পূর্ণ আমি সে কৃপায়।
ন্যূনতা আসিবে তবে যবে কৃপা ছিন্ন হয়
প্রার্থনা করহ যাহে কৃপা অবিভক্ত রয়।
কৃপার উৎপত্তিস্থান হয় প্রভু-শ্রীচরণ
বরষিবে তব মাথে লহ চরণে শরণ।

তথা হি—

"স নিপতিতো ভুবো শরণ্যঃ শরণাগতম্।
বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্যপালয়ৎ॥" (রাঃ সুঃ)

॥৪।৫।৭॥

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

উভয়বিভূতি-নাথ অনুরূপ গুণবান
যথাযথ রূপে তারে করিবারে কাব্যগান।
দিয়াছেন শক্তি প্রভু মোরে পরম কৃপায়
নিত্যলোকেও কেহ মোর সম নাহি হয়।

মূল গাথা

নিকৃষ্ট মোদের তথা উৎকৃষ্ট শ্রীকমলারে
নির্বিচারে স্নেহী যিনি, সেই স্নেহ যাঁর অপরে
সর্বস্বামী যিনি লীলাধামে তথা নিত্যধামে
তারতম্য এ বিষয়ে যিনি কোন নাহি জানে।
কমলে চরণধারী চরণকমল যাঁর
এ হেন স্বামীরে মোর স্তুতিমালা রচনার
সামর্থ্য দেছেন যদি প্রভু তাঁর করুণায়
উভয়বিভূতি মাঝে মোর সম কেবা হয়॥

॥৪।৫।৮॥

ব্যাখ্যা—

নিকৃষ্ট বলিয়া সূরী নিজেরে বাখানে
সংসারী হইতে নীচ পূর্ণ হেয় গুণে।
নিত্যসূরী হইতেও শ্রেষ্ঠা শ্রীকমলা তিনি
নিজ রূপে গুণে তথা আত্মগুণে মহাধনী।
কমলের পরিমল তথা তার কোমলতা
গুণদ্বয়ে পরিপূর্ণা নাহিক কোন ন্যূনতা।
সংসারী ও লক্ষ্মীদেবী উভয়েই স্নেহ সম
সংসারীরে বেশী স্নেহ যদি কোন তরতম।
সসৈন্যে বিরাজে রাম লঙ্কার বাহির দ্বারে
সুগ্রীব রাবণে হেরে গোপুর উপরে।
তখনি লম্ফিয়া যায় রাজদ্রোহী পাশে
রাবণেরে জয় করি পুনঃ ফিরি আসে।
'দুঃসাহস অনুচিত' রাম কহিলেন তারে
তোমারে বিপদ যদি সীতায় কি কার্য মোরে।

তথা হি—

"এবং সাহসযুক্তানি ন কুর্বন্তি নরেশ্বরাঃ।
ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্যং সীতয়া মম॥"

(রাঃ যুঃ)

লোকনাথ রামচন্দ্র নাথরূপে ইচ্ছা করি
সুগ্রীবে শরণ লয় কিবা কৃপা মরি মরি।

তথা হি—

'লোকনাথঃ পুরা ভূত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি।'
'সুগ্রীবং শরণং গতঃ।'

বিভীষণ সূরী রাম-শিবিরে প্রবেশকালে
সুগ্রীবে বিরোধী হেরি রামচন্দ্র কহে তারে
বিভীষণে প্রবেশিতে বাধা যদি হয়
আমার অস্তিত্ব তবে না রবে হেথায়।
রাম ও সুগ্রীবে মতের বিভেদ কারণ
যতি পুছে ভট্টস্বামী করে সমাধান
শরণ্য রাম-হিতে সুগ্রীবের নির্বহন
শরণে আগত বিভীষণ-হিত চিন্তে রাম।

তথা হি—শ্রীরামঃ 'সুগ্রীবং শরণং গতঃ'
'বিভীষণঃ 'রাঘবং শরণাগতঃ।'

সুগ্রীব-পুরুষকারে রাম আহ্বানে বিভীষণ
নব শরণাগতে হেরি' উল্লসিত তাঁর মন।

তথা হি—'আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠঃ।' (রাঃ যুঃ)
'নেত্রেণ পিবন্ ইব।' (রাঃ যুঃ)

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট তথা বিষয়ের তরতম
তবু তুল্য স্নেহ প্রভুর ইহা নহে নিষ্কারণ।
স্বামিভৃত্য-সম্বন্ধ লয়ে উভে তিনি বিরাজিত
পারতন্ত্র্য স্বরূপেতে উভে তুল্য ভাবে স্থিত।
পিতৃমাতৃ-স্নেহ সর্ব সন্তানের প্রতি সম
তথাপি দুর্বল প্রতি তাঁদের অধিক স্নেহ।
প্রভুর সন্তান বটে নিত্য মুক্ত বদ্ধ জীব
বদ্ধ সংসারীর প্রতি তাঁর স্নেহ সমধিক।
নিত্যধাম তাঁর কাছে নিত্য বর্ত্তমান।
তবু প্রভু লীলাধাম-বিহীন না র'ন।
তথা হি—'স একাকী ন রমতে।' (শ্রুতিঃ)
শীতল আসন-পদ্মে ম্রিয়মান পদদ্বয়
কমলের যত গুণ চরণ পরশে হয়।
নয়ন চরণ করে, কমল তুলনা নয়
দিব্য পরশে কমল হেন রূপ গুণে ভায়।
হেন রাত শ্রীচরণ সর্বস্বামী পরিচয়
তাঁর কাব্যগানে সূরী কৃতকৃত্য ধন্য হয়।
প্রভু বলে, 'সূরী মোরে কর এক কবি-গান'
সেইক্ষণ এই গান করে সূরী সমাপন।
ভট্ট কহে, 'তা তো নহে, প্রভু অন্তর্যামী রহি'
নিজ কাব্য নিজে গাহে সূরী জিহ্বা'পরে কহি।'
এই গান তবে প্রভু কবি অঙ্গীকার
প্রীতিভরা নেত্রে চাহে সূরী তনু মন'পর।
তাই সূরী ধৈর্য ধরে বিকল না হয়
সেই গান সমাপনে আপন জিহ্বায়।
সমগ্র ঐশ্বর্য প্রভুর সমগ্র মাধুর্য তাঁর
কাব্যে গান করিবারে তাই সূরীর অধিকার।
এত কৃপা ভাবি সূরী কহিছে ফুকারি
নিত্যধামেও মোর সম নাহি অধিকারী।
নিত্যধামে নিত্যসূরী নিত্য দিব্যজ্ঞানী তারা
নিত্য অনুভবে প্রভুর স্তুতিগানে আত্মহারা।
এ সংসার হয় নিত্য তমঃপ্রদ মহাভূমি
প্রভুরে বিমুখ সবে, সবে মহা অজ্ঞানী।
এ হেন অজ্ঞান স্থলে প্রভুজীর স্তুতিগান
করে যারা নিত্যসূরী হ'তেও তারা 'শ্রীমান্'।
॥৪।৫।৮॥

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যেথা যত অবতার সর্বত্র পশি তার
কাব্যগানে সক্ষম মোর সম কারা।
নিত্যসূরী স্বানুভাব্য বিষয় এতই ভোগ্য
তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি জানে তারা॥
মুক্ত জীব সংসারে বিস্মরণ চিরতরে
'নিত্য' সম তাহাদের তাই যে গণনা১।
হেথা যত ঋষিবর পারাশর্য পরাশর
নিজ নিজ ঘটে তারা অতীব প্রবণ॥
বাল্মীকি রাম-অবতারে পারাশর্য পরাশরে
কৃষ্ণ-অবতার বিনা অন্যে নাহি জানে।
শৌনক ভগবান অর্চায় এত প্রবণ
অন্যত্র কোথাও আর নাহি তার ধ্যানে॥
সর্বেশ্বর সর্বস্থানে প্রবেশয়ে কাব্যগানে
'প্রাপ্ত' আমি মোর সম কেবা আছে আর।
আমি অতি ভাগ্যবান প্রভু কৃপা-অবদান
উভয়ত্র২ কেহ নাহি সমান আমার॥

মূল গাথা

লোকোত্তর সুরধাম তদুপরি যাঁর স্থান
দশদিশা ব্যাপি যিনি, যিনি শঙ্খপাণি।
সেই কৃষ্ণ নর্ত্তকের মহাকাশ নায়কের
কাব্যগানে দক্ষ আমি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য মানি॥
॥৪।৫।৯॥

ব্যাখ্যা—
স্বর্গে তথা তদুপরি মহদাদি পুণ্যলোকে৩
ভূমি তথা অধঃস্তন পাতালাদি সপ্তলোকে।
তথা তথা সপ্তদেশে দেবাদি সকল জীবে
নির্বিশেষে সর্বত্র পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত সবে।

১ 'নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্।' [শ্রুতিঃ]
২ উভয়ত্র—নিত্যধামে ও লীলাধামে।
৩ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যঃ—ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত সপ্তলোক।

হেন সর্বব্যাপ্ত প্রভু নিজ দিব্য সংস্থানে
ইতরজাতীয় হ'য়ে অবতরে ধরাধামে।
তথা হি—
'আদিমুন্দরজ্যোতিরূপং তত্র অবস্থাপ্য
অত্র জাতঃ।' (আড্বার বচন)
'জাতোহস্মি দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।' (বিঃ পুঃ)
অবতারকালে শোভে নম্র শঙ্খ হস্ত ভরি'
প্রভুর হস্ত-মুখ-শোভা বর্দ্ধয়ে যে শঙ্খ স্ফুরী।
শঙ্খ তথা লক্ষ্মণ উভয়েই নিত্যসূরী
উভয়েরই নম্রীভাব প্রভুর সমীপে মরি।
তথা হি—
"ইত্যেবমুক্তো মাত্রেদং রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমবিবীক্ষাস্মরন্নিব॥" (রাঃ অঃ ৪)
অতীব বিশাল সেই শঙ্খধর মহাকর
রক্ষয়ে বিভূতিদ্বয় তবু বিশালতা তার।
বিশ্বব্যাপী অসীম সে সসীম যে অবতরে
কুম্ভনর্ত্তন আদি যত দিব্যচেষ্টা করে।

হেন বিশ্বব্যাপী তার সরবত্র পশি তবে
কাব্যগানে দক্ষ আমি পদে পদে অনুভবে।
মোর সম ভাগ্য আর নাহি কোন অন্য জীবে
শুধু এ ধরায় নয় উভয় বিভূতি মাঝে।

॥৪।৫।৯॥

—

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সর্ব দিব্যচেষ্টা তাঁর মোর কাব্য মাঝে
প্রকাশে সমর্থ আমি যেখানে যা সাজে।
বাচিক কৈঙ্কর্যে মোরে করে যোগ্য দাস
মোর কাব্য গাহি সব বৈষ্ণবে উল্লাস।

মূল গাথা

নিগীরণ উদগীরণ শয়নোপবেশন
বিক্রমণ উদ্ধরণ সেথা রহি রক্ষণ।
যত যত দিব্য চেষ্টা যথাদৃষ্ট ভাবে তারে
দ্রবিড় ভাষায় গানে প্রভু যোগ্য করে মোরে।
এ হেন সে কাব্যগানে দাসে মহানন্দ দানে
আনন্দ বারিদরূপে হর্ষ-বারি সিঞ্চনে।

॥৪।৫।১০॥

ব্যাখ্যা—

নিগরয়ি বিশ্ব সারা প্রলয়ে রক্ষণ
প্রলয়ান্তে উদ্গারি এ বিশ্ব সৃজন।
সঙ্করানে দেব-হৃত ভূমিরে গ্রহণ
প্রলয়ে নিমগ্ন ধরা দাঁতে উদ্ধরণ।
হেন রক্ষিত ভূমে প্রভুর শয়ন
আশ্রিত রক্ষায় পুনঃ তথা অবস্থান।

তথা হি—
"বাহুং ভুজগভোগাভমুপাধায়ারিসূদনঃ
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখং কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ।"
(রাঃ যুঃ ২১, ২২)
"অবষ্টভ্য চ তিষ্ঠন্তং দদর্শ ধনুরুর্জিতম্
রামঃ রামানুজং চৈব ভর্ত্তুশ্চৈবানুজং শুভা।"
(বালিবধের পরে তারা কর্ত্তৃক দৃষ্ট রাম)

যথা যথা কার্য তাঁর তথা উপবেশন
রক্ষণ নিয়মন আদি দিব্য প্রযতন।
যাবৎ কৃষিকার্য তাঁর বিশ্বরূপ এ উদ্যানে
সাক্ষাৎ অনুভাবয়ি শক্তি দানে কাব্যগানে।

তথা হি—
"চিরং নিবৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।"
(বাল্মীকি বিষয়ে —রাঃ)

দ্রবিড় প্রবন্ধ তবে রচি গাহি ভাগ্যবান
প্রভু বার্তা যথা দৃষ্ট স্পষ্ট তথা প্রকাশন।
এ হেন দ্রবিড়-বন্ধ যে বৈষ্ণব কাছে শুনে।
সবারি আনন্দাবহ সবে তুষ্ট তার গানে।
এ প্রবন্ধ হয় যেন আনন্দ বারিদ-মরি
কাছে শুনে গাহে তাহে বরষে আনন্দ বারি।

॥৪।৫।১০॥

—

চতুর্থ শতক, পঞ্চম দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
এ দশক যেবা করে পঠন পাঠন
কমলা করেন তার পাপ বিমোচন।

সদাই বরষাসিক্ত বেঙ্কট তাহার নাথে
সর্বেশ্বর যবে বিরাজিত মহালক্ষ্মী সাথে।
কারিসুত 'মার'[১] সূরী-কৃত কাব্যে এই গান
অভ্যাস করয়ে যেবা তারে করে ফলদান।

স্বয়ং কমলা যিনি করুণার স্বরূপিনী
করুণায় উথলয়ি দুর্গতি বিনাশিনী।
অন্তঃপুরে স্থান তার জীবন ও গতি
অনুভবে ও কৈঙ্কর্যে কাটে দিন রাতি। ॥৪।৫।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

চতুর্থ শতক—ষষ্ঠ দশক

দশক তাৎপর্য—

গত দশকেতে মানসানুভবানন্দধারা
প্রত্যক্ষ না করি বাহ্যে সূরী দুঃখে সংজ্ঞাহারা।
অপরে ভেষজমুখে ব্যাধির চিকিৎসা করে
ব্যাধি সে সখিরা বারি' সমুচিত প্রতিকারে।
পূর্ব দশকে সূরী আনন্দে উন্মত্তক
সংজ্ঞাহারা দশা কহে আচম্বিতে এ দশক।
এ দুই দশক মাঝে পুছে কিবা সঙ্গতি
গোবিন্দ আচার্য কহে বুঝিতে যে কষ্ট অতি।
এ দুইয়ের অসঙ্গতি তাই হেথা সঙ্গতি
সম্যক্ অনুশীলনে তবে বুঝে চিত্তমতি।
পূর্ব দশকে অতি প্রীতি মানসিক মাত্র
বাহ্য-করণে তাহে হৈলা সূরী অতি ব্যর্থ।
সর্বথা উচ্চারূঢ় পতনে কারণ যথা
সূরীর পূর্ব মহানন্দ এ মোহের হেতু তথা।
সূরীর এ প্রেমদশা অতি পরিপক্ক
জানকী লক্ষ্মণ তথা ভরতের সম ঐক্য।
বিশ্লেষে ধারণাভাব লক্ষ্মণ যেমতি
একান্ত পারতন্ত্র্যে ভরতের গতি।
আর্তি-প্রাণে ফলদাতা রামে মাত্র আশা
শ্রীজানকী যথা, তথা সূরীরও সে দশা।

তথা হি—'ন চ সীতা ত্বয়া হীনা……'
(রাঃ অঃ—লক্ষ্মণ বাক্য)
'যদি মাং নয়েৎ কাকুৎস্থঃ তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ'।
(রাঃ সুঃ—সীতা বাক্য)
প্রভুর বিশ্লেষে মোহ, এ ধরায় সূরী একা
অন্য জ্ঞানাধিকে এই দশা নাহি যায় দেখা।
শ্রীবশিষ্ঠ ভগবান পুত্রের বিয়োগ যবে
গিরি হ'তে পড়ে কিংবা সিন্ধু প্রবেশে বেগে।
বেদব্যাস পুত্রহারা অতি আর্তিমান
ছায়াশুক হেরি তবে ধরিলা জীবন।
প্রভুর বিশ্লেষে সূরী ধরিলা নায়িকাভাব
তাহে অতি অবসন্না নাহি তার সংজ্ঞাভাব।
এই মোহ হেরি বন্ধুবর্গ সবে মতিভ্রষ্ট
কর্তব্যবিমূঢ়া সবে রোগের নিদানে অজ্ঞ।
রোগমুক্তি লাগি আসে নানা প্রতিকারী
ভৈষজিক, মন্ত্রকর্তা, তান্ত্রিক ব্যবহারী।
ক্ষুদ্র দেবাবেশ ভাবি দেয় নিন্দ্যদ্রব্য
ব্যাধি তাহে উগ্রতর হয় দুরারোগ্য।
তথা হি—
দ্রব্যং নিন্দ্যসুরাদি দৈবতমতিক্ষুদ্রং চ বাহ্যাগমো
দৃষ্টির্দেবলকাশ্চ[২] দেশিকজনা ধিগ্‌ধিগ্‌ এবাং ক্রমম্।

---

১ কারিসুত মার—শঠকোপ আড়্‌বারের আর একটি নাম 'মার'। তাঁহার পিতার নাম 'কারি'।
২ দৃষ্টি—প্রমাণ; দেবলকা—পুরোহিতাঃ।

নায়িকার প্রকৃতিজ্ঞা সখিগণ কহে তবে
হেন চিকিৎসায় দুঃখ দূর কভু নাহি হবে।
সত্তানাশ হবে তার রক্ষা নাহি পাবে
জানি' রোগ, পরিহার কর তাহা এবে।
করহ শ্রীভগবান নাম সঙ্কীর্তন
তাঁহার প্রসাদীমালা কর সমর্পণ।
তুলসীর পত্র দাও বাঁধহ শাখা কিবা
কিংবা তার অঙ্গে লেপ তুলসীর মৃত্তিকা।
ভাগবত পদরজে কর অভিষেক তারে
এখনি নীরোগ হবে সংজ্ঞা সখি পাবে ফিরে।
সখিগণ যথা কহে তথা করে মাতাগণ
ব্যাধিমুক্ত হয় পুনঃ নায়কী যে সচেতন।
সূরী পায় ফিরে তার স্বাভাবিক পূর্ব দশা
অতি শ্লাঘনীয় যাহা অতীব বিরল তথা।
অজ্ঞান দশাতেও অন্য দেবতার স্পর্শ
করে সূরীর সত্তা ম্লান, আত্মা হেন পরিশুদ্ধ।
হরিনাম সঙ্কীর্তন ভক্ত সহবাস তথা
সত্তার ধারক তার হেন পক্ব বৈষ্ণবতা।
নায়িকা দশায় সূরীর যত যত পরিচয়
সখিমুখে সে সকল জনগণে ব্যক্ত হয়।

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সখি কহি নায়িকার ব্যাধির নিদান
মাতৃকৃত পরিহার করয়ে বারণ।

মূল গাথা

ব্যাধি প্রতিকার কোথা করহ সন্ধান মাতা
যে ব্যাধি করিছে ভোগ তব ইন্দুমুখী সুতা।
বিচারিয়ে সেই ব্যাধি করিয়াছি নির্ণয়
সে ব্যাধি নিদান তথা শ্রবণ করহ তায়।
যুদ্ধ নির্বাহের যত ব্যাপার নিচয়
স্বয়ং করিয়া পক্ষে জয় হেতু যেবা হয়।
মায়াযুদ্ধে সারথি যে তার প্রতি লুব্ধ মন
অলাভে ক্ষুভিতা তাই নায়িকা যে অচেতন।

॥৪।৬।১॥

ব্যাখ্যা—

প্রকৃত যে ব্যাধি সুতার তার প্রতিকার
কর অনুসন্ধান তবে তার পরিহার।
ক্রিয়মান প্রতিকার ছাড়, ইথে অপকার
ব্যাধির নিদান জানি কর যোগ্য প্রতিকার।
ব্যাধি তার প্রতিকার কোথায় খুঁজিছ মাতা?
নহে দূরে আছে পাশে যেখানে তোমার সুতা।
বিচারিয়ে করিয়াছি ব্যাধির নির্ণয়
সখী কহে, শুন মাতা তার পরিচয়।
মোর সনে তোমরাও কর মাতা সুবিচার
তবে তো বুঝিবে তার ব্যাধি তার প্রতিকার।
ইন্দুবদন সখীর সকলে হের গো মাতা
এ বদনই কহি দিবে কোথায় তাহার ব্যথা।
শ্রীকৃষ্ণের কান্তি লেগে সমুজ্জ্বল সে বদন
কৃষ্ণপ্রতি অনুরাগে বিকায়েছে তার প্রাণ।
মোর সখী কহে পুনঃ, শুন মাতা সে বচন
'পাপিনী আমার প্রাণ করে সে অপহরণ'।
ইহাই তাহার ব্যাধি জেনো মাতা সুনিশ্চয়
মুখ তার আর্তিমাখা দেখিয়ে জানহ তায়।
গুণাধিক কৃষ্ণে আশা অলাভে এ 'মোহভার'
মুখকান্তি আর্তিমাখা দেখো মাগো চিহ্ন তার।
'কৃষ্ণে প্রেম-অনুরাগ' ইহা সমীচীন রোগ
একবার আক্রমিলে যাবত জীবন ভোগ।
এই রোগ হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়
কৃষ্ণই 'প্রাপক' পুনঃ 'প্রাপ্য বস্তু' হয়।
এই রোগ পদে পদে অমূল্য সুবর্ণ মত
যেবা এই রোগাক্রান্ত কৃষ্ণ তার হস্তগত।
ঋষি-শাস্ত্রে এই মোহ-রোগ যে দুর্লভ
ঈশ্বর-প্রাবণ্য হেতু এ ক্ষোভ উদ্ভব।
সখার এই 'প্রেমব্যাধি' তাহার কারণ
শুন মাতা কহি যাই তার বিবরণ।
কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েরই সম্বন্ধী
উভয়েরই হিতে কৃষ্ণ চাহে উভয়েরই সন্ধি।
উভয়ের পক্ষে যবে যুদ্ধ সূত্রপাত
পাণ্ডবের তরে কৃষ্ণ করে পক্ষপাত।

তথা হি—

"যস্তু মন্ত্রী চ গোপ্তা চ সুহৃচ্চৈব জনার্দনঃ।"

পাণ্ডবের যুদ্ধ জয়ে যাহা যাহা প্রয়োজন
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিলা যে সমাধান।
পাণ্ডবে সহায় হয়ে সাধিল তাদের জয়
ছলে বলে কৌশলে যেবা প্রয়োজন হয়।
দুর্যোধন শত ভ্রাতা তাহে পুনঃ সজ্জীভূত
পাণ্ডব যে পঞ্চমাত্র অল্প সেনা সহ স্থিত।
কৃষ্ণ হেন পরবস্তু তবে এ মহাসমরে
স্বয়ং সুলভ হ'য়ে অর্জ্জুনে সারথ্য করে।
এ হেন সে পক্ষপাত এ হেন সৌলভ্য মরি
বুঝিতে শকতি কার সে বুঝালে তবে পারি।
রথী অর্জ্জুনেরে কহে 'আমি আজ্ঞাবাহী দাস
যেবা আজ্ঞা পালিব সে, হেন মোর অভিলাষ।'
রথের পুরতঃ রহি নিজ রথী রক্ষায়
শরীরে কবচ নাই অস্ত্রহীন করদ্বয়।
অর্জ্জুনে বিপদ যদি নিজ বক্ষ পাতি দেয়
পাণ্ডবে বিপদ যদি রক্ষা করে বঞ্চনায়।
অশ্ব যবে শ্রান্ত রণে গিয়া উপযোগী স্থল
বারুণাস্ত্র প্রয়োগিয়ে সেথা উত্থাপয়ে জল।
সেই জল স্নানে পানে অশ্বেরে বিশ্রান্ত করে
পুনঃ করে কত ছল এ হেন মায়া-সমরে১।
দিবসেরে রাত্রি করে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি অস্ত্র ধরে
আরো কত কত করে পাণ্ডবের জয় তরে।
হেন পরবস্তু কৃষ্ণ এ মহাসৌলভ্য তায়
আশ্রিতের হেন দাস, সখী ক্রীতদাসী পায়।
তাহার বিরহে সখীর ক্ষোভ পুনঃ মোহ তথা
ইহাই সখীর ব্যাধি, নিদান কহিনু মাতা।
যেবা হয় অর্জ্জুনের শোকনিবর্ত্তক
সেই পুনঃ নায়কীর শোকের বর্দ্ধক।
যেবা পুরুষের শোক করে মাত্র নিবর্ত্তন
অবলা নারীর শোক সেই করে প্রবর্ত্তন।

॥৪।৬।১॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ক্ষুদ্র দেবতার শান্তি এ ব্যাধির ঔষধ নয়
প্রভুর বিষয় গাহ তবে রোগ শান্তি হয়।

মূল গাথা

এ ব্যাধি নির্ণয়ে মাতঃ কোরোনাকো ভুল
অতি মহাদৈবত এ ব্যাধির মূল।
সঙ্গতি যে নাই কোন এ ব্যাধি নির্ণয়ে তব
সখীরে আবেশ করে নাহি শক্তি লঘু দেব।
ভ্রান্তি বিনা সখী কর্ণে কহ 'শঙ্খ চক্র' নাম
দেখিবে নির্মূল রোগ সখী ফিরে পাবে প্রাণ।

॥৪।৬।২॥

ব্যাখ্যা—

মাগো তোরা ভ্রান্ত, মোর সখী-রোগ নির্দ্ধারণে
সখী সংজ্ঞাহারা অনুভবি প্রভু গুণগণে।
শুন মাতঃ কহি এই রোগের নিদান
পরম দেবতা সেই সর্বেশ্বর গুণগণ।
তোমার নির্ণীত রোগে সখীর সঙ্গতি নাই
রোগে তব প্রতিকারে তোমারও সঙ্গতি নাই।
ক্ষুদ্র দেবাবেশে এই রোগ তব নির্ণয়,
হেন ভক্তে স্পর্শ করে তার সাধ্য নাহি হয়।
কোন *ধনুর্দাস১* ভৃত্যে এক অপদেব ভ্রষ্ট
আসিয়া আবিষ্ট হয় দেয় তারে মহাকষ্ট।
সেই অপদেবে পুছে কি সর্ত্তে যাইবে ছাড়ি?
কহে যদি বাঞ্ছা পুরে ছাড়িয়া যাইতে পারি।
দুগ্ধ ফল চন্দন বসন ও বিভূষণ
ছত্র পাদুকা তথা শিবিকার আরোহণ।
যাহা যাহা চাহে দানি করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন
উপদ্রব আরো বাড়ে নাহি কোন উপশম।
কারণ পুছিলে অপদেব কহে বিবরণ
ধনুর্দাস-ভৃত্য বস্ত্র মোরে অতি অসহন।
ছত্র নয় আতপ সে, চন্দন যে অগ্নিধার
বসন ভূষণ মোরে লৌহ সম গুরুভার।

১ মায়াসমর—আশ্চর্য্যভূতযুদ্ধ।

১ ধনুর্দাস—শ্রীরামানুজের শিষ্য মহাভক্ত।

সাধারণ দ্রব্য দানে কর এর প্রতিকার
তবে যে ছাড়িতে পারি অন্যথা নাহিক তার।
সখি-ব্যাধি পরিহারে ক্ষুদ্র দেবে সম্পূজন
নহে তথা অনুরূপ তব বিপরীত ভ্রম।
রোগের নিদানে যথা তথা চিকিৎসায় ভ্রম
পরিহর উভে মাতা কর চিত্ত সমাধান।
সখী কহে 'শঙ্খ চক্র' যদ্যপি সে সংজ্ঞাহারা
'শঙ্খ চক্র' নাম কহ মাগো তার কর্ণে তোরা।
ধীরে ধীরে একে একে শঙ্খ তথা চক্র নাম
এক সাথে দুই নাম তারে অতি অসহন।
এক সাথে দুই নাম যদি সখী কর্ণে পশে
গোষ্পদে সমুদ্র সম সুরীর অস্থিত্ব নাশে।
সংজ্ঞাহারা তবু নাম পশিলে শ্রবণে
সংজ্ঞা ফিরে পাবে নাম কহিবে তখনে।
জীবন ফিরিয়া পাবে হবে নিরাময়
যথা ব্যাধি তথা যোগ্য প্রতিকার তায়।
অচেতন তবু করে নাম উচ্চারণ তাঁর
হেন এক শ্রীবৈষ্ণব-কথা কহে ব্যাখ্যাকার।
'*আচিমহন্*' নাম অন্তিম সময়ে তার
দশা হেরিবারে যান '*আচার্য শ্রীভট্টর*'।
সংজ্ঞাহীন বৈষ্ণব চিনিতে না পারে
আচার্য ভট্টর তবে অতি স্নেহভরে।
তার কর্ণে কহে নাম মন্দ মন্দ স্বরে
নাম শুনি বৈষ্ণব নাম কণ্ঠে ধরে।
অনন্তর সংজ্ঞা পাই তিনি দীর্ঘকাল ধরি
জপিতে জপিতে নাম চলে দিব্যলোকে মরি।
তথা হি—'পেরুমালের শরণম্'। (শ্রীরঙ্গনাথের শরণ)
'অলকিয় মনবাল্ এব শরণ ম্।'
(সুন্দরজামাতৃ শ্রীরঙ্গনাথই আমার শরণ)
সখীর এ ব্যথা তথা তার এই প্রতিকার
প্রত্যক্ষ করেছি আমি অতীব সুফল তার।
আমার ঔষধি কর দেখ মাতা ফল তার
স্বয়ং বুঝিবে তবে কিবা ব্যাধি ছহিতার।

॥৪।৬।২॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অসঙ্গত বরজিয়ে কর স্তুতি পদে তাঁর
সখীর ব্যাধির ইহা সমীচীন প্রতিকার।

মূল গাথা

উচ্চারি উৎকট মন্ত্র মাংস সুরা দান
করিবে ইহাতে মাতঃ কি প্রতিবিধান?
তুলসী-কিরীটী মায়ী স্বামীর চরণে
মঙ্গল সঙ্গীত গাহ রোগ বিনাশনে।

॥৪।৬।৩॥

ব্যাখ্যা—

উৎকট ব্যবস্থা তথা মন্ত্র যে পূজার
তথা মদ্য মাংস আদি যত উপচার।
মন্ত্রের পূজারী তথা তার ব্যবহার
সকলি দেখেছো মাতঃ অসঙ্গতি তার।
সকলি যে তামসিক ইথে নহে আন
পরম সাত্ত্বিক সুতার কেমনে সহন?
তুমিও সাত্ত্বিক মাগো কর সাত্ত্বিকানুষ্ঠান
এখনি পাইবে সখি ব্যাধি হতে পরিত্রাণ।
বৈষ্ণবের গৃহ দুষ্ট না কর নিষিদ্ধ দ্রব্যে
শুদ্ধ পূজা কর মাগো শুদ্ধ মনে শুদ্ধ কাব্যে।
সুগন্ধিত মধুস্যন্দী তুলসী কিরীট ভার
নব নব রূপ গুণ নিতুই প্রকাশ যাঁর।
তার অনুভব দানি করে যেবা উপকার
হেন মায়ী উপকারী যুগল চরণে তাঁর।
মঙ্গলাশাসন কর গাহ রূপ গুণ গান
সখী নিরাময় হবে ব্যাধি হতে পরিত্রাণ।
মঙ্গলাশাসন হেন বৈষ্ণব-পরমধন
একাধারে ভোগ্যভূত তথা পরম পাবন।

॥৪।৬।৩॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বরজি বঞ্চক মন্ত্র লহ সর্বেশ্বর নাম
ব্যাধিমুক্ত হবে সখি ইথে কোন নাহি আন।

মূল গাথা

সঙ্গত ঔষধ ভাবি বৃথা মন্ত্র উচ্চারণ
নীল তথা রক্ত অন্ন কল্পনায় নিবেদন।
এ নহে ঔষধ ইথে নাহি কোন প্রয়োজন
সঙ্গত বিধান কর হবে বাসনা পূরণ।
প্রলয়ে রক্ষিল বিশ্ব যে মহাদৈবত
লহ তারি নাম ফল পাবে মনোমত॥

॥৪।৬।৪॥

ব্যাখ্যা—

যে দেবতা পথ্য বলি অপথ্যেরে সেবে
তার মন্ত্র নিরর্থক উচ্চাবণ তবে।
কেন মা আকৃষ্ট হও, সাত্ত্বিক স্বভাব তব
ইতরবিষয়[১] বার্ত্তা অনুচিত অনুভব।
প্রভুর ভুক্ত-শেষ অন্ন সাত্ত্বিক প্রসাদ বিনা
অন্য অন্ন পরশিতে তোমরা আসক্তিহীনা।
নীল পুনঃ রক্ত অন্ন রাজস ও তামস তথা
করিয়ে কল্পনা কেন ভজিবে ক্ষুদ্র দেবতা।
কোন প্রয়োজন নাই পাবে না সুফল
হারাবে জীবন সুতা ইহা হবে ফল।
সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান মাগো কর অবলম্বন
বাঞ্ছিত ফল পাবে ইথে নাহি আন কোন।
প্রলয় আপদে রক্ষে সর্বলোকে নির্বিচারে
সেই সর্বরক্ষকে ভজ, ভজ সেই ঈশ্বরে।
সর্বরক্ষক তিনি সর্বেশ্বর দয়াময়
তিনি যে আপৎ-সখা বিপদেতে আশ্রয়।
*পুনঃ তিনি সুখসাধ্য প্রয়াস নাহিক তথা
অন্য দেব ভজনেতে বিবিধ নিয়ম যথা।
কর নাম উচ্চারণ কর মঙ্গলাশাসন
মহাফল পাবে সুতা ব্যাধি হবে বিমোচন।*
হেন অনুষ্ঠান বিনা অন্য কোন গতি তারে
নাহি আছে আর কিছু এই ব্যাধি-পরিহারে।

॥৪।৬।৪॥

---

[১] ইতর বিষয়—ভগবদ্‌বিষয় ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয়।

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ক্রিয়মাণ তব অনুষ্ঠানে রোগবৃদ্ধি এবে
সখীর রোগের যোগ্য পরিহার কর তবে।

মূল গাথা

লঘু দেবাবিষ্ট নৃত্য এ নহে বিধান
এ বিধানে বিবর্ণ যে সুতার বরণ।
উৎপল বিশাল নেত্র বিম্বাধর কান্তিহীন
ইতর পরশে তথা প্রভুর বিরহে ক্ষীণ।
হেলায় যে বিনাশিল গজ বলবান
সেই উপকারী কৃষ্ণের ভজ শ্রীচরণ।
তাহার শ্রীনাম লহ ভক্ত পদরজ
অঙ্গে মাখ ভক্তিভরে তাহাই ভেষজ॥

॥৪।৬।৫॥

ব্যাখ্যা—

বিরহিণী নায়িকার ব্যাধি বিমোচনে
কেন মাতা লিপ্ত রবে নানা অনুষ্ঠানে।
লঘু দেবাবিষ্ট নৃত্য ছাড় ছাড় এ সাধনে
নতুবা বিফল সব, নাহি আশা সে জীবনে।
বিম্বফল নিন্দি মরি রাতুল অধর
নায়ক পরশ বিনা বিবর্ণ যে তার।
নায়ক দরশ বিনা বিশাল কমলনেত্র
নিমীলিত সঙ্কুচিত শোভাহীন সরবত্র।
তথা হি—(আড়্‌বার বচন)
'   গ্রাসঃ খলু অপহ্নুয়তে।'
'বিম্বসদৃশসুন্দরস্নিগ্ধাধরম্ অভুক্তা।'
নায়ক বিরহে বটে অঙ্গ সে মলিন
অন্যের পরশে তাহা সমধিক ক্ষীণ।
*দেবতান্তর স্পর্শ তদীয় পরশ তায়
অতীব যে অসহন নায়িকার প্রাণ যায়।*
দীর্ঘকাল কৃষ্ণপদ করিয়া ভজন
পেয়েছো সুতারে, এবে হও সচেতন।
কৃষ্ণপদাশ্রয় কর, সুতা-ব্যাধি পরিহর
ইহাই যে সমীচীন, দৃঢ় নিশ্চয় কর।

হেলায় বিনাশে যেবা মত্ত গজ বলবান
ভজ বিঘ্ননিবর্ত্তক সেই কৃষ্ণ-শ্রীচরণ।
তাহার শ্রীনাম লহ আন ভক্তপদরজ
অঙ্গে মাখ ভক্তিভরে, অতি যোগ্য সে ভেষজ।
দেবতান্তর স্পর্শে যত অপকার হয়
সে সব বিনষ্ট হয় শ্রীনামের মহিমায়।
অন্য দেব-পরিজন পরশে যে মলিনতা
ভক্ত-পদরজ অঙ্গে করে তাহা বিদূরিতা।
সুতো-কর্ণে গাহ নাম পদরজঃ অঙ্গে মাখ
তখনই সে ব্যাধিমুক্তে উভয় মহিমা দেখ।
পুনঃ হবে সচেতন নেত্র হবে উন্মীলন
অঙ্গশোভা ফিরে পাবে গাহিবে নায়ক গান।
অন্যোপায় অনুষ্ঠানে না হও মা সহচরী
সে দোষ খণ্ডনে মাগো লহ নাম ও পদধূলি।

॥৪।৬।৫॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
বৈষ্ণবের পদধূলি মহা শক্তিমান
জানি যদি অঙ্গলেপে হও যত্নবান।
উদ্যমই যথেষ্ট তবে রোগ নিবর্ত্তনে
প্রয়াস অনাবশ্যক অঙ্গেতে লেপনে।

মূল গাথা

দেবাবিষ্ট নর্ত্তনে ব্যাধি নাহি যায়
বাড়ি' যায় ছাড় তাহা, করহ উপায়।
লীলাময় নীলমণি তাঁর ভক্তপদ-ধূলা
লেপনে উদ্যোগমাত্রে ফিরে মাগো পাবে বালা।
ইহা ছাড়া অন্য গতি নাহিক সখীরে
এ উদ্যোগই দিবে ফল কৃষ্ণপ্রাণা তরে॥

॥৪।৬।৬॥

ব্যাখ্যা—
নিষেধ সত্ত্বেও মাগো চলে এ নর্ত্তন
বিরাম না পায় হয় ব্যাধির বর্দ্ধন।
কারণানুবর্ত্তনে কার্য অব্যাহত তায়
ছাড় মাগো, ধর এবে ব্যাধি-অনুরূপোপায়।
দিব্য লীলাময় যিনি আশ্চর্য গুণে গুণী
রূপে পুনঃ অনুপম এ হেন সে নীলমণি।
তাঁর ভক্ত-পদধূলি লইয়া আসিয়া সখে
কর মা উদ্যোগমাত্র লেপনে সখীর অঙ্গে।
এ হেন উদ্যোগমাত্রে ধূলির প্রভাবে
দেখ মাগো তব সুতা ব্যাধিমুক্তা হবে।
প্রাতিকূল্য বর্জন হয় মাতঃ প্রয়োজন
আনুকূল্য সঙ্কল্পমাত্র ফলদানে সক্ষম।
তথা হি—'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।'
বৈষ্ণবের পদধূলি এ হেন প্রভাব তার
'চণ্ড-শৌণ্ড' বার্তায় কহিছেন ব্যাখ্যাকার।
জৈন-মন্দিরে এক সিংহ দেখায়ে দোঁহে
'অকলঙ্ক-নাদ' নামে এক ধূর্ত্ত নর কহে—
"নরসিংহ মূর্ত্তি, দোঁহে প্রণিপাত কর হেথা"
সরল বিশ্বাসে তারা অবাধে করিল তথা।
অতঃপর জানিয়া সে মহা প্রবঞ্চন
দোঁহে নিপতিত ভূমে হয়ে অচেতন।
তবে *ধনুর্দাসস্বামী* নিজ পদধূলি দানে
দোঁহা অঙ্গ পরশনে, করে দোঁহে সচেতনে।
*যতিস্বামী*১ এ দশকে এই গাথা ব্যাখ্যাকালে
গোষ্ঠীমাঝে সাধু এক পুছে তবে স্বামীজীরে।
নায়িকা যে মুহ্যমান রথ-সারথীর তরে
প্রতিকার কহে হেথা ভক্ত-পদরেণু তারে।
রোগের নিদান তথা যে ঔষধি হয়
হেথা এ নিয়মে কেন নাহি সমন্বয়।
যতি কহে সমাধান এ প্রশ্নের উত্তরে—
তক্রশোষ্য২ না পাইয়ে যথা মোহপ্রাপ্ত নরে।
মুখমধ্যে শুঁঠীচূর্ণ কণ্ঠে যথা ফুৎকারে
তক্রশোষ্য দিয়া পরে তার মোহ পরিহারে।
তথা প্রথমতঃ সেই মোহগতা নায়কীরে
পদধূলি আশ্বাসিয়ে তার দশা শান্ত করে।

---

১ যতিস্বামী—পরাশরস্বামীর মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী শিষ্য।
২ তক্রশোষ্য—ঘোল।

পরে পুনঃ বাঞ্ছিত কৃষ্ণে করি আনয়ন
প্রদর্শিয়ে নায়কীরে রাখে যে তাহার প্রাণ।
যাঁর রূপগুণচেষ্টা হেরি সখী মুহ্যমানা
সে সকলে মুগ্ধ শ্রীবৈষ্ণব-পদধূলিকণা।
আনি তার অভিষেকে সখী উপদেশ করে
নিজ সখী নায়িকার এই ব্যাধি পরিহারে।
এই নায়কীর দশা অনন্যভাবিতা
তাহে অন্য পরিহার নহে সম্ভাবিতা।

॥৪।৬।৬॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
ইতর দেবতা যদি করহ আশ্রয়
সুতার এ ব্যাধি তবে নাশিবে তাহায়।
তাহার জীবনে যদি তব অভিলাষ
শ্রীবৈষ্ণব সমাশ্রয়ে তবে পুরে আশ।

মূল গাথা

দিব্য সুতার দিব্যরোগে যোগ্য পরিহার নহে
তামসিক পূজা এবে কর পরিহার তাহে।
ছাগ মদ্য দানে নৃত্যে নাহি কোন ফল
পরমেশ-ভক্ত পূজা করহ সম্বল॥

॥৪।৬।৭॥

ব্যাখ্যা—
সখী মোর দেবাঙ্গনা সাত্ত্বিক স্বভাব
ব্যাধির নিদান কর জানি তার ভাব।
অনুরূপ পরিহার তাহাও জাননা মাতা
ক্রিয়মাণ ঔষধির পরিণতি অজ্ঞাতা।
ছাগ মদ্য আদি যত নিন্দ্য বস্তু দানে
নানা অঙ্গ ভঙ্গ করি নানা নৃত্য গানে।
দেবতান্তরস্পর্শী-ব্যাপারের অনুষ্ঠানে
কোন ফল নাহি মাতঃ নায়কীর নাশ বিনে।
জীবন-সাধন ব্রীহি ভক্ষণে গর্দ্দভ যথা
সুতা প্রাণ শোষণে তারাও যে লিপ্ত তথা।
প্রভুরে অঞ্জলি শ্রেষ্ঠ উপায় ভাবিয়ে যোগ্য
তামস ব্যাপার বর্জি' ধর যাহা অতি ভোগ্য।
আশ্চর্য যত যত প্রভু গুণ চেষ্টা হেরি
যারা বিদ্ধ জ্ঞানবান তাদের চরণে ধরি।
অঞ্জলিবদ্ধ পুটে পুজ কর প্রণমন
পূরিবে মনের আশ সুতা-ব্যাধি বিমোচন।
এরা যে মা বেদবিদ্ বেদসার বস্তু জানে
ইঁহাদের অনুষ্ঠান পরিপূর্ণ সর্ব জ্ঞানে।
তথা হি—
'নতাস্ম সর্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী।'

॥৪।৬।৭॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শ্রীবৈষ্ণব-পুরস্কারে সর্বেশ্বর শ্রীচরণ
শরণে না করি যদি সুতা-রোগ নিবারণ।
লঘু দেবতার প্রতি ক্রিয়মাণ অনুষ্ঠান
অবশ্য দিবে যে মাত্র অন্য ফল নাহি আন।

মূল গাথা

বেদজ্ঞ বৈষ্ণব সহ শ্রীধর চরণ
সমাশ্রয়ে হবে দ্রুত ব্যাধি বিমোচন।
মদ্যাদি নিষিদ্ধ দ্রব্যে স্তুতি তথা নৃত্য গান
লঘু দেবাবিষ্ট জনে অতি হেয় অনুষ্ঠান॥

॥৪।৬।৮॥

ব্যাখ্যা—
সর্বেশ্বরই 'প্রাপ্য' ও 'প্রাপক' সবার
বেদের এ সার জ্ঞান অধিগত যার।
ঈশ্বর-আশ্রিত সেই বৈষ্ণবে কর সমাশ্রয়
তবে সুতা-ব্যাধি ত্বরা ভস্মীভূত হয়।
সজাতীয় বলি যদি নহে রুচি বিশ্বাস
তারে পুরঃসরি তবে প্রভুপদে ধর আশ।
হেথা শ্রীবৈষ্ণব তথা নিত্যধামে নিত্যসূরী
অমানব উপাসক বেদজ্ঞানে রহে ভরি।

শ্রীবৈষ্ণব পুরুষকারে ধর স্বামী শ্রীচরণ
তব সুতা-রোগে ইহা অনুরূপ নিবর্ত্তন।
তথা না করিয়া যদি অকৃত্য করণে
মদ্য আদি মিলাইয়া গৃহে বিকীরণে।
অনুরূপ স্তুতি গীত বাদ্য নৃত্য সনে
উদাসীন ভাবে যত্ন রোগ বিমোচনে।
হেন অনুচিত পন্থা সকলি নিষ্ফল
তুমি তব সন্তানে অবদ্য কেবল।

॥৪।৬।৮॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
নিষ্ফল ব্যাপার মাতঃ দরশন-অসহন
সুতার রক্ষণে কর কৃষ্ণে মঙ্গলাশাসন।

মূল গাথা

বাজায়ে মাদল নৃত্য নীচ চাটুগান
সহেনা সহেনা মাতঃ করহ শ্রবণ—
কৃষ্ণের চরণে কর মঙ্গলাশাসন
ব্যাধির ঔষধি, পুনঃ জন্মে জন্মে সংরক্ষণ।

॥৪।৬।৯॥

ব্যাখ্যা—
'নৈচ্য' অর্থে রজ-তম অভিভূত মন
যাহা হ'তে এ ব্যাপারে যত অনুষ্ঠান।
অজ্ঞাত কুলশীলের মাদল বাদন
তার সাথে মিলি নৃত্য সাথে চাটুগান।
স্বদেবতা দোষ ঢাকি মিথ্যা গুণ কীর্ত্তন
হেন অনুষ্ঠান মাগো অতীব যে অসহন।
মোর উপদেশ কর মিথ্যা লেশ নাহি তায়
সত্য অতি কহে সখি কোন যে সন্দেহ নয়।
মহা উপকারী কৃষ্ণ চরণ স্মরিয়া তার
মঙ্গলাশাসনে মাতা কর এবে সুবিচার।
পাদে পাদে সুবর্ণার্ঘ্য এ হেন ঔষধ ধরি
নিশ্চয় সুরীরে ব্যাধি যাবে চির পরিহরি।
সুরীর প্রকৃতি অনুরূপ এই প্রতিকার
জন্ম জন্ম রক্ষা পাবে সন্দেহ নাহিক আর।

॥৪।৬।৯॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শ্রীকৃষ্ণচরণে সখীর ঐকান্তিক অনুরাগ
বিচারিয়ে কর স্তুতি, যাহে উজ্জীবন তার।

মূল গাথা

রোগী সুতা কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি বুঝে
কেমনে নীরোগ হবে অন্য দেবে পূজে।
উদার দ্বারকানাথে করহ স্তবন
তখনি করিবে কন্যা প্রণাম নর্ত্তন॥

॥৪।৬।১০॥

ব্যাখ্যা—
ব্যাধির নিদান পূর্বে করিয়া বিচার
তবে তো কর্ত্তব্য মাতা তার পরিহার।
পদেতে বেদনা যদি মস্তকে প্রলেপ তারে
হেন যত্ন তব দেখি সখী-ব্যাধি পরিহারে।
সর্বেশ্বর বিনা কভু অন্য দেবে কোন মতে
প্রণাম করিতে নারে সখী মোর ত্রিজগতে।
এ হেন অনন্যা সদা যদি তব সুতা
অন্য দেবতার পূজা গর্হিত যে মাতা।
জানকী অন্যথা যথা, তথা মাগো তব সুতা
জানকীর অনন্যত্ব আভাসে জানাই তথা।
রামচন্দ্র কুলদেব রঙ্গনাথ পূজিবারে
চলিলেন, পত্নী সীতাদেবী যান সাথে তাঁরে।
রাম তথা পূজিলেন রঙ্গনাথ অর্চনায়
সীতাদেবী কিন্তু সেথা নিরতা পতিসেবায়।
রামই অনন্য-সেব্য পতিব্রতার পতি রাম
পতির সন্তোষই সীতার একমাত্র মনস্কাম।

এ হেন অনন্য ভাব শুনি সীতারই বচনে
যবে অতি আর্ত্তা তিনি লঙ্কায় অশোক বনে।
তথা হি—(সীতা বচন)
"অনন্যদৈবত্বমিয়ং ক্ষমায়
ভূমৌ চ শয্যা নিয়মশ্চধর্মে।
পতিব্রতাত্বং বিফলং মমেদং
কৃতং কৃতঘ্নেষ্বিব মানুষানাং॥"
(রাঃ সুঃ)
তোমরাও অনন্যা মাগো সর্বেশ্বর শ্রীচরণে
তিনি ভিন্ন তব ভুজ প্রণাম যে নাহি জানে।
তথা হি—(আড়্বার বচন)
'ভুজৌ তং বিনা ন প্রণমত।'
তোমাদেরও তিনি যে মা অনন্য ইষ্টদাতা
তাঁরি কাছে ইষ্ট চাহ, প্রণমহ তাঁরে মাতা
পরবস্তু অবতীর্ণ নেত্রের গোচর
সেই দ্বারাবতী-নাথ পরম উদার।
তাঁরে কর স্তুতি নতি মঙ্গলাশাসন গাহ
সে রথ-সারথী প্রতি সুতার যে অতি মোহ।

তথা হি—(নায়কী বচন)
'রথসারথৌ মনঃ স্তুভিতঃ মুহ্যতি।' (সহঃ ৪।৬।১)
তব স্তুতি অনন্তর সখী সংজ্ঞা ফিরি পাবে
প্রণাম করিবে তারে নাচিবে গাহিবে তবে।
এ হেন ব্যাপার তার অতি অনায়াস
জীবন ধারণে তার ইহাই উল্লাস।
॥৪।৬।১০॥

চতুর্থ শতক, ষষ্ঠ দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—
অন্য দেব ভজনা অ-ভাগবত সঙ্গ
ভ্রান্তি নিবারি অনন্য ভজন প্রসঙ্গ।
এ দশক তাই উপাদেয় উপকারী
যেবা অভ্যাসয়ে তার ভ্রান্তি দূর করি।
সদা বৈষ্ণবত্ব ভাব, দুঃখ দূর করে তথা
নাচে গাহে প্রণময়ে কালক্ষেপ নহে বৃথা।
॥৪।৬।১১॥

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

চতুর্থ শতক — সপ্তম দশক

দশক তাৎপর্য—
হরিকথা-প্রসঙ্গে সুরী সংজ্ঞা ফিরে পায়
হরি দরশন-অলাভে অতীব যে দুঃখ তায়।
প্রভুরে ফুকারি তবে সুরী উচ্চ আহ্বানে
প্রার্থয়ে যে আর্ত্তভরে নিজ বাঞ্ছা পূরণে।
শস্য যথা বর্ষা-কালে স্বতঃ পরিপক্ক হয়
শ্রীনাম প্রসঙ্গে তথা সুরী সংজ্ঞা ফিরে পায়।
মৃতসঞ্জীবনী নাম কর্ণে যবে প্রবেশয়
মোহ নাশি পূর্ব দশা সুরী চারি ধারে চায়।
প্রভুমুখ অদর্শনে মহাক্লেশ ভুঞ্জে তায়॥

এ মহৎ আপদে সুরী, প্রভু আপৎ-সখা জানে
জ্ঞান তথা শক্তিমান এ আপদ নিবারণে।
হেন অবসাদ তবু রক্ষণ অকরণে
আর্তি পরিপূর্ণ সুরী, ফুকারে দর্শন দানে।
সমুদ্রঘোষের সম এ হেন ফুকার তার
বিগলিত যেবা শুনে হেন তার কণ্ঠস্বর।
এই ভাব বুঝাইতে কহে এবে ব্যাখ্যাকার
রামবিরহে আর্ত্তা সীতা ও কৌশল্যা ভাব।
তথা হি—(অশোকবনে সীতা বচন)
"হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে।
হা মম মাতঃ সহ মে জনন্যঃ॥" (রাঃ সুঃ)

অপরের অশ্রু নিবারণে যিনি শক্তিমতী
সে কৌশল্যা সুত-শোকে আপনি কর্ষিতা অতি।
তথা হি—'সুতশোককর্ষিতা।' (রাঃ অঃ)
যতেক সান্ত্বনা বাণী নিষ্ফল যে তায়
'হা রাঘব' বলি অতি আর্ত্তা ফুকারয়
হেন আর্ত্তাভাব ভাষা এ আক্রোশ কালে
করে সবে বিগলিত কর্ণেতে পশিলে।
তথা হি—(কৌশল্যা বচন)
"ন চৈব দেবী বিররাম কূজনাৎ।
প্রিয়েতি পুত্রেতি চ রাঘবেতি॥" (রাঃ অঃ ৬০-২৩)
পতি পুত্র বিয়োগেতে জানকী কৌশল্যা যথা
আক্রোশয়ে সূরী এবে রঘুনাথ বিরহে তথা।

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
দীর্ঘকাল আক্রোশেও দরশন নাহি পায়
'মহাপাপী আমি' বলি সূরী ডাকে উভরায়।

মূল গাথা

জ্ঞানমূর্ত্তি নারায়ণ রক্ষণে 'পরমধাম'
এসো বলি ফুকারয়ি অঞ্জলি মাথায়।
তবু নহে আগমন নাহি পাই দরশন
অতি ক্ষুদ্র হীন পুনঃ মহাপাপী হায়॥
॥৪।৭।১॥

ব্যাখ্যা—
"পরম আশ্রয় তুমি প্রলয়ে রক্ষিলে তুমি
যাচিল না রক্ষা তবু সবে সমভাবে।
তথা সৃষ্টিকাল যবে রক্ষ তুমি সর্বজীবে
অনুগুণ নিজ জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে॥"
তথা হি—(সীতাদেবীর অনুসন্ধান)
"গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা ব্যাঘ্রং বা বনমাশ্রিতা।
নাহারয়তি সন্ত্রাসং বাহু রামস্য সংশ্রিতা॥" (রাঃ আঃ)
নিজ নিজ রক্ষণে নিজ চেষ্টা যত্ন মানে
রক্ষক বলিয়া যত সংসারীর কুল।
সূরী জানে প্রভু ভর্ত্তা একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা
ইথে নাহি সন্দেহ নাহি কোন ভুল॥

আপন আপৎকালে সূরী এই প্রশ্ন তুলে
নিজ প্রভু সর্বেশ্বরে, নিজ রক্ষা তরে।
প্রলয়েতে সর্ব জীব রক্ষা যদি কৃত্য তব
একের আপদে প্রভু রক্ষিবে না মোরে?
আপন আপদ জ্ঞানে তবু তার রক্ষণে
বিনা প্রার্থনায় তুমি রক্ষ যদি প্রভু।
মোর এ বিপদ হেরি ঘন ঘন ফুকারয়ি
তথাপি উদ্ধার মোরে না হবে কি কভু?
জীবে ও ঈশ্বরে বন্ধ চাহি জ্ঞান সে সম্বন্ধ
ইহারই অপেক্ষা আছে তোমার রক্ষণে।
'রক্ষা কর' বলি জীবে প্রার্থনা যদি সে তবে
তুমি আসি রক্ষিবে, এই সে নিয়মে॥
যে জ্ঞান আছয়ে মোরে সেই জ্ঞান চিন্তা দ্বারে
নিত্য সংসারী মোরে পারি করিবারে।
প্রভু তুমি জ্ঞানমূর্ত্তি তার অনুগুণ শক্তি
মোরে উজ্জীবন মার্গে প্রবর্ত্তিতে পারে॥
তোমার অজ্ঞাত নাই আমার অজানা সবই
তুমি সর্ব কর্মক্ষম অক্ষমতা মোর।
বল প্রভু বল তবে তুমি আমি দু'জনাতে
কার কার্য? কেবা কারে করিবে নির্ভর?
আমি অন্ধ তাহে পুনঃ মোর পদ খঞ্জ সম
দিব্য চক্ষুষ্মান তুমি পদ গতিমান।
মার্গ দেখায়ে তবে কে কাহারে লয়ে যাবে
বল প্রভু বল তবে কি তব বিধান?
জীব-দুঃখে যে নিদান সেই জ্ঞানে জ্ঞানবান
সেই দুঃখ নিবারণে জ্ঞান শক্তিমান॥
তবে কেন এ আপদে মোরে রক্ষা না করিবে
অবশ্য কর্ত্তব্য তব বিপদে রক্ষণ।
তব কার্য এ রক্ষণ তুমি প্রভু নারায়ণ
সর্ববস্তু 'অয়ন' তাই ধর এই নাম॥
জীব তব 'দেহ', 'শেষ'
'শেষী' তুমি 'দেহী বেশ'
দেহীই যতন করে তার দেহ তরে।
স্বামী তুমি বস্তুমান তব বস্তু জীবগণ
তোমারি তো দায় নিজ বস্তুর উদ্ধারে॥

তুমি 'প্রাপ্য' সর্বজীবে তুমিই 'প্রাপক' ভবে
'নারায়ণ' নাম তব এ সম্বন্ধ কয়।"
তাঁহারে প্রাপ্তির তরে সুরী ব্যাকুলতা ভরে
তাঁহার দর্শনে অবিরাম ফুকারয় ॥
অঞ্জলি ভরি ভরি আপন মস্তকে ধরি
অবিচ্ছেদে ডাকে—"দিবে নাকি দরশন?
দেখা যদি নাহি দিবে এ বিগ্রহ কেন তবে
বাঞ্ছিতে দর্শন দানে মুরতি মোহন।
পিপাসু অলভ্য করি সঞ্চিত শীতল বারি
বিফল সঞ্চয় তার সুবর্ণ কলসে ॥
ভক্ত যদি তৃপ্ত নয় দরশন নাহি পায়
কি কাজ সে মরকত মণির সরসে১।
সদা সমীপ গমন সদা তার দরশন
ঘনশ্যাম দিব্য তনু সেই প্রয়োজন ॥
তাই প্রভু বারে বারে ফুকারই আশা ভরে
এস প্রভু কৃপা করি দাও দরশন ॥
তুমি আসি দিবে ধরা আমার যাচনা করা
তোমা আমা ইহা কৃত্য সম্বন্ধ বিচারে।
যদি কৃত্য নাহি কর তুমি যে উপায় মোর
প্রতীক্ষা করিব ক্লেশ নিবারণ তরে ॥
নাহি যদি আগমন, কর মোরে আবাহন
যদ্যপি নহে তব স্বরূপানুরূপ।
তাও যদি নহে হায়! বুঝিব যে বাধা তায়
ম্রিয়মান মোর পাপ ইথে প্রতিকূল ॥"
মোর আত্মা 'অণু' কিন্তু জ্ঞান তার বিভু
কর্মবশে জ্ঞানের প্রভাব রুদ্ধ তবু।
সদাচারশূন্যে পুনঃ অর্জ্জনে অক্ষম
অণু বটে তবু মোর পাপ বৃহত্তম।
প্রভুর অনন্ত গুণ বটে বর্তমান,
কিন্তু ক্ষীণ নহে মোর পাপ যে মহান্।
সমগ্র এ পাপ হয় মোর কর্মকৃত ফল
ভগবদ্-অনুভবে বিঘ্ন হেতু এ সকল।
অশোককাননে সীতাদেবী কহে শোকভরে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভে মহতী যে শক্তি ধরে।
তবু না উৎসহে তারা এ দুঃখিনী রক্ষিবারে
আমারই যে মহাপাপ প্রতিবন্ধ হয় তারে।

তথা হি—(সীতা বচন)

'মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।'

(রাঃ সুঃ ৩৮, ৪৮)

এ গাথায় কহে সুরী পঞ্চ জ্ঞান সার
প্রাপ্য, প্রাপ্তা, ফল, উপায়, বিরোধী তাহার।
'নারায়ণ' শব্দে প্রাপ্য, 'ক্ষুদ্র' অণু আত্মা তথা
'আগমন' শব্দে উপায়, 'দরশন' ফল যথা।
'মহাপাপ' বিরোধী যে—এই পঞ্চ মূল জ্ঞান
প্রতিটীর শাখা বহু, সর্ব শাস্ত্র কহি যান।

তথা হি—

"প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো রূপং প্রাপ্তুশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ।
প্রাপ্ত্যুপায়ং ফলং প্রাপ্তেস্তথা প্রাপ্তি-বিরোধী চ ॥
বদন্তি সকলা বেদাঃ সেতিহাসপুরাণকাঃ।
মুনয়শ্চ মহাত্মানঃ বেদবেদান্তবেদিনঃ ॥"

(হারীতসংহিতা)

॥৪।৭।১॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বকৃত উপকার স্মরি ডাকি নিশিদিন
তবু দূরে থাক সরি, এ কি তব সমীচীন?

মূল গাথা

অসীম আনন্দ সিন্ধু দিয়াছ উদার বন্ধু!
দিলে তুমি ভিক্ষুরূপে যাচিয়া বামন!
এত বলি দিবা যামী কাঁদি হে কপট স্বামী
তবু কি আসিয়া নাহি দিবে দরশন?

॥৪।৭।২॥

ব্যাখ্যা—

অসীম আনন্দ-সিন্ধু পরম অবধি তার
দিয়াছ যে অনুভব হে মোর পরমোদার।
অসার রহিত তাহা, সর্বথা সে সারময়
পুনঃ পুনঃ অনুভবে এ আনন্দ প্রবহয়।

---

১ সরস—সরোবর।

আনন্দের অসারত্ব ইতর বিষয়ে মতি
সার অর্থে বৈরাগ্য ঈশ্বরবিষয়ে রতি।
এ হর্ষ-প্রবাহ দান নিজ ফল বলি মান
হর্ষভরে যাহে তোমা করি আমি আবাহন।
আনন্দস্বরূপ তুমি আনন্দ গুণময়
মহানন্দ এ সম্বন্ধে জড়ায়েছো মোরে তায়।

তথা হি—

'আনন্দং ব্রহ্ম' 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন।' (শ্রুতিঃ)

তবে কেন এবে মোরে কাঁদাইতে বিচারিলা
কেন পুনঃ 'বামনের' অনুভবানন্দ দিলা।
যাচকে দিবার তরে স্বয়ং যাচহ হরি
শ্রিয়ঃপতি হ'য়ে ভিক্ষা কিবা লীলা মরি মরি।
বামনলীলার স্রোত মোর হৃদে আজও বহে
'হে বামন' বলি তাই মন কাঁদি ভিক্ষা চাহে।
রাত্র দিন নাহি জানি, দিবস যামিনী আমি
কাঁদি ডাকি উভরায়, হে মায়ী কপট স্বামী।
'বামন-লীলায়' অবিচ্ছিন্ন অনুভব দান
মরি কি আশ্চর্য শক্তি তবেই তো 'মায়ী' নাম।
কেন কপটতা এবে নাহি দাও দরশন,
ভুবনমোহন রূপে কর প্রভু আগমন।
ভুবনমোহন গতি দাও প্রভু দরশন
এসো হে আবেশভরে ধন্য যাহে দু'নয়ন।

তথা হি—

'ন জীবেয়ং ক্ষণমপি বিনা তামসিতেক্ষণাম্।
(রাঃ সুঃ ৬৬।১০)
'স্ত্রীরেষা দয়াকুলা।' (রাঃ আঃ ১০।৩)

যাচ্ঞা শুনি প্রভু কহে, মোর দয়া দেখ পুরী
তোমারে করেছি মোরা এ হেন আক্রোশকারী।
পুরী কহে, মানসানুভব শ্রেষ্ঠ নাহি গণি
নেত্রগোচরে এসো, সকলি তো পার তুমি।

॥৪।৭।২॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দেখা যদি নাহি দিবে একবার ব'লে যাও
'মোর দরশন তরে হেন ভাগ্যবান নও'।

মূল গাথা

'মহামায়ী' 'দামোদর' বলি কাঁদি উচ্চৈঃস্বর
তবু অদর্শন মোর কর্ম হেন ক্রুর।
ধন্য হবো দেখা দাও দেখা দিয়ে বলে যাও
"পাপী তুমি" তাও মোরে লাগিবে মধুর॥

॥৪।৭।৩॥

ব্যাখ্যা—

পুরী কহে আমি মহাপাপী তাই হেন ভাগ্য
প্রভু কহে—পাপ কর্ম অবশ্যই ভোক্তব্য।

তথা হি—

'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম......।'

পুরী কহে, ভোগেও যে ন্যূন ইহা নহ
প্রভু কহে—ভোগ কোথা করিয়াছি কহ
পুরী কহে, ক্ষণমাত্র তব অদর্শন-তাপে
সর্ব ভোগই ভুক্ত মোর যত মোর মহাপাপে।
কত অগণিত পাপ করিয়াছি হায়
অগণিত গণনার অতীত যে তায়।
ত্রিবিক্রম অবতারে সর্বজীবে রক্ষা তরে
সুদুষ্কর কার্য হেরি পদে বিকায়েছি মোরে।
দরশন তরে কাঁদি কোথা ওহে মোর স্বামী
পুনঃ কৃষ্ণ লীলা স্মরি 'দামোদর' ডাকি আমি।
ভক্ত-স্পৃষ্ট বস্তুলাভে চৌর্য বৃত্তি তরে বদ্ধ
সর্ব পরবস্তু তবু বন্ধন তাড়ন যোগ্য।
অবতার-লীলা স্মরি কাঁদি ডাকি বারে বারে
'প্রভু দেখা দাও' বলি ফুকারি যে উচ্চ স্বরে।
শ্রুতির ভিতর দিয়া মরমে পশিলা মোরে
আর্ত ফুকার এই বহায়েছে অশ্রুধারে।
পাপকর্ম ফল ভোগে কিছু দুঃখ নাহি তায়
তব কণ্ঠধ্বনি মাত্র আমার শ্রবণে দাও।
দৃষ্টিগোচরে আসি একবার কহি যাও
'পাপী তুমি' তাহা শুনি ধন্য হবে এ হৃদয়।
বিষয় প্রাবল্য যথা সংসারীর অতি যোগ্য
তথা কণ্ঠধ্বনি তব মোরে মহা উপভোগ্য।

॥৪।৭।৩॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক—চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

নিত্যসূরী অনুভাব্য তব শ্রীবিগ্রহখানি
ব্রহ্মাদিরও অগোচর, তার দরশনে আমি।
ফুকারি তোমায় ডাকি সারা নিশিদিন
এ হেন অজ্ঞানী আমি হেন লজ্জাহীন।

মূল গাথা

অনন্ত প্রভাব ধর ব্রহ্মাদিরও অগোচর
তব অপরূপ রূপ পুনঃ গতিভঙ্গী তার।
দেখা দাও দয়া করি বলি কাঁদি কাঁদি ফিরি
হেন লজ্জাহীন হায় স্বভাব আমার॥

॥৪।৭।৪॥

ব্যাখ্যা—

মানসানুভব নহে নয়নগোচর করি
এসো প্রভু তব অতি অপরূপ রূপে মরি।
গতির মাধুর্য তথা রূপের সৌন্দর্য তারে
প্রতি-পদে দরশনে কৃপা-ধন্য কর মোরে।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ
তাহে পুনঃ অনুপম দুটী কমল নয়ন।
হেন সে মোহনরূপে অনিমেষ দরশন
লভি' হই ক্রীতদাস, কর কৃপা বরিষণ।
মোর জিহ্বা নিকষেতে রূপ-স্বর্ণ ঘরষণে
আহরিয়ে স্বর্ণ রেণু মধুস্পৃষ্ট মোর মনে।
রস-স্বাদে ধন্য যদি, সাংসারিক উপভোগ্য
রূপ রস আদি যত সকলি যে হয় ত্যাজ্য।

ব্রহ্মাদিও তপ তথা বহু উপাসনা দ্বারে
তোমার এ হেন রূপ দর্শন করিতে নারে।

তথা হি—"তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।"
(ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৬)

এ হেন দুর্লভ রূপ দরশন তরে
কৃপা কর বলি মুঢ় কাঁদি বারে বারে।
হেন লজ্জাহীন আমি, পুনঃ হেন অজ্ঞানী
হেন ক্ষুদ্র তবু হেন দুরাশা-স্বভাব মানি।

॥৪।৭।৪॥

—

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তব রূপশোভার অন্ত ব্রহ্মাদিও নাহি পায়
সে দরশে মোর আশ কতই না আর্ত্তি তায়।

মূল গাথা

সমুদ্রমথনকারী চতুর্ভুজ চক্রধারী
দরশন আশে সদা বহে অশ্রুজল।
হে স্বামিন্! রাখ প্রাণ দরশন কর দান
বলি চারিদিকে চাহে হইয়া চপল॥

॥৪।৭।৫॥

ব্যাখ্যা—

দরশন নাহি দেখি, তবু 'স্বামী' বলে ডাকি
হেন মহা উপকার করেছো দাসের প্রতি।
মোর প্রতিবন্ধ নাশে ধর করে সুদর্শন
করে তথা চক্রে পরস্পরে শোভা বিমোহন।
পুনঃ তব ভুজ মরি কতই সামর্থ্যবান
তব স্নেহী দেব তরে মহা সিন্ধু মন্থন।
তথা হি—'অপ্রমেয়ো মহোদধি।' (রাঃ যুঃ)
সূরী কহে সিন্ধু-সুধা নহে মোর অভিলাষ
মন্থকালে ভুজ চারি ব্যাপার দর্শনে আশ।
তথা হি—(আড্‌বার বচন)
"মধুর সুন্দর সারাদাতৃসুন্দরভুজঃ খলু।"
হেন চতুর্ভুজ তব সৌন্দর্য দরশনে
প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকি ঝরে অশ্রু দু'নয়নে।

অদর্শনে প্রাণ মোর শীর্ণ হতে শীর্ণতর
নষ্ট নহে দরশনে আশা বলবত্তর।
পুনঃ শীর্ণ পুনঃ ধৈর্য এমতে চলিছে হায়
এখনি আসিয়া দেখা দিয়ে প্রভু রক্ষ তায়।

এখনি আসিবে ভাবি চারিদিকে রহি চাহি
তোমার দরশ আশে আর্ত্ত চপল, ত্রাহি।

কুরেশের এক শ্লোক১ অতি আর্তিভরা হেরি
রামানুজ কহে ইথে দয়া-রোধ নারে হরি।
তবু দয়া নহিল যে দেখিয়া *শ্রীভাষ্যকার*২
কহেন কুরেশে দেখি তব মুখ একবার।

॥৪।৭।৫॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সদা রহ অন্তরে দরশন নাহি দাও
ইচ্ছার অভাব তব — জানিয়া শুনিয়া তাও।
তবু তব দরশনে এ হেন লালসা মম
এ বিষয়ে হেতু মম জ্ঞানভ্রংশ মতিভ্রম।

মূল গাথা

ইতি উতি ক্ষণে ক্ষণে চাহি তব দরশনে
প্রাণে জাগে কত আশা, মহান অজ্ঞান।
সদা মম দেহে প্রাণে আছ জানি প্রতিস্থানে
তব ইচ্ছা নাই তাই তবু অদর্শন॥

॥৪।৭।৬॥

ব্যাখ্যা—

ক্ষণে ক্ষণে দিশি দিশি চাহি আগমন আশে
অতীব ব্যাকুল প্রাণ দরশন অভিলাষে।
এই ব্যাকুলতা বাক্যে প্রকাশে অক্ষম
মোর দশা দেখি তাহা কর অনুমান।
আমি হেন মতিভ্রষ্ট কেবা আছে আর
জানি শুনি তবু মোর এ হেন আচার।
জীব ভরে তব স্থিতি তব কার্য কেনা জানে
সর্বকালে মম দেহে আছ জানি প্রতি স্থানে।
বিরোধীর পরিহারে যোগ্য তব সর্বজ্ঞত্ব
প্রারব্ধ কর্ম নাশে সর্বশক্তি উপযুক্ত।
কৃপা বিতরণে পুনঃ স্বভাব উদার
সদা সন্নিহিত স্থিতি দেহের অন্তর।
তবু যদি দরশন নহিল আমারে
ইচ্ছার অভাব তব হেন যে বুঝায়ে।
জানি শুনি তবু তব দরশনে ব্যাকুলতা
স্থির যে রহিতে নারি, মতিভ্রংশ তথা।

॥৪।৭।৬॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

প্রভু কহে, সুরী মোরে আক্ষেপ নানা আশে
কোন উপকার পূর্বে পাও নাই মোর পাশে?
সুরী কহে, কৃপা বহু পেয়েছি তোমার স্থানে
তাহে পূর্তি নাই, পূর্তি সাক্ষাৎ দরশনে।

---

১ কুরেশ স্বামী রচিত—বরদরাজ স্তব শ্লোক ২৩

নীলমেঘনিভমঞ্জনপুঞ্জশ্যামকুন্তলমনন্তশয়ং ত্বাম্
অব্জপাণিপদমম্বুজনেত্রং নেত্রসাৎ কুরু করীশ সদা মে।

২ রামানুজ নিজ প্রিয়তম কুরেশকে অর্চাবিগ্রহ বরদরাজ ভগবানের নিকটে তদ্‌রচিত 'বরদরাজ স্তব' শ্রবণ করাইয়া তাঁহার নষ্ট চক্ষু দুইটী উদ্ধারের জন্য আদেশ করিলেন। কুরেশস্বামী গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি 'বরদরাজ স্তোত্র' অর্চাভগবানের সমীপে শ্রবণ করাইলেন বটে কিন্তু নিজের প্রাকৃত নেত্রের জন্য আন্তরিকভাবে আর্তির সহিত প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। সেজন্য নষ্ট নেত্র পুনর্লাভও করেন নাই।

কুরেশ ফিরিয়া আসিলে নেত্রলাভ হয় নাই দেখিয়া রামানুজ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আর্ত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে? কৈ দেখি তোমার মুখখানি — প্রার্থনার সময় আর্তি ছিল কি না? এবং এখনও আছে কি না?

এই স্থলে এই অসাধারণ ঘটনাটির উল্লেখের তাৎপর্য এই যে—যদি শ্রীভগবানের নিকট আর্তি বা চাপল্যের সহিত কিছু প্রার্থনা করা যায় তাহা অবশ্যই প্রাপ্তব্য।

মূল গাথা

ক্রম প্রাপ্ত জ্ঞান যাহা ক্রমেতে বিচারি তাহা
সুদৃঢ় করেছি পুনঃ তব করুণার দানে।
পরিপূর্ণ জ্ঞানমূর্ত্তি তোমার নির্মল স্থিতি
মানস নয়ন-দ্বারে স্থাপিয়াছি মোর প্রাণে॥
জনম জীবন মৃত্যু দুঃখে ব্যাকুলতা হেতু
প্রভু মোর সে অজ্ঞান নিবৃত্ত যে হয়।
পূর্ব যত অনুভব মানস নয়নে সব
শুন স্বামি! বনমালি! তৃপ্ত নহি তায়॥

॥৪।৭।৭॥

ব্যাখ্যা—

হে তুলসী মালাধারী? শুন করি নিবেদন
মানসানুভবে মোরে দেছো প্রভু দরশন।
তব দত্ত জ্ঞানে ক্রমে হইয়াছি জ্ঞানবান
অজ্ঞান নিবৃত্তি পুনঃ তব করুণার দান।
প্রথম দশকে লভি 'পরবস্তু' তত্ত্ব জ্ঞান
অনন্তর করি 'ভজনীয়' অনুসন্ধান।
এই ভজনীয় বস্তু অতীব 'সুলভ' তিনি
বুঝায়ে দিয়েছ তবে মোরে অনুভব দানি।
এ হেন সে ভজনীয় পুনঃ 'অপরাধ সহ'
তাহাও বুঝেছি প্রভু তোমার কৃপায় সেহ।
এই ভাবে ক্রমে মানসানুভবে জ্ঞানী করি
ভরিয়াছ সেই জ্ঞান এই প্রবন্ধেতে মরি।
পর-স্বরূপের জ্ঞান(ক) প্রদানি প্রথমে
স্বরূপ-যাথাত্ম্য জ্ঞান(খ) দিলে ক্রমে ক্রমে।
অর্চাবতার তার আশ্রিতাধীনত্ব জ্ঞান
হেন পরতত্ত্ব জ্ঞানে—*প্রথম বৈশদ্যবান।*
তথা হি—আড়্বার বচন (সহস্রগীতি)

(ক) 'অজ্ঞাননিবৃত্তিং মত্যানন্দং দত্তবান' (১।১।১)
'মনোজ্ঞানপরিচ্ছেদরহিতং ইন্দ্রিয়জ্ঞান তদ্রহিতো ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানভূতকালেষু সদৃশশূন্যঃ জ্ঞানকৎআনন্দ-ইত্থভূতঃ'। (১।১।২)
(খ) 'তদাস্মাকং বিবিধপ্রকারেণ।'
'মনসা স্মর্যতে যঃ সঃ ভবেদ্ দীর্ঘসমুদ্রবর্ণঃ।'

অতঃপর *জীবাত্মার স্বরূপের*(ক) তত্ত্বজ্ঞান
তার সাথে লভি পুনঃ *জীবাত্ম-যাথাত্ম্য জ্ঞান*(খ)।
অণু তথা অপ্রমেয় জীবাত্ম-স্বরূপ জ্ঞান
তদীয় শেষত্বে তার সমাপ্তি যাথাত্ম্য-জ্ঞান।
হেন স্ব-স্বরূপ জ্ঞানে করি মোরে জ্ঞানবান
ক'রেছো যে মোরে প্রভু—*দ্বিতীয় বৈশদ্যবান।*
তথা হি—আড়্বার বচন (সহস্র-গীতি)

(ক) 'পরাৎপরং কেনাপি রহিতং
স্বক্ষসমীচীনমসমীচীনম্।'
'জ্ঞাতুমশক্যং সমীচীনজ্ঞানমতিক্রান্তম্।'
(খ) 'লঘুমহামহত্ত্বেষু মম নিয়ামকেষু অত্র সঙ্করৎস্থ মহাসুগন্ধিনূতনকুসুমচরণয়োরধঃ
প্রবেশ উচিতং কিম্।,
'স্বদাসদাসস্বদাসদাসস্বদাসদাসা বয়ম্।'
(৩।৭।১০)

তবে সে কৃপায় লভি *উপায়-স্বরূপ জ্ঞান*(ক)
তাহার *যাথাত্ম্য-জ্ঞানে*(খ) করিলে হে জ্ঞানবান।
উপায় শরণাগতি নারায়ণ শ্রীচরণে
উপায় যাথাত্ম্য তার সহকারী-শূন্য জ্ঞানে।
করুণায় দিয়া মোরে এ হেন উপায়-জ্ঞান
ইথে যে করিলে প্রভু—*তৃতীয় বৈশদ্যবান।*
তথা হি—আড়্বার বচন (সহস্র-গীতি)

(ক) 'নাগশয়নোপর্যঙ্কং স্বামীনস্তরণাবেব
শরণমস্মাকম্।'
(খ) 'চৈতন্যকৃত্যমধিকারিবিশেষেণ স্বীকারমপি
ন সহতে।'

অনন্তর কৃতকৃত্য *ফলস্বরূপ*(ক) জ্ঞানে
স্বরূপ-যাথাত্ম্য(খ) যাহা রহস্য বলিয়া জানে।
কৈঙ্কর্যই ফলরূপী সর্বদেশে সর্বক্ষণ
ইহার যাথাত্ম্যজ্ঞান প্রভু-প্রীতি উৎপাদন।
তথা হি—আড়্বার বচন (সহস্র-গীতি)

(ক) 'অবধিশূন্যং কালং সর্বং সহচারী স্থিত্বা
অপ্রচ্যুতিকৈঙ্কর্যকরণম্।'
(খ) 'তব শ্রীহৃদয়দুঃখনিবৃত্তিসময়েষু
সর্বদা বয়ং মত্যানন্দং প্রাপ্নুম।'

এ হেন সে ফল-জ্ঞান তথা সে যাথাত্ম্য-জ্ঞান
কৃপায় করিল মোরে — *চতুর্থ বৈশদ্যবান।*

পঞ্চমে যে জ্ঞান তাহা বিরোধীর জ্ঞান(ক)
তাহারও যাথাত্ম্য-জ্ঞান(খ) দানি কর জ্ঞানবান।
অহংকার-মমকার বিরোধী স্বরূপ হেন
যাথাত্ম্য-জ্ঞান হয় কৈঙ্কর্যে অহং মম।
তথা হি—আড়্‌বার বচন (সহস্র-গীতি)
(ক) 'অহমেব মদীয়মেব।'
(খ) 'কৈঙ্কর্যেঽহংকারগর্ভোমমকারঃ।'
পঞ্চ বৈশদ্য দানি, অর্থপঞ্চক জ্ঞানে
করিয়াছ মোরে প্রভু, পূর্ণ তব অবদানে।
তুমি জানায়েছ মোরে তাই আমি জ্ঞানবান
তব পূর্ণ কৃপা বিনা অসম্ভব এই জ্ঞান।
তুমি প্রভু জ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপে পূর্ত্তি
স্থাপিয়াছি অন্তরে তোমার এ জ্ঞানমূর্ত্তি।
সুবিশদ অনুভবে এ অর্থপঞ্চক[১] জ্ঞান
নিবৃত্ত যে ভবদুঃখ হেতু যত অজ্ঞান।
পেয়েছি অনেক আমি দিয়েছো যে বহু তবু
রয়েছে অপূর্ণ ক্ষুধা, সকলি তো জান প্রভু।
॥৪।৭।৭॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
প্রাপ্ত অংশ কহি পূর্বে অপ্রাপ্ত অংশ যাহা
এবে প্রভু-পদে সূরী কাতরে প্রার্থয়ে তাহা।

মূল গাথা

দেখা দাও মূর্ত্তি ধরি, অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি
তুলি যত পুষ্প দিব শ্রীচরণে ডারি।
নাচি গাহি স্তুতি করি মহানন্দে ঘিরি ঘিরি,
দেখা কি দিবে না মোরে হে তুলসীধারী!
॥৪।৭।৮॥

[১]অর্থপঞ্চক-জ্ঞান—পঞ্চবিষয়ক জ্ঞান—
১। স্ব-স্বরূপ ২। পরস্বরূপ ৩। উপায়স্বরূপ
৪। ফলস্বরূপ ৫। বিরোধীস্বরূপ—এই পঞ্চ-বিষয়ক জ্ঞান।

ব্যাখ্যা—
প্রভু মোর দু'নয়ন চাহে তব দরশন
উপবাসী আছে দোঁহে তব অদর্শনে।
ক্ষুধার নিবৃত্তি কর তাদের উদর ভর
এই আর্ত্ত নিবেদন তব শ্রীচরণে॥
ওহে স্নেহভরা স্বামী করযুগ দিনযামি
তব পদযুগ আশে সদাই ধেয়ান।
এই মহাখেদ হর তাদেরও উদর ভর
যাবৎ নিবৃত্ত ক্ষুধা দাও হে ভোজন॥
শ্রীচরণ শতদল ঝরে মধু অবিরল
অতি উপভোগ্য তথা ধারক আমার।
এবে লভি সে চরণ রাখিব আপন প্রাণ
মিটাইব আশ মধু পিয়ি পিয়ি তার॥
তথা হি—(যামুনাচার্য বচন)
"ধনং মদীয়ং তব পাদপঙ্কজম্
কদা নু সাক্ষাৎ করবাণি চক্ষুষা।" (আলবন্দার স্তোত্র)
বিষয় মহান যথা মোর অনুরাগ তথা
তথা মোর মহা ক্ষুধা কৈঙ্কর্যে তোমার।
যদি তা অপূর্ণ রবে যদি ক্ষুধা না মিটাবে
উপবাসে প্রাণ মোর না রহিবে আর॥
যত যত পুষ্প তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি
শ্রীচরণে দিব ঢালি এই মোর আশ।
যাহে দিব্যরূপ হেরি মহানন্দে নাচি গাহি
তথা দেখা দাও প্রভু, আসি মোর পাশ॥
ভুবন মোহন রূপ প্রতি অঙ্গ অপরূপ
তথা বেশভূষা সহ কর আগমন।
দিয়েছো অনেক প্রভু অনেক বাকী যে তবু
এই বাকী অংশ মোরে করহ পূরণ॥
সাক্ষাৎ দরশনে তবে মহানন্দ মনে
নিয়ত কৈঙ্কর্যে মগ্ন রহিবারে পারি।
মিটাও এমন সাধ প্রভু, না সাধিহ বাদ
হে উদার, হে তুলসী অলঙ্কারধারী॥
যথা হি—(লক্ষ্মণবচন রামপ্রতি)
"অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চতে।"
(রাঃ অঃ)
॥৪।৭।৮॥

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তব দর্শনোপযোগী কোন গুণ নাহি মোরে
দরশনে আশা তবে, কেমনে পূরিতে পারে।

মূল গাথা

ক্ষমায় দানে নাহি রুচি নহি জিতেন্দ্রিয় শুচি
বিধিমতে করি নাই কোন ভক্তি পূজা আমি।
চপল বিষয়াসক্ত ক্রুর পাপী নহি ভক্ত
কি দিয়ে লভিব তবে, ওহে চক্রধর স্বামি॥

॥৪।৭।৯॥

ব্যাখ্যা—

আর্ত্তে হেরি হাহা করি যদি জীব করে দান
তার হৃদে দয়া দেখি প্রভু হন প্রীতিমান।
ধন কিছু নাহি দিনু তনু দিয়ে না সেবিনু
জীব অপরাধ দেখি তারে ক্ষমা না করিনু।
তাহে রূপ রস আদি যতেক বিষয়চয়
পঞ্চ ইন্দ্রিয় মোর নিয়ত নিরত তায়।
শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুষ্পের চয়ন করি
পূজা স্তুতি নমস্কৃতি কিছু না করিনু হরি।
প্রভু কহে, আরাধনা তুমি তো করেছো মোরে
সূরী কহে শাস্ত্র-উক্ত সাধন-বুদ্ধিতে নহে।
তব আরাধনা তথা তোমা প্রতি মোর ভক্তি
সকলি করি যে আমি নাহি তায় উপায় বুদ্ধি।
তোমাতে আমি প্রবণ[১] স্নেহ তথা বর্দ্ধমান
তবু তব দরশনে নহি প্রভু ভাগ্যবান।
ইথে প্রতিবন্ধক যত মহাপাপ মোরে
কোন শক্তি নাহি মোর তারে লঘু করিবারে।
বিষয়ে আসক্ত আমি কি দিয়া দরশ পাই
ওহে চক্রধর স্বামী, বল প্রভু বল তাই।
ননীমাখা হস্ত দুটী যশোদা ধরিলা যথা
ধৃতচক্র-কর গ্রহে, সূরীর অভিলাষ তথা।

॥৪।৭।৯॥

———

১ প্রবণ—গাথা উক্ত 'চপল' শব্দের অর্থে এখানে 'প্রবণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দরশ অলাভে যদি প্রভু বিস্মরণ
তবে কিছু শান্ত রহে সূরীর জীবন।
বিস্মরণ-বিরোধী যে আড়্বারে জ্ঞানদৃষ্টি
আসি প্রভু স্মরণেতে করে মনে ক্লেশ সৃষ্টি।

মূল গাথা

ওহে চক্রধারী-স্বামি! ডাকি কাঁদি কভু নমি
পাপী তাই অদর্শন, অবসন্ন হই।
খুলে দেছো জ্ঞান আঁখি জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেখি
ওহে জ্ঞানমূর্ত্তি! তোমা আলিঙ্গিতে চাই।

॥৪।৭।১০॥

ব্যাখ্যা—

সুদর্শন হেরি মুগ্ধ তাই বারে বারে ডাকি
সংজ্ঞা হারাইয়ে তবে ভূমিতে পড়িয়া থাকি।
অশ্রুধারা বহি যায়, হেন অবসন্ন তায়
'ওই বুঝি আসে বলে' চাহি দিগে দিগে হায়।
এ হেন আপৎকালে আপৎসখা সে প্রভু
মোর মহাপাপ তাঁর আগমন বারে তবু।
অথবা জানিয়া প্রভু, আমার এ হেন দশা
ভাবি তাঁর বিস্মরণে মোর জীবনের আশা।
রহে অদর্শনে তবে, বাহ্য দেখা নাহি দিলা
অন্তরে দরশ পাই, হেন করুণা করিলা।
বেদরূপ দীপ যাঁরে করয়ে প্রকাশে
যিনি পুনঃ দীপরূপী বেদের বিকাশে।
সেই জ্ঞানমূর্ত্তি প্রভু দানি জ্ঞাননেত্র মোরে
অদর্শন-বৈরী লাগি দিলা দেখা অন্তরে।
দরশন লভি সূরী চাহে বাহ্য আলিঙ্গন
শোকে অভিভূত নাহি লভি বাহ্য দরশন।
জ্ঞান ও ভক্তি সূরীর কণ্ঠ-রত্ন সম হেথা
বাহ্য অদর্শনে দোঁহে দেয় মহা ক্লেশ তথা।
বাহ্য-দরশ প্রভু, নহে যদি সূরী কাছে
জ্ঞান ভক্তি কেন দিলে কিবা প্রয়োজন তাহে?

॥৪।৭।১০॥

———

চতুর্থ শতক, সপ্তম দশক—একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

'স্বূরীর অনুরাগ সিন্ধু-মানসিক অনুভবে
মুগ্ধ প্রভু-রূপে গুণে আলিঙ্গয়ে অন্তরে।

স্বূরী দিব্যপ্রবন্ধের এ দশক গুণগণ
অনুভবি অভ্যাসে যে পাঠক সক্ষম।
স্বূরীর এ মহাভাব কোন কোন অংশে তার
ভাবিত হইয়া পরবশ নৃত্যে গীতে আর।
দেহ অন্তে হয় তার বিমুক্ত সংসার
পায় নিত্যধাম নিত্য অনুভব আর॥ ॥৪।৭।১১॥

——

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরুকৃপাবিন্দু॥

——

চতুর্থ শতক—অষ্টম দশক

দশক তাৎপর্য—

গত দশকেতে স্বূরী প্রভু দরশন তরে
আকুল ক্রন্দনে তবু আশা তার নাহি পুরে।
হেন উপেক্ষার হেতু সূরী ভাবে মনে মনে
অনাদর সংসারে তথা সংসারাসক্ত জনে।
প্রভু যদি অনাদরে কিবা কাজ তাহে মোরে,
আত্মা-আত্মীয়ে আদর
প্রভু যদি তায় আদরে।

তথা হি—

'ন দেহং ন প্রাণান্ ন চ সুখমশেষাভিলষিতম্
ন চাত্মানং নান্যৎ কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমেতৎ।'
(আলবন্দার স্তোত্র)

'নহি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থৈর্ন চ ভূষণৈঃ
বসন্ত্যা রাক্ষসী মধ্যে বিনা রামং মহারথম্।'
(সীতাবচন রাঃ সুঃ ২৬।৫)

আত্ম-আত্মীয়ের প্রতি এ বৈরাগ্য ভাব সূরী
প্রকাশে নায়কী মুখে এ দশকে বিস্তারি।

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

অতি গুণবান পুনঃ বিরোধীর পরিহারে
অতি বীর্যবান যিনি, তিনি যদি না আদরে।
তবে কিবা কাজ মোর অঙ্গের বরণ খানি
প্রভু-প্রসন্নতা যদি সার্থক এ রূপ মানি।

মূল গাথা

রুদ্র ব্রহ্মা কমলা যাঁহার
বিগ্রহে পায় স্থান।
অসুর সঙ্ঘে বিনাশে আয়ুধ
যার অতি খরশান॥
অসুর-হন্তা সে পর বীরের
আদর যদি না পাই।
অসার আমার এ মণি বরণ
তা'তে আর কাজ নাই॥
॥৪।৮।১॥

ব্যাখ্যা—

রমা রুদ্র ব্রহ্মা ত্রয়ে নিজ অঙ্গে স্থান দেয়
এ বিগ্রহ অদ্বিতীয় তথা সর্ব ব্যপাশ্রয়।
দিব্যাত্মা-স্বরূপ হ'তে বিগ্রহে এ বিশেষত্ব
হেথা তাঁর 'শীল' আদি গুণ হয় প্রকাশিত।
এ হেন সে গুণবান পুনঃ কত বীর্যবান
আশ্রিতবিরোধী নাশে অতীব সামর্থ্যবান।
প্রভুর সঙ্কল্পমাত্র ভস্মীভূত শত্রুনাশে
তথাপি আয়ুধ ধরে আশ্রিত-বিরোধী নাশে।

নিজ শত্রু হ'তে অধিক আশ্রিতের শত্রু যত
আশ্রিত-বিরোধী নাশ হয় যে প্রভুর ব্রত।

তথা হি—

'যজ্ঞবিঘ্নকরং হন্যাং পাণ্ডবানাং চ দুর্হৃদম্।' (ভারত)

দুর্যোধন-অন্ন নাহি ভুঞ্জিল শ্রীকৃষ্ণ
উপভোগ করে তিনি আশ্রিত বিদুর-অন্ন।

তথা হি—

'দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ।'

খর বধ পরিশ্রমে অতীব তৃষ্ণার্ত যথা
রামচন্দ্রে আলিঙ্গনে বাঁধে সীতাদেবী তথা।
প্রভু সেবায় যদি লাগে এ রূপ লাবণি
তাহার আদরে তবে এ রূপ সার্থক মানি।
প্রভু যদি অনাদরে মোর অঙ্গে এ বরণ
দিনে দিনে হবে ম্লান, বরণে কি প্রয়োজন।

॥৪ ৮।১॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সৌশীল্য গুণের মূল লক্ষ্মীদেবী তাঁর সহ
নিজ দিব্যরূপ শোভা প্রদর্শিয়ে প্রভু সেহ।
করিয়াছে দাস যেবা, তাঁর যদি অনাদর
গুণমুগ্ধ মোর মনে কিবা কাজ অতঃপর।

মূল গাথা

মহামণি সমা উরে শোভে রমা
পর্বত ভুজ বলবানে।
কৈঙ্কর্য সব করে যে স্বীকার
চক্র হস্ত প্রসারণে॥
করিলা আমার কৈঙ্কর্য স্বীকার
মোহন রূপের অনুভবে।
হেন মুগ্ধ মনে যদি অনাদর
সেই মনে কিবা কাজ তবে॥

॥৪।৮।২॥

ব্যাখ্যা—

কমলা কোমলা অতি পরিমল মূর্তিমতী
উর পরে ধরি হরি হর্ষে পুলকিত অতি।
নিত্য মিলিতা তিনি শত দোষে ক্ষমাশীলা
সেই রমা সন্নিধানে মোর দাস্য স্বীকারিলা।

তথা হি—

'কার্যং করুণমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি।'
(রাঃ যুঃ—হনুমান প্রতি সীতা)

তবু উপেক্ষিয়ে যদি নহে দরশন দান
মদীয় বক্ষরে মোর তবে কিবা প্রয়োজন।
গিরিসম মহাভুজ মহা বলবান
ভূষণে ভূষিত মরি অতি শোভমান।

তথা হি—

'আয়তাশ্চ সুবৃত্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ
সর্বভূষণভূষার্হাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ।'
(রাঃ কিঃ ৩-১৪)

*যতি*১ কহে ভুজশোভা অতি মনোলোভা
আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
তাহে পুনঃ দীর্ঘ হস্তে শোভে সুদর্শন
যত বিরোধীরে যিনি করে নিরসন।
রূপে গুণে পূর্ণ হেন ভুজ চতুষ্টয় তাঁর
চ্যুতি বিনা সর্ব দাস্য করেন যে অঙ্গীকার।
এ কৈঙ্কর্যে শিষ্য প্রতি গুরুর শাসন
নিজ মঠে *রামানুজে* কৈলা প্রদর্শন।
মঠের পাঠক শিষ্য '*আচ্চান পণ্ডিত*' নাম
*তদীয়ারাধনে*২ করে পানীয়ের বিতরণ।
হেনকালে করে নিজ পার্শ্ব কুঞ্চন
তখনি যে রামানুজ তথায় গমন।
কোন কথাবার্তা নহে পৃষ্ঠে করি' প্রহরণ
করিলা সরল দেহ, বলে কর বিতরণ।
এ শাসনে উল্লাসিয়া কহিলা '*আচ্চান*'
ত্রুটিহীন কৈঙ্কর্য প্রভু করিলে প্রদান।
অবগুণ্ঠন ফেলি নিজ রূপ নীলমণি
অনুভাবি মুগ্ধ করি কৈঙ্কর্যে মোরে কৈলা ধনী।

---

১ যতি—বেদান্তী স্বামী (পরাশরভট্টের শিষ্য)।
২ তদীয়ারাধন—বৈষ্ণবভোজন।

তবু যদি প্রভু মোরে দরশনে অনাদরে
হোক্ না সে মুগ্ধ মন কিবা প্রয়োজন তারে।

'মোর মনে ভাবে প্রভু লেপনার্থ চন্দন'১
গোষ্ঠী মাঝে যতি২ এবে সুরীর অভিপ্রায় ক'ন।
পূর্ব উক্ত বার্তা স্মরি তবু অদর্শন হেরি
চন্দনের পুট যথা মন নাশে ক্ষোভে সুরী।
কমলার সহ স্থিতি ভুজে সুদর্শন তার
শ্রীভুজের শক্তি তথা শোভা তবে সুন্দর।
যদি নহে প্রদর্শন কৈঙ্কর্য স্বীকার নহে
গুণ অনুভাবয়ি পরাজিতে চাহে মোরে।
তবে মোর মুগ্ধ মনে করিব যে নাশ
এবে আমি কি বলিয়া ছাড়িব তাহার আশ।

॥৪।৮।২॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

বিরোধী বিনাশে শক্ত যিনি প্রভু সর্বেশ্বর
পূর্বে আদরিলা বহু এবে যদি অনাদর
মোর এ পূর্ত্তিতে তবে কিবা কাজ অতঃপর।

মূল গাথা

মৃদু স্নেহবতী জননীর বেশে
পিশাচীর স্তন পান।
অতি ক্ষুদ্র শিশু জ্ঞানেতে মহান
যে হরিল তার প্রাণ॥
উরগ শয়নে সুখে যে শয়ান
সে পর-পুরুষ আজ।
যদি অনাদরে তবে মোর এই
পূর্ত্তিতে কিবা কাজ॥

॥৪।৮।৩॥

ব্যাখ্যা—

মনে মহা মৃদুভাব জননী যশোদা যথা
পিশাচী দেখায় প্রীতি স্তন্যদান কালে তথা।
জননীর রূপে দিলা শিশু মুখে বিষ-স্তন
রূপে শিশু বটে কিন্তু জ্ঞানে মহা জ্ঞানবান।
মুহূর্তে জানিলা তবে সেই বিষমাখা স্তন
মুহূর্তে করিলা তার যোগ্য প্রতিবিধান।
সেই স্তন দ্বারে শিশু অনায়াসে হরি প্রাণে।
শয়নে ক্রীড়ায় রত যেন কিছু নাহি জানে।
এ হেন সে শিশু কৃষ্ণ ভুজগ-শয়ন হ'তে
বিরোধী বিনাশ তরে অবতরে মথুরাতে।

তথা হি—

"নাগপর্যঙ্কমুৎসৃজ্য হ্যাগতো মথুরাং পুরীম্।"
(বিঃ পুঃ)

অনন্তসুরী নাগ নিজ প্রভু মঙ্গলে
প্রভুর বিরোধী১ যত বিনাশয়ে অবহেলে।
এ নাগশয়ন হ'তে প্রভু জীব মঙ্গলে
অবতরে সাধু-রক্ষা দুষ্কৃত দমন কালে।
অনন্ত শয়ন তাঁর সর্বেশ্বরে নিরূপণ
ভক্তের পরশে তাঁর ভুজ হয় গিরি সম।

আশ্রিতে এ প্রীতি কৃষ্ণ যদি অনাদরে মোরে
মোর শ্রীস্ত্রী-গুণ পূর্ত্তি, কিবা প্রয়োজন তারে।

॥৪।৮।৩॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্ব-জীবন অনাদরি স্ত্রীজনে আদর করে
হেন কৃষ্ণ অনাদরে কী কাজ এ রূপে মোরে?

মূল গাথা

রূপে গুণে ভরা নীলাদেবী তরে
বাঁধিয়া ঋষভ রাজে।
করে পাচনী দোহন পাত্র২
কটিতে ঘণ্টা বাজে॥

---

১ চন্দন—সুরীর অনুভব (সঃ গীঃ ৪।৩।১)।
২ যতি—বেদান্তীস্বামী।

১ মধু-কৈটভ আদি বিরোধী।
২ দোহন পাত্র—বাঁশের চোঙা।

রঞ্জিত বাস কৃষ্ণ রাখাল
যদি মোরে অনাদরে।
মুই অভাগিনী এ রূপ লাবণি
পুষিব কাহার তরে ?

॥৪।৮।৪॥

ব্যাখ্যা—

শ্রীস্বরূপ আত্মগুণ পূর্ণা তাহে নীলাদেবী
তাঁহার রূপের গুণ তাহাও যে পূর্ণা অতি।
দীর্ঘ বংশ শাখা সম সুবৃত্ত সুপুষ্ট ভুজ
অনুগুণ সর্ব অঙ্গ সর্ব দেহ-সৌন্দর্য।
তারে লভিবার তরে কৃষ্ণ সুদুষ্কর করে
অসুর-আবিষ্ট মহাবলী সপ্ত ঋষভেরে।
একাই কেবল হস্তে১ অনায়াসে বাঁধে তারে।
হেন ঋষভের জয়ে নীলাদেবী পরিগ্রহে
অতীব যে হর্ষে ভরে হেন কৃষ্ণচন্দ্র তাহে।
গোষ্ঠ গমনের কালে অনুভবি রূপ-শোভা
আলিঙ্গনে অভিলাষ সুরীর যে মনোলোভা।
পীত বহির্বাস শোভে এক মৃগচর্ম
বনগমনের কালে কন্টকেতে তাহা ছিন্ন।
বন্য ফলমূলেরস-রঙ্গে রঞ্জিত তারে
আলো করা কাল রূপে শোভা
কে বর্ণিতে পারে।
প্রাপ্তকালে দোহিবারে বেণুপাত্র২ হস্তে ধরে
পুনঃ দণ্ড ধরে করে গাভী বৎস শাসিবারে।
কটিদেশে বদ্ধ ঘন্টাধ্বনি শুনি গাভী ধায়
হীনতর গোপজাতির ইহাই যে পরিচয়।
আপনারে অনাদরি আশ্রিত পশুরে রক্ষা
নায়কীর হেন কৃষ্ণ-রাখাল আলিঙ্গনে ইচ্ছা।
হেন গুণী কৃষ্ণ যদি মোরে অনাদর করে
হেন রূপে কিবা কাজ নাহি প্রয়োজন মোরে।

নায়কী অতীব মুগ্ধা এ রাখাল-বেশ হেরি'
শ্রীজানকী যথা, হেরি শ্রীরামেরে ব্রহ্মচারী।
তথা হি—
"দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্।
কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিঞ্চ পশ্যন্তীং ত্বং ভজাম্যহম্॥"

॥৪।৮।৪॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
সীতাদেবী বনবাস প্রেমী রাম অনাদরে
সীতার অনন্য-জ্ঞান সে জ্ঞানে কি কাজ মোরে ?

মূল গাথা

অনিন্দ্যসুন্দরী সীতাদেবী মরি
মধুবাণী-মুগ্ধ রাম।
সে জানকী হায় একা অসহায়
লঙ্কা-কারায় স্থান॥
তাহারি কারণে তাহারি তরণে
প্রণয়ী রক্ষক রাম।
নিঃশেষে দহে দুষ্ট রাবণে
তথা সে লঙ্কা ধাম॥
কুসুম তুলসী- সুরভিত মাল
শোভিত কিরীট যার।
সংসারী দুঃখে অতি যে দুঃখিত
তবু সীতায় অনাদর১॥
হেন অনাদরে তবু অনন্য
সীতা-জ্ঞান সেই কালে।
সেই জ্ঞানে মোর কিবা কাজ হায়
নাথের অনাদর পেলে॥

॥৪।৮।৫॥

ব্যাখ্যা—
অনিন্দ্যসুন্দরী সীতা রূপে আলো করা
সর্বদিশা অন্ধকার হরে যে সে আলা।

১ কেবল হস্ত—অস্ত্র ও লগুড়াদি বিহীন হস্ত।
২ বেণুপাত্র — বাঁশের চোঙাবিশেষ। দুগ্ধ ও জল রাখিবার জন্য ব্যবহৃত।

১ অনাদর—বনবাস।

তথা হি—

'কুর্বতীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ।'

(হনুমান বাক্য—রাঃ সুঃ)

প্রভাবান হতে প্রভা অবিচ্ছিন্ন হায়

লঙ্কা-কারাগারে রাখে একা অসহায়।

তথা হি—

"ন চোপলেভে পূর্বেষাং ঋণনির্মোক্ষসাধনম্।

সুতাভিধানং সজ্জ্যোতিঃ সন্ত শোকতমোঽপহম্।"

(রঘুবংশে দশরথবাক্যে রামের দীপ্তি বর্ণিত হইতেছে)

মধুর আলাপে তথা রূপে গুণে মুগ্ধ রাম

প্রণয়িণী রক্ষা তরে ভস্ম করে লঙ্কাধাম।

তথা হি—(সীতার অনুসন্ধানপ্রাপ্ত হনুমান প্রতি রাম বচন —)

'মধুরামধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী।' (রাঃ সুঃ)

অহংকারে ভরা দুষ্ট রাক্ষস রাবণ

পিতামাতা সহ স্থিতি সহনে অক্ষম।

এ হেন রাবণ সহ সর্ব লঙ্কা বিনাশক

পরম প্রণয়ী হেন, হেন পুনঃ রক্ষক।

কুসুম-শোভিত মালা তাহে মকরন্দযুত

শ্রীকিরীট করে যাঁর শিরোদেশ অলঙ্কৃত।

জীবের দুঃখেতে যিনি অতীব দুঃখিত

সীতা লক্ষ্মণ বিশ্লেষে অবতার সমাপিত।

তথা হি—'ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।'

(রাঃ অঃ)

এ হেন দয়াল রাম অনাদরি সে সীতায়

পাঠাইলা বনবাসে কত দুঃখ দানি হায়।

তবু সীতাদেবী পুষ্টা তাহার অনন্যজ্ঞানে॥

মোরে যদি অনাদরে প্রভু তবে এই জ্ঞানে

কিবা মোর কার্য তায় কিবা তার প্রয়োজনে।

তথা হি—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥" (রাঃ উঃ)

॥৪।৮।৫॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জ্ঞানহীন জনে নিজ প্রাপ্তি তরে শিক্ষা দানে

সে জ্ঞানে যোগ্যতাহীনে রূপশোভা প্রদর্শনে।

দাসভূত করে যেবা, সে যদি গো অনাদরে

বিফল লাবণ্য মোর, কিবা প্রয়োজন তারে॥

মূল গাথা

জ্ঞানহীন জনে জ্ঞান উপদেশে

যেবা উদ্ধারকারী।

জ্ঞান-উজল দিব্য মূরতি

বামন ব্রহ্মচারী॥

দিব্য দরশন দিয়া বাঁধিল যে

বলিরে করিল দাস।

সে গুণী স্বামীর অনাদরে মোর

কান্তির উপবাস॥

॥৪।৮।৬॥

ব্যাখ্যা—

নিজ জ্ঞানে ন্যূন বলি নাহি জানে যারা

এ ধরায় হয় তারা অজ্ঞানেতে ভরা।

প্রকৃত উপায়-জ্ঞান শিক্ষা প্রদান তরে

অতি সুদুষ্কর কার্য প্রভু যে সাধন করে।

আপনারে প্রাপ্তি তরে সুকরে ও সুদুষ্করে

একে একে গাহে প্রভু বিবিধ উপায়।

শ্রীমুখে নিঃসৃত বাণী সুধাসম 'গীতাখানি'

তাহে পুত্রস্নেহ-প্রীতি কহনে না যায়॥

চেতনের ভেদ যথা বিবিধ উপায় তথা

অধিকার ভেদে প্রভু করে বিশ্লেষণ।

কর্ম জ্ঞান ভক্তিযোগ অবতার-রহস্য বোধ

পুরুষোত্তম-বিদ্যা স্বরূপের জ্ঞান॥

বিরোধীর নিবৃত্তিতে তথা আত্ম প্রাপ্তিতে

ভগবদ্গীতে পুনঃ 'প্রপত্তি'[১] কথন।

এ সব বিষয়াবলী সুবিশদভাবে বলি

প্রপত্তি-মহিমা প্রভু করিলা স্থাপন॥

১ প্রপত্তিঃ—শরণাগতি।

কর্মযোগে পুনঃ কয় দুষ্কর ইন্দ্রিয় জয়
সুকর হইবে মোরে নিবেশয় মন।
কর্মযোগ কহে যথা অবতার-রহস্য তথা
প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রভু উপদেশ দেন॥
জ্ঞানযোগ অতঃপর উপদেশি সুবিস্তর
কহে সিদ্ধিলাভে মোরে নিবেশয় মন।
পুনঃ ভক্তিযোগে কহি সেই ভক্তি বৃদ্ধি লাগি
তথা যে বিরোধী পাপচয় নিরসনে॥
প্রভু যে কহয়ে পুনঃ তাঁহে মন নিবেশন
সুকর হইবে তবে দুষ্কর সাধনে।
এই মন নিবেশনে কহি' শরণ গ্রহণে
শরণাগতির কথা বিবিধ প্রকারে॥
তবে প্রভু শিক্ষা দেন জীবাত্মা ও অচেতন
সমান বিভূতি প্রভুর তথা যে শরীরে॥

তথা হি—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"
—গীতা ১৮।৪৬

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
—গীতা ৭।১৪

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"
—গীতা ৭।৪

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং··· ······ ···॥"
—গীতা ৭।৫

শরীরী যে পরমাত্মা তার দেহ জীবাত্মা
একান্ত যে পরাধীন স্বরূপ বিধানে।
তবে সাধনানুষ্ঠানে নিজ ফল প্রয়োজনে
যোগ্যতা-বিরহ জীবের করিলা প্রমাণে।
স্বযত্নে সাধন সিদ্ধি অতীব দুষ্কর বুদ্ধি
সম্যক্ স্থাপন করি অর্জুনের মনে।
কহেন 'শরণাগতি' উপায় উত্তম অতি
আমি উদ্ধারিব, ধর আমারে শরণে॥

তথা হি—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
—গীতা ১৮।৬৬

হেন উপদেষ্টা যিনি স্বয়ং ভগবান।
জ্ঞানস্বরূপ তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান।
এ জ্ঞান শ্রবণে যারা নহে অধিকারী
করে বশীভূত প্রভু দিব্যরূপ ধরি।
ক্ষুদ্র বামনের রূপ-সৌন্দর্য দেখায়ে
মোহিত করিলা প্রভু দৈত্য বলীরে।
ক্ষুদ্র চরণ তাঁর বাড়ে ধীরে ধীরে
যত বাড়ে পদশোভা ততই বিস্তারে।
প্রভুর রূপের শোভা মহাশক্তিধর
প্রদর্শিয়ে করে জীবে প্রীতিদাস তাঁর।
হেন মহা উপায়জ্ঞ রূপ প্রদর্শিয়ে মোরে
করিলা যে প্রীতিদাসী আমারে বলাৎকারে।
এবে যদি বঞ্চনায় নাথ মোরে অনাদরে
মোর কান্তি অঙ্গশোভা কিবা প্রয়োজন তারে।

॥৪।৮।৬॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পিতার শত্রুতা হেরি পুত্র প্রহ্লাদেরে
নৃসিংহ রূপেতে আসি উপকার করে।
দর্শন না দানি যদি মোরে অনাদরে
কিবা প্রয়োজন মোর অঙ্গ-অলংকারে।

মূল গাথা

অনল-কান্তি নৃসিংহ বেশে
হোল আবির্ভাব যাঁর।
বিশাল হিরণ্যে বিশাল বক্ষ
ভেদি, আনন্দে তার॥
উজ্জ্বল শঙ্খ চক্রের শোভা
উজ্জ্বল যে নীলমণি।
তার অনাদরে কি কাজ বলয়ে,
বলয়ে বালাই গণি॥

॥৪।৮।৭॥

ব্যাখ্যা—

জ্বলন্ত অনল সম নরসিংহ রূপ ধরি
অতিশয় কোপাবিষ্ট আবির্ভূত হন হরি।

তথা হি—

"উগ্রবীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর্মৃত্যুং নমাম্যহম্॥"
(নৃসিংহমন্ত্র)

ভক্ত প্রহ্লাদ'পরে যবে পিতা অতি ক্রুদ্ধ
ভক্তবৎসল প্রভু কোপে দেহ অভিবৃদ্ধ।

তথা হি—(আড়্‌বার বচন)

"চন্দ্রকলাসদৃশদংষ্ট্রবতা তদযুদ্ধোন্মুখ-
সিংহরূপেণ বৃদ্ধিং প্রাপ্তম্॥"

নীচ হিরণ্য যবে আসুরিক তেজ ধরে
ততোধিক তেজযুক্ত প্রভু দেহ বৃদ্ধি করে।
বিশাল বক্ষে লভি আপন ভোজন তার
বক্ষ দিয়ে ধরে তায় নখমালা খরধার।
নারসিংহ-বপু প্রভুর দৃশ্য ভয়ংকর
ব্যাদিতাস্য প্রসারিত রসনা অধর।
দৃঢ়মুষ্টি হস্ত তথা উচ্চ উচ্চ অট্টহাসে
হেন ক্রোধানলে দৈত্য-তনু দগ্ধপ্রায় ত্রাসে।
হেন বিগলিত তনু খরদন্ত কোপাবেশে
বিদারিয়ে ছিন্নভিন্ন করিলা যে অনায়াসে
ভক্তের বিরোধী নাশে প্রীত নরসিংহ-বরে
প্রহ্লাদও প্রার্থয়ে তবে পিতৃপাপ নাশ তরে।

তথা হি—

"যৎ পিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব তস্য প্রণশ্যতু।'

পিতৃত্রাণে প্রহ্লাদের অনুমতি দেখি হরি
প্রীত প্রভু অন্তরেতে ভক্ত-মন শান্ত হেরি।
প্রভু পরিকর যত সবারি উল্লাস ভরি॥
এ উল্লাসে অভিবৃদ্ধ শঙ্খ তথা চক্র কান্তি
প্রভুর প্রতি অঙ্গ তথা ধরিলা যে শান্ত মূর্তি।
উগ্র বিগ্রহ ছিল জ্বলন্ত অনল
শান্তভাব ধ'রে এবে হইল শীতল।
কান্তিমান নীলমণি এবে রূপশোভা
ভক্তে আকর্ষে প্রভু রূপ মনোলোভা।

ভক্তবৎসল হেন যদি মোরে অনাদরে
কি কাজ বলয় মোর বালাই যে গণি তারে।

॥৪।৮।৭॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জগদুপকারক নিজ প্রণয়িণী মোরে
করে যদি অনাদর কিবা কাজ মেখলারে।

মূল গাথা

শঙ্খ-নিনাদ জ্বলদগ্নি যথা
শত্রুর ভয়স্থান।
এই ত্রিভুবনে দুঃখের ভার
যেবা করে নিরসন॥
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র যাঁহারে
প্রণমিয়া করে স্তব।
তাঁর অনাদরে কি কাজ মেখলা
ভূষণ তুচ্ছ সব॥

॥৪।৮।৮॥

ব্যাখ্যা—

শোভনীয় পাঞ্চজন্য শঙ্খের মহাধ্বনি
শত্রুরে দুঃসহ অতি হৃদি-বিদারণি।
এই ধ্বনি আশ্রিতের বিরোধীর নিবর্তনে
জ্বলদগ্নি সম দাহে ভয়ে তার মনপ্রাণে।

তথা হি—

'স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রানাং হৃদয়াণি ব্যদারয়ৎ।' (গীতা)
'জগৎ সপাতালবিয়দ্দিগীশ্বরং
প্রকম্পয়ামাস·········।'

তাঁর শঙ্খধ্বনি পুনঃ পূর্বে এই ধরা'পরে
অনুকূল জনগণে দুঃখ নিবর্তন করে।

তথা হি—

দেবানাং বরুধে তেজঃ প্রসাদশ্চৈব যোগিনাম্।'

প্রতিকূলে নাশ-হেতু, অনুকূলে আশাবাণী
সুরী কহে জানিতাম তুমি, তব শঙ্খধ্বনি।
এবে দেখি অনুকূল মোরে তুমি দুঃখদায়ী
তবে এ ভূষণে মোর কিবা কাজ নাহি চাহি।

শার্ঙ্গধনু জ্যা-ঘোষে সীতাদেবী পুলকিতা
শঙ্খধ্বনি শুনি দেবী শ্রীরুক্মিণী তথা।
রাবণের মায়া-শির হেরি সীতা ব্যাকুলিতা
তখনি জ্যা-ঘোষ শুনি অবসাদ অন্তর্হিতা।
তথা শ্রীরুক্মিণী দেবী নিজ স্বয়ম্বর কালে
অতীব বিষণ্ণা হেরি প্রতিদ্বন্দ্বী শিশুপালে।
হেনকালে শঙ্খধ্বনি পশি তার কর্ণমূলে
ভরসায় পুরে হৃদি মহানন্দ উথলয়ে।
অণ্ডাল আড়বারে দেখি মহাভিনিবেশ
শঙ্খধ্বনি জ্যা-ঘোষ উভে সমাবেশ।
তথা হি—(অণ্ডাল আড়বার বচন)
"সুন্দরমুখেন ধ্মাতস্ত শঙ্খস্য ধ্বনিঃ
শার্ঙ্গধনুর্জ্যাঘোষস্তোপগচ্ছেৎ কদা॥" (নাঃ তিঃ)
ভট্টরপ্পস্বামীও তথা এ গাথার ব্যাখ্যা কালে
শঙ্খধ্বনি জ্যা-ঘোষ, উভে সুরী-মোহ বলে।
অধরে বিরাজিয়ে শঙ্খ সুধাপানে রত
অধরের প্রতিদ্বন্দ্বী আসে যারা প্রতিহত।
সুধা পিয়ে শঙ্খ তবে সুধামাখা ধ্বনি করে
ধ্বনি শুনি প্রতিদ্বন্দ্বী ডুবে অমিয় সাগরে।
রেখা সম শোভে করে শঙ্খ সুশোভন
গদা তথা ধনু কিন্তু নহে যে তেমন।
যষ্টিসম ধৃত গদা বক্র কাষ্ঠ শার্ঙ্গ ধনু
ধবল সুন্দর শঙ্খ রেখা সম ভাসে জনু[১]।
হেন শঙ্খধর নাথ ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র যারে
রূপে গুণে অনুভবি মুগ্ধ হ'য়ে স্তব করে।
সেই সে প্রণয়ী মোরে যদি করে অনাদর
মেখলা এ ব্যর্থ মোর, প্রয়োজন কিবা তার?
তাঁর অদর্শনে হায়! যদি আভরণ ধরি
তাহা যে অবশ্য অতি, কেমনে ধরিতে পারি?
॥৪।৮।৮॥

—·—

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
আশ্রিত-বিরোধী বাণাসুরে যে নিধনে
সদা চিন্তাশীল সর্বজীব উজ্জীবনে।
আশ্রিতা মোরে যদি অনাদরে সে উদার
এ দেহে কি কাজ মম, বৃথা ভারমাত্র সার।

মূল গাথা

অতি রূপবতী অলংকৃতা সুতা
পিতা বীর বাণাসুর।
ছেদিয়া তাহার সহস্র বাহু
বিপদ করিল দূর॥
তেমতি জীবের মঙ্গল লাগি
সদা চিন্তারত যিনি।
সেই স্বামী যদি করে অনাদর
এ তনু যে ছার গণি॥ ॥৪।৮।৯॥

ব্যাখ্যা—
রূপবতী অলংকৃতা উষা যে আশ্রিতা সুতা
সহস্রবাহু বীর বাণাসুর তার পিতা।
বীরত্বের অভিমানে যুদ্ধ করে কৃষ্ণ সনে
কৃষ্ণ ভুজাবলী তার ছেদিলেন বিনাশনে।
তবে তিনি সর্বজীব উজ্জীবনোপায় তরে
নাগোপরি যোগনিদ্রা হেন মহাচিন্তা তারে।
আশ্রিত-বিরোধী নাশি হেন স্নেহী সর্বজীবে
মোরে অনাদরে যদি দরশন নাহি দিবে।
মোর দেহে কিবা কাজ তারি তরে আছে স্নেহ
তার দেহ ভক্ত তরে, তারি তরে ভক্ত দেহ।
॥৪।৮।৯॥

——

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—
শীল গুণে গুণী তথা বিরোধীর নিরসনী
প্রথম গাথায় উক্ত গুণগণে যিনি গুণী।
তিনি যদি অনাদরে, আত্মা কিবা কাজ মোরে
এত বলি অন্ত গাথা সুরী উপসংহরে।

১ জনু—যেন।

মূল গাথা

বজ্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড
পর্বত সম রহি।
বিবিধ প্রকারে অসুর প্রকৃতি
বধিয়া রাখিল মহী ॥
অনুপম দেহ মাঝারে যাঁহার
নিতি রুদ্রের ঠাঁই।
তাঁর অনাদরে মম আত্মায়
আর প্রয়োজন নাই ॥

॥৪।৮।১০॥

ব্যাখ্যা—

উপক্রম-গাথায় সূরীর যেবা অভিপ্রায়
উপসংহারে এবে পুনঃ ব্যক্ত তায়।
এ গাথাও কহে শক্র অসুর নিধন
শীলগুণে প্রভু দেহে রুদ্রাদির স্থান।
অসুরপ্রকৃতি যত দেহধারী সংসারে
আত্মার বিনাশ সাধি শরীর বর্দ্ধন করে।
দেহে মাত্র অভিমান এ দেহের সুখ তরে
প্রভুরে তথা সে প্রভুর আশ্রিতে বিরোধ করে।
এ অসুরগণে প্রভু বহুধা বিনাশ করে
ইন্দ্র যথা ছিন্ন করে বজ্রধারে বৃত্রাসুরে।
এ বিনাশে প্রীত পুনঃ জগৎ রক্ষার তরে
আশ্রিত-বিরোধী নাশ বিনা যে রহিতে নারে।
রমাদেবী, রুদ্রদেব গঙ্গাধর অভিমান
উভে দেহে দেন স্থান হেন শীল গুণবান।

নিজ দেহে স্থানদায়ী আশ্রিত-পালক
এ আশ্রিত দেহে যদি অনাদর তার।
কিবা কাজ মোর আত্মা মোর সত্তা আর
দেহ ও দৈহিক তথা আত্মায় নাহি কাজ।
দেহ ও দৈহিক বস্তু সকলি অনিত্য হয়
আমি যদি নাহি ত্যজি তারা ত্যজিবে নিশ্চয়।
আত্মা নিত্যবস্তু, সদা জন্মের কারণ
প্রতি জন্মে হবে হেন দুঃখের নিদান।
নাথের ইচ্ছায় আত্মার নিত্যত্ব যে তায়
সে ইচ্ছা অভাবে এ আত্মাও নাশ পায়।

॥৪।৮।১০॥

চতুর্থ শতক, অষ্টম দশক — একাদশ গাথা

দশক পাঠ ফল—

সূরী চাহে দেহ ও দৈহিক বরজন
এ হেন অভ্যাসে রত যেবা মহাজন।
দেহ দৈহিক ছিন্ন তার শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস
পায় দিব্য দেহ সেথা যথা অভিলাষ।
প্রভুর সঙ্কল্পে পুনঃ এই দিব্য দেহ
নানা রূপ ধারণেতে সক্ষম যে তিঁহ।
বিবিধ কৈঙ্কর্যে তিনি নিমগন তথা
অনুরূপ দেহ ধরি প্রয়োজন যথা।
ভক্তপ্রিয় দাস্যলুব্ধ প্রভু তাই সমাদরে
দাস্য-অনুকূল দেহ যথা তার দাস ধরে।

॥৪।৮।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু ॥

চতুর্থ শতক — নবম দশক

দশক তাৎপর্য—

গত দশকেতে সুরী স্বদেহে বৈরাগ্যবান
এবে করে নিজ তুল্য সহায়ের অন্বেষণ।
সংসার-ভরি সে তবে বিপরীত রুচি হেরে
বিষণ্ণ অসহ্য সুরী কাতর প্রার্থনা করে।
সংসার-বিমুক্ত কর, সহে না সহে না আর
শুনি প্রভু প্রকটিল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম তাঁর।
গত দশকেতে সুরী দেহ তথা আত্মারে
স্বামী প্রতিকূল ভাবি উভয়ে উপেক্ষা করে।
প্রভুর সমীপে এবে করে তবে বিজ্ঞাপন
এ সংসার প্রতিকূল কর মোর নিবারণ।
গোবিন্দ-আচার্য পুনঃ সমবেত সাধুগণে
এ দশক অভিপ্রায় করিলা যে বিশ্লেষণে—
তোমার বিশ্লেষ প্রভু অসহ্য যে ক্লেশ তায়
সংসার দুঃখময় তবু, কেহ চাহে না তোমায়।
সুরী কহে কর মোর হেন দুঃখ নিবারণ
তব শ্রীচরণে প্রভু এই আর্ত্ত নিবেদন।
অগ্রজ রাবণেরে রাম-বিরোধী হেরি
তার সঙ্গ অতি অসহন বিভীষণ সুরী।
তখনি ত্যজিয়া তারে উঠিলা আকাশ'পরে
চারি ভক্ত সহ, প্রভু রামের দর্শন তরে।
তথা হি—
'উৎপপাত গদাপাণিঃ চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।' (রাঃ যুঃ)
তেমতি সংসারে সবে ভগবদ্-বিরোধী হেরি
দূরে রহিবার তরে প্রভুরে প্রার্থয়ে সুরী।
এই দশকের মর্ম অন্যথা নির্বাহ করে
আচার্য কুরেশ নিজ অনুভব অনুসারে—
ঈশ্বরবিষয়ে সুরী স্বয়ং প্রবণ যথা
সর্ব সংসারীরে হেরে শব্দাদি-প্রবণ তথা।
সাংসারিক দ্রব্য লাভে সদাই ব্যাকুল তারা
তাদের দুর্দশা দেখি সুরী হয় আত্মহারা।
আসন্ন খড়্গাঘাতে ভয় ভীত কেহ যথা
বৃশ্চিক দংশন জ্বালা ভুলি যায় সর্বথা।

সংসারী-দুর্দশা মহা হেরিয়া যে সুরী তথা
প্রভুর অদর্শন-জ্বালা ভুলি সুরী ভাবে হেথা।
"সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নিয়ন্তা উদার প্রভু
সর্ব অপরাধ-সহ সর্ব-রক্ষক তবু।
রক্ষা নহে সংসারীরে কেন হেন অবিচার
প্রভুরে পুছয়ে সুরী সহিতে না পারে আর।
তুমি তো সকলি পার কর প্রভু দয়া কর
সংসারীরে উদ্ধার, শব্দাদি আসক্তি হর।"
প্রভু কহে—"যথা আমি জ্ঞানবান শক্তিমান
তথা চাহি সর্ব জীবে মোর প্রতি অভিমান।
দিয়াছি চেতনা যাহে মোর প্রতি রুচি হয়
মোরে পুরুষার্থ বলি যাহে হয় জ্ঞানোদয়।
হেন রুচি উৎপাদনে যত যত মার্গচয়
দেখায়েছি, এবে হেরি সকলি যে ব্যর্থ হয়।
হেন যদি পরিস্থিতি কী কর্তব্য আছে মোরে
তুমিও ত্যজহ সুরী এবে হেন সংসারীরে।
তেয়াগিয়া পূর্ণভাবে হও মোরে অবহিত
তব ত্যাগে তোমা প্রতি আমি হব সমাহিত।
নানা উপদেশ তবু সংসারীর এ আসক্তি
নষ্ট নহে, কাষ্ঠে মোর প্রতীক্ষা যে যথাশক্তি।
দুঃখাকুল জীব যদি রক্ষার অপেক্ষা করে
তবে বুঝি যথাকাল, তাহার রক্ষার তরে।"
সুরী কহে—"তবে প্রভু মোরে তুমি উদ্ধর
সংসারীর মধ্য হ'তে উদ্ধারিয়ে রক্ষা কর।"
প্রভু তবে হরষিত কহে, "সুরী হের হের
নিবৃত্ত-সংসারক্লেশ তব স্থিতি যে নগর।
সে পরমপদ যথা নিত্যসুরী অবস্থানে
নিত্য কৈঙ্কর্য করে লক্ষ্মী সহ নারায়ণে।"
মোর স্থিতি প্রদর্শিয়ে প্রভু সে করুণাময়
প্রীতিভরে আমা-প্রতি চাহি পুনরায় কয়।
হেন স্থানে তব মন হেরিয়ে প্রবণ
মোর ফললাভ ইথে মোর কৃত্য অবসান।
তবে সুরী কৃতকৃত্য প্রভু করুণায়
সংসার আসক্তি ত্যজি বৈকুণ্ঠে প্রবণ তায়।

অন্য এক ঘটনায় কুরেশ একদা
সর্প-গৃহীত এক ভেক দেখে তথা।
প্রাণভরে ডাকিতেছে যথাশক্তি তায়
শ্রবণে কুরেশ হয় সংজ্ঞাহারা প্রায়
কহে, 'হায়! অন্তকালেও নিজ রক্ষা তরে
প্রভুরে না ডাকে কেহ, হায় কি দুর্ভাগ্য তারে।'

চতুর্থ শতক, নবম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তোমারে না চাহি যারা বাহ্য লাভ চাহে
সেই সঙ্গ হ'তে প্রভু উদ্ধার আমারে।
এই মর-দেহ মুক্ত কর প্রভু এবে
তব শ্রীচরণযুগ নিঃসংশয় লাভে।

মূল গাথা

বিপদে হাসিছে শত্রু কাঁদিছে সংসারী মিত্র
হাসা কাঁদা ভেদ নাই দুঃখ মাত্র সার।
হে দয়াল সিন্ধুমন্থি! বলে দাও অবিলম্বি
যে মরণে পায় দাস তব পদে গতি সার॥
॥৪।৯।১॥

ব্যাখ্যা—

অন্যের অনর্থ আসে শত্রু হর্ষভরে হাসে
সাংসারিক বন্ধু পুনঃ দুঃখ ভোগে তার পাশে।
মিত্রামিত্রে রাগদ্বেষ সংসারে ইহাই বেশ
তাহাদের হর্ষে দুঃখে নাহি ইতর বিশেষ॥

তথা হি—"দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ।"

সুখে দুঃখ নাম মাত্র বস্তুত উভয়ই দুঃখ
সর্ব সুখে হেতু হয় ভগবৎ-সংশ্লেষ।

তথা হি—"রামমেবানুপশ্যন্তঃ নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্।"
(রাঃ)

নিরবধি এই ক্লেশ দেখা নাহি যায় শেষ
সুখলেশ নাই তার ক্লেশমাত্র অবশেষ॥
ভবদুঃখ নাশ তরে প্রভু যদি অবতরে
সেই লীলাস্থলে তাঁরও নিরবধি ক্লেশ।

তথা হি—

"রাজ্যাদ্‌ভ্রংশঃ বনে বাসঃ সীতা নষ্টা হতো দ্বিজঃ
ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মী র্নির্দহেদপি পাবকম্।"
(শ্রীরাম বচন—রাঃ আঃ ৬৭।২৮)

এহেন সে লোকযাত্রা কেবলই দুঃখের মাত্রা
এ দুঃখসাগর মোর হবে কিগো নিঃশেষ॥
নিজ নিজ কর্ম বলে লোকে যত দুঃখ ফলে
তব এ সিদ্ধান্ত যদি তবে হে দয়াল।
বল প্রভু পুছি তবে তব কৃপা কোথা যাবে
কোথা পাবে উপযুক্ত পাত্র গো তোমার?
দুষ্কর সাধিয়া তবে কলান্তরপর-দেবে[১]
সমুদ্র মথিয়া কেন দিলে সুধা তায়?
'মোর পাশে চেয়েছিল' যদি এই কথা বল
তবে যাচি প্রভু মোরে কহগো উপায়॥
মরণ প্রকার মোর বিলম্ব সহেনা আর
মরণান্তে যাহে পাই তব পদ যুগ ছায়া।
সহেনা সহেনা আর বিচ্ছেদের দুঃখভার
দাও মোর প্রাপ্য ভোগ্য সুখমাত্র সার যাহা॥
॥৪।৯।১॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বে কহি সাংসারিক দুঃখ সাধারণভাবে
তার মধ্যে কোন কোন দুঃখেরে কহেন এবে।
সূরী কহে এই দুঃখ যদি নাহি নিবর্তয়
চরণ সমীপে তবে প্রভু মোরে আহ্বয়।

মূল গাথা

না জানি মরণ নিজ তথা নিজ দ্রব্য নাশ
জ্ঞাতি বন্ধু আসি করে ধনী গৃহে বসবাস।
অতি লজ্জাহীন ভাবে সে আত্মীয় ধনলোভে
হায় হায় নাহি জানি এ হেয় স্বভাব লোকে।
ওহে নাগশায়ী স্বামি কর দাসে আহ্বান
বিলম্ব না সহে আর অতীব ব্যাকুল প্রাণ।
॥৪।৯।২॥

---

১ কলান্তরপর দেব—তুমি ভিন্ন ইতর কলাকাঙ্ক্ষী (রাজ্যাভিলাষী) দেবগণ।

ব্যাখ্যা—

বন্ধু তথা আত্মীয়ের ধন অতি অসহন
বিষয়ী সে ধনলোভে করে নানা প্রযতন।
ধনলুব্ধ সংসারী সে ধনী আত্মীয়ের ঘরে
অতি নির্লজ্জের ন্যায় সুখে বসবাস করে।
কত কাল বাকী আর আপন জীবন
নাহি জানে তবু করে এই প্রবঞ্চন।
বঞ্চনা-লব্ধ অর্থে জীবনের সুখ ভোগে
নানা কল্পনা করি কাটায় সে নানাভাবে।
কিন্তু হায় জানেনা সে কল্পনা বৃথায় শেষে
আপন জীবন নাশে অথবা এ ধন নাশে।
বিষয়ীর এ দুঃখ হ'তে প্রভু আমি অতি দুঃখী
তোমার সংশ্লেষ বিনা জীবন না রহে বাকী।
অনর্থে ইতরলাভে কর প্রভু প্রতিকার
সংসার বিষয় মোহে মোরে না ডুবায়ো আর।

তথা হি—"যত্ত্বয়া সহ সঃ স্বর্গঃ নিরয়ো যত্ত্বয়া বিনা।"
(রাঃ অঃ ৩ ৪৮)

লোকের দুর্দ্দশা যদি নিবারণ নাহি হবে।
যেন তাহে নাহি ডুবি, রক্ষা কর মোরে তবে।
নিজ বস্তু রক্ষা লাগি অনন্ত-শয়নে
বৰ্ত্তমান প্রভু তুমি চিন্ত অনুক্ষণে।
তোমার হেন প্রিয় বস্তু, তাই মোরও প্রিয় সবে
তাদেরও রক্ষণে মোর এতেক আগ্রহ তবে।
সর্ব্ব জীবে দেহ আত্মা উভয়ে তোমার বস্তু
উভয়েরই রক্ষণে তাহে তুমি সদা ব্যস্ত।
কোন কারনেতে যদি সর্ব্বথা এ রক্ষণ
সম্ভব না হয় তবে, কর দাসে আহ্বান।
বিলম্ব না সহে আর, দেখ ক্ষীণ তনু প্রাণ
করে সংসারীর দুঃখ, পুনঃ তব অদর্শন।

তথা হি—'এহি পশ্য শরীরাণি।' (রাঃ আঃ)

॥৪।৯।২॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক—তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

আভিজাত্য ধন জন আসক্তিতে ভরা হায়
ছাড়িতে যে হয় জীবে, অতীব অনিচ্ছা তায়।
এ হেন দুর্দ্দশা তাদের সহেনা সহেনা আর
দুঃখলেশহীন তব শ্রীচরণে কর দাস।

মূল গাথা

কুল মর্যাদা তথা জ্ঞাতি বন্ধু ধনবানে
তথা সুন্দরী নারী, গৃহ ক্ষেত্র পরিজনে।
ছাড়িতে অসহ্য ক্লেশ যবে প্রাণ ত্যাগ করে
বিষয়ীর হেন দুঃখ প্রভু নাহি সহে মোরে।
মোর সুখ মাত্র নহে, জীবের অনর্থ নাশ
চরণ সমীপে ডাকি পুরাও এ দাস্য আশ।

॥৪।৯।৩॥

ব্যাখ্যা—

পূর্বে অজ্ঞাত এবে যৎকিঞ্চিৎ ধনে ধনী
লোক মাঝে জ্ঞাত প্রধানের অন্যতম মানি।
অমুক কুলীন বলি লোকমধ্যে খ্যাতি তারে
চতুর পুরুষ আসি আলাপনে সমাদরে।
সম্বন্ধী বান্ধব বলি কেহ পুনঃ আসে পাশে
পূর্বে সে অজানা ছিল এবে ধনলোভে আসে।
বুদ্ধিভ্রষ্ট এই প্রৌঢ় ধনাভাসে ভাবে ধনী
দার পরিগ্রহ করে সুন্দরী সুকেশিনী।
ভোগের যোগ্যতাশূন্য এ বয়সে তার
পরপুরুষের ভোগ্যা হয় এই দার।
সে রমনী-প্রীতি তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করে
রম্যগৃহ উদ্যানাদি নির্মাণে সে অবিচারে।
হেনকালে 'কাল' আসি দৃঢ়মুষ্টি কেশে ধরে
হায় হায়! যেতে হয় এ সকলি ছাড়ি তারে।
এ সকল লোকযাত্রা সূরীর অতি অসহন
এই ক্লেশ নিবারনে যাচে প্রভু-দরশন।
মাতা পিতা সুন্দরী তথা মহতী সম্পদ্
সূরীর নিকটে হয় প্রভুই স্বয়ং সব।
এ দোষ দর্শন সূরীর অসূয়া-প্রযুক্ত নহে
ভগবদ্বিষয়ে ডুবি সংসারীর হিতে কহে।
সংসারীর প্রতি দোষে, মুসলীর[১] ন্যায় নিত্য
কহে সূরী প্রভু পাশে, যাতে এ অনর্থ নষ্ট।

---

১ মুসলীর ন্যায়—টিকটিকি প্রতিদিন একই স্থানে আসিয়া কিছুক্ষণ টিকটিক করিয়া চলিয়া যায়। সূরীও তদ্রূপ করিতেছেন। ব্যাখ্যার এই ভাবটি 'চিন্তাদ্-কোভাদ্ স্বামী' ব্যক্ত করিয়াছেন।

তব উপভোগ মোরে সংসারী-অনর্থ নাশ,
তাকি এ কৈঙ্কর্য দানি, কর শ্রীচরণে দাস ।

॥৪।৯।৩॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ধনীলোকে নষ্ট হয় তাহার ধনের তরে
জানি তবু ধন-মোহ নাহি যায় সংসা রীরে ।
এ মোহের হেতু প্রভু অসহন তায়
উহাদের মধ্য হ'তে উদ্ধর আমায় ।

মূল গাথা

যত্ন বিনা সিদ্ধ যদি তবু সেই ধন
অগ্নিসম নাশে ধনী, অগ্নির সমান ।
পুনঃ যদি কেহ আসি দেয় তারে ধন
ধন-মোহ লুব্ধ করে সে ধনে গ্রহণ ।
হেন সংসারী স্বভাব, হেরি হায় হায়
মহাদুঃখে সদা মোর ভরয়ে হৃদয় ।
হে উদার মণিবর্ণ করুণা করিয়া দাসে
আকর্ষণ করি লহ তব শ্রীচরণ-পাশে ॥

॥৪।৯।৪॥

ব্যাখ্যা—

অযাচিত ভাবে যদি ধন বৃদ্ধি হয়
তথাপি সে নিঃশেষ ধনীরে নাশয় ।
তার অর্থ বৃদ্ধি দেখি পরশ্রীকাতর জনে
অর্থ লোভে নাশে তারে ছলে বলে সংগোপনে ।
নাশ হেতু এই অর্থ দিতে চাহে কেহ আসি
বিনাশের হেতু জানি, তবু অর্থে অভিলাষী ।
ধনবল-মোহে মুগ্ধ তামস-প্রচুর
জীবন-আশঙ্কা জানি তবু নহে দূর ।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হত তবু তামস অন্তরে
দুর্যোধন শল্যে বরে পাণ্ডব-বিজয় তরে ।

তথা হি—

"হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে হতে কর্ণে মহাবলে
আশা বলবতী রাজন্ শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্ ।"
(ভারত—শল্যপর্ব)

অর্থে হেন মহামোহ লোকের স্বভাব
তামস প্রকৃতি, তোমায় ভাবিতে অভাব ।
তুমি যে উদার অতি, উদারতা কার্য হেরি
মোর প্রতি কত ভাবে, বিস্ময় লাগে যে হরি ।
অর্থ যে অনর্থ-মূল, আশ্রয়ী-বিনাশ হেতু
মোর মনে লগ্ন করি রাখিয়াছ তুমি প্রভু ।
ঔদার্য-বিষয় তব মানিক্যের ভাণ্ডাগার
মহামনি 'নীলমনি' দেখো মোরে হে উদার ।
সাধনানুষ্ঠান দেখি নহে এই অবদান
নির্হেতুক করুণায়, হে উদার ! এই দান ।
বিগ্রহ সৌন্দর্যে অবগুণ্ঠন অপসারি
পূর্ণ অনুভব দেখো রূপ শোভা মরি মরি ।
চরণ সমীপে তব উপনীত হ'তে পারি
হেন উদারতা করি দাস মোরে রক্ষ হরি ।
তুমি বস্তুমান স্বামী আমি তব রক্ষ্য বস্তু
রক্ষণ তোমারই কার্য প্রার্থনা মোর অকিঞ্চন ।
অজ্ঞান নিবারি মোরে জ্ঞান ভক্তি দান কালে
নির্হেতুক কৃপা যথা প্রভু মোরে করেছিলে ।
তথা করুণায় টানি লহ পদযুগ পাশে
তব দরশন যাহে বসে আমি সেই আশে ।
যদি বল দেখো মোরে জ্ঞান ভক্তি, প্রাপ্তি তরে
তাহা তুচ্ছ, কৃপামাত্র, হেতু প্রভু, গুরুফলে[১] ।

॥৪।৯।৪॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

জন্ম জরা মরণাদি তাপে তপ্ত ধরা হ'তে
কৃপা কর আহ্বানিয়ে, তাপশূন্য মহা দেশে ।

মূল গাথা

প্রলয়ান্তে সৃষ্ট জলে বিকসিত বিশ্বভরি
স্থাবর জঙ্গম তাহে যত যত আত্মাবলী ।
জন্ম নাশ জরা ব্যাধি তাপত্রয়ে জারে তারে
ক্রূর কর্ম অনুগুণ উৎকট নরক পরে ।

১ গুরুফল—ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ মহাফল ।

এ হেন সংসারে মোহ হ'তে প্রভু রক্ষা করো
মণিবর্ণ! দাসে তব লহ টানি, উদ্ধর।

॥৪।৯।৫॥

ব্যাখ্যা—

স্বৃষ্টিকালে সৃষ্ট আদি যে মহা অর্ণব
তথা সম্মিলিত চিদচিদ্ বস্তু সব।
যথাক্রমে বিকসিত স্থাবর জঙ্গম রূপে
সৃষ্ট জীবগণ স্থিত সংসার ভবকূপে।

এ সংসারে স্থিতিকালে জন্ম জরা মরণাদি
মহা ক্লেশ ভুঞ্জে তথা তাপত্রয় আধি ব্যাধি
যেবা পুনঃ ক্রুর মহাপাপ করে এ সংসারে
অতি ক্রুর নরকে সে ভোগে মরণের পরে।
নিকৃষ্ট দুঃখমাত্র সুখে লব লেশ নাই
মরণান্ত ক্লেশ পায় মরণ নাহিক তায়।
এ ঘোর সংসার হ'তে রক্ষ, সেথা টানি লহ
যথা হতে অপ্রলোকী আত্মাচক্র নির্বহ।
যথা লক্ষ্মীদেবী সহ তথা নিত্যসূরী সহ
লহ সেই নিত্যধামে যথা তুমি বিরাজহ।

তথা হি—

'বৈকুণ্ঠে তু পরে লোকে শ্রিয়া সার্দ্ধং জগৎপতিঃ
আস্তে বিষ্ণুরচিন্ত্যাত্মা ভক্তৈর্ভাগবতৈঃ সহ।'

শব্দাদি প্রবণ আমি চিরকাল হেথা বসে
তোমার ব্যামোহশালী রূপ দরশন দাসে।
চির এ সংসার-মোহ বিদূরিত হয় যথা
সবাসনা সর্বথা, দাসে কৃপা কর তথা।

॥৪।৯।৫॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

ঈশ্বর বিমুখ যারা স্বার্থে পরহিংসা করে
প্রভুর জ্ঞান শক্তি আদি গুণে যারা না বিচারে।
সে হেয় সংসারী হ'তে দাসে প্রভু আহ্বয়
তোমার চরণতলে যোজয়িতে কৃপা কর।

মূল গাথা

কাম্য উপভোগ তরে ধর্মাধর্ম না বিচারে
পরহিংসা তোষামোদ কৌশল ছলনা।
সংসার কুহক একি! এ পাপীরে লও ডাকি
হে অমৃত, পূর্ণ কর দাসের প্রার্থনা॥

॥৪।৯।৬॥

ব্যাখ্যা—

অর্থার্জনে সাধু যারে জানে জনগণে
সেইভাবে জীবনের যাত্রা প্রদর্শনে।
তাহার সুনাম শুনি নিজধন রক্ষা তরে
এক ব্যক্তি তার কাছে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করে।
অভিপ্রায় জানি তবে অন্তরে আনন্দ ভরে
তার মনে নানা ছলে বিশ্বাসোৎপাদন করে।
ছল-জালে বদ্ধ তবে সে ধনী বিশ্বাস-সুখে
সেই মহাধনী পাশে স্বধন গচ্ছিত রাখে।
কিছুকাল পরে পুনঃ এই মহাজন
ভয়ভীত হস্তান্তরে এ গচ্ছিত ধন।
অসৎ উপায় তবে করি অবলম্বন
সেই অধমর্ণে নাশি তবে সে নিশ্চিন্ত মন।
বিবেক-দংশন ভয়ে ধর্মের বিচারে
ফলাফল নাহি ভাবে ধনার্জন তরে।

উদর পূরণ তরে এ হেন জীবন-যাত্রা
ধর্মাধর্ম না বিচারে হায় হেন লোকযাত্রা।
এ হেন সংসার প্রভু! তারি মাঝে কৃপা করি
ভোগ্যতা দেখায়ে তব দাস করিয়াছ মরি।

তথা হি—

'অবগুণ্ঠনং দূরীকৃত্য বিগ্রহসৌন্দর্যং প্রদর্শ্য।'

(সহঃ ৪।১।৪)

শব্দাদি প্রবণ জন্ম লভি আমি লিপ্ত পাপে
নির্হেতুক অঙ্গীকৃত এই পাপী দাসরূপে।

এবে মোরে ডাকি লহ, কুহক এ সংসার ঘোর
পূর্ণ কৃপায় তব, হে পূর্ণ অমৃত মোর।

॥৪।৯।৬॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সবই তব বস্তু জানি তার অলাভেও স্বামি !
নিজ ক্ষতিহানি ভাবি স্বয়ং আসিবে তুমি।
সর্ববস্তু তবাধীন যথেচ্ছবিনিয়োগার্হ১
তব পাশে গতি-মার্গ, তুমি স্বয়ং বিচারহ।

মূল গাথা

স্থাবর জঙ্গম ভূমি সর্বভূতাত্মক তুমি
হেন পরাধীন জীবে মাতা তুমি শুভঙ্করী।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এ সংসার-কূপে কাঁদি
আর যে সহে না মাগো ডাক দাসে কৃপা করি।

॥৪।৯।৭॥

ব্যাখ্যা—

প্রভুজীরে করে সুরী মাতা বলি সম্বোধন
সর্ববিধ বন্ধু প্রভু ভাবি তার এই আবাহন।
তোমার স্বরূপ প্রভু স্থাবর জঙ্গমাত্মক
সর্ববস্তুবাচ্য শব্দ তাই তোমারেই বোধক
তুমি মূল বস্তু একা আর সব বিশেষণ।
সর্ববস্তু-বিশিষ্ট তুমি—এই অদ্বৈত বিবেচন॥

তথা হি—

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" (শ্রুতিঃ বৃহঃ ৪।৪।১৯)
"আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" (শ্রুতি)

স্বতন্ত্র যে একা তুমি, তবাধীন আর যত
তুমি ও জগৎ তব ইহাই স্বরূপভূত।
দেহের ব্যাধিতে যথা আত্মা তার দুঃখ পায়
মোর ব্যাধি তথা পরমাত্মা তোমা দুঃখ দেয়।
তবে প্রভু, জন্মগত দুঃখ নিবর্ত্তনে
তথা মোর তাপত্রয় বিনাশ করণে।
প্রতীক্ষা না করি প্রভু আমারে আহ্বানে
স্বয়ংই ডাকিয়া লহ তব বস্তু জ্ঞানে।
শব্দাদি প্রবণ এই অতি ক্রূর সংসার
কাতর প্রার্থনা প্রভু দেখায়োনা মোরে আর।
সুরীর প্রার্থনা প্রভু করয়ে পূরণ হেথা
প্রার্থনায় জ্ঞানানন্দ পূর্বে প্রভু দিলা যথা।

॥৪।৯।৭॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কৈঙ্কর্য-প্রবণ সুরীর পূর্বে দেখি এক উক্তি
'নাহি চাহি প্রভু আমি কৈঙ্কর্যহীন মুক্তি'।
সংসার কুহক দেখি, এবে পুনঃ যাচে সুরী
এ ঘোর সংসার হ'তে কর মুক্ত ত্বরা করি।

মূল গাথা

প্রদর্শিলে সৃষ্টিকালে ভূমি বায়ু অগ্নি জলে
মিশায়ে সৃজিলে স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড নিচয়
না চাহি এ ভোগস্থান হেথা হ'তে কর ত্রাণ
দুর্লভ চরণ কবে পাব দয়াময়?

॥৪।৯।৮॥

ব্যাখ্যা—

ইন্দ্রজাল সম প্রভু জগৎসৃজন যত
দেখায়ে বুঝায়েছো তার স্বরূপ ও গুণ কত।
ক্ষিতি অপ্, তেজ আদি তন্মাত্র পঞ্চভূত
পরস্পর আশ্রিত পরস্পর পঞ্চীকৃত।
কোন ভূত স্বাধীনভাবে নহে কার্যক্ষম প্রভু
সম-অংশ সংযোগেও কার্যকর নহে তবু।
অংশ প্রধান১ হেতু গুণ প্রধান২ ভাবে
সুর নর তির্যগাদি ভিন্ন জীবে কার্য সাধে।
মৃৎ তুষ জলে মিশ্র উপাদানে যথা ঘট
কুলাল রচয়ে, তথা প্রভুর এ সৃষ্টি-পট।
তুমিই একমাত্র কর্তা এ সৃজনে প্রতি কল্পে
যথাপূর্ব করি চল রূপে গুণে তথা তত্ত্বে।

---

১ যথেচ্ছবিনিয়োগার্হ—যেমন ইচ্ছা সেইভাবে নিয়োগের উপযুক্ত বস্তু।

১ অংশ প্রধান—যে বস্তুতে ক্ষিতি অপ্ তেজাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে অংশটি প্রধান থাকে।

২ গুণ প্রধান—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে যে বস্তুতে যে গুণটি প্রধান থাকে।

তথা হি—'ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ'। (শ্রুতিঃ)

এ বিশ্বের প্রতি অণ্ডে ব্রহ্মাদিও হয় সৃষ্ট
হেথা ক্ষুদ্র অনুভবে তারাও যে রহে মত্ত।
এ ব্রহ্মাণ্ড মহাদুর্গ প্রবেশে ও নির্গমনে
কোন শক্তি নাহি কারো
সর্বশক্তি তোমা বিনে।
এ মায়া দুস্তর অতি কেহ তরিবারে নারে
তোমারে শরণ যার সেই তরিবারে পারে।

তথা হি—'মম মায়া দুরত্যয়া'। (গীতা ৭।১৪)
'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'
(গীতা ৭।১৪)

তব উপদেশ মত আশ্রয় করেছি তোমা
এবে প্রভু উদ্ধর তারো ভব-যন্ত্রণা।

তথা হি—'মামেকং শরণং ব্রজ'। (গীতা ১৮।৬৬)

অতঃপর প্রভু পুছে এ সংসার ছাড়ি তবে
কহ তব অভিপ্রায়, কি তব বাসনা এবে?"
সুরী কহে, শুদ্ধ সত্ত্ব তথা মহা জ্যোতির্ময়
সে পরমধাম তব দুর্লভ চরণদ্বয়
লাভে ধন্য হবো কবে? তব শ্রীমুখেরবাণী
কহ প্রভু একবার কবে ধন্য হব শুনি?
যথা 'মা শুচ' বাণী কয়েছিলে অর্জ্জুনে,
চতুর্দশ বর্ষ পরে যথা রথ আরোহণে।

তথা হি—
"অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"
(গীতা ১৮।৬৬)
'আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ পূর্ণ চতুর্দশে বর্ষে।'
(রাঃ যুঃ ১২৬)

তুমি দুর্গ নির্মাতা তুমি পুনঃ তাহে ত্রাতা
তুমিই আশ্রয়নীয় এ সংসার নিবর্ত্তনে।
প্রাপ্য বস্তু সেও তুমি প্রাপকও তোমারে গণি
কেবল প্রার্থনা মাত্র কৃত্য যে চেতনে॥
আচার্যপিল্লৈ তিরুনারায়ুরেরৈয়রু[1]
এ বিষয় বিশ্লেষণে কহিছেন সুন্দরু।

এক লঘু পক্ষীকৃত নীড় বন্ধ নির্মোচনে
সংসারী সমর্থ নহে, মাত্র সেই পক্ষী বিনে।
তবে এ সংসার-দুর্গ প্রভুরই রচিত যারে
বিমোচন অসম্ভব তিনি বিনা অন্য কারে।
॥৪।৯।৮॥

——

চতুর্থ শতক, নবম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সুরীর প্রার্থনা মত প্রভু প্রদর্শয়ে তাঁর
নিত্যধামে নিত্যস্থিতি তথা নিবর্ত্তনে আর।
সংসারানুভব জন্য সুরীর যে মহাক্লেশ
হেন স্থিতি দরশন, তৃপ্ত সুরী দুঃখ শেষ।

মূল গাথা

লঘু হোক দাস যদি তারে দাও শ্রীচরণ
ব্যর্থ হ'য়ে যাহে আর্ত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণ।
সংসারানুরাগ নাশি হে নাগশয়ন!
দেখি, দেছো দাস শিরে দুর্লভ শ্রীচরণ।
॥৪।৯।৯॥

ব্যাখ্যা—

যারা তব দাস প্রিয় লঘুও যদি বা হয়
রণিত চরণ তব তার শিরে ধর তায়।
হোক্ না কেন ব্রহ্মা আদি যদি কৃপা নাহি তায়
দুর্লভ ও শ্রীচরণ না পায়, ব্যাকুল হয়।
বেদে লোকে খ্যাত তব এ স্বভাব জানি আমি
ইথে ভুক্তভোগী পুনঃ, অনুভব দেছো তুমি।
তোমার বিভূতি যত চেতন আর অচেতন
সকলেরে দেছো মোর মদীয়ত্ব অভিমান।
অতীব মহান তুমি স্পর্শ-দুষ্ট করি পাছে
ভয়ে দূরে সরে গেছি টানিয়া এনেছো কাছে।
যত বাহ্য অনুরাগ তোমার বিষয়ে দেছো
মোর শিরে তব দুটি শ্রীচরণ যোজিয়াছ।
আপনার যত্নে যাহা অতি অসম্ভব
নির্হেতুক করুনায় পুরায়েছো সব।

---

১ আচার্যপিল্লৈ তিরুনারায়ুরেরৈয়রু—
দ্রাবিড়দেশীয় এক উত্তম শ্রীবৈষ্ণব আচার্য।

পরোক্ষ অন্যের মুখে শ্রবণে যে জ্ঞাত নয়
স্বয়ং অনুভবে তথা দরশনে কহি তায়।

॥৪।৯।৯॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্ব গাথায় প্রভু, সূরী-প্রার্থনা শ্রবণে
সংসারানুরাগ নাশি দানে নিজ শ্রীচরণে।
হেন ফল লভি সূরী অতিশয় প্রীতি ভারে
'ত্যজিয়াছি, পাইয়াছি,' কহে মহানন্দ ভরে।

মূল গাথা

দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ঘ্রাণ ও ভোজনে রত
পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দৃষ্ট আনন্দ যত।
আত্মা-অনুভবরূপী আনন্দের ধারা সেহ
অনুভবে ক্ষুদ্র বুঝি, ত্যজিয়াছি সর্ব মোহ।
নিত্যধামে বিরাজিত মহালক্ষ্মী তথা তব
সুদৃঢ় চাতুর্য হেরি, তব পদাশ্রয়ে রত।

॥৪।৯।১০॥

ব্যাখ্যা—

চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্রাণেন্দ্রিয় দ্বারে
দর্শনাদি যত কিছু অনুভবে তারে।
প্রতীন্দ্রিয় পরিচ্ছিন্ন ঐহিক আনন্দ যত
আত্মা-জ্ঞান দ্বারা হয় প্রতি জীবে অনুভূত।
জীবাত্মার এই নিত্য নিরবধি জ্ঞান
জীবে রহে সঙ্কুচিত নিজ কর্ম নিবন্ধন।
মনোমার্গে এই জ্ঞান হইয়া যে নিঃসৃত
জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারে বাহ্য বস্তুচয় সুগৃহীত।
প্রতি আত্মা নিজ জ্ঞানে বাহ্য গ্রহণ শক্ত
আনন্দ স্বরূপ তথা গুণেও যে আনন্দ।
এ স্বরূপ এ আনন্দ রহে যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব
ভগবদ্-আনন্দ হ'তে এ আনন্দ অল্প মাত্র।
বিষয়-অনুভব তথা আত্ম-অনুভব সুখে
অল্প বলি ত্যজিয়াছি ধরিবারে মহাসুখে।
অল্পানন্দ প্রতিকোটি ভগবদ্-মহানন্দ
ত্রিপাদ বিভূতি[১] হয় অসীম আনন্দ-কেন্দ্র।
এই নিত্যধামে লক্ষ্মীদেবী অনপায়িনী
নিত্যই যে বিরাজিত নারায়ণ সাথে তিনি।
ত্রিপাদ বিভূতি পরে উভয়েরই অভিমান
সদাই সেবিছে উভে হেথা নিত্যসূরীগণ।
উভয়েরই অনুরূপ রূপ গুণ প্রকাশন
দিয়া মোরে অনুভব তথা পুনঃ দরশন।
করিয়াছ মুগ্ধ মোরে করি তাই সমাশ্রয়ণ
তব শ্রীচরণে প্রভু করহ কৈঙ্কর্য দান।
তব অভিলাষ মত কর এ কৈঙ্কর্য দান
মোর স্বার্থ নাহি রহে, সূরী করে নিবেদন।
এ হেন দর্শন তথা উভয়ে-কৈঙ্কর্য পুনঃ
ধরাধামে কদাচিৎ পায় বালস্বামী[২] হেন।

॥৪।৯।১০॥

চতুর্থ শতক, নবম দশক — একাদশ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

দ্রাবিড় সহস্র মাঝে এ মহা দশক বরে
প্রভুর চরণযুগ প্রদানিতে শক্তি ধরে।
এ দশক অভ্যাসে শব্দাদি প্রাবণ্য নাশে
তথা যে স্বয়ং প্রভু পাদযুগে প্রাপক সে।

---

১ ত্রিপাদ বিভূতি— 'নিত্যবিভূতি'। যে স্থলে নিজ নিত্য স্বাভাবিকরূপে শ্রীভগবান ও লক্ষ্মীজী নিত্যসূরিগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সদাই বিরাজমান। এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে 'লীলাবিভূতি' বলা হয়। এই বিভূতিতে শ্রীভগবান লীলারস অনুভব করিয়া থাকেন।

২ বালস্বামী—লক্ষ্মণ (বনবাসকালে চিত্রকূট পাদদেশে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর অভিমান মত কৈঙ্কর্য)।

ইহার অভ্যাসে প্রীত প্রভু দিবে শ্রীচরণ
পদপ্রাপ্তি কালে কর কৈঙ্কর্যের নিবেদন।
স্বার্থে নহে, এ কৈঙ্কর্য কর যাহে তাঁর প্রীতি
ইহাই আদর্শ সেবা, ইহাই আদর্শ গতি।
॥৪।৯।১১॥

আড়্‌বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃত-সিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

চতুর্থ শতক — দশম দশক

দশক তাৎপর্য—

নিখিল জীবাত্মরাশি যারা বদ্ধ সংসারে
হরি ভিন্ন অন্যত্র পরতত্ত্ব বোধ যারে।
বেদ আদি শাস্ত্রমুখে সে পরত্ব পরিহরি
অর্চাবতার-মহিমা বর্ণয়ে দশমে সূরী।
শস্যক্ষেত্রে একভাগ দগ্ধ যদি হয়
অন্য ভাগে যথা শস্য ফলে অতিশয়।
তথা নিত্যবিভূতিতে নিত্যসূরীগণ সবে
সদা মগ্ন ঐকান্তিক ভগবদ্‌-অনুভবে।
যারা কিন্তু সংসার মরুভূমে আছে বদ্ধ
ঈশ্বর-বিমুখ ক্লিষ্ট বিষয় ভোগেতে অন্ধ।
সংসারী শোধনে তথা তার ক্লেশ বিমোচনে
আর্তভাবে যাচে সূরী প্রভুজীর শ্রীচরণে।
প্রভু কহে, শুন সূরী ইথে মোর দোষ নাই
জীব যে চেতন বস্তু চৈতন্যের কার্য চাই।
'ইচ্ছা' মাত্র অপেক্ষিত অন্য কিছু নাহি চাই
তাহাও যে নাহি দেখি কি করি উপায় নাই।
তুমি যথা আমি তথা তাদেরও উদ্ধার চাই
কোন ইচ্ছা নাহি দেখি অশ্রুজলে ভাসি তাই।
সূরী কহে প্রভু তুমি হও সর্ব শক্তিমান
বদ্ধজীবে হেন ইচ্ছা কৃপায় করহ দান।
উত্তঙ্ক[১] যথা কৃষ্ণচন্দ্রে দুর্যোধনাদির তরে
নির্বন্ধ করেছিল সূরী হেথা তথা করে।

উত্তঙ্ক কহিছে কৃষ্ণ! পাণ্ডব-কৌরব সাথ
সম্বন্ধ সমান তবু, পাণ্ডবেরে পক্ষপাত।
পাণ্ডবে বিজয় দাও দুর্যোধনে নির্যাতন
উভয়ে মিলনে তবু তুমি সর্ব শক্তিমান।
কৃষ্ণ কহে ত্রুটী নাহি ছিল মোর এ মিলনে
কোন হিতকথা মোর শুনিলনা দুর্যোধনে।
উত্তঙ্ক কহিলা পুনঃ তুমি তো সকলি পার
তার মতি ফিরাইতে তুমি সর্ব শক্তি ধর।
সূরীও প্রভুর প্রতি এহেন নির্বন্ধ করে
প্রভু কহে, তাতো নহে শুনহ সঙ্কল্প মোরে।
জীব যে চেতন বস্তু, কিঞ্চিৎ চেতনা-কার্য,
'ইচ্ছা-মাত্র' অপেক্ষিত ইহা করিয়াছি ধার্য।
ইচ্ছার উদয় মাত্র অবশিষ্ট যত কিছু
সম্পন্ন করিব আমি তার উজ্জীবন হেতু।
প্রভুজীর এ নিয়ম নিজে প্রতি সিদ্ধ হেরি
নিত্যধাম প্রদর্শনে কৃতকৃত্য হয় সূরী।
পূর্ব দশকে সূরী হেন অনুভবে ধন্য
এবে সংসারীর তরে পুনঃ তার আসে দৈন্য।
ইতর বিষয়ে তথা ইতর দেবতাগণে
প্রাবল্য যে সংসারীর ক্লেশ হেতু সূরী মানে।
ভগবৎ-পরত্ব জ্ঞানে অভাব যে এর মূলে
ভাবি সূরী এই জ্ঞান উপদেশে শাস্ত্র মুখে।
বেদ শাস্ত্র অভ্যাসে ও পরবস্তু নির্ণয়ে
অসমর্থ রহে হায় গোবিন্দ আচার্য কহে।

---

১ উত্তঙ্ক—দুর্যোধনের পক্ষপাতী এক ঋষি।

আমারও আছিল পূর্ব্বে নানা দেবতায় মতি
রামানুজ পদাশ্রয়ে এবে যে অনন্যগতি।
জাতি যাহা অচেতন প্রতি ব্যক্তি ব্যাপ্তি জানে
পরমচেতন-ব্যাপ্তি তবু জীব নাহি মানে।
প্রজা পাপ চিন্তে যবে কার্ত্তবীর্য রাজোচিত
চাপ হস্তে শাসিবারে তখনি যে উপনীত।
ক্ষুদ্র মানব যদি এইরূপ শক্তি ধরে
তবে কোথা সন্দেহ অন্তর্যামী সর্বেশ্বরে।
যুক্তিমুখে 'সর্বেশ্বর' করি উপপাদন
এবে স্বানুভব তথা শাস্ত্রমুখে বিশ্লেষণ।
ঈশ্বর পরত্বে নিজ অনুভব অনুগুণ
শ্রুতির প্রমাণ দ্বারে করে তাহা সম্পাদন।
প্রভু যে সর্বত্র ব্যাপ্ত সর্বশরীরী ভাবে
নিত্য সদা অবস্থিত, সূরী প্রকাশয়ে জীবে১।
অতঃপর এ পরত্বে করে উপবৃংহণ
ইতিহাস পুরাণাদি প্রক্রিয়ায় ক্রমক্রম।
তবে পরত্বের শঙ্কা ইতর দেবতাগণে
বেদাদি শাস্ত্রমুখে করে সূরী নিবারণে।
প্রথম দশকে সূরী পরত্বে পরত্ব কহি২
সংসারী কাছে তাহা রহে যে অলভ্য তঁহি।
তবে সূরী কহে অবতারে পরত্বেরও কথা
অবতারও তাৎকালিক রহেন প্রকট তথা।
এই দোষ নিবারণে সর্বকালে বিরাজিত
অর্চাবতার৪ তায় পরত্ব যে নির্ণীত।
তবে পুনঃ যুক্তিদ্বারে সূরী উপপন্ন করে
প্রভুই যে নিয়ামক সুখে দুঃখে সংসারীরে।
শঙ্কা যদি, পুণ্য পাপ হেতু এই সুখে দুঃখে
স্বতঃই উদয় হয় এই পুণ্য পাপ হ'তে।
উভে স্বরূপতঃ অচিৎ, উভে ক্রিয়ারূপী তথা
স্বতঃই বিনাশশীল, ক্রিয়ার স্বভাব যথা।

সমাধানে কহে, যথা অচেতন নির্মাণে
সদাই অপেক্ষা এক কর্ত্তা আর উপকরণে।
সেথা যে চেতন বিনা কোন ক্রিয়া নাহি চলে
অতয়ে চেতন এক স্বীকর্ত্তব্য ফলে ফলে।
কিংবা যদি শঙ্কা পুনঃ কল্পিত 'অপূর্ব'১ তারে
অদৃষ্ট১রূপেতে রহি ফলদানে শক্তি ধরে।
তথাপি সুন্দর বুঝি যদি পরম চেতন
নিগ্রহানুগ্রহরূপ করে ফল সমাপন।
অতঃপর প্রশ্ন হয়, কেবা সে পর-চেতন
স্বরূপ স্বভাব দিব্য চেষ্টা তার সপ্রমাণ?
অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাগোচর
শাস্ত্রই প্রমাণ ইথে কহেন যে অতঃপর।
চতুর্দশ বিদ্যাস্থানে বেদই প্রধান
ষড়াঙ্গ২ মীমাংসা ন্যায় ইতিহাস৩ পুরাণ।
তথা হি—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারঃ মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতা চতুর্দশঃ॥"

বেদ যাহা বিপ্রলম্ভ আদি দোষ-বিবর্জিত
তার উপবৃংহণে পুরাণ ইতিহাসও যুক্ত।
কল্পভেদে গুণত্রয়ে মাহাত্ম্য বিশেষে
পুরাণ-প্রণেতাগণে ব্রহ্মা উপদেশে।
তথা হি—

'পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবান অব্জপাণি পিতামহঃ।'
'যস্মিন্‌কল্পে তু যৎ প্রোক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা পুরা
তস্য তস্য তু মাহাত্ম্যং তৎ স্বরূপেণ বর্ণ্যতে।'

অতয়ে পুরাণ যত ত্রিবিধ প্রকার হয়
সাত্ত্বিক রাজসিক আর তামসিক তায়।
তামসে শিবের কীর্ত্তি, রাজসে ব্রহ্মার পুনঃ
সাত্ত্বিকে শ্রীহরিকীর্ত্তি পুরাণ গাহিছে শুন।
তথা হি—

'অগ্নে শিবস্য মাহাত্ম্যং তামসেষু প্রকীর্ত্তিতঃ
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যং অধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।'
'সাত্ত্বিকেষথ কল্পেষু মাহাত্ম্যং অধিকং হরেঃ।'
(মৎস্যপুরাণ)

১ সহঃ—১।১।৭, ছাঃ উঃ, বৃঃ উঃ (কাণ্বশাখা) তৈঃ উঃ—নারায়ণ অনুবাক্ প্রভৃতি।
২ পরত্বে পরত্ব—পর, ব্যূহ, বিভব আদি পরবস্তুর পঞ্চম অবস্থার মধ্যে 'পর' অবস্থায় এই পরত্ব-স্বরূপ।
৩ অবতারে পরত্ব—সহঃ ২।১।১।
৪ অর্চাবতারে পরত্ব—সহঃ ২।১০; ৩।৩

১ অপূর্ব; অদৃষ্ট—মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত
২ ষড়াঙ্গ—শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, কল্প
৩ ইতিহাস—রামায়ণ মহাভারত।

অতো কল্পভেদে হয় গুণের বিভেদ
গুণভেদে হয় পুনঃ স্তুত্য-পুরুষের ভেদ।
বেদ যে অপৌরুষেয় আদি সাত্ত্বিক শাস্ত্র
সাত্ত্বিক পুরাণে দেখ এ হেন বেদের অর্থ।
তথা হি—(সাত্ত্বিক পুরাণানি—)
"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥"
(পার্বতী প্রতি শিব বচন—পাদ্মোত্তর খণ্ড, ৪৩ অঃ)
শুদ্ধ সত্ত্ব সর্বেশ্বরে বেদ উপপাদনে
ত্রিবিধ চেতনে পুনঃ ইহা হিত অভিধানে
ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদ তাই হেন গুণ ধরে
নিজ অপেক্ষিত অংশে মুমুক্ষু গ্রহণ করে।
তথা হি—
"যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"
(গীতা ২।৪৬)
বেদের যে দুই ভাগ পূর্ব উত্তর তায়
বিবিধ ফলসাধন পূর্বে সুবিস্তার কয়।
উত্তর ভাগে বেদান্ত বিধৃত নির্ণয় করে
স্বরূপ রূপ ও গুণ সবিস্তারে সর্বেশ্বরে।
কারণবাক্যেতে তার জগজ্জন্মাদি কারণে
ব্রহ্মবস্তু কহি, কহে তাঁহার যথার্থ জ্ঞানে।
তথা হি—
"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন
জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।"
জগৎকারণ বস্তু তিনিই যে ধ্যেয় কহি
তাহারেই 'সৎ' তথা 'আত্মা' বলি নির্দেশয়ি।
তথা হি—'কারণং তু ধ্যেয়ঃ।'
'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ।'
'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।'
আত্মা শব্দ বহুবিধ বস্তুর বাচক
অতো পুনঃ কহে 'ব্রহ্ম' কারণবোধক।
তথা হি—'ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।'
এই 'ব্রহ্ম' শব্দ পুনঃ হয় অনেকার্থ বাচী
'নারায়ণ' শব্দে তাই পুনঃ যে নির্দেশ দেখি।
তথা হি—'এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।'

শঙ্কা পুনঃ শ্রুতিবাক্য — কারণ ও ধ্যেয় যাহা
'শিব' 'শম্ভু' আদি শব্দে রুদ্রেরও বাচক তাহা।
তথা হি—'ন সন্নচাসন্ শিব এব কেবলম্।'
'শম্ভুরকাশ মধ্যে ধ্যেয়ঃ।'
শঙ্কা নিরসনে কহে, 'শিব' 'শম্ভু' শব্দদ্বয়
উভে গুণবাচী, 'শুদ্ধি' 'সুখ' অর্থ তায়।
নারায়ণে বিশেষণরূপে নারায়ণে বাচ্য
এ হেন অন্বয় হয় 'শিব' 'শম্ভু' শব্দে অত্র।
'শিব' 'শম্ভু' শব্দেতে হেন বিশেষণ তথা
অন্বিত হইতে নারে শব্দ 'নারায়ণ' হেথা।
'নারায়ণ' শব্দ 'রূঢ়ী' যৌগিকার্থ সর্বব্যাপী
অন্যত্র প্রযোজ্য নহে ব্যাপক বিষ্ণুরই বাচী।
ইন্দ্রদেব প্রাণবায়ু ভূতাকাশ বিজ্ঞাপনি'
'ইন্দ্র' 'প্রাণ' 'আকাশ' শব্দ সর্বেশ্বরে সমাপনে।
'শম্ভু' 'শিবাদি' সর্বে তথা পরিণামে
অভিধানে পরবস্তু সর্বেশ্বর নারায়ণে।
পুনঃ শ্রুতি পরতত্ত্ব নারায়ণ-অস্তিত্ব কহি
ব্রহ্মা রুদ্রে অসদ্ভাব কহে একই বাক্যে হেরি।
তথা হি—
'একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।
(তৈঃ উঃ নারায়ণ অনুবাক)
অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে[১] এ হেন কথন
সিদ্ধান্ত স্থাপনে হয় অতি বলবান।
এভাবে পরত্ব-শঙ্কা ছেদি দেবতান্তরে
পরতত্ত্ব নারায়ণে শ্রুতি যে নির্ণয় করে।
নারায়ণ সর্বস্রষ্টা কল্যাণগুণাত্মক
সর্ব-অন্তর্যামী সর্বেশ্বর সর্বরক্ষক।
হেন প্রভু অবতীর্ণ হ'য়েছেন শ্রীনগরে[২]
অর্চারূপে বিরাজিত সর্ব নয়নগোচরে।
এ হেন সুলভ তবু সর্ব মহিমাতে পূর্ণ
কর সমাশ্রয় সবে জীবন করহ ধন্য।

১ অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখ — একা নারায়ণই ছিলেন, এটি অন্বয়মুখে উক্তি। ব্রহ্মা বা রুদ্র ছিলেন না— এটি ব্যতিরেকমুখে উক্তি।
২ শ্রীনগর—শ্রীশঠকোপ আড়্‌বারের আবির্ভাবস্থল —'তিরুনগরী' বা 'কুরুকাপুরী'।

চতুর্থ শতক, দশম দশক — প্রথম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

স্বষ্টির আদি কারণ আদিনাথ১ নারায়ণ
অর্চারূপে শ্রীনগরে করেন যে অবস্থান।
অতএব তাঁহারে ছাড়ি কোন দেবতান্তরে
ভজনে কি প্রয়োজন? সমাশ্রয় কর তাঁরে।

মূল গাথা

প্রলয় অন্তে স্বষ্টির লাগি
যিনি সৃজিলেন বিধি।
বিধির দ্বারাই সৃজিলেন পুনঃ
নানা দেব মানবাদি॥
সে আদিকারণ কুরুকাপুরী
আদিনাথ১ নাথে ত্যজি।
ইষ্ট দেবতা আর কেবা আছে
কারে বা তুষিব ভজি'॥

॥৪।১০।১॥

ব্যাখ্যা—

*প্রলয়ে প্রভুতে লীন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ
তথা যত জীবগণ, যত চেতনাচেতন।
প্রলয়ান্তে সৃষ্টি ব্রহ্মা প্রভু-নাভিপদ্ম হ'তে
প্রভুর নির্দেশে চতুর্মুখ সৃজে পরে পরে
পঞ্চমুখ ষড়্‌মুখ দশ প্রজাপতি তারে।
সুর নর তির্যগাদি জীব তার বাসস্থান
ব্রহ্মা সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড, যাহে চতুর্দশ ভুবন।
ইহা হয় সৃষ্টিতত্ত্ব সৃষ্টিক্রম পরে পরে
অতএ পরত্ব-শঙ্কা নাহি দেবতান্তরে।
ভোগ ও মোক্ষ উপযোগী দেহ ও ইন্দ্রিয়চয়
বিশেষ নির্দেশে প্রভুর প্রতি জীবে প্রাপ্ত হয়।
এ হেন সৃষ্টির পরে জীবের উদ্ধার তরে
অর্চাবিগ্রহ ধরি প্রভু স্বয়ং অবতরে।
মহা তিরুনগরীতে গিরিসম মণিগৃহে
আদিনাথ১ রূপে নামে প্রভু বিরাজিত তাহে।*

রথ হতে বনবাসে ছাড়িয়া শ্রীরামে যথা
প্রত্যাবর্ত্তনাশে তাঁর সুমন্ত্র রহিলা তথা।
তথা হি—'আশয়া যদি বা রামঃ পুনঃ শব্দাপয়েৎ।'

*জীব সমাশ্রয় আশে নেত্রগোচরে মরি
অর্চা আদিনাথ রূপে হেথা বিরাজিত হরি।*

হেন পরবস্তু ছাড়ি অন্য দেব অন্বেষণে
কেন বৃথা সঞ্চরিছ, ধর হেথা মনে প্রাণে।
গঙ্গাতীরে বাস করি তৃষ্ণা নিবারণ তরে
দুর্ভাগা জনে মাত্র কূপ যে খনন করে।

তথা হি—

"বা সুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ॥"

*প্রাপ্ত সুলভ সুশীল, সুখারাধ্যে২ কর সেবা
তিনি দিবে সর্বফল কিবা কাজ অন্য দেবা।*

॥৪।১০।১॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — দ্বিতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—

যেবা সৃজিয়াছে তোমা আশ্রয় সেই দেবে
সেব তাঁর বাসস্থান শ্রীমহানগরী এবে।

মূল গাথা

তব ভজনীয় দেবতাগণেরে
আর জীবগণে যত।
সৃজিলেন যিনি সে আদিকারণে
ভজনে হও গো রত॥
তাঁর বাসস্থান সমৃদ্ধিমান
নিত্য কীর্ত্তিমান।
আদিনাথ তাঁরে স্তুতি করো নাচো
দলে দলে কর গান॥

॥৪।১০।২॥

১ আদিনাথ— শঠকোপসূরীর আবির্ভাবস্থল তিরু-নগরীতে নারায়ণরূপে বিরাজমান অর্চাবতার।

১ আদিনাথ—শ্রীশঠকোপসূরী কর্তৃক অর্চিত অর্চাবিগ্রহ
২ সুখারাধ্যে—যিনি সুখে আরাধনীয়, তাঁহাকে।

ব্যাখ্যা—

বচন আভাস১ তথা যুক্তির আভাস২
উৎকর্ষ সাধিতে যাঁর স্তুতিতে প্রয়াস।
কেন সঞ্চরহ তুমি তার অন্বেষণে
শুন মোর উপদেশ মঙ্গল বচনে।
রাজস ও তামস তব প্রকৃতির অনুগুণ
বিশ্বাসে আশ্রয়ণীয় দেবগণে তথা পুনঃ।
তোমাদের সর্ব আদি সৃষ্টি-কর্তা হ'ন যেবা
তাঁরে ধর পরিহর অন্য যত দেবী দেবা।
তুমি তথা অন্যদেব সৃষ্ট যদি না হইত
কে ভজিত, তথা ভজনীয় রূপে কে রহিত।
নিত্য সমৃদ্ধিমান তথা নিত্য কীর্ত্তিমান
নিত্য সিদ্ধ কল্যাণ-গুণময় যে মহান
জীবের রক্ষণে যাঁর কীর্ত্তি যশ নিত্য পূর্ণ
সে কারণ বস্তু স্বামী আদিনাথে ধর তূর্ণ।
তথা হি—

'নিবাসঃ বৃক্ষঃ সাধূনাং আপন্নানাং পরাগতিঃ
আর্ত্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্।'
(রাঃ কিঃ ১৫।২০)

আনন্দ স্বরূপ যিনি আনন্দময় পুনঃ
নিত্য বিভূতি সদা আনন্দে নিমগন।
লীলাবিভূতির দুঃখ তবু অতি অসহন
আর্ত্তজীবে উদ্ধারিতে অর্চারূপে আগমন।
ভট্টার্যের এই ব্যাখ্যা শুনি হ'য়ে সন্দিহান
পুছে ভক্ত *আচ্চান্* তথা *পিল্লৈয়াপ্পান্*।
ভট্ট কহে—স্বরূপে ও গুণে যে আনন্দময়
তবু বদ্ধ জীব-দুঃখে প্রভুর দুঃখ অতিশয়।
শ্রুতি তথা ঋষি বাক্য ইহাতে প্রমাণ
প্রকৃষ্ট প্রমাণ পুনঃ তাঁর আচরণ।
তথা হি ঋষি বাক্য—

"রাজ্যাৎ ভ্রংশঃ বনে বাসঃ সীতা নষ্টা হতো দ্বিজঃ
ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মী নির্দেহেদপি পাবকম্।" (রাঃ আঃ)
"ব্যসনেষু-মনুষ্যানাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।" (রাঃ অঃ)

লীলা বিভূতির লয় প্রভু যে সহিতে নারে
নিত্যবিভূতিতে বসি সৃষ্টির সংকল্প করে।
তথা হি শ্রুতিঃ—

'স একাকী ন রমতে'
"সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।" (ছাঃ উঃ)

এ হেন দয়াল প্রভু জীব দুঃখ নিবারণে
অর্চারূপে বিরাজিত আসি শ্রীনগরী ধামে।
শ্রীবৈকুণ্ঠ সুখ তথা নাগপর্যঙ্ক সুখে
তুচ্ছ করি, অবতরে অতি দুঃখী ভব দুঃখে।
প্রজার রক্ষণে মাতা যথা রহে তার পাশে
সংসারী রক্ষায় তথা অর্চ্চা স্থিত দিব্যদেশে।
এ হেন সে দিব্যদেশ শ্রীকুরুকাপুরী ধাম
এসো হেথা নাচো গাও ভরি ভরি মন প্রাণ।
দিব্যদেশ প্রাপ্য তব সর্ব কামধুক
সর্ব ক্লেশ অপহারী দিবে সর্ব সুখ।
তথা হি—

'বিক্রোরায়তনে বসেৎ দেশোঽয়ং সর্বকামধুক্।'

আড়বার বচন—

'অক্রমঃ ক্রোশসন্তদ্দেশপ্রসক্তৈঃ স্বস্ত মনোবতিষ্ঠেৎ।'

ওহে ভবদুঃখে দুঃখী, যে যেখানে আছ তোরা
নানা দিক হ'তে নাচি গাহি মাতি আয় ত্বরা।
॥৪।১০।২॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — তৃতীয় গাথা

গাথা তাৎপর্য—
জীবরক্ষা-কার্য যেবা করহ বিচার
প্রভুর পরত্বজ্ঞানে বাকী কিবা আর।

মূল গাথা

দেব জাতি নানা লোকে যে করে সৃজন
প্রলয়ে রক্ষয়ে সবে করি নিগীরণ।
পুনঃ সৃষ্টি করে সবে করি উদ্গীরণ
সর্বশিরে পদ ধরি করে উজ্জীবন।
যাঁর হেন কীর্ত্তি, যাঁরে সেবিছে অমরগণ।
সে কুরুকানাথ বিনে পরতত্ত্ব কেবা হন॥
॥৪।১০।৩॥

---

১ বচনাভাস—অনমুরূপবচন, যে সকল গুণ কোন পুরুষে নাই সেই সকল বাক্য দিয়া তাঁর স্তুতি।
২ যুক্তি-আভাস—অনমুরূপ অপ্রযোজ্য যুক্তি।

ব্যাখ্যা—

সমধিক জ্ঞানবান তথা শক্তিমান,
অল্প জ্ঞান নরজাতি, উভয়ের বাসস্থান।
যথাক্রমে সৃজিলা যে পরম মহান
আপৎকালে এই ক্রম অতি অসহন।
রক্ষিতে একদা লয়ে উদরে স্থাপন
তারতম্য বিনা সূক্ষ্ম সর্ব জীবগণ,
গর্ভক্লেশ হেরি তাদের করি উদ্গীরণ
স্থাপিলেন পুনঃ সবে নিজ নিজ স্থান।
'বলী' গৃধ্র সম যবে দেবরাজ্য অপহরে
ত্রিপাদ সঞ্চারি যেবা সেই রাজ্য উদ্ধরে।
প্রলয়ে নিমগ্ন ধরা বরাহের রূপ ধরি
পয়োধি সলিলে ডুবি উথাপিল দন্তে করি।
হেন শত দিব্যচেষ্টা সুবিশদ শাস্ত্রমুখে
একে একে জানি তাহা পরত্ব বিচার সুখে।
হেন সর্বস্রষ্টা হেন আপৎসখা তবু তাঁরে
সমাশ্রণে যদি তব জ্ঞান বুদ্ধি নাহি ধরে।
তোমার আশ্রয়নীয় দেবতার কৃত্য হের
তবে সে আশ্রয়নীয় পরত্ব বিচার কর।
তাঁরা সবে সেবিছেন যাঁহার চরণদ্বয়
সেই পরবস্তুর পদ কর সমাশ্রয়।

তথা হি—

'পাদেন কমলাভেন ব্রহ্মারুদ্রার্চিতেন চ।'
'বিরিঞ্চিবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।' ইত্যাদি।

এ হেন বৈকুণ্ঠনাথ জীবোদ্ধারে অবতরি
আদিনাথ অর্চারূপে বিরাজে কুরুকাপুরী।
পুনঃ যদি প্রকৃতির সঙ্গ হেতু জীবচয়
প্রতি জন্ম মন্দতর স্বরূপে মলিন হয়।
এ হেন সংসারী-মাঝে প্রতি প্রতি অবতারে
পরত্ব উজ্জ্বলতর ক্রমেতে প্রকাশে তাঁরে।

তথা হি—'অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি।' (শ্বেঃ উঃ)

প্রকারী[১] যে পরতত্ত্ব, দেবতা প্রকার[২] তাঁর
বিভূতিক একা যিনি, বিভূতি দেবতা আর।

তথা হি—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' (শ্বেঃ উঃ)

অতো প্রভু-পরতত্ত্ব স্বরূপ যে দেবতারে
হেন বুদ্ধি পূর্ব যদি সমাশ্রণ কর তারে।
প্রভুরই সমাশ্রণে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে॥
হে সংসারী! এ বিচারি হেন বুদ্ধি ধর
প্রকারী যে পরবস্তু তাঁরে সমাশ্রণ কর।

॥৪।১০।৩॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — চতুর্থ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

পূর্বে সূরী শাস্ত্রমুখে তথা অনুভবমুখে
নারায়ণে পরতত্ত্ব প্রতিপন্ন করে সুখে।
পুনরায় ব্যোমাতীত[১] নৈয়ায়িক বৈশেষিকে
প্রতিপক্ষ খণ্ডনে বিচারয়ে এ দশকে।
ইথে আছে পূর্বপক্ষ সাথে সাথে খণ্ডন
যুক্তি তথা শাস্ত্রমুখে নিজ পক্ষ মণ্ডন।
এ জগৎ সাবয়ব অতো কার্যবস্তু হয়
কহে পূর্বপক্ষ ইথে, কর্তা আছে সুনিশ্চয়।
কার্য বিচিত্রতা যথা তথা কর্তা অপেক্ষিত
অনুরূপ জ্ঞান তথা শক্তি আদি সমন্বিত।
উপাদানোপকরণ সম্প্রদান প্রয়োজন
সমুদায়-অভিজ্ঞ কর্তা করে বিশ্ব প্রণয়ন।
হেন অনুমানে পূর্বে কর্তার কল্পনা করি
বেদের বচনে পরে আপ্ত প্রমাণ ধরি।
অনুমান-প্রধান ঈশ্বর তৎপরে সিদ্ধ করে
কোন শ্রুতি বাক্য ধরি কহে 'ঈশান' সর্বেশ্বরে।
'শিব' 'রুদ্র' 'ঈশান' সমাখ্যা এই সর্বেশ্বরে
পরবস্তু সাধি তবে নারায়ণে বহিষ্কারে।
এই মত খণ্ডনে সূরী কহে সংসারীরে
এতো নহে ন্যায্য রীতি বস্তু সিদ্ধ করিবারে।
পূর্বপক্ষ সাধে বস্তু অনুমান অগ্রে ধরে
শ্রুতি বাক্য লিঙ্গ তথা আখ্যা কহে পরে পরে।
সমীচীন রীতি হয় সর্ব পদার্থ প্রমাণে
শ্রুতি তথা লিঙ্গ[২] পরে অনুমান পরে নামে।

তথা হি—"শ্রুতিলিঙ্গাভ্যামনুমানং সমাখ্যাং চ।"

---

১ প্রকারী—বিশেষ্যরূপী মূল বস্তু।
২ প্রকার—প্রকারী, মূলবস্তুর অঙ্গরূপী বা বিশেষণরূপী।

১ যারা ব্যোমকে পরতত্ত্ব বলেন — পাশুপতগণ।
২ লিঙ্গ—চিহ্ন বা লক্ষণ যাহার দ্বারা বস্তুর নিরূপণ হয়।

এ রীতিতে করি সুরী পূর্বপক্ষ খণ্ডন
স্বপক্ষ 'ভগবৎ-পরত্ব' করেন স্থাপন।
সুরী কহি শ্রুতি স্তবে লিঙ্গ তার সমর্থনে
যেথা চিহ্নাবলী উক্ত সর্বেশ্বর নিরূপণে।

তথা হি—

"যদ্ বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তঃ বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।
(তৈঃ নাঃ অনু)

বেদের আদিতে তথা বেদান্তে প্রণব-স্বর
যাবৎ বাচক শব্দ লীন যে ভিতরে তার।
এ প্রণব১ লীন পুনঃ 'অ'কারে বা 'অব' কারে
'অব' ধাতু রক্ষণে, সর্বরক্ষক অর্থ তারে।
'অব'-কারে বাচ্য তথা সর্বেশ্বর তত্ত্ব যাহা
তিনিই যে 'মহেশ্বর' উক্ত শ্রুতি কহে তাহা।
ঈশ ও ঈশান২ নাম উচিৎ সমাখ্যা নহে
অনুমানে বুঝা যায়, উভয়ের অনুষ্ঠানে।
ব্রহ্মা হন ছিন্ন-শির, রুদ্র তায় হস্ত-শির৩
উভয়ের দুঃখ নিবর্ত্তয়ে মহা বিষ্ণু বীর।
রুদ্র হস্ত-শির মুক্ত, যায় যেথা ছিল যুক্ত
বুঝিতে বিলম্ব নয়, কেবা এই পরতত্ত্ব।
এই ভবে শ্রুতি-লিঙ্গ-অনুমান-সমাখ্যায়
বিচারিয়ে সুরী পরতত্ত্ব করে নিরনয়।
সকল বেদান্ত সিদ্ধ নারায়নই পরতত্ত্ব
অন্যমত খণ্ডিয়া সুরী নিজ মত করে সিদ্ধ।

মূল গাথা

রুদ্র তথা ব্রহ্মা পুনঃ অন্য অন্য সকলের
নায়ক রূপেতে স্থিত নারায়ণই আমাদের।
হস্তলিপ্ত শির মুক্ত দেখি কর নিরণয়
সর্বেশ্বরে পরতত্ত্ব কেবা হয় সুনিশ্চয়।
সুন্দর কুরুকাপুরী বসতি তাঁহার জেনো
কি ফল অপভাষণে, হে আনুমানিকগণ৪।

॥৪।১০।৪॥

ব্যাখ্যা—

নারায়ণপর মোর যুক্তি শ্রুতি-উক্তি যথা
তার প্রতি কোটি শ্রুতি অন্য শাস্ত্রবাক্য তথা।
হে আনুমানিকগণ, আপনারা কহ যবে
তার প্রতি উত্তরে আপনারে কহি তবে।
কর্মকাণ্ডে বিধি তরে শ্রুতিবাক্য অর্থবাদ,
তথা তামস পুরাণ করে রুদ্রে স্তুতিবাদ।
তাহার পরত্ব পক্ষে উদ্ধৃত তব শাস্ত্র
নহে যে বিচার-সহ, বাদালম্বন মাত্র।
সুরী কহে পুরাণবাক্যে রুদ্রদেব ব্রহ্মা-পুত্র
ভগবৎ প্রসাদেতে রুদ্রের যে ঈশ্বরত্ব।

তথা হি—

'ব্রহ্মণঃ পুত্রায় জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়'।
'ব্রহ্মণশ্চাপি সম্ভূতঃ শিবঃ।'

মহাত্মা মহাদেব সর্বযজ্ঞে আপনারে
আহুতি উদ্যোগ করি দেবদেব নাম ধরে।
এ হেন উদ্যোগকালে তারে প্রতিরোধ করি
বরদানে আখ্যা দিলা তাঁরে 'দেবদেব' হরি।

তথা হি—

'মহাদেবঃ সর্বমেধে মহাত্মা, হুত্বাত্মানং দেবদেবো বভূব।'

রুদ্র প্রতি ব্রহ্মা বাক্য, কহি কর অবধান
উভয়েরই অন্তরাত্মা দেহী হন নারায়ন।

তথা হি—

'তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহ-সংজ্ঞিতাঃ।'
(ভারত মোক্ষ ধর্ম)

অতয়ে অন্যেরে যথা ব্রহ্মা ও রুদ্রেরে তথা
নায়ক যে নারায়ণ শাস্ত্রবাক্য সিদ্ধ হেথা।
তাঁহারই যে নায়কত্ব শ্রুতিরও যে এই কথা
সমীচীন অর্থ অনুধাবনে স্ফুরে তথা।

তথা হি—

"যদ্বেদাদৌ স্বর প্রোক্তঃ বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ
তস্য প্রকৃতিলীনস্য য পরঃ স মহেশ্বরঃ১।"
(তৈঃ নাঃ অনু)

সুরী কহে রুদ্রদেব এ পরদেবতা নয়
হস্ত-লিপ্ত শিরে মোক্ষ এই তত্ত্ব প্রকাশয়।

---

১ ওঙ্কার (অ, উ, ম) আদি অক্ষর 'অ'—'অব' রক্ষণকর্তা।
২ ঈশ-ব্রহ্মা, ঈশান-রুদ্র। ৩ হস্তশির—মৎস্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।
৪ আনুমানিকগণ — যাহারা অনুমানকেই প্রধানতঃ প্রমাণ হিসাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন—নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, পাশুপতগণ প্রভৃতি।

১ এই শ্লোকের অর্থ গাথা তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

তথা হি—(পার্বতী প্রতি রুদ্র বচন)

"তত্র নারায়ণঃ শ্রীমান্ ময়া ভিক্ষাং প্রযাচিতঃ ॥"

(মৎস্য পুরাণ)

"বিষ্ণুপ্রসাদাৎ সুশ্রোণি কপালং তৎ সহস্রধা"

"স্ফুটিতং বহুধা যাতং স্বপ্নলব্ধধনং যথা ।"

(মৎস্য পুরাণ)

রুদ্র হস্ত-লিপ্ত শিরে যিনি করে বিমোচন

তিনিই তো পরতত্ত্ব তিনি প্রভু নারায়ণ ।

যুক্তি তথা শাস্ত্রবাক্যে করি চিত্ত নিরসন

বিচার করিলে হবে পরতত্ত্ব দরশন ।

এ হেন সে পরতত্ত্ব অর্চ্চারূপে আদিনাথ

কুরুকাপুরীতে অবতরি তাঁর নিত্যবাস ।

হেন পরতত্ত্বে তব পরিভব-ভাষণ

কিবা প্রয়োজন তায় হে আনুমানিকগণ ।

তাঁর সমাশ্রয়ে হবে তবে ফলোদয়

সূরী কহে তারে স্তুতি কর মহাশয় ।

॥৪।১০।৪॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — পঞ্চম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কুদৃষ্টি পুরাণবাদী বেদবাহ্য-বাদী আদি

মতবাদ নিষেধয়ে এ গাথায় মহাসূরী ।

মূল গাথা

চিহ্ন দ্বারা বস্তুজ্ঞানে প্রবৃত্ত পুরাণবাদী

বেদবাহ্য বৌদ্ধ তথা হয় জৈন মতবাদী ।

যথেচ্ছ তর্কের দ্বারা স্বমত পোষণ

অবশিষ্ট মতবাদী শুন মোর নিবেদন ।

তব নিজ নিজ দেবে অন্তরাত্মা অবস্থিত

পরম দেবতা এক পরতত্ত্ব রূপে স্থিত ।

শ্রীকুরুকাপুরী মাঝে তিনি পূর্ণ বিরাজিত

ভজ তাঁরে তাঁর সর্বগুণ সত্য-অলঙ্কৃত ।

॥৪।১০।৫॥

ব্যাখ্যা—

সাত্ত্বিক রাজস তথা তামস পুরাণে

বুঝা যায় প্রক্রিয়ায় তথা উপক্রমে ।

বিশেষ এক তত্ত্বকথা উল্লেখি প্রথমে

যথাক্রমে নিরূপণে সাত্ত্বিক পুরাণে ।

বিষ্ণুপুরাণে যথা প্রশ্ন উপক্রমে

'যন্ময়ং চ জগৎ ব্রহ্মন্ ?' মৈত্রেয় বচনে ।

তদুত্তরে যথারীতি করে নিরূপণে

ঋষি পরাশর কহে 'বিষ্ণুই যে জগন্ময়ে' ।

তথা হি—

'বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ……জগচ্চসঃ ।' (বিঃ পুঃ)

তথা নয় রাজস ও তামস পুরাণ

ভিন্ন প্রক্রিয়ায় করে বস্তু সমাধান ।

সিদ্ধান্ত বিষয় ইথে উল্লেখিয়া আগে

প্রমাণিত করে তাহা অসঙ্গত ভাবে ।

অনুকূল শাস্ত্রবাক্য তাহার যে অর্থবাদে[১]

স্বতন্ত্র যুক্তি তাহে, নহে অনুগতভাবে ।

উপক্রমে পুরুষ এক পরতত্ত্বে করি উক্তি

পরে তার লিঙ্গ[২] কহি পরিশেষে শাস্ত্রযুক্তি ।

প্রতিপাদ্য বস্তুর উৎকর্ষ সাধনই হেথা

প্রতিপক্ষ খণ্ডনে নহে যে প্রযত্ন তথা ।

বৌদ্ধ জৈনগনে বেদ নহে যে প্রামাণ্য

বেদবাহ্য কহে তাই সূরী-অগ্রগণ্য ।

বেদ প্রমাণ ছাড়ি তথা তর্ক-অনুগত

'ধৃষ্টবাদী' নিজ তর্কে বস্তু-সাধনে রত ।

অবশিষ্ট আরো যাঁরা সর্ব মতবাদিগণে

আহ্বানিয়া কহে সূরী, তবে অতি সসম্ভ্রমে ।

নিজ নিজ তব সমাশ্রয়নীয় দেবতার

আত্মারূপে স্থিত সদা পরমদেবতা আর ।

নিজ নিজ দেবতার স্বরূপ ও স্থিতি আর

সদাই অধীন বহে এই পরদেবতার ।

ভগবৎ-পরতত্ত্বরূপে সে দেবে উৎকর্ষ গাহ

এ উৎকর্ষে নিদান যে তাঁর অন্তরাত্মা সেহ ।

তথা হি—'বিষ্ণুরাত্মা ভগবতঃ ।'

---

১ অর্থবাদ—শাস্ত্রবাক্যের নিজ অনুকূলে অসঙ্গত অর্থ করিয়া । ২ লিঙ্গ—নিরূপক লক্ষণ ।

রুদ্রে সর্বেশ্বর কহে যত 'রুদ্র-বাদ'
স্পষ্টভাবে ইহার হেতু কহে যে অথর্ববেদ।
বিষ্ণু যে প্রবেশে রুদ্রের অন্তরের অন্তরে
উৎকর্ষে নিদান তাঁর এ পরমাত্মার বরে।
তথা হি—(অথর্বশিরসি রুদ্র স্বমুখ নিঃসৃত বচন)
'সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ।'
সর্ব অন্তরাত্মভূত সর্বেশ্বর হরি
তব সন্নিধানে স্থিত এ কুরুকাপুরী।
তার গুণবাদে অতিবাদ নাহি হয়
সর্বদাই অতি সত্য নাহি মিথ্যা তায়।
ধান্যভারে হর্ষভরে নীবার বীজয়ে তাঁরে
চেতনাচেতন সবে নির্বিচারে সেবা করে।
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী তোমরাও সেব তাঁরে
অবিলম্বে বিচারহ তাঁরে সমাশ্রয় তরে
মোর এই উপদেশ অতীব যে হিতকথা
সর্বথা সফল হবে কভু না যাইবে বৃথা।

॥৪।১০।৫॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — ষষ্ঠ গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সংসারী পুছয়ে সূরি! সর্ব নিয়ামক মোরে
প্রবণ কি হেতু করে যত দেবতান্তরে?
সূরী কহে, নিজ নিজ কর্মফল অনুগুণ
দেন তিনি অভিরুচি ইথে কোন নাহি উন।
শাস্ত্র-মর্যাদা ভঙ্গে নাহি তাঁর অভিমত
হওগো চতুর হও শ্রীচরণে সমাশ্রিত।

মূল গাথা

প্রভুই যে সংসারীরে অন্য দেবে ভজিবারে
দিয়া রুচি বিশ্বাস নিজ-বহিষ্কৃত করে।
সর্ব-অধিকারী যদি করে মোক্ষ লাভ
শাস্ত্র-মর্যাদায় তবে হইবে অভাব।
পদ্ম তথা ধান্য আদি যথা সম বর্দ্ধয়ে
সে কুরুকাপুরে মহাশক্তিধর বিরাজয়ে।
তাঁর মায়া জানি পুনঃ সেই মায়া তরিবারে
বিলম্ব না করি এবে কর সমাশ্রয় তাঁরে।

॥৪।১০।৬॥

ব্যাখ্যা—
নিজ কর্ম অনুসারে প্রভু অধিকারী করে
রুচি ও বিশ্বাস দানে অন্য দেবে ভজিবারে।
এইভাবে তিনি স্বয়ং নিজ হ'তে বহিষ্কারে
দেন মতি গতি পুনঃ যত যত সংসারীরে।
সর্ব সংসারী যদি অধিকার-নির্বিচারে
কর্মফল নাহি ভুঞ্জে সবে মোক্ষলাভ করে।
পাপ পুণ্য কর্মে তবে ফল হয় নিরর্থক
শাস্ত্র কিন্তু প্রভু-লীলাহেতু ভোগ-প্রবর্তক।
তথা হি—
"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা পাপঃ পাপেন কর্মণা।"
পাপ পুণ্য ফল হয় অবশ্য যে অনুভাব্য
নহে শাস্ত্রমর্যাদা সকলি যে হয় লুপ্ত।
পদ্ম তথা ধান্য আদি যেথা সম-বর্দ্ধয়ে
সে কুরুকাপুরে মহাশক্তিধর বিরাজয়ে।
তাঁর হেন মায়া জানি কর তাঁরে প্রপদন
অবিলম্বে বিচারহ সে চরণ সমাশ্রয়।
তথা হি—
"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (গীতা)

॥৪।১০।৬॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — সপ্তম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

সূরীরে সংসারী কহে, বহুদিন অন্য দেবে
ভজিয়াছি ফল তরে আরো কিছু দিন তবে।
হেরি ফলসিদ্ধি তরে হেন মোর অভিলাষে
সূরী কহে, বহু দিনেও না পুরিল সেই আশে।
ছাড়ি তারে কর এবে ভগবৎ সমাশ্রয়
পূরিবে সকল আশ, পাবে মনোমত ধন।

মূল গাথা

জন্ম জন্ম ধরি বহু দেবতারে
করিয়াছ আরাধনা।
বহু প্রকারের স্তুতি গীতি নতি
করিয়াছ বন্দনা॥

এবে হের সেই কুরুকাপুরীর
নাথে ভজনের ফল।
নিত্যসূরীর ভজনীয়, তাঁর
দাস্য কর সম্বল॥

॥৪।১০।৭॥

ব্যাখ্যা—

সকাম ভজনা করি জন্ম জন্ম সংসরণ
নিত্য চেতনাচেতনে নিত্য উভ-সম্মিলন।
তথা হি—'গতাগতং কামকামা লভন্তে।' (গীতা)
কর্মপরম্পরায় চলে এ জন্ম-প্রবাহ যত
তা সবারে নাহি জানি', এই জন্মে উপনীত।
গত যত যত জন্ম অন্য দেবতা ভজনে
নিষ্ফল বুঝহ তাহা এ জনম দরশনে।
নাচি গাহি নতি করি ত্রিবিধ করণে
প্রেমভরে ভজিয়াছ আপন সাধনে।
শাস্ত্রমর্যাদা কিছু নহিল লঙ্ঘন
তথাপি সফল নহে হেন সমাশ্রয়ণ।
ভগবৎ-সমাশ্রয়ণ হোত' যদি পূর্বে তব
জনম না হোত' তবে, লভিতে যে মোক্ষপদ।
তথা হি—'মোক্ষমিচ্ছেৎ জনার্দনাৎ।'
পরিমিত ফল দিতে অন্য দেবে অধিকার
মোক্ষকামী তাই নাহি ভজে দেবতান্তর।
তথা হি—
"ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠং চ যাঃ চান্যাদেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রতিবুদ্ধা ন সেবন্তে যস্মাৎ পরিমিতং ফলম্॥"
(ভাঃ মোঃ ধঃ ১৬৯।৩৫)

অম্বরীষ মহারাজ ভগবৎ-পদাশ্রিত
অনন্যতা বিচারিতে প্রভু তথা উপস্থিত।
ইন্দ্রের বেশ ধরি ঐরাবত হস্তী'পরে
পুছে অম্বরীষে, কোন্ বর চাহি তোরে।
রাজা পুছে, কেবা তুমি কহ কৃপা করি
প্রভু কহে, ইন্দ্র আমি ঐশ্বর্য পুরাতে পারি।
অম্বরীষ কহে, ইন্দ্র লহ মোর নমস্কার
তব পাশে কোন বস্তু নাহি মোর প্রার্থনার।
যাঁহার আশ্রিত হ'য়ে তব এ ঐশ্বর্য-ভার
তাঁহারই আশ্রিত আমি পাইয়াছি বস্তুসার।

তথা হি—(ইন্দ্রপ্রতি অম্বরীষ)
"ত্বমিন্দ্রঃ সত্যমেবৈতদ্দেবস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ত্বয়াপি প্রাপ্তমৈশ্বর্যং যতস্তং তোষয়াম্যহম্॥"
(বিঃ ধঃ)

আপন আপৎকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণে
সবে মিলি এককণ্ঠে বিষ্ণু পাশে নিবেদনে।
বিষ্ণু তবে রাম ত্রিবিক্রম আদি অবতারে
সে বিপদে নানা যুগে নানাভাবে উদ্ধারে।
তাহা জানি তাহা বুঝি তোমরাও কর সবে
এককণ্ঠে অবিলম্বে সমাশ্রয়ণ তাঁর পদে।
গরুড়ধ্বজ যিনি, যিনি গরুড়-বাহন
মোক্ষপ্রদ সর্বেশ্বর নিত্যসূরী-সেবমান।
আমাদের রক্ষা তরে অবতার শ্রীনগরী
সেই আদি আদিনাথে ধরি এবে দৃঢ় করি।
তাঁর দাস্যে প্রবেশহ অন্যৎ কর্তব্য নাই
অতঃপর সর্ব ভার তিনিই বহিবে ভাই।
তাঁর বস্তু তুমি রাখ তদীয়ত্ব-অভিমান
তিনিও রাখিবে তবে মদীয়ত্ব-অভিমান।
ভক্ত-পরাধীন করি রাখিবারে আপনারে
প্রভুই সমর্থ একা অন্য দেবে নাহি পারে।
বিশ্বামিত্র-উপকারে তাড়কার বিনাশনে
গমন করিলা সাথে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণে।
নিজেরে কিঙ্কর মানে বিশ্বামিত্র শ্রীচরণে
আদেশ অপেক্ষা করে আজ্ঞা প্রতিপালনে।
তথা হি—
"ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপস্থিতৌ।
আজ্ঞাপয় যথেষ্টং বৈ শাসনং করবাব কিম্?"
(রাঃ বাঃ)

দেহ-সম্বন্ধী ভাবি সমাদর করে যারা
দেহাবধি তাহাদের ফললাভ হয় সারা।
আত্মা সাথে পরমাত্মা নিত্য সম্বন্ধ-বদ্ধ
এ সম্বন্ধ-জ্ঞান নিত্য, ফল ইথে হবে সিদ্ধ।
অন্য দেব সমাশ্রয়ে ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি যদি
সহন না করে তাহা সে দেবের ঈর্ষা অতি।

ইহার দৃষ্টান্তে ভট্ট পরাশর মহাশয়
শুক্রাচার্য-যযাতির চরিত্রে১ বিশদে কয়।
শুনিতে শুনিতে তবে দুই ভক্ত২ কহে তায়
বিশদ বর্ণনা ইথে কিবা প্রয়োজন হয়।
ভট্ট কহে, দেখ, গুরু শিষ্যে কত ঈর্ষাময়
স্বপ্রদত্ত ঐশ্বর্যেও সহন না হয় হায়!
প্রভুর স্বভাব দেখ অতীব উদার তায়
ভক্ত প্রতি দানে তাঁর সীমা পরিসীমা নাই।

॥৪।১০।৭॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — অষ্টম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তথাপি সংসারী কহে, মার্কণ্ডেয় আদি ভক্তে
লভিলা যে মোক্ষফল সমাশ্রণ করি রুদ্রে।
সূরী কহে, এ ঘটনা করি বরণন
ইহার যথার্থ তত্ত্ব করহ শ্রবণ।

মূল গাথা

রুদ্র-ভজনে মার্কণ্ডেয়
পেয়েছিল দরশন।
নারায়ণ-কৃপা মূলে ছিল তার
কর কর বিচারণ॥
সুরভী কেতকী কুসুম শোভিত
শ্রীকুরুকাপুরী ধাম।
আদিনাথ-নাথ বিরাজে তথায়
পরদেবতা কে আন?

॥৪।১০।৮॥

ব্যাখ্যা—

রুদ্র-দাস্তে মার্কণ্ডেয়
তাঁর দরশনে ধনী।
তবে সে রুদ্র উপকারক
করি তারে জ্ঞানে জ্ঞানী॥
রক্ষিল তারে আপদ দশায়
সাধি তার উজ্জীবন।
কহিলেন তুমি নারায়ণ-পদ
কর এবে সমাশ্রণ।
তবে রুদ্রদেব আনি মার্কণ্ডে
নারায়ণে সমর্পণ।
তাঁহারই প্রসাদে হইল সফল
রুদ্রকৃত এ রক্ষণ॥
কুরুকাপুরীতে জগৎকারণ
'আদিনাথ'রূপে স্থিতি।
তাঁরে ছাড়ি আর অন্য দেবতা
সমাশ্রণে কেন মতি?

॥৪।১০।৮॥

চতুর্থ শতক, দশম দশক — নবম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

তব উজ্জীবন তরে অর্চা আদিনাথে জ্ঞান
সূরী কহে হে সংসারী, নাহি ভব প্রয়োজন।
তাঁহার নিবাসস্থান শ্রীনগর-মহিমা জ্ঞান
যথেষ্ট সে ভব তরে, সেই দিবে উজ্জীবন।

মূল গাথা

বৌদ্ধ জৈন কপিল প্রভৃতি
ষড়বাদে কেহ যারে।
পারেনা জানিতে পায়নাকো দেখা
অতি দুর্লভ তাঁরে॥
অতি শোভাময় তাঁর বাসস্থান
তাহার মহিমা জ্ঞান।
করহ চিন্তন হবে উজ্জীবন
নিজ সত্তা লাভবান॥

॥৪।১০।৯॥

---

১ শুক্রাচার্য-যযাতি চরিত্র—অসুর-গুরু শুক্রাচার্য নিজ পুত্রী দেবযানীকে যযাতির সহিত বিবাহ দিবার পরে নানা প্রকারে যযাতির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করাইয়াছিলেন। সেই শুক্রাচার্যই আবার নিজেই অসূয়াযুক্ত হইয়া সেই দত্ত ঐশ্বর্যের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

২ দুই ভক্ত—(১) পিল্লৈবিল্লুপ্পৈয়েরুক্ত। (২) আপ্পান্ তিরুবেল্লুপ্পৈয়েরুক্ত।

ব্যাখ্যা—

শাক্যৌলূক্য অক্ষপাদ ক্ষপণ কপিল পাতঞ্জল
ষড়্‌বাদে এই ব্যাখ্যা করে রামানুজ ভাষ্যকার।
বেদবাহ্য শূন্যবাদ তথা পুনঃ মায়াবাদ
তথা কেবল তর্কবাদ প্রভৃতি অনেকবাদ।
তথা হি—'তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।'
কেহ নিরীশ্বর কেহ সেশ্বরও যদি বা হয়
কেহই জানিতে নারে প্রভুর ইয়ত্তা তায়।
প্রভুর স্বরূপ রূপ তথা গুণ বিভূতিরে
মায়াবাদ শূন্যবাদ কেহ নিবারিতে নারে।
'মাতা মোর বন্ধ্যা' বাক্য হেয় অসম্ভব যথা
প্রভুর স্বরূপ রূপে সন্দেহ হয় যে তথা।
হেন জগৎ-আদিভূত 'আদিনাথ' বাসস্থান
শীতল কেদারাবৃত সুন্দর কুরুকাধাম।
কর অনুচিন্তন তাহার মহিমা জ্ঞান
পরে জ্ঞান-নেত্রে কর অর্চাবতার দরশন।
ইহাই কর্তব্য তব যদি চাহ উজ্জীবন
হেন দিব্য শ্রীবিগ্রহ সর্ববস্তু বিলক্ষণ।
পার্থিব উৎকর্ষে তুমি যতই হও ভাগ্যবান
তাঁর সমাশ্রয় বিনা সকলি যে নাশমান।
তথা হি—(হনুমদ্ বচন)
'নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ
যস্ত ত্বিক্ষাকুনাথেন বদ্ধবৈরং মহাত্মনা।' (রাঃ সুঃ

॥৪।১০।৯॥

—

চতুর্থ শতক, দশম দশক — দশম গাথা

গাথা তাৎপর্য—

কোনই ন্যূনতাহীন 'শ্রীআদিনাথ' নাম
অবতরি স্থিত যিনি শ্রীকুরুকাপুরী ধাম।
পরিপূর্ণ প্রভু পরিপূর্ণ রূপে স্থিত হেথা
হেন মহা উপকারী-দাস্য কর সর্বথা।

মূল গাথা

জগতের যত দেব যত চেতনাচেতন
তাহে পুনঃ তাহাদের যত যত ভোগ্যস্থান।
স্থিত প্রকারে তথা রহি যে বিগ্রহ মাঝে
অঙ্গে শ্রীবৎস আদি নিত্যসুরী সম সাজে।
লভে যে বিমল সত্তা হেন সর্বৈশ্বর্যময়
অর্চারূপে 'আদিনাথ' অবতরি বিরাজয়।
'শ্রীকুরুকাপুরীধামে' শস্যে ফলে ফুলে জলে
অতি সুন্দর শোভা তুলনা নাহিক মিলে।
যিনি পুনঃ অবতরে বামন-ত্রিবিক্রম বেশে
কুম্ভনর্তক পুনঃ কৃষ্ণ অবতারে এসে।
এ হেন শ্রীআদিনাথে দাস্যবৃত্তি সর্বোৎকৃষ্ট
অতীব সুকর পুনঃ ইহাই পরম ইষ্ট।

॥৪।১০।১০॥

ব্যাখ্যা—

জগতের যত দেব যত চেতনাচেতন
তাহে পুনঃ তাহাদের যত যত ভোগ্যস্থান।
বিমল মূর্তিরূপে যার অঙ্গে পায় স্থান
যথা শঙ্খ চক্র আদি অন্য নিত্যসুরীগণ।
নিত্য বিভূতি যথা লীলাবিভূতিও তথা
বিমল যে সমভাবে উভে রহি অঙ্গে হেথা।
'বিমল' অর্থে নির্দোষ তথা চিহ্ন বিলক্ষণ
লীলাবিভূতিও নির্দোষ লভি যাঁর অঙ্গে স্থান।
নির্দোষ অর্থে হেথা পৃথক্‌স্থিতিশূন্যতা১
উভয় বিভূতি যাঁহে এইভাবে অবস্থিতা।
বিভূতি বিভূতিমানে আধেয় আধার ভাব
নিয়াম্য-নিয়ন্তৃ তথা শেষ ও শেষী স্বভাব।
সমগ্র বিভূতি প্রভুর দেহ, প্রকার, বিশেষণ
প্রভু যে দেহী, প্রকারী, বিশেষ্য, বিভূতিমান।
চিদচিদ্-বিশিষ্ট প্রভু ইহাই যে তত্ত্বসার
যত চিদচিৎ হয় সমগ্র ঐশ্বর্য তাঁর।
এ হেন সে মহৈশ্বর্যে যিনি সদা পরিপূর্ণ
সর্বৈশ্বর্য সাথে তিনি অর্চারূপে অবতীর্ণ।
হেন অর্চা-অবতার আদিমূর্তি 'আদিনাথ'
বিরাজিত শোভাময় শ্রীকুরুকাপুরী মাঝ।
হেথা শোভা পরিপূর্ণ শস্যে ফলে ফুলে জলে
অদ্বিতীয় মরি মরি তুলনা নাহিক মিলে।

১ পৃথক্ স্থিতি শূন্যতা — শ্রীভগবানের সহিত পৃথক্ স্থিতিরহিত অপৃথক্‌সিদ্ধ স্থিতিরূপ স্বরূপ; অর্থাৎ, শ্রীভগবান স্বরূপতঃ প্রকারী বা বিশেষ্য এবং সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তু স্বরূপতঃ তার প্রকার বা বিশেষণ: শ্রীভগবান বিভূতিমান; চেতনাচেতন তাঁহার বিভূতিদ্বয়। এই সম্বন্ধটি নিত্য।

এ হেন শ্রীআদিনাথে দাস্যবৃত্তি সর্বোৎকৃষ্ট
অতীব সুকর পুনঃ ইহাই পরম ইষ্ট।
এই অর্চা অবতারই পুনঃ নানারূপ ধরে
নানা যুগে নানা লোকে শ্রীবিভব-অবতারে।
বামন-ব্রহ্মচারীরূপ ক্ষুদ্র তবু যদি
অতীব যে মোহনীয় ভুলাইলা 'বলী'।
ত্রুটিহীন ভিক্ষু-বেশ হাথে তার ভিক্ষাপাত্র
নিমেষে শ্রীপদবৃদ্ধি আবরিল যত্র তত্র।
কৃষ্ণরূপে পুনঃ তিনি অবতরে গোপকুলে
গোপ-কুম্ভনর্তনে আনন্দ প্রবাহ ঢালে।
হেন অপরূপ রূপ হেন দিব্যচেষ্টা তারে
কর পূর্ণ অনুভব অবতারে অবতারে।
এ হেন সে অনুভব দাসত্বে প্রেরণা করে
দাস্যে অনুমতি মাত্র, চাহে প্রভু পূর্তি তরে।

॥৪।১০।১০॥

—

চতুর্থ শতক, দশম দশক—একাদশ গাথা

দশক পাঠফল—
পড়ি সুরী প্রভুদত্ত করণ ও কলেবর
তাঁহারই কৈঙ্কর্য করে পূর্ণ অনুভবে তাঁর।
তথা হি—
"বিচিত্রা দেহসম্পত্তিরীশ্বরায় নিবেদিতুম্
পূর্বমেব কৃতা ব্রহ্মণ্ হস্তপদাদিসংযুতা।"
(বিঃ পুঃ)
কায়িক বাচিক তথা মানসিক আর
ত্রিবিধ করণে পূর্ণ কৈঙ্কর্য স্বরূপ তাঁর।
সুরী ধন্য মানসিক পূর্ণ অনুভবে তাঁর
অনুভবে পরিপূর্ণ হয় সুরীর অন্তর।
তথা হি—(আড়বার বচন)
'পাদঃ স্তবো ভবতি, হৃদয়ং ক্রন্দং ভবতি, নেত্রং স্রবতি।'
এ ভাব উথলি পড়ি আড়্বার অন্তরে
তাঁহারই লেখনী দ্বারে কাব্যরূপে মূর্তি ধরে।
এ হেন কৈঙ্কর্যে ধন্য, প্রাপ্ত সুরী চক্রধরে
তাহার যে হেতু পুনঃ জন্ম শ্রীকুরুকাপুরে।
এ সহস্রগীতি' মাঝে এ দশক বিলক্ষণ
পর-উপদেশে নানা তত্ত্ব করে বিশ্লেষণ।
দেবতান্তরে পরত্ব করি সুরী নিরসন
শাস্ত্র যুক্তি তর্কে প্রভুর পরত্ব স্থাপন
প্রভুর অর্চা-অবতার পুনঃ সর্ব-বিলক্ষণ॥
সর্বসুলভ পুনঃ সর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ
হেন অর্চা-অবতার সর্বরূপে পরিপূর্ণ।
কুরুকাপুরীর অর্চা আদিনাথ ভগবানে
স্বরূপ ও রূপ গুণে সুবিশদ বরণনে।
সুরী তবে উপদেশে সকল সংসারিগণে
তাঁর পদ সমাশ্রয়ে কৈঙ্কর্য নির্বহনে।
উভয়ই সুলভ হেথা তথা অতীব সুকর
অর্চা-অবতার তাই এ হেন মহিমাধর।
এ হেন সে উপদেশ সার্থক হেরি সুরী
মঙ্গলাশাসন প্রভুর করে মহানন্দে ভরি'।
এ দশকে যেইজন অভ্যাসে নিয়ত
পুনরাবৃত্তিশূন্য শ্রীবৈকুণ্ঠ হস্তগত।
লীলাবিভূতিও হয় তার করতলগত॥

॥৪।১০।১১॥

—

আড়্বার দিব্যসূক্তি অতৃপ্ত অমৃতসিন্ধু।
লিখে যতিরাজদাস লভি' গুরু-কৃপাবিন্দু॥

—

চতুর্থ শতক সম্পূর্ণ।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

—

শ্রীশঠারিচরণৌ শরণম্।
অস্মদ্ গুরুভ্যো নমঃ।